শ্রীশ্রীহরি গুরুচাঁদ চরিত্র সুধা

শ্রীমৎ বিচরণ পাগল
বিরচিত

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা

শ্রীমৎ বিচরণ পাগল
বিরচিত

৫ম সংস্করণের নিবেদন

"শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা গ্রন্থখানি" অবহেলিত ও নিষ্পেশিত জাতির মুক্তি বারিধি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শিব অবতার শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের জীনালেখ্য। অনুচর ও সহচর, ভক্তবৃন্দ উপখ্যান সম্মিলি মতুয়া সম্প্রদায়ের অতি আদরের পরম বস্তু এই গ্রন্থখানি। যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংগঠিত হয়, তাঁহারই করুণায় এই মহাগ্রন্থ রচিত। তার প্রমাণ, গুরুচাঁদ ঠাকুর একদিন গদিঘরে গদিসীন। বহুভক্তবৃন্দ বাবা গুরুচাঁদ ঠাকুরের কৃপাবিন্দু লাভের আশায় উপস্থিত কালে ভগবান গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন, "ভকতগণ বাবার লীলার পর কি আর লীলা প্রচার হবে না।" সভাস্থল নিরুত্ত ও নিস্তব্ধ। বিচরণ পাগল তখন হাত উত্তোলন করে বললেন- "লীলা প্রচার হবে" তখন ওখানে যে সমস্ত ভক্তেরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শুরু হলো চোখে মুখে একটা ব্যঙ্গ রহস্যের বিজলী। যেহেতু পাগল লেখাপড়া জানতেন না। বাবা গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বদর্শী পরমেশ্বর, পরম মালিক। সমস্ত ভক্তের মনের ভাব জেনে বললেন- "বিচরণ তুমি তো লেখা পড়া জান না, কি করে লিখবে?" তখন বিচরণ পাগল বললেন-"বাবা, আমি মুখ-হ'তে পারি-কিন্তু তোমার লীলাতো মুর্খ নয়। তোমার আশীর্বাদে বোবা কথা বলে, অন্ধে দৃষ্টি পায়, পঙ্গুজনে গিরি লঙ্ঘন করে, তোমার আশীর্বাদে সব হবে।" পরম দয়াময় তখন আশীর্বাদ করে বললেন,- "বিচরণ তুমি উপেনকে সংগে নিয়ে লেখ, কোন ভয় নাই।" তাই ঠাকুরের আশীর্বাদে বিচরণ পাগল বলতেন, আর উপেন পাগল নিঃস্বার্থে কলম দিয়া লিখতেন। তিনি অনন্ত শক্তিশালী ও অনন্ত মাধুর্য্যের খনি। অগতির গতি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের কৃপাধন্য কর্মবীর শ্রীমৎ বিচরণ পাগলের পৌত্র শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ পাগলের একান্ত আগ্রহে বিভিন্ন রকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ভীষণ দুর্দিনের মধ্যেও এই মহামূল্যবান বা অমূল্য রত্ন গ্রন্থখানি, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের মুখ নিঃসৃত বাণী প্রকাশিত হইল। প্রথম প্রকাশ ১৯৫১ সালে, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯০ সালে, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৪ সালে। চতুর্থ সংস্করণে আমার ছোট ভগ্নীপতি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত গুরুজনের আশীর্বাদপ্রাপ্ত কালিদাস বিশ্বাসের অবদানে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। ৫ম সংস্করণে সুরগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় দুর্য্যোধন মল্লিকের পুত্রদ্বয়ের অনুদান আমাকে চির কৃতজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করেছে। শ্রীমৎ বিচরণ পাগলের একমাত্র সন্তান গুরুচাঁদ ঠাকুরের কৃপাধন্য মহানন্দ পাগলের তৃতীয় সন্তানের একান্ত কামনা, সকলের কমল করে শোভিত হোক এই গ্রন্থখানি! ওঁং শান্তি ওঁং!

বিনীত-
শৈলেন্দ্রনাথ পাগল

২১শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১২
শান্তিসভা

চতুর্থ সংস্করণের ভুমিকা

"আসি নাহি ছেড়ে যাব জানিও বিশেষ।
গুরুচাঁদ দেহে আমি করিনু প্রবেশ।।"
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের মানব লীলা সম্বরণের পূর্বে উপরোক্ত উক্তি বিশেষভাবে গভীর তাৎপর্য্যে ভরপুর। প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্মের সমুন্নত আদর্শ জগৎবাসীর সর্বাধিক মঙ্গলের-কল্যাণের একমাত্র পন্থা এবং তাকে অনুসরণ করা প্রত্যেকটি গৃহী মানুষের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই শিক্ষা, সেই নীতি নিজেই আচরণ ক'রে ভক্ত সমাজকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে ছিলেন সংসার সুধু বাহ্য জগতের পঙ্কিলময় ক্ষেত্র নয়, তা যেন সাধনার এক পুণ্য ক্ষেত্র। সেই পুণ্য ক্ষেত্রকে মধুময় ক'রে তুলতে পারলেই তা হ'য়ে উঠে স্বর্গময়। স্বর্গভুমি মানুষই কার কৃতকর্মের জোরে নিজেই রচনা করতে পারে। গভীর অরণ্য, নির্জন গিরি গুহার অভ্যন্তরে সুকঠিন ব্রতচারণার মাধ্যমে যোগী-ন্যাসীর মত তপস্যাকর আদর্শ গৃহীর প্রয়োজন হয় না, কিম্বা গৃহী-মানুষের পুণ্য অর্জন ও মোক্ষলাভের জন্য বৃথা তীর্থ পর্যটন করার দরকার নেই। কর্মময় জগৎ সংসারের সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম-সম্পাদনের মধ্য দিয়ে, দেহের ইন্দ্রিয়ের সংযম, বিশুদ্ধ চরিত্র গঠন ক'রে সত্যবাদী হ'য়েও একজন আদর্শ গৃহীমানুষ সবচেয়ে বড় সাধক হতে পারে।

শুধু তাই নয়, ভাবী সভ্য পৃথিবীর প্রতিটি মানব মানবী প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শের বাতাবরণে গড়ে তুলবে শান্তি-সৌভ্রাতৃত্বের পীঠভুমি যেখানে থাকবে না উচু-নীচু, জাত-পাত, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের দ্বন্ধ-সংঘাত। এই স্বপ্ন ও ঠাকুর দেখেছিলেন এবং তা বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য হরিনাম মহামন্ত্রের মাধ্যমে সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ "মতুয়া ধর্মান্দোলন' গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সমাজের সব মানুষের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সর্বোপরি আধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে এক অভূতপূর্ব নব জাগরণের সৃষ্টি করলে। তাঁর এই জাগরণ যেমন ক্ষয়িষ্ণু মানব সমাজের নবজীবনের অভিসারের যাত্রার একমাত্র নিশানা, তেমনি জাগতিক জীবনের সুখ, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা অতিক্রম করে নান্দনিক অমরাবতীর চির আনন্দ-তীর্থে অবাধ বিচরণের অন্যতম পন্থা হিসাবে চিহ্নিত। তাই ঠাকুরের চিন্তা-চেতনা কর্মপ্রনালী একদিকে যেমন মানুষ কে বাঁচা-বাড়ার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে, অন্যদিকে তেমন আধ্যাত্ম সাধনার অমৃতলোকে পৌছবার স্পৃহা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তার সৃষ্ট এই অনিন্দ্য সুন্দর জগৎ সংসারের নিয়ম রক্ষার জন্য তিনি অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে গেলেন এবং পরবর্তীকালে নিজের অসমাপ্ত কাজ স্বার্থক করার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র মহাকাল মহেশ্বর রাজর্ষি শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের

মধ্যে পূর্ণশক্তি নিয়ে লীন হলেন। তাই শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মিলিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ তথা বিকশিত শতদল।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁর ভাবাদর্শকে সর্বজন সমক্ষে তুলে ধরার জন্য তিনি মতুয়া তরীকে নয়া বিপ্লবের পথে পরিচালিত করলেন। তিনি অনুন্নত সমাজের মানুষের উপর বর্ণবাদীদের চাপানো অশিক্ষা, কুসংস্কার ও শাস্ত্রাচারের জগদ্দল পাথর উপরে ফেলার জন্য শুরু করলেন শিক্ষা আন্দোলন। তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিত উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার পবিত্র আলোর স্পর্শ পেলে সমাজের সব রকম অন্ধকার দুর হ'য়ে যাবে তাদের চেতনার আলোকে ভাল মন্দ বিচার করে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে মুখর হয়ে উঠবে, তারা খুঁজে পাবে জীবনের দিশা। তাই দয়াল গুরুচাঁদ ঠাকুর কখনো ছুটে গেছেন লাট দরবারে শিক্ষা প্রসারের জন্য, জাতির ঘৃন্য কালিমাদুর করার জন্য সদ্য শিক্ষিত যুবকদের কর্ম সংস্থানের জন্য, রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। তিনি বিভিন্ন সভা সমিতি করে নিজেদের অধিকার, মর্যাদা পতিষ্ঠা করার জন্য সাদরে সবাইবে আহ্বান করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজকে বাস্তববে রূপায়িত করার জন্য ছিলেন একদল আজীবন উৎসর্গীকৃত কর্মবীর, সাধক, পার্ষদ। প্রতিমূহুর্ত্বে তাঁরা ঠাকুরের কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথা রক্ষা করাই ছিল তাঁদের জীবনের অন্যতম ব্রত। সেই ব্রত থেকে তারা কখনো বিচ্যুৎ হতেন না।

কর্মবীর শ্রীমৎ বিচরণ পাগল ছিলেন দয়াল শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের এমনই একজন চির উৎসর্গীকৃত লীলা সহচর। সারাটি জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের মহা সান্নিধ্যে। তাই বিচরণ পাগল বললে মনে হয় গুরুচাঁদ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত-বিচরণ মানেই গুরুচাঁদ। গুরুচাঁদ ঠাকুর পাগল বিচরণের মধ্যে লুক্কায়িত সৌরশক্তির মত তেজবীর্য নিয়ে মহা শক্তির পূর্ণ কুম্ভস্বরূপ যেন নিহিত থাকতেন। তাই শয়নে, স্বপনে, জাগরণে অশনে, বসনে, বদনে গুরুচাঁদ ছাড়া বিচরণ পাগল আর কিছুই জানতেন না। সব বাঁধা বিপত্তি, সুখ-দুঃখ, সবই যেন বিচরণের গুরুচাঁদ-এ যেন মহাভক্ত-ভগবানের মিলনের সাবলীল সত্ত্বার অভিন্ন প্রকাশ। মতুয়া ধর্মের মহান আদর্শের মানদণ্ডের উপর দাড়িয়ে বজ্র-কঠিন মেরুদণ্ডে ঠাকুরের ভাবধারা রক্ষা করা এবং কুসুম কোমল হৃদয়ে সুধী ভক্তসমাজকে প্রেমালিঙ্গনে আপন করার প্রবণতার মাধ্যমে একজন ভক্ত যে কত বড় শক্তিশালী হ'তে পারে তার জাজ্বল্য প্রমাণ শ্রীমৎ বিচরণ পাগল চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভক্তদের দেখিয়েছেন। স্বর্গ-মত্ত-পাতাল, অনল অনিল সবই তাঁর কাছে বাধ্য হয় দয়াল গুরুচাঁদের মহাশক্তিতে। শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই বাস্তব জীবনের অমিয় লীলা কাহিনী অবলম্বনে শ্রীমৎ বিচরণ পাগল এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। বাস্তব জীবন সংগ্রামের পটভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দয়াল গুরুচাঁদের পানসীর মাঝি হিসাবে তিনি নিজেকে সারাটি জীবনের জন্য তাঁর শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই বাস্তব জীবনের আঙ্গিনায় তিনি গুরুচাঁদের যে

সমস্ত লীলা মাধুয্য সচোখে প্রত্যক্ষ করেছেন বা নিজে প্রতি তার সংগে যে বাৎসল্য লীলারস আস্বাদন করেছেন-তারই জীবন্ত প্রতিফলন ঘটেছে এই 'শ্রীশ্রীহরি গুরুচাঁদ চরিত্র সুধায়।

শুধু তাই নয়, তৎকালীন শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ভক্তদের জীবনাদর্শ, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তদের প্রতিটি প্রতীকের মহাত্ম্য, ছোটা, ভক্তকণ্ঠের করংগহার, বারুণীর জন্মকথা, পবিত্র কামনা সাগরের মাহাত্ম্য, কবি রসরাজ শ্রীমত তারক গোঁসাইয়ের নিশানের মাহাত্ম্য, মতুয়া ভক্তদের আদর্শ প্রভৃতি বিষয়েরর সূক্ষ্মাতি-সুক্ষ্মা তাৎপর্য্য এই মহাগ্রন্থে মুক্তার ন্যায় দিব্য জ্যোতিতে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বড় গামলা মহোৎসব' শিরনামে তিনি তৎকালীন বৈদিক সমাজের অসারতা তথা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মতুয়াদের সোচ্চার প্রতিবাদের কাহিনী তুলে ধরেছেন। ভ্রান্ত বৈদিক মতবাদের পাষাণ যে একদিন মতুয়াধর্মের সুউন্নত আদর্শে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে তার আভাষ এই অংশে প্রস্ফুটিত করেছেন। তাছাড়া শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী, কর্মাদর্শ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোল, নারী প্রগতির আন্দোলন, সমাজের বাস্তব চিত্র এসবই এই গ্রন্থে চমৎকারভাবে পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে তুলে ধরেছেন। তাই গ্রন্থখানির সাহিত্যিক, কাব্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য্য। ইহা মতুয়া ধর্মের তথা দলিল গ্রন্থ সরূপ। ভক্ত সমাজে এযেন এক অমৃতের অফুরন্ত রসভাণ্ডার, পিপাসিত ভক্তের অনিবারিত প্রেমবারি-সুধা।

পরিশেষে কর্মবীর শ্রীমৎ বিচরণ পাগলের তৃতীয় পৌত্রবধু শ্রীমতি মঞ্জুলিকাদেবী এবং পাগলের সযোগ্য নাতি বর্তমান মতুয়া মহাসংঘের সম্পাদক শ্রী গণপতি বিশ্বাস মহশয়ের এই গ্রন্থের ভুমিকা লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করেছেন। মহামানবের মহোজ্জ্বল আলোক বর্তিকা স্বরূপ এই অমূল্য গ্রন্থের ভুমিকা লেখা নিতান্তই আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাগলের বংশধর ও পিতৃপুরুষের আশীর্বাদে যতটুকু লেখা সম্ভব, তাই ঠাকুরের করুণায় লিখিত হয়েছে। সুধী ভক্তবৃন্দ ও পাঠক সমাজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করলে আমি ধন্য এবং কৃতার্থ হব। এই মহাগ্রন্থের ভুমিকা লিখতে পেরে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি।

জয় শ্রীহরি-গুরুচাঁদ! জয় বিচরণ পাগল!

বিনয়াবনতঃ-

শান্তিসভা
২১শে ফাল্গুন, বুধবার ১৪১২

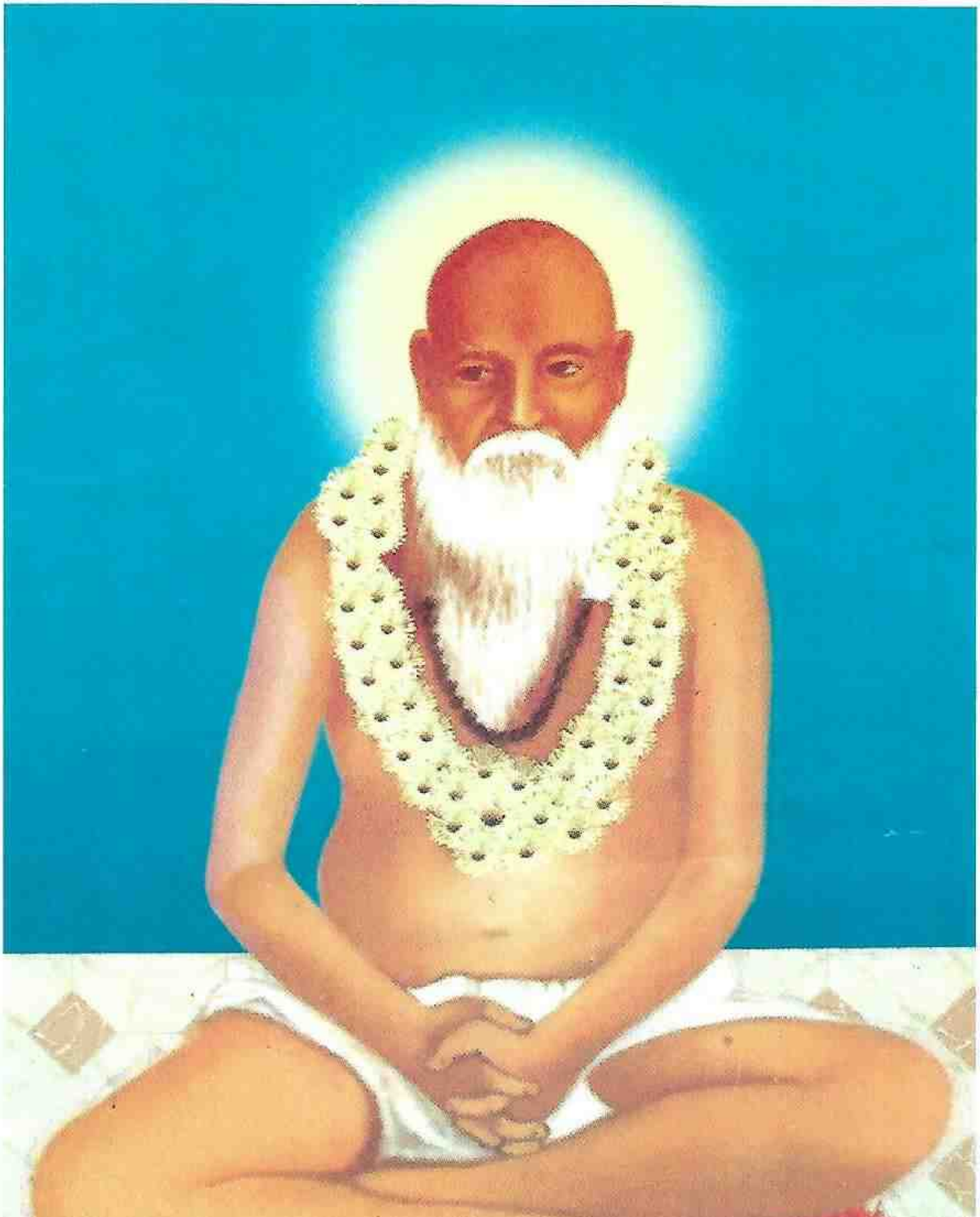
স্বপন কুমার বিশ্বাস
সম্পাদক, মতুয়া মহাসংঘ পত্রিকা
প্রধান শিক্ষক
পি,আর, ঠাকুর বিদ্যাপীঠ



পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর



পতিতপাবন শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর



শ্রীমৎ বিচরণ পাগল



শ্রীমৎ মহানন্দ (পাগল) বিশ্বাস (১৯১৫-১৯৯০)

তালতলা

দুটি-কথা

ভজমন! হরিহর অভেদাত্মনে।
চরণে শরণে ভয় নাই মরমে।।
কবি–রসরাজ

শিবাবতার ভগবান গুরুচাঁদ জীবনালেখ্য শ্রীশ্রীহরিগুরচাঁদ চরিত্র-সুধা গ্রন্থখানি সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর পর পুনঃ মুদ্রিত হল। বহুকাল পর্যন্ত গ্রন্থখানি মুদ্রণের অভাবে যে হতাশায় সৃষ্টি হয়েছিল আশাকরি এবার তা দুর হবে। তালতলা নিবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত আমার পিতা শ্রীমৎ বিচরণ পাগল এই দুর্লভ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বর্ণজ্ঞান হীন তথাপি ভগবান গুরুচাঁদের কৃপাধন্য হয়ে এই নির্ঝরের অমৃতাঞ্জলী প্রেমের ডালি ভক্তির নৈবিদ্য শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রথম মুদ্রণের যাবতীয় খরচা ও প্রচারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রীধাম ওড়াকান্দির বর্ত্তমান ঠাকুরদ্বয় শ্রীশচীপতি ঠাকুর ও শ্রীহিমাংশুপতি ঠাকুর গ্রহণ করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি জানাই। ঠাকার তুমিই তোমার গ্রন্থ গ্রহণ করো। জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক শ্রীশ্রীহরিচাঁদ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের জয় হোক।

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের আবির্ভাব উৎসব-
১৩৯০

বিনয়াবনত
দাস-**মহানন্দ বিশ্বাস**

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন-

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা গ্রন্থখানি, অবহেলিত জাতির জনক শিবাবতার শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনালেখ্য সহ বেশ কিছু ভক্ত উপাখ্যান সম্বলিত। মতুয়া সম্প্রদায়ের অতি আদরের ধন এই গ্রন্থ, কেননা মহাকাল, মহেশ্বর শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম, বাল্য, লোক শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা এক কথায় শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত গার্হস্থ্য ধর্মের সমস্ত সারবত্তা এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। নৈতিক শিক্ষার দিশারী শ্রীশ্রীহরিগুরচাঁদ চরিত্র-সুধা ক্রমাগত চাহিদার প্রেক্ষিতে এই দুর্মুল্যের মধ্যেও শ্রীধাম ওড়াকান্দীর বর্ত্তমান ঠাকুর, মতুয়া নয়নমনি, শ্রীহরি দর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, মতুয়াচার্য্য শ্রীশ্রীহিমাংশুপতি ঠাকুর তৃতীয় সংস্করণের ব্যয়ভার ও প্রকাশনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ভগবান গুরুচাঁদের কৃপাধন্য মদীয় পিতৃদেব প্রাতঃস্মরনীয় শ্রীমৎ বিচরণ পাগলের অধম সন্তান হিসাবে একান্ত প্রার্থনা সকলের কমল করে শোভিত হোক এই মহাগ্রন্থ রাজি। ওঁং শান্তি হরি ওঁং।

ভুমিকা

হে শিব, ইহলোক তোমার রুদ্রগম্ভীর মোহনকূর্তি চ'খে দেখিয়াছি, মানসলোকে তুমি পরিপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তিতে আর্ভিভূত হও।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরিঠাকুর যাঁহার দেহে বিলীন হইয়াছিলেন, শিবাবতার সেই শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন চরিত "শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধায়" যাহা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রাণের কথা। যাঁহার জীবনী তাহারই ইচ্ছায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ইহা প্রচারিত হইল।

এই মহাগ্রন্থের ভুমিকায় দুই এক কতা বলিতে চাহিয়া অত্যন্ত দীনতা অনুভব করিতেছি। এই গ্রন্থ বুঝিবার সাধ্য আমার নাই কেবলমাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি, ঠাকুর যাঁহাকে দিয়া এই গ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন, ইহা তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল। কথা ছিল, আমি এই গ্রন্থখানি মার্জ্জিত, শুদ্ধ ও পরিস্কৃত করিয়া দিব, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি ইহার একটি বাক্যও বদলাই নাই। বদলাইতে পারি নাই। এই কার্য পরম্পরায় ইহা মুদ্রিত হইল যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ইহলোকে বসিয়া যে মহাগ্রন্থখানি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল মুদ্রিত হইল।

কেন এরূপ হয়? মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। উত্তর জানি না। উত্তর হয়ত এই যে, ইহা ঠাকুরের ইচ্ছা। আমার শিক্ষা, আমার রুচি ও আমার অহঙ্কার এই মহাগ্রন্থে কোন স্থানেই আঁচর কাটিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা মার্জ্জিত, পরিশুদ্ধ ও অমূল্য মহাগ্রন্থ

হে শিব, হে স্বয়ম্ভু, লক্ষ লক্ষ লোক তোমার ভক্ত, কোটি জনমের সাধনা না হইলে তোমাক চিনিতে পারা যায় না। চোখের জলে আমার সমস্ত কালিমা ধৌত করিয়া দাও, আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও। এই মহাগ্রন্থের কোন ভূমিকারই প্রয়োজন নাই। অরণ্যজাত কুসুমের মত শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রকাশিত হইবে।

ওড়াকান্দী
রথযাত্রা, ১৩৫১

ইতি-
শ্রীসুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস
এম,এ, বার-এট-ল (লণ্ডন)
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা

শ্রীমৎ বিচরণ পাগল
বিরচিত—

শ্রীশ্রী হরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা

প্রথম প্রকাশক	ঃ	১৩৫১ সাল রথযাত্রা। শ্রীমহানন্দ বিশ্বাস, তালতলা
দ্বিতীয় প্রকাশক	ঃ	১৩৯০ সাল। শ্রীমহানন্দ বিশ্বাস, তালতলা
তৃতীয় প্রকাশক	ঃ	১৪০৪ সাল মহাবারুণী। শ্রীমহানন্দ বিশ্বাস
চতুর্থ প্রকাশক	ঃ	১৪০৮ সাল মহাবারুণী শ্রীমতি প্রমদিনী বিশ্বাস গোপালনগর, পাল্লা (বনগ্রাম)
বর্তমান সংস্করণ	ঃ	১৪১৯ সাল মহাবারুণী প্রমদিনী বিশ্বাস (শ্রীমৎ বিচরণের পুত্রবধু)
মুদ্রণ সহযোগিতায়	ঃ	দিবাকর বিশ্বাস (ছোট পাগল) অনিতা বিশ্বাস (ছোট পাগলী) গোপালনগর, পাল্লা (বনগ্রাম)
প্রাপ্তিস্থান	ঃ	গোপালনগর, পাল্লা, উঃ ২৪ পরগণা

ঃ রচনা ঃ

শ্রীমৎ বিচরণ পাগল

মূল্য ঃ ২২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা

সুচীপত্র

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা

আদি গীতি

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরীদাস।।
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈল অবতার।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন।
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়।।
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।

জয় শ্রীতারক চন্দ্র কবি রসরাজ।
লীলাগ্রন্থ ব্যক্ত করেভকত সমাজ।।
মহেশ ব্যাপারী শ্রীহরিপাল জয়।
শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্ত্তী শ্রীঅশ্বিনী জয়।।
জয় শশীভুষণ জয় প্রমথ মন্মথ।
উপেন্দ্র সুরেন্দ্র জয় আর ভক্ত যত।।
জয় ডক্টর চিরকুর ভগবতী।
হরিবংশ অবতংশ জয়তু শ্রীপতি।
মতুয়াগণের জন্ম যে যে দেশে হয়।
হ'য়েছে হ'বেন যত সকলের জয়।।
হরি বংশ হয় যত পুরুষ প্রকৃতি।
সবার চরণ বন্দি করিয়া প্রণতি।।
সবাকার শ্রীচরণে এই অভিলাষ।
বিচরণে রেখ সবে শ্রীচরণ পাশ।।

গ্রন্থ সূচনা।

নমঃ নমঃ হরিগুরুচাঁদ দয়াময়।
ভকত হৃদিরঞ্জন সর্ব্বলোকে কয়।।
অসাধ্য সাধন হয় তব করুণায়।
কায়মনোবাক্যে বন্দি তব রাঙ্গা পায়।।
বন্দি তারকচন্দ্র কবি রসাজ।
মহেশ ব্যাপারী সনে এস হৃদি মাঝ।।
অংশ অবতার বলি কহে মতুয়ারা।
কৃপা করি কর দান কারুণ্যের ধারা।
প্রভুর এ মহাবাণী করহে পালন।
দোঁহার কৃপায় হবে অসাধ্য সাধন।
গুরুচাঁদ শিরে রাখি বন্দি কায়মনে।
বন্দিতেঅযোগ্য,তবু বাঞ্ছা জাগে প্রাণে।।
লিখিতে তোমার গীতি কি শক্তিআমার।
ভজন বিহীন আমি অতি দুরাচার।।
প্রভুর আদেশ ক্রমে হইলাম ব্রতী।
প্রকাশ করহ দিয়া আপন শকতি।
যেইভাবে লীলামৃত গ্রন্থ বিরচিত।
তদ্ অনুরূপ ইহা করহ লিখিতে।।
পুনঃ কহি গুরুচাঁদে দেহ নিজ শক্তি।
নিজে এসে কর প্রভু এ-লীলার উক্তি।।

তুমি অগতির গতি পরম পাবন।
মন হৃদে বসি কর এ লীলা রচন।।
তব তত্ত্ব ওহে প্রভু নাহি জানিআমি।
নিজে কর সুপ্রকাশ ওহে অন্তর্য্যামী।
অনন্ত তোমার লীলা অনন্ত ভকত।
আমি কি বর্ণিব যাহা মুনীন্দ্র অজ্ঞাত।।
নিজে কর নিজ লীলা জগতে প্রকাশ।
ভজন বিহীন আমি পূর্ণ কর আশ।।
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি বলে সর্বজন।
নিজে বাঞ্ছা পূর্ণ কর এই আকিঞ্চন।।
লিখিতে তোমার তত্ত্ব, নাহি জানিপরমার্থ
কেমনে হে ধরিব লিখন
নাহি মোর বর্ণ জ্ঞান, নাহি জানি সেসন্ধান
আশা মাত্র যুগল চরণ।।
আর মোর কেহ নাই শ্রীপদে এই ভিক্ষা চাই
নিজগুণে দেহ হৃদে ভক্তি।
আপনি করুণা করে লেখনী ধরিয়া করে
কর প্রভু এ লীলার উক্তি।
নমঃ মাতাঃ সত্যভামা তুমি গুরুচাঁদ বামা,
বন্দি তব যুগল চরণ।
আপন তনয় ব'লে এইবার কর কোলে
আমি হই অতি অভাজন।
তুমি মাগো ভাবারাধ্যা তুমি সর্বশক্তি আদ্যা
কি বর্ণিব তব গুণ গীতি।
নাহি মাগো কোন ভক্তি নাহিমোর উক্তি শক্তি
লিখিও মা স্বয়ং ভারতি।।
তুমি মাগো সারাৎসারা তংহি শঙ্কট হরা
দুঃখ হরা তোমা সম নাই।
তব কৃপা বিহনেতে কেবাপারে কি করিতে
তাই মাগো শ্রীপদে জানাই।।
কৃপাময়ী কর কৃপা হয়ে বীণাপাণি রূপা
কর মাগো এ লীলা রচন।
অযোগ্য সন্তান বলে লহ মোরে তুলেকোলে
শ্রীচরণে এই আকিঞ্চন।।
মাগো তুমি কালী বেশে কৃপা কর কালিদাসে
শুনেছি মা প্রভুর শ্রীমুখে।
ছিল মুর্খ কালিদাস গিয়ে ছিল তব পাশ
জ্ঞান দান করিলে তাহাকে।।
তুমি মাগো হর জায়া, মহাদেবী মহামায়া
তুমি মাগো সঙ্কট হারিণী।
তুমিই আদ্যা অনদ্যা তুমি মাগো ভবারাধ্যা
তংহি মাগো করুণা দায়িনী।
তাই বলি ওহে মাতা জানা আছে সেই কথা
পার তুমি সকল করিতে।
কালিদাস হ'তে হীন ভক্তি শুন্য অতি দীন
শক্তি নাই সেগুণ বর্ণিতে।।
বিশ্ব মাঝে আমি মুর্খ নাহি জানি তত্ত্ব সুক্ষ্ম
নাহি মোর দেহে হেন আর্তি।
তাই মাত্র আশাকরি লিখিতে কলম ধরি
তব ভরসাতে করি স্ফুর্তি।।
মম দেহে দাও শক্তি আমাদ্বারা কর উক্তি
উনপঞ্চাশ স্বর ও ব্যঞ্জন।
গুরুচাঁদ লীলা যাহা প্রকাশ কর মা তাহা
শ্রীচরণে এই আকিঞ্চন।।
আমি অতি দীনহীন দীন হতে অতি দীন
দীন নাথ মম গুরুচাঁদ
তস্য জায়া রূপে তুমি অবতীর্ণ মর্ত্যভূমি
মম হৃদে দেহ রাঙ্গাপদ।।
মম হৃদে ভর করি উভয়ে কলম ধরি
নিজ লীলা করহ বর্ণন।
মাতাই সন্তানে তোষে সাধু গণে ইহা ভাসে
নিজ বাঞ্ছা কর সম্পূরণ।।

****

মহাপ্রভুর পূর্ব পুরুষদের বিবরণ

এবে কহি প্রভুদের পূর্ব্ব বিবরণ।
যে বংশেতে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ'ন।।
গুরুচাঁদ কৃপা করি বলে শ্রীমুখে।
শুনে তাই লিখিলাম মনের পুলকে।।
ভালমন্দ নাহি বুঝি নাহি বর্ণজ্ঞান।
লিখনীতে লিখি যাহা তিনি যা লেখান।।
পুরাকালে সুবিখ্যাত কান্য কুব্জ হয়।
তার অন্তর্গত গ্রাম নামেতে হৈহয়।।
বাৎস্য নামে এক মুনি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ
তপেতে তপসী শ্রেষ্ঠ অতি বিচক্ষণ।।
শীতে করে জলাশয়ে গ্রীষ্মে অগ্নি জ্বালি।
তপ করে মহামুনি হ'য়ে কৃতাঞ্জলী।।
তাহার রমণী দেবী সাবিত্রী নামেতে।
প্রাণপণে চেষ্টা করে পতি সাহায্যেতে।।
স্বামীর মঙ্গল চিন্তা বিনা কিছুই নাই।

অভিলাষ, শূন্য হেন খুঁজিয়া না পাই।।
একদা সে বাৎস্য মুনি নারীকে শুধায়।
শুনহে সাবিত্রী আমি বলিহে তোমায়।।
এ বাবতে মম পাশে নহে থেক আর।
একাকী কবির তপ বাসনা আমার।।
ভিক্ষাবৃত্তি রহ তুমি শুন সুবদনী।
নগরে করহ ভিক্ষা সাজিয়া যোগিনী।।
পতি বাক্য শিরে ধরি চলিল নগরে।
ভিক্ষা অন্নে পতি সেবা পরম যতনে।।
প্রসাদান্নে পরি তুষ্টা রহে সর্ব্বক্ষণে।
কিছুদিন এই ভাবে অতীত হইল।
পুনরায় মহামুনি নারীকে বলিল।।
অন্নভোজে আর মম নাহি প্রয়োজন।
বাতাহারে এবে আমি রাখিব জীবন।।
গৃহে গিয়ে কর তুমি হরিপদ সার।
সাহায্য করিতে তব না হইবে আর।।
পতিবাক্যে সাধ্বী সতী গৃহেতে চলিল।
পতিপদ হৃদে রাখি একাকি রহিল।।
পতির মঙ্গল চিন্তা করে অনুক্ষণ।
গৃহে থেকে পতি পদ ভাবে মনে মন।।
স্বামীর নিকট যেতে স্বামীর বারণ।
চিত্তপটে পতি মুর্ত্তি করেছে অঙ্কণ।।
প্রাণ দিয়া পতিপদ সদা চিন্ত করে।
আকর্ষণ শক্তি মুনি এড়াইতে নারে।।
জলাশয় ত্যজি মুনি এল নিজ বাসে।
ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পত্নীর সকাশে।।
ধ্যান ভঙ্গে মহামুনি মেলিল নয়ন।
দেখে নিজ পত্নী পাশে না বুঝি কারণ।।
পূর্ব্বভাবে ক্রোধচিত্তে বলে মহামুনি।
কেন হেরি মম পাশে আরেরে পাপিনী।।
নিষেধ করেছি যেতে আমার নিকটে।
মম বাক্য অবহেলা কর অকপটে।।
কিবা তব মনভাব কিছুই না জানি।
নিশ্চয় করিব দান অভিশাপ বাণী।।
স্বামী বাক্যে নারী কহে কাতর বচন।
আপনার নিকটেতে যাইনি কখন।।
আপনি এলেন ঘরে কেন নাহি জানি।
গৃহতে র'য়েছি আমি বসি একাকিনী।।
নারী বাক্যে মহামুনি সন্তুষ্ট হইল।
বর হল ঠাঁই নারীকে বলিল।।
ধন্যময় নারীরূপে তুমি মহীতলে।
যাহা চাই তাহা দিব তোমা অবহেলে।
সাবিত্রী বলিল বর অন্য নাহি চাই।
তোমা হেন পতি যেন জন্মে জন্মেপাই।।
তবে যদি বর দিতে একান্ত বাসনা।
তব সুখে মম সুখ প্রাণের কামনা।।
নারী বাক্যেতে মুনি সন্তুষ্ট হইল।
বামকর কনিষ্ঠায় নাভী পরশিল।
গৌতম মন্ত্রেতে মুনি শক্তি প্রদানিল।
আপন স্বরূপ পুত্র তাতে জন্ম নিল।
পুত্র মুখ দরশনে হইল আনন্দ।
নামকরণেতে নাম রাখে সদানন্দ।।
তস্য ঔরসেতে পঞ্চ পুত্রের উদয়।
সর্ব জ্যেষ্ঠ সুতপা নামেতে ব্রহ্মচারী।
দ্বিতীয় নন্দন অনুতপা নামধার।।
উগ্রতপা তৃতীয় চুতর্থে পঞ্চতপা।
সবার কনিষ্ঠা হয় নামে রামতপা।।
পঞ্চভাই সম শক্তি মহাতেজবান।
কঠোর ভাবেতে করে শ্রীহরির ধ্যান।।
তপবলে বিমানেতে কখনও বা চরে।
শ্রীহরির করুণায় হনে শক্তি ধরে।।
সেই বংশ যেইভাবে এল এই দেশে।
প্রকাশ করিব তাহা গুরুর আদেশে।।
আদিশুর নামে রাজা বঙ্গ দেশে ছিল।
যজ্ঞ করিবার হেতু মনেতে চিন্তিল।।
স্বদেশেতে ছিল যত দেবল ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞহেতু করিবারে না করে প্রেরণ।।
কান্যকুব্জে পাঠাইল দূত একজন।
ব্রাহ্মণ স্বকাশে গিয়ে করে নিবেদন।।
আদিশুর মহারাজা করে নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞহেতু মাগিলেন পাঁচটি ব্রাহ্মণ।
যথোচিত ভাবে পরে সন্তুষ্ট করিবে।
মম সনে পঞ্চ দ্বিজ যাইতে হইবে।।
শুনে এই দূত বার্ত্তা করে অস্বীকার।
দূত এসে জানাইল রাজার গোচর।।
তাহে রাজা মনে মনে ক্রোধযক্ত হ'য়ে।
অসভ্য যতেক লোক আনিল ডাকিয়ে।।
ঝালে মালো সুর্দ্দফরাস আকি করি।।
ধোপা শীল আদি সাহা আনে বরাবরি।
সাত শত ছাপ্পান্ন হ'ল গণনায়।
সুত্রগলে দিয়ে সবে ব্রাহ্মণ সাজায়।।

বৃষভ বাহনে সবে পাঠায় ত্বরিতে।
যোদ্ধাবেশে যায় সবে অস্ত্র নিয়ে হাতে।।
যুদ্ধংদেহি বলিসবে কারে হুহুঙ্কার।
ব্রাহ্মণ না দিবে যদি করিব সংহার।।
ব্রাহ্মণগণ সবে ভাবে মনে মনে।
বড়ই অদ্ভুত কর্ম্ম হেরিনু নয়নে।।
বৃষভ বাহনে এল হইয়ে ব্রাহ্মণ।
এদের সহিত যুদ্ধ অবৈদ্ধ কারণ।।
স্পর্শমাত্র ব্রহ্মতেজ নিশ্চয় হারিব।
তাতে করি গো-হত্যা নরকে মজিব।।
প্রয়োজন নাই কভু করিতে সমর।
ব্রাহ্মণ নহেতে এরা কপটি পামর।।
পঞ্চ দ্বিজ দিতে হবে শুনি বিপ্রগণ।
অতএব যাহ পঞ্চ দ্বিজের নন্দন।।
সাজিলেন পঞ্চ দ্বিজ যজ্ঞের কারণ।
ভৃত্যবেশেশুদ্রগণ সঙ্গেতে গমন।
ভরদ্বাজ সার্বণ শাণ্ডিল্য শ্রীবাৎস্য।
কাশ্বড়াদি পঞ্চ দ্বিজ এ যজ্ঞেতে উৎস।
দান গ্রহণ করিবে না রাজারে জানায়।
সম্ভ্রমে গ্রহণ করে সে পঞ্চজনায়।।
রাজা বলে তাই হবে শুন দ্বিজগণ।
সানন্দেতে কর মম যজ্ঞ সমাপন।।
মনে মনে আদিশুর ভাবিতে লাগিল।
দান না করিলে যজ্ঞ হইবে বিফল।।
দান করিবারে এক করিল কৌশল।
স্বর্ণজল নির্ম্মাইয়ে ধৌত করি পান।।
কর্পূর তাম্বুল মাঝে স্বর্ণ সিকি দান।
কপূর তাম্বুল পানে দন্তেতে লাগিল।।
থু থু করি সে তাম্বুল ভুমেতে ফেলিল।
স্বর্ণ সিকি হেরে সবে করে অভিশাপ।।
হীন বীর্য্য হ'য়ে দুষ্ট ভুঞ্জ নানা তাপ।
স্বর্ণদানে সবাকারে নিস্তেজ করিল।।
মনোদুঃখে পঞ্চ দ্বিজ দেশেতে চলিল।
নিরগ্নি হ'য়েছে হেরি যতেক ব্রাহ্মণ।।
স্থান নাহি পেল দেশে এই পঞ্চজন।
পূর্ব্বস্থানে এসে পরে হতাশ হৃদয়।।
আদিশুর সমীপেতে সকল জানায়।
আপনার যজ্ঞ হেতু সকল হারাই।।
স্বদেশে এখন মোরা স্থান নাহি পাই।
এবে মোরা কি করিব কোন দেশে যাব।।
কাহার আশ্রয় পঞ্চ দ্বিজ স্থান পাব।

মহারাজ শুনি কহেন প্রবোদ বচন।
অন্য দেশে কেন আর করিবে গমন।।
এত বলি মহারাজ ভুমি দান কৈল।
ব্রহ্মোত্তর পেয়ে পঞ্চ দ্বিজ তথা রৈল।।
এইদান পূর্ব্বে কোথা না ছিল কখন।
ব্রহ্মতেজ ধ্বংস এই দানের কারণ।।
নিরগ্নি হইল এই পাঁচটি ব্রাহ্মণ।
দেবল ব্রাহ্মণ সনে না হয় মিলন।।
তাই হেরি পঞ্চ দ্বিজ ব্যথিত হইল।
সঙ্গোপনে রাজা সনে মন্ত্রণা করিল।।
দেশস্থ ব্রাহ্মণগণে করি নিমন্ত্রণ।
সব দ্বিজে এক সনে করাও ভোজন।।
আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না রহিবে।
আপনার স্ববেশেতে রাখিতে হইবে।।
এত শুনি মহারাজ করে নিমন্ত্রণ।
এক ঠাঁই এল যত দেবল ব্রাহ্মণ।।
স্তুতিবাক্যে মহারাজ বলেন বচন।
না করিলে মম যজ্ঞ তোমরা তখন।।
এবে আমি সবাকারে করি নিমন্ত্রণ।
কৃপা করি কর মম অভিস্ট পুরণ।।
আমার উদ্যান বাটী বসিয়া সবাই।
ভোজন করহ তথা সকল গোঁসাই।।
শুনিয়া ক্রোধেতে বলে সব দ্বিজমনি।
গণিকাসদৃশ সেই রজক নন্দিনী।।
তার সনে কামাসক্ত তুই পাপমতি।
পদ্মিনীর গৃহে নিবি ব্রাহ্মণ সন্তুতি।।
আরে আরে মহা পাপী কি কহিব তোরে।
পাপ পথে যাত্রী তুই ল'য়ে সে দুষ্টারে।।
তোরে আর কি কহিব শোন পাপপতি।
কুষ্ঠব্যাধি হোক্ তোর হোক্ অধোগতি।।
ব্রাহ্মণের জাতিপাত করিতে মনন।
তাই বুঝি এ সঙ্কল্প আরে রেদুর্জ্জন।।
মহাশাপে হোক্ তোর জীবন সংশয়।
অভিশাপ করে সব ক্রোধিত হৃদয়।।
মনঃক্ষুন্নে মহারাজ গৃহেতে চলিল।
কুষ্ঠব্যাধি হ'য়ে শেষে জীবন ত্যাজিল।
বল্লাল নামেতে হয় রাজার আমাত্য।
ক্রমে ক্রমে জানিলেন এ সব বৃত্তান্ত।।
ক্রোধ ভরে প্রজাগণে আদেশ তখনে।
অত্যাচার কর যত দেবল ব্রাহ্মণে।।
বল্লাল আদেশে যত প্রজার কুমার।

দেবল ব্রাহ্মণগণে করে অত্যাচার।।
কারো কোন সানুনয় না শুনে কখন।
প্রহার করিছে কত বলি কুবচন।।
অসহ্য সে অত্যাচার বর্ণনা অতীত।
দেবল ব্রহ্মণগণ হইল ব্যথিত।।
দেশ ছাড়ি কেহ কেহ করে পলায়ন।
রাজার স্ববশে তবু নহে কোনজন।।
কেহ গিয়ে ধান্য ক্ষেতে রোপিতেছেধান্য।
ধানী নমঃশূদ্র বলে হ'ল সবে গণ্য।।
কেহ গিয়ে মৎস্য ধরে বিলের মাঝারে।
জিয়ানী বলিয়া আর না মারে তাহারে।।
কেহ কাটা মৎস্য বেচে পশিয়ে বাজার।
সব ঠাঁই বলে ভাই আমরা কাড়ার।।
কেহ কেহ বলে ভাই কি করি এখন।।
না পারি সহিতে ভাই এই অত্যাচার।
নিশ্চয় কারণ নিতে হইবে রাজার।।
কেহ বলে গোত্র ত্যজি জীবন বাঁচাও।
ভাল যদি চাও তবে অন্য গোত্র কও।।
স্বগোত্র ত্যজিয়ে এবে অন্য গোত্র হ'ব।
মুনি মধ্যেশ্রেষ্ঠ এক আছয় কাশ্যপ।।
কাশ্যপ গোত্রজ বলি কহে যেই জন।
তাঁর প্রতি অত্যাচার না করে কখন।।
পবিত্র হইল ত্যাগী এই সে কারণ।
পার্ব্বত্য প্রদেশে কেহ করিল গমন।।
ভাওয়ালে রহিল গিয়ে রাখিতে জীবন।
নমঃশূদ্র বলি তারা কহে সর্ব্বজন।।
শূদ্র নয় দ্বিজ হয় নমঃশূদ্র জাতি।
বল্লাল কারণে হয় এ হেন দুর্গতি।।
গোত্র ভ্রষ্ট হ'ল বটে ধর্ম ভ্রষ্ট নয়।
ব্রাহ্মণ পদ্ধতি নিয়ে অনুক্ষণ রয়।।
পূর্ব্ব অনুরাগ কেহ কভু ভুলে নাই।
ব্রাহ্মণের ক্রিয়া ধর্ম পালিছে সবাই।।
কালগুণে মহতেরা সতেজ লুকায়।
তাহাতে কি মহতের মান কমে যায়।।
সেই মত লুক্কাইত নমঃশুদ্র গণ।
ভুলে নাই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রতন।।
পরে শুন যে ভাবতে হয় পরিচয়।
বলিতে দুঃখের কথা মুখে না জুয়ায়।
এদিকেতে শ্রীসুতপা নামে যেইজন।
আইলেন বঙ্গদেশে করিতে ভ্রমন।।
শুনিতে পাইল ক্রমে সব বিবরণ।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে মুনি করে বিচরণ।।
মনে ভাবে হয়ে ব্রহ্মকুলে অত্যাচার।
এস্থান ত্যাজিতে এবে উচিত আমার।।
এবে দেখি কোথা যত দেবল ব্রাহ্মণ।
কি ভাবেতে কালক্ষয় করে সর্বজন।।
এত ভাবি ভাওয়ালেতে করিল গমন।
দেবলা ব্রাহ্মণগণে পাইল তখন।।
আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল শুনিল।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে জানিতে পাইল।।
রহিল তাদের সনে হইয়া মিলন।
কে খণ্ডাতে পারে বল বিধির লিখন।।
তা সবার পাশে দিল নিজ পরিচয়।
সকলে রহিল তথা আশ্বস্ত হৃদয়।
ক্রমে তারা সুতপার গুণে বাধ্য হ'ল।
সুতপকে গুরু বলি স্বকিার করিল।।
সুতপাও তাহাদের ভক্তিবাধ্য হয়ে।
নমঃশূদ্র কন্যা এক করিলেন বিয়ে।।
সেই গর্ভে জন্মিলেক পুত্র একজন।
জয়দেব বলি নামে রাখে সর্ব্বজন।।
তাঁর হ'ল এক কন্যা দুইটি নন্দন।
প্রতাপ প্রসন্ন নাম সর্ব্ব সুলক্ষণ।।
নন্দিনীর নাম রাখে ভগবতী নামে।
বিবাহ হইল তার কলাকোপা গ্রামে।।
মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র দুইজন।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ যুদ্ধে বিচক্ষণ।।
ভাওয়ালের রাজা পিতৃনাম পুরি।
নমঃশুদ্রগণ তথা প্রতাপের সনে।
পূর্ব দুঃখ পাশরিয়ে রহে এক মনে।।
বল্লাল আশ্রিত বিপ্রযত জন ছিল।
এ সব জানিয়া তারা প্রমাদ গণিল।।
মহাবল পরাক্রান্ত তারা যদি হয়।
নিশ্চয় শাশিবে পরে হেন মনে লয়।।
অতএব এবে সবে হও সতর্কিত।
সুযোগ পাইলে তারা শাসিবেনিশ্চিত।।
এত বলি সবে মিলে করিল মন্ত্রণা।।
তাগিদে মারিয়া ভাই ঘুচাও যন্ত্রণা।।
কৌশলেতে তা সবাকে করহ নিধন।
রক্ষা যদি কর সবে আপন জীবন।।
কেহ বলে চল তবে দুই চারিজন।

সঙ্গে করি বিপ্র লহ একজন।।
সেই স্থানে গিয়ে এক কৌশল করিব।
প্রকারেতে তা সবার জীবন হরিব।।
এইমত পরামর্শ করি সর্বজন।
সঙ্গে নিল বৃদ্ধ দ্বিজ অতীব দুর্জ্জন।।
ভাওয়ালেতে গিয়ে তারা দিল দরশন।
জয়স্তু বলিয়ে করে সভাতে গমন।।
ব্রাহ্মণ হেরিয়ে রাজা প্রতাপ প্রসন্ন।
ব্রাহ্মণের প্রতি দোঁহে দেখায় সৌজন্য।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজে ব্রাহ্মণের পদ।
ব্রাহ্মণেরা বলে তব বাড়ুক সম্পদ।।
স্বস্তি বাণী বলি সবে সভায় বসিল।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত শত্রুপ্রবেশিল।।
বাক্যের প্রবন্ধে যত চাটুকার গণ।
রাজা প্রতি বলে দাও ব্রাহ্মণ ভোজন।।
কল্যাণ হবে শুন তব মহাশয়।
তোমার মত নাহি হেরি সদাশয়।।
চাটুকার বাক্যে চলে ভাই দুইজন।
স্বীকার করিল দিতে ব্রাহ্মণ ভোজন।।
বৃদ্ধ বিপ্রে রাখিপরে বিদায় মাগিল।
বৃদ্ধ বিপ্রে কূট জ্বাল ক্রমে বিস্তারিল।।
দুই ভাই নাহি জানে তাহার কারণ।
অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস বলিয়ে ব্রাহ্মণ।।
সুযোগ পাইল বিপ্র অতি সঙ্গোপনে।।
মধুর বাক্যেতে কহে বড় রাণী স্থানে।।
শুন মাগো তোমা আমি বড় ভালবাসি।
করিতে কল্যাণ তব আমি হেতাআসি।।
যেন ইহা নাহি জানে কভু ছোট রাণী।
প্রকারে করিব তোমা রাজার জননী।।
বিপ্রগণ সেইদিন আসিবে হেথায়।
এক কর্ম্ম ক'র মাগো সেইত সময়।।
বারিপূর্ণ ঝারি দিয়ে করিও ভকতি।
বিপ্র বরে তব পুত্র হইবে ভূপতি।।
একযুক্তি দেয় বিপ্র উভয় রাণীকে।
নিজ নিজ স্বামী পাশে বলেহেকৌতুকে।।
পরে হ'ল সেইদিন আইল ব্রাহ্মণ।
কুটচক্রে ভাবে কর্ম্ম করিছে সাধন।।
হেন কালে বড় রাণী ঝারি নিয়ে হাতে।
চলিলেন তিনি সেই ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে।।
ছোটরাণী বলে দিদি তুমি যাও কোথা।
ব্রাহ্মণ বারিতে শুধু মোর আছে কথা।।

এক কথা দুই রাণী বলে বারে বারে।
হেরে তাই দুই ভাই হইল বাহির।।
অস্ত্র হাতে দোঁহার কম্পিত শরীর।
একে বলে মম নারী একার্য্য করিবে।
অন্যে বলে তাহা কভু সঙ্গত নাহিবে।।
এই মত বাক্য যুদ্ধ করে দুইজন।
ক্রোধেতে দোঁহার অঙ্গ কম্পে ঘনে ঘন।।
কেবল খন্ডাতে পারে বিধির লিখন।
দোঁহার অস্ত্রেতে হয় দোঁহার নিধন।।
করতালি দিয়া ধায় যতেক ব্রাহ্মণ।
বলেএত দিনে কর্ম্ম হইল সাধন।।
কুচক্রি ব্রাহ্মণ দ্বারা হ'ল এই কর্ম।
দুই রাণী ক্রমে তার জানিলেন মর্ম্ম।।
পঞ্চ মাস গর্ভবতী ছিল বড় রাণী।
পতিশোকে দগ্ধীভূতা দিবস যামিনী।।
ক্রমে দশ মাস গত হইল যখন।
প্রসবিল এক পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।।
কুমার বলিয়ে নাম রাখিল তাহার।
বল্লালআশ্রিত বিপ্র পায় সমাচার।।
পুন করে কুমন্ত্রণা বধিতে কুমারে।
তস্কর পাঠাও এক ভাওয়াল নগরে।।
প্রাণবধ কর তার অতি সুকৌশলে।
পাষাণে আছিড়ি কিম্বা ফেলিয়েসলিলে।।
এত শুনি যায় তথা শিক্ষিত তস্কর।
রাহু যেন চলি যায় গ্রাসিতে ভাস্কর।।
অতি সন্তর্পনে সেই লইল কুমারে।
রূপ হেরি স্থির চিত্তে কুমারে নেহারে।।
কুমারের কান্তি হেরি তস্কর ভুলিল।
সামান্য না হবে তাহা অন্তরে বুঝিল।।
কুমারে করিয়া কোলে দুরদেশেযায়।
পটুকালী গিয়ে শেষে করিলবিক্রয়।।
বণিকেরা মুগ্ধ হ'য়ে কুমারের রূপে।
রাখিলেন মহম্মদ ঘোরীর সমীপে।।
সে সব লিখিতে গেল গ্রন্থ বেড়ে যায়।
সেই বংশ হয় লোপ ব্রাহ্মণ দ্বারায়।।
এবে শুন রাম তপা নামে হন যিনি।
সস্ত্রীকে ভ্রময় তীর্থ সদাকাল তিনি।।
পূর্বদেশে এসে সব জানিল বৃত্তান্ত।
তাহাতে দুঃখিত হ'ল প্রাণেতেএকান্ত।।
কাশী কাঞ্চি দ্রাবিড়াদি ভূমি বৃন্দবন।
একে একে সব তীর্থ করিল ভ্রমণ।

রামদাস নাম তিনি করিয়ে ধারণ।
ক্রমে লক্ষ্মীপাশা এসে দেন দরশন
নবগঙ্গা নদী লক্ষ্মীপাশার উত্তরে।
সুরধনী নাম ব্যাখ্যা রামদাস করে।।
সুরধনী দক্ষিণেতে নিজ বাসস্থান।
সস্ত্রীক রহেন তথা আনন্দিত প্রাণ।।
হরিকথা আলাপনে মত্ত অহর্নিশি।
মোহিত হইল যত লক্ষ্মীপাশা বাসী।।
স্বজাতি হেরিয়ে প্রাণে বাড়িল উল্লাস।
প্রেমানন্দে সেইস্থানে করিলেন বাস।।
কেহ বলে রাম তপা কেহ ব্রহ্মচারী।
কোন জন বলেরাম রাম ব্রহ্মচারী।।
এই ভাবে বহুদিন অতীত হইল।
সেস্থানে ত্যাজিয়ে কেহ যাইতেনারিল।।
রমণী তাহার হয় পতি অনুরক্তা।
প্রকৃত প্রস্তাবে ধনী হন হরিভক্তা।।
সে নারীর প্রাণে হ'ল পুত্রেরকামনা।
স্বামীপাশে নিবেদিত সাহস করে না।
পতি হয় সুপবিত্র তাহে ব্রহ্মচারী।
স্বস্ত্রীক রয়েছে তবু নাহি স্পর্শে নারী।।
এহেন স্বামীর পাশে বলিবে কেমনে।
অনুক্ষণ সেই কথা ভাবে মনে মনে।।
একদিন নিশিযোগে পতিপদ প্রান্তে।
পতিপদ করে পূজা বসিয়ে একান্তে।।
রামদাস পত্নী প্রতি বলেছে বচন।
কেন হরি প্রিয়ে তব মলিন বদন।।
ব্রাহ্মণী বলেছে নাথ কি কহিব আর।
অন্তরেতে পুত্রবাঞ্ছা হ'য়েছে আমার।।
পতি বাক্যে রামদাস বলেছে তখনে।
কত্যায়ণী ব্রত তুমি কর সযতনে।।
কত্যায়ণী ব্রত করি রাণী যশোমতী।
পুত্ররূপে প্রাপ্ত হ'ল অখিলের পতি।।
সংসারে ধর্ম্মেতে মতি নাহিক আমার।
কেমনে পুরাব প্রিয়ে বাসনা তোমার।।
পতির বচনে সতী নিরস্ত রহিল।
স্বামীর সুখেতে সুখ মনেতে করিল।।
এক দিন শুন এক অপূর্ব্ব ঘটন।
কাত্যায়ণী মাতা এসে দিলেন দর্শন।।
ব্রহ্মচারী প্রতি করে মাতা শুভঙ্করী।
মম বাক্যে একবার স্পর্শ কর নারী।।
তোমা হতে সপ্তম পুরুষ হবে যবে।
তব বংশে ভগবান অবতীর্ণ হবে।।
যদি তুমি মম বাক্য না কর পালন।
আসিতে না পারে সেই ব্রহ্ম সনাতন।।
অতএব মম বাক্য কর না লঙ্ঘন।
পুত্র রত্ন পারে তুমি হরি পরায়ণ।।
আর এক কথা মম শুনি যাদুমনি।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি ব্যাপিয়া ধরণী।।
তব মৃতদেহ যথা সৎকার করিবে।
পীঠস্থান বলি সবে জানিতেপারিবে।।
চারিদিন সেই স্থানে রবে মতিমান।
দেব নরে প্রণমিবে বলি পীঠস্থান।।
মাতৃ বাক্যে ব্রহ্মচারী রমণী স্পর্শিল।
মনোমত পুত্ররত্ন তাহাতে জন্মিল।।
প্রচুর অদ্ভুদ লীলা বুঝে সাধ্যকার।
কবি কহে কর গুরুচাঁদ পদ সার।।

চন্দ্রমোহনের কাহিনী ও বংশ আখ্যান

অতঃপর ব্রহ্মচারী মুখে বলে হরি হরি
পুত্রমুখ করি দরশন।
কিছু দিন গত পরে চলি যায় লোকান্তরে
মাতা পুত্র করয় রোদন।
যথায় সৎকার করে মন্দির হইল পরে
কালীমুর্ত্তি হ'ল প্রতিষ্ঠিত।।
মাতা পুত্র তাই দেরি মুখে বলে হরি হরি
হ'ল তাতে আনন্দে পূর্ণিত।।
পরে তাজি লক্ষ্মীপাশা জয় পুরে করে বাসা
ভালবাসা পায় সবাঠাঁই।
সাদা করে সাধুসঙ্গ প্রেমে পুলকিত অঙ্গ
সে ভাবের তুল্য দিতে নাই।।
তস্য পুত্র গুণধাম শুকদেবতার নাম
তার পুত্র নাম কালিদাস।
পাথর ঘাটেতে গিয়ে বাস করে হৃষ্ট হয়ে
লীলামৃত আছায় প্রকাশ।।
রবিদাস নিধিরাম কণিষ্ঠ শ্রীজীব নাম
তিন পুত্র সহিত তথায়।
সদা করে সাধু সেবা সংকীর্ত্তন রাত্রি দিবা
সাধু সঙ্গে সময় কাটায়

বাণিজ্যে উপার্জ্জেধন তাহাতে সাধু সেবন
করি রবে আনন্দিতচিত
হরে কৃষ্ণ প্রেমাধীন বিগত হইত দিন
ক্ষেত্র কার্য্য অল্প পরিমিত।
একদিন কৃষ্ণ ধ্যানে তুলসী দেবীর স্থানে
বসেছিল কালিদাস বিনি।
করে করি মালা জপ অন্তরে কৃষ্ণ আরোপ
হেকালে হ'ল দৈববাণী।
সাধু সেবা যে দিনেতে হবে তব ভবনেতে
এই বিলে আছয়ে পাথর।
আসিয়া বিলের কুলে দাঁড়াইও হরিবলে
ভুরি ভুরি উঠিবে প্রস্তর।
সে সব পাথর নিয়ে নিজ ভবনেতে গিয়ে
সাধু সেবা করিও যতনে।
সাধু সেবা হ'লে পরে আসিয়া বিলের তীরে
সেপাত্র রখিও পূর্ব্বস্থানে।।
এরূপ করেন তিনি গ্রাম্যলোক তাই শুনি
দিত কালিদাসের দোহাই।
পাথর লইয়ে পরে মহোৎসব সাঙ্গ করে
সে পাথর রাখে পূর্ব্ব ঠাঁই।।
লীলামৃত গ্রন্থমাঝ লিখেছেন রসরাজ
পুনঃ তাহা না লিখিব আর।
একদি একজনে সেসব পাথর এনে
একখানি রাজে নিজ ঘর।।
সন্ধ্যা হইল উত্তীর্ণ সেই পাথরের জন্য
হু হু শব্দ উঠিতেছে জলে।
বিলের যত পাথর সবে হ'য়ে একত্তর
সেই জল বৃদ্ধি হ'য়ে চলে।।
যে ঘরে পাথর ছিল জলেতে ভাসিয়া নিল
মধুমতীর জলের মাঝারে।
দেব শীলা স্বপ্নবেশে বলি গেল কালিদাসে
কলুষ পশিল এনগরে।।
সে কালিদাসের সুত নিধিরাম জেষ্ঠ্যপুত্র
তিনি হন পরম নৈষ্ঠীক।
সেনিধিরামের ঘর দুইপুত্র জন্মধরে
মোচনরাম কনিষ্ঠ কার্ত্তিক।।
যে জন মোচন রাম অশেষ গুণের ধাম
সাফলা নগরে করে বাস।
তার হয় পঞ্চম পুত্র ক্রমে শুন তার সুত্র
হরি প্রেমে সদাই উল্লাস।
যশোমন্ত সনাতন প্রাণকৃষ্ণ রামমোহন
রণ কৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান।
সর্ব জ্যোষ্ঠ যশোমন্ত তার হয় পঞ্চ সুত্র
এ পঞ্চের ঠাকুর আখ্যান।।
এ কয় পুরুষ মঝে মত্ত সাধু সেবা কাজে
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি নিরবধি।
কে বা হ'ল সন্ন্যাসী কেহ বৃন্দাবনবাসী
তাহে বংশে ঠাকুর উপাধি।।
তুলনা বিহীন সবে মত্ত হরি প্রেমার্ণবে
অনুক্ষণ চিত্ত প্রেমময়।
মহাপ্রভু এ বংশেতে দেখা দিল অবনীতে
হরিচাঁদ রূপেতে উদয়।।
যাহার চরিত্র কথা লীলামৃতে আছে গাঁথা
বর্ণনা অতীত সুধাকার
শিরে ধরি গুরুচাঁদে মাতিয়ে পরমানন্দে
বিচরণ করিল প্রচার।।

হরি পিতা যশোমন্তের কাহিনী

যশোমন্ত চরিত্র কতা অমৃত ভান্ডার।
প্রবাহিত হয় সদা যেন সুধাধার।।
যে জন করিবে পান ভব ক্ষুধা যাবে।
ত্রিতাপ যাতনা হ'তে নিস্তার সেপাবে।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ প্রদান।
দিবানিশি করে সদা হরি গুণ গান।।
শিশু কাল হ'তে হয় হরি পরায়ণ।
তিলকাদি ছাপা মালা অঙ্গেতে ধারণ।
বৈষ্ণব লক্ষণ হরি প্রেম অনুরাগী।
সর্বলোকে বলিতেন বৈরাগী বৈরাগী।।
যশোমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইল যখন।
অন্নপূর্ণাসহ পরে প্রণয় বন্ধন।
পরম বৈষ্ণবী মাতা অন্নপূর্ণা সতী।
জীবন মরণে গুরু হৃদয় ধারণ।
দিবানিশি ভজে সতী পতির চরণ।।
যে ভাবেতে হরি পিতা জগতে উদয়।
বলিতে বাসনা মম জাগিল হৃদয়।।
ধরা দ্রোণ নামে হয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
অন্তরেতে পুজে সদা হরি চিন্তামনি।।
ভিক্ষায় করিত সদা উদর পুরণ।
তিলকাদি ছাপা মালা করিত ধারণ।।

হরিধ্যান হরি জ্ঞান হরিপ্রাণধন।
হরি নাম নিতে সদা ঝরে দু'নয়ন।।
জীবন যৌবন হরি কুলমান হরি।
শ্রীহরি ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি।।
এইভাবে মত্ত প্রেমে ধরা আর দ্রোণ।
ধরা পাশে দিতে ধরা চলে নারায়ণ।।
নারদে করিয়া সঙ্গে অতিথির বেশে।
উপনীত হইলেন ক্ষুধার আবেশে।
ধরা পাশে মিষ্ট বাক্য ব'লেছে বচন।।
খেতে দাও মাগো মোরা অতিথিদু'জন।।
শ্রুতমাত্র দোঁহাকার কম্পিত জীবন।
গৃহেতে তণ্ডুল নাই ভাবে দুইজন।।
বসিতে আসন দিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পুজে হরি চিন্তামনি।।
ব্রাহ্মণ চলিল ভিক্ষা করিতে নগরে।
ব্রাহ্মণী যে একাকিনী রহিল আগারে।।
কাঁদিয়ে ব'লেছে ধরা কোথা দয়াময়।
দাসীকে করহ রক্ষা এসে এ সময়।।
দ্রোণ না ফিরিল ঘরে ব্রাহ্মণী আকুল।
নয়ন জলেতে তার ভাঙ্গিল দু'কুল।।
অতিথি অভুক্ত যায় কি করি এখন।
কে বা রখিব বল এ ছার জীবন।।
এমত আকুল হ'য়ে কাঁদিছে ব্রাহ্মণী।
বলে কৃপা কর মোরে হরি গুণমনি।।
মম গৃহে পাঠাইলে অতিথি দু'জন।
কিছু নাই কিবা দিয়ে করাব ভোজন।।
কাঁদিয়ে অলাবু পাত্র নিল কক্ষ পরে।
অবিরত ধারা বহে ধরাবক্ষ পরে।।
সরসীর তীরে এক মুদীর দোকান।
উপনীত হয় ধরা দোকানীর স্থান।।
কেঁদে কেঁদে কহে ধরা দোকানীর ঠাঁই।
ধারেতে বেশাতি কিছু লইবার চাই।।
মম গৃহে আসিয়াছে অতিথি দু'জন।
কিছু নাইকিবা দিয়ে করাব ভোজন।।
আমাকে বেশাতি দেহ ধরি তব পায়।
নইলে অতিথি মম অভুক্ত যে যায়।।
এত শুনি সে দোকানী কহিল তখন।
এক কথা বলি তোমা কর গো শ্রবণ।।
বক্ষ পয়োধর কেটে দেহ যদি মোরে।
তবে ত বেশাতিপারি দিতে গো তোমারে।।
এমত অযোগ্য ভাষা বলিল দোকানী।
ব্রাহ্মণীর শিরে যেন পড়িল অশনি।।
ধরা বলে কেন বল এমন বচন।
স্তন কেন দিতে পারি আপন জীবন।
স্বীকার করিল ধরা দোকানী সদন।
ওদিকে সন্তোষ হ'ল শ্রীমধুসুদন।।
চাবুকে কাটিয়ে স্তন দিল দোকানীরে।
দোকানী লইল স্তন প্রফুল্ল শরীরে।।
চাউল ডাউল তৈল লবণাদি লঙ্কা।
পেয়ে দ্রব্য ধরা বলে গেল মোরশঙ্কা।।
দ্রব্য ল'য়ে হর্ষচিতে করিল গমন।
জলপাত্র কক্ষে চলে আপন ভবন।।
বড়ই অদ্ভুত খেলা খেলে চক্রপাণি।
এদিকে অতিথি রূপে অপরে দোকানী।।
কেবা বুঝে শ্রীহরির এ অপুব্ব লীলা।
বুঝিতে ভক্তের মন করে কতছলা।।
রন্ধন করিতে ধরা ভাসে আঁখি জল।
অতিথি সেবিতে নারি তাহেঅন্তর্জ্জল।।
মম গৃহে আসিয়াছে অতিথি সুজন।
ক্ষুধায় পীড়িত বুঝি হ'ন দুইজন।।
নাহি জানি কত কষ্ট পাইল অন্তরে।
এতেক ভাবিয়া ধরা কাঁদিছে অন্তরে।।
রন্ধন করিল শেষ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভোজনের ঠাঁই করে ব্যাকুলিত হিয়া।
নারদে লইয়া ভোজ করে দয়াময়।
ভোজনের দ্রব্য যত ব্রাহ্মণী জোগায়।।
স্তন কাটা রুধি ছিল বসনে ধরায়।
তাই হেরে হ'ন হরি ক্রোধিত অন্তর।।
ধরা প্রতি রূঢ়ভাযে বলে নারায়ণ।
অস্পৃশ্য রমণী তোর মন্দ আচরণ।।
হেন দশা তোর হ'ল কেন না বলিলি।
অস্পর্শিতা হ'য়ে কেন মোরে খেতে দিলি।।
কেঁদে কেঁদে ধরা দেবী ব'লেছে তখন।
অস্পর্শিতা নহে আমি হ'য়েছি কখন।।
আমার কর্ম্মের ফ্যার কি বলিব আর।
করিতে না পারি কভু অতিথ্য দোঁহার।।
স্বামী মোর তোমা দোঁহে রাখিয়ে ভবনে।
নগরেতে গিয়াছেন ভিক্ষার কারণে।।
বহুক্ষণ গেল নাশ নাহি এল ঘরে।
সেই মনোদুঃখ মম দু'নয়ন ঝরে।।
অতিথি অভুক্ত গেলে জীবনে কি ফল।
এত ভাবি চলিলাম আনিবারে জল।।

গিয়ে দেখি তথা বৈসে এক মহাজন।
বিনয় বচনে বলি দোকানী সদন।।
কাতরে যাচিনু দ্রব্য ধারেতে আনিতে।
দোকানী বলিল মোরে স্তন কেটেদিতে।।
অন্তরে ধারণা এক জাগি আমার।
স্তন দিয়া হয় যদি অতিথিসৎকার।।
তুচ্ছ স্তন তাতে কিবা আছে ভয়।
অতিথি সৎকার মোর যে প্রকারে হয়।।
এত ভাবি নিজ হস্তে ছুরিকা ধরিয়া।
দোকানীরে স্তন দিনু কর্ত্তন করিয়া।
পড়িতেছে সেই রুধি বাহিয়া বসন।।
করিয়াছি এই কর্ম্ম ক্ষমহ ব্রাহ্মণ।
বলিতে বলিতে ধরা করিছে রোদন।
শুনিয়া বিস্মিত সে নারদ তপোধন।।
দয়াময় বলে শুন বচন আমার।
যে ভাবেতে অদ্য মোরে করালেআহার।।
এই ঋণ মাগো আমি শোধিতে নারিব।
দ্বাপরেতে পুত্র রূপে এই স্তন পিব।।
এবে মাগো মম ঠাঁই এস একবার।
দেখি কিবা ভাবে কাটিয়াছে পয়োধর।।
কাঁদিতে কাঁদিতে ধরা প্রভুপাশে এল।
কাটা স্তন পরে প্রভু হস্ত বুলাইল।।
অক্ষত হইল স্তন পূর্বের মতন।
ধরা ভাবে এত নয় সামান্য রতন।।
নিশ্চয় গোলক নাথ ছলনা করিতে।
অতিথির বেশে এল দাসীর গৃহেতে।।
এত ভাবি ধরা দেবি করিছে রোদন।
হেনকালে নিজ গৃহে আইলেন দ্রোণ।।
সেবা করিতেছে ধরা দয়ার আঁধারে।
দু'নয়নে ঝর ঝর ঝরে শতধারে।।
ধরা প্রতি প্রতি কহে দ্রোণ কহ সমাচার।
কিবা দিয়ে করিয়াছ অতিথি সৎকার।।
স্বামী পাশে ধরাদেবী সকলি বলিল।
শ্রুতমাত্র দ্রোণ যেন বিস্মিত হইল।।
কেমনেতে সে যাতনা সহিলে হে সতী।
ধরা বলে কি কহিব ওহে প্রাণপতি।।
ছলিবারে এল দেখ দেব নারায়ণ।
কাটা স্তনে পদ্ম হস্ত করিল অর্পণ।।
অক্ষত হ'য়েছে স্তন নাহি সে বেদন।
কৃপা করে' এল দেখ দেব নারায়ণ।।
ব্রাহ্মণ শুনিয়া তাহা অবাক হইল।
দোঁহে মিলে প্রভু পার্শে কাঁদিতে লাগিল।।
প্রভু বলে শুন বাপ তোমাকে শুধাই।
চির ঋণী হইয়াছি তোমা দোঁহা ঠাঁই।।
এই ঋণ আমি কভু শোধিতে নারিব।
জন্মে জন্মে পিতা মাতা বলিয়াডাকিব।।
এত যদি বলিলেন দেব গদাধর।
ভূমিতে লুটিয়ে দোঁহে কাঁদে পুনর্ব্বার।।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে পরে স্তব আরম্ভিল।
কৃপা কর দীনহীনে ভকত-বৎসল।।
তুমি আদি গুন নিধি ত্রিজগৎগুরু।
যুগে যুগে হও তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু।।
তব তত্ত্ব নাহি জানি ওহে হৃষিকেশ।
কৃপা করি' ধর প্রভু স্বরূপের বেশ।।
স্তুতি করে দোঁহে মিলি প্রেমাবিষ্ট কায়।
দোঁহে মিলি পড়ে ঢলি মহাপ্রভু পায়।।
অচেতন হইল সেই দ্রোণ আর ধরা।
ভকত বৎসল হরিপড়িয়াছে ধরা।।
ভকতের বাঞ্ছা হরি করিতে পুরণ।
চতুর্ভূজ মুর্ত্তি প্রভু করিল ধারণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভূজ ধারী।
পরিধান পীতাম্বর মুকুন্দ মুরারী।।
ক্ষণ মাত্র দেখালেন স্বরূপের রূপ।
পুনরায় নারায়ণ ধরে পূর্ব্ব রূপ।।
দোঁহে মিলি সকাতরে করিল রোদন।
মহাপ্রভু বলে শুন আমার বচন।।
দ্বাপরেতে হবে দোঁহে নন্দ নন্দরাণী।
আমি হ'ব তোমাদের পুত্র নীলমণি।।
যেই স্তন কেটে দিলে আমার কারণ।
তব কোলে বসি মাগো পিব সেইস্তন।।
পুত্র বেশে তবে গৃহে রহিব তখন।
রাখালের সনে আমি চ'রাব গোধন।।
আকুল হইয়া কাঁদে ধরা আর দ্রোণ।
প্রবোধিয়া দোঁহাকারে চলে নারায়ণ।।
পরজন্মে জন্মে দোঁহে বৃন্দাবন ধামে।
প্রকাশ হইল নন্দ নন্দরাণী নামে।।
সেদ্বাপরে বসি হরি যশোদার কোলে।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে মা মা বোলে।
বৃন্দাবন লীলা সাঙ্গ করি দয়াময়।
গৌররূপে মায়াপুরী মাঝে জন্ম লয়।।
ব্রহ্মকুলে জনমিল নন্দ গোপরাজ।
জগন্নাথ মিশ্ররূপে নবদ্বীপ মাঝ।।

শচীরাণী হইলেন মাতা নন্দরাণী।
গৌররূপধারী পুত্র সেই নীলমনি।।
যেই যুগে মহাপ্রভু করিল সন্ন্যাস।
তাহাতে মহাপ্রভুর না পুরিল আশ।।
মাতৃ সেবা অপরাধ তাহাতে পড়িল।
মাতৃ পাশে অঙ্গীকার তখন করিল।
তব গর্বে জন্ম ল'ব আরো দুইবার।
শেষ লীলা খেলাইবে ঈশানে আমার।।
শেষ লীলা হবে মাগো মোর চমৎকার।
নিজে যে কি করিব গো নিজে বোঝা ভার।।
এই রূপে মাতৃ ঠাঁই অঙ্গীকার ছিল।
শ্রীনিবাস রূপে প্রভু পরে জন্ম নিল।।
নিত্যানন্দ নরোত্তম রূপে জনমিল।
সে অদ্বৈত রামচন্দ্র রূপেতে উদিল।
খেতরিতে তিন প্রভু প্রেম প্রচারিল।
আকামনা প্রেমভক্তি তাতে না রহিল।।
পরজন্মে সফলা নগর করে ধন্য।
হরিচাঁদ রূপে এসে হন অবতীর্ণ।।
যশোমন্ত সূত রূপে হ'লেন প্রসূত।
তখনি ক্ষীরোদ শক্তি হ'ল আবির্ভূত।।
জ্যোতিঃরূপে সেই শক্তি হইল মিলন।
আমি হরি আমি হরি বলিল তখন।।
সেই শচী অন্নপুর্ণা হরিচাঁদ মাতা।
যশোমন্ত রূপে নন্দ হ'ন হরি পিতা।।
হেন ভাবে হরিচাঁদ এলেন ধরায়।
কবি রসরাজ তাহা প্রকাশ করায়।।
হরিপিতা যশোমন্ত পরম বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবে লইয়ে সদা করে মহোৎসব।।
ভক্তিভরে স্ত্রী পুরুষে বৈষ্ণবে' সেবিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়ে সদা নয়ন ঝরিত।।
ক্ষণে ক্ষণে বলিতেন কোথা বিশ্বরূপ।
দুঃখিনীকে দেখা দাও ধরিয়ে স্বরূপ।।
এই মত কেঁদে কেঁদে হইত আকুল।
অন্তর্যামী হরি তাতে হ'তেন ব্যাকুল।।
একদিন অন্নপূর্ণা হ'ন শুদ্ধমতি।
বিশ্বরূপ জন্মে তাহে সুন্দর মুরতি।।
কৃষ্ণপদ যশোমন্ত সদা করে আশ।
এই হেতু পুত্র নাম রাখে কৃষ্ণদাস।।
পুত্রকে ডাকিতে কৃষ্ণ নাম করা হ'বে।
কৃষ্ণ দাস নাম রাখে তাহা মনেভেবে।।
এক পুত্র কোলে পেয়ে অন্য নহে আশ
যতনে পালন করে পুত্র কৃষ্ণদাস।।
এই ভাবে যশোমন্ত পুত্রবান হ'ল।
যশোমন্ত প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

কৃষ্ণদাসের জন্ম বিবরণও অন্নপুর্ণার প্রতি রামকান্তের বর প্রদান।

বার শত নয় সালে সাতই আশ্বিনে।
বিশ্বরূপ জন্ম নিল এসে এ ভূবনে।।
এক পুত্র কোলে পেয়ে অন্য আশা নাই।।
মহানন্দে সাধু সেবা করেন সদাই।
কৃষ্ণ ব'লে অনুক্ষণ ঝরে দুটো আখি।
কেঁদে বলে কোথা মোর শ্যাম শুক পাখী।।
যশোদা আবেশ হ'য়ে কাঁদিত যখন।
বলে কোথা আছ মোর প্রাণ কৃষ্ণধন।।
কোন দেশে আছ মম হৃদয়ের মণি।
বহুদিন হেরি নাই চন্দ্র মুখখানি।।
এই মত কাঁদে মাতা আকুল হইয়া।
আখিজল পড়িত যে বয়ান বাহিয়া।।
অন্তরেতে কৃষ্ণ চিন্তা বিনে চিন্তা নাই।
হ্যা কৃষ্ণ বলিয়া কেঁদে ছাড়িতেনহাই।।
অতঃপর শুন এক অপূর্ব কথন।
হরিচাঁদ জনমের পূর্ব বিবরণ।।
বিশ্বমিত্র নামে মুনি রাম অবতারে।।
পরে মুনি সান্দীপণী অবন্তি নগরে।।
কালিকালে গঙ্গাদাস রূপে নদীয়ায়।
ভারতী গোঁসাই শক্তি সম্মিলন তায়।।
পরজন্মে মুকডোবা কান্ত গুণমণি।
রামকান্ত নামেতে বৈষ্ণব চুড়ামনি।।
অন্তরে উল্লাস কৃষ্ণ প্রেম অনুরাগী।
সার্ব্বলোকে বলিতেন বৈরাগীবৈরাগী।।
বাসুদেব মুর্ত্তি খানি রাখিতেন সঙ্গে।
বাৎসল্য ভাবেতে সেবা করেমনোরঙ্গে।।
অন্নাদি প্রস্তুত করি সাধু রামকান্ত।
বলিতেন ভোগ লহ ওহে প্রাণ কান্ত।
ভক্তি ভাবে রামকান্ত চাক্ষুষ দেখিত।।
এমত করিত সাধু বাসুকে লইয়া।

বাসুদেব কোলে করি বেড়ায় ভ্রমিয়া।।
রামকান্তে নিতে এলে শিষ্য কোনজন।
বলিতেন বাসুদেবে কর নিমন্ত্রণ।।
বাসু যদি কৃপা ক'রে যায় তব ঘরে।
তবে তো যাইতে পারি বলিনু তোমারে।।
এইভাবে ভক্তাশ্রমে ভ্রমণ সদায়।
অনুক্ষণ বাসু গুণ গাহিয়ে বেড়ায়।।
মাঝে মাঝে আসিতেন সফলা নগরে।
অধিক্ষণ থাকিতেন অন্নপূর্ণা ঘরে।।
মা বলিয়ে ডাকে সাধু অন্নপুর্ণা মায়।
গুণ গুণ 'বাস গুণ' অনুক্ষণ গায়।।
ক্ষণে ক্ষণে বাসু মাতা ক্ষণে কৃষ্ণমাতা।
ক্ষণে ক্ষণে ডাকিতেন বৈষ্ণব দুহিতা।।
অন্নপুর্ণা মাতা প্রতি রামকান্ত কয়।
বাসুকে করহ কোলে এ শুভ সময়।।
তাই শুনে বাসুদেবে করিত গ্রহণ।
রামকান্ত প্রেমানন্দে করিত ভ্রমণ।।
সপ্তাহ থাকিত বাসু অন্নপূর্ণা ঘরে।
ভক্তি ভাবে অন্নপুর্ণা বাসু পূজা করে।।
একদিন স্বপ্নাদেশে নিশি অবসানে।
কৃষ্ণরূপ অন্নপূর্ণা দেখিল স্বপনে।।
হেরিলেন জ্যোতির্ময় রূপের মাধুরী।।
শিরেতে মোহন চূড়া করেতে বাঁশরী।।
স্বামী পাশে বলিলেন স্বপন বৃত্তান্ত।
অন্নপূর্ণা প্রতিবাসী কহে যশোমন্ত।।
কৃষ্ণ চিন্তা করা সদা তাই হেন দেখ।
না কর প্রকাশ এবে নীরবেতে থাক।।
সেই দিন সেইভাবে বঞ্চিল রজনী।
স্বপ্ন কথা বসি মাতা ভাবে একাকিনী।।
ঢেঁকিশালে চিড়া আনে দক্ষিণেতে ঢেঁকি।
কৃষ্ণ বলে অন্নপূর্ণার ঝরে দু'টি আঁখি।।
হেন কালে রামকান্ত বৈরাগীআসিয়া।
স্তনপান করিলেন গলে হাত দিয়া।।
পুত্র ভাবে ঠাকুরাণী রাখিলেন কোলে।
স্নেহাবেশে ভাসে দু'টি নয়নের জলে।।
বলে অদ্য পোহাইল কি সুখ যামিনী।
প্রভাত আবেশ বুঝি ফলিল এখনি।
রামকান্ত বলে মাগো বলিহে তোমারে।।
বাসুদেব জন্ম ল'বে তোমার উদরে।
কিছুদিন পরে রামকান্ত আর দিনে।
বাসুদেব কোলে করি বসিল যতনে।।
বাসুদেব বলে যাব সফলা নগরে।
পূজাদি লইব মাতা অন্নপূর্ণা ঘরে।।
বাসুদেবে লয়ে সাধু পরম কুশলে।
যশোমন্ত গৃহে আসি উপনীত হ'লে।।
মুহূর্ত্তেক দিবা আছে সন্ধ্যার অগ্রেতে।
অন্নপূর্ণা ঝাঁট দেয় ঝাঁটা লয়ে হাতে।।
ঠাকুরাণী ঝাঁট দেন পূর্ব্বাভিমুখেতে।
রাম কান্ত আসিলেন পূর্ব্বদিক হ'তে।।
সম্মুখে যাইয়া সাধু বলে যে মাতায়।
কোলে কর বাসুর সময় ব'য়ে যায়।।
আস্তে ব্যাস্তে বাসুদেবে রাখিলেন ধরে।
রাখিলেন পূর্ব্ব ভাবে বাম কক্ষে' পরে।।
হইল অপূর্ব শোভা দরশন ক'রে।
রাম কান্ত চারিদিকে নাচে ফিরেঘুরে।।
সজল নয়ন সাধু প্রেমে পুলকিত।
হাতে তালি দিয়ে নেচে নেচে গায়গীত।।
দেখরে নগর বাসী হ'ল কি আনন্দ।
অনায়াসে অন্নপুর্ণা পাইল গোবিন্দ।।
কিবাপুণ্য ক'রেছিল চৌধুরীরই ঝি।
অনায়াসে কোলে পেল বাসুদেবজী।।
রামকান্ত কহে যশোমন্ত বৈরাগীরে।
কিছুদিন বাসুদেবে রাখ তব ঘরে।।
রামকান্ত বলে মাগে বড়ই মেনেছে।
যশোদর কোলে যথা গোবিন্দ ব'সেছে।।
কান্ত বলে থাক বাসু মায়ের কোলেতে।
কিছুদিন পরে তোমা লইব সঙ্গেতে।।
সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাসু থাকে মাতৃ ঠাঁই।
স্নেহভরে পূজা করে তুল্য দিতে নাই।।
পুনঃ আসি রামকান্ত বাসুকে লইত।
বাসুকে করিয়া কোলে আনন্দে ভ্রমিত।।
এইমত রামকান্ত আসে আর যায়।
বড় ভাল বাসে সাধু অন্নপূর্ণা মায়।।
একদিন শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
নিশিযোগে যশোবন্ত দেখিল স্বপন।।
এক শিশু অন্নপূর্ণা কোলেতে বসিয়া।
স্তন পান করিতেছে মা মা মা বলিয়া।
নীল শতদল সম রূপ সুমধুর।
রাঙ্গা পায় শোভা করে বাজন নুপুর।।
গলদেশে বনমালা করিতেছে শোভা।
মস্তকে মোহন চূড়া অতি মনোলোভা।।
মোহন বাঁশরী করে করেতে শোভন।

এই মত যশোমন্ত নেহারে স্বপন।।
যশোমন্ত ঠাকুরাণী প্রতি বলে তাই।
স্বপনে হেরিনু প্রিয়ে তোমাকেজানাই।
বিবরিয়ে সব কথা কহে যশোমন্ত।
অন্নপূর্ণা বলে তবে শুন প্রাণকান্ত।।
কেহ যদি দেখে কোন আশ্চর্য্য স্বপন।
নিশি যোগে প্রকাশ না করে বুধজন।।
যশোমন্ত বলে প্রিয়ে এবে নিশি নাই।
প্রভাত হইল নিশি চেয়ে দেখ তাই।।
মাতা বলে সুস্বপন দেখেছ নয়নে।
নিশি নাই বলে তাই ভাব মনে মনে।।
কিম্বা কোন ভুত দৃষ্টি লেগেছে তোমার।
তাই তুমি হেন ভাব বল বার বার।।
যশোমন্ত বলে যদি দানব লক্ষণ।
তবে কেন হেরিলাম মুরলী বদন।
অন্নপূর্ণা বলে নাথ শুনহ বচন।
কৃষ্ণ চিন্তা তব হৃদে জাগে অনুক্ষণ।।
স্বরূপের রূপ তব নয়নে লাগিল।
তাই বুঝি হেন রূপ হৃদয়ে জাগিল।।
হেন ভাবে সেই দিন নিশি পোহাইল।
প্রাতঃকালে রামকান্ত বৈরাগী আসিল
রামকান্ত অন্তপূর্ণা প্রতি ডেকে কয়।
বাসুকে কর মা কোলে কালগত হয়।।
এত বলি রামকান্ত বাসুকে অর্পিল।
অন্নপুর্ণা বাসুদেবে সস্নেহে ধরিল।।
বাসুকে করিয়া কোলে ঝরে দু'নয়ন।
ঘুরে ফিরে রামকান্ত করিছে কীর্ত্তন।।
দ্রোণ বলে ওহে বাসু এস হে এখন।
এস মোরা অন্য ঠাঁই করিব ভ্রমণ।
ইঙ্গিতে বলিছে বাসু এবে নহে যাব।
মাতৃ কোলে বসি আমি স্তন-দুগ্ধ খাঁব।।
পেয়েছি সে নন্দরাণী আর পিতা নন্দ।
এই গৃহে পাব আমি অতুল আনন্দ।।
রামকান্ত প্রেমানন্দে বলিল বচন।
তাহাই করিও বাসু এস হে এখন।।
বুঝিয়া মধুর ভাব বাসুকে লইল।
অন্নপূর্ণা প্রতি মাতা পুত্রবর দিল।।
এইভাবে অন্নপূর্ণা ধন্য মাতা সতী।
স্ত্রী আচারে একদিন হইল শুদ্ধমতি।।
শয়নে ছিলেন শ্রীযশোমন্ত বৈরাগী।
অন্নপূর্ণামাতা বসিলেন পদ সেবা লাগি।।
পদ সেবি প্রণমিয়া করি যোড় পাণি।
পদ পার্শ্বে শয়ন করিল ঠাকুরাণী।।
যশোদা আবেশে বর দিল রামকান্ত।
বিরচিল তারক রসনা এ বৃত্তান্ত।।
শ্রীগুরুচাঁদ আদেশে কহে বিচরণ।
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল সর্বজন।।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদের জন্ম

এবেশুন ঠাকুরের জন্ম বিবরণ।
যেভাবেতে হরিচাঁদ অবতীর্ণ হ'ন।।
হরিলীলামৃত গ্রন্থ করেছে বর্ণন।
সংক্ষেপে করিব কিছু শুন সর্বজন।।
বারশ আঠার সালে শ্রীমহাবারুণী।
মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথি যে ফাল্গুনী।।
বুধবার দিনে হয় হরি অবতার।
পূব্ববঙ্গে হ'ল হরিচাঁদের বাজার।।
নমঃশুদ্র কূলে হরিচাঁদের উদয়।
সফল নগরী ধন্য হ'ল দীপ্তময়।
যখনেতে হরিচাঁদ ভূমিষ্ট হইল।
সুতিকা ঘরেতে এক জ্যোতিঃ প্রবেশিল।।
সেই জ্যোতিঃ শ্রীহরির অঙ্গেতে মিলন।
ক্ষীরোদের শক্তি ইহা কহে সর্ব্বজন।।
তাহে অত্যাশ্চর্য বাক্য কহে সে কুমার।
আমি হরি আমি হরি বলে তিনবার।।
ধাত্রী এই মহাবাক্য করিল শ্রবণ।
আনন্দে পুর্ণিত হ'ল সমগ্র ভুবন।।
চারিদিকে দেখে কত সৌন্দর্য্যের রাশি।
উদিত হইল যেন অকলঙ্ক শশী।
বিকশিত কৃষ্ণ কলি মনোহর বেশ।
ধরেছে মধুর বেশ পূর্ববঙ্গ দেশ।।
সৌদামিনী ভাসে যথা জলদের কোলে।
অপরূপ শোভা যেন অন্নপূর্ণা কোলে।।
আজানুলম্বিত ভুজ অতি মনোহর।
তাহে কত চিহ্ন শোভে অতি দীর্ঘতর।।
দুগ্ধ হিঙ্গুল বর্ণ করিয়ে মিশ্রণ।
বিধি বুঝি দিল রূপ রেশন বরণ।।
মদন মোহন রূপ অক্রোধিত বপু।
দরশনে সবার হরে কাম রিপু।।

শোভিত বিংশতি মুদ্রা বিংশতিঅংগুলে।
রক্ত শোভে যেন হরি পদ মুলে।।
নাভী সুগভীর যেন বক্ষে চান্দ্রভাতি।
অধর প্রবল তাহে সুগঠন অতি।।
বাধুলী বরণ তাহে শোভে ওষ্টদ্বয়।
খগচঞ্চু জিনি নাশা কিবা শোভা হয়।।
চৌরাশ কপাল তাহে রয়েছে খচিত।
কজ্জল মিশ্রিত ভুরু গুরু বিরাজিত।।
আকর্ণ নয়নদ্বয় কিবা মনোহর।
নোহারিয়া সেই রূপ হারে শশধর।।
নখচন্দ্রে শোভে কোটি চন্দ্রসমুজ্জল।
অঙ্গে ঝলসিছে যেন অমল কমল।।
অষ্টবিংশ মন্বন্তর পুষ্পবন্ত যুগে।
সুদিন উদয় হ'ল কলিজীব ভাগ্যে।।
অবতীর্ণ হরিচাঁদ সফলা নগরী।
হুলুধ্বনি করে যত প্রতিবেশী নারী।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে কত গেল।
স্বয়ংএর অবতার কভু না হইল।।
অষ্টবিংশ মন্বন্তরে কলি যুগ ধন্য।
হেন যুগে ক্ষীরোদের হরি অবতীর্ণ।।
ধন্য পিতা যশোমন্ত ধন্য অন্নপূর্ণা।।
সফলা নগরী ধন্য ধাত্রীদেবী ধন্যা।।
ধন্য সে সফলা নগরবাসী ধন্য।
ধন্য ধন্য এই ভাবে হরি বংশ ধন্য।।
উর্দ্ধবাহু করি বন্দি শ্রীহরি চরণ।
শ্রীহরিচাঁদের প্রীতে হরি বল মন।।

ঠাকুরের গোষ্ঠলীলা ও তিন ভ্রাতার জন্ম

এই রূপে হরিশচন্দ্র হইলেন অবতীর্ণ
কলিজীব করিতে উদ্ধার।
যশোমন্ত সুতরূপে ঐশভাব অনুরূপে
উদিলেন সফলা নগর।।
জন্মমাত্র বাক্য স্ফুরি বলিলেন আমি হরি
আমি হরি বলে তিন বার।
মৃদুভাবে ভুমিকম্প বাজে ঝাঁছ জগঝম্প
শ্রীমহা বারুণী অভিসার।।
শৈশবেতে বাল্যখেলা কৈশরতে গোষ্ঠলীলা
করে খেলা রাখালের সনে।
পাঁচানী হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন বাঁকা হ'য়ে
যথা কৃষ্ণখেল বৃন্দা বনে।।
চৌদিকে রাখালগণ মধ্যে শোভে হরিধন
অপরূপ হ'ত দরশন।
পদ পরে পদ দিয়ে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম হ'য়ে
কৃষ্ণরূপ করিত ধারণ।।
সেরূপ নেহারি সবে প্রমানন্দে উৎসবে
বলে তুই শোনরে কানাই।
করলে মুরলী ধ্বনি কোথা রাইবিনোদিনী
কোথা তব সে দাদা বলাই।।
কোথা সেই বৃন্দাবন কোথা গিরি গোবর্দ্ধন
কোথা সেই রাখাল সবাই
কই সেই সখিগণ কোথা বা নিকুঞ্জবন
ধবলী শ্যামলী আদি গাই।।
প্রভু বলে সব আছে সবাই আমার কাছে
কার কাছে কিছু দুরে ঘর।
ক্রমে তারা এসে সবে আমার পাশে মিলিবে
হবে দেখা কিছুক্ষণ পর।।
গোপী কোপী আছে যত সবে হবে একত্রিত
আর যত নদীয়ার লোক।
মম পাশে এক হয়ে এক মতে মত দিয়ে
সবে হবে প্রেমেতে পুলক।।
আছে যত ব্রজ সখা এখনি পাইবে দেখা
কিছুকাল করহ বিশ্রাম।
শ্রীদামাদি সখা যত সব হয়ে একত্রিত
আর মোর দাদা বলরাম।।
হরির বচনে সবে মাতিলেন উৎসবে
ব্রজভাব পড়ি গেল মনে।
গোপালের প্রেমোকুল আনিয়ে কস্তুরী ফুল
হরিচাঁদে সাজায় যতনে।।
প্রেমানন্দে ফুল এনে দান করে শ্রীচরণে
কেহ দেয় মস্তক উপর।
কেহ দিল কর্ণ পরে কে দেয় বক্ষপরে
কেহ দেয় কটিদেশ পর।।
সকল রাখাল মিলি করে দিয়ে করতালী
ঘুরে ফিরে করেছে কীর্ত্তন।
হরি বলি ভুমে পড়ি কেহ দেয় গড়াগড়ি
প্রেমবারি হ'তেছে পতন।।
আপনি হরিষ হ'য়ে রাখালেরে ধরে গিয়ে
করে হরি প্রেম আলিঙ্গন।

এখেলা যবে খেলিত আকাশ পানে চাহিত
মেঘমালা হইত দর্শন।।
হেনভাবে গোষ্ঠলীলা খেলিত মধু খেলা
হরি মোর রাখাল রাজন।
গোময়ের খন্ড ধরি রাখিত মস্তক পরি
বলে আমি ধরি গোবর্দ্ধন।।
আকাশের মেঘ চিহ্ন হয়ে যেত ছিন্ন ভিন্ন
পুনঃ আর না হত দর্শন।।
নেহারিয়ে দুনয়নে যতেক রাখাল গণে
পদতলে হইত পতন।।
খেলিত মধুর খেলা যেন বৃন্দাবন লীলা
আহা মরি কতযে সুন্দর।
ব্রজনাথ বিশ্বনাথে খেলিত আনন্দ চিতে
ব্রজভাবে মত্ত কলেবর।।
নিরখিলে কাল সর্প করিয়ে ভীষণ দর্প
খেলিতেন লাঙ্গুল ধরিয়া।
ধরিয়া মধুর তান শ্রীহরি গাহিত গান
মনসার পাঁচালী বসিয়া।।
সে গান শুনিয়ে সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
বলে ভাই ইহা কোথা পেলি।
নেহারিয়ে তব ধারা আশ্চর্য্য হইনু মোরা
এযে শুনি মনসা পাঁচালী।।
প্রভু বলে শেখা আছে সাপুড়ে গণের কাছে
সর্প হেরে মনে পড়ে তাই।
সর্পের লাঙ্গুল ধরি তাই হেন দর্প করি
মনসার এ পাঁচালী গাই।।
রাখালিয়া ভাব যত তাহা বা বর্ণিত কত
খেলে যাহা গোষ্ঠলীল মাঝ।
মধুর মধুর সাজে লীলামৃত গ্রন্থ মাঝে
লিখিলেন কবি রসরাজ।।
গোষ্ঠলীলা করি সায় হরিচাঁদ দয়াময়
ভক্ত সনে করেন বিহার।
সে বড় মধু লীলা খেলিয়ে আশ্চর্য্য খেলা
নিজ লীলা করেন প্রচার।।
অতপর শুন ভাষ জন্মিল বৈষ্ণব দাস
সুমধুর চরিত্র যাহার।
শৈশব হইতে তিনি বৈষ্ণবের শিরোমণি
নাম ব্রহ্ম করে মাত্র সার।।
পবিত্র মৃত্তিকাগুলি মনে হ'য় কুতূহলী
প্রতি অঙ্গে পরিত তিলক।
ডাকি যত শিশুগণে বলিতেন সুবচনে
অন্তরেতে হইয়া পুলক।।
বলে ভাই শুন সব আমরা হ'ব বৈষ্ণব
তিলকাদি করছে ধারণ।
এত বলি নিজ হাতে সঙ্গীগণে পরাইত
বলে তোরা বৈষ্ণব এখন।।
আমাদের গৃহে যত আসিবে বৈষ্ণব সৎ
অদ্য কিম্বা আসিবেক কালি।
বৈষ্ণবের সাথে মিলি মনে হ'য়ে কুতূহলী
যেতে যাব হরি হরি বলি।।
এরূপ বিশুদ্ধ মতি বৈষ্ণবের পদে আর্ত্তি
শুন এক অপূর্ব ঘটন।
একদা শ্রীযশোমন্ত হ'য়ে অতি শুদ্ধ শান্ত
করাইল বৈষ্ণব ভোজন।।
হরি সংকীর্ত্তন কালে মরিল পড়িয়া জলে
শ্রীবৈষ্ণব দাস যেই জন।
কেহ নহে জানে তাই কীর্ত্তনে মত্ত সবাই
রহিয়েছে বৈষ্ণবের গণ।।
ঠাকুরাণী ঘাটে গিয়ে মৃতপুত্র নেহারিয়ে
উচ্চৈঃস্বরে করেছে রোদন।
বলেরে দারুন বিধি কেড়ে নিল দিয়ে নিধি
এবা তোর বিধান কেমন।।
যশোমন্ত করে মানা এবে প্রিয় কাঁদিও না
কাঁদিবার পাইবা সময়।
শুনিলে বৈষ্ণব সবে মহোৎসব ভঙ্গ হবে
বল দেখি কি হবে উপায়।।
সাধু সেবা হবে বাদ তাতে হবে পরমাদ
এবে তুমি কাঁদিও না আর।
বৈষ্ণব বিদায় কালে মৃতপুত্র করি কোলে
জানাইও দুঃখ আপনার।
তাই শুনে পুত্রধনে রাখিলেন সঙ্গোপনে
করে সাধু সেবা আয়োজন।।
হইল বৈষ্ণব সেবা বাকি না রহিল কেবা
মহোৎসব হ'ল সমাপন।
বৈষ্ণব সেবা অন্তে মৃত পুত্র নিয়ে মাথে
যশোমন্ত নাচিতে লাগিল।
সবে বলে একি হ'ল বৈরাগীর পুত্র মল
কখনেতে কিভাবে মরিল।।
এক সাধু হেন কালে বলেছে সবার স্থলে
কীর্ত্তনের কালেতে মরিল।
সাধু সেবা হবে বাদ প্রেমানন্দে উৎসব
পুনরায় আরম্ভে কীর্ত্তন।

মৃত পুত্র নিয়ে মাথে যশোমন্ত কীর্ত্তনেতে
হরি বলি করেন নর্ত্তন।।
বালকের মুখ হ'তে উদ্বমন অকস্মাতে
বহু জল বাহির হইল।
উদরেতে যত ছিল ক্রমে সব বাহিরিল
মৃত পুত্র জীবন পাইল।।
অন্নপূর্ণা মাতাআসি আনন্দ নীরেতে ভাসি
কোলে নিল আপন নন্দন।
বৈষ্ণবের গণ যত সবে হ'য়ে হরষিত
হরিধ্বনি করে সর্ব্বজন।।
বলেছে বৈষ্ণবগণ এপুত্রের পুনর্জ্জীবন
বৈরাগীর সাধু সেবা গুণে।
বৈষ্ণব সেবার তরে কবে কার পুত্র মরে
কে শুনেছে বেদাদি পুরাণে।।
সকল বৈষ্ণব মিলি মনে হয়ে কুতুহলী
অন্তরেতে বাড়িল উল্লাস।
হরি হরি হরি বলে পুনশ্চ জীবন পেল
নাম হ'ল শ্রীবৈষ্ণবদাস।।
পর জন্মে গৌরীদাস আর শ্রীস্বরূপদাস
দোঁহে হয় ভ্রাতৃ অনুগত।
ভ্রাতা গণ বলে যাহা সযতনে করে তাহা
সদা রয় প্রফুল্লিত চিত।।
পঞ্চ ভাই ভবে আসি বিলাইল সুধারাশি
কলি জীবে করিতে চেতন।
ধন্য কলিযুগ ধন্য আইলেন হরিশ্চন্দ্র
নাম ধর্ম্ম করে বিতরণ।।
জীবগণে হেরে দৈন্য করিবারে চৈতন্য
আইলেন প্রেমধন নিয়ে।
অকামনা ভক্তি যাহা হরিচাঁদ রূপে তাহা
জীব করে দিলেন বিলিয়ে।।
অষ্ট বিংশ মন্বন্তর যে ধন গোলোক পর
রেখেছিল যতন করিয়া।
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম্ম সূক্ষ্মন সনাতন ধর্ম্ম
জীবগণে দিলেন ডাকিয়া।।
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে যবে অবতীর্ণ হন্ তবে
নবরূপে নদীয়া ভুবনে।
নামধর্ম্মপ্রচারিল জীবগণে মাতাইল
তথাপি বাসনা রৈল মনে।।
আপনি হইয়া নম্র জীবে শিক্ষা দিতে ধর্ম
শচী গর্ভে হইল উদয়।
গৃহ ধর্ম পরিহরি হইলে কৌপিনধারী
স্বীয় ধর্ম্ম বাকি পড়ে যায়।।
পারিলে বহির্ব্বাস না পুরিল অভিলাষ
মন ভাব মনেতে রহিল।
অকামনা প্রেমভক্তি না পারিল বর্ত্তাইতি
এখানেই বাকী থেকে গেল।।
গৃহ ধর্ম না করিল স্ত্রীঋণে আবদ্ধ রৈল
মাতৃসেবা বাকী রৈল আর।
শোধিতে মায়ের ঋণ পূর্ণ নহে সেই দিন
জন্ম হয় আর দুই বার।।
পূর্ব্বে বদ্ধ অঙ্গীকারে এল তাই শোধিবারে
হরিচাঁদ রূপে প্রকাশিল।
এবে করি সেই ধর্ম্ম জানাইল সুক্ষ্ম মর্ম্ম
ভক্ত পাশে তাই প্রচারিল।
নামে রুচিজীবে দয়া মানুষেতে নিষ্ঠা হৈয়া
ভজ সেই গুরুপদ তরী।
ইহা বিনে নাই কিছু বিফল হইবে পিছু
না পাইবে পারের কান্ডারী।।
যার হয় নামে রুচি কিবা হারি কিবা মুচী
শুদ্র ডোম ব্রাহ্মণ চন্ডাল।
যার হবে ভাবোদয় জাতি ভেদ নাহি রয়
শুদ্ধ প্রেম ভক্তি সুনির্ম্মল।।
বিশুদ্ধ ভাবেতে ভক্তি শুদ্ধ মানুষেতে আত্তি
হরি বলে ঝরে দুই আঁখি
সদাই আনন্দ মনে মেতে হরি নাম গানে
হৃদে ধরে হরিপ্রাণ পাখী।।
গৃহধর্ম্ম রক্ষা করি তীর্থযাত্রা পরিহরি
সদা কর সত্য আলাপন।
তীর্থযাত্রা বিনিময় তার দরশনে হয়
সত্যবাদী মানব যে জন।।
প্রচারিল সুক্ষ ধর্ম্ম বিলাইল নাম ব্রহ্ম
কলিজীব নিস্তার কারণ।
হেন প্রভু হতে নাই দৃঢ় করে ভজ তাই
শ্রীহরির যুগল চরণ।।
নাহি কোন যাগযজ্ঞ নাহি বিজ্ঞ অনভিজ্ঞ
সবা ঠাঁই দিল প্রেমধন।
আপনি করিয়া কর্ম জীবে শিক্ষা দিলা ধর্ম্ম
শুন তাঁর প্রমাণ বচন।।
প্রথমতে গোচারণে বাণিজ্যে উপর্জ্জেধনে
কৃষিকর্ম্ম পতিত আবাদ।
এল ক্ষীরোদের চাঁদ পুরাইতে ভক্তসাধ
অবতীর্ণ রূপে হরিচাঁদ।।

পঞ্চ ভাই এক প্রাণ নাহি দ্বিধা ভাব জ্ঞান
জ্যেষ্ঠ আজ্ঞা অনুবর্ত্তি রয়।
জগতের শিক্ষা হেতু দেখাইলেন এই সেতু
মানবের কর্ত্তব্য যা হয়।।
শুধুমাত্র জীব হিতে দেখাইলেন নানা মতে
কলিজীব উদ্ধার কারণ।
সবাকারে সম দয়া দিতে নিজ পদ ছায়া
হরিচাঁদ অধম তারণ।।
পুষ্পবন্ত কলি যুগে উদিল জীবের ভাগ্যে
ক্ষীরোদের চাঁদ হরিচাঁদ।
কবি কহে হরি বল ভব ভয় দুরে গেল
কেন মন ভাবরে বিষাদ।

শান্তি মায়ের জন্ম বিবরণ

পঞ্চভাই এক আত্মা ভিন্ন পঞ্চদেহ।
জ্যেষ্ঠ আজ্ঞাধীন রহে যেন আজ্ঞাবহ।।
এই ভাবে করে বাস সফলা ডাঙ্গায়।
পরেতে বসতি করে ওরাকাঁন্দি গায়।।
জমিদার অত্যাচার করেছিল তথা।
লীলামৃত গ্রন্থমাঝে রহিয়াছে গাথা।।
লক্ষ্মীমাতা সনে হরিচাঁদের মিলন।
প্রাণেতে বাসনা যেই করিব বর্ণন।।
ক্ষীরোধ বাসিনী দেবী জগৎ জননী।
এই অবতারে হ'ন লোচন নন্দিনী।।
জিকাবাড়ীগ্রাম বাসী শ্রীলোচন হয়।
কন্যারূপে প্রাপ্ত হ'ল শান্তিদেবী মায়।।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী যিনি সত্যে বেদবতী।
অন্বরীষ কন্যার যিনি রদ্বাপরে শ্রীমত।।
ত্রেতা যুগে সীতা সতী দ্বাপরে রুক্মিণী।
নদীয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই ঘরণী।।
যখনে জন্মিল মাতা লোচনের ঘরে।
ভুমিষ্ঠ হ'লেন যবে সূতিকা আগারে।।
শান্তি মাতা পদভাবি তার রসনা।
লীলামৃত মাঝে তার ক'রেছে বর্ণনা।।
অন্তর হইতে এক নারী বাহিরিল।
সেই নারী লক্ষ্মী মার ধাত্রী যেন ছিল।।
রসনা দেখিল তাহা বিভীষিকা প্রায়।
ধ্যানে কি স্বপনে তাহা নাহি জানা যায়।।
হেরিলেন শান্তি মার শান্তিময় পদ।
রাঙ্গা পায় যেন ফুটিয়াছে কোকনদ।।
ধাত্রী দেখে কোকনদ উড়িয়া পড়িল।
শান্তি মার পাদপদ্মে যেন লুকাইল।।
প্রসবিনী ফুল নাড়ী যবে প্রসবিল।
তথা হতে এক ফুল পদে লোটাইল।।
ধাত্রী বলে প্রসুতিরে বলি মা তোমায়।
তোমার এ কন্যা মাগোসামান্য ত নয়।।
হেন রূপে জনমিল জগত জননী।
অতি আনন্দিতা হৈল লোচন গৃহিণী।।
এবে শুন বৈশবেতে মায়ের চরিত্র।
শুনিল দুরেতে যায় কলির কলুত্র।।
তুলসীর বেদী নিত্য করিত লেপন।
অন্তরেতে হরিপদ চিন্তে অনুক্ষণ।।
অন্য মেয়েদের প্রতি বলেন বচন।
আয় সবে করি কত্যায়ণীর ভজন।।
সতীর বেদনা জানে সেই মাতা সতী।
পঞ্চতপা হয়ে পায় পতি পশুপতি।।
বালিকা লইয়া মাতা খেলে পুজা পুজা।
মানসে গঠিয়ে মুর্ত্তি দেবী দশভুজা।।
কাত্যায়ণী ব্রত করি সে সাবিত্রী সতী।
বনমাঝে জীয়াইল নিজ মৃত পতি।।
এত বলি করে পূজা বালিকার সনে।
করে আত্ম সমর্পন শ্রীহরি চরণে।।
বালিকা জীবন এই ভাবে গত হ'ল।
যৌবনের প্রারম্ভ ক্রমে দেখা দিল।।
চাহিয়ে কন্যার পানে ভাবিত লোচন।
কা'র ঠাই এই কন্যা করিব অর্পণ।
এদিকেতে প্রভুর লীলা প্রকাশ হইল।
শিশু কাল হ'তে তাহা সকলে দেখিল।।
ঐশভাব প্রকাশিল প্রভু হরিশ্চন্দ্র।
বিস্মিত হইত সবে বাড়িত আনন্দ।
যাকে যাহা ব'লে দেন তাহাই হ'তেছে।
আশ্চর্য্য বহুত কর্ম অনেকে দেখেছে।।
বাঁচাইল বিশ্বনাথে আর মৃত গরু।
সবে বলে এই হরি বাঞ্ছা কল্পতরু।।
এইরূপ যশঃখ্যাতি চৌদিকে প্রকাশ।
শুনে লোচনের প্রাণে বাড়িল উল্লাস।।
মনে ভাবে এই পাত্রে কন্যা সমর্পিব।
হেরিয়া যুগল রূপ আনন্দ পাইব।।
সামান্য নহেত যশোমন্তের নন্দন।
কন্যা যোগ্য বর এই বুঝিনু এখন।।

চারিদিকে ব্যক্ত হল হরির চরিত্র।
হরি হ'তে হ'বে এবে জগৎ পবিত্র।।
অতএব যেতে হয় সফলা নগরে।
এত ভাবি শ্রীলোচন চলিল সত্বরে।।
সফলা নগরে গিয়ে দিল দরশন।
যশোমন্ত প্রতি কহে মধুর বচন।।
শুনহে ঠাকুর তুমি মম নিবেদন।
আমার মনের কথা করিব জ্ঞাপন।।
তোমার মধ্যম পুত্র মোরে দাও ভাই।
কন্যাসমর্পিয়ে আমি করিব জামাই।
এই মত হেসে হেসে কহে মিষ্ট ভাষ।
শুনে যশোমন্ত হয় প্রাণেতে উল্লাস।।
আনন্দে ব'লেছে ভাই ক্ষতি কিবা তাতে।
সমর্পণ কর কন্যা হরিদাস হাতে।।
প্রফুল্ল হইয়ে দোঁহে করে আলাপন।
সম্বন্ধ নির্ণয় করি চলিল লোচন।।
শুভলগ্নে শুভদিনে আর শুভক্ষণে।
মিলিতা হইল মাতা শ্রীহরির সনে।।
আনন্দে ভরিল সেই লোচনের পুরী।
চারিদিক হ'তে এল প্রতিবেশী নারী।।
রামাগণ বামাস্বরে করে জয় জয়।
রাম সীতা উচ্চরিয়ে মঙ্গল গাহয়।।
লোচনের পুরী যেন মিথিলা নগরী।
রামাগণে আনে বারি কক্ষেতে গাগরী।
কুড়াদি হরিদ্রা করে অঙ্গেতে লেপন।
মহুর্মুহু করিতেছে মঙ্গলচরণ।।
কেহ কেহ বলা বলি করে সেই ঠাঁই।
মনোহর রূপ হেন কভু দেখি নাই।
মনোহর রূপ হেরে প্রতিবাসী নারী
সকলে রাখিল নাম মনোচোরা হরি।
ভুবনমোহন রূপ কে বল গঠিল।।
এরূপেতে মন প্রাণ সকল হরিল।
হরি রূপে মন প্রাণ সব নিল হরি।
নিশ্চয় হইবে হরি মুকুন্দ - মুরারী।।
কেমন মোহন রূপে শোভে এই বর।
কমনীয় মুর্ত্তিখানি অতিব সুন্দর।।
হেনমতে বিমুগ্ধা • হইল রামাগণ।
হরিকে জামাতা রূপে পাইল লোচন।
শান্তি হরি এক সনে গৃহেতে আইল।
শান্তি হরি প্রেমানন্দে হরি হরিবল।

প্রভুদের ভাগ বন্টন

ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ভাই করে পরিণয়।
ওড়াকান্দি করে বাস আনন্দ হৃদয়।।
একদা শ্রীকৃষ্ণদাস বলেছে সবাকে।
আমার বচন ভাই শুনহ প্রত্যেকে।।
পৃথকান্ন হইবার করিয়েছি মন।
কিবা মত তোমাদের বল তা এখন।
বিস্তার করিয়ে তাহা লিখে রসরাজ।
ব্যক্ত শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থ মাঝ।।
সংক্ষেপেতে লিখিলাম সে ভাবের সুত্র।
লিপি বদ্ধ হ'ল এবে তা'র কিছু মাত্র।।
পৃথক হইল সবে নিজ মন সুখে।
সকলেই বলে ভাষা হাসিপূর্ণ মুখে।।
কৃষ্ণদাস ঠাই যাহা ছিল মুলধন।
সবার সাক্ষাতে তাহা আনিল তখন।।
দুই শত করি তাহা প্রত্যেকে লইল।
হেনকালে মহাপ্রভু সবাকে বলিল।।
আমার নিকট ভাই পাঁচ শত আছে।
তৈলের দোকানেতাহা সুলাভ হ'য়েছে।।
কেহ না জানিত ইহা ছিল গোপনেতে।
আনিয়ে দিলেন হরি সবার সাক্ষাতে।।
গৃহে বসি এই ধন করি উপার্জ্জন।
তার এক শত করি লহ পঞ্চজন।।
তিন শত করি পায় এক এক জনে।
লইল আপন অংশ আনন্দিত মনে।।
নির্ব্বিবাদে পঞ্চভাই পৃথক হইল।
কেহ ওড়াকাঁদি কেহ পদ্মবিলা গেল।।
হরিচাঁদ কৃষ্ণদাস আর গৌরীদাস।
তিন ভ্রাতা ওড়াকাঁদী সুখে করে বাস।।
শ্রীবৈষ্ণব দাস আর শ্রীস্বরূপ দাস।
দুই ভাই পদ্মবিলা করিল আবাস।।
এদিকে প্রভুর লীলা ক্রমে প্রকাশিল।
চারিদিকে ঠাকুরালী ছড়িয়ে পড়িল
ভক্তগণ এসে কেহ প্রভুকে লইত।
অধিকক্ষণ ভক্তের গৃহেতে থাকিত।।
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য কথন।
ভক্তাশ্রম হ'তে করে গৃহেতে গমন।।
পরদিন মহাপ্রভু লক্ষ্মীমাকে কয়।
কাজ কর্ম্ম করিব না দেখি কিবা হয়।।
এত বলি চলি যায় রাউৎ খামার।

ভক্ত সনে লভে তথা আনন্দ অপার।।
সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে ভকত আশ্রমে।
অনুক্ষণ সবে থাকে মেতে হরিনামে।।
এইভাবে বহুদিন অতীত হইল।
ভক্তসনে প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিল।।
একদিন শুন এক আশ্চার্য্য কথন।
ভক্তাশ্রম হ'তে করে গৃহতে গমন।।
পরদিন মহাপ্রভু লক্ষ্মীমাকে কয়।
রন্ধন করহ হ'ল ক্ষুধার সময়।।
মাতা বলে প্রভু ঠাঁই বিনয় করিয়া।
রন্ধন করিব প্রভু বল কিবা দিয়া।।
গৃহতে তন্ডুল নাস্তি কি করি এখন।
প্রভু বলে কিছু নাই বল কি এমন।।
মাতা বলে আজ মাত্র একটি জীয়াল।
প্রভু বলে তবে আর কিসের জঞ্জাল।
ওগো লক্ষ্মী সেই মৎস্য বানাও ত্বরিতে।।
রন্ধন গৃহেতে যাও রন্ধন করিতে।।
এত শুনি লক্ষ্মীমাতা ভাবিতে ভাবিতে।
কাতর হৃদয়ে যান রন্ধন গৃহেতে।।
হাড়ী মধ্যেতে মাত্র চাপাইয়া জল।
তার মাঝে মৎস্য দিতে ঝরে আঁখিজল।।
আহারে অদৃষ্ট মম না পাই ভাবিয়া।
কতবার জন্মিলাম রমণী হইয়া।।
হেন দশা কভু নাহি হয়েছে আমার।
কোথা মাগো অন্নপূর্ণা এস একবার।।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ অদ্য তনয়ার।
নহে নাম হবে 'কন্যা- ঘাতিনী'তোমার।
এই মত কাঁদে মাতা আকুল হৃদয়।
অন্নপূর্ণ কৃপা যোগে হাড়ি পূর্ণ হয়।।
তাতে হ'ল পরমান্ন অতি সুমদুর।
বিশ্ব মাঝে কে বুঝিবে এ লীলা প্রভুর।।
কেঁদে গিয়ে লক্ষ্মী মাতা প্রভুকে বলেছে।
সেবিতে আসুন প্রভু রন্ধন হ'য়েছে।।
প্রভু বলে এক পাত্রে পারস করহ।
এক সঙ্গে ওগো লক্ষ্মী তুমিও বৈসহ।।
পৃথক না রব আর হইব মিলন।
ভক্তগণে শান্তি হরি বলিবে বচন।।
একত্রে পরম তত্ত্ব একত্র ভোজন।
শান্তি হরি প্রীতে হরি বল সর্ব্বজন।

✪✪✪

মহাপ্রভুর দৈবলীলা প্রকাশ

অপূর্ব্ব কথন সাধুগণ
শ্রবণ করহ তাই।
এলীলা প্রভুর মধুর মধুর
এমত হবার নাই।
শান্তি হরি দোঁহে পরম উৎসবে
ভোজ সমাধিল যবে।
এ হেন সময় ভক্ত চতুষ্টয়
এল প্রেম উৎসবে।।
তন্ডুলাদি করি ডাল তরকারি
লবন তৈলাদি হয়।
দ্রব্য নানা মত নাম লব কত
নৌকায় পুর্নিত রয়।।
গন্ধে হীরামন আনন্দিত মন
রাউৎখামার বাসী
করি যোড় পাণি কহে ভক্তিবর্ব্বাণী
প্রভুর পার্শ্বেতে বসি।।
প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে সব দ্রব্য নিয়ে
অন্তঃপুর মাঝে যায়।
করিয়ে ভকতি লক্ষ্মী মার প্রতি
বিনয় বচনে কয়।।
তব আজ্ঞা হ'লে সব রাখি তুলে
কোথায় রাখিব বল।
করুনা করিয়া দাও দেখাইয়া
রাখি দ্রব্যাদি সকল।।
সুমধুর ভাবে লক্ষ্মী মার পাশে
বলেছেন দয়াময়।
আর কি ভাব পেয়েছে ত সব
কার দ্রব্য কে যোগায়।।
আসে কোথা হ'তে কে পারে বর্ণিতে
কে বুঝে তাহার তত্ত্ব।
অসার সংসারে মত্ত সব নরে
নাহি বুঝি পরমার্থ।।
চিনে না তাহায় কে এনে যোগায়
কাহার রচিত বিশ্ব।
কাহার কারণ জীয়ে জীবগণ
এ ভবে কে উপাস্য।।
সংসারে আহবে আমিত্ব গৌরবে
ঐহিকেতে মুগ্ধ হ'য়ে।
মোহ মদিরায় বিভোর মায়ায়

আত্ম তত্ত্ব পাশরিয়ে।
শুনি লক্ষ্মী মাতা হেঁট করি মাথা
ব'লেছেন সকাতরে
সুখ নহে চাই আপনাকে পাই
রাখিবেন তাই করে।।
চরণের দাসী তাই অভিলাষী
নহে কভু অন্য আশ।
শুন প্রাণেশ্বর বাসনা আমার
থাকি যেন পদ পাশ।।
পূর্বে যা ভেবেছি এবে বুঝিয়েছি
দেখালেন মোরে তাই।
আপনি যে সার ব্রহ্ম সারাৎসর
আমারিহৃদয় শায়ী।।
শান্তি হরি দোঁহে মনের উৎসাহে
বলেছে এমত ভাব।
শুনে সর্ব জন দ্রবীভুত মন
অন্তরেতে প্রেমোল্লাস।।
সুমধুর উক্তি করে বিশ্বপতি
শ্রবণে অমৃত ধারা
আঁখি ছল ছল চক্ষে বহে জল
সবে হ'ল মাতোয়ারা।
আপন মাহাত্ম্য নিজে করে ব্যক্ত
ভকতে জানায় তাই।
চিনে লও মোরে বিশ্ব চরাচরে
আমি সে ক্ষীরোদের শায়ী।।
আত্ম পরিচয় দেন দয়াময়
আপন গৃহেতে বসি।
প্রভু হরিশ্চন্দ্র দানে মকরন্দ
সুধা সম রাশি রাশি।।
হেন অবতার হবে নাকে আর
আপনি প্রকাশ হল।
সব দ্রব্য রাখি মনে হ'ল সুখী
হরি হরি হরি বল

অথ ছোটার মাহাত্ম্য

লীলামৃত গ্রন্থ মাঝে লিখে রসরাজ।
ব্যক্ত আছে বিশ্ব মাঝে ভকত সমাজ।
নিত্যানন্দ ভগ্ন করে গোরার যে দন্ড।
দন্ড প্রতি বলে তুই বড়ই পাষন্ড।
সর্বস্ব ত্যজিয়া যেবা সন্ন্যাসী হইল।
সে কেন বহিবে তোরে তাই মোরে বল।।
এ ভাবে নিত্যানন্দ বলিয়ে বচন।
দন্ড ভাঙ্গিবার তরে করিল মনন।।
গোরা প্রতি নিত্যানন্দ বলেছে তখন।
প্রমাণের কথা বলি করহ শ্রবণ।।
ঋণ শোধিবার বলে রাধা রসময়ী।
ন্যাসী হলি দন্ড নিলি তা পারিলি কই।
ব্রজ বিনে জানিবিনে রাধা রস বিনে।
তাহা না করিয়ে তুই দন্ড নিলি কেনে।।
সর্ব্বদা বেরাস তুই রাই রসে ভেসে।
ঋণ শোধিবারে তোর দন্ড লাগে কিসে।।
ইহার নিগুঢ় তত্ত্ব করহে শ্রবণ।
দন্ড ভাঙ্গা ঘাট এক আছে নিরূপন।।
ক্রোধ ভরে নিত্যানন্দ দন্ড ভঙ্গ কৈল।
দুই খন্ড হ'য়ে দন্ড মৃত্তিকায় পৈল।।
মহাক্রোধে দন্ড ভাঙ্গে দয়াল নিতাই।
দন্ড পেল মহাশক্তি শুন সবে তাই।
দন্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ করিল গমন।
সেই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত দিল দরশন।।
ভগ্ন দন্ড নেহারিয়ে দুঃখিত হইল।
হায় হায় করি নাড়া তুলিয়ে লইল।।
অন্তরেতে বড় দুঃখ হইল নাড়ার।
মহা অনুরাগ তাহে হইল সঞ্চার।।
যতন করিয়ে সেই দন্ড রেখে দিল।
মনে মনে শ্রীঅদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।।
প্রভু যবে পুনরায় হন অবতার।
সেই কালে প্রকাশিব মহাত্ম্য ইহার।।
ভক্ত করে এই দন্ড অর্পন করিব।।
এক খন্ড আপনার সকাশে রাখিব।।
সেই বাঞ্ছা পরাইতে অদ্বৈত ঠাকুর।
এ যুগে করিল লীলা অতি সুমধুর।।
গুরুচাঁদ রূপে দন্ড ভক্তে করে দান।
ভগ্ন দন্ডে বাড়াইল প্রভুর সম্মান।।
পূর্ব অনুরাগ শক্তি দন্ডেতে গচ্ছিত।
দন্ড পরশনে হয় সে ভাব উত্থিত।
হস্তেতে করিলে দন্ড বাড়ায় শকতি।
ভক্তের সমাজে হ'ল ছোটা ব'লে খ্যাতি।।
মহতে মহৎ ভাব রাখে লুক্কায়িত।
প্রকাশ হইয়ে ক্রমে হয় পরিচিত।।

জহুরী মানিক্য পেলে রাখে যত্ন করে।
ক্রমেই প্রকাশ হয় এ বিশ্ব মাঝারে।।
পূর্ব গুনে স্বীয় গুণ করিয়ে সঞ্চার।
তাহে অনুরাগ দন্ড নাম হ'লতার।।
ধরেন হৃদয় মাঝে বাড়ে মহাশক্তি।
দন্ডের কারণে দন্ড প্রতি হয় ভক্তি।।
দন্ডের উপরে দন্ড করিতে না পারে।
অশেষ গুণেতে দন্ড ছোটা নাম ধরে।।
এবে শুন এক কথা হইল শরণ।
ছিনু আমি সেইদিন প্রভুর সদন।।
প্রভু পাশে এল এক শুদ্রের নন্দন।
ভকতি করিয়ে বন্দে প্রভুর চরণ।।
বলে হরি কেন ইহা না বুঝি কারণ।
কেন করে মতুয়ারা এ দন্ড ধারণ।।
সামান্য কাঠের দন্ড কেন করে ভক্তি।
বল প্রভু এই দন্ডে কিবা আছে শক্তি।।
কিবা গুণ রয় এই ছোটার ভিতরে।
কেন তারা এই ছোটা এত যত্ন করে।।
প্রভু বলে মহাশয় কর অবধান।
ছোটার মাহাত্ম্য কেবা করে সমাধান।
অনুক্ষণ রহে মোর ভক্তের করেতে।
বহু শক্তি আছে এ ছোটার ভিতরেতে।
কোন কোন ভকতের ক'রেতে ধারণ।
হরি ব'লে নানাস্থান ভ্রমে কোনজন।।
যদি কোন সংঘাতিক রোগী-পার্শ্বে যায়।
তৈল মাখি বুলাইবে সে রোগীর গায়।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বলিয়ে মুখেতে।
এই ছোটা বুলাইবে স্বভক্তি চিত্তেতে।।
তাহাতে রোগীর রোগ হইবে আরাম।
রোগীর নিকট বসি লবে হরিনাম।।
ভাগ্যবশে হবে মুক্ত ছোটার গুণেতে।
একারণ এ ছোট মম ভক্ত হাতে।।
অনুরাগ দন্ড নাম হয় এ ছোটার।
ধারণে হৃদয় অনুরাগের সঞ্চার।।
সকাতরে প্রভু পদে করে নিবেদন।।
কৃপা করি এই দন্ড যদি দেন মোরে।
লইতে বাসনা প্রভু আমার অন্তরে।।
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন।
নারিকেলেরে মালার মালা কি কারণ।।
বহু মুল্য হার ত্যজি কেন হইা লয়।
কৃপা করি বলিবেন ওহে দয়াময়।।
ছোটর মহাত্ম্যকথা করি নিবেদন।
কণ্ঠহার তত্ত্ব কথা করে উত্থাপন।।

☆☆
☆☆☆
☆☆

ভক্ত কণ্ঠহার বিবরণ।

প্রভু বলে শুন তবে কারণ তাহার।
যে ভাবে হইল এই ভক্ত কণ্ঠহার।।
শ্রীগৌরাঙ্গ যখনেতে সন্নাস করিল।
এ করোয়া শ্রীগৌরাঙ্গ করেতে ধরিল।।
গৃহত্যাগী হয় এই করোয়া লইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া পানে আর না চান ফিরিয়া।।
লক্ষ্মী মাতা সে করোয়া এযুগে পাইয়া।
করোয়ার প্রতি মাতা বলেন রোষিয়া।
গৌরাঙ্গ হইয়ে করে করঙ্গ ধারণ।
বিরহ অনলে দেহ দাহন কারণ।।
তোঁকে নিয়ে প্রভু মোর হইল সন্যাসী।
না চাহিল মম পানে কাঁদি একা বসি।।
অহনিশি করে দগ্ধ জীবন আমার।
তোঁকে পেয়ে নাথ মোর না ফিরিল আর।।
এবে আর তোঁকে আমি কভু না ছাড়িব।
খন্ড খন্ড করি তোরে হার বানাইব।।
ভক্তগলে দোলাইব বাসনা আমার।
রাখিব যে তোর নাম ভক্ত কণ্ঠহার।।
এত বলি লক্ষ্মী মাতা করোয়া ভাঙ্গিল।
আনন্দিতা হয়ে মাতা এ বর দানিল।।
করুণা রূপিনী মাতা করুণা বিতারি।
ছিদ্র করি দিল তাই করুণাস্ত্র ধরি।
প্রভুর হস্তের কড়া ভক্তের উপাস্য।
তাই মাতা দিল সবে শুন এ রহস্য।।
যশোমন্ত সুত কৃপা সূত্র দান কৈল।
সেই সূত্রে ভক্ত মাত্রে অধিকারী হৈল।।
জগত জননী মোর ভক্তের লাগিয়া।
এই হারসনে দেন করুণা মাখিয়া।।
এ হার ধারণে হয় ভক্তির উদয়।
তুলনা বিহিন হার শুন মহাশয়।।
যেবা পরে কিম্বা তারে যে করে দর্শন।
ভক্তি চিত্তে সে জনেরা যে করে স্পর্শন।।
তার হয় তখনেতে ভাবের উদয়।
হেন ব্যক্তি মাতা এই হারেতে অর্পয়।।

অপার গুণ সম্পন্ন এ হারের হয়।
হারের কারণে হয় মতো পরিচয়।।
মহা ব্যাধি দূরে যায় এ হারের গুণে।
ভব ব্যাধি ঘুচে যাবে ধরে জেনে শুনে
এই হার বক্ষঃস্থলে করিরে মর্দ্দন।
দূরে যায় সে জনার মনের বেদন।।
অম্লশুল বক্ষঃজ্বালা আরাম হইবে।
অনুক্ষণ ভক্তিভাবে হরিনাম নিবে।।
স্নান করিবার পূর্ব্বে তৈল মাখি তায়।
পরেতে যখন হার পরিবে গলায়।।
লীলামৃত গ্রন্থ মঝে লিখে রসরাজ।
ব্যক্ত আছে সেই কথা ভকত সমাজ।
এ কারণ মম ভক্তে ভক্তি যুক্ত হৃদে।
এ হার ধারণ করে পরম আহ্লাদে।।
বহু মূল্য হার তারা পরে না কখন।
অমূল্য এ হার সবে প'রেছে এখন।।
এত শুনি কেঁদে কহে শুদ্র মহাশয়।
আমাকে করুণ কৃপা ওহে দয়াময়।
নিব আমি এই হার আর এই দন্ড।
আপনার কৃপাতে এড়া'ব যম দন্ড।।
বলিতে বলিতে হয় চরণে পতন।
গুরুচাঁদ মৃদু বাক্যে বলেন তখন।।
অভিষ্ট পূরণ হবে শুন বাছাধন।
মতোদের সঙ্গ নিলে পাবে প্রেমধন।।
কণ্ঠহার গুণ প্রভু আপনি বলিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

★★★★

জগন্নাথ দেহে গৌরাঙ্গের মিলন বা পুষ্পবন্ত যুগ কথন

প্রভুর চরিত্র সুধা প্রেমের ভান্ডার।
আদি অন্ত লীলা যার কলিতে প্রচার।।
বর্ণিতে না পারি কভু প্রভুর চরিত্র।
প্রভু আজ্ঞা মতে শুধু করিলাম সুত্র।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে লীলা বার বার।
তাহে না হইল স্বয়ং এর অবতার।।
স্বয়ং-এর অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তাতে এসে মিলে।।
অষ্টবিংশ মন্বন্তরে শেষ এই কলি।
ধন্য কলিকাল কহে বৈষ্ণব সকলি।।
এই কলি জীবগণে করিবারে ধন্য।
এ যুগেতে মহাপ্রভু হ'ন অবতীর্ণ।।
এই যুগ হয় নাকি সবার কনিষ্ঠ।
কনিষ্ঠ হইয়ে হল সর্ব্ব যুগ শ্রেষ্ঠ।।
অষ্টবিংশ মন্বন্তর ধন্য এই কলি।
মধু পানে মত্ত হয় যত ভক্ত অলি।।
যখনেতে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্যাস করিল।
সেই কালে পুষ্পবন্ত যুগ না হইল।।
কল্পবৃক্ষে শুধু মাত্র কলি দেখা দিল।
পূর্ণকারে প্রেমফুল নহে প্রস্ফুটিল।।
তাহে মাত্র হ'য়েছিল ফুলের অঙ্কুর।
বহুদিন পরে মিলে রামাই ঠাকুর।।
রামানন্দ নাম যার ভবানন্দ সুত।
যার বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল মনঃপুত।।
রামানন্দ বিদ্যালয় করি অধ্যায়ন।
পদ শুন্য পদ শুনি হরিল চেতন।
সে সব লিখিতে শক্তি নাহিক আমার।
বলিলেন সর্ব্বসিদ্ধ কান্তাভাব সার।।
চৈতন্য চরিতামৃত প্রমাণ তাহার।
সাড়ে তিন পাঁপড়িতে ফুলের সঞ্চার
অতি অনভিজ্ঞ আমি বলিতে সে তত্ত্ব।
এবে শুন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মাহাত্ম্য।।
রাধা ভাবে মাতোয়ারা শচীর নন্দন।
রাধা রাধা বলে সদা করিত ক্রন্দন।।
যে ঋণ শোধিতে গোরা হলেন গৌরাঙ্গ।
হেমাঙ্গ মাঝেতে লুকাইল কাল ভৃঙ্গ।।
বদন্ব সঙ্গে পীতাঙ্গ অঙ্গে অঙ্গ যোজনা।
রাধা রসে মত্ত গোরা ধৈরয বোঝেনা।।
ক্ষণে কৃষ্ণ ভাবে মত্ত ক্ষণে রাধা ভাবে।
ক্ষণে ভাবে অহৈতুকী প্রেম কোথা পাবে।।
রামানন্দ রায় পাশে পশি গোরা রায়।
তার স্থানে সেই তত্ত্ব প্রশ্ন যে করয়।।
পদ শুন্য পদ গোরা শুনে তাঁর ঠাঁই।
হা কিশরী বলে গোরা ছাড়িলেন হাই।।
তথা হ'তে ধেয়ে গোরা পশিল উৎকলে।
পুরুষোত্তমেতে নিজ অঙ্গ লুকাইলে।।
প্রভুর মনের বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিল।
অকামনা প্রেমভক্তি কভু না বর্ত্তিল।।

শ্রীগৌরাঙ্গ মিশে গেল জগন্নাত দেহে।
শ্রীগৌরাঙ্গ অদর্শনে ভক্তপ্রাণ দহে।।
কবি রসরাজ তাই যতনে লিখেছে।
হরি লীলামৃত গ্রন্থে প্রমাণ র'য়েছে।।
বিপুল ভাবেতে খেদ করে ভক্তগণে।
জীবন রাখিতে নারি তোমার বিহনে।।
পাষণে কটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথারে পাইব।
কোন ভক্ত কেঁদে যায় মন্দির মাঝারে।
আকুল হৃদয় হ'য়ে চৌদিকে নেহারে।।
গোরার গৈরিক বাস জগন্নাত মুখে।
নেহারিয়ে সেই জন বলে মনোদুঃখে।।
হারে জগন্নাত তুই দুর্ব্বল রাক্ষস।
গৌরাঙ্গ খাইতে তোরে কে দিল সাহস।।
হারে জগন্নাত তোর আর নাই রক্ষা।
খাইলি প্রভুকে মন্দিরেতে পেয়ে একা।।
পুনরায় জগন্নাথে ক্রোধভরে বলে।
মন্দির সহি তোরে ডুবাইব জলে।।
ক্রমে পশি মন্দিরেতে বহু ভক্তগণ।
জগন্নাথে বলে কত অশ্লীল বচন।।
গোরার বিরহে কেহ হারাইয়ে হুশ।
নির্ভয়েতে জগন্নাতে কেহ মারে ঢুষ।।
ব্যাকুল হইয়ে কেহ করে হাহাকার।
সবাকার দুনয়নে বহে শোক ধার।।
ভক্তগণ দুঃখ হেরি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
দৈববানী বলে গোরা ভক্তগণে কয়।।
শুন শুন ভক্তগণ আমার বচন।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মোর হ'ল সমাপন।।
জগন্নাথ প্রতি নাহি বৃথা কর রোষ।
জগন্নাথে দুঃখ দিলে আমি অসন্তোষ।।
রাক্ষস নহে ত এই জগন্নাথ রায়।
ইচ্ছা করি ওই দেহে লয়েছি আশ্রয়।।
তাঁকে যদি কষ্ট দাও আমি দুঃখ পাই।
জগন্নাথে ম ম দেহে ভিন্ন ভেদ নাই।।
ঐশান্য কোণেতে আমি জনম লভিব।।
বড়ই মধুর লীলা তথায় করিব।।
মানুষ হইয়া রব মানুষে মিশিয়া।
বিশুদ্ধ হইলে কেহ সে লবে চিনিয়া।।
ভক্তগণে প্রভু বাক্যে সান্তনা হইল।
এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সাঙ্গ কৈল।।
কিন্তু তাহে কি হইবে মূল না থাকিলে।
মূল যদি নাহি থাকে কি করিবে ডালে।।
দিন দিন বৃক্ষ মূল হল শুষ্ক প্রায়।
পুন অবতার তাহে প্রয়োজন হয়।।
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিবাস রূপেতে প্রকাশ।
নিত্যানন্দ হইলেন নরোত্তম দাস।।
অদ্বৈত শ্রীরামচন্দ্র রূপেতে উদয়।
তিন প্রভু লীলা করে অতিমধুময়।।
পুন প্রেম বৃক্ষমূলে রসেরে সিঞ্চন।
প্রেমকেলি সহ রাখে বৃক্ষের জীবন।।
পুন হ'ল চারি শাখা মূল বীরভদ্র।
প্রশাখা হইল কত ব্রাহ্মণাদি শুদ্র।।
সেসব লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।
অন্যান্য গ্রন্থের মাঝে প্রমাণ আছয়।।
কলির মায়ায় প্রেম শোষণ করিল।
বীরভদ্র সেই প্রেম বজায় রাখিল।
তথা হ'তে তিন প্রভু হন আন্তর্হিত।
বহুদিন গত ফুল নহে বিকশিত।।
অকামনা প্রেমভক্তি তাতে বর্ত্তে নাই।
সে কারণে আইলেন ক্ষীরোদের শায়ী।।
সফলা নগরে হরি হলেন উদয়।
মনে মমে চিন্তিলেন আপন হৃদয়।
সন্নাসী ন্যাসী হইয়া না ফুটিল ফুল।
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম্ম হয় সর্ব্ব মূল।।
অকামনা প্রেমভক্তি তাহাতে বর্ত্তিবে।
কলির মায়ায় প্রেম শোষিতে নারিবে।।
এত ভাবি মহাপ্রভু হ'লেন গার্হস্থ্য।
সুক্ষ্মসনাতন ধর্ম্ম ধর্ম্মই প্রশস্ত।।
হাতে কর গৃহকর্ম্ম মুখে বল হরি।
এক নারী ব্রহ্মচারীএ ধর্ম আচারি।।
সত্যবাদী হ'য়ে রবে মিথ্যা নাহি করে।
পর দুঃখে দুঃখী হ'য়ে হরিনাম ল'বে।।
চরিত্র পবিত্র রেখে ল'বে হরি নাম।
সহিষ্ণুতা নিয়ে রবে পর ধনে বাম।।
রোগ প্রতিকার হ'বে হরিনাম নিলে।
সহজ উপায় প্রভু সবাকে দানিলে।।
সে কারণ প্রেম ফল হ'ল বিকশিত।
পুষ্পবন্ত যুগ রসরাজের লিখিত।।
বাল্য খেলা গোষ্ঠলীলা করে মহাভাব।
নিজ শক্তি দান করি ঘুচাব অভাব।।
ফুল হ'তে অপর্য্যাপ্ত বাহিরায় ঘ্রাণ।।
বিমুগ্ধ হইল তাই ভক্ত অলি প্রাণ।।

ভক্ত অলি ক্রমে বহ আসিয়া জুটিল।
যত নেয় তত বাড়ে কভু না টুটিল।।
ভ্রমরের নাম কিছু করিব বর্ণন।
লেখনীতে চাহে তাহা করিতে লিখন।।
শ্রীগোলক হীরামন ভক্ত দশরথ।
মৃত্যুঞ্জয় শ্রীলোচন শ্রীরাম ভরত
মহেশ ব্যাপারী ক্ষেপা শ্রীরাম চরণ।
শ্রীতারক মহানন্দ মঙ্গল সুজন।।
পূর্ণচন্দ্র শ্রীঅক্ষয় ভক্ত শ্রীকার্ত্তিক।
লালচাঁদ মালকার পরম নৈষ্টিক।।
বুদ্ধিমন্ত চুড়ামনি শ্রীরাম সুন্দর।
আড়ঙ্গ বৈরাগী গোবিন্দ অধর।।
ইত্যাদি ইত্যাদি অতি কত বা বলিব।।
গণণা প্রতীত হয় কত বা গণিব।।
প্রেম ফুল হ'তে মধু করি আহরণ।
দশে দশে সেই মধু করে বিতরণ।।
অপর্য্যাপ্ত মধু পানে বিভোর সবাই।
হাতে কাম মুখে নাম গাহিছে সদাই।।
অহৈতুকী প্রেমদান করে হরিশ্চন্দ্র।
এককালে ঘুচাইল জীব কর্ম্ম বন্ধ।।
দুর্গতি করিতে নাশ করিবে আগমন
অগতির গতি হরি দিল প্রেমধন।
মধুর মধুর লীলা প্রকাশ করিল।
হরিচাঁদ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

****
***

পুরাণ প্রসঙ্গ

এবে শুন যে ভাবেতে এল গুরুচাঁদ।
পূর্ব্ব সূত্র করে ব্যক্ত শ্রীতারক চাঁদ।।
লীলামৃত গ্রন্থ মাঝে তাহার প্রমাণ।
মহাদেব পুত্র হন নিজে ভগবান।।
ভবানীর পুত্র ইচ্ছা হইল অন্তরে।
বিনয় বচনে করে শিবের গোচরে।।
শুনিয়ে মহেশ কহে ভবাণীর প্রতি।
আমার স্বরূপ বাণী শুনহে পার্ব্বতী।।
যখনে ছিলাম মোরা ক্রীড়ায় মগন।
ময়ুরে পাঠায় তথা যত দেবগণ।।
ময়ুরে হেরিয়া মনে পাই মহাতাপ।
দেবসহ ময়ুরে দিলাম অভিশাপ।।
সপত্নি গর্ভেতে কারো না হবে সন্তুতি।
তব বাক্য কেমনে পালিব বল সতী।।
তবে তোমা এক কথা কহি সুবদনী।
পুণ্যক নামেতে ব্রত কর এবে ধনী
অবশ্য ব্রতের ফল পাইবে নন্দন।
অভীষ্ট পুরণ হবে শুনহ বচন।।
শিব বাক্যে মহামায় তাহাই করিল।
ব্রত ফলে ভগবানে পুত্ররূপে পেল।।
পার্ব্বতীর ব্রত পূর্ণ হইল যেদিন।
স্নান করিবারে দেবী চলিল তখনে।।
গৃহতে পাতিয়ে শয্যা চলিল ভবানী।
শয্যাপরে শিশুরূপে হরি চিন্তা মনি।।
রক্তিম বরণ শিশু শোভে চারিকর।
প্রাতঃসূর্য্য সম যেন প্রকাশিছে কর।
রূপের প্রভায় গৃহ করে আলোকিত।
গৃহে এসে মহামায়া হ'ন চমকিত।।
রূপ হেরি মহাদেবী ভাবে মনে মন।
ব্রত ফল দান বুঝি কৈল নারায়ণ।।
ত্রস্তচিতে হৈমবতী পুত্র নিল কোলে।
শঙ্কর স্বকাশে ভাষে অতি কুতুহলে।।
এস নাথ পুত্র মুখ কর দরশন।
দয়া দান কৈল বুঝি প্রভু নারায়ণ।
অপরে পাইল বার্ত্তা দেবতা মন্ডলী।
শিব সুতে হেরি বারে চলে কুতুহলী।।
সকল দেবতা এল না আইল শনি।
মনে মনে অসন্তোষ হইল ভবানী।।
অন্তরেতে গ্রহরাজ সকল জানিল।
নারায়ণে হেরিবারে প্রস্তুত হইল।।
ব্যস্তচিতে গ্রহরাজ পথে যাত্রা করে।
ছায়া করে যাত্রা ভঙ্গ স্বামী বরাবরে।।
সেইদিন গ্রহজায়া ঋতুমতী ছিল।
ঋতু রক্ষা কর ব'লে শনিকে বলিল।।
গ্রহরাজ বলে ইহা না বল এখন।
হেরিতে পার্ব্বতী সুত করেছি গমন।।
শনির রমণী বলে ধরহ বচন।
অভিলাষ পূর্ণ করি' করহ গমন।
শনি বলে হেন ভাষ না বলিও আর।
পারিব ন পুরাইতে বাসনা তোমার।।
ক্রোধচিত্তে গ্রহরাজ গমন করিল।
শনির রমণী অতি কোপান্বিতা হ'ল।।
বলে মম বাঞ্ছা পূর্ণ না করি হেথায়।
ক্রোধিত হইয়ে তুমি চলেছে কোথায়।।

অদ্য গিয়ে যা'কে তুমি করিবে দর্শন।
স্কন্ধ হ'তে মুন্ড তার হইবে পতন।।
না শুনি নারীর বাক্য শনির গমন।
অবিলম্বে উপনীত শিবের ভবন।।
যবে শনি শিব সুতে দর্শন করিল।
স্কন্ধচ্যুৎ হ'য়ে মুন্ড ভুমেতে পড়িল।
দরশনে দেবগণ হইল স্তম্ভিত।
হায় হায় একি দশাহ'ল আচম্বিত।।
সেই মুন্ড চলি যায় গন্ডকী পর্ব্বতে।
কীট রূপে শনি যায় মুন্ড সাথে সাথে।।
খন্ড খন্ড করি ফেলে গন্ডকীর জলে।
যেই শিলা শালগ্রামে পুজ্যভুমি তলে।।
এদিকেতে মহামায়া করে হায় হায়।
দিয়ে নিধি কেন ছলা কর দয়াময়।।
কত না কঠোর ব্রত করি উদ্‌যাপণ।
নারায়ণ করে মম বাঞ্ছা সম্পূরণ।।
শনি কেন কোপ দৃষ্টে দর্শন করিল।
সে কারণ পুত্র মোর জীবন ত্যজিল।।
পুত্র শোকে মহামায় করেছে রোদন।
স্বভীত হইত তাহে যত দেবগণ।।
ব্রহ্মা বলে শুন যত দেবতা নিশ্চয়।
উত্তর শিয়রি দেখ কে কোথা আছয়।।
আনিয়ে তাহার মুন্ড দেহ মম ঠাঁই।
জীয়াব পার্ব্বতী সুতে মুন্ড যদি পাই।।
নন্দী প্রতি দেবগণ আদেশ করিল।
উর্দ্ধশ্বাসে নন্দী ভৃঙ্গি ধাইয়া চলিল।।
ইন্দ্রের গজেন্দ্র শিরে গজমতী ছিল।
উত্তর শিয়রি গিয়ে তাহাকে দেখিল।।
আনিয়ে তাহার মুন্ড ব্রহ্মা ঠাঁই দিল।
স্কন্ধ পরে সেই মুন্ড হরিষে ধরিল।।
মুন্ড স্পর্শে গণদেব সজীব হইল।
গজানন নামে তাহে হরি হরি বল।

****
***

মহাদেবের প্রতিজ্ঞা ও গুরুচাঁদের জন্ম বিবরণ

এই ভাবে গজানন জনম লভিল।
পার্ব্বতীর মহাব্রত পুরণ হইল।।
সেইদিন মহাদেব মহাকাব্য কয়।
নারায়ণ হ'ল যদি আমার তনয়।।
কেমনে শোধিব আমি এই ঋণ ধার।
কতদিনে হব আমি শ্রীহরি কুমার।।
গরুড় রূপেতে আমি বহি নারায়ণ।
বৃষভ রূপেতে হরি আমার বাহন।।
কেমনেতে এই ঋণ পরিশোধ হ'ব।
পিতাবল নারায়ণে কবে বা ডাকিব।।
প্রতিজ্ঞা করিয়ে বলে দেব পঞ্চানন।
নিশ্চয় হইব আমি হরির নন্দন।
ত্রেতাযুগে জন্ম প্রভু দশরথ ঘরে।
আপন প্রতিজ্ঞা শিব শোধিতে না পারে।।
রাবণের ভক্তিবলে আজ্ঞাধীন ছিল।
সে কারণ এই বাঞ্ছা পুরাতে নারিল।।
দ্বাপরে সুযোগ নাহি পেল ভোলানাথ।
প্রতিজ্ঞা পুরাতে নারে ঘটিল ব্যাঘাত।।
কতবার কত যুগ গত হ'য়ে যায়।
স্বয়ং - এর অবতার তাতে নাহি হয়।।
অষ্টবিংশ মন্বন্তরে প্রতিজ্ঞা পুরণ।
ত্রিপুরারী হ'ল হরিচাঁদের নন্দন।।
ইহার প্রমাণ হরি লীলামৃতে আছে।
ক্ষীরোদ বিহরী হরি মানব হ'য়েছে।।
অনাদি ঈশ্বর মোর প্রভু গুরুচাঁদ।
অনাদি আদি প্রভু শ্রীশ্রীহরিচাঁদ।।
আদি হ'তে অংশ তাই অনাদি ঈশ্বর।
গুরুচাঁদ রূপধারি সবর্ব সারাৎসর।।
তাহাও লিখেছে মোর কবি রসরাজ।
গুরুচাঁদ দেহে হরিচাঁদের বিরাজ।।
আত্ম বৈজযুতে পুত্র স্বরূপ শকতি।
পুরাণে র'য়েছে তাহা ব্যাসের উকতি।।
পিতাই বিন্দু রূপেতে জায়ার গরভে।
রূপক মাত্রেন পুত্র প্রকাশে এ ভবে।।
পিতার অঙ্গজ পুত্র সর্ব শাস্ত্রেকয়।
অংশরূপে প্রকাশেন রূপেতে তনয়।।
সে সব লিখিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়।
বাল্মিক পুরাণে তার প্রমাণ আছয়।।
আর এক কথা মম জাগিল হৃদয়।
যে কালেতে হরিচাঁদ অন্তর্হিত হয়।
অনেক ভকত তথা উপনীত ছিল।
প্রভুর বিয়োগে সবে কাঁদিতে লাগিল।।
ভক্তগণ দুঃখ হেরি হরি দয়াময়।
শুন্য থেকে শূন্য বাণী কহে সে সময়।।

সম্বর রোদন এবে যত ভকত গণ।
গুরুচাঁদ দেহে আমি হইনু মিলন।।
অনেকেই জানে সেই শ্রীমুখের বাণী।
হরিগুরুচাঁদ এক দেহধারী তিনি।।
আরো বলি শুন এক অপূর্ব কাহিনী।
একদিন শুনেছিনু গুরুচাঁদ বাণী।।
হরি কথা কহে গুরুচাঁদ দয়াময়।
বহু ভক্তগণ শুনে আনন্দ হৃদয়।।
হেন কালে এক তথা এক রমণী।
অতি বয়ঃবৃদ্ধা হয় নাম দুর্গামণি।।
প্রভু পদে সেই ধনী প্রণাম করিল।
গুরুচাঁদ হর্ষচিতে তাহাকে বলিল।।
কেবা তুমি ওগো মেয়ে কোথা তব ঘর
কাহার নন্দিনী তুমি কিবা নাম ধর।।
সেই মেয়ে বলে তবে শুন সমাচার।
পুইশুর গ্রামে মম পিতার আগার।।
মম পিতা শিবু ঢালী মম মাতা গৌরী।
দুর্গামণি নাম মম তাদের কুমারী।।
প্রভু বলে ওগো মেয়ে আমি তোর পিতা।
দুর্গামণি বলে কেন কহ হেন কথা।।
তোমা হ'তে মম পিতা ন্যুন কভু নয়।
কেন আমি পিতা বলে শুধাব তোমায়।।
গুরুচাঁদ বলে তবে শুন বাছাধন।
হরিচাঁদ পুত্র আমি হই কোনজন।।
কেহ নাহি চিনে মোরে কেবা হইআমি।
জানিনা আমি যে হই ত্রিজগৎ স্বামী।।
মহাদেব বলে মোরে লিখেছে তারক।
আমি হই এক মাত্র ভব নিস্তারক।।
একাদশ রুদ্র শিব শাস্ত্রের প্রমাণে।
দ্বাদশ রুদ্রের কর্ত্তা কেহ নহে জানে।।
আত্ম পরিচয় আমি কহি তব পাশ।
যে জানিবে তাহার কাটিবে কর্ম ফাঁস।।
দ্বাদশ রুদ্রের আদি আমি মহীতলে।
সেই বার্ত্তা কেহ নাহি জেনে কোনকালে।।
সেই কথা কহে প্রভু আপনার মুখে।
ভক্তগণ শুনিলেন প্রেমানন্দ সুখে।।
যেই দেহে ক্ষীরোদের হরি সম্মিলন।
ভেবে দেখ গুরুচাঁদ হ'ল কোন জন।।
গুরুচাঁদ কেবা হয় তাহা নহে জানি।
হরিহর অভেদাত্মা শাস্ত্রেতে বাখানি।।
নির্দিষ্ট করিয়া বল কি লিখিব আমি।
গুরুচাঁদ রূপে হর ত্রিজগত স্বামী।।
যখনেতে গুরুচাঁদ ভুমিষ্ট হইল।
দৈব এক পক্ষী এসে চালেতে পড়িল।।
পক্ষী বলে এল ভবে জগত রঞ্জন।
এইবার করিবেন প্রতিজ্ঞা পুরণ।।
কেহ নাহি জানে এই পক্ষী বিবরণ।
আমি যেন করিলাম স্বকর্ণে শ্রবণ।।
বার শা একান্ন শালে গুরুবার দিনে।
উদয় জগত গুরু সে ঐশান্য কোণে।।
হইল মহান রুদ্র ভুবনে প্রকাশ।
পাপ তাপ দুরে গেল তিমির বিনাশ।
চারিদিকে হয় শুধু জয় জয় ধ্বনি।
আনন্দ সাগরে যেন ভাসিল ধরণী।।
হেনভাবে গুরুচাঁদ জনম লভিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতি হরি হরি বল।।

মহাপ্রভু গুরুচাঁদের বিদ্যাভ্যাস

শ্রীহরি অঙ্গজ শান্তি মায়ের উদরে।
দেবাদিদেবের জন্ম উড়িয়া নগরে।।
শান্তি হরি পাইলেন এ হেন নন্দন।
শিবের প্রতিজ্ঞা এবে হইবে পুরণ।।
শৈশবেতে খেলাধুলা হ'ল সমাপন।
শান্তি মাতা হরিচাঁদে বলেন তখন।।
গুরুচাঁদে বিদ্যাভ্যাসে দিতে কও মন।
লেখাপড় শিখাইতে করহ যতন।।
মোল্যাকাঁদি বাসী ভক্ত গোলক কীর্ত্তনে।
গুরুচাঁদে রাখে ভাল তাহার ভবনে।
গোলকের দুই পুত্র গিরি ও মথুর।
গুরুচাঁদে ভাল তারা বাসয় প্রচুর।
একসনে বিদ্যাভ্যাস করিবে সবাই।
তারা ও দেখিবে ওকে যেন ভাই ভাই।
তাহাই হইল পরে রাখে মোল্যাকাঁদী।
গিরিধর ক্ষণে ক্ষণে আসে ওড়াকাঁদী।।
এক সনে খেলাধূলা আহার বিহার।
একসনে নিদ্রা যায় আনন্দ অপার।।
ক্ষণে ক্ষণে গিরি সনে বাক্য যুদ্ধ করে।
শুনিলে আনন্দ বাড়ে সবার অন্তরে।।
বাবা হরিচাদ বলে ডাকে গিরিধর।

গুরুচাঁদ শুনে ক্রোধে করে গর গর।।
বলে তোরে সাবধান হ'তে বলি শোন।
আমার বাবাকে বাবা ক'স কখন।।
আমার বাবাকে যদি পুন ক'স বাবা।
মাথা ছিলে দিব তোর মেরে একথাবা।।
গিরি কহে নহে কোর একেলার বাপ।
তোর বাপ মোর বাপ কেন মনস্তাপ।।
গুরুচাঁদ বলে তোর মাথা ছিড়ে দিব।
দাদা ব'লে তোরে আমি কভু না ছাড়িব।।
এই ভাবে দ্বন্দ যুদ্ধ করে দুইজন।
মারামারি ধরাধরি করিত কখন।।
পুনঃ দোহে হইতেন একত্র মিলন।
পুরবাসীগণ হ'ত আনন্দে মগন।।
বিশুদ্ধ ভাবেতে দোঁহে করে প্রেমকেলি।
ক্ষণে দোঁহে নৃত্য করে হরি হরি বলি।।
বড়ই মধুর ভাব অপূর্ব মিলন।
বর্ণনা অতীত তাহা কে করে বর্ণন।।
গিরিধর গুরুচাঁদ বিরক্তি করিত।
ববা বলে পুন পুন সম্মুখে ডাকিত।।
পুনরায় গুরুচাঁদ ক্রোধে কম্পবান।
বলে তুই মম ঠাঁই হোস সাবধান।।
পুন যদি বাবা ক'স মারিব তুহারে।
না জানিস বিরক্তি যে করিস কাহারে।।
রাগে যেন কম্পবান হ'ত গুরুচাঁদ।
গিরির জননী শুনে পাইত আহ্লাদ।।
ধেয়ে এসে গুরুচাঁদে কোলেতে করিত।
গিরিধর এসে মাকে জড়িয়ে ধরিত।
বলিতেন নেমে আয় মা'র কোলহতে।।
পা ধরিয়ে আস্তে আসে টানে দুই হাতে।।
গুরুচাঁদ বলিতেন দেখ দেখ ও মা।।
গিরিধর বলে দেখি দেখ কাহার মা।।
গুরুচাঁদ বলে তুই মা পেলি কোথায়।
দুর হ নহে ত লাথি মারিব মাথায়।।
গিরির জননী তাহে আনন্দ লভিত।
হৃদিমাঝে প্রেমবন্যা উথলে উঠিত।।
এইভাবে বাল্যখেলা কিম্বা বিদ্যাভাস।
তাহাতেই হইত কত ভাবের উচ্ছ্বাস।।
গুরুচাঁদ বিদ্যাভাস অপূর্ব্ব কথন।
প্রেমানন্দে শান্তি হরি বল সর্ব্বজন।।

****

ভক্ত যুধিষ্ঠিরের বাওয়াল করণ।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদের দেশে ভক্ত যুধিষ্ঠির।
বাওয়াল করিতে মতি করিলেন স্থির।।
পুরাতন তরী ছিল ঘাটেতে ডুবান।
প্রভু বলে সেচ তুমি এই ডোবা যান।।
শ্রীগুরুচরণ বালা বাহিয়ে তরী।
চালাতে নারিয়ে রাখে জলমগ্ন করি।।
সেই তরী নিয়ে তুমি বাওয়ালে যাইবা।
বাওয়াল করিয়ে পুন গৃহেতে আসিবা।।
প্রভু বাক্যে যুধিষ্ঠির বলেছেন বচন।
শ্রীচরণে ওহে প্রভু এই নিবেদন।।
বাদাবনে আছে যারা তাদের গাত্রেতে।
পরিব কি নিঃসন্দেহে হস্ত প্রদানিতে।।
প্রভু বলে অকপটে কহিনু তোমায়।
নিঃসন্দেহে সে বাসনা পুরা'ব তথায়।।
অনুক্ষণ থেক তুমি আমাকে ভাবিয়ে।
তব অঙ্গ পরশিয়ে যাবে পালাইয়ে।।
এমত আদেশ পেয়ে রঙ্গ যুধিষ্ঠির।
গৃহে গিয়ে সঙ্গীগণে করি লয় স্থির।।
পুন এসে নৌকা সেচে লইল তখন।
ঠাকুরে প্রণাম করি করিল গমন।।
অন্য অন্য বাওয়ালী সাজিল সঙ্গেতে।
দক্ষিণ দেশেতে চলে অতীব রঙ্গেতে।।
বাদার নিকট গিয়ে নঙ্গর করিল।
দ্বাবিংশতি নৌকা ক্রমে একত্র হইল।।
দেড়মাস দুইমাস গত হ'য়ে যায়।
তথাপি সে যুধিষ্ঠির চকে না ভিড়ায়।।
সঙ্গীগণ বড় ব্যস্ত হইল সকলে।
বিরক্তি হইয়ে যুধিষ্ঠির প্রতি বলে।।
দুই মাস ব'সে ব'সে সময় কাটাই।
বাওয়াল করিব কবে বুঝিয়ে না পাই।
এই ভাবে যদি হেথা ব'সে ব'সে খাই।
না খেয়ে মরিব শেষে জেনে রেখ ভাই।।
যুধিষ্ঠির বলে চিন্তা ক'রনা কখন।
সময় হইলে আমি নামিব তখন।।
প্রভুর আদেশ নিয়ে এসেছি বাদায়।
কিবা করে দেখি হরিচাঁদ দয়াময়।।
যখনেতে কৃপা করে আদেশ করিবে।
তখনেতে সব কর্ম্ম সমাধা হইবে।।
এইমত ব'লে ক'য়ে সবাকে বুঝায়।

নিশিযোগে নিদ্রাযোগে সবাই ঘুমায়।।
এক মাত্র যুধিষ্ঠির নিদ্রা নাহি যায়।।
কৃপা করি দেখা দেন হরি দয়াময়।।
আগা নৌকা চরাটেতে বসি হরিচাঁদ।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিতেছে অন্তরে আহ্লাদ।।
যুধিষ্ঠির জানিলেন সব বিবরণ।
আগা নৌকা পরে গিয়ে প্রণমে তখন।।
প্রভু বলে শোন্ বাপ আমার বচন।
কাটা গাছ রহিয়াছে তথা পাঁচ পোণ।।
বরই বুনিয়া নামে চক্ আছে এক।
সত্বরে বাহিয়ে তরী তথা গিয়ে দেখ।।
সঙ্গীগণে সে গাছের তুল্য অংশ দিবি।
অন্যথা হইলে শেষে বিপদে পড়িবি।।
মৃত মুন্ড কঙ্কালাদি দেখিতে পাইবি।
কিন্তু তাতে কোন মনে শঙ্কা না করিবি।।
আমার বচনে আর বিলম্ব কর'না
সত্বরে ডাকিয়ে লও সঙ্গী সব জনা।।
এত বলি হরিচাঁদ অন্তর্দ্ধা হৈল।
যুধিষ্ঠীর ত্রস্তচিতে সবাকে ডাকিল।।
চক্‌মন নামে ছিল সঙ্গী একজন।
সব কথা সেই জনা করেছে শ্রবণ।।
সেইজন সবাকারে ডাকিয়ে লইল।।
কেহ বলে কোথা যাব রজনী যোগেতে।
যেথা বল সেথা যাব রজনী প্রভাতে।।
চক্‌মন বলে মিছে না করিও দন্ধ।
তরণী চালাও সবে করিয়ে আনন্দ।।
বড় সুপ্রভাত হবে নিশি অদ্যকার।
বাওয়াল হইবে শুভ চিন্তা নাহি আর।।
এত শুনি আর কেহ বিরক্ত না করি।
চালাইয়ে দিল তরী বলে হরি হরি।।
বরই বুনিয়া চকে হইল উদয়।
নদীকূলে কাটা গাছ দেখিবারে পায়।।
যুধিষ্ঠির বলে হেথা লাগও তরণী।
কেহ বলে ওই দেখ কঙ্কালের খনি।।
মৃত মুন্ড কঙ্কালাদি দেখ যায় কত।
ব্যাঘ্রের কবলে সবে হ'য়েছে নিহত।।
ওখানে বাঁধিলে তরী নিশ্চয় মরিব।
বাওয়ালেতে কাজ নাই দেশে ফিরে যাব।।
চকমন বলে কেন এত ভয় মনে।
রক্ষাকারী আছে এক মোদের পিছনে।।
তরণী বাঁধহ এই কাটা গাছ সনে।
এই গছ আমাদের জেন সর্বজনে।।
অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড যাহার সৃজন।
তাহার কৃপায় মোরা আছি এ ভুবন।।
তিনি করেছেন আজ্ঞা আসিতে হেথায়।
কেন মিছিমিছি সবে পাও এত ভয়।।
এত বলি সেই গাছে তরণী বাঁধিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন নীরব হইল।।
মনে ভয় কখনেতে কি যেন কি হয়।
এত গাছ কেটে তারা ম'রেছে সবায়।।
যদি তার একজন জীবিত থাকিত।
তা হ'লে এ গাছ তারা অবশ্য লইত।।
এইমত আনাগোনা করে মনে মনে।
মনে ভাবে কেন বা এলাম বাদাবনে।।
ইতি উতি নানা কথা ভাবে সর্ব্বজন।
হরিবলে যুধিষ্ঠির নামিল তখন।।
ঠাকুরের দত্ত রুল হস্তেতে করিয়ে।
যুধিষ্ঠির তীরে নামে শ্রীহরি বলিয়ে।।
কাটা গাছ পরে গিয়ে বসিল তখন।
হরিচাঁদ রূপে চিন্তা রসেতে মগন।।
গাছের ভিতর হ'তে শাদ্দুল ভীষণ।
বাহির হইল এক করিয়ে গর্জ্জন।
যুধিষ্ঠির বলে বাপ দাঁড়া ওই খানে।
আসিয়াছি প্রভু হরিচাঁদের বচনে।
এত বলি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে বুলাইল হাত।
নিষ্পন্দ হইয়া ব্যাঘ্র রহে তৎক্ষণাৎ।।
আধঘন্টা কাল প্রায় রহিল তথায়।
সঙ্গীগণ নেহারিয়া মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়।।
মনে ভাবে এইবার ধরিয়ে লইবে।
আজ আর রক্ষা নাই মরিয়েছি এবে।।
এত ভাবি সর্ব্বজনে হয় অচেতন।
সবে মাত্র চেতন র'য়েছে চক্‌মন।।
চেয়ে দেখে ব্যাঘ্রবর কিছুদুর গিয়ে।
ভীষণ চীৎকার করি চলিল ছুটিয়ে।।
চক্‌মন সবাকারে করায় চেতন।
বলে তোরা মিছিমিছি কেন অচেতন।।
পালিয়েছে ব্যাঘ্রবর বনের মাঝারে।
ওই দেখ কর্ত্তা ব'সে গাছের উপরে।।
এমত আশ্বাস বাক্যে চৈতন্য হইল।
যুধিষ্ঠির চক্‌মনে ডাকিয়া বলিল।।
গাছ ভরিবার তরে কর আয়োজন।

হরিচাঁদ নামধ্বনি কর সর্বজন।।
এত বলি চকমন তাহাই করিল।
সব সঙ্গীগণ যেন জীবন পাইল।।
ক্রমে তারা সুস্থচিত্তে তীরেতে নামিল।
যুধিষ্ঠির প্রতি চক্‌মন জিজ্ঞাসিল।।
কি বলিয়ে গেল এই বনের রক্ষক।
কেন বা ক'রেছে ধ্বংস এই সব লোকে।।
যুধিষ্ঠির বলে রাখে ঠাকুরের জন্যে।
কেমনে লইবে তাহা বল এসে অন্যে।
তিন মাস আমা তরে রয়েছে হেথায়।
বহু বওয়ালীর প্রাণ হ'য়ে গেছে ক্ষয়।।
এক মাস এই চক্‌ ছুটি দিয়ে গিছে।
এক দিন বেশী হ'লে উপায় না আছে।।
তাড়াতাড়ি গাছ ভরি লহ সর্ব্বজন।
ধর ধর লও লও ওহে সঙ্গীগণ।।
এই মত বার বার বলিল যখন।
সুস্থচিত্তে গাছ ধরে যত সঙ্গীগণ।।
এই মত বার বার বলিল যখন।
সুস্থচিত্তে গাছ ধরে যত সঙ্গীগণ।।
বড় বড় গাছ দেয় ঠাকুরের নায়।
অপরেতে অন্য গাছ সবে তুলে লয়।।
কেনাই নামেতে সঙ্গী যুধিষ্ঠির সাথ।
বৃহৎ পশরী গাছে যবে দিল হাত।।
ঝোক্‌ এসে সেজনার ব'লেছে তখন।
এই গাছ নহে তোরা পাবি অন্যজন।।
আমার জামাতা পাবে এই গাছ খানি।।
দিবি কিনা দিবি তারে বল আমি শুনি।।
যুধিষ্ঠির বলে কেবা জামাতা তোমার।
কৃপা করি আমাদিগে বল একবার।।
সেজন বলেছে তুই কেন না চিনিস্‌।
কার আজ্ঞা পেয়ে তুই বাদায় আসিস্‌।।
কেবা তোরে বলে দিল গাছের সন্ধান।
কার কৃপাবলে অদ্য পাইলি পরাণ।।
আমার জামাতা হয় অমূল্য রতন।
ওড়াকাঁদী করে বাস ভক্ত প্রাণধন।।
এইমত বাক্য শুনি কাঁদে যুধিষ্ঠির।
চক্‌মন কেঁদে কেঁদে হইল অস্থির।।
ক্রমে ক্রমে সর্বজন করিয়ে বিনয়।
সকাতরে চক্‌মন ধীরে ধীরে কয়।।
ওগো মাতা বনদেবী চরণে জানাই।
কুশলে রাখেন যেন তোমার জামাই।।
এই গাছ দিব মোরা প্রভু হরিচাঁদে।
কৃপা করি মো সবাকে রেখ নিরাপদে।।

সফল হয়েছেকমি আর বেশী নাই।
স্থানে স্থানে বৈসে কত জানে তা সবাই।।
সেই সব স্থান মোরা কেমনে এড়াব।
ধরিলে কুতের টাকা কেমনেতে দেব।।
বনদেবী বলে কুত লাগিবে না কভু।
রক্ষা করি নিয়ে যাবে হরিচাঁদ প্রভু।।
জামাতার নামে ধ্বনি করিয়ে যতনে।
সায়ারে জোয়ার দিস্‌ মিলি সর্ব্বজনে।।
কেহ আর না ডাকিবে নিঃসন্দেহে যাবি।
আমার জামাতা গুণ অনুক্ষণ গাবি।
স্বীকার করিল সবে করিয়ে বিনয়।
ঝোক সম্বরিল তারে তুলিল নৌকায়।।
ধরাধরি করি গাছ নৌকায় তুলিল।
সব নৌকা রীতিমত বোঝাই হইল।।
সুস্থচিত্তে সর্বজন আহারাদি কৈল।
চারিদিকে হ'তে সব বাওয়ালী ছুটিল।।
শতাধিক নৌকা এসে বাঁধিল তখন।
বিনয় করিয়া তারা ব'লেছে বচন।
বড় রাগী চক হয় বরই বুনিয়া।
কত বাওয়ালী এসে গিয়েছে মরিয়া।।
কত জন নাম শুনে পালাইয়া গেল।।
কেবা এই রাগ চকে বাওয়াল করিল।।
কা'র নামে ফাড়া বাঁধ কে হয় বাওয়ালী।
কৃপা করি কহ মোরা সবে কৃতাঞ্জলি।।
চকমন বলে ফাড়া যার নামে বাঁধি।
তিনি হেথা আসে নাই আছে ওড়াকান্দী।।
আজ্ঞাবাহ মহাজন আছে এক জন।
বাওয়াল করিনু মোরা তাহার - কারণ।।
বলে সবে কই তিনি বারেক দেখিব।
তার কাছে দুটো কতা আমরা শুনিব।।
বোঝাই নৌকাতে আসে বাওয়ালীগণ।
নিষেধ করিলে তবু না শুনে বারণ।।
যুধিষ্ঠির প্রতি কথা কহে চকমন।
বাহিরেতে একবার আসুন এখন।।
এত লোক ভীড় হ'লে কুলাবেনা আর।
বিপদ হইতে পারে ভাবনা আমর।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির বাহিরে দাঁড়ায়।
যত বাওয়ালীরা এসে প্রণমিল পায়।।
সবিনয়ে বলে যত বাওয়ালীগণ।
কি করিব মোরা সবে বলহে এখন।।
বড় রাগ এই চকে মোরা তাই জানি।

বহু বাওয়ালীরগণ হারায় পরাণি।।
যুধিষ্ঠীর বলে একমাস ছুটি আছে।
একদিন বেশী হ'লে না আসিও কাছে।।
প্রণামি দানিল যত বাওয়ালী গণ।
হরিচাঁদ নাম ধ্বনি করে সর্ব্বজন।।
সবে বলে ধন্য হরিচাঁদ দয়াময়।
উদ্দেশ্যে প্রণাম করি ঠাকুরের পায়।।
এই ভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল।
হরি বলে সায়ারে জোয়ার ধরে দিল।।
মহাবেগে চলে তরী নদীর মাঝার।
সবে করে হরিরূপ চিন্তা অনিবার।।
আড়োমোঙলা ত্রিমোহনা যখনে আইল
উল্ট জল বেধে তরী টোটায় উঠিল।।
মাটির ভিতর ঢুকে গেল সেই স্থান।
থর থর কাপে তরী ভয়ে কম্পমান।।
যুধিষ্ঠির আগে আগে ছিল অন্য নায়।
উচ্চৈস্বরে ডাকে সবে করে হায় হায়।।
বার হাত ডিঙি এক তাহে উঠে এল।
ছয় জন ছয় বৈঠে হাতে করে নিল।।
যুধিষ্ঠির বলে টান দাও হরি বলে।
নেমে যাবে নেমে যাবে হরিনাম বলে।।
এদিকেতে শুন এক অপূর্ব কথন।
শ্রীধামেতে এসেছিল ভক্ত এক জন।।
খড়মখালী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ বেপারী।
সন্তান বাঁচেনা তার তাহে দুঃখ ভারি।।
ঠাকুরে কাছে এল জানাইতে তাই।
শ্রীরাম নিবাসী হয় তার জ্যেষ্ঠ ভাই।।
যজ্ঞেশ্বর নাম হয় নন্দন তাহার।
তাহাই সম্বল মাত্র ভ্রাতা দুজনার।।
মনদঃখে কৃষ্ণধন শ্রীধামেতে এল।
অপরূপ কান্ড এক তথায় দেখিল।।
প্রভু হরিচাঁদ অতি ব্যস্ত চিতে উঠি।
দক্ষিণ পুকুর পাড়ে চলিলেন হাঁটি।।
স্বজোরে মারিলেন লাথি কম্পে বসুমতি।
পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভু মারে তিন লাথি।।
শ্রীকৃষ্ণ বেপারী তাই দেখিতে পাইল।
মনেভাবে কেন লাথি ঠাকুর মারিল।।
কোন কিছু নাহি দেখি না বুঝি কারণ।
পুনঃ পুনঃ মারে লাথি কেন অকারণ।।
ঠাকুর আইল যবে জিজ্ঞাসে তখন।
লাথি কেন মারিলেন বলুন এখন।।
দয়াময় বলে শুনে কিবা প্রয়োজন।
বলিতে হইবে পুনঃ বলে কৃষ্ণধন।।
প্রভু বলে শুন তবে ওহে বাছাধন।
আমার আদেশেতে যুধিষ্ঠির যায় বন।।
গাছ ভরি সায়ারে জোয়ার ধরিছে।
আড়মোঙলা মহোনায় বিপদে পড়েছে।।
মাটির ভিতর ঢুকে গাছ ভরা নাও।
কেঁদে কহে হরিচাঁদ বিপদে বাঁচাও।।
লাথি দিয়ে সেই তরী দিনু নামাইয়ে।
ছয়জনে বাহে বৈঠা হরিধ্বনি দিয়ে।।
কৃষ্ণধন শুনে এই অপূর্বকাহিনী।
বলে তোমা বুঝিলাম ওহে চিন্তামণি।।
এত যদি জান তুমি ওহে দয়াময়।
আমার দুঃখের কথা কহিব তোমায়।।
জেনে শুনে যাহা কর ওহে অন্তর্য্যামী।
আপন আবাসে প্রভু চলিলাম আমি।।
এত বলি কৃষ্ণধন চলিল আবাসে।
ওদিকেতে যুধিষ্ঠির কহ মৃদুভাষে।।
ছয়জনে দাও টান ব'লে হরি হরি।
ঠাকুরের কৃপা হলে নেমে যাবে তরী।।
এত বলি ছয়জনে টাণে প্রাণ পনে।
সত্বর নামিল তরী ঠাকুরের গুণে।।
শতাধিক লোকে যাহা প্রয়োজন হবে
প্রভুর কৃপায় তাহা নাহি লাগে এবে।।
পুনরায় বাহে তরী হরি হরি বলি।
বহুদুর এল বেয়ে সবে কুতুহলি।।
পথিমধ্যে নানাস্থানে কুত বসিয়েছে।
না ডাকিবে এই তরী রাখিলেও কাছে।।
চিত্তিরা নদীর গোড়ে তরণী বাঁধিল।
কোন নৌকা বড় নদী বাহিয়া চলিল।।
যুধিষ্ঠির বলে সবে এই নদী দিয়ে।
এত বলি সেই স্থানে রহিল বাঁধিয়ে।।
রাত্রিকালে জোয়ারের জোর হইয়েছে।
ঠাকুরের তরী বেয়ে তখনে চ'লেছে।।
শ্রীকৃষ্ণ বেপারী বসি থকে নদীকুলে।
যুধিষ্ঠিরে দেখে ব'সে মনেতে ভাবিলে।।
কেমন মানুষ তারে হেরিব নয়নে।

হেন কর্ম্ম করে প্রভু যাহার কারণে।
এত বলি বসি রয় নদীর কুলেতে।
ঠাকুরের তরী এল প্রভাত কালেতে।।
ডেকে বলে কোথা বাস বাওয়ালীগণ।
তরী রাখ তরী রাখ শুনহ বচন।।
কা'র নামে ফাড়া বাঁধ কে হয় বাওয়ালী।
কার নাম নিয়ে তরী বাহ কুতুহলী।।
চক্মন বলে ফাড়া যার নামে বাঁধি।
তিনি ত রয়েছে ভাই শ্রীধাম ওড়াকাঁন্দী।।
কৃষ্ণধন বলে হয় হয় তাহা জানি।
কৃপা করি এই ঘাটে লাগাও তরণী।
আড়োমগুলা হ'তে যবে বাঁচায় সঙ্কটে।
তখনেতে ছিনু আমি প্রভুর নিকটে।।
এত শুনি সর্ব্বজনে বিস্মিত হইল।
খরমখালীর ঘাটে তরণী বাঁধিল।।
সবিষেশ বার্ত্তা শুনে কৃষ্ণধন ঠাঁই।
কেঁদে কেঁদে সর্ব্বজন ছাড়িতেছে হাই।।
অতঃপর ব'লে ক'য়ে বিদায় লইল।
হরিধ্বনি দিয়ে সবে তরণী বাহিল।।
ক্রমে গিয়া নিজবাসে উপনীত হ'ল
বাদার সংবাদ গিয়ে ঠাকুরে বলিল।।
গাছ ভরা নৌকা গিয়ে ঘাটে লাগাইল।
পশুরীর গাছ সবে দেখিতে আইল।।
এমন বৃহৎ গাছ না দেখি না শুনি।
সবে শুনিলেন সেই অপূর্ব কাহিনী।।
ক্রমে ক্রমে সব গাছ নামায় ত্বরীতে।
মড় মড় শব্দ তাহে উঠে নৌকা হতে।।
যখনেতে সব গাছ ও'লান হইল।
আস্তে আস্তে তরীখানি খসিয়া পড়িল।।
আশ্চর্য্য গণিল সবে করিয়ে দর্শন।
একি ভাব নাহি বুঝি ইহার কারণ।।
কেমনে এ হেন নৌকা বাদায় চলিল।
কেমনে বা এত গাছ আনিতে পারিল।।
প্রভুর অপার লীলা বোঝে সাধ্য কা'র।
চমৎকার হ'তে লীলা অতি চমৎকার
অসাধ্য সাধন করে প্রভু দয়াময়।
এলীলা রহস্য ভবে বড় মধুময়।।
বর্ণিতে নাহিক সাধ্য লিখে কি জানাব।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর মাগে পরাভব।।
তরী সেই ভাবে তথা ডুবিয়া রহিল।
গলই দু'টাকে শুদু খসাইয়ে নিল।।
সে গলই অদ্যাবধি শ্রীধামে র'য়েছে।
অতীব যতন করি গৃহে রাখিয়েছে।।
তৈলমেখে রাখে ঘরে কত না আদরে।
এক দিন মহাপ্রভু দেখাইলেন মোরে।।
এই ভাবে করে লীলা লীলাময় হরি।
হরিগুরু প্রেমানন্দে বল হরি হরি।

* * * *

গোস্বামী লোচনের পদ্মানদীতে ঢেউ খেলা অন্তে শ্রীধামে গমন।

অতঃপর শুন এক অপূর্ব কথন।
পদ্মানদী মাঝে চলে গোস্বামী লোচন।।
ঢেউ খেলিবারে সেই নদীর মাঝারে।
টুন্ডা হস্তে বেয়ে চলে বৈঠা ধরি করে।।
বাণিজ্য করিতে যায় সদাগরগণ।
পথিমধ্যে তাহাদের সঙ্গে দরশন।।
টুন্ডা হস্তে বেয়ে চলে সবে দেখ তাই।
জিজ্ঞাসা ক'রেছে কোথা যাও হে গোঁসাই
গোঁসাই ব'লেছে আমি পদ্মামাঝে যাব।
তরঙ্গ খেলিব আর হরিগুণ গা'ব।।
শুনিয়া নাবিক গণ করে উপহাস।
ব্যঙ্গভাবে করে কত বাক্যের বিন্যাস।।
সামান্য খালের ন্যায় নহে পদ্মা নদী।
ভগ্ন তরী যাবে ডুবে তথা যাও যদি।
মাসাবধি লাগিবে সে পদ্মা পৌছিতে।
বাকি আর রাখিবেনা টুন্ডা হাতে যেতে।।
যাওয়া মাত্র পদ্মানদী লইবে তোমারে।
কেন তুমি যাও বল মরিবার তরে।।
কেহ বলে হাসি পায় শুনিয়ে বচন।।
যাওয়া মাত্র পদ্মানদী লইবে জীবন।।
ফিরে যাও ও গোঁসাই ভাল যদি চাও।
পদ্মামাঝে যাইবার তুমি যোগ্য নও।।
এইমত উপহাস ক'রেছে সবাই।
হরিচাঁদ বলে তরী বাহিল গোঁসাই।।
নাবিকেরগণ তাহে করে আনাগোনা।
টুন্ডা বেটা ফিরিয়ে আসিতে পরিবেনা।।
এইমত সবে তারা বলিতে লাগিল।
অবিলম্বে গোস্বামীজী পদ্মায় পৌছিল।।
পদ্মামঝে ঢেউ খেলে আনন্দিত মনে।

বাড়িল প্রেমের বন্যা গঙ্গা দরশনে।
মকর বাহিনী গঙ্গা ভাসিতে ভাসিতে।
নৌকার নিকট এল আসিতে আসিতে।।
সবে দেখা টুন্ডা বেটা তরঙ্গ খেলায়।
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে ভাসিয়ে বেড়া।।
ক্ষণেকে অদৃশ্য হয় ক্ষণে যায় দেখা।
তীরে থেকে বহুলোক করে আঁকাবাকা।।
এবেটা মরিল ভাই দেখ সর্ব্বজন।
কিছুতে না এ বেটার বাচিবে জীবন।।
মরিতে আইল কে ভগ্ন তরী বেয়ে।
গোস্বামীকে গালি দেয় কোন কোন নেয়ে।।
হরি বলে ভাসে সাধু আনন্দ গোলায়।
গঙ্গার সহিত তিনি তরঙ্গ খেলায়।।
কৌতুহল হেরে কেহ দাঁড়িয়ে কিনারে।
কেহ কয় টুন্ডা বেটা এল মরিবারে।।
দেখিতে দেখিতে সাধু কিনারে আইল।
হেরিতে মহাপুরুষে অনেকে ধাইল।।
গোস্বামীকে হেরে কেহ হইল বিস্মিত।
বলে প্রভু কর হেথা বিলম্ব কিঞ্চিত।।
গোঁসাই ব'লেছে আমি ওড়াকাঁদী যাই।
বিলম্ব করিতে নারি শুন ওহে ভাই।।
এত বলি চলে সাধু তরণী বাহিয়া।
বহুলোক রহিলেন বিস্মিত হইয়া।।
দ্রুত বেগে চলে তরী হেরে সর্ব্বজন।
কেহ বলে নিশ্চয় হইবে মহাজন।।
পূর্ব নাবিকের সনে পথে দরশন।
তার বলে একি ভাই না বুঝি কারণ।।
কেহ বলে ঢেউ দেখে আইল ফিরিয়ে।
টুন্ডা হাতে পদ্মা মাঝে যাবে কি করিয়ে।
কেহ বলে তত্ত্ব জেনে দেখ ওরে ভাই।
মনে বলে সামান্য না হইবে গোঁসাই।।
কেহ বলে ও গোঁসাই তরঙ্গ কেমন।
গোসাই ব'লেছে ভাই যে দেখে যেমন।।
এত বলি গোস্বামীজী বাহিয়ে চলিল।
অবিলম্বে ওড়াকাঁদী উদয় হইল।
ঠাকুরে হেরিয়ে বলে ও হরি হরি।
পদ্মায় তরঙ্গ মাঝে তোমারে নেহারি।।
গুরুচাঁদে বলে ভাই শুনহে বচন।
সর্ব্ব অগ্রে ওড়াকাঁদী ক'রেছি গমন।।
শুনিয়ে শ্রীগুরুচাঁদ বলেন তখন।
অতি অসম্ভব কথা না ব'ল এমন।।
এত বলি বৈঠা খানী নিলেন কাড়িয়া।।
টুন্ডা বলে গালাগালি দিলেন রুষিয়া।
অসন্তুষ্ট হইলেন লোচন গোস্বামী।
অন্তরে জানিল তাহা প্রভু অন্তর্যামী।।
হরিচাঁদ বলে ভাষা গোস্বামীর প্রতি।
বালক বলিয়া ক্ষমা কর মহামতি।।
বালক বুদ্ধিতে কিছু বলে গুরুচাঁদ।
মমপানে চেয়ে না লইও অপরাধ।
গোস্বামী ব'লেছে হরি কেন বল তাই।
কেন হ'ব অসন্তোষ ওযে মোর ভাই।।
তোমার এ লীলা খেলা কেবা বোঝে হরি।
কখনেতে কিবা খেল কোন রূপ ধরি।।
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে দয়াময়।
কি লাগিয়ে কিবা কর এ বিশ্ব ধরায়।।
এমত বিনয় বাক্য কহে শ্রীলোচন।
বড়ই বই সন্তোষ হন্ কমল - লোচন।।
মন দুঃখ দূরে গেল গোস্বামী হাসিল।
গোস্বামীর মনানন্দে হরি হরি বল।।

মহা প্রভু হরিচাঁদের তিলছাড়া গমন

একদা হরিচাঁদ ভক্তগণ সনে।
চলিলেন তিলিছড়া আনন্দিত মনে।।
সঙ্গে চলে গুরুচাঁদ অত্যানন্দ ভরে।
উপনীত হইলেন কৈলাসের ঘরে।।
আনন্দে পুর্ণিত হিয়া কৈলাশ তখন।
নয়নতে প্রেমধারা হ'তেছে পতন।।
কৈলাশের নারী করে বিপুল ভকতি।
সবে মিলে হইলেন আনন্দিত অতি।।
হেনকালে উপনীত শ্রীবংশী বদন।
ভক্তিচিত্তে বন্দিলেন প্রভুর চরণ।।
হরিকথা শ্রবণেতে হ'ল ভবোদয়।
শ্রীবংশী গাইন কেঁদে ধরণী লোটায়।।
শ্রীমুখে বাক্য শুনি সবে মাতোয়ারা।
অবিশ্রান্ত ভাবে দু'নয়নে বহে ধারা।।
নীরবেতে কাঁদে বংশী প্রভুর সদন।
প্রভুকে লইতে গৃহে ক'রেছে মনন।।
তথা হতে চলিলেন ভকত রঞ্জন।

অগ্রে গিয়ে পথে রৈল শ্রীবংশীবদন।।
বংশীর নয়নে ধারা বহে শতধারে।
উপনীত হরিচাঁদ বংশীর গোচরে।।
হেনকালে এল তথা ভক্ত চারিজন।
রাউৎখামার হয় বসতি ভবন।।
শ্রীচৈতন্য হীরামন আর গিরিধর।
শ্রীঅক্রুর বালা এল প্রভুর গোচর।।
চারিজন প্রভুপদে প্রণাম করিল।।
পরে শ্রীচৈতন্য বালা কহিতে লাগিল।।
হীরামন বড় ত্যক্ত করে সকলেরে।
দয়া ক'রে একবার তাঁকে দাও সেরে।।
প্রভু বলে তুমি সেরে থেক মহাশয়।
আত্মসেরে যেবা থাকে নাহি তার ভয়।।
অন্যের সারিতে গেলে বড় জ্বালা পায়।
সারিতে পারেনা ঘটে বিষম সংশয়।।
এতেক বলিয়ে চলে বংশীর গৃহেতে।
বিপুল আনন্দ হ'ল বংশীর হৃদেতে।।
বসিয়ে গৃহের মাঝে হরি দয়াময়।
ভক্তসনে রসরঙ্গে হরি কথা কয়।।
ওদিকেতে সঙ্গোপণে বংশীর রমণী।
রন্ধন করিতে ধনী বসি একাকিনী।।
কেহ নাহি জানে তাহা রেঁধেছে একেলা।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু আমি সে অবল।।
হরি মুখে হরি কতা বড়ই মধুর।
ভক্ত গণে মহাশান্তি পাইল প্রচুর।।
এ ভাবে কিছু সময় অতীত হইল।
বংশী ঠাঁই হরিচাঁদ বিদায় চাহিল।।
বংশী কহে যেতে কেবা নিষেধ করিবে।
রন্ধন হ'য়েছে ঘরে কেবা তা সেবিবে।।
প্রভু বলে একি কহ রাঁধিলে কখন।
বংশী বলে তব কৃপা হইল যখন।।
প্রভু বলে দাও তবে করিব ভোজন।
মাকে এনে দিত বল সে অন্ন ব্যঞ্জন।।
শ্রুত মাত্র এনে দিল বংশীর রমণী।
ভক্তসনে করে ভোজ হরি গুণমণি।।
আনন্দের ভোজ ক্রিয়া হ'ল সমাপন।
বাহিরে নাচিছে সেই শ্রীবংশী বদন।।
প্রভু বলে এই কর্ম্ম বড় চমৎকার।
বিশুদ্ধ ভক্তির ধর্ম্ম হয় সর্ব্বসার।।
সেবা বিনে সিদ্ধ বস্তু কভু নাহি মিলে।
সেবাই পরম ধর্ম্ম ভক্তিতে সেবিলে।।
অষ্ট প্রকারেতে সেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভোজন ভজন শ্রেষ্ঠ জানিও নিশ্চয়।।
সময় বুঝিয়ে সেবা করে যেইজন।
অকামনা প্রেমভক্তি পায় সেইজন।।
বুঝিয়ে করিবে কর্ম্ম বাড়ে প্রেমানন্দ।
অন্তিমে পাইবে সেই রাতুল আনন্দ।।
এই ভাবে সেই গৃহে ভোজন করিল।
রাউৎখামার বাসী সবে চ'লে গেল।।
বংশীর রমণী প্রভু পদে লোটাইল।
নয়ন জলেতে বক্ষ প্লাবিত হইল।।
সান্ত্বনা করিয়ে প্রভু তাহাকে শুধায়।।
পতিপদে আছে ভক্তি তোমার হৃদয়।
আনন্দে থাকিও মাতা কিবা আছে ভয়।।
এই ভাবে করে প্রভু প্রেম বিতরণ।
গুরুচাঁদ পদ ভাবি কহে বিচরণ।।

☆☆☆
☆☆

মহাপ্রভু গুরুচাঁদের বিবাহ

জন্মিলেন উমাকান্ত প্রভুর কনিষ্ঠ।
সুকমল তনুখানি দেখিতে সুহৃষ্ট।।
বিচক্ষণ বুদ্ধি ধরে বাল্যকালাবধি।
দুই পুত্র করে লাভ হরি গুণ নিধি।।
একদিন শান্তিমাতা বলে প্রভু ঠাঁই।
মম নিবেদন প্রভু চরণে জানাই।
গুরুচাঁদে বিয়ে দিতে মনন আমার
নাহি জানি কিবা ইচ্ছা হয় আপনার।।
এত শুনি মহাপ্রভু সম্মত করয়।
বলে তুমি শুনে দেখ পুত্র কিবা কয়।।
শান্তিমাতা গুরুচাঁদে সেকথা জানায়।
এ প্রস্তাবে গুরুচাঁদ সম্মত না হয়।।
শান্তিমাতা কহে পুনঃ হরিচাঁদ ঠাঁই
হরিচাঁদ বলে সেত ভাল বল নাই।।
নির্ব্বোধের পরিচয় দিয়েছেন নন্দন।
বারেক ডাকিয়া দাও আমার সদন।।
এত শুনি শান্তিমাতা পুত্রকে ডাকিল।
পিতৃস্থানে গুরুচাঁদ এসে দাঁড়াইল।।
গুরুচাঁদে হরিচাঁদ বলেন তখন।
আমার সঙ্কল্পে বাধা দাও কি কারণ।।
গুরুচাঁদ বলে পিতা সংসারে ডুবিলে।

মায়াবদ্ধ হয়ে যাব আপনাকে ভুলে।।
আপনার পাদপদ্ম হ'ব বিস্মরণ।
সেই কথা মনে মনে ভাবি অনুক্ষণ।।
সেই হেতু বলিয়েছি মায়েরে আমার।
বুঝিয়ে করুন যাহা ভাল আপনার।
হরিচাঁদ বলে বাপ শুনহ এখন।
তা হ'লে যে হয় কাপুরুষের লক্ষণ।।
সংসার করিলে তুমি আমাকে পাবে না।
কেন বাপ কর তুমি এ মিথ্যা ভাবনা।।
সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম গৃহস্থেই করে।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুখে কাল হরে।।
গৃহধর্ম্ম রক্ষা করি সত্য ভাষী হয়।
বানপ্রস্থ পরম হংস তার তুল্য নয়।।
গৃহস্থ্যের গৃহ ধর্ম্ম করা সুবিহিত
তা না হ'লে হতে হয় স্বধর্ম্ম বর্জিত।।
আশঙ্কাতে নাহি যদি সংসার করিবে।
হীনবীর্য্য বলে তব কলঙ্ক রটিবে।
সংসারী হইবে বটে লিপ্ত না হইবে।
আত্মসুখ ভুলে বাহ্য সুখে না মজিবে।।
তোমা তরে এ সংসার সৃজন আমার
তোমা বিনে কেবা নিবে বল এ ভার।।
সংসারী করিতে তোমা আমার মনন।
বৃথা আনাগোনা বাপ কর না কখন।।
এত শুনি গুরুচাঁদ সম্মত করিল।
মাতা পিতা উভয়েতে আশ্বস্থ হইল।।
অপরে শ্রীহরিচাঁদ পাত্রী দেখে এল।
শুভদিনে গুরুচাঁদ বিবাহ করিল।।
কমলা জিনিয়া রূপ দেবী সত্যভামা।
রামকৃষ্ণ সুতা হ'ন গুরুচাঁদ বামা।।
গিরিরাজ সুতা পূর্ব্বে দক্ষের নন্দিনী।
এ যুগে শ্রীগুরুচাঁদের হ'ন অর্দ্ধাঙ্গিণী।।
শিশুকাল হ'তে মাতা সুমিষ্ট ভাষিণী।
প্রকাশ হইত যেন কোকিলের ধ্বনি।।
শৈল সুতা উপনীতা রামকৃষ্ণ ঘরে।
কন্যারূপে রহে মাতা গৃহ আলো করে।।
রামকৃষ্ণ সত্য বটে সেই গিরিরাজ।
তাহার পূর্ব্বেতে যিনি হ'ন দক্ষরাজ।।
রামকৃষ্ণ রূপে এল এ লীলা প্রসঙ্গে
সাতবেড়ে করে বাস অতি মনরঙ্গে।।
হরিচাঁদ আগমন তাহার ভবনে।
কন্যা দেখিবারে হেরিভাবে মনে মনে।।

রামকৃষ্ণ বলে অদ্য মম সুপ্রভাত।
অধীনের বাসে এল প্রভু জগন্নাথ।।
প্রভু বলে এন তব কন্যা দেখিবারে।
রামকৃষ্ণ বলে প্রভু বৈস কৃপা ক'রে।
বসিলেন হরিচাঁদ রামকৃষ্ণ ঘরে।
ভক্তিচিত্তে রামকৃষ্ণ পদ পূজা করে।।
প্রভু বলে এক কন্যা আছে তব ঘরে।
ডাকিয়া আনাও ভাই দেখিব মায়েরে।।
তনয়াকে রামকৃষ্ণ ডাকিয়ে আনায়।
ভক্তিভরে প্রণমিল মহাপ্রভু পায়।।
হরিচাঁদ নিজ ক্রোড়ে করেন ধারণ।
বলে মাগো কতদিন রবে এ ভবন।।
এই বাক্য হরিচাঁদ যখনে বলিল।
মায়ের বদন খানি আনন্দে ভরিল।।
তাই হেরি হরিচাঁদ বলে রামকৃষ্ণে
নিজ গৃহে যেতে মাতা হ'য়েছে সতৃষ্ণে।।
এত শুনি রামকৃষ্ণ আনন্দে মাতিল।
অন্ধকার হতে যেন আলোতে পশিল।।
অবিলম্বে করা হ'ল মাঙ্গলিক কার্য্য।
বিবাহের দিন পরে করিলেন ধার্য্য।।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ গৃহতে আইল।
শুভলগ্নে গুরুচাঁদ বিবাহ করিল।।
দক্ষালয়ে হ'য়েছিল পার্ব্বতির বিয়ে।
শিব সনে চাতুরী করেছিল ত্রয়ো।।
তেমনি করিতে চায় যত ত্রয়োগণ।
গুরুচাঁদ বলে দূরে থাক মাতৃগনণ।।
বিধিমত কর্ম বিনে আমি নহে জানি।
চাতুরী না কর এবে যতেক জননী।।
ভয় ভীতে বামাগণ দূরে গিয়ে রয়।
লোচনের গৃহিনীর কাছে কেহ কয়।
সামান্য নহে ত মাগো তোমার জামাই।
জামাতার বাক্য মোরা লজ্জিত সবাই।।
রামকৃষ্ণ নারী কহে কর আয়োজন।
সত্বরে করাতে হবে জামাতা ভোজন।।
সব নারী ব্যস্তচিত্তে তাহাই করিল।
অত্যানন্দে ভোজক্রিয়া সামাধ হইল।।
পরে সবে শুভ শয্যা করিল সত্বর।
রামকৃষ্ণ গৃহে হয় আনন্দ অপার।।
সস্ত্রীক শ্রীগুরুচাঁদ গৃহে চলি যায়।
প্রেমানন্দে রামাগণ দিল জয় জয়।।
নিজধামে উপনীত হ'ল গুরুচাঁদ।

ভক্তিভরে বন্দিলেন হরিচাঁদ পদ।।
মাতৃপদে প্রণমিলে মনের হরিষে।
পুত্রবধু পেয়ে লক্ষ্মী প্রেমনীরে ভাসে।।
হরিজায়া হরজায়া এল এক ঘরে।
বিচরণ কহে বন্দি উভয় মায়েরে।।

গোলকচাঁদের উপর গুরুচাঁদের বিরক্তি ও হরিচাঁদ কর্ত্তৃক প্রবোধ দান।

একদিন শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
শ্রীধামে গোলকচাঁদ দিল দরশন।।
পৌষ মাসের দিনে ক্ষেতে পাকাধান্য।
বড়ই সুফল ভাবে ফ'লেছে আমান্য।।
গোলকের প্রতি হরি বলেন বচন।
ধান্য পাকিয়েছে ক্ষেতে শুন বাছাধন।।
কৃষাণ নাহিক মেলে এদেশে এখন।
গুরুচাঁদ সঙ্গে করি করহ কর্ত্তন।।
প্রভুর এতেক বাণী শুনিয়ে গোলক।
গুরুচাঁদে নিল সঙ্গে হৃদয় পুলক।।
উপনীত ধান্যক্ষেতে কাটিবারে ধান।
প্রথমেতে শ্রীগোলোক করে ধুম পান।।
এক দুই আটি কেটে করে ধুম পান।
গুরুচাঁদ বলে কাটা না হইবে ধান।
পুনরায় এক আটি করিল কর্ত্তন।
পুন এসে ধুমপানে গোলক মগন।।
তাহা হেরে গুরুচাঁদ করে ছটফটি।
গোলক কাটিল ধান্য মাত্র দুই মুষ্টি।।
নেহারিয়া গুরুচাঁদ অধৈর্য্য হইয়া।
কাঁচি ফেলে গৃহে চলে ক্রোধযুক্ত হিয়া।।
উপনীত হ'ন হরিচাঁদের স্বকাশে।
গোলেকে নিন্দিয়া কত কন রূঢ় ভাসে।।
ভাল লোক দিয়েছেন ধান্য কাটিবারে।
এক মুষ্ঠ কাটে আর ধুমপান করে।।
এত বার যেই জন করে ধুম পান।
সেই ব্যক্তি কেমনেতে কাটিবে এ ধান।।
এসব বিরক্তি আমি সহিতে নারিব।
অন্য লোক দিয়া ধান বাড়িতে আনিব।।
এত শুনে গুরুচাঁদে কহে হরিচাঁদ।
কেন তাহে অন্তরেতে ভাবিছ বিষাদ।।
একটা পাগল মাত্র বিরক্ত ক'রেছে।
তাতে কেন এত জ্বালা তোমার হ'য়েছে।।
এমন পাগল কত শত শত আসি।
বিরক্তি করিবে তোমা সম্মুখেত বসি।
তখনেতে কি করিবে কহ দেখি বাপ।
কেমনেতে সহিবে তুমি সেই সব তাপ।।
তাতে যদি কর ক্রোধকেহ না আসিবে।
কেমনেতে পতিত জমি আবাদ করিবে।।
বিশ্ববাসী সবাকার তুমি হবে গতি।
ভকতে বলিবে তোমা অগতির গতি।।
গোলকের বিরক্তিতে কেন দুঃখ চিতে।
ভুলোক বিরক্তি বল সহিবে কি মতে।।
এত শুনি গুরুচাঁদ ক্রোধ সম্বরিল।
পুনরায় ধান্যক্ষেতে উপনীত হ'ল।।
দেখিলেন গোলোকের নাহি পূর্ব্বভাব।
মহাবেগে কাটে ধান্য বিপরীত ভাব।।
মুহূর্ত্তেক কাটে ধান্য দশ বিশ আটি।
পলকে বাঁধিছে পুনঃ করি পরিপাটী।।
অনুমান দশজন লাগিত কৃষাণ।
একাকী গোলক তাহা কৈল সমাধান।।
নেহারিয়া গুরুচাঁদ বুঝিল তখন।
একাকী কাটিতে ধান্য গোলকের মন।।
আমাকে যে কাটিবারে দিবে নাএ ধান।
তামাক সেবন মোরে পরীক্ষার ভান।।
পাগলের মর্ম্ম আমি এবে বুঝিলাম।
পাগলের পরীক্ষায় আমি ঠকিলাম।।
এত ভাবি গুরুচাঁদ তামাক সাজিয়ে
গোলকের হস্তে দিল হরিষ হইয়ে।।
তখনেতে কাটা হয়েছে সব ধান।
আনন্দে গোলোক চাঁদ করে ধুম পান।।
এবড় আশ্চর্য্য লীলা বড় চমৎকার
কা'কে দিয়ে কিবা খেলে বোঝা সাধ্য কার।।
ধান্য কাটা করি শেষপুলক অন্তরে।
উপনীত হইলেন প্রভুর গোচরে।।
উভয়ের মনে আর নাহিক বিষাদ।
নিশিযোগে শ্রীগোলক লভিল প্রসাদ
হরিচাঁদ উভয়েরে বলে মহাতত্ত্ব।
ভাবের পাগল তাহে হইল উন্মত্ত।।
মহাভাব শ্রীগোলোক নিশি পোহাইল।

হরিগুরুচাঁদ প্রীতি হরি হরি বল।

হরিচাঁদের ভক্ত-গৃহে ভ্রমণ ও নিবারণ ঠাকুরের জন্মকথা।

একদা শ্রীমহা মহাপ্রভু হরিচাঁদ।
তালতলা উপনীত ল'য়ে পারিষদ।।
তথা হ'তে ভক্তগৃহ করিয়ে ভ্রমণ।
মল্লাকান্দি গ্রামে গিয়ে দেন দরশন।।
তথা হ'তে ভক্তগৃহ করিয়ে ভ্রমণ।
মল্লকান্দি গ্রামে গিয়ে দেন দরশন।।
তথা হ'তে চলিলাম রাউৎখামার।
বহু ভক্তাশ্রমে ভ্রমে আনন্দ অপার।।
সব গৃহে মহাপ্রভু করিয়ে ভ্রমণ
সর্বশেষে বালাদের গৃহেত গমন।।
হেনকালে এল তথা অক্রুর বিশ্বাস।
নিশ্চিন্তপুরেতে হয় তাহার আবাস।
হরি নাম করে সদা অনুরাগ ভরে।
ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য করে বাহু উৰ্দ্ধ ক'রে।।
একদা শুনহ এক অপূর্ব কথন।
জয়চাঁদ নামে ছিল ভক্ত একজন।।
রাউৎখামার বাসী অতি শিষ্টাচারী।
বাণিজ্য করি বলে বলিত বেপারী।।
বালাদের সঙ্গে ছিল বড়ই প্রণয়।
অধিক্ষণ থাকিতেন তাদের আলয়।।
গুরুচাঁদ ঢালী সনে কখন ভ্রময়।
পুত্রসম মনে মনে ভাবিত তাহায়।।
অষ্টজন পুত্রকন্যা জন্মেছিল তার।
শৈশব কালেতে তারা ত্যাজে কলেবর।।
অষ্টজন পুত্রকন্যা ম'রেছে অকালে।
সেকারণে জয়চাঁদ দহে দুঃখানলে।।
অক্রুর বিশ্বাস আসিতেন ওই গৃহে।
দেখে জয়চাঁদ থাকে অতি নিরুৎসাহে।।
অক্রুর বিশ্বাস বলে তোমাকে শুধাই।
মনক্ষুন্ন ভাবে কেন হেরিবারে পাই।।
জয়চাঁদ নারী দেবী নাম সূর্য মণি।
অক্রুর বিশ্বাস বলে সকাতর বাণী।।
শুন তবে খুল্লতাত দুঃখের বারতা।
মোদের জনম বুঝি বয়ে গেল বৃথা।।
পুত্রকন্যা অষ্টজন না রৈল আমার।
একে একে সৰ্ব্বজন শৈশবে সংহার।।
কি লাগিয়ে বল কাকা ভবে বেঁচে রই।
মনোদুঃখে ইচ্ছা হয় গলে ফাঁস লই।।
শ্রীঅক্রুর চন্দ্র বলে শুনহ বচন।
ভাবের কাঙ্গাল এবে হও দুইজন।
হরিচাঁদ বলে সদা ডাক অনিবার।
বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন দয়ার আধার।।
সে অবধি স্বামী স্ত্রী তাহাই করিল।
নিজবাস ত্যজি সদা কাঁদিতে লাগিল।।
পথে পথে কেঁদে কেঁদে করেন ভ্রমণ।
জয়চাঁদ একদিন করিলেন দর্শন।।
হরিদাসপুরে গিয়ে রহে একঘরে।
নিশিযোগে জয়চাঁদ নদীর কিনারে।।
আকুল হইয়ে কাঁদে হরিচাঁদ বলি।
ধুলাতে পড়িয়ে ক্ষণে গায়ে মাখে ধুলী।।
হেনকালে হরিচাঁদ দিল দরশন।
সুষুপ্ত অবস্থা যেন হেন লয় মন।।
ব'লেছেন হরিচাঁদ শুন বাছাধন।
তোমার লাগিয়ে রাখিয়াছি দুইজন।।
একটি কুমারী আর একটি কুমার।
গৃহে যাও মেনে এবে বচন আমার।।
পুত্রটির নাম তুমি রেখ নিবারণ।
সেই পুত্র হ'তে দুঃখ হবে নিবারণ।
জাগ্রত হইয়ে জয় ভাবে মনে মন।
কে দেখিনু কি হইনু না বুঝি কারণ।।
প্রভুর আশ্বাসবাণী কহে রমণীরে।
বিশ্বাদে হরিষ হ'য়ে এল নিজঘরে।।
অক্রুর বিশ্বাস ছিল বান্ধব আমার।
হরিচাঁদ দিল দেখা কৃপাতে তাহার।।
এত ভাবি দুইজনে কাঁদিতে লাগিল।
ক্রমে ক্রমে প্রভুবাক্যে সুফল ফলিল।।
তারামণি নাম্নী কন্যা পুত্র নিবারণ।
দোহাকে পাইয়ে দুঃখ হয় নিবারণ।।
হেন সত্যবাদী সেই অক্রুর বিশ্বাস।
উপনীত হ'ন তিনি মহাপ্রভু পাশ।।
হরিচাঁদপদে যিনি করে নিবেদন।
নিশ্চিন্তপুরেতে প্রভু করুন গমন।
সেই বাক্যে মহাপ্রভু সম্মত হইল।
শ্রীঅক্রুরে দয়াময় কহিতে লাগিল।
কন্যা দেখিবার হেতু আমার মনন।
ভাল কন্যা কোথাও কি আছে বাছাধন।।
অক্রুর বলেছে কন্যা আছে দয়াময়।

অষ্ট কন্যা দেখাইব যেই কন্যা হয়।।
মহাপ্রভু বলে তবে চল মহাশয়।
কন্যা যদি দিতে পার বড় ভাল হয়।।
উমাচরণের বিয়ে দিতেই হইবে।
এ যাত্রা এসেছি বাপ শুধু তাই ভেবে।।
এত বলি স্ব স্ব ব্যস্তে অক্রুর হইল।
নিশ্চিন্তপুরেতে প্রভু উদয় হইল।।
অষ্ট কন্যা দেখিলেন প্রভু দয়াময়।
রাবন মজুমদার এক মহাশয়।
তাঁহার নন্দিনী বটে মনোনীত হ'ল।
পাত্রীকর্ত্তা গৃহে নাই অক্রুর বলিল।।
হরিচাঁদ বলে তবে গৃহে যাই এবে।
তার ঠাঁই কথা বলে সংবাদ পাঠাবে।
নহে আমি গুরুচাঁদে দিব পাঠাইয়া।
যাহা হয় ক'র তুমি তাহাকে লইয়া।।
এইমত কথা বার্ত্তা বলি দয়াময়।
অক্রুরের গৃহে বসি ভোজন করয়।।
অক্রুরের নারী সতী সভক্তি অন্তরে।
করিল প্রভুর সেবা রাখি নিজ ঘরে।।
সেই সঙ্গে ভক্তগণ সেবা সমাধিল।
হরিধ্বনি দিয়া সবে রওনা করিল।।
রামাগণে হুলুধ্বনি করে ঘনে ঘন।
হরিধ্বনি করে পুন যত ভক্তগণ।।
আপন ভবনে প্রভু উদয় হইল।
হরিচাঁদ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

উমাচরণ ঠাকুরের বিবাহ

মহাপ্রভু হরিচাঁদ নিজ বাসে গিয়ে।
জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুচাঁদে দিলেন পাঠিয়ে।।
রাউৎখামার বাসী গুরুচাঁদ ঢালী।
গুরুচাঁদ সঙ্গে চলে হ'য়ে কুতুহলী।।
নিজ সহোদরসম বাসে গুরুচাঁদ।
গুরুচাঁদ ঢালী পায় পরম আহ্লাদ।।
দুই গুরুচাঁদ চলে আনন্দ হৃদয়।
নিশ্চিন্তপুরেতে গিয়ে হ'লেন উদয়।।
অক্রুর বিশ্বাস হেরি পরম আনন্দে।
সমাদরে লইলেন দুই গুরুচাঁদে।।
প্রভু গুরুচাঁদ কহে অক্রুরের প্রতি।
কিবা ধার্য্য করিয়েছ বল হে সম্প্রতি।।
অক্রুর বিশ্বাস বলে কন্যা দেখে লও।
যাহা করিয়েছি দেহে শুনিবারে চাও।।
দেখা শুনা সব হবে বাকী কিছু নাই।
গুরুচাঁদ বলে তবে হোক্ আগে তাই।।
এত শুনি কন্যা আনি দেখান হইল।
কন্যা হেরি গুরুচাঁদ সন্তোষ লভিল।
রাবণে ডাকয়ে কহে প্রভু গুরুচাঁদ।
কন্যাহেরি লভিয়েছিপরম আহ্লাদ।।
এবে যাহা করিবার বলুন আপনি।
রাবণ বলেছে বাপ শুন মম বাণী।।
বরই সৌভাগ্য আমি গণি যে আমার।
হরিপুত্র হবে পতি আমার কন্যার।।
এতে আর বলিবার কিবা আছে বাণী।
বড় সৌভাগ্য শালিনী আমার নন্দিনী।।
অন্য কথা নাই যদি নেন্ দয়াময়।
অতএব চল বাপ আমার আলয়।।
গুরুচাঁদ বলে এত আপনার ঘর।
ভিন্নভেদ নাহি কিছু ইহার ভিতর।।
রাবণ সন্তোষ হ'ল সুনে সেই বাণী।
বালে বাপ গেল তাপ তাও আমি জানি।।
যেন হরি তেন পুত্র তুমি বাছাধন।
তব বাক্যে মম হৃদি হইল রঞ্জন।।
হেন ভাবে মহানন্দ উভয় লভিল।
পরে বিবাহের দিন নির্দ্ধার্য্য হইল।।
হরিচাঁদ পাশে গিয়ে কহে গুরুচাঁদ
রাবণ মজুমদার পাইল আহ্লাদ।।
বিহারের আয়োজন প্রস্তুত হয়েছে।
উমাচরণেরে কন্যা অর্পন করেছে।।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ শুনে সুখী হ'ল।
গুরুচাঁদ ঢালী যিনি শ্রীধামেতে র'ল।।
মহা ধুমধামে করে আয়োজন তার।
উভয় পক্ষেতে হয় আনন্দ অপার।।
এইভাবে উমাকান্ত বিবাহ করিল।
হরিগুরু মনপ্রীতে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆
☆☆☆

অক্রুর বিশ্বাসের শ্রীধামে গমন ও মহাপ্রভুর সঙ্গে বাক্যালাপ

বিবাহের পর এক দিবসে বসিয়া।
অক্কুরের এক ভাব উদিল আসিয়া।।
ওড়াকাঁদী যেতে প্রাণ করে উচাটন।
নয়নেতে জলধারা হ'তেছে পতন।।
তিষ্ঠিতে না পারে কোথা হ'য়েছে এমন।
মন মধ্যে যেন ভাব কেমন কেমন।।
চলিযায় হরি ব'লে হেরিবারে হরি।
শ্রীহরি বলিতে দেহ উঠিছে শিহরি।।
এইভাবে পথিমাঝে করেছে গমন।
সোজা সোজি চলি যায় ভাবে নিমগন।।
সকল আইল যেন আছে একদিকে।
উত্তর - দক্ষিণ মাত্র হেরে মনোসুখে।।
অত্যার্শ্চয্য ভাব হেরি ঝোরে দু'নয়ন।
মম তরে হরি করে এ আল পতন।।
হরিচাঁদ হরিচাঁদ বলি ছাড়ে হাই।
এক লক্ষ্যে চলে যায় ঘুরা ফেরা নাই।।
ঘৃতকাঁদী নামে গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
উপনীত হইলেণ অতি শুভক্ষণে।।
তথা হেরিবারে পায় প্রভু হরিচাঁদে।
মহান মুরতি হেরে মনের আহ্লাদে।।
ভক্তিভরে প্রণমিল হরিচাঁদ পায়।
হরিচাঁদ বলে বাপ চলেছে কোথায়।।
তব বাটী যাব ভেবে চলিয়েছি একা।
ভাল হ'ল তব সনে পথে হ'ল দেখা।।
এবে আর নাহি যাব তোমার ভবন।
চল যাই ওড়াকাঁদী আমরা এখন।।
তব সনে হরিকথা করি আলোচনা।
ঘুচাইব আজ তব মনের বেদনা।।
এত বলি অগ্রে চলে হরি দয়াময়।
পিছেতে অক্রুর চলে হৃদি ভাব ময়।।
কিছুক্ষণ হেন ভাবে ক'রেছে গমন।
প্রভু বলে অগ্রে তুমি চল বাছাধন।।
অক্রুর চলিল অগ্রে পিছে হরি চলে।
অক্রুরের হৃদিমঝে আনন্দ উথলে।।
কিছুদুর গিয়ে দেখে নাহি হরিধন।
একাই চলেছে পথে বিস্মিত তখন।।
কোথা গেল হরিচাঁদ ভাবিয়া না পায়।
বিস্মিত অন্তরে পুন চারিদিকে চায়।।
কিবা হ'ল কি করিত ভাবিয়া আকুল।
অক্রুর সাজিল যেন প্রকৃত বাতুল।।
দু'নয়নে ঝরঝর ঝরে মাত্র বারি।
বলে হায় কোথ গেল মুকুন্দ মুরারি।।
ব্যাকুলিত চিত্তে হ'ল শ্রীধামেতে উদয়।
দেখিলেন হরিচাঁদ রয়েছে নিদ্রায়।।
বড়ই বিস্ময় চিত্তে বাবে ভক্তবীর।
এ কি খেলা খেল প্রভু কে করিবে স্থির।।
পথিমাঝে হেরিলাম সাধনের ধনে।
কিছু পথ এল প্রভু অধীনের সনে।।
পলক মধ্যেতে কেমনেতে এল ঘরে।
নিদ্রায় বিভোর হেরি শয্যার উপরে।।
একি অপরূপ খেলা বুঝিতে না পারি।
এত বলি অবিশ্রান্ত ভাবে ঝরে বারি।।
প্রভুপার্শ্বে আছে বসি আকুল হৃদয়।
নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন হরি দয়াময়।।
অক্রুরের পানে চাহি ব'লেছে তখন।
কিহে বাপু ওড়াকাঁদী এসেছ কখন।।
কোথা হতে এলে কহ কিবা প্রয়োজন।
ব্যাকুলতা ভাব কেন হয় প্রদর্শন।।
এত শুনি শ্রীঅক্রুর ক'রেছে উত্তর।
নাহি জান কেন মম ব্যাকুল অন্তর।।
এখন এসেছি আমি নাহি জান তাই।
কিবা প্রয়োজন তাহা জানা শুনা নাই।
ঘৃতকাঁদী দক্ষিণে কে দেয় দরশন।
কেবা বল বলেছিল এহেন বচন।।
নিশ্চিন্তপুরেতে যেতে বাসনা অন্তরে।
ভাল হল হ'ল দেখা পথের মাঝারে।।
এসে আর নাহি যাব চল ওড়াকাঁদী।
অগ্রভাগে কে হাটিল কহ গুণনিধি।।
পরক্ষণে পিছনেতে গিয়ে হয় লুকি।
কেন বল কর তুমি হেন বুজরুকি।।
হরিচাঁদ বলে তুমি উন্মাদ হয়েছ।
অক্রুর বলেছে বটে তুমিই করেছ।
হরিচাঁদ বলে তারে দেখ ঠিক করি।
অক্রুর বলেছ যশোমনত - সুত হরি।।
হরিচাঁদ বলে কেন কহ এত ভুল।
অক্রুর বলেছে মম হরি সর্ব্বমূল।।
হরিচাঁদ বলে আমি কিছুই না জানি।
অক্রুর বলেছে তুমি হও চক্রপাণি।।
হরিচাঁদ বলে অদ্য যাইনি বাইরে।

অক্রুর ব'লেছে তুমি অন্তর বাহিরে।।
হরিচাঁদ বলে মোর পেরে ওঠা দায়।
অক্রুর ব'লেছে তাই হৃদে না যুয়ায়।।
হরিচাঁদ বলে তব সরল হৃদয়।
অক্রুর ব'লেছে তুমি নিজে হও সদয়।।
মনের কল্পনা তব হরি সর্ব্বময়।
অক্রুর ব'লেছে তব নাম ইচ্ছাময়।।
হরিচাঁদ বলে তুমি হও সুচতুর।
অক্রুর ব'লেছে তব লীলা যে মধুর।।
চতুরের শিরোমণি তুমি দয়াময়।
চতুরালী কেন কর বল এ সময়।।
জানিয়ে অন্তর-বর্ত্তা চলা কি কারণ।
দেখা দিলে দ্বৈতরূপ করিয়ে ধারণ।
হরিচাঁদ বলে ক্ষান্ত দাও ভক্তবর।
অক্রু ব'লেছে যেবা বাসনা তোমার।।
এই ভাবে হরিসনে বাদ অনুবাদ।
পুন কহে অক্রুরের প্রতি হরিচাঁদ।।
শুন কহি হহে বাপ, স্বরূপ বচন।
তোমার সঙ্গেতে আমি আছি অনুক্ষণ।।
ভক্ত ঠাঁই বিকায়েছি এ দেহ আমার।
ভক্ত মম ধন মান সকল আধার।।
থাকি আমি ভকতের অন্তর বাহিরে।
ভক্তের সেবায় সেবি ভাসি প্রেমনীরে।।
ভক্ত মম মাতা পিতা ভক্ত মম গুরু।
ভকতে রেখেছে নাম বাঞ্ছাকল্পতরু।।
সে কথায় কাজ নেই বাছারে আমার।
এবে তুমি চলে যাও রাউৎখামার।।
তুমি যাহা কর তাহা আমিই করিব।
খেলিবার যাহা কিছু আমিই খেলিব।।
প্রভু বাক্যে মহাসাধু বি: য় লইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

প্রভুরবাক্যে অক্রুরের রাউৎখামার ভ্রমণ।

রাউৎখামার ঘর জয়চাঁদ নাম তার
তস্য পুত্র নাম নিবারণ।
ভ্রাতুষ্পুত্র সনাতন হরিভক্তি পরায়ণ
হরিনাম করে অনুক্ষণ
কনিষ্ঠ ছিলেন যিনি করিতেন মহাজনী
বড় ভাল বাসিত কীর্ত্তন।
অতিসুমধুর স্বরে রামায়ন গান করে
আসরেতে করিত নর্ত্তন।।
শ্রীগোলক কীর্ত্তনীয়া ধনঞ্জয় তথা গিয়া
গুরুবলি শিক্ষা করে গান।
গোলকের আশীর্ব্বাদে পরম আনন্দে হৃদে
যশস্বী হইল নানা স্থান।
একদিন সনাতন ভাবিল মনে মন
লুটদিয়ে শুনিব কীর্ত্তন।
ধনঞ্জয় বলে দাদা তাহে কিছু আছে বাধা
বাটি আছে ভাই নিবারণ।।
নিবারণ নামে যিনি অতি সুগায়ক তিনি
হরিভক্ত স্বভাবে সুন্দর।
কীর্ত্তন করিতে যবে মত্ত হরি-প্রেমার্ণবে
পুলকিত হইত অন্তর।।
প্রেমেতে পূর্ণিত কায় বয়ান বাহিয়ে যায়
প্রেম বারি বহে শতধারে।
বিমোহিত হ'ত প্রাণ হারাইতে বাহ্যজ্ঞান
পরিতেন ধরা বক্ষ পরে।।
বাণিজ্য করিয়ে এল সবে বলে হ'ল ভাল
লুট দিয়ে ভাবিয়াছি মনে।
সনাতন বলে এবে নিমন্ত্রণ কর সবে
যেন তারা আসে সর্ব্বজনে।।
এত শুনি কোন জন করে দিয়ে নিমন্ত্রণ
রাত্রিকালে এল বহুলোক।
বালা-বংশধরগণ এল তারা জনে জন
সবাকার হৃদয় পুলক।।
শ্রীহরিচরণ বালা আর শ্রীফটিক বালা
অশ্বিনী তারিণী দুই ভাই।
বালা বংশে ষষ্ঠি চন্দ্র কীর্ত্তনে যাহার আনন্দ
হরি বলি ছাড়িতেন হাই।।
এল বালকের গণ ওই বংশে যত জন
আর আর এল বহুজন।
সূর্য্য নারায়ণ ঢালী এল গুরুচাঁদ ঢালী
শ্রীদ্বারিকনাথ আর জন।।
এই মত গ্রাম বাসী মিলিল একত্রে আসি
মল্লিক বৈরাগী বৃন্দাবন।
হরিলুট দিয়া সবে মহানন্দ উৎসবে
আরম্ভিল নাম সংকীর্ত্তন

শ্রীসনাতনের ঘরে সবে হরিনাম করে
কবি রসরাজ পদ যাহা।
গাহে মহাসংকীর্ত্তন প্রেমবার উদ্দীপন
কেহ বলেমরি আহা আহা।।
ধনঞ্জয় হৃষ্টচিতে বসিয়েছে বারেন্দাতে
শুনিতেছে মধুর কীর্ত্তন।
গানের স্বরেতে স্বর দিতেছে মধুর স্বর
বিন্দু বিন্দু ঝরে দু নয়ন।।
কেহ গায় বাহু তুলে কে ভাসে আখিজলে
কেহ পড়ে শয্যার উপর।
যষ্টি বালা যেই জন প্রেমাবিষ্ট তনুমন
হরি বলে ক'রেছে হুঙ্কার।।
শুনে হরি-সংকীর্ত্তন গ্রামবাসী বহুজন
এল সেই সনাতন ঘরে।
কেহ ঘরে কি বাহিরে কেহ বা চৌকি উপরে
প্রেমভরে হরিনাম করে।।
ক্ষণে ক্ষণে নিবারণ হয়ে আছে অচেতন
পুন জেগে ব'লে হরিবোল।
শ্রীদ্বারিকনাথ যিনি নীরবে রয়েছেন তিনি
হৃদি মাঝে বহিছে হিল্লোল।।
যষ্ঠি বালা হরি বলে ভাসে নয়ন জলে
বাবা বলে ধরে নিবারণে।
হরিবালা পদতলে ক্ষণে গিয়ে পড়ে ঢলে
ক্ষণে গিয়ে ধরে সনাতনে।।
উঠেছে প্রেম-তরঙ্গ প্রেমদশা নহেভঙ্গ
বামাগণে দিল জয়জয়।
অক্রর বিশ্বাস যিনি হরিভক্ত চুড়ামনি
তিনি এসে কীর্ত্তণে উদয়।।
বাড়িল প্রেম বন্যা দ্বারদেশে যত কন্যা
পুন পুন দিল হুলুধ্বনি।
কেহ বসি বারেন্দাতে ভাসিতেছে প্রেমস্রোতে
নয়নেতে বহে তরঙ্গিণী।।
সনাতন হেরে তাই বলে রে প্রাণের ভাই
একবার মোরে দেরে কোল।
এত বলি আগুন হ'য়ে নিবারণে ধরে গিয়ে
প্রেমাবেশে বলে হরিবোল।।
বংশের তিলক ভাই এতদিন চিনি নাই
অদ্য তাই জাগে মোর মনে।
ধন্য ভাই জন্মেছিল সাধুর চরণ পেলি
আমরা বঞ্চিত প্রেমধনে।।
হেরে কীর্ত্তনের ভাব অক্রুরের মহাভাব
লম্ফ দিয়ে প্রবেশিল ঘরে।
প্রেমস্বরে হরি বলি দুই বাহু উর্দ্ধ করি
উঠে নিবারণ বক্ষ পরে।।
নাচে আর হরি বলে ভাসে দু'নয়ন জলে
তথা ছিল শ্রীযাদব ঢালী।
ওই দৃশ্য নেহারিয়ে কাঁদিতেছে আকুল হ'য়ে
হরি বলে হাতে দিয়ে তালি।।
পুন কহে সনাতন ওহে ভাই নিবারণ
হরিবরে তুই জন্মেছিলি।
হরিপ্রেম মগ্ন হিয়া গুরুপদে মন দিয়া
সৎপথে জীবন কাটালি।।
এই ভাবে হয় নাম স্রোতে বয় অবিরাম
শ্রীঅক্রুর নাচে বহুক্ষণ।
বাহিরে লোক যারা অনেকে ব'লেছে তারা
প্রাণে মারা যাবে নিবারণ।।
বাহিরের ধ্বনি শুনি শ্রীঅক্রুর গুণমণি
বলে সবে না বল এমন।।
খেলে হরি দয়াময় আমার কি আছে দায়
দেখ চেয়ে যেমন তেমন।।
হরিনামে মাতোয়ারা কেন যাবে প্রাণে মারা
হেরি ওই আঁখি মেলি চায়।
এত বলি গুণমণি লম্ফ দিয়ে তখনই
বসিলেন আনন্দ হৃদয়
বলিতে বলিতে কথা নিবারণ তোলে মাথা
সনাতন বলে কি বলিস্।
যার হয় ভাবোদয় সে কি প্রাণে মারা যায়
তোরা তার মর্ম না জানিস্।।
এতেক বচন শুনে সবিস্ময় সর্ব্বজনে
কাহারো বা ঝোরে দু'নয়ন
কেঁদে কহে ধনঞ্জয় ভাইযেন বেঁচে রয়
হরিভক্ত - পদে নিবেদন।।
কেহ করে হরিধ্বনি হুলুধ্বনি দেয় ধনী
ভাবের তরঙ্গ যে থামিল।
বহু কথা অন্তে সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
হরি বলি লুট বিলাইল।।
হরিচাঁদ - লীলাখন্ড যেন অমৃতের ভান্ড
পান কর মনের আনন্দে।
শ্রীঅক্রু প্রিয় ভক্ত রাউৎখামারে ব্যক্ত
হরি বল হরি প্রেমানন্দে।।

হীরামনের বাহ্যলীলা

এবে শুন হীরামন ঠাকুরের লীলা।
নানা স্থানে নানা ভাবে খেলে নানা খেলা।।
মধুর ভাবেতে ব্যক্তলীলামৃত মাঝে।
লিখেছেন সুধাসম কবি রসরাজে।।
সেই অনুক্রমে কিছু করিব বর্ণন।
পাতলা গ্রামেতে উপনীত হীরামন।।
বাল্যক নামেতে ভক্ত বরই সুজন।
তার গৃহে বসিলেন এই হীরামন।।
পাগল হেরিয়ে সেই বাল্যক জননী।
তামাক সাজিয়ে এনে দিল সেই ধনী।।
পাগলের হাতে সেই হুকা যবে দিল।
হুকা ধরি হীরামন আঘাত করিল।।
আঘাত খাইয়ে বুড়ি ত্যাজিল জীবন।
হীরামন ঘরে গিয়ে বসিল তখন।
গ্রাম্য লোক ধেয়ে এল শুনে সেই কথা।
সবে বলে কই সে পাগল গেল কোথা।
মানুষ মারিল তারে ধর এইক্ষণ।
পুলিশ আনিয়ে তারে করহ বন্ধন।।
থানায় যাইয়ে শীঘ্র কর এজাহার।
কেহ বলে ধর তারে কেহ বলে মার।
এই মত বলাবলি করে সব লোক।
এহেন কালেতে গৃহে আইল বাল্যক।।
সবে বলে তুমি ভাল পাগল পেয়েছ।
উপযুক্ত প্রতিফল আজ লভিয়েছ।।
হুকার আঘাতে তব মাকে মারিয়াছে।
তোমার গৃহের মাঝে বসিয়ে র'য়েছে।।
থানায় যাইয়া এবে এজাহার দাও।
পুলিশে ধরিয়ে দেহ ভাল যদি চাও।।
বাল্যক বলেছে বেশ ক'রেছে গোঁসাই।
মাতা গেল স্বর্গবাসে জেনে রাখ ভাই।।
এত শুনি সব লোক অবাক হইল।
নানাভাবে কটুবাণী কতই বলিল।
নানাভাবে কটু কহি হইল বিদায়।
পাগলের নিকটেতে কে নাহি যায়।।
মাঠেতে মরেছে গাভী বৎস্য কাঁদে তথা।
পাগলের আঘাতে গৃহে ম'ল মাতা।।
শ্রীরাইচরণ নামে হয় কবিরাজ।
তিনি ভাবে পাগল কি খেলা খেলে আজ।।
পাগলের নিকটেতে যাওরে বাল্যক।
বাল্যক ব'লেছে আমি হই অপারগ।।
তুমি গিয়ে বল মোর পাগলের ঠাঁই।
গৃহেতে মরিল মাতা মাঠে মৈল গাই।।
এত শুনি গেল রাই পাগলের পাশে।
বিনয় বচনে কহে সকরুণ ভাষে।।
মরিয়েছে বৃদ্ধ মাতা তাহে নহে দুঃখ।
মাঠেতে মরিল গাভী ফেটে যায় বুক।।
বাছুরী কাঁদিয়ে ফেরে হ্যাম্বা হ্যাম্বা ক'রে।
শুনিয়ে কাতর - ধ্বনি হৃদয় বিদরে।।
পাগল বলেছে রাই ম৯ - ক্য ধর।
মায়ের কর্ণগোচরে শ৯.ধ্বনি কর।।
হুলুধ্বনি করুন সে যতেক রমণী।
বৃদ্ধ মাতা সচেতন হইবে এখনি।।
আমাকে দেখিয়ে দাও গাভী আছে কোথা।
এখনে যাইব আমি শুন মোর কথা।।
এত বলি গাভীপার্শ্বে হীরামন গিয়ে
বলে মাগো ওঠ এবে কেন গো শুইয়ে।।
শিশু ভগ্নি চেয়ে দেখ গোঙ্গাইয়ে মোরে।
দুধ না খাইয়ে বল বাচে কি প্রকারে।।
এবে উঠে দুধ খেতে দে মা ভগিনীরে।
এত বলি পদাঘাত মারিল সজোরে।।
হাম্বা রব করি গাভী উঠিয়া দাঁড়ায়।
বাছুরের অঙ্গ চা'টে হরিষ হৃদয়।।
বৎস ছেড়ে হীরামনে চাটিতে লাগিল।
দু'নয়নে বারিধারা বাহিত হইল।।
এদিকেতে রাই গিয়ে মায়ের গোচরে।
কর্ণমূলে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি করে।।
গ্রাম্য লোকে ধ্বনি শুনে বলেছে হাসিয়ে।
শোনরে হতেছে বাল্যকের মার বিয়ে।।
এমত অযুক্তি বাণী বলে কত জনে।
মৃত মাতা পেল প্রাণ পাগলের গুণে।।
তাহা শুনি সর্ব্ব লোক অবাক হইল।
মরা বুড়ি প্রাণ পেল গাভীও বাঁচিল।।
কেহ বলে দেখ ভাই পাগল কোথায়।
সামান্য মানুষ কভু এ পাগল নয়।।
না বুঝিয়ে বাল্যকেরে অনেক নিন্দেছি।
বাল্যকের কাছে অপরাধী যে হয়েছি।।
বাল্যকের ঠাঁই সবে মাগে পরিহার।
বাল্যক বলেছে কিছু না জানি তাহার।।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত পাগল গোসাই।
কখনে কি করে তাহা বুঝিয়ে না পাই।।

আমার নিকট কারো অপরাধ নাই।
দেখ কোথা গেল মোর পাগল গোসাই।।
এত শুনি সব লোক খুজিতে লাগিল।
বহু অন্বেষণ করি কেহ না পাইল।।
তথা হ'তে হীরামন লুক্কায়িত হ'ল।
হীরামন প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

আইচপাড়া গ্রামে পাগলের আশ্চর্য্য লীলা

তথা হ'তে হীরামন লোক চক্ষে অদর্শন
হইলেন পলক মধ্যেতে।
হরিচাঁদ হৃদে ধরে চলি যায় বায়ুভরে
উপনীত ধবোলে বিলেতে।।
রামদাস ও লক্ষণ সহোদর দুইজন
জলমধ্যে নিগড়ায় ধান।
হরিষতে দুই ভাই কার্য করে সেই ঠাঁই
ছয় হস্ত বারি পরিমাণ।।
হাড়ির উপরে বসে কার্য্য করে অতির্ষে
দক্ষিণ দিকেতে শব্দ হয়।
শ্রাবণ মাসের দিনে বাতাস বহে দক্ষিণে
ওই শব্দ শুনিবারে পায়।।
ওগো আমি মরিলাম জল মধ্যে ডুবিলাম
কেবা আছ বাঁচাও আমায়।
বিলম্ব না কর আর রক্ষা কর এইবার
ওবে বুঝি মম প্রাণ যায়।।
শুনিয়ে কাতর বাণী রামদাস হয় যিনি
ডেকে বলে লক্ষণের ঠাই।
কে যে কাতর স্বরে ডাকিতেছে বারে বারে
কর্ণ পেতে শোন ওরে ভাই।।
এত বলি দুই ভাই বলে কোথা চল যায়
ত্বরা করি উঠিল নৌকায়।
দ্রুত বেগে বায় বেয়ে পাগলকে নিরখিয়ে
ধরিবারে অতিব্যস্ত হয়।
হীরামন অকাতরে বলিতেছে বারে বারে
'একবার তুলে লহ মোরে।
হাবুডুবু খেয়ে মরি লহ তুলে কৃপা করি
যাব আমি যুধিষ্ঠির ঘরে।।
বিশ্বাসের নাম শুনে তুলে সেই হীরামনে
তরী বেয়ে চলিল সত্বরে
বিশ্বাসের ঘাটে গিয়ে উপনীত দুই ভেয়ে
নামাইতে প্রাণে আশা করে।।
হীরামন মনরঙ্গে সে তরীর গুরো ভেঙ্গে
তীর পরে নামিল যখন।
তারা নামে পিছে পিছে বিশ্বাসও বাটীতে আছে
পাগলকে চিনিল তখন।।
পিছে যদি এল দু'টো ধরিল চুলের মুঠো
মারে ভুষ লক্ষণের বুকে।
কোচ ধরি কোপ মারে লক্ষণের গত্রোপরে
অচেতন করে তারে রুকে।।
রামদাস হেরে তাই পড়ে সহোদর ভাই
ভয়ে ভীত করে পলায়ন।
দোহাকার মহাব্যধি ছিল বহুদিনাবধি
সে ব্যধি হইল মোচন।।
শ্রীযুধিষ্ঠির বিশ্বাস জীবনের নাহি আশ
হয়েছে ভয়ানক জ্বর।
দুইদিন কবিরাজ বলিয়ে গিয়েছে আজ
সুচিকিৎসা না চলিবে আর।।
বাঁচিচেনা যুধিষ্ঠির সকলে করেছে স্থির
এদিকেতে এল হীরামন।
বসিয়েছে গৃহ মাঝ কি যেন কি করে আজ
সহ লোকে ভাবে মনে মন।।
যুধিষ্ঠিরের রমনী সাধনা নামিনী ধনী
উপনীত হীরামন পাশে।
অতি ভক্তি যুক্ত হয়ে গলেতে বসন লয়ে
বলিতেছে সকরুণ ভাষে।।
বিধবা হইলে আমি তাতে কি সন্তোষ তুমি
কহ দেখি আমার সদন।
বলিতে বলিতে বাণী হইয়ে আকুল প্রণী
সকাতরে করেছে রোদন।।
এত শুনি সে পাগল বলে পাগলামী বোল
হারে মাগি কি করি এখন।
তোর ঘরে আমি যাই সময়েতে দুটো খাই
তোর যদি ঘটে দুর্ঘটন।।
এত বলি হীরামন উঠিল ততক্ষণ
উপনীত যুধিষ্ঠির পাশ।
বলিতেছে রোগী রোষী তুই হোস বড় দোষী
হতে পারে এজীবন নাশ।।

মরিতে যে হয় তোরে তবে তোর জ্বর সারে
তুই হলি সম্মানিত ব্যক্তি।
তোরে না মারিব এবে মনের লাঘব হবে
এত বলি করে নানা উক্তি।।
পুনরায় হীরামণ বীর রসেতে মগন
পদদ্বারা ঝাড়িতে লাগিল।
পাগলের কৃপাবলে হরি হরি হরি বলে
যুধিষ্ঠির নয়ন মেলিল।।
চেতনা হইল পরে পাগলের দৃষ্টি করে
বলে মোর আর ভয় নাই।
এই যমদুতে হেরে যমদুত যায় দূরে
ঘুরে গেল আমার বালাই।।
পাগল ব'লেছে বাণী শুন গো সাধনা ধনী
দধি পান্তা দাও খেতে।
শুনিয়ে সাধনা দেবী পাগলের পদ ভাবি
পান্তাবাত আনে তখনেতে।।
খাইলেন যুধিষ্ঠির হইল দেহ সুস্থির
আর হয় শক্তি সঞ্চার।।
পরে সেই শয্যা ছেড়ে পাদাকায় ভর করে
প্রাঙ্গণেতে ভ্রমে তর পর।।
যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ করিছে পদচারণ
হেনকালে শুন বিবরণ।
নবীন কার্ত্তিক আসি দোহে কাঁদরী-নিবাসী
তথা কারে দিল দরশন।।
শ্রীনবীন যেই জন ভৃত্য রূপে সেইজন
ছিল এই যুধিষ্ঠির ঘরে।
তস্য ভ্রাতা শ্রীকার্ত্তিক রোগ হয় অত্যাধিক
উদরতে আর নাহি ধরে।।
প্লীহা ও যকৃত আদি বাড়ে রোগ নিরবধি
কোন মতে আরোগ্য না হয়।
অব্যহতি পাবে ভেবে অত্যন্ত মনের ক্ষোভে
ধরে গিয়ে পাগলের পায়।।
লোহার গাতিতে ঘর শ্রীউমেশ নাম তাঁর
খান বংশে জনম যে হয়।
সেও এসে সেইক্ষণ করিল পদ-ধারণ
হ'য়ে অতি কাতর হৃদয়।।
হীরামন তৎক্ষণাৎ করিলেন পদাঘাত
তাতে রোগ আরোগ্য হইল।
হেনকালে একজন এসে ধরে শ্রীচরণ
কাশীনাথ নাম তার ছিল।।
খড়মখালীতে ঘর খুন করি এক নর
ওইস্থানে রহে পলাইত।
পাগল জানিতে পারে অতিশয় ক্রোধভরে
তথাহ'তে হন অন্তর্হিত।।
সেই বাটী করে ঘর শ্রীউগ্র ও শ্রীঈশ্বর
তারা পেল অতিশয় ভয়।
তাদের গোগৃহে গিয়ে বার হস্ত বাঁশ পেয়ে
দুইখন্ড করি হাতে লয়।।
অতীব ক্রোধিত হ'য়ে দ্রুতবেগে এল ধেয়ে
সজোরেতে করিল প্রহার।
আঘাত খাইয়ে পরে পড়ে কাশী ভুমি পরে
সবে ভাবে হইল সংহার।।
পাগল ক্রোধিত হয়ে বড় এক ঘরে গিয়ে
রহে যেন বীর অবতার।
ভুমেতে পড়িল কাশী সব লোকে ভয়ে বাসি
নরনারী করে হাহাকার।
প্রতিবেশী ছিল যত ধেয়ে এল অতি দ্রুত
সবে দেখে মরেছে মানুষ।
তারা কয় কি হইল পাগল কোথায় গেল
দেখে শুনে হইল বিহুষ।।
কর গিয়ে এজাহার পাগল ছেড় না আর
পুলিশেরে দেহ ধরাইয়ে।
কোথাকার সে গোঁসাই কিছুতেই নিস্তার নাই
কোথা যায় মানুষ মারিয়ে।।
গিয়ে যুধিষ্ঠির পা কেহ কহে কটু ভাষ
এজহর করাই উচিত।
যুধিষ্ঠির বসে ভাবে দেখ তাহা মনে ভেবে
যাহা হয় কর সুবিহিত।
নাহি বল কটু ভাষ যাও সবে নিজ বাস
নহে সবে থাক চুপ করে
মারিয়েছে এ পাগল কেন কর গন্ডগোল
যাহা হয় হবে সে আমার।।
যুধিষ্ঠির-অর্দ্ধাঙ্গিনী পাগলের ভক্তা তিনি
কহে গিয়ে পাগলের পাশ
দুটো যে মরিয়ে র'ল কি করা উচিত বল
জ্বালাইয়া দিব নাকি রাশ।।
পাগল ব'লেছে হারে মরি শুধু তোর তরে
তবে তুই জল নিয়ে আয়।
ছুঁয়ে দিব সেই জল ঘুচে যাবে রে জঞ্জাল
ছিটাইয়া দিবি সর্ব গায়।।
সেই জল এনে দিল পাগল ছুইয়ে দিল
সাধনা লইল সেই জল।

ছিটাইল সযতনে প্রাণ পেয়ে দুইজনে
আঁখি মেলি বলে হরিবল।।
হেরিয়ে আশ্চর্য্য কর্ম্ম বুঝিতে না পারে মর্ম্ম
সকাতরে কহে কোন জন।
ধর তার শ্রীচরণ ধন্য হবে এ জীবন
ভাবের পাগল হীরামন।।
এই মত সর্ব জন হ'য়ে ব্যাকুলিত মন
অন্বেষণ করিতে লাগিল।
কেহ বলে এই ঘরে ছিল ত আড়ার পরে
এত বলি চৌদিকে ঘেরিল।।
পাগল গৃহতে নাই কেহ গিয়ে দেখে তাই
সে বলেছে কোথা লুকাইল।
করে বহু অন্বেষণ নাহি পায় দরশন
তাহে সবে বিস্ময় মানিল।।
যুধিষ্ঠির পাশে গিয়ে সবার আকুল হিয়ে
সকাতর বলেছে বচন।
যুধিষ্ঠির বলে এবে অন্বেষণে নাহি পাবে
নিজ গৃহে কর হে গমন।।
মানুষের কৃপা হ'লে আপনি আসিয়ে মিলে
অন্বেষিয়ে পাওয়া নাহি যায়।
যেদিন করুণা হবে নিজে এসে ধরা দেবে
নিজে খুজে কেবা তারে পায়।।
শুনে সবে সে বচন হ'য়ে বিষাদিত মন
চলি যায় নিজ নিজ ঘরে।
পাগলের ঘাত খেয়ে পুনশ্চ জীবন পেয়ে
হইল অক্ষয় কলেবর।।
সাধু যদি কৃপা করে কর্ম্মপাশ যায় দুরে
বিশুদ্ধ ভকতি সেই পায়।।
তার হয় ভাবোদয় যদি হয় ভাগ্যোদয়
এড়াইতে পারে মায়া পাশ।
পবিত্র স্বভাবধারী মুখে বলে হরি হরি
শেষে হয় প্রেমরাজ্যে বাস।।
সাধুদ্বেষী যেবা হয় হয় শুন তার পরিচয়
ব্যাধিযুক্ত হবে সেই নর।
রৌরক নরকে মজে শাস্তি দেয় যমরাজে
মাথে করে দন্ডের প্রহার।
করিলে মাহাপুণ্য পাপ মধ্যেহয় গণ্য
ডোবে সদা মোহের বিকার।
নাহি পায় অব্যাহতি ভুঞ্জয় নানা দুর্গতি
মুন্ডে বাজ ঠেকাতে না পারে।।
হরিনাম সার করি ভবনদী দাও পাড়ী
যমভয় হবে নিবারণ।
ত্যজিয়ে সংসার মায়া লভয় গুরুর দয়া
হরি পদে দেন তনু মন।।

* * * *

* *

পাগলের ভবানীপুর গমন।

পুনঃ একদিন এল সেই হীরমন।
উপনীত যুধিষ্ঠির বিশ্বাস ভবন।।
যুধিষ্ঠীর বিশ্বাসের প্রতি ডেকে কয়।
ভবানীপুরেতে যাব ওহে মহাশয়।
মম সঙ্গে ভৃত্য তব দেহ ত এখন।
বেড়াইয়ে এসে পুন দিব দরশন।।
যুধিষ্ঠির সেই বাক্যে স্বীকার করিল।
শ্রনবীন পাগলের সঙ্গেতে চলিল।।
ভবানীপুরেতে আছে গরুমারা ট্যাক।
দৈব গুরু মেরেছিল বাঘ আসি এক।।
সেই স্থানে আছে ভয় জানে সর্ব্বজন।
সেই পথ দিয়ে চলিলেন দুইজন।।
ভবনীপুরেতে ভ্রমে অনেকের ঘরে।
বাঘের ভয়ের কতা সদা মনে করে।।
নবীনের অন্তরেতে সদা সেই ভয়
সন্ধ্যা ঘোর হ'ল তবু পাগল না যায়।।
নবীন ভেবেছে মনে হইল রজনী।
কি যেন কি ঘটে পথে কভু নাহি জানি।।
বিনয় বচন কহে পাগলের ঠাঁই।
চল প্রভু এবে মোরা গৃহে চলে যাই।।
পাগল বলেছে মোরা যাইব এখন।
ক্ষণকাল থাক বাপু হ'য়ে সুস্থ মন।।
এত বলি অন্য গৃহ ভ্রমণ করিল।
নিবিড় আঁধার ক্রমে তথায় হইল।।
আতঙ্ক বাড়িল অতি নবীনে মনে।
পাগল বলেছে তারে মধুর বচনে।।
অন্ধকার দেখে বুঝি প্রাণে হ'ল ভয়।
তবে আর বিলম্ব যে উচিত না হয়।।
এত বলি দোঁহে মিলি চলিলেন পথে।
নবীন পারে না পথ নির্ভয়ে চলিতে।।

পাগল ব'লেছে তোর এত কেন ডর।
তবে তুই মম কাঠ ভাল ক'রে ধর।।
চেয়ে দখ উর্দ্ধদিকে কিবা দেখা যায়।
তাহা শুনি শ্রীনবীন উর্দ্ধপানে চায়।।
মুহুর্ত্তেক পরে কহে সেই হীরামন।
এইবার শ্রীনবীন দেখ রে এখন।
নিম্নে চাহি সে নবীন করে দরশন।
নিহারিয়ে নবীনের সবিস্ময় মন।।
পরে সে আশ্চর্য্য কান্ড সবাকে বলিল।
শুনিয়ে সকল লোক আশ্চর্য্য গণিল।।
নবীন ব'লেছে ভাই কি বলিব বল।
মনে হয় দুই তিন পদ বাড়াইল।।
এর মাঝে বাড়ী এসে হইনু উদয়।
হেন শক্তিমানুষের অসম্ভব হয়।।
কেহ বলে অপ্রমিত শক্তি ইনি ধরে।
মনে বলে ভাবে যাহা, পারে করিবারে।।
জলে স্থলে সমভাব বিমান বিহারী।
বানর লক্ষ্মণ যেন অনেকে নেহারী।
শ্রীনবীন কেঁদে কয় যুধিষ্ঠির পাশে।
পাগল চিনিতে নারি মম কর্ম্মদোষে।।
সারিল অসাধ্য ব্যাধি মারিয়ে আমায়।
তথাপি চিনিতে নারি হায় হায় হায়।।
পাগল বলিয়ে তবু সদা করি জ্ঞান।
অদ্য হেরি এই মর্ম হ'য়েছি অজ্ঞান।।
এই মত সবিনয় করি কাঁদে কত।
বলে আমি অদ্য হয়ে আছি জ্ঞানহত।।
পাগলের এই লীলা অতীব আশ্চর্য্য।
কবি কহে পান কর এ লীলা-মাধুর্য্য।।

***
**

হীরামনের গোপীনাথপুরে ক্ষুদ ভক্ষণ।

গোপীনাথপুরে বাসশ্রীরাম সুন্দর।
আনন্দানামিনী হয় নন্দিনী তাহার।।
ঈশ্বর মন্ডল হয় তাহার নন্দন।
ভগিনীকে ভ্রাতা সম ভাবে অনুক্ষণ।।
বিধবা হইয়ে ধনী থাকে পিত্রালয়।
পাগলেরে ভক্তি করিতেন অতিশয়।।
তস্য খুল্লতাত হয় শ্রীগৌরী চরণ।
খুড়িমাকে সে আনন্দা বলেছে বচন।।
শুন কাকী মন কথা তোমা আমি কই।
আসিতেছে হীরামন তুমি ভাজ খই।
আনন্দার বাক্য শুনি কহে কাকী মাতা।
কোথাকার সে পাগল কে শুনে সে কথা।।
এই মত কহে মাগো অযোগ্য বচন।
আনন্দার অন্তরেতে পাইল বেদন।।
পৌষ মাসের দিন রসের সময়।
রস জ্বালাইতে কাকী ঘুরিয়ে বেড়ায়।।
পরে সেই রস জ্বালি স্নান সমাপিল।
পরে গিয়ে সেই খৈ তৈয়ার করিল।।
আনন্দার ভ্রাতৃবধু নাম তার বামা।
পুকুরঘাটেতে চলে কক্ষে করি ধামা।
বস্ত্রপরিস্কার করে পুকুরের জলে।
হীরামন উপনীত হ'ল সেই স্থলে।।
বামা প্রতি হীরামন বলেছে বচন।
কাহার রমনী তুই ওরে বাছাধন।।
করুন স্বরেতে বরে কি বলিব আমি।
সকল জানিতে পার কহ দেখি তুমি।।
হীরামন বলে আমি পারি তা বলিতে।
তুই হোস্ আমাদের ঈশ্ব বর্নিতে।।
বড় ভয় হয় বুঝিতোর হৃদিমাঝ।
মহতীয় কর্ম্ম এক করে রাখ আজ।।
মৃত্তিকা গুলিয়ে মোর মাথা ধুইয়ে দে।
পুত্রেষ্টি - যজ্ঞের ফল এবে করে নে।।
ভয়ে ভীতে সেই ধনী তাহাই করিল।
সযতনে পাগলের মাথা ধোয়াইল।।
পাগল নামিল গিয়ে পুকুরের জলে।
বামাকে চাহিয়ে পুনঃ হীরাম বলে।
শৈবাল হ'য়েছে দেখ পুকুরের জলে।।
জানিস কি এ শৈবাল জন্মে কোন কালে।
নিত্যানন্দ শিরে মাথা কাঁদা মেরেছিল।
সেইদিন এ শৈবাল জনম লভিল।।
বুঝিতে নারিবি তাহা ব'লে কিবা হ'বে।
মোর লাগি খুদ অন্ন রাঁধ গিয়ে এবে।।
এমত শুনিয়ে ধনী গৃহেতে চলিল।।
আনন্দার নিকটেতে সকল বলিল।।
শুনেবলে বধু তুমি কর গিয়ে তাই
আসিয়েছে আমাদের পাগল গোসাই।।
এত শুনি যায় বধু খুদ রাঁধিবারে।

স্নান করি হীরামন আইলেন ঘরে।।
হেরিয়ে আনন্দময়ী পতিতা চরণে।
গৃহমাঝে নিয়ে পরে বসায়ে যতনে।।
ভক্তি ভরে সে আনন্দা খই এনে দিল।
ক্রোধভরে হীরামন গালি যে পাড়িল।।
তোর কাকীমার এই আস্বাদ জিনিষ
বল দেখি কেন তুই মোরে খেতে দিস্।।
খুদ রাধিবারে তুই বলিলি কাহারে।
কেন তুই সেই খুদ না দিস আমারে।।
এত বলি সেই খই দুরেতে ফেলায়।
ক্রোধ চিত্তে হীরামন উঠে যেতে চায়।।
সে আনন্দাময়ী কেঁদে ধরিল চরণ।
বলে আমি খুদ এনে দিতেছি এখন।।
পদে ধরি হীরামনে আনন্দা রাখিল।
পরে খুদ অন্ন এনে পাগলেরে দিল।।
খুদ - অন্ন খাইলেন পরম হরিষে।
তথা হতে অন্তর্হিত হন্ অবশেষে।।
পাগলের লীলা - খেলা আশ্চর্য্য কথন।
গুরুচাঁদ পদ ভাবি কহে বিচরণ।

☆☆☆☆

পাগলের পুকুরিয়া হ'তে অন্তর্দ্ধান

সদা বীর করুণা রসেতে মাখা তনু।
দেহ বলে পবনের পুত্র সেই হনু।।
একদিন উপনীত পুকুরিয়া গায়।
জল মধ্যে হীরামন সাঁতারিয়ে যায়।
ডুমুরিয়া যাইবার ক'রেছে মনন।
এক যবনের সনে পথে দরশন।।
তাহার বসতি হয় পুকুরিয়া গায়।
তার নামী মৃতবৎহয় কলেরায়।।
কোন মতে প্রতিকার নাহি হয় তার।
অনুক্ষণ আঁখিজল ঝরে সে মিঞার
পথিমধ্যে সেই মিঞা পেয়ে হীরামনে।
কত অনুনয় করে কাতর বচনে।।
বড় দায় ঠেকিয়েছি শুনহে গোসাই।
এতক্ষণ বুঝি মোর নারী বেচে নাই।।
কলেরায় মৃতবৎ হইয়ে র'য়েছে।
মনে হয় এতক্ষণ আছে কিনা আছে।
আপনার যেতে হবে ধরি রাঙ্গা পায়।
দয়া করি উঠুন হে আমার নৌকায়।।
এমত বলিয়ে মিঞা কাঁদিতে লাগিল।
কৃপা করি তার গৃহে গোসাই চলিল।।
গৃহে গিয়ে মারে লাথি সে রোগীর শিরে।
মিঞা ভাবে সর্ব্বনাশ গেল বুঝি মরে।
ক্রোধে মিঞা উচ্চৈঃস্বরে সবাকে শুধায়।
ধর ধর পাগলেরে জাতি মেরে যায়।
এত শুনি বহু মিঞা করে আগমন।
পাগলেরে ধরিবারে ধায় সর্ব্বজন।।
নৌকা বেয়ে ধরিবারে যায় হীরামনে।
জলে চলে হীরামন পবন গমনে।।
ধরিতে নারিল যত যবন সন্তান।
মিঞার রমণী কাঁদে পেয়ে প্রাণদান।।
কি হেরিনু ওরে আল্লা ভাবিয়ে না পাই।
কোথা গেলরে বাজান পাগল গোসাই
কেবা তারে এনে দিবে দোয়া যে করিয়া।
এমত বলিয়ে কাঁদে আকুল হইয়া।।
সব মিঞা দেখিলেন নারী মরে নাই।
এক মিঞা কেঁদে বলে আর এক মিঞার ঠাই।।
ওরে মিঞা ভাই মোরা অন্যায় ক'রেছি।
পাগল বলিয়ে যেন কারে হারায়েছি।।
পুনরায় চল সবে ওরে মিঞা ভাই।
গৃহেতে আনিব মোরা পাগল গোসাই।।
এত বলি সব মিঞা ধাইয়া চলিল।
নদীর কিনারে তারা পাগলে দেখিল।।
ধরিবারে সব মিঞা ভাবে মনে মন।
লম্ফ দিয়ে নদীমধ্যে পৈল হীরামন।।
হংসাকারে ভেসে যায় মধুমতী জলে।
সব মিঞা দেখে বসে সে নদীর কূলে।।
কেহ বলে ওরে আল্লা এ কোন মানুষ।
দেখে শুনে আমরা যে হইনু বিহুষ।।
সামান্য মশায় না ত হইবে এজন
নিশ্চয় হইতে জানি কোন মহাজন।।
আল্লার নফর ইনি বুঝিনু এখন।
কেহ বলে ও যে সে পাগল হীরামন।।
এক মিঞা ডেকে বলে ওরে মিঞা ভাই।
অগ্রে কেন বলিলি না আমাদের ঠাঁই।।
তা হ'লে কি মোরা তারে দিতাম ছাড়িয়া।
তার পদ তলে দেহ দিতাম ঢালিয়া।
এইমত সব মিঞা কাতর বচনে।

আপন গৃহতে চলে প্রতি জনে জনে।।
ক্রমে তাহা অনেকেই শুনিতে পাইল।
বহুজন তাহে যেন বিস্ময় মানিল।।
এদিকেতে হীরামন তীরেতে উঠিল।
হীরামন প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆

পাগলের ডুমুরিয়া গমন।

ডুমুরিয়া বাসী ভক্ত সূর্য্য - নারায়ণ।
বড়ই সরল - চিত্ত হরি পরায়ণ।।
সিকদার বংশে হয় জনম তাহার।
কবি রসরাজ দলে ছিলেন দোহার।।
হীরামন পদেভক্তি সুদৃঢ় ভাবেতে।
হীরামণ গুন গায় কিবা রে'তে।।
মাঝে মাঝে হীরামন সেই গুহে আসি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন কোথা সূর্য্যমাসী।।
গৃহে যদি না থাকিত সূর্য্য - নারায়ণ।
অন্য গৃহে যাইতেন সেই হীরামন।।
যে দিবসে সূর্য্য মাসী থাকিতেন ঘরে।
হীরামন থাকিতেন আত্যানন্দ ভরে।
এই দিন গৃহে আছে সূর্য্য নারায়ণ।
পূর্ব্বদিক হ'তে আইলেন হীরামন।।
আসা মাত্র পাগলামী করে হীরামন।
বাহির হইতে নারে যত রামাগণ।।
সেই গৃহে ছিল এক রাখাল বালক।
তাকে তাড়া করে যেন জ্বলন্ত পাবক।।
ভয় পেয়ে সে রাখাল পালাইয়া যায়।
বাড়ী ছাড়া, প্রায় সবে পাগলের ভয়।।
গোলক নামেতে সূর্য্য নারায়ণ ভ্রাতা।
সূর্য্যকে চাহিয়ে তিনি বলে রূঢ় কথা।
তোমা সনে আমি আর কভু না থাকিব।
বিভাগ করিয়া দাও পৃথক হইব।।
তোমার পাগল নিয়ে তুমি সুখে রও।
পাগলের এ বিরক্তি তুমি গিয়ে সও।।
সহ্য না হইবে কভু এই পাগলামী।।
নিশ্চয় পৃথক অন্ন খাইব যে আমি।।
রাখাল আসিনে নারে গোয়ালের কাছে।
মরিবে পরের ছেলে ভয় পেয়ে পিছে।।
তুমি ভাই পাগলেরে রাখ সযতনে।
দিবিনিশি পুষ্পদান করগে চরণে।।
আমি তাই পারিব না জানিও নিশ্চয়।
এ সব বিরক্তি মম সহ্য নাহি হয়।
এত শুনি হীরামন করিল গমন।
ভ্রাতা প্রতি সুর্য্য বলে শোন্ অভাজন।।
যে জনারে পদে ধরে গৃহে নিতে নারে।
করুণা করিয়ে তিনি আসে তোর দ্বারে।।
ভক্তি করে কতজন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
নিজ গৃহে লয় কেহ চরণ ধরিয়ে।।
নিজগুণে যার গৃহে করে পদার্পণ
কোটিযজ্ঞফল প্রাপ্ত হয় সেই জন।।
এহেন রতন তুই হেলায় হারালি।
পাগল বলিয়ে তারে উপেক্ষা করিলি।।
এত বলি আখিজল করে ছল ছল।
কেঁদে বলে কোথা গেল আমার দয়াল।।
বহু অপরাধী আমি সে রাঙ্গা চরণে।
তব মুখে সাধুনিন্দা শুনিনু শ্রবণে।।
আর তাহে তুই হোস মোর নিজ ভ্রাতা।
তাহে যেন স্কন্ধচ্যুত হ'ল মম মাথা।।
শোন মুর্খ যেই স্থানে সধুনিন্দা হয়।
অশান্তির কেন্দ্রস্থল জানিবি নিশ্চয়।।
দুঃখ ভোগ করে যেই আজীবন ভরি।
তাহাদের প্রতি বাম সদা রহে হরি।।
সাধুহিংসা অপরাধে মুণ্ডে বাজ পড়ে।
চিরকাল ভুঞ্জে দুঃখ যমে দন্ড করে।।
হায় হায় কি করিলি আরে রে গোলক।
নিজ হাতে জ্বেলে দিলি জলন্ত পাবক।।
বাক্যবাণ বিদ্ধ হ'ল আমার শরীর।
কোন মতে নাহি পারি হইতে সুস্থির।।
এভাবেতে কাঁদে সেই সূর্য্যনারায়ণ।
অবিশ্রান্ত ভাবে তার ঝরে দু'নয়ন।।
পুন বলে পৃথকান্ন হ'তে পার এবে।
বিভাগ করিয়ে রহ যেবা যাহা পাবে।।
আক্ষেপোক্তি করি কাঁদে দহে কলেবর।
পাগল গোঁসাই বলি করে হাহাকার।।
বহুক্ষণ পরে ক্রমে সুস্থির হইল।
হরি-গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

✶✶✶✶✶

পাগলের রায়পুর গমন।

রায়পুরে করে বাস মতুয়া গোবিন্দ।
হরিনাম নিতে তার পরম আনন্দ।
হরিচাঁদ মুক্তিখানি ভাবয় হৃদয়।
দিবানিশি হরি নাম গাহে সর্ব্বদায়।।
তাহার অগ্রজ হয় দুই সহোদর।
জ্যেষ্ঠ হয় তারাচাঁদ মধ্যম ঈশ্বর।।
সবার কনিষ্ঠ হয় মতুয়া গোবিন্দ।
তিন ভ্রাতা করে বাস হৃদয় আনন্দ।।
গুরু হয় হীরামন বানর প্রধান।
পাগলের পদে করে আত্মস্বার্থদান।।
সেই গৃহে আইলেন পাগল হীরামন।
গোবিন্দ গেবিন্দ বলি ডাক ঘনে ঘন।
গোবিন্দ ছিলেন ঘরে হইল বাহির।
পাগলে হেরিয়ে করিলেন নত শির।।
পুবের পোতার ঘরে বৈসে দুইজনে।
হরিকথা বলিতেছে আনন্দিত মনে।।
তিন দিবা সেই ভাবে রহে দুইজনে।
ভয়ে কেহ দোহাপাশে কভু নহে যায়।।
এহেন সময় নীলমনি তথা এল।
ঈশ্বরের পানে চাহি কহিতে লাগিল।।
কাহারে দেয়েছ স্থান থেক সাবধান।
মারা ধরা বকাবকি করে মতিমান।।
ঈশ্বর বাছার বলে ছাড় গডগোল।
সে ভাবের কোন কিছু না করে পাগল।।
তিন দিন গৃহ মাঝে বসি দুই জন।
দোহে মিলি আছে মহাভাবে নিমগন।।
মিছামিছি কেন তুমি কহ হেন ভাষ।
সাধুহিংসা না করিও আমাদের পাশ।।
নীলমনি কহে পুন শুনহ বচন।
ডুমুরিয়া করে বাস সুর্য্যনারায়ণ।।
এ পাগল গিয়েছিল তাহাদের ঘরে।
অসহ্য ভাবেতে তথা উপদ্রব করে।।
দেখ যেন তোমাদের না করে তেমন।
সে কারণ তোমাদিকে ব'লেছি এমন।।
এই মত বলাবলি করে দুইজন।
রাম রাম বলি বের হৈল হীরামন।।
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ করিল গমন।
শুধু মাত্র বলিলেন আর দুরাত্মন্।।
চলিলেন দুগোসাই আইচ পাড়ায়।
উপনীত যুধিষ্ঠির বিশ্বাস আলয়।।
যেই গৃহে সেই দিবা স্বজাতি ভোজন।
বিপুল ভাবেবে হইয়েছে আয়োজন।।
বহুলোক সমাগন হ'য়েছে তথায়।।
সেইস্থানে দু'গোসাই হইল উদয়।।
যেই স্থানে রান্না কার্য্য করিতেছে সবে।
হীরামন তথা যায় মনে উৎসবে।
নবকৃষ্ণ নামে ব্যক্তি মহামান্যমান।
সমাজের কর্ত্তা তিনি আছে সেই স্থান।।
যাকে যাহা বলে কার্য্য করে সেই মত।
সকলেই কার্য্য করে হয়ে অনুগত।
পাগল দেখিয়ে তিনি বলেছে তখন।
ইহাকে দিও না স্থান শুন সর্ব্বজন।।
সকল জাতির অন্ন যথা তথা খায়।
এ পাগল এইস্থানে শোভা নাহি পায়।।
কেথা হতে কি লাগিয়ে এল এ পাগল।
সমাজের মাঝে কিন্ত হবে গন্ডগোল।।
হেনকালে যুধিষ্ঠির বলেছেন বচন।
আপনার এই বাক্য শোভে না কখন।।
হেথা রৈলে আপনার জাতিনাশ হবে।
আমি এ পাগল নিয়ে রাখিতেছি তবে।।
পাগলের চিন্তা কভু নাহি আপনার।
আমার উপরে রইল পাগলের ভার।।
তবু কহে নববৃষ্ণ বিদ্রুপ বচন।
ক্রোধান্বিত হইলেন তাহে হীরামন।।
কদীর পত্র পরে বমন করিল।
রাশিকৃত বমনান্ন সকলে হেরিল।।
হীরামন বলে অন্ন দাও ত বাছিয়া
কোন কোন জাতির অন্ন বেড়াই খাইয়া।।
কোনটা মুচির অন্ন কোনটা ঋষির।।
বাছিয়া বাছিয়া সবে করে দাও স্থির।।
অন্নে উঠে ধুম্ররাশি হেরে সর্ব্বজন।
যুধিষ্ঠির শিরে যেন অমনি পতন।।
নবকৃষ্ণে কহিতেছে সেই যুধিষ্ঠির।
একে এক অন্ন বেছে করে দাও স্থির।
শুধুমাত্র সমাজের কর্ত্তা সাজিয়েছে।
মানুষ চিনিতে শক্তি কই লভিয়েছে।
এই মত বারে বারে বলে যুধিষ্ঠির।
ভয়ে ভীত সর্ব্বজন হইল অস্থির।
নবকৃষ্ণ বলে গিয়ে পাগলের ঠাঁই।
অপরাধ ক্ষমা কর শুনহ গোঁসাই।।

না চিনিয়ে আপনাকে নিন্দা করিয়েছি।
শ্রীচরণে অপরাধী তাতেই হয়েছি।।
মায়াগণ্ডি মাঝে আমি আছি অনুক্ষণ।
চিনিতে শকতি নাই মানুষ-রতন।।
অজ্ঞান আঁধারে ডুবে আছি অনুক্ষণ।
বিহ্বল হইয়ে আছি অন্ধের মতন।।
ভ্রমের অতল পঙ্কে হয়ে নিমজ্জিত।
মানুষ চিনিতে শক্তি না হ'লে কিঞ্চিত।।
নিন্দিয়েছি মনে মনে করি অহঙ্কার।
সমুলেতে দর্প চুর্ণ হ'য়েছে আমার।।
দয়া কর দয়াময় অভাগার প্রতি।।
অভয় প্রদানে কর অজ্ঞানের গতি
সর্ব্ব জীবে সব দয়া যাহার হৃদয়।
ঈশ্বর সদৃশ ব্যক্তি সেই জন হয়।
তোমাকেই বর্ত্তমান হেরিলাম তাই।
ক্ষমা কর হে দাল অন্য গতি নাই।
এত বলি নবকৃষ্ণ কেঁদে পড়ে পায়।
নয়ন জলেতে তার বক্ষ ভেসে যায়।।
তখনেতে হীরামন সে কদন্ন খেয়ে।
গোবিন্দ হস্ত ধরি চলিলেন ধেয়ে।।
সব লোকে বলে কোথা পাগল গোঁসাই।
কোথা গেল কোথা গেল রব মাত্র তাই।।
চারিদিকে সব লোকে করে অন্বেষণ।
খুঁজিয়ে না পেয়ে সবিস্ময় মন।।
কেহ কেহ নবকৃষ্ণে বলে মন্দ বাণী।
ওই বেটা তাড়াইল হেন গুনমণি।।
উদ্বমন অন্ন যদি পাগল না খে'ত।
অন্নভাবে মাতুব্বর বহু দুঃখ পেত।।
কৃপার সাগর সে পাগল হীরামন।
কৃপা করি ত্যজ্য অন্ন করিল গ্রহণ।।
পাগল অদ্ভুদ লীলা করিয়ে প্রকাশ।।
অদৃশ্য হইল ক্রমে ছড়িয়ে আবাস।।
হেন অপরূপ লীলা নহিল না হ'বে।
হীরামন প্রীতে হরি বল ভক্ত সবে।।

✪✪✪✪
✪✪✪

পাগলের ইলিশ মৎস্য ভক্ষন

পুনঃ একদিন সেই ভাবের পাগল।
ডুমুরিয়া হ'তে চলে বলে হরিবোল।।
নড়াগাতী হাটে গিয়ে হ'লেন উদয়।
রায়পুর যাবে বলে ঘুরিয়ে বেড়ায়।।
ঈশ্বর বাছাড় যায় সাচেদাহ হাটে।
পাগলের চিন্তা যেন জাগে হৃদিপটে।।
গিয়ে দেখে বহু মাছ সে হাটে এসেছে।
মৎস্য হেরী পাগলের স্মরণ পড়েছে।।
মনে ভাবে এই মৎস্য পাগলে খওয়াব।
পাগল খাইলে মৎস আনন্দ পাইব।
কৃপা করি আসে যদি মোদর ভবন।
তবে অন্তরের আশা হইবে পুরণ।।
যদি নাকি এই মৎস্য না করে ভক্ষণ।
নিশ্চয় ভীবনে গিয়ে ত্যজিব জীবন।।
মনে মনে এইমত ভাবনা করিয়ে।
ডাকিতেছে মনে মনে আকুল হইয়ে।
এদিকেতে হীরামন অন্তর জানিয়ে।
নড়াগতি হাট মাঝে বেড়ায় ঘুরিয়ে।।
উমেশচন্দ্র বৈরাগী আর নীলমণি।
নড়াগতি হাটে ছিল দুই মহাজ্ঞানী।।
এ দোঁহাকে হীরামন করিয়ে দর্শন।।
দোঁহে প্রতি বলে তিনি মধুর বচন।।
রায়পুর যাব আমি গোবিন্দের ঘরে।
তোরা দোঁহে নেরে আজ মোরে সঙ্গে করে।
ঈশ্বর কিনিছে মাছ সাচেদাহ হাটে।
আমাকে খাওয়াতে তার বাঞ্ছা হৃদিপটে।
সেই মাছ খতে হ'বে যাইয়ে তথায়।
তোরা দোঁহে সেই ঘাটে নমাস আমায়।।
দোঁহে বলে মম সঙ্গে পারিব না যেতে।
হীরামন বলে কোন ভয় নাই চিতে।
তাহারা ব'লেছে তুমি দেখ অন্য নাও।
মোদের কি ক্ষতি হবে যাও বা না যাও।।
বহুবার বলি মোষে উঠিল না নায়।
পরম উল্লাসে হীরামন হেটে যায়।।
নৌকা ছাড়া উপনীত গোবিন্দের ঘরে।
শ্রীগোবিন্দ বসাইল অতি ভক্তি ভরে।।
ক্ষণকাল পরে দোঁহে সে ঘাটে উদয়।
পাগল এসেছে তথা শুনে উভয়।।
হাট হ'তে গৃহে এসে বাছার ঈশ্বর।

পাগলে হেরিয়ে তার প্রফুল্ল অন্তর।।
পদধৌত করিবারে ঘাটেতে চলিল।
ঈশ্বরের প্রতি দোঁহে বলিতে লাগিল।
পাগল এসেছে নাকি তোমাদের ঘরে
ঈশ্বর ব'লেছে তিনি এল দয়া করে।।
তারা বলে এ পাগল কখন এসেছে।
তিনি বলেন সুর্য্য অস্ত যখন হয়েছে।।
দোঁহে বলে ব কিহে আশ্চার্য্য ব্যাপার।
বিশ্বাস করিতে নারি হেন ব্যাপার।।
তোমাদের এ পাগল সামান্য ত' নয়।
ইহা কি মানুষ পারে কহ মহাশয়।।
মোরা ছিনু নড়াগাতী হাটেতে যখন।
আমা দোঁহে বলে কত অমৃত বচন।।
তোমাদের বাটী নাকি আসে অবিরত।
তাহাই বলিয়ে মোরে বলে নানা মত।
ঈশ্বর আমার লাগি মাছ কিনিয়েছে।
আমাকে সেবিত তার বাসনা হ'য়েছে
সে কথা না করি গ্রাহ্য পাগল ভাবিয়া।
কেমনে আইল তাই না পাই বুঝিয়া।
ঈশ্বর ব'লেছে ভাই মুন সমাচর।
পাগলে চিনিতে শক্তি না হয় আমার।।
গিয়েছিনু সাচেদহ হাটে আমি ভাই।
এনেছি ইলিশমাছ সত্য বটে তাই।।
সাচেদহ হাটে আমি উদিনু যখন।
ডালাপুর্ণ মৎস্য নিয়ে এল একজন।।
বলে ভাই কৃপা করি ডালাখানা ধর।
নামাইয়া দেখিলাম মৎস্য বড় বড়।।
মৎস্য হেরে পাগলের কথা পড়ে মনে।
মনমত মৎস্য কিনে লইনু তখনে।।
পাগলে খাওয়াব মৎস্য ভাবিনু তখন।
অন্তর্য্যামী এ পাগল বুঝি লয় মন।
তাই এসে কৃপ করে অধীনের ঘরে।
পাগলে চিনিতে শক্তি কেবা বল ধরে।।
সামান্য নহে ত কভু পাগল আমার।
নিশ্চয় জানিও তিনি রুদ্র অবতার।।
কোথা থেকে মৎস্য কিনি কোথা থেকে জানে।
এহেন মানুষে বল চেনে কোন জনে।।
সবার অন্তর - বার্ত্তা পারে বুঝিবারে
জেনে শুনে তবু কেহ চিনিতে না পারে।
এত শুনি দোঁহে মিলি বিস্মিত হইল।
ধন্য ধন্য বলি শেষে গৃহেতে চলিল।।

এদিকেতে সেই মৎস্য করিল রন্ধন।
রন্ধন করিছে আর করিছে ক্রন্দন।।
ভক্তি ভরে সে ধনী রান্না সমাপিল।
দুই সাধু এক ঠাঁই ভোজনে বসিল।
ভক্তি ভরে ভুঞ্জাইল গোবিন্দের নারী।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমবারি।।
সেবা করে মনোনীত দুই মহাজন।
বলে অদ্য বড় হইল ভোজন।।
হীরামন বলে অদ্য হ'ব হনুমান।
যত দিবি তত খাব আন্ আন্ আন্।।
হোবিন্দ বলেছে তবে ত্বরা এনে দাও।
যাহা কিছু আনিয়াছ সব দিয়ে যাও।।
যত দেয় তত খায় কুলাতে না পারে।
গোবিন্দের নারী কহে পতি সমিভ্যারে।।
কি করিব বল নাথ পারি না কুলা'তে।
সীতা পরাজিতা হয় হনুকে ভুঞ্জাতে।।
শ্রীগোবিন্দ হীরামনে ব'লেছে তখন।
উচ্ছিষ্ট অন্ন যে তবু মস্তকে স্থাপন।।
হীরামন বলে তব আর কি করিব।
তবে আমি ওড়াকান্দি এখনে যাইব।
খেলিব নতুন খেলা গিয়ে ওড়াকাঁদি।
আমা তরে মাগো নহে কর কাঁদাকাঁদি।।
এত বলি হীরামন জলে ঝাঁপ দিল।
হীরামন প্রীতে সবে হরি হরি বল।

হরিচাঁদের সঙ্গে হীরামনের কথোপকথনান্তে মহাপ্রভুস্থান।

তথা হ'তে হীরামন শ্রীধানে উদয়।
উদিত হইল যথা হরি দয়াময়।।
বলে ওহে দয়াময় ভকত - বৎসল।
গোলকেরে সব লোকে ব'লেছে পাগল।।
অসীম শকতি তারে দিলে দয়াময়।
তার চেয়ে ছোট করে রেখেছ আমায়।।
অপার ক্ষমতাপন্ন হ'ল যে গোলক।
তব প্রেমদানে মত্ত করিল ভুলোক।।
গোলকের হুহুঙ্কারে নড়ে যে গোলক।
গোলক হ'য়েছে যেন জ্বলন্ত পাবক।।
গোলকের হৃদি মাঝে বিপুল ভকতি।
তাই বুঝি দিলে তারে এহেন শকতি।।

তেমনি ভকত তব নহে হীরামন।
তাই বুঝি ছোট রাখ তাহার সদন।
এত যদি বলে বাণী সেই হীরামন।
মৃদুভাবে মহাপ্রভু ব'লেছে তখন।।
কোন্ খানে বল তোর অভাব রেখেছি।
সবাকার পাশে তোরে শ্রেষ্ঠই করেছি।।
পারাপারে তরণীর নাহি প্রয়োজন।
আপনার তরী বেয়ে করিস ভ্রমণ।।
আহারে শয়নে তো কোন দুঃখ নাই।
যাহা চাস্ তাই পাস্ সর্ব্বলোক ঠাঁই।।
কোন স্থানে কি অভাব রেখেছি রে তোর।
সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বভোগী তুই রো বর্ব্বর।।
বসন লাগিত দশ হস্ত পরিমিত।
তাহাও লাগেনা তোর ক'রেছি বর্জ্জিত।।
গৃহধর্ম্ম করিতে যে লাগিত যে ঘর।
কুঁড়ে ঘরও লাগে না কিসে তোর ডর।।
সংসার করিতে হ'লে কতই খটিতি।
তবে এ অভাব সব পুরণ করিতি।।
তার কোন দরকার না করে কখন।
তবু কেন হেন ভাষ বলিস এখন।।
চুপ করে থাক্ গিয়ে ওরে বাছাধন।
তোর বাঞ্ছা পূর্ণ করি আমি অনুক্ষণ।।
এত শুনি হীরামন নিরস্ত হইল।
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে গমন করিল।।
বহু ভকত ওড়াকান্দি এসেছে সেদিন।
বিগর্হিত কর্ম্ম এক করে দুইজনে।।
একটি পুরুষ আর একটি রমণী।
গোপনে ক'রেছে ইহা থাকিয়া যামিনী।।
হীরামন সে দোঁহারে কেশেতে ধরিয়া।
হরিচাঁদ - পাদপদ্মে ফেলিল রুষিয়া।।
নেহারিয়ে হরিচাঁদ ব'লেছে বচন।
একি কর্ম্ম করেছিস ওরে হীরামন।।
তোর মত কেবা বল আছে এ ধরায়।
হস্তীর বোঝা কি কভু গর্দ্দভে কুলায়।।
তোর মনোনীত কর্ম্ম কে পারে বুঝিতে।
কেবা আছে হেন জন বল এ জগতে।।
যে দেশের নর তুই যা রে সেই দেশে।
কেন আর অকারণে থাকিস বিদেশে।।
এমত বলিয়ে প্রভু বিদায় করিল।
হীরামন যেন রুদ্র মুরতি ধরিল।।
মারুতীর সম হীরা করি বীর দাপ।
রাম রাম বলে বীর জলে দিল ঝাঁপ।।
প্রভু বলে হীরামন সত্য কি চলিলি।
পুনরায় কোন কথা মোরে না বলিলি।।
প্রভুবাক্য যেন নাহি শুনিল শ্রবণে।
হীরামন চলি যায় আপনার মনে।।
অবিলম্বে উপনীত রাউৎ খামার।
রমণীর ঠাঁই কহে সব সমাচার।।
যেতে যদি থাকে সাধ আমার সঙ্গেতে।
প্রভাতে করিব যাত্রা জানিও মনেতে।।
শ্রীঅম্বিকা দেবী হয় হীরার রমণী।
পতির সঙ্গেতে যেতে বাঞ্ছে সেই ধনী।।
ফিরিবে না কোন মতে মনে বাসনা।
হীরামন বুঝিলেন নারীর ধারণা।।
অগাধ সলিল দেখে নাহি ফিরে যদি।
তবে ত করিবে দয়া রাম গুণনিধি।
এর পূর্বে ভয় পেয়ে যদি ফিরে যায়।
তবে আর না পারিবে মোর কি দায়।।
কোন মনে যদি নাহি সঙ্গ না ছাড়িবে
অবশ্য সঙ্গেতে তারে লইতে হইবে।
এত ভাবি হীরামন পিছে ফিরে চায়।
হীরার রমণী যেন পাইলেন ভয়।।
পারিব না সঙ্গে যেতে মনে হেন লয়।
এত ভাবি সেই ধনী পিছাইয়া রয়।।
বলে নাথ তব সনে যেতে না পারিব।
হীরামন বলে তবে কি আর করিব।।
এইভাবে শ্রীঅম্বিকা রহে পিছাইয়া।
বীরবেশে হীরামন চলিল ধাইয়া
হীরার রমনী যবে গৃহেতে ফিরিল।
কি যেন মনের ভাব হৃদয়ে জাগিল।
স্বামীর বিরহানলে কাঁদিতে লাগিল।
সে অনলে যেন তার হৃদয় দহিল।।
গৃহে না তিষ্ঠিতে পারে হইল এমন।
পতিপানে চেয়ে ধনী করিছে রোদন।।
সবে বলে মম স্বামী রুদ্র অবতার।
চিনিতে নারিনু আমি নারী হ'য় তার।।
কত না দিয়েছি দুঃখ স্বামীর মরমে।
একদিন ভাল নহে বেসেছি জনমে।।
ভুতদৃষ্টি ভেবে ঘরে না দিতেছি স্থান।
স্মরিয়ে সে সব কথা বাহিরায় প্রাণ।।

যখনে আনিয়ে শান্তি দিলাম অপার।
কত না সহিল দুঃখ সে নাথ আমার।।
হায় হায় মম সম নাহি রে পাপিনী।
কি লাগিয়ে বেচে বলরহিব ধরণী।।
এত বলি কাঁদে ধনী আকুল হৃদয়।
ভুমিতে পড়িয়ে ক্ষণে করে হায় হায়।।
কেহ বলে এ ভাবেতে কেন কাঁদিস।
কি দেখিয়ে কি ভাবিয়ে এ মত করিস।।
কেঁদে কহে সবা ঠাঁই হীরার রমণী।
চলে গেল নাথ মোর করে কাঙ্গালিনী।।
জনমের ম স্বামী হইল বিদায়।
শেষ কথা চলে গেল ফেলিয়ে আমায়।।
আমাকেও বলেছিল সঙ্গেতে যাইতে।
নারিনু যাইতে আমি আইনু গৃহেতে।।
আঘাত সলিল মাঝে পৌছিল যখন।
আতঙ্কেতে উড়ে যায় আমার জীবন।।
পারিব না বলে আমি যবে ফিরিলাম।
নাথ বলে তবে আমি একা চলিলাম।।
এত বলি মুর্চ্ছা হ'য়ে পড়িল ধরণী।
হায় হায় করি কাঁদে যতেক রমণী।
কেহ বলে পোড়ামুখী কেন বা ফিরিলি।
কেহ নাহি জলমধ্যে ডুবিয়া মরিলি
ক্রমে সবে এ সংবাদ জানিতে পারিল।
পুরুষ রমণী কেঁদে আকুল হইল।
শ্রীচৈতন্য বালা কহে করিয়া বিলাপ।
দেশত্যাগী হ'য়ে আজ চলে গেলি বাপ।।
কত না দিয়েছি দুঃখ বর্ণনা না যায়।
তাতে মহাপাপ আমি ক'রেছি সঞ্চয়।।
যাও বাপ যথা গিয়ে শান্তি পাও প্রাণে।
আমি ও কহিনু বাপ যাও সেই স্থানে।।
এত বলি শ্রীচৈতন্য আকুল হইল।
হীরা হীরা বলি বালা কাঁদিতে লাগিল।।
মর্ম্মান্তিক বেদনায় শ্রীগুর চরণ।
অন্তরে বিদগ্ধ হ'য়ে করেছে রোদন।।
কোথারে প্রাণের ভাই ওরে হীরামন।
আর না হেরিব তোর ও চাঁদ বদন।
এই বংশে জন্ম নিয়ে বংশ উদ্ধারিলি।
যাবার সময় মোরে না বলিয়ে গেলি।।
এইভাবে কাঁদে যত বালারা সকলে।
সকলের বক্ষঃ ভাসে নয়নের জলে।।
শোকের সাগরে সবে যেন ডুবে রয়।
কেবা কারে ধ'রে তোলে কে কারে সান্তায়।।
কেঁদে কেঁদে সব বাল ব'লেছে তখন।
চিনিতে নারিনু তুই এ হেন রতন।।
গ্রাহ্য নাহি করিয়েছে তোর মহাভাব।
অত্যাচার করিয়েছি ভেবে অন্য ভাব।।
বর্ত্তমান হেরে তবু গ্রাহ্য করি নাই।
হায় হায় কোথা গেলি রে প্রাণের ভাই।।
আর না আসিবি ফিরি না পাইব দেখা।
কেহ বলে কোথা গেলে হীরামন কাকা।।
অধৈর্য্য হইয়ে কাঁদে রমণীর গণ।
আছাড়ি পাছাড়ি খায় শ্রীবংশীবদন।
শ্রীগুরুচরণ বালা বলে ওরে ভাই।
বল দেখি কোথা গিয়ে তার দেখা পাই।।
বংশী কহে ওরে দাদা আর না পাইব।
সে বিহনে কেমনেতে জীবন রাখিব।
এই ভাবে হীরামন দেশত্যাগী হ'ল।
হীরামন প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

গুরুচাঁদ দেহে শ্রীহরিচাঁদের সম্মিলন

হরিচাঁদ দয়াময় এসে পূর্ব্ব বঙ্গে।
নরনারী ভাসাইল প্রেমের তরঙ্গে।।
খেলিয়ে মধুর খেলা দিল প্রেমধন
ভক্তগণে কহে হরি হরি সংকীর্ত্তন
নিজগুনে জীবে দিল নির্ম্মল ভকতি।
কলুষ করিয়ে নাশ দিলেন মুকতি।।
অনর্পিত ধন যাহা করিলেন দান।
রোগারোগ্য করে মৃতদেহে পায় প্রাণ।
ভবব্যাধি করে নাশ নাশে চিত্ত সন্ধ।
বিশুদ্ধ ভাবেতে হরি কাটে কর্ম্ম বন্ধ।।
এমত মধুর লীলা করে নাই কভু।
হরিচাঁদ বেশে দেখা দিল বিশ্ব বিভু।।
হরিনাম-তরী এনে সে'জে কর্ণধার।
দুঃখী তাপী ছিল যত করিলেন পার।।
মধুময় লীলা করি ভক্তগণ সনে।
করিলেন লীলা সাঙ্গ আনন্দিত মনে।।
বহু ভক্ত সেই দিন ছিল ওড়াকান্দি।
আকুল হইল ভক্তগণ কাঁদি কাঁদি।।
কেঁদে বলে কোথা গেল দয়ার আধার।

কেহ বলে হরিচাঁদ বাবারে আমার।।
কেহ কাঁদে হায় হায় করি উচ্চৈঃস্বরে।
কেহ বা মুচ্ছিত হয়ে পরে ধরাপরে।।
কেহ বলে ওরে এবে অনলে পশিব।
হেন গুণনিধি আর কভু না পাইব।।
অগতির গতি মোর হরি দয়াময়।
কোথা গেল প্রাণধন ত্যাজিয়ে আমায়।।
আর না হেরিব সেই শ্রীচন্দ্র বদন।
অন্তর জানিয়ে কেবা ঘুচাবে বেদন।
কেবা দিবে প্রেমসুখ হরি তোমা বিনে।
জ্বলে মরি ওহে হরি বিরহ আগুনে।।
ডুবাইয়ে শোক নীরে কোথা চলে যাও।
কৃপা করি আমা সবে সঙ্গে করি লও।।
নহে মোরা এ জীবন ত্যাজিব জীবনে।
বাঁচিয়ে কি লাভ আর আছে এ জীবনে।
এমত আকুল হয়ে কাঁদে ভক্তগণ।
শোকের সমুদ্র মাঝে খেলে সন্তরণ।।
কেহ খায় হাবু ডাবু প্রাণ বাহিরায়।
ধৈরয ধরিতে নারে করে হায় হায়।।
ভক্তগণ - দুখঃ হেরি হরি দয়াময়।
শুন্য থেকে শুন্য বাণী ভকতে শুধায়।।
শুন ওহে ভক্তগণ সুস্থ কর প্রাণ।
তোমাদের ছেড়ে নহে যাব অন্য স্থান।।
আর না কাঁদিও সবে স্থির কর কায়।
গুরুচাঁদ দেহে আমি নিয়েছি আশ্রয়।।
আমাসম গুরুচাঁদে করিও ভকতি।
সর্ব্ব দুঃখ যাবে দুরে ঘুচিবে দুর্গতি।।
এই আমি মিশিলাম গুরুচাঁদে দেহে।
কাঁদিস না ভক্তগণ আমার বিরহে।।
শুন্য থেকে হেন বাণী কহে হরিচাঁদ।
সর্ব্বজন শুনে তাই বাড়িল আহ্লাদ।।
অনাদির সনে হয় আদির মিলন।
অনাদির আদি তাই বলে সর্ব্বজন।
ভক্তগণে গুরুচাঁদে ডাকে প্রভু বলি।
হরিচাঁদ ভেবে হৃদে নেয় পদধুলি।।
হরি -গুরুচাঁদ বলি ডাকে কোনজন।
গুরুচাঁদ সাজিলেন জগত জীবন।।
হরিচাঁদ মিশিয়াছে গুরুচাঁদ সনে।
প্রভু অঙ্গ সৎকার করে সববজনে।।
কেহ বলে ওরে ভাই কারে বা ডরাই।
গুরুচাঁদ বেশে সেই ক্ষীরোদের সাঁয়ী।।
পাইব পরমানন্দ গুরুচাঁদ হ'তে।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ একই দেহেতে।।
পুর্বভাবে সবাকার আনন্দ হইল।
চাঁদে চাঁদে সম্মিলন হরি হরি বল।

গৌল ফুটের বিবরণ

স্বয়ং শ্রীগুরুচাঁদ মহেশ ব্যাপারী।
শ্রীমঙ্গল বিশ্বনাথ স্বরূপ চৌধুরী।।
পদ্ম ঠাকুরাণী আর দাসের নন্দিনী।
সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে চলে দুই ধনী।।
শ্রীরাম কুমার নামে প্রভু প্রিয় ভক্ত।
শ্রীহরিচাঁদের হয় অতি অনুগত।।
নড়াইল গ্রামে হয় বসতি ভবন।
হরিচাঁদ রূপ - রসে সতত মগন।।
সেই গৃহে সবাকার হ'ল নিমন্ত্রণ।
হর্ষচিতে উপনীত মহতের গণ।।
নাম - সংকীর্ত্তন হয় সারাটি যামিনী
কুল কুল নাদে বহে প্রেম - তরঙ্গিণী।।
পুরুষ -রমণী কারু নাহি আছে হুষ।
অনেকে প'ড়েছে ঢলি হইয়ে বিহুষ।।
দিগন্ত ব্যাপিয়া চলে প্রেমের তরঙ্গ।
খরস্রোতে বহিতেছে নাহি দেয় ভঙ্গ।।
গ্রামবাসী সবে আসি দেখিবারে পায়।
পুরুষ ঢলিয়া পড়ে রমণীর গায়
রমণী ঢলিয়া পড়ে পুরুষের পদে।
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে হরি প্রেমের বিচ্ছেদে।।
হরিগুরুচাঁদ বলে ভাসে আঁখিজলে।
হেরিয়ে গ্রামের লোক অগ্নিসম জ্বলে।।
কেহ বলে এই কান্ড সহ্য নাহি হয়।
জাতি কল মজাইবে যত দুরাশয়।।
এক সনে হরিনাম কি কারণ।
জাতি কুল মজাইল না শুনে বারণ।।
এত বলি পাষন্ডীরা হয়ে একান্তর।।
বলে ভাই ইহাদিগে তাড়াও সত্বর।
গৌল ফুটো কাশী ফুটো আর বাঁশী ফুটো।
এ তিনের কটুভাষ অতি বড় রুঠো।।
তারা কহে জাতিনাশাগণে শাস্তি দাও।
নহে গিয়ে কাছারীতে নায়েবে জানাও।।
সবে বলে অন্য নহে পারিবে এ কার্য্য
গৌল ফুটো যাইবারে করিলেন ধার্য্য।।

ক্রোধভরে গৌল ফুটো পশিয়ে তথায়।
মিথ্যা অপভাষ কত নায়েবে জানায়।।
শুনিয়ে নায়েব বাবু পেয়াদা পাঠায়।
নায়েবের বার্ত্তা গিয়ে সবাকে জানায়।।
শ্রীরাম কুমার বলে এখনেতে নয়।
প্রভাতে যাইব মোরা শুন মহাশয়।।
এত শুনি সে পেয়াদা কাছারিতে গিয়ে।
নায়েবের ঠাঁই কহে সব বিস্তারিয়ে।
এদিকেতে সাধুগণ নামে প্রেমে মেতে।
প্রাতঃকালে উঠে সবে কাছারীতে যেতে।
গুরুচাঁদ র'ল তথা আর সবে গেল।।
নায়েবের আজ্ঞামতে আবদ্ধ করিল।
এদিকে ভবানী আর পদ্ম ঠাকুরাণী।।
সবার মঙ্গল চিন্তা করে দুই ধনী।।
ও দিকে কাছারী মাঝে বসি সর্ব্বজন।
প্রফুল্লিত চিত্য সবে প্রেবাবিষ্ট মন।।
কিছুক্ষণ বিশ্বনাথ চুপ করে থাকি।
জয় হরিচাঁদ বলি অঙ্গে দিল ঝাকি।।
ভাবেতে উন্মত্ত হ'য়ে নাচিতে লাগিল।
পরিধান -বস্ত্রখানি খসিয়ে পড়িল।।
নেহারিয়ে ডিহিদার ভাবিতে লাগিল।
এরা কোন মহাভাব ধারণ করিল।।
সামান্য মানব নহে ইহারা সকল।
ভাব হেরে ডিহিদার ভাবিছে কেবল।।
তার মাঝে বিশ্বনাথ নিজ শিশ্ন ধরি।
ডিহিদার প্রতি বলে সবিনয় করি।।
বিশ্বাস না হয় দেখ পরখ করিয়া।
কামের কামান রাখি চাপে দলিয়া।।
মদনের বশীভুত আছে যারা যারা।
মন্দ ভাবে মন্দ চিন্তা সদা করে তারা।।
ইন্দ্রিয়ের কোপ তারা সহিতে না পারে।
আপন - সদৃশ ভেবে নিন্দে যারে তারে।
হীন ব্যক্তি হীন চিন্তা করে সর্ব্বক্ষণ।
করিতে না পারে মহাবস্তু সংরক্ষণ।।
ইন্দ্রিয় - সংযম ভবে করিয়েছে যারা
শমনের ডর কভু নাহি করে তারা।।
এত বলি বিশ্বনাথ করে বীরদাপ।
মহাশক্তি দেখাইল কারিয়ে প্রতাপ।
মনে ভাবে ডিহিদার একি সর্ব্বনাশ।
বড়ই অদ্ভুত ভাব করিল প্রকাশ।।
ইহারা মানব নহে দেবতা - পুরুষ।
যেন কোন মহাভাবে ইহারা বেহুঁষ।।
মন্দ কর্ম্ম ইহারা না করেন কখন।
নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ প্রেমে মত্ত অনক্ষণ।।
পাষণ্ডীর গণ যত না বুঝে কারণ।
চেষ্টা করে এই ভাব করিতে বারণ।।
মিথ্যা অববাদ কহে এসে মম ঠাঁই।
স্বরূপ ভাবেতে আমি বুঝিলাম তাই।।
বৃথা অভিযোগ করে মর্ম্ম না বুঝিয়া।
অন্তরেতে সাড়া দেয় কে যেন আসিয়া।
পুন ভাবে মন্দ নয় তাহারা কখন।
তাদের কারণে হ'ল সাধু দরশন।।
ডিহিদার ভাবে ইহা সজল নয়নে।
বিন্দু বিন্দু ধারা তার বহিছে তখনে।।
নিষ্কাম পুরুষ হয় মহতের গণ।
অনুক্ষণ হরিপ্রেমে থাকেন মগন।।
প্রেমের উন্মত্ত হয়ে বলে হরিবোল।
নিশ্চয় ইহারা সবে প্রেমের পাগল।।
এ ভাবে রাখা তো আর উচিত না হয়।
এবে দেখি হইয়েছে ক্ষুধার সময়
প্রাণেতে আশঙ্কা পেয়ে বলে ডিহিদার
মহতে পাইলে দুঃখ নাহিক নিস্তার।।
সবাই র'য়েছে এরা ভেবে হরিপদ।।
দুঃখ দিলে পরিনামে আমার বিপদ।।
অতএব সাধুগণে করিব বিদায়।
মম দোষ হেন সাধু কভু নাহি লয়।।
এই ভাবি ডিহিদার ব'লেছে তখন।
কাছারী রাখিতে সবে না পারি এখন।।
যথা ইচ্ছা যেতে পার ওহে সাধুগণ
মম অপরাধ নাহি লইও কখন।।
নহে যদি কৃপা করি থাক এ কাছারী।
আহারের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।।
ডিহিদারে বিশ্বনাথ বলেছে তখন।
আমাদের রান্না কার্য্য হ'ল সমাপন।।
ডিহিদার বলে কোথা হয়েছে রন্ধন।
পুনঃ বলে যে গৃহেতে হ'ল সংকীর্ত্তন।।
ডিহিদার বলে তাহা হইবে কেমনে।
কাছারী এসেছে সবে এই মাত্র জানে।।
বিশ্বনাথ বলে শুন ডিহিদার ভাই।
লোক পাঠাইয়ে এবে জেনে দেখ তাই।।
এত শুনি তখনই লোক পাঠাইল।
রন্ধন হ'য়েছে শুনি অবাক হইল।।

ডিহিদার সাধুপদে মাগে পরিহার।
ক্ষম মোরে সবে মোর আমি দুরাচার।।
পাষন্ডীর বাক্যে আমি করেছিনু সন্ধ।
না জানিয়ে মূল -তত্ত্ব বলিয়েছি মন্দ।।
মহা অপরাধী আমি হয়েছি চরণে।
সবে ক্ষম অপরাধ স্বীয় স্বীয় গুণে।।
মম বাণী শুন এবে সকল গোসাই।
ঘুচিয়েছে অন্ধকার কোন বাধাঁ নাই।।
যথা ইচ্ছা তথা পার করিতে গমন।
দিবানিশি কর হরিনাম সংকীর্ত্তন।।
যেহা ইচ্ছা সবাকার পার করিবারে।
আদেশ করিনু এবে সরল অন্তরে।।
ডিহিদার আজ্ঞা পেয়ে যত সাধুগণ।
পুনরায় পুর্বস্থানে করিল গমন।।
পরে ডিহিদার গৌল ফুটোকে ডাকিল।
কত মত ভাবে কত যে গালি পড়িল।
আরে রে ফুটোর বেটা বলি মন্দভাষ।
মম ঠাঁই গাহিলি মহতের অপযশ।।
অনুক্ষণ থাকে যারা হরিপ্রেমে মেতে।
অন্যায় করম তারা করিবে কি মতে।।
না জানিস মুল মর্ম্ম না করিলি কাম
মহতের নামে তাই গাহ্ বদ্নাম।।
সাধু হিংসা অপরাধ করিলি পামর।
ক্ষমা ভিক্ষা মেগে পদে হ'গে রে নফর।।
নহে তোর কুড়ি টাকা করিজরিমানা।
টাকা যদি নাহি দিস্ যেতে পারিবি না।
এই মত দন্ড তারে ডিহিদার কৈল।
তখনেই কুড়ি টাকা আনাইয়া নিল।।
আর কত গালাগালি করে ডিহিদার।
পাষন্ডিরা মনে মনে সবে পায় ডর।।
কেহ এসে গুরুচাঁদ পদে লোটাইল।
সেই হ'তে সেই জনা মতুয়া হইল।।
সেই হ'তে পাষন্ডিরা গণিল হুতাশ।
ভয়ে ভীত থাকে সদা মতুয়াসকাশ।।
ঘুচে গেল গন্ডগোল নড়াইল গ্রামে।
অনেকেই হইল ভক্ত মেতে হরিনামে।।
ভয়ে কেহ সাধুহিংসা না করে কখন।
ওদিকেতে মতুয়ারা করিল ভোজন।।
চলিল আনন্দ মনে যার যে আবাস।
পাষন্ডি প্রাণে বড় বাড়ির হুতাশ।।
যদি কেহ হরিণাম করে ওই গ্রামে।।
সকলেই যোগ দিত এসে হরিনাম।
সাধুহিংসা যে করিবে তার মুন্ডে বাজ।
পুনঃ পুনঃ বলেছেন কবি রসরাজ।

★★★★
★★★

গুরুচাঁদের চারিপুত্রের জন্ম

গুরুচাঁদ - অঙ্গ সত্যভামার উদরে।
চারি ভাই জন্মিলেন এসে ধরাপরে।।
জ্যোষ্ঠ পুত্র নাম রাখে শ্রীশশীভুষণ।
নমঃশুদ্র - কুলদ্বীপ স্বজাতি রঞ্জন।।
সুকমল তনুখানি অতি সুগঠন।
চন্দ্রভাতি জিনি হয় অঙ্গের কিরণ।।
অপরূপ যে লাবণ্য মরি কি বাহার।
অধরে সুধার হাসি নাসিকা সুন্দর।।
মনে হয় যেন সেই পাব্বতী নন্দন।
সত্যভামা দেবী গর্ভে জনম গ্রহণ।।
নির্দ্দিষ্ট করিতে যেন প্রাণে না কুলায়।
কি যেন কি হেরিলাম বিভীষিকা প্রায়।।
সুধন্য ঠাকুর হয় মধ্যম কুমার।
প্রচুর র'য়েছে ভবে যশঃকীর্ত্তি যার।।
জন্মকালে সত্যভামা হেঁরে বিভিষিকা।
কেবা যেন পুত্র রূপে এসে দিল দেখা।।
কেঁদে কহে ওগো মাতা ত্যজিয়ে আমায়।
কেমনেতে বল মাগো আইলে হেথায়।।
অন্নপূর্ণা রূপে তুমি ছিলে মম ঘর
পুজিতাম পাদপদ্ম বিশুদ্ধ আচারে।।
ব্রাহ্মণ কুলেতে ছিল জনম আমার।।
সমাদরে পুজিতাম চরণ তোমার।।
সন্তান ছাড়িয়ে মাগো এসেছ হেথায়।
মাতৃহারা হ'লে পুত্র কেমনে জিয়ায়।।
বালকে ধরিতে মাতা আশু হতে চায়।
সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পরে পড়িল ধরায়।।
এইরূপে জন্ম লয় সুধন্য ঠাকুর।
কষিত কাঞ্চন-বর্ণ অতীব মধুর
ধাত্রীগণ রূপ হেরে ডেকে বলে মায়।
ধর মা সোনার চাঁদ ভূতলে উদয়।।
এইভাবে পুত্ররত্ন কোলে তুলে লয়।।
তস্য পরে উপেন্দ্র ঠাকুর জন্ম হয়।।
অপরূপ রূপখানি যেন বৈশ্বানর।
তপত স্ফুলিঙ্গ-বর্ণ অতিমনোহর।।
পরেতে জনম নিল ঠাকুর সুরেন্দ্র।

সুন্দর মুরতি খানি শ্রীআনন্দ চন্দ্র।।
অভিমন্যুসম রূপ বলে লোকজন।
প্রতি অঙ্গে ছিল তার বীরের লক্ষণ।
এইভাবে চারি পুত্র জনম লভিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীশশী ও সুধন্য স্বীয় কুল করে ধন্য
ফেলি দুরে সব আবর্জ্জনা।
করিবহু পরিশ্রম জাতি বাধা ব্যতিক্রম
দুর করে ভাই দুইজনা।।
কে বিদ্যাবন্ত নিল পথ আগুলিয়ে
স্বজাতির গৌরব বাড়িল।
বিদ্যাবান্ ছিল যারা চাকরী পাইল তারা
বাধা - বিঘ্ন সকল ঘুচিল।।
কার্য্য করে দুরসাধ্য ছিল দ্বার অবরুদ্ধ
চাকরী না পেত এই জাতি।
শ্রম করি অপ্রমিত করে দ্বার উদঘাটিত
উদ্ধারিল স্বকুল স্বজাতি।।
তাহার কৃপায় আজ নিখিল ভারত মাঝ
মন্ত্রিত্ব পাইল এই কুলে।
ধন্য সে শশীভুষণ হইল কুলভুষণ
গুরুচাঁদ - কৃপা তাঁর মূলে।।
মধ্যম সে শ্রীসুধন্য তিনিও করিলেন ধন্য
দেখাইয়ে মধুর করণ।
আপনি করিয়া কর্ম্ম জানাইল সুক্ষ্ম মর্ম্ম
মহতীয় ভাব প্রকরণ।।
পবিত্র স্বভাব ধারি শুদ্ধদেব শুদ্দচারি
বিশুদ্ধ ভাবেতে মাতোয়ারা।
উচু নীচু ভেদ নাই সম তুল্য ভাই ভাই
যে থাকে প্রেমরসে পোরা।।
বলে সুমধুর ভাষ তাহে কত ভাবোচ্ছাস
সুদাসম বাক্যের বিন্যাস।
সবাকারে আত্মবৎ দেখা মাত্র দন্ডবৎ
হেনভাবে করেন প্রকাশ।।
কিবা ভাব সুমধুর করে মধ্যম ঠাকুর
হেন ভাব বর্ণিতে না পারি।
মতুয়ার প্রতি ভক্তি করেন মধুর উক্তি
গুরুচাঁদ ব্রহ্ম জ্ঞান করি।।
পরে যিনি শ্রীউপেন্দ্র জগতে হ'ল আনন্দ
রূপে যেন দেব বৈশ্বানর
মুখেতে মধুর হাসি যেন প্রভু পূর্ণ শশী
দরশনে নাশে অন্ধকার।।

পরে এল শ্রীসুরেন্দ্র যেন সেই পূর্ণচন্দ্র
নক্ষত্র মন্ডলে শোভা পায়।
দ্বাপরেতে অভিমন্যু সমরেতে ত্যজিয়ে তনু
চন্দ্রলোকে হইল উদয়।।
এ যুগেতে অভিমন্যু হইলেন শ্রীসুরেন্দ্র
গুরুচাঁদ তনয় রূপেতে।
এইভাবে চারিজন ভবে করে বিচরণ
ব্যক্ত আছে নর-সমাজেতে।।
শ্রীহরিচাঁদের পুত্র কনিষ্ঠের শুন সুত
শ্রীআদিত্য উমাকান্ত সুত।
হরিচাঁদ লীলাগান সমধুর আখ্যান
হল ভক্তগণ মনঃ পুত।।

☆☆☆☆
☆☆

শ্রীগিরি কীর্ত্তনীয়ার আত্মবলিদান

মোল্যাকাঁদী করে বাস শ্রীরঘু কীর্ত্তনে।
তস্য পুত্র শ্রীগোলোক জানে সর্ব্বজনে।।
তার পুত্র গিরিধর পরম সুন্দর।
শ্রীগুরুচাঁদের হয় চির সহচর।।
শিশু কালে এক সনে করে বিদ্যাভাস।
অনুক্ষণ হরিপ্রেমে বাড়ায় উল্লাস।।
সখ্য রসে প্রাণ বাঁধা গরুচাঁদ - পদে।
পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপেতে জানে হরিচাঁদে।।
হরিচাঁদ - রূপে হৃদে তত ভাবনা
অন্য কোন তন্ত্র - মন্ত্র কিছুই জানে না।।
দেহ ধারি গিরিধর গুরুচাঁদ প্রাণ।
জনমের মত করে আত্মবলিদান।।
গুরো দাদা বলে সদা প্রভুকে ডাকিত।
হৃদি মাঝে রেখে সদা চরণ সেবিত।।
শৈশবের সখ্য বুলি ভুলেনি কখন।
মধুমাখা ভাবে সদা করে সম্ভাষণ।।
গুরুচাঁদ ডাকিতেন গিরি দাদু বলি।
এই ছিল দোঁহাকার প্রেমমাখা বুলি
বড় সুমহান সেই গিরি কীর্ত্তনীয়া।
গুরুচাঁদ রূপে তার সদা মগ্ন হিয়া।।
তাহার নন্দন হয় অশ্বিনী, যাদব।
দুই পুত্র পেয়ে হয় প্রাণেতে উৎসব।।
গোলোকের আর পুত্র মথুর কীর্ত্তনে।

অন্য কিছু নাহি জানে গুরুচাঁদ বিনে।।
তার হয় তিন পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।
শৈশব হইতে তারা হরি - পরায়ণ।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র দামোদর মধ্যম শ্রীধ্রুব।
কনিষ্ঠ শ্রীদিগম্বর সরল -স্বভাব।।
হরিচাঁদ - গুন গায় দিবস যামিনী।
প্রভুর কৃপায় তরা করে মহাজনী।।
অতঃপর শুন এক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার।
দৈবযোগে গুরুচাঁদ দেহে উঠে জ্বর।।
ক্রমাগত বৃদ্ধি হয় না হয় বিরাম।
কোন মতে নাহি হয় জ্বরের আরাম।।
যন্ত্রনায় ছটফট করে দিবানিশি।
মেঘাচ্ছন্ন ভাবে যথা রহে পূর্ণ শশী।।
দিন দিন তনু ক্ষীণ সুস্থ নহে আর।
ক্রমে প্রভুর হয় কৃশ কলেবর।।
কোন মতে প্রতিকার নাহি হয় রোগ।
গুরুচাঁদ বলে এ কি মোর কর্ম্মভোগ।।
এই রূপ চিন্তা প্রভু করে অনুক্ষণ।
শ্রীগিরি কীর্ত্তনে এসে দিল দরশন।।
গুরুচাঁদ বলে দাদা বাঁচিব না আর।
অবশ্যই মৃত্যু বুঝি নিকটে আমার।।
এমত যাতনা ভাই সহ্য নাহি হয়।
মরিব রে গিরি দাদা বুঝেছি নিশ্চয়।।
গুরুচাঁদ মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধচিতে কহে কথা প্রভু সদন।।
শোন ওরে গুরো দাদা তোরে বলে রাখি
তোর মরণের আছে বহুদিন বাকি।।
এই গিরি বর্ত্তমান যতক্ষণ আছে।
শমনের কি শকতি আসে তোর কাছে।।
আরো এক কথা আছে বাবার শ্রীমুখে।
জগত -ঈশ্বর তোরে বলিবেক লোকে।।
তুই হবি এ সংসারের সবাকার মুল।
নরনারী সবাকার পরাণ পুতুল।।
প্রভুর অলঙ্ঘ্য বাণী কেমনে লঙ্ঘিবি।
না করি মধুর লীলা কোথায় পালাবি।।
এসেছিল কলিজীবে করিতে উদ্ধার।
না করিয়ে কোথা যাবি দাদারে আমার।।
তোরই কারণে এই লীলার প্রচার।
তো হইতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার।।
তাহা না করিয়ে তোরে যাইতে না দিব
তোকে যে নিতে এসেছে আমি তারে নিব।।
প্রতিজ্ঞা করিয়ে এবে বলি তোর ঠাঁই।
নিশ্চয় মরিব লয়ে তোর এ বালাই।।
প্রভু বলে কি বলিলি অসম্ভব বাণী।
এইমত কথা আমি কভু নহে জানি।।
একের মরণে বাধা দিয়ে অন্য জন।
তার তরে করে হেন আত্মা - বিসর্জ্জন।।
আমা লাগি কেন ভাই ত্যাজিবি জীবন।
নিজ দেহ কেন তুই দিবি বিসর্জ্জন।।
গিরিধর বলে তুই শোন রে বচন।
গুরো বর্ত্তমানে তোর হবে না মরণ।।
সম্ভব কি অসম্ভব তাহা নহে জানি।
নিশ্চয় ছাড়িব দেহ সত্য মম বাণী।।
আমি মৈলে জগতের কোন ক্ষতি নাই।
তুই মৈলে ভক্তবৃন্দ কাঁদিবে সবাই।।
তুই হারা হ'লে ভাই অনর্থ ঘটিবে।
বৈষ্ণবের কুটিনাটি খন্ড না হবে।।
বিশুদ্ধ প্রেমের মর্ম্ম প্রকাশ হবে না।
গার্হস্থ্য প্রশস্ত্য ধর্ম্ম মর্ম্ম জানিবে না।
ঐশ্বর্য্যের মাঝে রবে মাদুর্য্য গোপন।
তুই বিনে বল তাহা কে করে সাধন।
সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাতে সবায়।
তোর আশা যাহা মনে তা কি মিথ্যা হয়।।
যে সব র'য়েছে বাকি প্রকাশিতে ভবে।
কোন প্রাণে বিশ্ব ছাড়া হতে চাস্ এবে।।
এ কারণ আমি তোর লইয়ে বালাই।
পদধুলী দে মস্তকে আমি চলে যাই।।
প্রভু বলে কি বলিস রে প্রাণের ভাই।
আমি মৈলে হবে ক্ষতি শুনে দুঃখ পাই।।
হউক আমার মৃত্যু শোন দাদা মোর।
হৃদয় বিদরে ভাই বাক্য শুনে তোর।।
গিরি বলে গুরুচাঁদ শোন রে বচন।
ফেরাতে নারিবি তুই আমার মরণ।।
যদি তোরে কোন দিন ভালবেসে থাকি।
তোরে যদি দাদা ব'লে প্রাণ দিয়ে ডাকি।।
তুই যদি দাদা ব'লে ডাকিয়ে থাকিস।
তোর তরে দিব প্রাণ নিশ্চিয় জানিস।।
এ গতি রোধিতে ভাই কভু না পারিবি।
কেন ভাই মিছিমিছি অনর্থ ঘটাবি।।
শেষের বিদায় ভাই মাগি এইবার।
এই দেখা শেষ দেখা হ'ল রে আমার।।
কৃপা করি দে বিদায় রে প্রাণের ভাই।

মনের আনন্দে আমি দেশে চলে যাই।।
এত বলি হরিচাঁদে স্মরিয়ে তখন।
শ্রীগুরুচাঁদের দেহে করে আলিঙ্গন।।
নিজ গৃহে চলি যায় বলে হরি হরি।
বলে বাবা হরিচাঁদ দেহ পদ - তরী।
উপনীত হয় গিয়ে আপন ভবন।
ডেকে বলে সবাকারে শুনহ বচন।।
বাঁচিয়ে না যেন আমি হেন মনে লয়।
হরিনাম করি মোরে শুনাও সবায়।।
এত শুনি আত্মবর্গ ছিল যারা যারা।
সবে এসে প্রেমভরে হরি বলে তারা।।
তিনদিন পরে করে গোলকে গমন।
হরি হরি বলি দেহ করিল পতন।।
নামে মত্ত হয়ে করে সে দেহ সৎকার।
শ্রীগুরুচাঁদের দেহে না রহিল জ্বর।।
প্রভু বলে হায় হায় কি করি এখন।
আমা লাগি গিরি দাদা ত্যজিল জীবন।।
মম দেহে নাই সেই সাংঘাতিক জ্বর।
তাহার কর্মেতে মম সুস্থ কলেবর।।
এহেন প্রাণের সাথী কেবা আছে আর।
শোধিতে পারে না কেহ এই ঋণ ধার।।
আমার লাগিয়ে গিরি ত্যজিল জীবন।
লক্ষ্মণ অধিক সেই স্নেহের ভাজন।।
স্বার্থত্যাগী অনুরাগী ভাবুক সুজন।
মম তরে দিলে প্রাণ ছাড়িল ভুবন।।
এহেন মহান ব্যক্তি কে দেখেছে কবে।
অপরের বিনিময়ে কেবা মরে ভবে।।
ক'রে গেল গিরি দাদা বিশ্বের কল্যাণ।
সর্বজীবে দেখাইল আত্ম বলিদান।।
পরম মহান এই মহা ভাগবত।
বুঝহ তাহার প্রাণ যত ভাগবত।।
কি দেখাইল মধুর শ্রেষ্ঠতর কর্ম্ম।
সমর্পিত দেহে - মন মর্মান্তিক মর্ম্ম।।
প্রকৃত প্রনয় কিম্বা ভালবাসা যাহা।
গিরিধর দেখাইল নিজে কির তাহা।।
কে আছে এমন ভবে দেখাতে প্রীরিতি
কোথা লাগে তার কাছে পুরুষ প্রকৃতি।।
ধন্য ধন্য বলি প্রভু করেন বিলাপ।
অন্তরে উল্লাস বাহিরেতে পায় তাপ।।
ক্রমে বহু ভক্ত ঠাঁই করেন প্রকাশ।
স্মরিয়ে তাহার গুণ করে হা-হুতাশ
এইরূপে মহাভাব প্রকাশ হইল।
সুভক্তি অন্তরে বিচরণ বিরচিল।।

☆☆☆☆

☆☆☆

গুরুচাঁদের সঙ্গে তারকচাঁদের বাক্যানুবাদ।

হরিচাঁদ লীলা সাঙ্গ করিলেন যবে।
আকুল হইয়া কাঁদে ভক্তগণ সবে।।
আহা প্রভু দয়াময় লুকালে কোথায়
মরমের ব্যথা আর জানাব কাহায়।।
তুমি অগতির গতি পরম কারণ।
ভকত - হৃদি -রঞ্জন বিপদ বারণ।।
তোমা বিনে এ জীবনে অন্য গতি নাই।
তোমা সম প্রাণ সখা কোথা গিয়ে পাই।।
অনলে পশিব কিম্বা গরল খাইব।
কিম্বা মোরা উদ্বন্ধনে জীবন ত্যজিব।।
এইমত কাঁদে যত ভকতের গণ।
আঁখি জলে সবাকার তিতিল বসন।।
হরিচাঁদ - বিরহেতে কাঁদিয়ে বেড়ায়।
আকুল হইয়া কে ধুলায় লোটায়।।
ছাড়িয়ে যাইতে যদি বাঞ্ছা ছিল মনে।
আমাদের মন-প্রাণ হ'রে নিলে কেনে।।
কা'র মুখে শুনিব সে মধুর কাহিনী।
শীতল করিবে কেবা বিদগ্ধ পরাণী।।
ভক্তগণে হেনভাবে করেন রোদন।
দেশে কি বিদেশে ভ্রমে বিষাদিত মন।।
একদিন ভাবিলেন তারক রসনা।
বহুদিন শ্রীধামেতে যাইতে পারি না।।
দেখিতে বাসনা চিতে প্রভু - গুরুচাঁদে।
স্মরি হরিচাঁদ রূপে মন দুঃখে কাঁদে।।
আর কি পাইবে সেই হৃদয় মাণিক।
কে আর বলিবেপুত্রসম প্রাণাধিক।।
এমত বলিতে গিয়ে কাঁদে উভরায়।
ক্ষণে ক্ষণে কবিগান গাহিয়ে বেড়ায়।।
কবিরাজপুরে যায় গাহিবারে গান।
হরিচাঁদ বলে সদা ব্যকুলিত প্রাণ।।
নিশিযোগে সে আসরে গাহিতেছে কবি।
প্রেমের পাথরে ভাসে সেই মহাকবি।।
গাহিছে বিরহ-গীতি শ্রীমতী রাধার।
অবিরত দু'নয়নে বহে অশ্রুধার।।

ডগমগ শ্রোতাবর্গ নাহি কোন রব।
প্রেমের পাথরে ভাসে দুঃখীতাপী সব।।
রূপচাঁদ নামে হয় ব্যক্তি একজন।
মদন নামেতে হয় তাহার নন্দন।।
দশ কিবা বর্ষ বার বয়স তাহার।
পিতার সম্মুখে বৈসে আনন্দ অপার।।
বড়ই সৌভাগ্যবান সেই সে বালক।
অপরূপ রূপ হেরি হৃদয় পুলক।।
মুষ্টী পরিমাণ যেন বিগ্রহ মুরতি।
তুলনা বিহীন রূপ মধুর আকৃতি।।
তারকের শিরোপরে করে ঝিকিমিকি।
বালক হেরিয়ে বলে ও বাবা ও কি।।
তার পিতা রূপচাঁদ দেখিতে না পায়।
চুপ ক'রে থাক্ বলি পুত্রকে সন্তায়।।
নীরবেতে রূপরাশি নেহারে বালক।
বুঝিতে না পারে শিশু অন্তরে পুলক।।
সেইভাবে নিশি গত হইল যখন
নিজ গৃহে সে বালক করিল গমন।।
গোছড় সেই তো যায় গরু বাঁধিবারে।
রসনার সনে দেখা পথের মাঝারে।।
চ'লেছেন রসরাজ ঝায়ি দিয়ে হাতে।
বালক জিজ্ঞাসা করে অতি হর্ষচিতে।।
একবার কৃপা করি কহ সরকার।
কেবা ছিল আপনার মস্তব উপর।।
মুষ্টি পরিমাণ সেই মুরতি সুন্দর।
কষিত কাঞ্চন যিনি রূপ মনোহর।।
কহ দেখি সরকার কেবা সে তোমার।
কেন বা বসিল তব মথার উপর।।
বালকের বাক্য শুনি কবি চুড়ামণি।
বিস্মিত হইয়া তথা বসিল অমনি।।
শিশুকে করিয়ে কোলে অশ্রু বিসর্জ্জন।
বলে বাপ কি ভারতী করালি শ্রবণ।।
কেবা রয় মম শিরে করিলি দর্শন।
কিছু নাহি জানি তাহা আমি অভাজন।।
তোর ভাগ্যবলে তুই দেখা পেলি তার।
বড়ই অভাগ্য আমি অতি দুরাচার।।
কিছুই না জানি বাপ কিবা তোরে কই।
তব অঙ্গ স্পর্শে আজ আমি ধন্য হই।।
এত বলি রসরাজ কাঁদে উভরায়।
হো-হো-হো হরি বলিতে মুখে না বুঝায়।।
বালকে লইয়ে ভাসে প্রেমের গোলায়।
তারকের কোলে শিশু কাঁদে উভরায়।।
হেনভাবে কিছুক্ষণ তথায় রহিল।
সন্তনা হইয়া দোহে স্বকার্য্যে চলিল।।
গান অন্তে তথা হ'তে বিদায় লইয়া।
উম্মনা ভাবেতে দেশে উদিল আসিয়া।।
কোনমতে শান্ত নহে তারকের প্রাণ।
অবশেষে শ্রীধামেতে করিল প্রয়াণ।।
ভক্তিভরে প্রণমিল গুরুচাঁদ - পায়।
গর্জন করিয়ে প্রভু তারকেরে কয়।।
আরে রে দুর্ম্মতি তুই কেন হেথা এলি।
কেন তুই এ ভাবেতে মোরে প্রণমিলি।।
তোদের ঠাকুর আর এখানেতে নাই।
যথায় আছেন তিনি চ'লে যা সে ঠাঁই।।
দুর হ'রে মুঢ়মতি সম্মুখ হইতে।
যা আছে আমার বুঝি আইলি লুটিতে।।
মন হতে মুছে ফেল সে সব ধারণা।
নিরস্ত থাকিতে বুঝি আমাকে দিবি না।।
সে কল্পনা একেবারে মুছে ফেলে দে।
কেবা তোর সে ঠাকুর খুঁজে গিয় নে।।
আমি বলি তোর হরি গিয়েছে চলিয়া।
তবু কেন হেথা তুই রহিলি বসিয়া।।
এইভাবে কটুবাক্য বাহিরে প্রকাশ।
তাহা শুনি তারকের প্রাণেতে উল্লাস।।
ধীরে ধীরে কহে বাণী অতি সুমধুর।
অন্য স্থানে যায় নাই আমার ঠাকুর।।
আমার ঠাকুর যিনি আছেন বর্ত্তমান।
এই দেহ সেই দেহ নহে ব্যবধান।।
গুরুচাঁদ বলে কোথা তোর সেই হরি।
তার ব'লেছে আমি সম্মুখে নেহারি।।
সম্মুখে র'য়েছে এই মুর্ত্তি হরিহর।
তুমি মম সেই হরি ব্রহ্ম পরাৎপর।।
তব মুখে না শুনিনু বুঝিয়েছি সব।
তুমিই জগত গুরু ভবাধি বন্ধব।।
যত তিরস্কার কর বুঝেছে তারক।
তুমি অগতির গতি ভব-নিস্তারক।।
তাহার প্রমাণ আমি পেয়েছি এখন।
মহাপ্রভু লীলা অন্ত করিল যখন।।
ভক্তগণে কাঁদে সবে আকুল হৃদয়।
শুণ্য থেকে শুণ্য বাণী কহে দয়াময়।।
আর না কাঁদিও যত ভকত নিচয়
গুরুচাঁদ দেহে আমি নিয়েছি আশ্রয়।।

শ্রীমুখের বাণী সেই কভু মিথ্যা নয়।
তব দেহে মম হরি কহিনু নিশ্চয়।।
সেই হেতু মম প্রতি কহ কটু বাণী।
ইহার স্বরূপ - তত্ত্ব আমি ভাল জানি।।
চিরদিন ভ্রাতৃভাবে ভাল বাসিয়েছ।
আজ দেখি পিতৃতুল্য গালি যে দিয়েছ।।
অদ্য কেন হেরি তব বিপরীত ভাব।
কেন প্রকাশিলে অদ্য প্রভুর স্বভাব।।
এ হেন স্বভাব তব না ছিল কখন।
কোথা পেলে বল তুমি এ সব লক্ষণ।।
কোথা পেলে এই যুক্তি গালি দিতে মোরে।
হরিচাঁদ বিনে শক্তি অন্যে নাহি ধরে।।
হরিচাঁদ মিশিয়েছে তোমার শরীরে।
প্রকাশ হইল মোর উপলক্ষ্য ক'রে।
বিশ্ববাসী সবে আসি পদানত হ'বে।
কত জন কত ভাবে আসিয়ে মিলিবে।।
সকলে বুঝিবে মোরা কার জন্য কাঁদি।
উড়িয়ে পড়িবে তারা এসে ওড়াকাঁদি।।
না জানি কত বিরক্তি সবাই করিবে।
অসহ্য বিরক্তিকত সহিতে হইবে।।
ঠাকুরের ন্যায় শেষে যাও পালাইয়া।
সেই আশঙ্কায় মোর ফেটে যায় হিয়া।।
আমার অন্তর মাঝে এই আকিঞ্চন।
বিশ্ববাসী সবে যেন পায় প্রেমধন
এত শুনি গুরুচাঁদ বলে হেসে হেসে।।
যা হবার হবে শেষে তুমি যাও দেশে।।
প্রভুবাক্যে রসরাজ বিদায় লইয়ে।
নিজবাসে চলি যায় আনন্দ লভিয়ে।।
কবিগান গেয়ে গেয়ে বেড়ায় আনন্দে।
গুরুচাঁদে ভাবি সদা রহে প্রেমানন্দে।।
প্রেমের আভাস অনুভাবে বোঝা যেত।
স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রু প্রকাশ পাইত।।
ধন্য শ্রীতারকচন্দ্র কবি রসরাজ।
হরিচাঁদ মুর্ত্তি গুরুচাঁদ অঙ্গমাঝ।
জানাইল সবাকারে নিজ সাধ্য বলে।
বিচরণ স্থান মাগে চরণ কমলে।।

*****

****

মহাপ্রভু গুরুচাঁদের মহাজনী বিস্তার

শ্রীধামেতে হ'ল পুর্ণচাঁদ পরকাশ।
ভকত - চকোর প্রাণে বাড়িল উল্লাস
পতিত পাবন নাম প্রকাশ করিতে।
একদা ঠাকুর ভাবে বসি বিরলেতে।।
এই জাতি নাহি জানে করিতে বাণিজ্য।
অর্থাভাবে কোন কিছু নাহি করে গ্রাহ্য।।
অতিদীন ভাবে করে জীবন যাপন।
না করিতে পারে কেহ অর্থ উপার্জন।।
অন্যান্য জাতিতে শুধু বাণিজ্য করিয়ে।
বহু ধন উপার্জন করে সুখী হ'য়ে।।
অতএব এ জাতিকে বাণিজ্য শিখাব।
নৌকা বানাইয়ে নিজে মহাজন হ'ব।।
কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা ঠাকুর করিল।
ক্রমে এসে মাঝিগণ একত্র হইল।
মহেশ ব্যাপারী হয় পরম বিশ্বাসী।
প্রেম -অনুরাগী হরি পদ - অভিলাষী।।
কানাই বিশ্বাস আর শ্রীনাথ বিশ্বাস।।
এ তিন পরম ভক্ত তালতলা বাস।
শ্রীগুরু চরণ বালা গুরুচাঁদ ঢালী।।
রামতনু হীরা আর পরিক্ষীত ঢালী।।
জগমোহন হীরা আর বংশী মহাভাগ।
ঠাকুরের প্রতি যার বাড়ে অনুরাগ।।
ভজরাম চৌধুরী ও দ্বিতীয় কানাই।
যজ্ঞেশ্বর দাস আর বিশ্বাস কোদাই।।
নীলমণি এল দাস মহিমা চরণ।
বিশুদ্ধ অন্তর বৈরাগী বৃন্দাবন।।
দুঃখীরাম বালা নামে নিজিড়ায় বাস।
ঠাকুরের তরী বায় পরম উল্লাস।।
ভুবন বিশ্বাস নামে সাচেদহ বাসী।
বেপারী হইল তিনি ওড়াকাঁদী আসি।।
হরচন্দ্র চৌধুরী শ্রীগোপাল বিশ্বাস।
সকলেই তরী বায় অন্তরে উল্লাস।।
সবার প্রধান হয় মহেশ ব্যাপারী।
আপনি শ্রীহরিচাঁদ যাহার কান্ডারী।।
অগ্রে গিয়ে হরিচাঁদ যে মাল কিনিত।
মহেশ ব্যাপারী গিয়ে নৌকায় পুরিত।।
সঙ্গে থেকে হরিচাঁদ বিক্রয় করিত।
মহেশ ব্যাপারী তাহা চাক্ষুষ দেখিত।।

মহেশের সঙ্গেযেন থাকে হরিচাঁদ।
মহেশের হৃদে তাহে বাড়িল আহ্লাদ।।
হয় নাই হবে নারে এমন ব্যাপারী।
হরিচাঁদ সনে কেলী দিবা-বিভাবরী।।
ধন্য তালতলা ধন্য ব্যাপারীর গণ।
মহেশ ব্যাপারী গুণে ধন্য সর্ব্বজন।।
ধান চাউল হরিদ্রা কলাই মুশুরী।
গোলা কিনিতেন কভু মহেশ ব্যাপারী।।
বহু অর্থলভ্য হ'ত বাড়িত সে ধন।
সন্তুষ্ট হ'তেন তাহে প্রাণ হরিধন।।
মাঝিগণ সবাকার আনন্দিত প্রাণ।
সকলেই জানে হরি স্বয়ং ভগবান।।
বহুদেশ দেশান্তর ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
সবাকেই নিসঙ্কটে রাখে দয়াময়।।
শিক্ষা দিতে তেজারতি সবে দয়াময়।
বাসিন্দা দোকান করেন ঘোনা পাড়ায়।।
কার্য্যদক্ষ শ্রীগুরুচরণ বালা তায়।
ভ্রাতুপুত্র কালিবালা কর্মচারী হয়।।
করিল দ্বিতীয় বাসা ভেড়ার বাজার।
শ্রীরামতনু বিশ্বাস মহুরী তাহার।।
কার্য্যদক্ষ হরিচন্দ্র চৌধুরী সুজন।
শ্রীরামকান্ত চৌধুরী প্রফুল্লিত মন।।
শ্রীগুরুচাঁদ ঢালী যে এল তার পরে।
সমপ্রাণ গুরুচাঁদ ভাবেন যাহারে।।
শ্রীপূর্ণ বিশ্বাস হয় তালতলা বাসী।
প্রথম যৌবন তার পরম উল্লাসী।।
বিপুল ভাবেতে তথা করে কারবার।
সকলেই করে কর্ম্ম আনন্দ অপার।।
তারাইল বাজারেতে তার বাসা হয়।
বহু দ্রব্য আমদানী করেন তথায়।।
তথাকার কার্য্যদক্ষ কাঙ্গালী ব্যাপারী।
প্রাণ দিয়ে করে কর্ম বহু শ্রম করি।
অন্য বাসা-ঘর করে আড়ুয়াকাঁদিতে।
কার্য্যদক্ষ সুধন্য ঠাকুর হন তাতে।।
বীরেশ্বর বিশ্বাস বেথুড়িয়ায় বাস।
লক্ষণ ঠাকুর আর শ্রীঈশ্বর দাস।।
শ্রীনীলকান্ত চৌধুরী গোপাল বিশ্বাস।
শ্রীমহেশ মাঝি সঙ্গে পরম উল্লাস।।
বিকি কিনি করে সদা আনন্দ হৃদয়।
এইভাবে গুরুচাঁদ ব্যবসা জানায়।।
কিভাবেতে হ'তে হয় ভবে লক্ষীবন্ত।।
শিক্ষা দিল সর্ব্বজীবে সত্যভামা কান্ত।
কি কৌশলে জীবগণ বাণিজ্য করিবে।।
কিভাবে ধনবান্ হ'তে পারে সবে।
শস্যহীনা বসুন্ধরা নেহারি নয়নে।।
জীবের উপায় প্রভু ভাবে মনে মনে।
জীবের মঙ্গল চিন্তা করি দয়াময়।।
নানাভাবে করিলেন সহজ উপায়।।
এ বাণিজ্য না জানিত নমঃশূদ্র গণ।
অন্যান্য জাতিতে ইহা করে সব্বক্ষণ।।
জমাজমি শুন্য হয় তবে সাহাজাতি।
ব্যবসায় করে তারা বিপুল সম্পত্তি।।
সর্ব্বসুখী হয় মাত্র ব্যবসা কারণ।
বাণিজ্যতে করে বহু ধন উপার্জন।
প্রভু গুরুচাঁদ হন্ সর্ব্বজাতীশ্বর।
জীবহিতে করেন মহাজনী বিস্তার।।
কে বুঝিবে এই তত্ত্ব কত মধুময়।
সর্বজীবে সম দয়া ঠাকুর হৃদয়।
ক্রমে ক্রমে বহুজনে বাণিজ্য শিখিল।
বাণিজ্য ব্যবসা লক্ষ্মী অনেকে বুঝিল।।
অনেকেই এ বাণিজ্য বুঝিল যখন।
প্রভু বলে সবে বুঝে দাও মম ধন।।
গৃহে গিয়ে সবে কর ধন উপার্জন।
অনেকে বুঝি এসে ব্যবসা কেমন।।
এত শুনি সর্ব্বজনে ধন বুঝে দিল।
গৃহে গিয়ে কোনজনে নৌকা বানাইল।
কেহ অন্য তহবিলে কর্মে হয় রত।
ধন উপার্যন করে যার যেই মত।।
রামতনু বিশ্বাস মহাৎ মহাশয়।
শ্রীধাম ওড়কাঁদীতে চাকরী করয়।।
ঠাকুরের নিজবাটী হ'লেন মহুরী।
কর্ম করে অনুক্ষণ বলে হরি হরি।।
কাহাকে বা গুরুচাঁদ দেন অনুমতি।।
বাণিজ্য করহ এবে হয়ে শুদ্ধমতি।।
সচ্চরিত্রধারী হ'য়ে হও সদাগর।
অট্টালিকা হবে তার বরেতে আমার।।
যেইজন কমি বেশী ওজন করিবে।
মুলধন হারা হবে কিছুই না রবে।।
সুক্ষ্ম পথে থেকে সুক্ষ্ম করিবে ওজন।
সকলের কাছে প্রিয় হ'বে সেইজন।।
সহরে ওজন সহী সর্ব্বদা রাখিবে।
সত্যভাষী হ'য়ে যেবা ধন উপার্জ্জিবে।।

পুরুষানুক্রমে তার ধন বৃদ্ধি হ'বে।
অভিমানী হ'লে ধন ক্রমে নাহি রবে।।
অপরের ধন কিছু না করিবে চুরি।
কারো সনে কভু নাহি কর বাটপারি।।
শুদ্ধচিত্তে শুচি ভাবে থাকিবে সতত।
সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে থাক ব্যবসাতে রত।।
তাতে লক্ষ্মী বশ হবে জানিও নিশ্চয়।
ব্যাভিচারী হলে তার ধন নাহি রয়।।
এখন বুঝিয়ে দেও আমার এ ধন।
নিজধন নিয়ে কর ধন উপার্জ্জন।।
এত শুনি বুঝি দিল প্রভুর সে ধন।
প্রেমানন্দে চলে সবে আপন ভবন।।
এইমত গুরুচাঁদ বুঝে নিল ধন।
কৃপা করি কাহারে বা করে মহাজন।।
গৃহে গিয়ে করে কেহ বিবিধ ব্যবসা।
নৌকা চালাইয়ে করে মহাজনী পেশা।।
মানসা করিয়ে যায় ব্যবসা করিতে।
প্রভুর কৃপায় পল বহু লভ্য তা'তে।।
পুন এসে প্রভুপদে করিয়ে জ্ঞাপন।
ঠাকুরের কাছে দেয় মানসিক ধন।।
পুন করে মানসী সে পুন এসে দেয়।
এরূপে সুলাভ প্রাপ্ত অনেকেই পায়।
ঠাকুরের কৃপাযোগে বহু বহুজন।
ক্রমে ক্রমে তারা সবে হয় মহাজন।।
নিদর্শন আছে তার অনেক গ্রামেতে।
অট্টালিকা প্রাপ্ত কেহ প্রভুর কৃপাতে।।
এমন পরম বন্ধু কেবা আর ভবে।
হাতে ধরি কর্ম শিক্ষা কে দিয়েছে কবে।।
কৃষিকর্ম বাণিজ্যাদি করিত আপনি।
গৃহধর্ম্ম শিক্ষা দেন গুরু গুণমণি।।
সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জগতে জানায়।
আপনি করিয়ে কর্ম শিখা'ল সবায়।।
জীবহিতে বহু কর্ম্ম আপনি করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

★★★★★
★★★

শ্রী শ্রীনাথের বিবাহ ও বিচরণের জন্য কথা

তালতলাবাসী রামনিকাশী বিশ্বাস।
দুই পুত্র পেয়ে তার পরম উল্লাস।।
সচ্চরিত্রধারি তিনি পরম সুজন।
গুরুচাঁদে প্রাণ মন ক'রেছেন অর্পণ।।
জ্যোষ্ঠ পুত্র শ্রীকানাই বিশ্বাস সুমতি।।
অতী সদ্জ্ঞানী হয় সরল - প্রকৃতি।।
কনিষ্ঠ শ্রীনাথ হয় অতি নিষ্ঠাবান।
কপটতা চতুরতা না জানে কখন।।
বিবাহ করেছে মাত্র কানাই বিশ্বাস।
শ্রীনাথে বিবাহ দিতে প্রবুরাভিলাষ।
প্রভু বলে শুন তুমি আমার বচন।
বাণিজ্য করিতে আর যেও না এখন।।
শ্রীনাথ ব'লেছে কে গৃহেতে থাকিব।
চরণ বন্দনা করি বাণিজ্য করিব।।
প্রভু বলে হয় তব যৌবন সময়।
পাত্রীকে রাখিতে নারি কত বড় দায়।।
সেই হেতু তোমার থাকিতে হ'বে ঘর।
বেঁধে রাখ মম নৌকা বচন আমার।।
শ্রীনাথ থাকে না ঘরে চলিল নৌকায়।
বাণিজ্য করিতে শ্রীনাথ পুনঃ যায়।।
পুনরায় এল ঘাটে প্রভু পুনঃ বলে।
নিশ্চয় মারিব তোরে নৌকা খুলে গেলে।।
অগত্যা থাকিতে হ'ল শ্রীধামে বসিয়া
গুরুচাঁদ কহে বাণী শ্রীনাথে চাহিয়া।।
কৃষ্ণপুরবাসী হয় বালা বংশজাত।
শ্রীঅক্রুর চন্দ্র বালা পরম ভকত।।
তাহার নন্দন হয় শ্রীউমাচরণ।
তোমা প্রতি তাহার যে একান্ত মনন।।
সলোকামণি নামিনী তাহার ভগিনী।
তোমা তরে রাখিয়েছি শুন মম বাণী।।
তোমাকে দিয়েছি ভগ্নি হইবে কৃতার্থ।
সাহায্য করিতে কিছু দিতে হবে অর্থ।।
শ্রীনাথ বলেছে বাণী প্রভুর সদন।
কেবা দিবে ক'ার ঠাঁই কেবা লবে পণ।।
ইহার তাৎপর্যার্থ বুঝিতে না পারি।
কোন পক্ষে কেবা কর্তানাপাই বিচারি।।
শ্রীউমাচরণ বালা দাঁড়িয়ে তথায়।
শ্রীনাথের বাক্য শুনি প্রফুল্লিত কায়।।
মনে ভাবে যেই মত ভগিনী আমার।
ঠাকুর রেখেছে বটে উপযুক্ত বর।।
প্রভু কয় শ্রীনাথের শুন বাছাধন।
আমিই করিব দান আমি লব পণ।।
শ্রীনাথ পড়িল বাঁধা প্রভুর বাক্যেতে।

তবুও শ্রীনাথ গেল বাণিজ্য করিতে।।
সুলভ্য হইল তার এ ক্ষ্যাপে প্রচুর।
পণের এ টাকা গুণে লইল ঠাকুর।।
পুন আজ্ঞা নাহি দেন খুলিতে তরণী।
শ্রীনাথের পানে চাহি বলে কটু বাণী।।
আমার ইচ্ছার পর করিস আঘাত।
সত্য কথা বল এবে আমার সাক্ষাৎ।।
রাখিবি কি না রাখিবি বচন আমার।
করিবি কি না করিবি বিবাহ এবার।।
অলঙ্ঘ্য আমার বাণী শোন্ দুরাত্মন্।।
কোথা পেলি হেন শক্তি করিতে লঙ্ঘন।।
প্রভুবাক্যে ভক্তবীর আবদ্ধ হইল।
ঠাকুরের আজ্ঞামতে বিবাহ করিল।।
দশদিন কোন মতে থাকিলেন ঘরে।।
পুনরায় চলি যায় বাণিজ্যের তরে।
এই ভাবে করে সদা ব্যাপার -বাণিজ্য।।
বিবাহ ক'রেছে বটে নাহি করে গ্রাহ্য।
বহুদিন চলি যায় নাহি স্পর্শে নারী।।
নারীর অন্তর বার্তা জানে মাত্র নারী।
বিধি নিয়োজিত কর্ম্ম হয়ে গেল শেষ।
সুযোগ্য বিবাহ করি চলিল বিদেশ।।
গৃহে এলে নাহি চায় রমণীর পানে।
পবিত্র স্বভাব নিয়ে রহে সর্ব্বক্ষণে।।
কিন্তু বড় দুঃখ তাহে রমণীর প্রাণে।
পতিসুখ না ঘটিল প্রথম যৌবনে।।
তুষানল সম সদা দহিত হৃদয়।
প্রকাশ করিতেন নারে লোকলজ্জা ভয়।
পিতৃগৃহে গিয়ে ধনী কাঁদে মন দুঃখে।
দুঃসহ যাতনা সেই রমণীর বুকে।।
বুঝিল কন্যার দুঃখ তাহার জননী।।
প্রবোধ দিতেন কত বলে মিষ্ট বাণী।।
এইভাবে বহুদিন গত হ'য়ে যায়।
তথাপি শ্রীনাথ কভু ফিরিয়ে না চায়।।
শ্রীউমাচরণ প্রতি বলে তার মাতা।
আয় দেখিবাছা ধন শোন এবে কথা।।
চর বাপ ওড়াকাঁদি ঠাকুরের ঠাঁই।
মরমের কথা আজ ঠাকুরে জানাই।।
তখনেই ওড়াকাঁদি করিল গমন।
গুরুচাঁদ পদে সবে করে নিবেদন।
আদ্যপান্ত সব কথা শুনিলেন ঠাকুর।
মিষ্ট বাক্য বলে কত মধুর মধুর।।
অতঃপর সবাকারে করিল বিদায়।
শ্রীনাথ আইল পরে আনন্দ হৃদয়।
প্রভু বলে এবে তুমি নৌকা ছেড়ে দাও।
মম বাক্যে গৃহে থেকে কর্ম করি খাও।।
শ্রীনাথ বুঝিতে পেল কারণ তাহার।
প্রভুর বাক্যেতে পরে করিল স্বীকার।।
নৌকায় না গেলে পুন থাকি নিজ ঘর।
প্রভুর অভিষ্ঠ হেতু করিল সংসার।।
গৃহ কর্ম্ম করে আর হরিনাম লয়।
সলোকামণির তাহে আনন্দ উদয়।
দিবসেতে গৃহকর্ম্ম করে সযতনে।
পতিপদ চিন্তে সদা আপনায় মনে।।
নিশিযোগে পতিপদ সেবিত কৌতুকে।
প্রেমভরে পতিপদ ধরিতেন বুকে।
শ্রীনাথ হইল মুগ্ধ নারীর সেবায়।
গৃহবাস করে বড় প্রফুল্ল হৃদয়।।
কিছুকাল মানন্দে অতীত হইল।
রমণীর স্বকামনা পুরণ করিল।।
একদিন কেঁদে কেঁদে ক'রেছেন কামনা।
নিজগুণে পুরাইও মনের বাসনা।।
পুত্রদান করিবারে যদি অভিলাষ।
হেন পুত্র দাও যেন হয় তব দাস।।
তোমার চরণতলে যেন পায় স্থান।
দিরদাস করি প্রভু রেখ সন্নিধান।
এমত প্রার্থনা করে মিলিয়ে দম্পতি।
দশমাস অন্তে এক জন্মিল সন্ততি।।
পুত্রমুখ দরশনে আনন্দ লভিল।
বিচরণ বলি নাম পুত্রের রাখিল।।
শুভদিনে শুভক্ষণে জন্মে বিচরণ।
শ্রীহরির প্রীতে হরিবল সর্বজন।।

****
***

যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের মানবলীলা সম্বরণ

যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের শুনহ কাহিনী।
মান্যমান্ হয় তিনি অতীব সদজ্ঞানী।।
মতুয়ার প্রতি ছিল প্রগাঢ় ভকতি।
অতুল ঐশ্বর্য্য তবু সরল প্রকৃতি।।
প্রকৃত মতুয়া বটে সেই যুধিষ্ঠির।
দয়ার্দ্র হৃদয়খানি অতীব সুস্থির।।
গুরুচাঁদ পদে ছিল একান্ত ভকতি।
অন্তরের ভাব সদা ছিল উর্দ্ধগতি।।

মতোগণে ভালবাসে ভাগবত বলি।
অঙ্গেতে মাখিত ম'তোদের পদধুলী।।
গোস্বামী শ্রীহীরামন কিম্বা সে তারক।
এ দোহাকে পেয়ে হত হৃদয় - পুলক।
রসনাতে ডাকিতেন জামাতা বলিয়ে।
রসনা পাইত শান্তি সে ডাক শুনিয়ে।।
প্রকৃত বৈষ্ণব ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত।
অন্তরঙ্গ পেলে হ'ত আনন্দে পুর্ণিত।।
মহানন্দে করে বাস আইচ পাড়ায়।
অন্তরেতে অনুক্ষণ হরিগুণ গায়।।
মাধুর্য অন্তরে লিপ্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ
হরিপ্রেমে মাতোয়ারা অন্তরে উল্লাস।।
তাহার ঘরণী হয় সাধনা নামিনী।
হীরামনে করে ভক্তি পিতৃতুল্য মানি।।
বৃদ্ধকালে যুধিষ্ঠির ব্যাধিযুক্ত হয়।
লীলাসাঙ্গ হবে তাহা বুঝিল হৃদয়।।
বিধির লিখন কেবা খন্ডাইতে পারে।
বড় সাধ হ'ল তারকেরে হেরিবারে।।
মনে ভাবে যদি মোর জামাতা আসিত।
বিদগ্ধ জীবন মম শীতল হইত।।
রজনী বিশ্বাস হয় সুযোগ্য নন্দন।
তাহাকে ডাকিয়া বলে শুন বাছাধন।।
জামাতাকে আনিবারে জয়পুরে যাও।
হেথা এনে রতনে আমারে দেখাও।।
আমার অবস্থা বল জামাতার কাছে।
তোমাকে হেরিতে মাত্র প্রাণবায়ু আছে।।
কৃপা করি একবার আসে যদি হেথা।
নেহারিলে দূরে যেত মরমের ব্যথা।।
এত শুনি শ্রীরজনী ব্যস্ত চিত্তে চলে।
চাল্না গ্রামেতে গিয়ে দেখে ভাগ্যবলে।।
মজুমদার বাড়ী বৈসে তারক রসনা।
চিত্ত স্থির নহে যেন হয়েছে উন্মনা
শুক্তা গ্রামে হইয়েছে কবির বায়না।
দোহারের গণ সবে ক'রেছে রওনা।।
দক্ষিণ দিকেতে চাহি মন উচাটন।
লক্ষ্মীপুর বাসী দিয়ে করেছে গমন।।
পশ্চিম দিকেতে যেন পদ নাহি চলে।
মনে যেন পড়ে সে আইচপাড়া বলে।।
চালনা গ্রামেতে গিয়ে বসিয়ে পড়িল।
হেনকালে শ্রীরজনী তথায় আইল।।
নেহারিয়ে শ্রীরজনী প্রফুল্ল হৃদয়।
আবেগ ভরেতে গিয়ে প্রণমিল পায়।।
বলে আপনাকে আমি আনিতে চ'লেছি।
ববার আসন্ন ভাব অন্তরে বুঝেছি।।
উচাটন মন প্রাণ আপনার তরে।
কৃপা করে যেতে হবে আমাদের ঘরে।।
আছে কিনা আছে বেঁচে আমার জনক।
মুহুর্মুহু বলে কোথা জামাতা তারক।
শুনিয়ে রসনা চলে ত্বরিত গমনে।
উপনীত হ'ন যুধিষ্ঠিরের ভবনে।।
দেখিলেন যুধিষ্ঠির র'য়েছে শয্যায়।
নয়নে বহিছে ধারা বরিষাও প্রায়।।
ক্ষণে ক্ষণে থেকে মারে অঙ্গ ঝাঁকি।
তারক তারক বলে মুদিয়ে দু'আঁখি।।
রসনা ব'লেছে আমি আসিয়াছি এই।
বলুনেবে আপনার মনোকথা যেই।।
এত যদি বলে বাণী রসনা তারক।
বাবা আসিয়েছে বলি হৃদয় পুলক।।
পুন সকাতরে বলে এসেছে জামাত।
পালন করিতে হবে শেষের এ কথা।
জীবনান্ত কাল মম হ'য়েছে উদয়।
এই বার পদতরী দেহত আমায়।
তারক ব'লেছে ইহা সম্ভব না হয়।
জামাতা বলিয়ে মোরে ডাকেন সবায়।।
আমিও শ্বশুর জ্ঞানে ভাবি আপনাকে।
বিপদে ফেলেন কেন এ দীন তারকে।।
যুধিষ্ঠির বলে বাপ শুনহ বচন।
জামাতা বলিয়ে তোমা ডাকি যে কারণ।।
যেমত মায়ের বাক্যে যত শিশুগণ।
পিতাকে জামাতা করে মায়ের বচন।।
সেইমতে তোমাকে যে ডাকি চিরদিন।
পুত্রস্থানীয় আমি অতি দীনহীন।।
জামাতা নহে বটে তুমি মম পিতা।
শেষের মিনতি রাখ এই শেষ কথা।।
যদি নাহি দিবে শিরে রাতুল চরণ।
বিফল হইল এই জনম ধারণ।।
ভজন বিহীন যদি কারো পুত্র হয়।
তা হলে কি পিতা মাতা দুরে ফেলে দেয়।।
তাই বুঝি নিষ্ঠুরতা ক'রেছে প্রকাশ।
এতবলি যুধিষ্ঠির ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।।
তারক রসনা অদ্য প'ড়েছে বিপদে।
আন্তরিক শক্তি দিয়ে ডাকে হরিচাঁদে।।

বাবা হরিচাঁদ বলি ডাকিল যখন।
সুমেরুর চুড়া যেন হইল পতন।।
হরিগুরুচাঁদ স্মরি দিল শ্রীচরণ।
সেই ক্ষণে যুধিষ্ঠির ত্যাজিল জীবন।।
অকস্মাৎ শুণ্য মার্গে হেন জয়ধ্বনি।
তারক বলেছে সবে দাও হুলুধ্বনি।।
রমণীর গণ সবে হুলুধ্বনি দিল।
তারক বলে'ছে তিনি বৈকুণ্ঠে চলিল।।
এই ভাবে যুধিষ্ঠির জীবন ত্যজিল।
তারক রসনা প্রীতি হরি হরি বল।।

☆☆☆

গুরুচাঁদের অর্থদান

শ্রীহরির লীলা সাঙ্গে বিষাদিত ময়।
মহামারি দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়।
অন্নভাবে বহুলোক নানা দুঃখ পায়।
জীবন বাচাতে নারে করে হায় হায়।।
পুত্র কন্যা প্রাণে মরে বড়ই দুর্দ্দশা।
অনেকেই ছেড়ে দিল জীবনের আশা।।
সবে ভাবে কি করিব নাহিক উপায়।
এই বার পুত্র কন্যা মরিবে নিশ্চয়।।
অতএব সবে মিলে বসি এক ঠাঁই
বলে ভাই কি প্রকারে জীবন বাঁচাই।।
কেহ বলে শুন ভাই মম কথা লও।
ঠাকুরের নিকটেতে এ দুঃখ জানাও।।
কেহ বলে এই বাক্য শোভে না কখন।
কভু না পারিব তথা করিতে গমন।।
ঠাকুরের বিরুদ্ধেতে আছি সর্ব্বক্ষণ।
না করিবে আমাদের সাহায্য কখন।
অসম্ভব কথা কভু প্রাণে না যায়।
নিশ্চয় মরিতে হবে জানিও সবায়।।
কেহ বলে জানাইব শশীবাবু পাশ।
নিশ্চয় পারেন তিনি পুরাতে এই আশ।।
ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র অতি দয়াবান্।
পরদুঃখে সে বাবুর কেঁদে উঠে প্রাণ।।
জানাইয়ে দেখি অগ্রে কিবা করে তিনি।
পরেতে করিব যাহা ভাল মনে গণি।।
এই মত পরামর্শ করিয়ে সবায়।
ঠাকুরের বাটী সবে হইল উদয়।।
শ্রীশ্রীশশীবাবুর পদে করে নিবেদন।
সাহায্য না পেলে মোরা ত্যাজিব জীবন।।
তিনি বলে আমি কিবা করিব এখন।
কি দিয়ে সাহায্য করি নাই হেন ধন।।
কেহ কেহ বলে মোরা গৃহেতে না যাব।
আপনার সম্মুখেতে জীবন ত্যজিব।।
এতেক বলিয়ে কেহ কাঁদিতে লাগিল।
মিষ্টবাক্যে শশীবাবু সবাকে বলিল।।
স্থির হ'য়ে শুন এবে আমার বচন।
বাবার নিকট গিয়ে কহ সর্বজন।।
আমি নাহে এষ্টেটের ধারি কোন ধার।
কেমনেতে নাশিব বল এ দুঃখ সবার।।
বাবা যদি দয়া করে পাইবা নিস্তার
আমা দ্বারা এই কর্ম্ম হ'বে না উদ্ধার।
এমত নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়ে তখন।
হতাশ প্রাণেতে তথা রহে সর্ব্বজন।।
কেহ বলে নাহি পারি ঠাকুরে বলিতে।
বিদ্বেষি রয়েছি তাই শঙ্কা হয় চিতে।।
আপনার কৃপা বিনে নাহিক উপায়।
বিপদে করুণ রক্ষা ধরি ওই পায়।।
বাবু বলে সর্ব্বজনা সুস্থ কর মন।
গৃহে গিয়ে কর এক সভা আয়োজন।।
ঠাকুরের ঠাঁই এসে ক'র নিমন্ত্রণ।
কৃপা করি যেতে হবে মোদের ভবন।।
আপনার সেবা দিতে করেছি মনন।
গ্রাহ্য করিবেন পিতা সেই নিমন্ত্রণ।।
ঠাকুর যাইবে সবে একত্রিত হ'বে।
তা হইলে তোমাদের অভীষ্ট পুরিবে।।
শুনিয়ে প্রবোধ বাণী সন্তুষ্ট হইল।
বড় আশা বুকে লয়ে গৃহেতে চলিল।।
গৃহে গিয়ে সেই কথা সবাকে জানায়।
সভা করিবার তরে করিলেন সায়।।
পাঠাইল ঠাকুরে করিতে নিমন্ত্রণ।
গ্রাহ্য করিলেন তাহা বিপদ ভঞ্জন।।
পরে গিয়ে মহাপ্রভু করেন ভোজন।
সহসা করিল তথা সভা আয়োজন।
সভায় বসিল পরে প্রভু গুরুচাঁদ।
জানাইল সবাকার প্রাণের বিষাদ।।
অন্নভাবে দুঃখ পাই আমরা সকলে।
আপনি কি সুখী হন আমরা মরিলে।।
চৌধুরীদের বাটি এই সভা আয়োজন।
এক কথা সবে এসে করে নিবেদন।।
অর্থদান করি প্রভু বাঁচান এবার।

নইলে বলিবে কেবা দয়ালাবতার।।
চারিদিকে হ'তে সবে করে সানুনয়।
আপনার কৃপা বিনে নাহিক উপায়।।
প্রভু বলে গুরুভার কেমনে বহিব।
অসাধ্য সাধন ইহা বহিতে নারিব।।
অন্যস্থান হ'তে অর্থ করহ যোগার।
তাই দিয়ে পুত্র কন্যা বাঁচাও সবার।।
শুনিয়ে নিষ্ঠুর বাণী ব্যথিত হইল।
প্রাণের দায়েতে সবে বলিতে লাগিল।।
অর্থ না করিলে দান অনর্থ ঘটা'ব।
আপনার সম্মুখেতে সবাই মরিব।।
এত শুনি মহাপ্রভু সকল বুঝিল।
কি করা কর্ত্তব্য তাহা ভাবিতে লাগিল।।
কিছু পরে গুরুচাঁদ বলেন বচন।
সত্বরে শশীকে গিয়ে আন একজন।।
ঠাকুরের বাক্য শুনি পরম উল্লাসে
উপনীত হয় কেহ শশীবাবু পাশে।।
জানাইল ঠাকুরের দয়ার এ বাণী।
ব্যস্ত হ'য়ে শশীবাবু এলেন তখনি।।
মহাপ্রভু বলে শশী কি করি এখন।
আমার নিকট অর্থ চাহে সর্ব্বজন।।
দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে বাঁচিতে না পারে।
সবে মিলে বারে বারে বলেছে কাতরে।।
কি করা কর্ত্তব্য এবে দেখহ ভাবিয়া।
আমি কিছু নাহি পাই প্রাণেতে চিন্তিয়ে।।
পিতার বাক্যেতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তর।
করিতে হইবে পিতা সবাকে উদ্ধার।।
অন্নাভাবে যদি সবে জীবন ত্যজিবে।
দয়াময় বলে তবে কাহারা জানিবে।।
ঠাকুরের পুত্র মোর কে বলিবে আর।
আপনার বৃথা নাম দয়ারাবতার।।
নাম কীর্ত্তি সুযশাদি এদের লইয়া।
সবারে বাঁচাতে হবে দয়া প্রকাশিয়ে।
শুনিয়ে পুত্রের বাণী আনন্দ অন্তরে।।
অভয় প্রদান করিলেন সবাকারে।
প্রভুর বাক্যেতে সবে আশ্বস্ত হইল।
মৃতদেহে যেন পুনর্জ্জীবন লভিল।

****
***

দরিদ্রতা মোচন

অতঃপরে দয়াময় লইয়ে নিজ তনয়
উপনীত আপন ভবন।
গ্রাম্য লোক যত ছিল সবে হরষিত হ'ল
মৃতদেহে পাইল জীবন।।
ক্ষণ পরে সবে মিলি মহে হ'য়ে কুতুহলী
অর্থ পাশে উপনীত হয়।
প্রভুর নিকটে গিয়ে চরণে প্রমাণ হ'য়ে
প্রভুমুখ পানে চেয়ে রয়।।
উপনীত সর্ব্বজন ভাবিছে মনে মন
কতক্ষণে এ অর্থ পাইব।
কখন বা গৃহে গিয়ে তন্ডুল কিনিয়ে নিয়ে
পুত্রকন্যা সবে খেতে দিব।।
এমত চিন্তিয়ে সবে রহে বসি মৌনভাবে
গুরুচাঁদ দয়া প্রকাশিল
অন্নভাবে ঘুচাইতে সার্থকতা প্রকাশিতে
অর্থদান আরম্ভ করিল।।
অর্থদানে তিনজন সমাধিলদশাদনে
অষ্টাদশ গ্রাম্য লোকে নিল।
অর্পণ হ'ল অজস্র উনবিংশতি সহস্র
গণনায় নির্দ্ধার্য্য হইল।।
যার যে অভাব ছিল সবে তাহা পরাইল
নিয়ে ঠাকুরের ধন।
শুনহে অপূর্ব্ব ভাষা দানিলেন শুধু পয়সা
গায়ে গায়ে ছিল সম্মিলন।।
যেবালি পঞ্চশত তার হ'ল উদবর্ত্ত
পাঁচ টাকা গণে দেখা গেল।
বহুদিনের এই ধন গায়ে গায়ে সম্মিলন
প্রহার করিয়ে ছড়াইল।।
যার যাহা প্রয়োজন মত নিল সেই ধন
সবাকার ঘুচায় অনর্থ।
কেহ বহু দিন পরে অতীব আনন্দভরে
এনে দিল ঠাকুরের অর্থ।।
যার প্রয়োজন যাহা সেজন লইয়ে তাহা
দিল আনি প্রভুর গোচরে।
যেবা যাহা গেল দিয়ে ঠাকুর রাখিল নিয়ে
যতন করিয়ে তাহা ঘরে।।
এইমত মৃত প্রাণ বাঁচাইল গুরুচাঁদ
হেন বন্ধু কেবা আছে ভবে।
মায়াপাশে হ'য়ে বদ্ধ চিনিতে হ'ল অসাধ্য

পরে শুধু সংসার-গৌরবে।।
বিপদের বন্ধু যিনি গুরুচাঁদ গুনমনি
বিপদ করিল নিবারণ।
ত্যাজিয়ে সংসার নিত্য দূরে রাখ আত্ম-স্বার্থ
শ্রীচরণে লওরে স্মরণ

শ্রীশশীভুষন ঠাকুরের কলিকাতা গমন

বিদ্যাভ্যাস ক'রেছেন শ্রীশশীভুষণ।
বহুস্থানে ভ্রমিলেন চাকুরির কারণ।।
জাতিগত হিসাবেতে চাকুরী না পায়।
মনক্ষুন্নে গৃহে ফিরে এল পুনরায়।।
ঠাকুরের সকাশেতে সব নিবেদিল।
আবেগ ভরেতে বাণী কতই বলিল।।
বলে তাত বহু দুঃখ নানাস্থানে পাই।
চাকুরীর হেতু আমি নাই পাইনু ঠাঁই।
নমঃশূদ্র ব'লে কেহ নাহি করেগ্রাহ্য।
এ যাতনা মরমেতে বড়ই অসহ্য।।
কেন আমি জন্মিলাম নমঃশুদ্র কুলে।
কেন আমি হইলাম আপনার ছেলে।।
এই বাধা ভেঙ্গে যদি নাহি দেওয়া যায়।
নিশ্চয় ছাড়িব আমি এ নশ্বর কায়।।
পুত্রের আবেগ বাণী শুণে গুরুচাঁদ।।
অন্তরেতে পাইল পরম আহ্লাদ।।
প্রভু বলে পার যদি বাধা ভেগে দিতে।
বড়ই সন্তোষ হইব তাহাতে।।
জাতিবাধা ভেঙ্গে দিতে দিলাম আদেশ।
কর্ম্ম সাধি অগ্রগণ্য হও সর্বদেশ।।
তোমা যদি করে দয়া শ্রীহরি ঠাকুর।
সবা ঠাঁই সমাদর পাইবা প্রচুর।।
তোমা হইতে যদি ইহা সুসম্পন্ন হয়।
তবে ত হইবে মম আনন্দ উদয়।।
পিতৃপদে শশীবাবু প্রণাম করিয়ে।
শ্রীহরি বলিয়ে উঠে অঙ্গ ঝাড়া দিয়ে।
পদধুলি নিয়ে শিরে মম প্রফুল্লিত।
প্রভু বলে কলিকাতা যাও হে ত্বরিত।।
সেথায় পাইবে দেখা মানব-রতন।
তার সনে এই কথা কর আলাপন।।
সেজন হইতে হবে বাসনা পুরণ।
অতএব সত্বরেতে করহ গমন।।
কলিকাতা উপনীত শ্রশশী ভুষণ।
সি,এস, ডক্টর সনে দরশন।।
আপনার মনকথা জ্ঞাপন করিল।
সি,এস, ডক্টর মিড বাবুকে বলিল।
বিস্তারিত সব কথা কহ বাছাধন।
কি দুঃখেতে পাও তুমি এহেন বেদন।।
শশীবাবু বলে মোরা নমঃশুদ্র জাতি।
ঠাকুর বলিয় হয় মম বংশখ্যাতি
পঞ্চবিংশ লক্ষ হয় গণনায় এবে।
বহুজন অশিক্ষিত শিক্ষার অভাবে
শুদ্ধ শান্ত সদাচারে কোন ত্রুটি নাই।
ব্রাহ্মণের যে পদ্ধতি আমাদের তাই।।
শুধু মাত্র অভাব যে আছে বিধ্যাধনে।
অন্য জাতি হ'তে নুন্য নহে ধনে জনে।।
সাব রেজিষ্টার হ'তে আশা ছিল মনে।
দরখাস্ত করিয়াছি ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানে।।
অদ্যবধি তার কোন না পাই সংবাদ।
তাহাতে হৃদয় মাঝে বড়ই বিষাদ।।
এই হেতু আপনার সমীপে জানাই।
উপকৃত হ'ব বলে মনে আশা তাই।।
শুনিয়ে ডক্টর মিড শুধায় তখন।
জিজ্ঞাসি তোমার পাশে শুন বাচাধন।।
কিবা কর্ম করে তব স্বজাতির গণ।
কি প্রকারে করে তারা জীবন যাপন।।
কি ব্যবসা আছে তব জাতির মাঝারে
কোন কোন নিয়মে জীবিকা রক্ষা করে।।
শশীবাবু বলে স্যার স্বজাতির মাঝে
বহু সংখ্যা লোক সদা থাকে কৃষি কাজে।।
অল্প সংখ্যা ব্যবসাদি করে কোন মতে।
ধার্ম্মিক বা নিষ্ঠাবান আছে শত শতে।।
ঈশ্বরের প্রতি হয় ভকতি প্রচুর।
হরি নাম করে তারা মধুর মধুর।।
বর্ত্তমান কিছু লোক বিদ্যাভাস করি।
নানাস্থানে ভ্রমিতেছে পাইতে চাকুরী।।
আপনার সানুগ্রহ পাইব ভাবিয়া।
মনদুঃখ বলিলাম সব বিবরিয়া।।
মিড বলে শুন বাপু কোন দেশে ঘর।
কহ দেখিবাছাধন কি নাম তোমার।।
শশীবাবু বলে বাস ফরিদপুরেতে।

ওড়াকাঁদী গ্রামে জন্ম ঠাকুর বংশেতে।।
মম নাম হয় স্যার শ্রশশী ভুষণ।
দ্বিজ নমঃশুদ্রকুলে জনম গ্রহণ।।
যদি অনুগ্রহ হয় চলুন এবার।
দেখাব শ্রীগুরুচাঁদ জনক আমার।।
মিড বলে যাব আমি সে ফরিদপুর।
সে স্থানে আসিবেন লাট বাহাদুর।।
তথা গিয়ে মম সনে করিও সাক্ষাৎ
না পারিনু দিতে এ উত্তর হঠাৎ।।
যাহা হয় সেই দিন বলিব তোমায়।
চিন্তিয়ে দেখিব আমি আপন হৃদয়।।
মিডের সকাশে হেন পাইয়ে আশ্বাস।
আইলেন নিজ গৃহে মনেতে উল্লাস।।
পিতার সকাশে সব জ্ঞাপন করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

*****

****

চাকরী নির্ণয়

অতপর শুন সবে হ'য়ে এক মন।
যে ভাবে চাকরী প্রাপ্ত নমঃশুদ্র গণ।।
শ্রীশশীভুষণ করে পথ পরিস্কার।
ভেঙ্গে দিল চাকরীর অবরুদ্ধ দ্বার।।
শুনিলেন আসিবেন লাট্ বাহাদুর।
প্রফুল্লিত হ'য়ে চলে সে ফরিদপুর।।
ডাক্তার সি এস মিড করে অন্বেষণ।
ম্যাজিষ্ট্রেট সনে হয় তথা দরশন।।
স্বীয় আবেদন তথা করিলেন ব্যক্ত।
তাহাতে সাহেব কিছু হলেন বিরক্ত।।
বলে তব এ চাকরী দিতে নারি আমি।
তোমার নিজের চেষ্টা কর গিয়ে তুমি।।
এমত নিষ্ঠুর বাণী করিয়ে শ্রবণ।।
আপনার পূর্ব্বকথা হইল স্মরণ।।
তথা হতে চলে যায় অতি ক্ষুন্নমনে।
পথি মধ্যে দরশন হ'ল মিড্ সনে।।
মিড বলে বল আমি এবে কি করিব।
তোমার চাকরী আমি কেমনে দানিব।
এত শুনি শশীবাবু মর্ম্মাহত চিতে।
কর্ত্তব্য বুঝিতে নারি এলেন গৃহতে।।
মৌনভাবে থাকে সদা চিন্তিত -হৃদয়।
কি করা উচিত তাহা ভাবিয়ে না পায়।।
কিছু দিন পরে মিড্ ওড়াকাঁদী এল।
লঞ্চ হেরি শশীবাবু মনেতে চিন্তিল।
মনে ভাবে এই বুঝি ম্যাজিষ্ট্রেট এল।
ব্যস্ত হ'য়ে ভৃত্য ল'য়ে নৌকাতে চলিল।।
লঞ্চ মাঝে হেরিলেন মিড্‌কে তখন।
মিড়ে নমস্কার করি ব'লেছে বচন।।
আমাদের ঘাটে যেতে হবে আপনার।
মিড্ বলে যাব আমি ভীষ্ম বাবু ঘর।।
ফিরিবার কালে তব এ কথা রাখিব।
এবে হাম তব বাক্য রাখিতে নারিব।।
এত বলি লঞ্চ গেল ভীষ্ম বাবু গাটে।
ক্ষণ পরে সেই লঞ্চ ফিরে এল বটে।।
মিড গিয়ে বসিলেন ঠাকুর নিকটে।
সম্মান লভিল মিড্ অতি অকপটে।।
ঠাকুরের পানে চাহি সে মিড তখন।
অনিমেষ নেত্রে করে রূপ দরশন।।
মনে ভাবে এই নর সামান্য ত নয়।
ক্ষণজন্মা হ'বে ইনি হেন মনে লয়।।
এত ভাবি ধর্ম্মকথা করে আলাপন।
মধুর মধুর ভাব হইল তখন।।
পরাজয় মাগে মিড্ ঠাকুরের ঠাঁই।
বলে আমি হেন তত্ত্ব কভু শুনি নাই।
আপনি যে ভাগবতবক্তা মহাজন।
আর এক কথা আমি করি নিবেদন।।
সম্মুখেতে হেরি এই কাহার মুরতি।
কেন বা এত যত্নেতে করেছেন স্থিতি।।
ঠাকুর বলেন মিড্ শুনহে বচন।
শারদীয় দুর্গামুর্ত্তি মন্দিরে স্থাপন।
মিড বলে এই পূজা করিলে কি হয়।
প্রভু বলে ধনে বংশে লক্ষ্মী বৃদ্ধি পায়।।
সর্ব্ব দুঃখ দুরে যায় নিলে দুর্গা নাম।
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয় পুরে মনস্কাম।।
মিড বলে এত হেরি মুরতি মৃন্ময়।
ইহাকে পুজিলে জীবে কি বা ফল পায়।
ঠাকুর বলেন কিসে জন্মিবে প্রত্যয়।
মিড্ বলে যদি এর মুরতি মৃন্ময়।।
জলধারা বহে দেখ দেবীর নয়নে।
পুজক ব্রাহ্মণ চন্ডি পাঠে সযতনে।।
ঝর ঝর ঝরে বারি দেবীর নয়নে।
নেহারিয়ে সেই মিড হইল বিস্ময়
ঠাকুরের নেহারে পুন দেবী পানে চায়।
কপট করিয়া মিড বলে কই কই।।

ঠাকুর বলেন সত্য চেয়ে দেখ অই।
হৃদয়ের বেগ মিড থামাতে না পারে।।
বিন্দু বিন্দু বারিধারা পড়ে বক্ষঃপরে।
মিড্ বলে কে আপনি দেন পরিচয়।।
প্রভু বলে আমি হরিচাঁদের তনয়।
প্রভু সকশে মিড পরাজিত হ'ল।।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতি হরি হরি বল।

চাকরী উপলক্ষ্যে মিডের বাণী

সেই মিড মহাজন বলে কত সুচবন
বড় সুখী হইয়াছি আমি।
শশী মম ভ্রাতৃসম নাহি তার ব্যতিক্রম
বুঝিনু আপনি বিশ্বস্বামী।।
এত বলি সকাতরে বলে কথা ধীরে ধীরে
আপনার চরণে জানাই
আমি হই রাজবংশ খৃষ্টকুলে অবতংস
আপনাকে জল দিতে চাই।।
শুনিয়ে মিডের বাণী গুরুচাঁদ গুণমণি
বলে শুন তোমাকে শুধাই
ইংরাজী পড়েছে শশী জলে কি আর ভয় বাসি
প্রকারেতে শশী তব ভাই।
শশী যদি জল দেয় তাতে কি আর বাকি রয়
যত দিবে তত খেতে পারি।
জীবনান্ত হবে যবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবে
মুখেতে বলিবে হরি হরি।।
বেদমন্ত্র পাঠ করি নিত্য নিত্য দিবে বারি
আমি কি তা না খেয়ে পারিব।
একাদশ দিনে গিয়া করিবেক বেদক্রিয়া
তা'তে কি উদ্ধার না হইব।।
শুনি ঠাকুরের বাণী সেই মিড গুণমনি
বলে আমি মাগি পরিহার।
যত কথা বলিলাম আঁখিতে না পারিলাম
বুঝিনু আপনি সর্ববসার।
শুনে আপনার ভাষ হৃদে যাগে প্রেমোচ্ছাস
অন্তরেতে পাই বড় শান্তি।
দেখিনু বিচার করি আপনি ভুভারহারী
এতক্ষণে গেল মম ভ্রান্তি
শশীর চাকরী তরে প্রাণপণ চেষ্টা করে
দেখে ল'ব করি অন্বেষণ।
আমার সঙ্গেতে এসে চল শশী যাই তবে
চাকরি করিব নির্দ্ধারণ।।
এমত শুনিয়া বাণী গুরুচাঁদ গণমনি
আপনার পুত্রকে শুধায়।
মিডের ভোজের তরে ওহে শশী যত্ন ক'রে
আয়োজন করহে ত্বরায়।।
শশীবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন ধীরে ধীরে
আমি যাহা ক'রেছি যোগার।
লঞ্চেতে দিয়েছি সব মিড হ'ল পরাভব
সে কারণ চিন্তিত অন্তর।।
অপরেতে লঞ্চে গিয়ে সে মিড হরিষ হ'য়ে
ভোজন করিল অতঃপর।
পুন এসে প্রভু স্থানে বসিলেন হর্ষ মনে
পুনরায় বলে বার বার।।
আসিবেন লাট তথা শুনুন হে সে বারতা
বহুলোক হ'বে আগমন।
ম্যাজিষ্ট্রেট আদি করি লোক যত সরকারী
একঠাই হইবে মিলন।।
তাদের নিকট হ'তে জেনে ল'ব ভাল মতে
শেষে তাহা করিব বাহির।
করিলাম অঙ্গীকার অন্যথা না হবে আর
চাকরী করিয়া দিব স্থির।।
এত বলি তথা হ'তে চলে মিড হরষিতে
পুন বন্দি প্রভুর চরণ।
ভেঙ্গে অবরুদ্ধ-দ্বার করিতে স্বফুলুদ্ধার
ঠাকুরের একান্ত মনন।

✪✪✪✪✪

শশীবাবুর ফরিদপুরে গমন ও চাকরি প্রাপ্ত

অতঃপর চলে মিড সে ফরিদপুরে।
লাট আগম করে দুইদিন পরে।।
ফুলার নামেতে যিনি ছোট লাট হয়।
তিনি ও তথায় এসে হইল উদয়।।
যথা কালে শশী বাবু করেন গমন।
অগ্রভাগে মিড সনে হ'ল দরশন।।
মিড বলে শুন শশী আমার বচন।
মানপত্র দিতে হবে শুন বাছাধন।।

তোমাদের দেশে যত নমঃশুদ্রগণ।
ভদ্রাভদ্র দেখি পত্র করহ প্রেরণ।।
ঠাকুরের কাছে তুমি সংবাদ জানাও।
আগামী কালেতে তুমি কলিকাতা যাও।।
স্বর্ণাক্ষর ছাপি আন এ অভিনন্দন।
না করি বিলম্ব এবে করহ গমন।।
এত শুনি শশী বাবু হরিষ অন্তর।
আজ্ঞামতে কর্ম্ম করে মিড বারাবর।।
হেরিয়ে অভিনন্দন মিড গুণমনি।
বলে শশী তুমি ধন্য তোমাকে বাখানি।।
এদিকে সংবাদ পত্র পাইয়ে ঠাকুর।
যত ভদ্র নমঃশুদ্র জুটিল প্রচুর।
কুমুদ মল্লিক বাবু বালা শ্রীতারিণী।
জ্যোৎকুরাবাসী বাবু রাধানাথ যিনি।।
দারোগা মোহনলাল শ্রীচন্ডী চরণ।
শ্রীচন্দ্র মল্লিক আদি ভদ্র ব্যক্তিগণ।।
এইমত বহু ভদ্র সঙ্গেতে গমন।
মিডের সংহতি করে লাট দরশন।।
সবে মিল উপনীত লাট দরবারে
বসিলেন সভামাঝে হরিষ অন্তরে।।
অভ্যর্থনা -পত্র শশী লইয়া করেতে।
সভাস্থলে করে পাঠ আনন্দিত চিতে
সকলেই মন দিয়ে শুনি সেই পাঠ।
বড়ই সন্তোষ লাভ করেছোট লাট।।
মিড পাশে জিজ্ঞাসেন লাট মহামতি।
বলুন এসব ভদ্র হয় কোন্ জাতি।।
লাটের সকাশে মিড বলে ধীরে ধীরে।
নমঃশুদ্র জাতি ব'লে ব্যাকত সংসারে।।
ভদ্র নমঃশুদ্র মিষ্টাভাষী সদা হয়।
রাজার -হিতৈষী বড়ইহার সবায়।।
ওড়াকাঁদী বাসী গুরুচাঁদের নন্দন।
শ্রীমানের নাম হয় শ্রীশশী ভুষণ।।
আপ্যায়িত হ'য়েছি এদের ব্যবহারে।
ঐশ্বরীয় শক্তি যে ইহার পিতা ধরে।।
ঠাকুর বলিয়া হয় তাহার আখ্যান।
রাজতুল্য ব্যক্তি তিনি মহা মান্যমান।।
সুক্ষন সনাতন ধর্ম্ম করেন পালন।
অগণিত ভক্তবৃন্দ করিনু শ্রবণ।।
তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র এই শ্রীশশীভূষণ।
সাবরেজিষ্টার হ'ত্তে করে আবেদন।।
বহুদিন পূর্বে পিটিসন্ সে দিয়েছে।
উত্তর নাহিক পেয়ে ব্যথিত হ'য়েছে।।
কেন নাহি পায় তার সরল উত্তর।
চাকরী পাবে না কেন এ কি ব্যবহার।।
আপনার কাছে হয় আমার প্রার্থনা।
পেতে পারে কিনা তাহা হোক বিবেচনা।।
মিডের বাক্যতে লাট সমর্থন কৈল।
ম্যাজিষ্ট্রেট পানে চাহি বলিতে লাগিল।।
কোথা সেই পিটিশন আনহে খুঁজিয়ে।
আমার সম্মুখে এনে দেহ তা বুঝিয়া।
লাটাদেশে ম্যাজিষ্টেট লাইব্রেরী গিয়ে
আপনি সবায় চিত্তে আনেন খুজিয়ে।।
চাকরী হল প্রাপ্ত মনব্যথা গেল।
শ্রীশশী বাবুকে ম্যাজিষ্টেট আদেশিল।।
শুনহ শ্রীমান এবে আমার বচন।
রাজার সম্মান রাখিয়েছে বিলক্ষণ।।
ধন্য ধন্য তব পিতা তাদের বাখানী।
যাহার প্রীতিতে প্রীত লাট গুণমণি।
লাট তাহে করিলেন তোমাকে প্রসাদ।
আমিও তোমার প্রতি করি আশীর্ব্বাদ।।
নিঃসন্দেহে এ চাকরী কর বাহাধন।
নিজের সুবিধা জেনে লহ ত এখন।।
এই ভাবে সেই ঠাঁই চাকরী লভিয়ে।
নিজ ঘরে আইলেন অতি হৃষ্টহিয়ে।
নিজ পিতৃদেব - পদে প্রণাম করিল।
শুভ সমাচার যত সকল বলিল।।
শুনিয়ে প্রভুর মনে আনন্দ বাড়িল।।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

*****

মহাপ্রভুর নামে অযথা প্রবাদ

এই ভাবে শশী বাবু চাকরী লভিল।
কিছুদিন পরে মিড ওড়াকাঁদি এল।।
প্রভু গুরুচাঁদ সনে বড়ই প্রণয়।
তাহে বহু নমঃশুদ্র চাকরী প্রাপ্ত হয়।।
বহু কথা কহে মিড ঠাকুরের সনে।
ঠাকুর করিতে বাধ্য সদা বাঞ্ছা মনে।।
প্রকারে কহেন কথা মিড মহামতি।
ঠাকুরের আশ্বাসেতে তুষ্ট মিড অতি।।
মিড ভাবে এই জাতি স্বজাতি করিব।
যাহা মাগে মম ঠাঁই সব পুরাইব।।
সেই ভাবে আলোচনা করে অনুক্ষণ।

জানিতে পারিল ক্রমে ক্রমে বহু বহু জন।।
সামান্য জ্ঞানেতে সবে বুঝিতে না পারে।
ঠাকুর কাহাকে দিয়ে কোন কর্ম্ম করে।।
অযথা প্রবাদ তাহে বলে কোন জন।
ঠাকুর খৃষ্টান হ'বে ভাবে মনে মন।।
মতুয়ার মাঝে কেহ ক'রেছে সন্দেহ।
ঠাকুরের প্রতি সন্দ করে অহরহ।।
ওড়াকাঁদী যাতায়াত করে কোন জন।
ঠাকুরের প্রতি ভক্তি করে না তেমন।।
অজ্ঞান আঁধার পড়ি হাবু ডুবু খায়।।
কেহ বলে লুপ্ত হবে ম'তো সম্প্রদায়।
বহিরঙ্গ ভকদের ভক্তি না রহিল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত সব অটল থাকিল।।
তারা কহে ঠাকুরের লীলা চমৎকার।
কি দিয়ে কি করিবেন বোঝে সাধ্য কার।।
দেশবাসী অনেকেই ভাবে মনে মন।।
শ্রীষ্টান হইল বুঝি নমঃশুদ্র গণ।
যদি কেহ ওড়াকাঁদী করে আগমন।।
পথিমধ্যে কেহ তারে বলিত তখন।।
এবে ওড়াকাঁদি যাও কি লাগিয়ে।
তোমাদের কর্ত্তা গেল খৃষ্টান হইয়ে।।
এইরূপে দেশমধ্যে হ'ল জনরব।
অনেকের প্রাণমাঝে হয় নিরুৎসব।।
মূলমর্ম্ম কেহ নহে হ'ন অবগত।
বাহিরের ভাব নিয়ে বলে মনমত।।
এবে শুন সর্ব্বজন কারণ তাহার।
যেই হেতু অপবাদ হইল প্রচার।।
সত্য বটে মিড্ সনে বড়ই প্রণয়।
খৃষ্টান হইতে মিড্ বারে বারে কয়।।
প্রভু বলে বলিবার আছে এক কথা।
তব ঠাঁই বলিব হে প্রাণের বারতা।।
এই জাতি উচ্চস্তরে নিতে যে হইবে।
প্রাণপণে এই কর্ম্ম নিশ্চয় করিবে।।
এত শুনি মিড বলে সাধিব নিশ্চয়।
যদি মোর ক্ষমতায় সঙ্কুলান হয়।।
তাহার জন্যেতে আমি ত্রুটি না করিব।
যতনেতে প্রাণপণে চেষ্টিত থাকিব।
ঠাকুর বলেন যদি পার করিবারে।
তব বাধ্য হব আমি জানিও অন্তরে।।
প্রভুর মনের বাঞ্ছা বুঝে সাধ্য কার।
সুকৌশলে করে প্রভু পতিত উদ্ধার।।
গৃহস্তের যতগুলি কর্ম প্রয়োজন।
যে ভাবেতে এ সংসার রক্ষণ গঠন।।
শিষ্ট বা বিশিষ্ট হ'তে প্রয়োজন যাহা।
সর্ব্বজীব হেতু তিনি দেখালেন তাহা।।
প্রতি মানবের পক্ষে যে কর্ত্তব্য হয়।
স্বগুণেতে সর্বজনে করিয়া দেখায়।।
শিক্ষিত করিতে এই পন্থার উদ্ভব।
সুশিক্ষিত দেশবাসী করিবেন সব।।
এ উদ্দেশ্য অন্তরেতে সতত ধারণা।
মিডের দ্বারায় হাই-স্কুল স্থাপনা।।
এ ভাবেতে সবাকার করিতে মঙ্গল।
আবাদ করেন প্রভু অবিদ্যা জঙ্গল।।
মিডকে দিলেন স্থান করি সুমন্ত্রণা।
মিড সনে করে সদা সেই আলোচনা।।
তাহাতে অনেক লোক ভাবে মনে মন।
এ বেটাকে এই দেশে স্থান দিল কেন।।
তাকে নিয়ে এইভাবে থাকেন সদায়।।
বুঝি আমাদের আর না র'বে উপায়।।
অতএব চল সবে যার যেবা শক্তি।
কাতর হইয়া পদে করিব মিনতি।।
একান্ত ভাবেতে যদি না শুনে বারণ।
পরেত করি মোরা বিহিত যেমন।।
ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশশীভুষণ।
তার কর্ণে জানাইল সব বিবরণ।।
শুনিয়ে সবার বাণী বলেন তখন।
মিছামিছি কেন সবে হও উচাটন।।
নিঃসঙ্কোচে যাও সবে ঠাকুরের ঠাঁই।
বলিতে প্রাণের কথা কোন বাধা নাই।।
ব'লে কয়ে পাঠাইল ঠাকুর সদন।।
ঠাকুরের ঠাঁই উপনীত সর্ব্বজন।।
প্রকাশিয়া মনদুঃখ সকাতরে কয়।
অন্তরেতে মোর সবে পাইয়াছি ভয়।।
অনুমানে বুঝি যাহা আপনার ভাব।
খৃষ্টধর্ম্ম - অবলম্বী হবে বুঝি সব।।
সেই হেতু মোরা বড় ব্যথিত হ'য়েছি
নিরুপায় আমাদের তাহাই বুঝেছি।।
ঠাকুর বলেন কেন পাও এত ভয়।
স্থির চিত্তে থাক সবে হইয়া নির্ভয়।।
আমার অন্তরবার্ত্তা জান না কখন।
বহু কর্ম মিড দিয়ে করিব সাধন।।
পরম দয়াল মিড্ জান না তাহারে।

মনে মনে বড় শ্রদ্ধা করে সে আমারে।।
তোমাদের চির শুভ কল্পে ভালবাসি
তোমাদের মঙ্গলার্থে দেখা দিল আসি।।
বহু কর্ম্ম সমাধান করিব সে হ'তে
কিছুদিন পরে সবে পারিবে বুঝিতে।।
তোমাদের এই দেশে হাই স্কুল নাই।
তারে দিয়ে আমি দেখ করিয়েছি তাই।।
তোমাদের মধ্যে কয়জন বিদ্যাবান্।
বিদ্যা শিক্ষা করিতে না যায় অন্য স্থান।।
এবে দেখ অনেকেই পড়িতে পারিবে।
অল্প ব্যয় বিদ্যাশিক্ষা অনেকে করিবে।।
কেমন সুযোগ হ'ল বুঝে দেখ তাই
মোরে নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা নাই।।
তোমাদের স্বার্থ হেতু পেতেছি কৌশল।
পরিণামে তোমাদের ফলিবে সুফল।।
আমি হই কোন জাতি দেখ বিচারিয়া
ঠাকুর বংশেতে জন্ম নিয়েছি আসিয়া।।
ঠাকুর বলিতে সর্ব্বজাতির ঈশ্বর।
তাঁর ঠাঁই কে আপণ কেবা হয় পর।।
অতএব জন্মিয়েছি তোমাদের তরে।।
এই মত হইতেছে কথোপকথন
হেন কালে মিড্ এসে দিল দরশন।।
ঠাকুরের প্রতি মিড বলেন বচন।
কি করা কর্ত্তব্য হয় বলুন এখন।।
ঠাকুর বলেন মম বাক্য নহে আন।
জিজ্ঞাসি এ প্রশ্ন এবে মম পুত্র স্থান।।
ঠাকুর বলেন শশী কি করা এখন।
মিডের সনেতে আমি হব কি মিলন।।
আমি গেলে যদি তব জাতুদ্ধার হয়।
বল দেখি বাছাধন তাতে কিবা ভয়।।
একা গেল যদি তব জাগে বহুজন।
কিবা দোষ হয় তাতে কহ বাছাধন।।
এতেক শনিয়ে মিড কি যেন ভাবিল।।
প্রভুকে সম্ভাষি পরে বলিতে লাগিল।।
একা আপনাকে যদি করিব খৃষ্টান।
আমা হ'তে হ'ল কই এদের কল্যাণ।।
দিয়েছি বচন এই জাতি জাগাইতে।
নীচ জনে নিব আমি উচ্চ জায়গাতে।।
অতএব আমি এই জাতি জাগাইব।
একুলেতে কুল - রবি কেন ডুবাইব।।

ঠাকুর আমার বড় জানেন কৌশল।
মিডকে জানিতে প্রভু করে নানা ছল।।
কে বুঝে তাহার তত্ত্ব কি দিয়ে কি করে।
সুমধুর খেলা পাতি দেখায় সবারে।।
ঠাকুর বলেন কেন বাধা দাও এবে।
মিড বলে মর্ম্ম কথা শুনে নিন তবে।।
ব্রাহ্মণ শুদ্রাদি যত বিশিষ্ট - আছয়।
বহু বহু বড় লোক এই দেশে রয়।।
কেবা আছে হেন ব্যক্তি এই চরাচরে।
তাহাদের সমকক্ষ কেবা হ'তে পারে।।
বহু কর্ম্ম আছে মোর তাদের সনে।
তাহাদের সম্মুখীন হবে কোন জনে।।
আপনার তুল্য ব্যক্তি দিন এক জন।।
তার দ্বারা করি নিব স্বকার্য্য সাধন।।
তার পরে আপনাকে করিব খৃষ্টান।
সেই ব্যক্তি হ'তে হ'বে এদের কল্যাণ।।
ধর্ম্ম প্রচারিতে আমি করেছি ভ্রমণ।
না পারি করিতে কভু অন্যায় আচরণ।।
মম ধর্ম্ম ভিত্তি জনে কেহ যদি হয়।
তাতে আমি নিতে পারি প্রতিজ্ঞা আছয়।।
আপনাকে না লইব এই সে কারণ।
বলে ছলে করিব স্বজাতি বর্দ্ধন।।
আদি অন্ত তত্ত্ব জেনে কেহ যদি হয়।
অবশ্য তাহারে আমি দানিব আশ্রয়।।
তা ব্যতীত অন্যজনে কভু না লইব।
চিরদিন হয় ইহা অন্তরের ভাব।।
বিশেষতঃ এই জাতি সুবিশাল অতি।
আপনার অভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি।।
নিপীড়িত আছে সবে বিদ্যার অভাবে।
চিরদিন আছে ডুবে অজ্ঞান-অর্ণবে।।
অতএব এদের নিয়ে কি লাভ আমার।
বিদ্যাহীন দ্বারা কার্য্য না হয় উদ্ধার।।
অতএব জাতিকে শিক্ষা দান করি।
উন্নত শিখরে যদি তুলে নিতে পারি।।
তবেতে হইবে মম কার্য সাধন।
নহে ত গ্রহণ করা সব অকারণ।।
অতএব এ জাতিকে করুণ উদ্ধার।
হেন শক্তি অন্যে কভু নাহি ধরে আর।।
আপনি বিহনে আর অন্যে না পারিবে।
দৃঢ়রূপে অন্তরেতে দেখিয়েছি ভেবে।।
এই সে কারণে আমি মাগি পরিহার।

স্বগুণেতে এই জাতি করুণ উদ্ধার।।
এত বলি সেই মিড্ বিদায় হইল।
মরম-বৃত্তান্ত সবে বুঝিতে পারিল।।
যারা ক'রেছিল এই অযতা প্রমাদ।
তারা কহে পদে করিয়েছি অপরাধ।।
ক্ষমা ভিক্ষা চাই পদে ওহে দয়াময়।
কৃপা করি মো সবাকে রাখিবেন পায়।।
প্রভু বলে শান্ত হ'য়ে যাহ নিজ ঘরে।।
আমি না যাইব কভু তোমাদের ছেড়ে।
ক্রমেই বুঝিতে পাবে সব বিবরণ।
যার যার নিজ বাসে করহ গমন।।
এইভাবে মুল ধর্ম্ম অনেকেই জানিল।
বিচরণ কহে ইহা পরিনামে ভাল।।

ইং ১৯১০ / ৫ই ফেব্রুয়ারী

ঢাকা বিভাগের কমিশনার বাহাদুর ন্যাথান সাহেবের শ্রীধানে আগমন।

একদা হইল দেশে বড় দুর্ঘটন।
স্থানে স্থানে অরাজকতর প্রদর্শন।।
তাহাতে হইল সরকারের এ আদেশ।
পিউনীটি পুলিশ বসিবেক সর্ব্বদেশ।।
দেশবাসী কেন চলে আইন গর্হিত।
প্রতি গ্রামে হোক্ এই পুলিশ স্থাপিত।।
গোপালগঞ্জেতে এসে সে কমিশনার।
কোর্ট বসি করিলেন আইন প্রচার।।
তথা হ'তে শ্রীধামে করেন গমন।
সঙ্গে সঙ্গে আইলেন বহু বহু জন।।
ডিপুটি নবগোপাল এলেণ সংহতি।
বড় সুচতুর তিনি বিচক্ষণ অতি।
মিচটাক্ নাকে এল ইংরাজের মেয়ে।
সুহাস্যবদনী তিনি উদিল আসিয়ে।।
সবে এল শ্রীধামেতে হরিষ অন্তরে।।
হর্ষচিতে উপনীত ঠাকুর গোচরে।।
অভ্যর্থনা করে প্রভু অতি চমৎকার।
বস্ত্র আচ্ছাদিত হয় আসন সবার।।
তাহা হেরি' কমিশনার অন্তরে বিস্ময়।
সামান্য মানব বলে প্রাণে না যুয়ায়।।
রাজোচিত ব্যবহার জানিল কেমনে।
নিজ ত আছেন বসি সামান্য আসনে।।
আমাকে আসন দিল তা হ'তে উত্তম।
নিশ্চয় হইবে ইনি ভাবে নরোত্তম।।
মম আগমন হেতু বিবিধ রাজন।
কেমনেতে এই ব্যক্তি কৈল আয়োজন।।
পল্লীগ্রামে করে বাস এই মহাজন।
অগ্র ভাগে করিলেন মঙ্গলচারণ।।
সুসজ্জিত করিয়েছে আপনার পুরী।
মাঙ্গলিক কর্ম্ম মম স্বচক্ষে নেহারী।।
মমআগমন-বার্ত্তা জানিয়ে ঠাকুর।
আমার সম্মান হেতু কর্ম যে প্রচুর।।
এহেন উত্তম শিক্ষা পাইল কোথায়।
এই মত ভেবে তিনি হলেন বিস্ময়।।
এবে শুন যে ভাবে হ'ল আগমন।
সংক্ষেপেতে তাহা কিছু করিব বর্ণন।।
যখনে কমিশনার তারাইল ঘাটে।
শ্রুতমাত্র বহুলোক অতি দ্রুত ছোটে।।
কেহ কেহ করিলেন রাস্তার সজ্জিত।
কদলীর বৃক্ষ রোপে রাস্তার দু'ভিত।।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস বুদ্ধে বিচক্ষণ।
সঙ্গেতে করিয়ে চলে লোক বহুজন।।
ঠাকুরের বহু ভক্ত সঙ্গেতে গমন।
পথ - ঘাট সুসজ্জিত করে কোন জন।
বিজয় -নিশান রাখে রাস্তার দু'ভিতে।
সে তারাইল পর্য্যন্ত নিজধান হ'তে।।
অনুমান পাঁচ মাইল হইবে তহাতে।
পত পত শব্দ হয সব পতাকাতে।।
বড়ই সৌন্দর্য্য ভাব শ্রীধামের পুরী।
কেহ বলে হল যেন বৈকুণ্ঠ নগরী।।
এমন মধুর সাজে হইল সাজান।
তারাইল ঘাটে বাজে বিবিধ বাজন।।
লোকারণ্যময় হ'ল তারাইল ঘাট।
রাজা দরশনে যথা প্রচার এ ঠাঁট।।
হেরিয়ে কমিশনার সুধায় তখন।
কোতা হ'তে এত লোক করে আগমন।।
রাজার মঙ্গল গায় প্রফুল্লিত প্রাণ।
রাজভক্ত হেরি নাই এদের সমান।।
কমিশনার জিজ্ঞাসে কোন ব্যক্তি ঠাঁই।
কাহা প্রেরিত লোক কত শুনি তাই।।
বাহাদুর সকাশেতে বলেছে সেজন।

ঠাকুরে আজ্ঞাক্রমে এল সর্ব্বজন।।
তৃষিত চাতক সম আছে সর্ব্বজন।
আপনার অভ্যর্থনা এই সে কারণ।।
আপ্যায়িত হ'য়ে কেন সে কমিশনার।
গুড গুড গুড বলি নামিল কিনার।।
সেইদিন তারাইল বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে হইল পুন জয় জয় ধ্বনি।।
মুহুর্মুহুঃ করে সবে জয় জয় জয়।
আনন্দে পুর্ণিত হ'য়ে পতাকা উড়ায়।।
পথিমধ্যে হল সবে আনন্দ মগন।
পদব্রজে চলে পল্লী করিতে দর্শন।।
বহুলোকে বাহুদুরে করিল সেলুট।
বাহাদুর বলিলেন গুড গুড গুড।।
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন অতি হর্ষান্তরে
ম্যাজিষ্ট্রেট আদি করি চলে যত নরে।
স্কুল বাটিতে সেই মিস্‌টাক চরণে।
কিছুকাল থাকিলেন কথোপকথনে।।
অত্যানন্দ ভরে সবে করে দশরন।
শ্রী ধামেতে উপনিত ক্রমে সর্ব্বজন।।
ঠাকুরের ধর্ম্মকন্যা মিস্‌টাক যিনি।
অগ্রভাগে ঠাকুরের পদ বন্দে তিনি।।
হেরিয়ে কমিশনার ঠাকুরে নমিল।
সঙ্গে সঙ্গে গুরুচাঁদ নমস্কার দিল।।
ম্যাজিষ্ট্রেট আদি যত প্রভুকে প্রণামে।
সর্ব্বলোক প্রভুপদ বন্দে ক্রমে ক্রমে।।
আগু হয়ে গুরুচাঁদ সন্মান দানিল।
তাহে যেন সর্ব্বজনে বিস্মিত হইল।।
বাহাদুর বসালেন হরি স্বহস্তেতে।
যার যে সম্মান রাক্ষা করে হর্ষচিতে।।
রাজনীতি ব্যবহার আনন্দে করিল।
পুন বলে অদ্য মম সুপ্রভাত হল।।
গৃহে বসি হল মম সার্থক জীবন।।
কোন শক্তি কিছু নাই দেখুন আমার।
কি দিয়া রাখিব আমি সম্মান রাজার।।
হীরা মণি মাণিক্যাদি যোগ্য এসন্মানে।
অন্যান্য রাজন্যবর্গ যথাযোগ্য দানে।।
আমাদের কিছুনাই করিতে কল্যাণ।
আইলেতে দুর্বা হয় ক্ষেতে হয় ধান।।
আমরা গরীব প্রজা আছি আপনার।
কৃপা করি নিন্ এই ক্ষুদ্র উপহার।।

এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
নত - শিরে বাহাদুর এগুয়ে দাঁড়ায়।।
মহাপ্রভুধান্য দুর্বা করিলেন দান।
নেহারিয়ে সবাকার চমকিতে প্রাণ।।
যতনেতে বাহাদুর করিলেন গ্রহন।
ঠাকুরের পাদপদ্ম বন্দিল তখন।।
রাজকর্মচারী গণ সঙ্গে ছিল যারা।
নেহারিয়ে যেন সবে হয় জ্ঞান হারা।।
মনে ভাবে কেবা এই পুরুষ - উত্তম।
বিশ্বের মাঝেতে যেন হয় নরোত্তম।।
এই ভাবে কহে কত পুলিশের গণ।
ঠাকুরের পানে চেয়ে রহে সর্বজন।
নীরব নিস্তব্দ হ'য়ে রয়েছে সবাই।
বাহাদুর বলিতেছে শুনুন গোসাই।।
পিউনিটী পুলিশের হয়েছে বর্ণন।
প্রতি গ্রামে হবে এই পুলিশ স্থাপন।।
ঠাকুর বলেন ইহা সম্ভব না হয়।
হেন অরাজক কর্ম এদেশে কোথায়।।
পিউনিটী পুলিশের আইন যে সব।।
এ দেশেতে সেই সব অতি অসম্ভব।।
অতএব অন্য ঠাঁই যদি যোগ্য হয়।
আপনিসে দেখে শুনে রাখুন তথায়।
এদেশেতে নিরীহ যত নমঃশুদ্র গণ।
আইন বিরুদ্ধে তারা চলে না কখন।।
কৃষি কর্ম অনেকেই করে অনুক্ষণ।
কোনমতে করে তারা জীবন ধারণ।
দাঙ্গা হাঙ্গামা কিম্বা হত্যাকান্ড যাহা।
খুঁজিয়ে দেখিলে বড় না করে তাহা।।
এই মত বাক্যে বাহাদুর শান্ত হল।
প্রভুর কৃপায় মহাবিপদ ঘুচিল।।
অপরেতে ধর্ম কথা হ'ল আলাপন।
তাহে হ'ল বাহাদুর সন্তোষিত মন।
দেশের মঙ্গল হেতু বলে দয়াময়
সব কথা বুঝিলেন সেই মহোদয়।।
মৃদু ভাসে কহে কথা সে কমিশনার
বিশ্ব বন্ধু আপনি হে বুঝিলাম সার।।
বুঝিয়েছি আপনার মঙ্গল সাধন।
আপনার স্বীয়বাঞ্ছা হউক পুরণ।।
অতএব মম প্রতি করুণ করুণা।
অবিলম্বে পুরাবেন প্রাণের কামনা।।
প্রভু বলে আপনি দেখিবেন সবে।

এ বংশেতে যারা যারা জনম লভিবে।।
এই ভাবে বহু কথা আলোচনা হৈল।
শ্রীধামেতে বাহাদুর ফলাহার কৈল।।
সেই কালে এক কর্ম্ম তথা হ'য়েছিল।
বৈঠকখানাতে যবে প্রবেশ করিল।।
দ্বারদেশে গুরুচাঁদ আপনি থাকিয়া।
বাহাদুর ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিলেন ধরিয়া।।
শ্রী নবগোপাল চাকী যাইতে উদ্যত।
তাহে বাধা গুরুচাঁদ করেন হঠাৎ।।
অপ্রতিভমনে করি ডিপুটি তখন।
ঠাকুরের প্রতি হন ক্রোধারিষ্ট মন।।
মনে ভাবে অপ্রতিভ করিল আমায়।
ইহার উচিত কর্ম্ম দেখাও তাহায়।।
প্রবেশ করিতে বাঁধা দিল কি কারণ।
কোথা পেল হেন শক্তি এ গুরুচরণ।।
অভিমান ভেঙ্গে দিব বলি বাহাদুরে।
স্পর্দ্ধার অবসান হবে এতদিন পরে।।
মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন অতি।
বাহিরেতে থেকে ক্রোধে ফেটে যায় ছাতি।।
ফলাহার অন্তে সেই বাহাদুর রায়।
পুনঃ এসে কাছারীতে বৈসে হৃষ্টকায়।।
বাহাদুর সমিভ্যারে বলেন তখন।
অপমান কৈল এই শ্রীগুরুচরণ।।
তার উচিত বিচার মাগি ওই পায়।
কিবা হেতু অপমান করিল আমায়।।
শুনিয়ে কমিশনার বলেন বচন।
কা'কে তুমি কি ভাবেতে কর সম্ভাষণ।।
কার সুবিচার তুমি মাগ মম ঠাঁই।
মানব আকারে যিনি ত্রিদশের সাঁয়ী।।
অপরাধ হল তব আমার বিচারে।
নিতে হবে পদধুলি সপ্তাহ অন্তরে।।
এই দন্ড তব প্রতি আমার আদেশ।
না চিনে অমুল্য ধনে মিছে কর দ্বেষ।।
পরে সেই কথা কবে গুরুচাঁদ - পদে।
করিলাম এই দন্ড এই অপরাধে।।
সেই দন্ড শিরোধার্য্য করিল গোপাল।
প্রাণেতে চিনিল পরে বিশ্বের ভুপাল।।
বিচারে যে হুকুম পালে সযতনে।
সপ্তাহ অন্তর আসে শ্রীগুরু সদনে।
ঠাকুর বলেন এস মাসের অন্তর।
লঘু পাপেগুরুদন্ড হ'য়েছে তোমার।।
মাসান্তর এলে হবে শুন বাছাধন।
মম বাক্যে হবে তব পাপ বিমোচন।।
সেই অবধি নবগোপাল করে তাই।
ক্রমে অনুরাগ বাড়ে তুল্য দিতে নাই।।
নানাভাবে ঠাকুরের গুণ গায় সুখে।
নির্জ্জনে বসিয়ে হরি গুন গায় মুখে।।
এইভাবে শ্রীনবগোপাল পদ পেল।
হরি গুরুচাঁদ প্রতি হরি হরি বল।।

✪✪✪✪
✪✪✪

ধীরেন ব্যানার্জ্জীর চাকরী ত্যাগ

এই ভাবে কমিশনার শুভ আগমন।
সেই কথা আলোচনা করে বহু জন।।
অন্যান্য জাতির প্রাণে ভকতি জন্মিল।
কেহ এসে প্রভুপদে শরণ লইল।।
ফুকুরা নিবাসী এক কৌলীন্য ব্রাহ্মণ।
ধীরেণ ব্যানার্জ্জী নাম সর্ব সুলক্ষণ।।
পুলিশের কর্ম্মকরে গোপালগঞ্জেতে।
এই দিন সে ধীরেন ছিলেন সঙ্গেতে।।
এই সব দেখে শুনে বৈরাগ্য জন্মিল।
অতপর সেইজন চাকরী ত্যজিল।।
অন্তরেতে হইল তার ভাবের উদয়।
গুরু চাঁদ রূপছবি অঙ্কিত হৃদয়।।
ক্রমেতে ভক্ত -স্বভাব করিল ধারণ
কিছুদিন অন্তে পরে অরুণ বসন।
গৃহবাস ত্যাগ করি রহে পথে পথে।
সন্ন্যাসীর বেশধারী ত্রিশুল হস্তেতে।।
এইভাবে শ্রীধীরেন প্রমত্ত হইল।
শ্রীনবগোপাল শুনে আনন্দ লভিল।।
বহুজন পাশে তাহা করেন প্রকাশ।
গাহিতে প্রভুর গুন অন্তরে উল্লাস।।
বলে আমি বহুদেশ করি পর্য্যটন।।
নাহি দেখি কভু গুরুচাঁদের মতন।।
মনের মানুষ বটে প্রভু গুরুচাঁদ।
ভক্তিতে কমিশনার বন্দিল সে পদ।।
দেখে শুনে বুঝিলাম তিনি সর্ব্বসার
গুরুচাঁদ বিনে ভবে গতি নাই আর।।
মানব আকারে তিনি মানব আচারে।
ক'রেছে মধুর লীলা এসে এ সংসারে।।
এবে আমি অন্য কিছু প্রত্যয় না করি।
তিনি মম ভবার্ণবে পারের কান্ডারী।।

আমাকে ভুলাতে কেহ না পারে কখন।
বহু সাধু - সান্নাসী ক'রেছি দর্শন।।
আর যাহা হেরিলাম স্বচক্ষে আমার।
বুঝিলাম গুরুচাঁদ দয়ার আধার।।
ধীরেনের ভক্তিবলে চিনিছে তাহারে।
আশীর্ব্বাদ করি আমি সানন্দ অন্তরে।।
দিন দিন যেন তার বাড়ে ভক্তি বল।
অবিলম্বে লভে যেন সে পদকমল।।
ঐকান্তিক প্রাণে আমি করি আর্শীর্ব্বাদ।
যেন সেই প্রাপ্ত হয় সে নির্বাণ পদ।।
আমার শক্তিতে না চিনিনু গুরুচাঁদে।
শ্রীগুরু কমিশনার চিনি সে প্রসাদে
গুরুচাঁদে পদে দেহ করি সমর্পণ।
যেন কেটে যায় মম এ ছার জীবন।।
যতদিন ছিল তিনি গোপালগঞ্জেতে।
মাসান্তে করিত দেখা প্রভুর সঙ্গেতে।।
বহুদিন পরে তিনি চাকরী ছাড়িল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆
☆☆☆

ঠাকুরের সেন্সাসের কাগজ আনায়ন।

একদা শ্রীগুরুচাঁদ ভাবে মনে মনে।
নমঃশূদ্রকুলে জন্ম নিয়েছি যখনে।।
একুল উদ্ধার করা একান্ত উচিত।
মিডের সাহায্য নিতে হইবে কিঞ্চিত।।
এ জাতির নাম লেখে চন্ডাল বলিয়ে।
এ দুঃখ সহিতে নারি ফেটে যায় হিয়ে।
মিথ্যা কথা লিখে কত হেয় ভেবে মনে।
নিশ্চেষ্ট থাকিয়ে ইহা সহিব কেমনে।।
জাতির কল্যাণ আমি সাধিব নিশ্চয়।
এত ভাবি মনে মনে চিন্তেন উপায়।
হেন কালে আইলেন শ্রীবিধু চৌধুরী।
বসিলেন প্রভুপদে দন্ডবৎ করি।।
ঠাকুর বলেন বিধু করহ শ্রবণ।
এস মোরা এক কর্ম্ম করিব সাধন।।
চন্ডাল বলিয়ে দেখ এ জাতিকে লিখে
কেন বল হীনভাবে নিম্নস্তরে রাখে।।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ এই নমঃশুদ্র জাতি।
হীনভাবে নাহি শোভে কুৎসিত এ খ্যাতি।।

ঘুচাব এ মলিনত্ব বাসনা আমার।
মমসনে থেকে কর স্বজাতি-উদ্ধার।।
বিধু বলে আপনি হে সর্ব মূল্যাধার।
পূর্ণ করুণ স্ব-ইচ্ছা যাহা আপনার।।
কৃপা করে এসেছেন এ জাতির ঘরে।
জাতি উদ্ধারিতে মোর আর পাব কারে।।
আপনি করুনা ময় করুন করুণা।
কল্যাণ করিতে যেবা করুন ধারণা।।
তাহাতে কল্যাণ হ'বে জানি তা নিশ্চয়।
আপনার মত কেবা আছে দয়াময়।।
পতিত তারিতে বলে জন্ম আপনার।
পতিত পাবন নাম আছে পূর্ব্বাপর।।
স্বীয় নাম সার্থকতা রাহিতে যে হয়।
ভীতজনে প্রাণে প্রভু দানিয়ে অভয়।।
অদীনের বন্ধু নাম নিয়েছেন ভবে।
কাঙ্গালের সখাবলে ডাকে ভক্ত সবে।।
আমি আর কি বলিব যাহা আসে মনে।
সে বাঞ্ছা সাধিত নিজে করুন আপনে।।
এইমত বলাবলি করে তত্তা বসি'।
শ্রীচন্ডী চরণ রায় উপজিল আসি'।।
ঠাকুর বলেন শুন রায় মহাশয়।
মনে মনে আমি এক ক'রেছি আশায়।।
এ জাতিকে হেয়জ্ঞানে কুৎসিত ভাষায়।
সেন্সের কাগজে লিখে এক মহাশয়।।
চন্ডাল বলিয়ে লিখে সেই মূঢ়জন।
কেমনেতে সহ্য কর দুঃসহ বেদন।
মুছাতে হইবে এই দুঃখ সবাকার।
এস মোরা করি এক উপায় তাহার।।
শ্রীচন্ডী চরণ রায় বলে-সকাতর।
আপনি করুণাসিন্ধু সব অবতার।।
কৃপা করে এসেছেন এ জাতির ঘরে।
সাধিতে কল্যাণ আর মোরা পাব কা'রে।।
পতিত পাবন নাম বজায় রাখিতে।
জাতির উদ্ধার প্রভু হইবে করিতে।
ঠাকুর বলেন এক আছে সদুপায়।
সাহায্য করিবে দেখ মিড মহোদয়।
চল এবে যাই মোরা তাহার সদন।
তাঁকে দিয়ে এই কর্ম্ম করিব সাধন।।
অতএব তিন জনে করিয়ে যুকতি।
মিডের সকাশে গিয়ে করেন উকতি।।
আমাদের এই কর্ম্ম করিতে হইবে।

সেন্সেসের কাগজ সংশোধন করিবে।।
হীনভাবে নাম দিয়ে লেখে এ জাতিকে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় সেই মনোদুখে।।
আমরা ব্রাহ্মণ জাতি ছিলাম পূর্বেতে।
পবিত্র হ'য়েছি ত্যাগি কোণ কারণেতে।।
ব্রাহ্মণের রীতি নীতি কিম্বা যে পদ্ধতি।
পালন করি যে তাহা থেকে শুদ্ধমতি।
পূজা করি পার্বণ আদি শ্রদ্ধা শান্তি যাহা
বেদোচিত নিয়মেতে পালিতেছি তাহা।
ভগবত-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যত।
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আছে অবগত।।
কিসে হয় এই জাতি চন্ডাল সমান।
শাস্ত্রের প্রমাণ কহি কর প্রণিধান।।
ত্রিশঙ্কু নামেতে রাজা সূর্য্যবংশে হয়।
চন্ডালত্ব পেয়েছিল শাস্ত্রে ইহা কয়।।
হরিশ্চন্দ্র নামে হয় তাহার নন্দন।
চন্ডালত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছিল সেই জন।।
নিশাকালে শ্মশানেতে করিতেন বাস।
মড়ার করি লইত মৃতেরাত্মং পাশ।।
যোগাতে মড়ার খড়ি শাস্ত্রে ইহা লেখে।
এ জাতিকে লিখে তাই কোন কর্ম্ম দেখে।।
অতএব সুবিচার মাগি তব ঠাঁই।
পাইলে আশ্বাস বাণী প্রাণে শান্তি পাই।
মিড বলে এই কর্ম্ম অতি মন্দ হয়।
সংশোধন করা ত সহজসাধ্য নয়।।
দার্জিলিংয়ে আছেন যিনি গ্রেড বাহাদুর।।
সেন্সেসের কর্ত্তৃত্ব তাহারি প্রচুর।
শ্রীমহেশ ন্যায়রত্ন জাতি বর্ণ চারি।
জাতির নির্ণয়কার্য্য কল্পিত তাহারি।।
সেই জনা রাজার সে দ্বারপন্ডিত।
বিদ্যাবলে হয় তার মানস মন্ডিত।।
আচ্ছা আমি একবার দেখি চেষ্টা করি'।
এই কার্য্য সংশোধিতে পারি কিনা পারি।।
নিশ্চিন্ত হইয়ে এবে গৃহে যান চলি'
আর এক কথা আমি আপনাকে বলি।।
অর্থ কিছু ব্যয় হ'বে এ কর্ম করিতে।
ঠাকুর বলেন দিব কিবা ক্ষতি তা'তে।।
অতঃপর সেই কর্ম্ম সমাধা হইল।
বহু অর্থ ব্যয় করি' কাগজ আনিল।।
দ্বিজ নমঃশুদ্র ব'লে লিখে এই জাতি।
মলিনত্ব দূরে গেল ঘুচিল অখ্যাতি।।

চন্ডাল বলিয়ে কেহ না ডাক আর।
অনর্থ ঘটিবে যেন হইবে তাহার।।
শ্রীমহেশ ন্যায়রত্ন মূলার্থ জানিয়ে।
দ্বিজ নমঃশুদ্র বলে দিলেন লিখিয়ে।
লেখা আছে যে গাহিবে যে জন শুনিবে।
কূলের কলঙ্ক তার কভু না রহিবে।
যেই জন এই কর্মে সাহায্য করিবে।
সেই জন প্রাপ্ত ফল অবশ্য পাইবে।
স্বজাতি উদ্ধার ইহা বড় ভাগ্যফল।
অগ্রাহ্য করিলে সেই যাবে রসাতল।।
দ্বিজ নমঃশুদ্র জাতি করিছে অমান্য।
চন্ডাল জাতির মধ্যে সেই জন গণ্য।
যদি কার দেখিবারে ইচ্ছা হয় প্রাণে।
কাগজ চাহিলে পাবে দেখিতে তখনে।।
যখনে আইলা তাহা গুরুচাঁদ স্থানে।
পড়িয়া শুনিয়ে তাহা নিল বহু জনে।
কেহ বলে এই তত্ত্ব নাহি জানি কভু।
চিরদিন ঘোরাধারে ছিলাম ঘুমিয়ে।
নাহি জানি এই তত্ত্ব এ বংশে জন্মিয়ে।।
ধন্য ধন্য গুরুচাঁদ ধন্য হরিচাঁদ।
কৃপা করি করিলেন পতিত আবাদ।।
পতিতপাবন প্রভু নমঃশুদ্রকূলে।
কৃপা করি উচ্চস্তরে লইবেন তুলে।।
এই মত বহু জনে জানি বিবরণ।
ধন্য ধন্য মানিলেন আপন জীবন।।
কেহ কেহ ব্যয়ভার কিছু কিছু দিল।
যার যে শকতি এনে প্রভুকে অর্পিল।।
পাঠ কর অনেকে ঘুচান সন্দেহ।
গুরুচাঁদ সমীপেতে পাঠে কেহ কেহ।।
জেনে শুনে বহু জনে আনন্দিত মনে।
গৃহে গিয়ে যেচে যেচে বলে অন্য জনে।
এই ভাবে দেশ মধ্যে প্রকাশ হইল।
দ্বিজ নমঃশুদ্র বলে ঘোষণা করিল।
অপভ্রঃশ ভাবে আর বলিতে মোদিকে।
আইনের ধারা মতে দন্ড দিব তাকে।।
এইভাবে এই কর্ম সমাধা হইল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সূধা

পূর্ব্ব ইতিহাস-গীতি

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ ক্ষীরোদ বিহারী।
জয় জয় গুরুচাঁদ রূপে লীলাকারী।।
জয় বন্দ ভক্তবৃন্দ লীলার প্রসঙ্গে।
প্রকাশে মধুর লীলা এসে পূর্ব্ববঙ্গে।।
জয় বন্দ ঠাকুরের পূর্ব্ব ইতিহাস।
শ্রীধামেতে মহালীলা করেন প্রকাশ।।
জয় শ্রীবারুণী জয় মহালীলা কাজ।
জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় ভকত সমাজ।।
যার জন্যে শ্রীবারুণী তার জয় জয়।
প্রকাশ করিলে যেবা তার জয় জয়।।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দি চরণ সবার।
বিচরণে রেখ সবে আনন্দবাজার।।

শ্রীধাম ওড়াকাঁদি মহাপ্রভু হরিচাঁদের জন্ম উপলক্ষ্যে মহাবারুণী।

শুন শুন ভক্তগণ পূর্ব্ব ইতিহাস।
হরিচাঁদ হ'ল যবে ভুবনে প্রকাশ।।
বারশ' আঠারো সালে অতি শুভদিনে।
মধুমাসে অবতীর্ণ দিন শুভক্ষণে।।
তিথি হয় ত্রয়োদশী বার বুধবার।
সপ্তম বারে মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুধবার।।
মহাবারুণীর দিনে প্রভাত কালেতে।
ক্ষীরোদ বিহারী এল কলিজীব -হিতে।।
প্রকাশে মধুর লীলা শ্রীধাম ওড়াকাঁদি।
প্রেমসুত্রে ভকতগণে লইলেন বাঁধি।।
রাউথখামার সদা করে যাতায়াত।
মল্লাকাঁদী আদি ভ্রমে ভক্তের সাথ।।
ক্রমে ক্রমে বহু ভক্ত বহুস্থান হ'তে।
একত্তর হ'ল সবে হরিপ্রেমে মেতে।।
মাতিয়াছে মল্লাকদী রাউৎখামার।
মধুর মধুর লীলা করেন প্রচার।।
নারিকেল বাড়ী আর সেই সুরগ্রাম।
তালতলা আদি করি জয়পুর ধাম।।
বহুদিনাবধি লীলা করি মধুময়।
বার শ' চুরাশী সালে লীলা সাঙ্গ হয়।
শ্রীগুরুচাঁদের দেহে হইয়ে মিলিত।
চাঁদে চাঁদে সম্মিলন মধুর পীরিত।।
প্রভুর ভক্ত ছিল নামে রামচাঁদ।
শ্রীহরিচাঁদের হয় আদি পরিষদ।।
ওড়াকাদি গ্রামে জন্ম চৌধুরী বংশেতে।
করিলেন কত খেলা প্রভুর সঙ্গেতে।।
ঠাকুরের বংশধর শ্রীকালা নামেতে।
অনুক্ষণ ছিল মত্ত প্রভুর প্রেমেতে।।
হরিচাঁদ ললি সাঙ্গে কাঁদে নিরবধি।
বিরহ-অনলে তার দগ্ধ হয় হৃদি।।
দোঁহে মিলি একদিন বসিয়ে নির্জ্জনে।
হরিচাঁদে স্মরি কাঁদে আকুল পরাণে।।
আহারে দয়াল হরি কোথা লুকাইল।
মরম - বেদনা আর কে বুঝিবে বল।।
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ প্রভু অদর্শনে।
এমত বিলাপ করি কাঁদে দুই জনে।।

বহুক্ষণ পরে দোঁহে সুস্থির হইল।
মৃদুস্বরে রামচাঁদ মালুকে বলিল।।
প্রভু যদি ছেড়ে গেল কি নিয়ে থাকিব।
প্রভুর জন্ম - উপলক্ষ্যে বারুণী করিব।
জন্মোৎসব করিবার মনে হেন লয়।
স্মৃতি-স্বরূপেতে তাহা রবে এ ধরায়।।
চল দোঁহে যাই এবে মতুয়া সদনে।
প্রকাশিব মমতাব প্রতি জনে জনে।।
এই মত পরামর্শ করিয়ে দু'জন।
প্রাতঃকালে চলি যায় মতুয়া - ভবন।।
শ্রীনবীন বসু আর শ্রীরাইচরণ।
বংশীমহাভাগ পাশে এল দুইজন।
শুন ভাই আমাদের মরমে বেদন।
প্রভুর বিরহ - দাহ না রহে জীবন।
এক কর্ম্ম মোরা এবে ধারণা করেছি।
বলিতে মরম - কথা আমরা এসেছি।
প্রভুর জনম - তিথি যে দিনেতে হয়।
বারুণী মিলাব ব'লে ভেবেছি হৃদয়।।
সেই দিন সবে মোরা একত্র হইব।
প্রভুকে স্মরিয়ে মোরা আনন্দ করিব।।
শ্রীহরিচাঁদের জন্ম - উৎসব হইবে।
শ্রীমহাবারুণী ব'লে নাম ব্যাখ্যা হ'বে।।
এইমত বলাবলি করি একে একে।
হরিষে বিষাদ হ'য়ে কাঁদে মনদুখে।।
অধৈর্য্য হইয়ে সবে কাঁদিতে লাগিল।
কেঁদে কেঁদে রামচাঁদ সবাকে বলিল।।
প্রতি অবতারে হেন করে ভক্ত সব।
স্থানে স্থানে করে প্রভুর জন্ম - উৎসব।।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী করে ভাদ্রমাসে।
কৃষ্ণভক্তগণ ভাসে প্রেমের উচ্ছ্বাসে।।
নদীয়ায় মহোৎব করে বৈষ্ণবেরা
হা গৌরাঙ্গ বলে সবে হয় মাতোয়ারা।।
পরেতে খেতরী ধামে লীলার প্রকাশ।
নিত্যানন্দ হইলেন নরোত্তম দাস।।
শ্রীনিবাস শ্রীনিমাই অদ্বৈত শ্রীরাম।
তিন প্রভু করে লীলা অতীব উত্তম।।
অদ্যপিও সেই লীলা করে ভক্তগণ।
মোরাও করিব এক মেলার সৃজন।।
একে হয় ওড়াকাঁদি চাঁদের বাজার।
গুরুচাঁদ রূপে হয় মালিক তাহার।।
প্রেমের বাজারে হ'বে আনন্দের মেলা
খেলাইবে মতোগণ প্রেমের খেলা।।
হরিবোলাগণ হবে দোকানী পশারী।
প্রেমেতে পুলকিত হ'য়ে রবে সারি সারি।।
আনন্দের পূর্ণলীলা হইবে তথায়।
বিকি কিনি করিবেন আনন্দহৃদয়।।
অতএব চল সবে গুরুচাঁদ ঠাঁই।
সেই দেহে স্থিত আছে ক্ষীরোদের সাঁয়ী
এত শুনি সবাকার আনন্দ উদয়।
উপনীত যথা গুরুচাঁদ দয়াময়।।
প্রণমি প্রভুর পদে কহে সমাচার
সকাতরে প্রভুপদে মাগি পরিহার।।
মরমের কথা মোরা বলিতে এসেছি
হৃদয় মাঝারে এক ধারণা করেছি।।
কৃপা কর এইবার শুন দয়াময়।
যে বাসনা আমাদের অন্তরেতে হয়।।
প্রভুজনম - তিথি সেই দিনে হয়।
শ্রীবারুণী মিলাইতে ভেবেছি হৃদয়।।
কৃপাবলে আপনার আজ্ঞা যদি হয়।
পূর্ণ হয় নাকি হরিচাঁদের কৃপায়।।
এমত বলিয়ে সবে করে সবিনয়।
শুনিয়ে তাদের প্রতি বলে দয়াময়।।
তোমরা বলিলে যাহা এবে মম ঠাঁই।
শিশুকালে পিতা মোরে দোইলেন তাই।।
ঘোর অন্ধকার নিশি ছিলাম ঘুমিয়ে।
শোভনা দেখাল মেলা দেখিলাম যেয়ে।।
মনে যদি হয়ে থাকে তোমা সবাকার।
তাহে কোন বাধা নাই জানিও আমার।।
যতবার অবতার হয় ধরাধামে।
প্রতিস্থানে এ উৎসবে তিতি-অনুক্রমে।।
কৃষ্ণের জনম-তিথি অষ্টমী তিথিতে
নন্দ করে সে উৎসব সেই গোকুলেতে।।
সেই তিথি অনুযায়ী জন্মতিথি ধ'রে।
নানাস্থানে কত লোক জন্মাষ্টমী করে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম লয় মায়াপুরী গায়।।
বৈষ্ণবে উৎসব করে শ্রীধাম নদীয়ায়।।
এইবাবে মহোৎসব হয় যথা তথা
তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে হেথা
কোন প্রকারেতে যদি করিবারে পার।
ব্যাপক হইবে পরে সকল সংসার।।
ওড়কাঁদী নহে শুধু হবে এই মেলা।
প্রতি দেশে হবে এই মধুর খেলা।।

লড়িবে অনেক দেশ মেলার কারণে।
অগণিত লোকে শান্তি পাবে দরশনে।।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ় নারী কি পুরুষ।
সবে এসে এই মেলায় লভিবে পীযুষ।।
ভাবী কালে হবে মেলা ব্রহ্মান্ড ব্যাপিত।
এই মেলা যদি সবে করে সংস্থাপিত।।
যদবদি চন্দ্রসূর্য্য উদয়াস্ত হবে।
তদবধি এই লীলা বিদ্যমান রবে।।
এই মত বলে যদি প্রভু দয়াময়।
শ্রুতমাত্র সবে ভাসে আনন্দ গোলায়।।
বিপুল আনন্দে মেতে বলে সর্ব্বজন।
আপনার কৃপা হলে হইবে পুরণ।।
প্রেমের পাথারে সবে খেলিব সাঁতার।
অদ্য হতে হল নিমন্ত্রণ অভিসার।।
বুঝিলাম তুমি হও জীবের জীবন।
তুমি হও আমাদের তবারাধ্য ধন।।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইবে ভক্তাধীন হরি।
হ'লেম নিশ্চিন্ত শুনে বচন মাধুরী।।
আগামী চৈত্রেতে হোক মেলা অভিসার।
শুভস্য শীঘ্রং বাক্য রয়েছে তোমার।।
অতএব এই কর্ম ভাবিয়েছি সার।
আজ্ঞা দিলে জানাইব গোচরে সবার।।
বন্ধন পানেতে চাহি আছি মোরা সব।
অবিলম্বে হ'ক এই বারুণী উৎসব।
প্রভু বলে হোক তাই ক্ষতি কি বা তায়।
জানাইয়ে দাও তব সকল জনায়।।
এই ভাবে বারুণী পরামর্শ হ'ল।
পুনরায় রামচাঁদ প্রভুকে বলিল।।
কিবা ভাবে প্রভু মোর দেখাইল তাই।
কৃপা করি কহ প্রভু শুনিবরে চাই।।
প্রভু বলে এক দিন রজনী যোগাতে।
ঘুমিয়ে ছিলেম আমি নিদ্রা আবেশেতে।।
কি যেন ভাবিয়ে পিতা বাটীর বাহিরে।
একাকী এলে পিতা না বলিয়ে কারে।।
মহামেলা মিলেয়েছে চাঁদের বাজার।
নানা বর্ণ ঘর দ্বারা অতি চমৎকার।।
স্থানে স্থানে আছে কত দোকানী পশরী।
কোন স্থানে মতুয়ারা বলে হরি হরি।।
নানা মত খেলা কত বর্ণনা অতীত।
খেলার ছলে কেহ কেহ গাইতেছে গীত।।
ভাগ্যক্রমে সে শোভনা দেখিতে পাইল।
আনন্দে বিভোর হ'য়ে আমাকে ডাকিল।।
দুই ভাই এক সঙ্গে হইনু বাহির।
নেহারিয়ে মম চক্ষু হ'য়ে গেল স্থির।।
দেবতা মানুষে মিশে বলে হরি হরি।
অনুক্ষণ উঠিতেছে প্রেমের লহরী
হুঙ্কারিছে মতুয়ারা বলে হরি বোল।
মেঘের মন্ডলে যেন দেবের বাদল।।
নানা স্থানে না না রঙ্গ মরি কি বাহার।
ঘোড় দৌড় হইতেছে অতি চমৎকার।।
নিশ্চল নিস্পন্দ যেন হ'ল মম কায়
নেহারিনু সেই লীলা নির্ব্বাক হৃদয়।।
হেনকালে উমাকান্ত এক অশ্ব ধরি।
পিতার সকাশে বলে সবিনয় করি।।
এই ঘোড়া দিতে হবে আমাকে বাঁধিয়ে।
ছাড়িব না এই ঘোড়া রাখিব ধরিয়ে।
পিতা বলে মহামেলা কর দশন।
এই ঘোড়া নহে তুমি করিও ধারণ।।
অনেক কৌশলে সেই ঘোড়া ছাড়াইল।
ক্ষণপরে সেই মেলা সমাপ্ত হইল।।
সেই দিন এ মেলার সৃষ্টি হইয়াছে।
আমার প্রাণেতে তাহা অঙ্গিত রয়েছে।।
পিতার মনের বাসনা বুঝি করিতে পুরণ।
তোমরাও কর এবে তার আয়োজন।।
শুনিয়ে সবার চিত আনন্দে ভরিল।
হরি - গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

মহাবারুণী বা আনন্দমেলার অভিসার

পরে বারুণীর দিনে আইলেনভক্তগণে
হরি বলে ক'রেছে কীর্ত্তন।
হাসে কাঁদে নাচে গায় বয়ান ভাসিয়ে যায়
সবাকার প্রেমাবিষ্ট মন।।
কেহ বা করায় স্নান কেহ করে নাম গান
কেহ কেহ ধুলায় লোটায়।
কেহ আর্ত্তনাত করি মুখে বলে হরি হরি
ক্ষণে ক্ষণে করে হায়।।

কীর্তনের ধ্বনি শুনে ধেয়ে এল বহু জনে
শুনিতেছে হরিগুণ গান
শুনে এই সংকীর্ত্তন প্রেমাবিষ্ট তনুমন
আখিজলে ভেসেছে বয়ান।।
এল দেবলাগণে মিশে নরবালা সনে
স্নান করি গিয়ে প্রভুপশ
ভক্তি-ডালা নিয়ে হাতে অতি আনন্দিত চিত্তে
প্রণমিল গলে দিয়ে বাস।
প্রভু বলে সব মাতা শুনহ আমার কথা
এস হেথা প্রতি বারুণীতে।
নেহারি আনন্দ মেলা ঘুচে যাবে সব জ্বালা
প্রেমানন্দ বাড়িবে হৃদেতে।
এই মেলা দরশিলে বাঞ্ছনীয় ফল ফলে
দুরে যায় আসার ভাবনা।
বিদুরেতে হবে দুঃখ হৃদে হবে প্রেম-সুখ
এই ভাবে অভাব র'বেনা
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী সকলে মিলেছে আসি
রহে তারা হ'য়ে একত্তর।
এসে তারা মম পাশে ব'লেছে মধুর ভাষে
ঘুচাইব জীব পাপ ভার।।
এমত বলিয়ে তাঁরা বহিয়ে প্রেমের ধারা
আছে মম পুকুর মাঝার।
স্নান সমার্পিলে তথা দুর হবে কুলষিতা
আর না থাকিবে পাপভার।।
এইমত কহে বাণী গুরুচাঁদ গুণমনি
শুনে সবে আশ্চর্য্য গণিল।
সবে আনন্দিত হ'য়ে পুকুরে চলিল ধেয়ে
হরষিতে স্নান সমাধিল।।
এদিকে মতুয়াগণ করে নাম সংকীর্ত্তন
মহাভাবে হইল কীর্ত্তন।
তাহে হ'ল মহাভাব নবরূপ নব-ভাব
কি যেন কি হইল তখন।।
এক জ্যোতিঃঅকস্মাতে হ'লকীর্ত্তনের ভিতে
পুনঃ তাহা লুক্কাতি হ'ল।
বাতাহত বৃক্ষ যত মতুয়ার গণ যত
সবে মিলে ভূতলে পড়িল।।
কাহার নাহিক জ্ঞান সবে যেন মৃত প্রাণ
ভাবের তরঙ্গ ব'য়ে যায়
জ্যোতিরূপে হীরামন মৃত্যুঞ্জয় শ্রীলোচন
শ্রীগোলক দশরথ হয়।।
ব্রজনাথ বিশ্বনাথ নাটুকে করিয়ে সাথ
এল সবে কীর্ত্তনের ভিতে।
প্রেম-বন্যা উথলিত কারো হৃকম্প হ'ল
কেহ আকুল হল বড় চিতে।।
রবে প্রেম সমীরণ মহাবেগে অনুক্ষণ
অনুরাগ মেঘ গর্জ্জে তায়।
অভিমানী কর্ম্মীজ্ঞানী শুনে কীর্ত্তনের ধ্বনি
সবে তারা মানিল বিস্ময়।
নাম ব্রহ্ম শিলাবৃষ্টি দলিল ব্রহ্মার সৃষ্টি
ত্রিভুবন করে টলমল
কোথা রৈল বাড়ী ঘর পুত্রকন্যা পরিবার
সব ত্যজি বলে হরিবল।
শ্রীবারুণী অভিসার করে ব্রহ্ম পরাৎপর
মাতাইতে কলি জীবগণে।
আনিয়ে পরম ধন করিলেন বিতরণ
ধনী করিবারে সর্ব্বজনে।।
প্রথমে অধিক নহ অল্প খরিদ্দার সহ
বেচাকেনা আনন্দ - বাজারে।
ক্রমেই জুটিল আসি বহু বহু দেশবাসী
নিল ধন শক্তি অনুসারে।।
সে হইল হরিবোলা বিস্তারে আনন্দ মেলা
মিলিয়েছে ওড়াকাঁদি ধামে।
গুরুচাঁদ রূপধারী আছে ক্ষীরোদ বিহরী
মহাজন রুপে সে মোকামে।।
আছে বহু সদাগর হরিপ্রেমে অধিকার
করিয়েছে জনমের মত।
শ্রীতারক মহানন্দ আর আর ভক্ত-বৃন্দ
বিলায়েছে বুঝিয়ে সে চিত।।
কেহ কেহ ফেরী করে বহু দুর দেশান্তরে
খরিদ্দার জুটিল বিস্তার।
এসে দোহাকার পাশে হারাইয়ে দ্বেষ দিশে
পদে ধরি কাঁদে অনিবার।।
বুঝিয়ে তাহার মন ধন করে বিতরণ
পুনঃ সেও নিজ দেশে গিয়ে।
তার হয় ভাবোদয় ফিরে এসে পুনরায়
প্রেমধন নেয় আর চেয়ে।।
এই ভাবে নিশিদিন সবে করে প্রেমাধিন
দুর দেশে করয় ভ্রমণ।
হরি হরি বল ভাই এমত হবার নাই।
দোহে হয় পতিত পাবন।।

****

**

প্রেম - বন্যার উত্তাল তরঙ্গ বা মহা-বারুণী বিস্তার

যে যে দেশে ভ্রমিতেন স্বামী মহানন্দ।
অথবা যে দেশে যান শ্রীতারক চন্দ্র।।
সেইখানেই খরিদ্দার আসিয়ে জুটিত
দোহার সকাশে সবে ধন প্রাপ্ত হ'ত।।
ওড়াকাঁদী বারুণীর দিবসে আসিয়ে।
আনন্দ বাজারে সবে বেড়ায় নাচিয়ে।।
প্রেমের তরঙ্গ মালা বহে নিশিদিন।
সে তরঙ্গে ভাসে যত মতুয়া প্রধান।।
তাহা হেরে অনেকেই হ'ত ভাবোদয়।
সেজন ভাসিত শেষে তরঙ্গ গোলায়।।
এইভাবে অনেকেই হয় মাতোয়ারা
প্রেমনীরে তা সবার ভাসে আঁখি তারা।।
হরিগুরচাঁদ বলি জোড়ায় ধরণী।
ব্যাকুলিত চিত্তে কাঁদে পুরুষ রমণী।।
অম্বর নাহি সম্বরে মেতে হরি নামে।
কুলমান যায় ভেসে শ্রীহরির প্রেমে।।
এই ভাবে বহু জনা প্রেমেতে মাতিল।
অভিমান উচ্চকুলে ভাঙ্গন লাগিল।।
বৈদিক ক্রিয়াদি যত সব ভেসে যায়।
কর্ণফল বৃক্ষ ভেঙ্গে সমুলে তলায়।।
পঞ্চশাখা বিস্তারিয়ে ছিল মুক্তি তরু।
ডালে মুলে ভাসাইল বাঞ্ছা কল্পতরু।।
মন্ত্র বীজ শষ্যক্ষেত্রে ঘটেছে প্রলয়।
উত্তাল তরঙ্গ মালা বাড়িছে সদায়।।
চিত্রগুপ্ত হের তাহা মানিল বিস্ময়।
কোনযুগে হেন বন্যা না বহে ধরায়।।
বারুণী দিবসে আমি ওড়াকাঁদি যাব।
হরিভক্তগণ সনে কীর্ত্তন করিব।।
শুধু মাত্র করিলাম পাপের বিচার।
হরি নাম নিতে না পাইনু অবসর।।
হাহা প্রভু দয়াময় ক্ষীরোদ বিহারী।
বহায়েছে পূর্ব বঙ্গে প্রেমের লহরী।।
একবার জম্বুদ্বীপে করুন প্রেরণ।
উদ্ধার হইয়ে যাক পাপী -তাপীগণ।।
সেই সনে এ অধমে লইবেন তীরে।
এই ভিক্ষা মাগী প্রভু ও পদ নখরে।।
বিনয় বচনে চিত্রগুপ্ত ইহা কয়।
স্বামী মহানন্দ ডাকে আয় আয়।।

এইবার পূর্ণ লীলা বাকী না রাখিব।
একে একে সবাকারে প্রেমধন দিব।।
এমত শুনিয়ে বাণী বিমাণে চড়িল।
মহানন্দ পদতলে শির লোটাইল।।
ভক্তিভরে প্রণমিল গুরুচাঁদ পদে।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু স্থান দেও পদে।।
মহাপ্রভু বলে তুমি শুন মহাশয়।
মহানন্দ পদতলে বিকায়েছে কায়।।
তবে আর নিরানন্দ কেন বাছাধন।
অকপটে নিয়ে যাও হরি প্রেমধন।।
ধনের প্রভাব মেনে করিও বিচার।
তা হইলে তব দোষ না থাকিবে আর।।
এইরূপে চিত্রগুপ্ত পেল প্রেমধন।
ধ্রুব সত্য বলেছেন সাধনের ধন।।
বারুণী দিবসে নাই যমের কাছারী।
চিত্রগুপ্ত রবিসুত বলে হরি হরি।।
যদি কেহ বারুণীতে শ্রীধাম মরিলে।
বিষ্ণুদুতে নিয়ে যাবে তাকে অবহেলে।।
যমদুত তাঁর পানে ফিরিয়ে না চায়।
যে ভাবে সেভাবে তাঁর প্রাণ গত হয়।।
যে স্থানে যে ভাবেতে হারাক পরাণী।
যদি সে জানিতে পারে প্রভুর বারুণী।।
মহাপাপী হইলেও না থাকিবে পাপ।
মহাপ্রভুর কৃপায় সে হইবে নিষ্পাপ।।
এই মত বারুণীর মহিমা প্রচার।
ক্রমেই মহবারুণী হইল বিস্তার।
যে দেশে যে দেশে আছে যত হরিবোলা
বারুণী দিবসে এসে করে প্রেম খেলা।।
ফেরি করি যেবা করে মুদ্রা উপার্জ্জন।
মাথে করি এনে দেয় যথা মহাজন।।
তার মাঝে যদি কেহ কিছু করে চুরি।
সে হইতে আর তাঁর নাহি চলে ফেরি।।
আপনি হইতে সেই চোর পড়ে ধরা।
জনমের মত শেষ হয় ফেরি করা।।
নানারূপে শাস্তি পায় আপন হইতে।
এ বড় আশ্চর্য্য ফেরি প্রেম বাজারেতে।।
এ দানিতে ফেরিওয়ালা হইল অশ্বিনী।
গোসাই অশ্বিনী বলে তাহার বাখানী
শ্রীতারক মহানন্দ তাহার রক্ষক।

স্বয়ং শ্রীগুরুচাঁদ তাহার চালক।।
শ্রীহরি সঙ্গীত খানি ভাষায় রচিত।
ফেরি করা মুলধন তাহে আরোপিত।।
মহাপ্রভু পদে তাহা সমার্পন করি।
জনমের মত সাঙ্গ করিয়াছে ফেরি
রতন মণির রত্ন রত্নকে দানিয়ে।
প্রভুর পদ সেবায় র'য়েছে মাতিয়ে।।
ফেরিওয়ালা হয় এক শ্রীদেবী চরণ।
শ্রীতপস্বী বালা নামে হয় আর জন।।
এই মত ফেরিওয়ালা যত জন হয়।।
বারুণী দিবসে এসে সবাই উদয়।
কেহ বহু খরিদ্দার করিয়ে সঙ্গেতে।
শ্রীহরি সঙ্গীত গাহে নামে প্রেমে মেতে।।
বাজাইয়ে জয়ডঙ্কা কাপায় ধরণী।
ঝাঁজ, খোল, করতাল সমধুর ধ্বনি।।
বিজয় নিশান হস্তে করি হুহুঙ্কার।
শ্রীধামাভিমুখে সব হয় অগ্রসর।।
বিচিত্র গতিতে সবে করে হরিনাম।
কপিগণসহ যথা যোদ্ধাবেশে রাম।।
সেই মত বীরবেশে বলে হরি হরি।
কাহার বা দু'নয়নে বহে প্রেমবারি।।
হাহাগুরুচাঁদ ব'লে ধুলায় লুটায়।
বহে ধারা দু'নয়নে বরিষার প্রায়।।
কেহ আসে নৌকা পথে পায়ে দলে কেহ।
পথি মধ্যে নানা রঙ্গে করয় উৎসাহ।।
নরবালা গণ সনে দেববালা গণে।
মত্ত থাকে সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে।।
কেহ বা শ্রবণ করে কেহ নাম গায়।
কেহ গুরুচাঁদ ব'লে কাঁদে উভরায়।।
অদৃশ্য ভাবেতে রহে মানব গোচরে।
কীর্ত্তন মাঝেতে থেকে হুহুকার করে।।
সেই দলে রাগাত্মিক ভাবের উদয়।
হুঙ্কার করিয়ে তারা উভরোড়ে ধায়।।
সেই দলে রাগাত্মিকা ভাবের উদয়।
হুঙ্কার করিয়ে তারা উভরোড়ে ধায়।।
সেই দলে থাকে সে পাগল হীরামন।
বীর করুণ রসেতে মত্ত সর্ব্বজন।।
এই মত আসে যায় মতুয়ার দল।
ঘাটে পথে বহে সদা হিল্লল কল্লল।।
শ্রীলোচন দশরথ আর মৃত্যুঞ্জয়
মহানন্দ পূর্ণানন্দ ব্রজনাটু রয়।।
বিশ্বনাথ ব্রজনাথ মঙ্গল সুজন।।
সবে মিলে করে এসে বরুণী দর্শন।।
অদ্যপিও সেই লীলা করে দয়াময়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।
মানুষেতে করে লীলা মানুষেতে মিশিয়ে
স্বরূপ মুরতি রাখে সবে লুকাইয়ে।।
দিবানিশি হয় নাম মধুর মধুর।
বড়ই আশ্চর্য্য হয় এ লীলা প্রভুর।।
যে যেখানে যে ভাবেতে আছেন বসিয়ে
সবে মিলে করে নাম আনন্দ মাতিয়ে
স্থান কি অস্থান ব'লে নাহিক সন্দেহ।
সবাকার হৃদি মাঝে প্রেমের প্রবাহ
কোন স্থানে বসি দশ বার জন।
করিতেছে বসি হরি কথা আলাপন।।
তাহাতেও কান্নাকাটি প্রেমের লহরী।
কাঁদিছে আকুল হ'য়ে ব'লে হরি হরি।।
নরনারী এক সনে ক'রেছে রোদন।
আখি জলে সবাকার ভেসেছে বদন।।
হাড়ি, মুচি, জোলা, তাঁতি শুদ্র কি যবন।
ঝালো, মালো, সাহা, পাল, কামার, ব্রাহ্মণ।।
গন্ডিরেখা মাঝে নাহি হয় জাতি পাত।
সর্ব জাতি এক হ'য়ে সেবে এ'টো ভাত।।
জগন্নাত প্রসাদান্ন সর্ব্ব জাতি খায়।
একাত্ম একান্ন ভোজ ভিন্ন ভেদ নয়।
কিবা সে অমিয় ভাব বর্ণনা অতীত।
মনে অন্য নাহি জাগে আপনা ব্যতীত।।
একের দর্শনে অন্যে আনন্দিত হয়।
অমিয় স্নেহের ভাব ধারা বাহি যায়।
কোন দিন কারো সনে দেখা শুনা নাই।
দরশনে মনে জাগে যেন ভাই ভাই।
সম্বন্ধ বিহীন মহা সম্বন্ধ হিসাব।
কোনযুগে যেন চেনা চিনি ছিল সব।।
ব্রহ্মান্ড ব্যাপীত যত মতুয়ার গণ।
সবে যেন হয় এক জনক নন্দন।।
বহুদিন পরে যথা হইলে মিলন।
অমিয় স্নেহের ধারা হয় বরিষণ।।
কিবা যেন গুপ্তভাব ছিল পূর্ব্বাপার।
মধুময় ভাব নাহি জাতির বিচার।।
দরশন মাত্রে করে প্রেম সম্ভাষণ।
গুরুজন হ'লে করে চরন বন্দন।।
লঘুজনে গুরুজন করে আশীর্ব্বাদ।
অবিলম্বে প্রাপ্ত হয় গুরুচাঁদ পদ।।
উত্তাল তরঙ্গ বাহি ধরা ভেসে যায়।

নরনারী ভাসে সবে প্রেমের গোলায়।।
যতদূর হ'তে যেবা আসে ওড়াকাঁদী।
স্বদেশ গমন কালে কহে কাঁদি কাঁদি।।
পারি যেন পুনরায় শ্রীধামে আসিতে।
এতেক বলিয়ে ভাসে আখির জলেতে।।
যেন প্রাণে নাহি চায় স্বদেশ যাইতে।
অলক্ষিত সুত্রে টানে পিছন হইতে।।
চলে যায় তবু তারা ফিরে ফিরে চায়।
গুরুচাঁদে ছেড়ে প্রাণ-পাখি নাহি যায়।।
পুনরায় এসে করে চরণ বন্দন।
সরোদনে কহে কত কাতর বচন।।
যাই তবে ওহে বাবা আপনার দেশে।
দেশ শুদ্ধ লোক যেন ওড়াকাঁদী আসে।।
এত বলি আখি জল ঝড়িয়ে অঝোরে।
মহাভাব জাগে শেষে হৃদয় মাজারে।।
প্রভু বলে গৃহে যাও ওহে বাছাধন।
সকলে মিলিয়ে করো নাম সংকীর্ত্তন।।
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় আপনার দেশে।
দিবানিশি হরিগুণ গাহে প্রেমাবেশে।।
এই মত বহু লোক আসে আর যায়।
ঠাকুরের ধর্ম কেহ প্রচার করয়।।
এই ভাবে শ্রীবারুণী দিগন্ত ব্যাপীত।
তীর্থ ছাড়ি বহু লোক হয় সমুদিত।।
একেরে শুধায় সেই তীর্থবাসী যিনি।
এ হেন ভাবের নাম কভু নহে শুনি।।
বহু তীর্থ ভ্রমি আমি বহুজন সঙ্গ।
হেরি নাই কভু হেন প্রেমের তরঙ্গ।।
স্বয়ং এর অবতারে সত্য বটে হেথা
হরিনাম বিনে তাই নাহি অন্য কথা।।
ওড়াকাঁদি পূর্ণ লীলা হ'য়েছে প্রকাশ।
হরিবল দিন গেল করিব এ ভাষ।

★★★★
★★★

বারুণী স্নানের ফল।

ম'তোগণ গিয়ে শ্রীধামে উদিয়ে
নামে প্রেমে যায় মেতে।
হরিগুরু চাঁদ হৃদয়েরে চাঁদ
বলে ভাসে প্রেম স্রোতে।।
গুরু চাঁদ মোর করুণা সাগর
কামনা সাগর করে।
ম'তোগণে যত হয়ে ভাবাশ্রিত
স্নান করে সেই নীরে।।
যেবা স্নান করে কামনা সাগরে
কোটি কুল পাবে মুক্তি।
সেজলে ডুবিতে প্রেমানন্দ চিতে
যেবা করে তার ভকতি।।
ব্রহ্মকি গো হত্যা কিম্বা ভ্রূণ হত্যা
করে যদি কোন জন।।
ভকতি অন্তরে যদি স্নান করে
সর্ব পাপ বিমোচন।।
নাহিথাকেপাপ জাগে অনুতাপ।।
সুনির্ম্মল হয় দেহ।
হয়প্রেমোদয় চিত্ত সন্ধ যায়
হৃদেতে হয় উৎসাহ।।
নাচে কাঁদে হাসে প্রেম নীরে ভাসে
পূর্ব্বভাব নাহি রয়।
পাপে হ'য়ে মুক্ত নামে অনুরক্ত
সেই সে জনার হয়।।
নরবালাগণে আনন্দিত মনে
স্নান করে কুতুহলে।
যে যাহা বাঞ্ছায় সেই ফল পায়
বর্ত্তমান ফল ফলে।।
তাহার কারণ তীর্থ অগণন
আগমন করে আসি।
না হবে এমন সু-দিন কখন
উদিল যে পূর্ণ-শশী।।
কৃপার সাগর কামনা সাগর
ক'রেছেন জীব তরে।
বন্ধ্যা নারীগণে প্রভুর বচনে
স্নান করে পুত্র তরে।
নিস্ফল বৃক্ষেতে প্রভুর বাক্যেতে
সুফল ফলিত হয়।
বহুত ফলেছে জীবিত রয়েছে
বর্ণনা অতীত তায়।।
যার যে কামনা অথবা বাসনা
পূর্ণ অবলীলাক্রমে।
সন্তান লভিয়ে পুনহারা হ'য়ে
নানাঠাঁই কত ভ্রমে।।
যেজন আসিবে মানসী করিয়ে
প্রভুপদে কাঁদে কত।

প্রভু দয়াময় সদয় হৃদয়
বলে দেন স্নান বিহিত।।
শ্রীহরি মন্দিরে মানসাদি ক'রে
স্নান করে কামনায়।
পুরিবে বাসনা শুন গো ললনা
স্বরূপ বচন হয়।।
পতির চরণে সদা নিশিদিনে
রাখিও প্রগাঢ় ভক্তি।
বাসনা পুরিবে সন্তান মিলিবে
পুণ্যকে পাইবে মুক্তি।।
অষ্টাদশ মাস ত্যজি সহবাস
সদাই পবিত্র থেকে।
পতির সঙ্গেতে একান্ত প্রাণেতে
হরিনাম কর সুখে।।
অন্যে নাহি মন করিও কখন
যতনে পালিও কতা।
দুঃখ বিনাশিবে পুত্রবতী হবে
ঘুচে যাবে মনের ব্যাথা।
কামনা সাগরে ভক্তি অন্তরে
যেজন করিবে স্নান।
ত্রিকুল উদ্ধার হইবে তাহার
হ'তে নহে কভু আন।।
স্নানে মহাফল ফলিবে সুফল
অবশ্য জানিবে তাই।
হেন অবতার এই ধরা পর
কখন ত ঘটে নাই।।
ঘটিবে না আর এই বাক্য সার
এইবার গত হ'লে।
প্রভুর কৃপা বশে সব তীর্থ এসে
শ্রীধামে সে উদিলে।।
ধন্য কলিকাল ধন্য হে সকল
প্রভুর ভক্তগণ।
বিচরণ ভণে প্রেমানন্দ মনে
হরি বল সর্ব্বজন।।

****
***

বারুণীর জন্ম ও মাহাত্ম।

শুন হরি ভক্তগণ পূর্ব্ব ইতিহাস।
মহাপ্রভু নিজমুখে করেন প্রকাশ
একদা অষ্টমী দিনে গিয়েছি শ্রীধাম
বহু ভক্তগণ এসে করি হরি নাম।।
বিপুল আনন্দ হল অষ্টমীর কালে।
সবে ভক্তগণ ভাসে প্রেমের হিল্ললে।।
পরদিন প্রভু ঠাঁই বলি নানা কথা।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী ঘুচে মন ব্যাথা।।
এ হেন সময় এক পুরষ রতন।
শ্রীদ্বারিকা নাথ বাবু সেই সে সুজন।।
নিশ্চিন্তপুরেতে বাস করে মহামতি।
শাস্ত্রেতে সুবিজ্ঞ তিনি বুদ্ধে বৃহস্পতি।।
গুরুচাঁদ পদে তার একান্ত ভকতি।
রায় বংশ জন্ম তার শুদ্ধ শান্ত অতি।।
শ্রীধামেতে মাঝেমাঝে যাতায়াত করে।
গুরুচাঁদ বড় ভাল বাসেন তাহারে।।
একদিন এসে উপনীত ওড়কাঁদি।
গ্রন্থ আলোচনা করে উল্লাসিত হৃদি।।
বড় মিষ্টি ভাবে তিনি বলিলেন কথা।
আসনেতে অধিষ্ঠান আছে বিশ্ব পিতা।।
নানা কথা আলোচনা করিয়ে উল্লাসে।
শ্রীদ্বারিকা নাথ এক বালকে জিজ্ঞাসে।।
বারুণীর জন্ম কথা বল শুনি তাই।
বহু শাস্ত্র অন্বেষিয়ে কভু নহে পাই।
সন্দেহ রয়েছে প্রাণে বহুদিন ধরি।
বলহে মধুর কথা শুনি কর্ণ ভরি।।
সে জন শুনিয়ে হয় উল্লসিত প্রাণ।
উৎকণ্ঠিত হ'ল বড় শুনিতে আখ্যান।।
শাস্ত্রজ্ঞান নাহি তার নাহি বুদ্ধি বল।
ভক্তি হীন অতি দ্বীন বড়ই দুর্ব্বল।।
এ মহা প্রশ্নের উত্তর কেমনে দিবে।
তার সম অনভিজ্ঞ কেহ নাই ভবে।
সে কি পারে প্রশ্নের করিতে উত্তর।
শুধুমাত্র ওড়কাঁদী আসাযাওয়া সার।।
বিচরণ সঙ্গে মাত্র আসে আর যায়।
বর্তমানে পেয়ে ধন তবু নাহি লয়।।
চক্ষু হীন জ্ঞান হীন ভজন বিহীন।
মতুয়া অযোগ্য হয় অতি দীন হীন।।
সে জন বলিল বাণী করি সবিনয়।
উহার মরম তত্ত্ব পাইব কোথায়।।
আমি নহে জানি কভু এসব বচন।
জিজ্ঞাসা করিয়ে দেখি প্রভুর সদন।।
এত বলি দুই জন প্রফুল্লিত মনে।
উপনীত হয় গিয়ে প্রভুর সদনে।

জিজ্ঞাসিল প্রভু ঠাঁই আনন্দ হৃদয়।
মম নিবেদন এক ওই রাঙা পায়।।
বারুণীর জন্ম তত্ত্ব শুনিতে বাসনা।
বলুন করুণাময় করিয়ে করুনা।।
শ্রীদ্বারিকানাথ বাবু জিজ্ঞাসে আমার।
মূল মর্ম নাহি জানি কি কব তাহারে।।
নিজ গুনে কৃপা করি বলুন একবার
শ্রবনে জনম ধন্য করিব দোহার।।
এত শুনি দয়াময় প্রভু গুরুচাঁদ।।
কহিতে মধুর গীতি পরম আহ্লাদ।।
মহাপ্রভু বলে শুন পূর্ব্বের কহিনী।
লক্ষ্মী অংশে জন্ম নিয়েছে বারুণী।
সাগর দুহিতা হয় লক্ষ্মী ও বারুণী।।
শুন বৎস হয় এই পূর্বের কাহিনী।।
এই দুই কন্যা হেরি যত দেবগণ।
ভক্তি বরে করে সবে চরণ সেবন।।
মনফুলে আখিজলে স্বভক্তি চন্দনে।
ভক্তিভরে করে পূজা সহ নারায়ণে।।
সমুদ্র মন্থনের প্রথম মন্থনে।
দুই কন্যা জন্ম লিন হেরে দেবগণে।।
লক্ষ্মী ও বারুণী তাই ভবে প্রকাশিল।
পুন মন্থনে উচ্চস্রবা জন্ম নিল।।
আর এক অশ্ববর জন্মিল তখন।
মন্থন করিয়ে পেল যত দেবগণ।।
উচ্চৈস্রবা ঐরাবত অশ্ববর হয়।।
লক্ষ্মী ও বারুণী জন্ম একই সময়।।
বারুণী করিল স্তব চাহিনারায়ণে।
কিভাবে রহিব আমি এ বিশ্ব ভুবনে
নারায়ণ বলে শুন আমার বচন।
মধুমাসে তোমাকে পুজিবে নারায়ণ।।
বহুলোক স্নান দান করিবে তোমাকে।
ব্রাহ্মণ লইয়া পূজা করিবেক লোকে।।
সলিল সনেতে মিশে রবে ভুমন্ডলে।
বহু লোক ডুবাইবে তোমার সলিলে।।
তব জলে ভক্তি ভরে যে করিবে স্নান।
তা সবার চিরকাল করিও কল্যাণ।।
আর এক কথা আমি বলিব তোমায়।
অষ্টবিংশ মন্বন্তরে হইব উদয়।।
তব পুজা যেবা দিনে তিথি অনুসারে।
ক্রমেই হইবে ব্যক্ত বিশ্ব চরাচরে।।
কলির সন্ধ্যায় গিয়ে পূর্ব্ববঙ্গ দেশে।
জনম লভিব আমি তোমার দিবসে।।
দেবতা সহিতে নরে পাইবে সেকালে।
এক সনে স্নান করিবেক যত জলে।।
দেবাসুর এক সাথে করাব মিলন।
সবে মিলি প্রেম সিন্ধু করিবে মন্থন।।
অপরূপ লীলা মোর হইবে ধরায়।
ভক্তগণে রবে ডুবে প্রেমের গোলায়।।
নামে প্রেমে মত্ত হবে দেবতা সকল।
তবে জলে নামিবেক ব'লে হরি বল।।
মহাসুখ পাবে তুমি তাদের পরশে।
ভক্তগৃহে যেতে হবে বহু দেশে দেশে।।
সন্তান সদৃশ মম ভকতের গণ।
দেব নর এক সন হইবে মিলন।।
দেববালাগণ সব নরবালা সনে।
তোমার সলিলে ডুবাইব সর্ব্বজনে।।
তব নাম সে দিবসে হইবে প্রচার।
বারুণী দিবসে নাই জাতির বিচার।।
মিলিবে ছত্রিশ জাতি একাত্ম একান্ন।
তোমার পরশে হবে সর্বলোক ধন্য।।
ধন্য সেই কলিকাল ধন্য ভক্তগণ।
সে দিবস হবে শুধু নাম সংকীর্ত্তন।।
সেই কালে তব জলে যে করিবে স্নান।
যদি চ ভকতি হীন তথাপি কল্যাণ।।
মহাপাপী হ'লে তাঁর সর্বপাপ ক্ষয়।
পবিত্র ভক্তের কথা বলিবার নয়।।
এ বলি মহাপ্রভু বিদায় করিল।
এই সেই দিন সেই অবতার হ'ল।।
অষ্টবিংশ মন্বন্তর এই সেই লীলা।
হরিগুরচাঁদ রূপে করে নব খেলা।।
এক অবিলম্বে তিনি করে বহু কর্ম্ম।
ভাগবতে জানে মাত্র তার মূল মর্ম্ম।।
তাহার প্রমাণ আছে পুথি রামায়ণে।
বাল্মীকি লিখেছে তাহা অতি সযতনে।।
ষাট হাজার বর্ষ পূর্ব্বে গীত রামায়ণ।
বৈকুণ্ঠেতে এ লীলার প্রথম সৃজন।।
এক হ'তে চারি মুর্ত্তি করিয়ে ধারণ।
অবতার সঙ্কল্পিত করেন তখন।।
সেই মুর্ত্তি দেখে গিয়ে দেব প্রজাপতি।
প্রণমিল প্রভু পদে হ'য়ে হৃষ্টমতি।।
বলিলেন একি লীলা কহ চক্রপাণী।
এহেন মধুর লীলা না দেখি না শুনি।।

প্রভু কন শুন তবে ওহে মহাশয়।
রাম লীলা করিবে সে গিয়ে অযোধ্যায়।।
দশরথ পুত্র রূপে ক্ষত্রিয়ের বংশে।
জনম লভিব আমি তথা চারি অংশে।।
এক আমি হেনভাবে হইয়ে বিভক্ত।
জয় বিজয় নামে উদ্ধারিব মম ভক্ত।।
এই মত প্রকাশিয়ে ব্রহ্মার সদন।
রামলীলা প্রকাশেন আনন্দিত মম।।
মহাদস্যু রত্নাকরে করিয়ে উদ্ধার।
তাঁর দ্বারা লিখে রাম অংশ অবতার।।
প্রভুর মধুর বাণী করিয়ে শ্রবণ।
বারুণীর জন্ম কথা লিখে বিচরণ।।

সমুদ্র মন্থন কালে　　মহাপ্রভু বলেছিলে
ভবে হর সেদিন উদয়।
ওড়াকাঁদী শেষ লীলা　　খেলেন মধুর খেলা
সঙ্গে যত ভকত নিচয়।।
পূর্ব্ব-কথা অনুসারে　　এসে এই ধরা পরে
বারুণী দিবসে জনমিল।
হয় নাই হবার নাই　　আইল ক্ষীরোদ শায়ী
পূব্বর্বঙ্গ উজ্জ্বল করিল।।
শ্রীবারুনী বঙ্গদেশে　　ব্যক্ত প্রভুরাদেশে
বহু ভক্তে করে স্নানকেলী।
মুখে বলে হরি হরি　　যেন মদমত্ত করি
বারুণীর জলে প্রেমকেলী।।
বারুণীর দিবসেতে　　বহু ভক্ত একত্রেতে
হরিনামে হয় মাতোয়ারা।
হাসে কাঁদে উচ্চৈস্বরে　　কেহ পরে ধরা পরে
দু'নয়নে বহে প্রেমধারা
ধেয়ে প্রেম তরঙ্গিনী　　যথা রয় শ্রীবারুণী
মিলনেতে মহাভাবোদয়।
বর্ণিবারে নাহি জানি　　জয় জয় শ্রীবারুণী
পর্ণলীলা হল এ ধরায়।।
শ্রীহরির আগমনে　　আসিয়েছে জনে জনে
যেবা দেশে যত তীর্থ ছিল।
তীর্থরাজ গুরুচাঁদ　　লভিবারে সেই পদ
সবে এসে মিলন হইল।
গয়া গঙ্গা বারাণসী　　কুরুক্ষেত্রে পুষ্ক রাসি
প্রায়াগাদি তীর্থ যত হয়।
শ্রীকালিন্দি দারাবতী　　শ্রীযমুনা সরস্বতীত
ওড়াকাঁদি হইল উদয়।।
দ্বাদশ পুষ্করিণী　　করিলেন গুণমনি
দ্বাদশ তীর্থের অধিষ্ঠান।
শুধুমাত্র জীব হিতে　　সমগিত এ মহীতে
মানবের সাধিতে কল্যাণ।
কে আছে এমন বন্ধু　　ত্বরাইতে ভবসিন্ধু
নানা ভাবে করে জীবোদ্ধার।
কভু হেন অবতার　　হয় নাই ধরাপর
ধন্য লীলা শ্রীধামে প্রচারে।।
দীন হীন যত ছিল　　সবাকারে কোল দিল
আর দিল অমূল্য রতন।
বিনা পরিশ্রমে এবে　　পেমানন্দ উৎসবে
সর্ব তীর্থ করে দরশন।।
তীর্থ আছে যথা তথা　　অর্থভাবে কেহ তথা
নাহি পারে করিতে গমন।।
অর্থভাবে সব নষ্ট　　গৃহে বসি পায় কষ্ট
শুধু মাত্র মনে আকিঞ্চন।।
করাঘাত হানি বুকে　　কেহ কাঁদে মনদুঃখে
তীর্থধামে যাইতে নারিনু।
হায় হায় কিবা করি　　বিষ খেয়ে প্রাণে মরি
বৃথা এ জনম ধরিনু।।
কাঁদে হরি হরি ব'লে　　ভাসিতেছে আখিজলে
মনদুঃখ বাড়ে অতিশয়।
অর্থাবাবে ঘটে সব　　মনে হয়ে নিরুৎসব
শুধুমাত্র করে হায় হায়।।
জীবের দুর্গতি হেরী　　মোর গুরুচাঁদ হরি
সর্ব্ব তীর্থ করে এক ঠাই।
ওড়াকাঁদি এলে মাত্র　　দেখা হবে সব তীর্থ
আরো পারে ক্ষীরোদের সায়ী।।
মুখে লও হরি নাম　　পুর্ণ হবে মনোস্কাম
তীর্থরাজে পাবের দরশন
সর্বতীর্থ ফল পায়　　যদি তার কৃপা হয়
যম ভয় হয় নিবারণ।।
আদি তীর্থ শ্রীবারুণী　　পরিষ্কার রুপেজানি
শুনিলাম শ্রীমুখের বাণী।
আদি তীর্থ স্নানকালে　　ব্রহ্মমূর্হুর্ত্ত হ'লে
আদিদেব আইল ধরণী।।
পূর্ণব্রহ্ম আগমনে অংশরূপে যে যে স্থানে
সবে আসি হইল মিলন।
হরি বলে কাঁদি কাঁদি　　যেবাবে ওড়াকাঁদী
অবহেলে পাবে প্রেমধন।।
চুম্বকের আকর্ষণে　　লৌহখন্ড ধরি টানে
নিজ অঙ্গে করেন ধারণ।

জানিয়ে আপন মনে তীর্থসহ দেবগণে
ওড়াকাঁদী করিল মিলন।।
হবে তার তীর্থ ফল জনম হ'বে সফল
কৃপা হ'লে পাবে প্রেমধন।
প্রেম ভক্তি পরকাশ দুষ্কৃতি হইবে নাশ
কর্ম্ম ফাঁস রবে না কখন।।
যাবে শমনের ভয় হবে ভক্তি ভাবোদয়
এ বড় মধুর লীলা রঙ্গ।
কলিজীব ভাগ্যকাশে পূর্ণচন্দ্র সুপ্রকাশ
কলির কলুষ করে ভঙ্গ।।
ঘটিয়েছে শুভদিন আসিয়েছে ভক্তাধীন
জীববাঞ্ছা করিতে পূরণ।
হরি হরি বল ভাই হেন দিন হ'তে নাই।
কহে পদাশ্রিত বিচরণ।।

☆☆☆☆☆
☆☆☆

মনসার জন্ম কাহিনী

এইকালে কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী।
মনসার জন্ম তত্ত্ব আশ্চর্য্য বাখানী।।
সমুদ্র মন্থন কালে জন্মে পদ্মবন।
পদ্মবন ভালবাসে প্রভু নারায়ণ।।
পদ্মবনে মহাপ্রভু করেন বিরাজ।
ইহার প্রমাণ আছ সব গ্রন্থ মাঝ।।
তুলসী কানন যত্র যত্র পদ্ম বনানিচ।
পুরাণ পঠনং যত্র, তত্র সন্নিহিত হরি।।
পূর্ব্ব পূর্ব গ্রন্থে আছে ইহার প্রমাণ।
পদ্মবনে বিরাজেন প্রভু ভগবান।।
এই পদ্মবনে জন্মে পদ্মনামে কন্যে।
পদ্মবন করে আলো সে রূপ লাবণ্যে।।
প্রথমা যৌবনা কন্যা ত্রৈলোক্য মোহিণী।
বিষহরি বলি নাম রাখে পদ্মযোনী।।
রূপে মুগ্ধ হ'য়ে ভোলা তাহাকে ধরিল।
সুবর্ণের ঝাপি মাঝেতাহাকে রাখিল।।
সযতনে ঝাঁপি ল'য়ে কৈলাশেতে গেল।
মহামায়া মনে মনে সকল জানিল।।
মহামায়া মনে ভাবে এ কারে আনিল।
স্বপত্নী রূপিনী গঙ্গা শিরেতে ধরিল।।
পুনঃ বুঝি একে নিয়ে করিব বিহার।
সে আশা নৈরাশ আমি করিব এবার।।
শঙ্করের অদর্শনে ঝাপি নিয়ে করে।
আছারিয়ে ফেলে ঝাপি কৈলাশ শিখরে।।
মনসার প্রতি দেবী করিয়েছে সন্ধ।
আছাড়ের ঘায়ে হয় এক চক্ষু অন্ধ।।
বড়দুঃখ পেয়ে পদ্ম শিব প্রতি কয়।
কি উপায় হবে মোর কহ দয়াময়।।
মহামায়া এই দশা করিল আমার।
কেমনে বাচিবে প্রাণ কহ একবার।।
মনসার বাক্য শুনে কহে ত্রিলোচন।
স্বরূপ বচন মম করহ শ্রবণ।।
নির্ভয়েতে রহ তুমি সংসারের মাঝে।
তোমাকে পুজিবে অগ্রে দেবের সমাজে।।
পুজিবে তাহার পরে হাসেন হোসেন।
দেব ধন্বন্তরি তোমা শেষে পুজিবেন।।
তস্য পরে পুজিবেন চাঁদসওদাগার।
সেই হ'তে তব পূজা হইবে প্রচার।।
ক্রমেই সেই রাজা মাঝে প্রতি ঘরে ঘরে।
করিবে তোমার পূজা সবে ভক্তি ভরে।।
সর্ব দুঃখ দুরে যাবে না করিও ভয়।
যখন যা ঘটে তাহা ইশ্বরের ইচ্ছায়।।
আমার বচন কভু অন্যথা না হবে।
বিশ্ব মাঝে সব করে তোমাকে পুজিবে।।
তব তত্ত্ব যেই জন করিবে প্রকাশ।
তাহাকে রক্ষিও সদা ব'লে হরিদাস।।
যে ধারণা ক'রে দেবী করিল এ কর্ম্ম।
নাহি জানে মহামায়া তার মূল মর্ম।।
জরৎকরু মুনি নামে হবে তার পতি।।
মিছামিছি দ্বেষ তোমা করে ভগবতী।।
অস্তিক নামেতে পুত্র হইবে তোমার।
মহাতপা হ'বে পুত্র ধরণী মাঝার।।
অনন্ত নাগের ভগ্নী তুমি মহাদেবী।
তোমার মঙ্গল-গীতি গাহিছে সুকবি।।
ঘরে ঘরে তব নাম হইবে প্রচার।
তব তত্ত্বে বিশ্ব প্রাণী করিবে আদর।।
বহুলোক তব গুণে গা'বে এক সনে।
কেহ কেহ বসাইবে রতন -আসনে।।
কেহ তব প্রতিমুর্ত্তি করিয়ে গঠন।
তব গীত তব পার্শ্বে করিবে কীর্ত্তন।।
কেহ ঘাটে কেহ পাটে পুজিবে তোমায়।
এই মত ব্যক্ত হবে জানিও নিশ্চয়।।
স্তোত্র গীতি কেহ কেহ করিবে রচন।

ভক্তি ভরে কেহ কেহ করিবে পঠন।।
আর কিবা চাও ধনী বল একবার।
অবশ্য বাসনা পূর্ণ করিবে তোমার।।
বিষহরি বলে প্রভু আর নাহি চাই।
জনমে জনমে যেন তব পদ পাই।।
তথাস্তু বলিয়ে শিব বিদায় করিল
হরি-গুরুচাঁদ পদ পারের সম্বল।।

বারুণী পূর্ব্বদিনে অভিসার
বারুণী

প্রভুস্বদেশে যত মতো বৈসে
বারুণীর পূর্ব্বদিনে
যেই যাহা পারে ভকতি অন্তরে
চেষ্টিতে সে আয়োজন।।
কেহ এক মন কেহ মনে মন
দশ বিশ মন কেহ।
যে রূপে যে পারে আয়োজন করে
হৃদেতে বিপুলোৎসাহ।।
দুরবর্ত্তী যত আসিবেন ভক্ত
বিশ্রাম লভিবে তাঁরা।।
দরশন প'াব হৃদয় জুড়া'ব
জুড়াইব আঁখি তারা।।
মতুয়া আসিলে মতুয়া বসিলে
আসিবেন হরিধন।।
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী হ'য়ে কুতুহলী
দিলে পাব প্রেমধন।।
যদি মতোগণ করেন ভোজন
অভাব নাহিক র'বে।
পুরুষানুক্রমে মত্ত হরি নামে
চিরকাল সুখে যাবে।।
মতুয়া সেবায় সেবে দয়াময়
বহুত প্রমাণ রয়।
ভক্তে দিলে পায় ভক্তে খেলে খায়
নহে উপবাসী যায়।।
এই সে কারণে মতুয়ার গণে
সেবা দিতে করে মন।
শক্তি অনুসারে আয়োজন করে
যাহার যেমন মন।।
থাকে পথ পানে তৃষিত নয়নে
মতুয়া আসে নাকি।
নাই আইলে মতো হয় মর্ম্মাহত
যেন ধান প্রাণ পাখি।।
এমত করিয়ে পথ নিরিখিয়ে
আসিলেন মতুয়া গণে।
প্রেমানন্দ ভরে অভ্যর্থনা করে
প্রফুল্লিত হয় মন।।
ভক্তি যুক্ত চিতে মতোগণ প্রীতে
হয় অতিযত্নবান।
করে সমাদর হরিষঅন্তর
সুস্থ হয় মতো প্রাণ।।
বসি মতোগণে প্রফুল্ল জীবনে
শান্তি দুর করে তথা।।
কেহ বা শয়নে কেহ মত্ত গানে
মেতে হরিপ্রেম-রসে।
সুস্থ করে দেহ মনেতে উৎসাহ
আনন্দ-সাগরে ভাসে।।
ধরিয়ে সুতান করে গুণগান
হরি হরি বলে মুখে।
এমত করিয়ে প্রেমেতে মাতিয়ে
ভাসে প্রেমানন্দ সুখে।।
সারা নিশি থেকে মেতে প্রেমে-সুখে
সুস্থ করে নিজ প্রাণ।
জাগিয়ে প্রভাতে হরষিত চিতে
পুন করে নাম গান।।
এই মত সেরে ম'তোগণ সবে
বারুণীর পূর্ব্বদিনে।
তাদের বারুণী করে চিন্তামনি
শান্তি দিতে ম'তোগণে।।
যাইতে শ্রীধাম করে হরি নাম
পথিমধ্যে নানাস্থানে।
কাঁদিয়ে ভারতী কহে মতোপ্রতি
কৃপা কর দীনহীনে।।
মম বাসে গিয়ে পদধুলী দিয়ে
কৃতার্থ করহ মোরে।
এমত করিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
মতোগণে নেয় ঘরে।।
যেই দ্রব থাকে পরম পুলকে

বাহির করিয়ে এনে।
খই চিনি দধি চিড়া মুড়ি আদি
মেখে দেয় জনে জনে।।
এই মত সবে প্রেম-উৎসবে
ম'তোগণে করে সেবা।
নাহি অভিমান করে সম্প্রদান
যার দ্রব্য থাকে যেবা।।
বারুণী দিনে বহু বহু জনে
এই মত করে ভক্তি।
সকাতরে অতি করেছে মিনতি
চাহি মতোগণ প্রতি।।
প্রতি বৎসরেতে এমত ভাবেতে
পদছায়া দিও ভাই।
বাড়ী ঘর যত দারাকন্যা সুত
কিম্বা সহোদর ভাই।।
তোমাদের হয় দিও পদাশ্রয়
আমাকে ও দিও তাই।
না জানি ভজন না জানি পুজন
ভক্তিধন মম নাই।।
আহা কি মধুর মধুর মধুর
হরিচাঁদ-লীলা রস।
বসিয়ে শ্রীধামে সুনির্মল প্রেমে
বিশ্ব করিলেন বশঃ
কোন দুর দেশে ম'তোগণ বসে
দেখামাত্র এক হয়।
একান্ত একান্ন নহে ভেদ ভিন্ন
মধুর সম্বন্ধ রয়।।
নাহি জানা শুনা তবু যন চেনা
রয়েছে জীবন ভরি।
দরশন মাত্রে অলক্ষিত সুত্রে
বেঁধে লয় করে ধরি।।
আনন্দ - মেলায় যে চলে হেথায়
সেই পায় মহাযত্ন।
না করি বিচার করে সমাদর
জ্ঞান করে মহারত্ন।
চোর কি ডাকাত নাহি দৃক্‌পাত
সবাকে সমান ভাবে।
করিয়ে যতন করায় ভোজন
মত্ত হয়ে প্রেমভাবে।।
আনন্দ মেলায় অত্যাশ্চর্য্যময়
মধুর পীরিত হয়।
নাহি জাতি ভেদ অভিন্ন অভেদ
মহালীলা মধুময়।।
সবা ঠাঁই শুনি বারুণী, বারুণী
এসেছে নাকি হে ভাই।।
গৃহকর্ম্ম ছাড়ি বলি হরি হরি
বারুণীতে চল যাই।।
এমত বারুণী ব্যাপিত অবনী
হ'য়েছে প্রেমের মেলা।
চল ওড়াকাঁদি প্রভুপদ বন্দি
খেলিব আনন্দ খেলা।।
মোরা দীন হীন হ'বে প্রেমাধীন
পাইব মতুয়া সঙ্গ।
হেরিব তাহারে যেবা নিবে পরে
পুলকিত হবে অঙ্গ।।
এনে প্রেমধন জীবের কারণ
নামের তরণী পুরি।
ওড়াকাঁদী ধাম করিয়ে মোকাম
দিল বিতরণ করি।।
চল মনামার আনন্দ - বাজার
পারে যেতে থাকে সাধ
সময় থাকিতে চল ত্বরিতে
ভজ গুরুচাঁদ পদ।।
শ্রী আনন্দ মেলা পাগলের খেলা
হেরিবারে সে আনন্দ।
শ্রীতারক দাড়ী ভক্তি নিকিত ধরি
মুচ্ছিদ যে মহানন্দ।
কি সুখ পাইয়ে রহিলি বসিয়ে
হরিপ্রেমে হলি বাম।
করি মহানন্দ স্বামী মহানন্দ
ভাসাইল ধরাধাম।।
ওরে মনা ভাই আর বেলা নাই
ডুবু ডুবু আয়ু - রবি।
বেলা অবসানে গেলে সেই স্থানে
কেমনে সে ধন পাবি
আসিলে যামিনী নামের তরণী
আর না মিলিবে তরী।
কুল না পাইবে কাঁদিতে হইবে
আসিতে হইবে ফিরি।।
নাহি পাবে দিন ঘটিবে দুদ্দিন
সময় থাকিতে চল।
ত্যজিয়ে অনিত ভজ বস্তু নিত্য

প্রেমনন্দ হরি বল।।
গুরুচাঁদ বিনে এ তিন ভুবনে
পারে নিতে কেহ নাই।
মজিয়ে শ্রীপদে মনের আহ্লাদে
হরি হরি বল ভাই।।
দেব গণ এসে প্রভুর সকাশে
স্থান মাগে সগাতরে।
মোরা যত দেব শ্রীধামেতে রব
রাখিবেন কৃপা করে।।
ক্রীতদাস হ'ব চরণ সেবিব
বারুণী রক্ষিব মোরা।।
হলে হরি হরি সাজিব প্রহরী
করিব এমত ধারা।।
স্বেচ্ছা -সেবকেরা না বুঝিবে তারা
মোদের মিলন ভিন্ন।
তাদের হৃদয় পশিয়ে সবায়
হৃদয় করিবে ধন্য।।
বুঝিতে নারিবে স্বগণ ভাবিয়ে
রহিব তাদের সনে।
চিনিতে নারিবে নিজজন ভেবে
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।।
পর-দার গণে মাতৃসম জ্ঞানে
যে জন হেরিবে চোখে।
ওহে দয়াময় দিব পদাশ্রয়
আশ্রিত দেবতাগণে।।
আপনি হেথায় আমরা কোথায়
রহিব এই ভুবনে।।
তব ভক্ত যথা মোরা রব তথা
শুনিব মধুর নাম।
আপনি দয়াল মোরা যে কাঙ্গাল
তব প্রেমে হ'য়ে বাম।।
যদ্যপি অমর দুঃখ দুর্ণিবার
পাইতেছি অহির্নিশি।।
নিজ ক্রীতাদাস ব'লে পীতবাস
বেঁধে রাখ নিশিদিশি।
এমত বিনয় দেবতা নিচয়
আশ্রয় মাগিল পদে।
হরি হরি বল শুভোদিনোদিলে
ভজ ভজ গুরুচাঁদে।।

******
****

ভবি বারুণী বা শ্রীধামে শ্রীহরি মন্দির

এদানির ভক্তগণ শুন সর্ব্বজন।
পৌরাণিক ইতিহাস অপূর্ব্ব কথন।।
শোভনা নামেতে ভক্ত মোল্লাকাঁদী বাস।
অধিক্ষণ থাকিতেন মহাপ্রভু পাশ।
এতদিনে নিশিকালে প্রভু হরিচাঁদ।
মিলায় ভাবি বারুণী মনেতে আহ্লাদ।।
মিলেছে চাঁদের মেলা অতি চমৎকার।
শ্রীধামেতে হ'ল এক আনন্দমাজার।।
ভাগ্যগুণে সে শোভনা করে দরশন।
ধেয়ে এল গুরুচাঁদ যেথায় শয়ন।।
গুরুচাঁদ উমাকান্ত ভাই দুইজনে।
শোভনা জাগায় দোহে আনন্দিত মনে।।
একবার ছুটে এস জাগিয়ে দু'ভাই।
মিলেছে আনন্দমেলা তুল্য দিতে নাই।।
স্থানে স্থানে বসিয়েছে দোকানী পশারী।
মেলা দরশনে এল বহু নরনারী।।
এস এস একবার কর দরশন।
হয় নাই হেন লীলা না হবে কখন।।
ত্রস্তচিত্তে দুই ভাই জাগিয়ে তখন।
ধেয়ে গিয়ে সেই মেলা করে দরশন।
অপরূপ সেই মেলা বর্ণনা - অতীত।
গুরুচাঁদ দেখিলেন হইয়ে স্তম্ভিত।।
নানাস্থানে খেলোয়ারা খেলে নানা খেলা।
কোথা বা কীর্ত্তন করে যত হরিবোলা।।
জয়ডাক শিঙ্গা ঝাঁজ বাজে করতাল।
বাজিতেছে নানা বাদ্য ভৈরবী বেতাল।।
ঘোড়দৌড় হয় তাহা হেরি জাতীশ্বর।
মনে মনে হইতেছে বিস্মিত অন্তর।।
আর দেখে আছে যেন শ্রীহরি মন্দির।
বিচিত্র সৌন্দর্য্য হেরে হইয়ে সুস্থির।।
অনন্ত শয্যায় আছে ক্ষীরোদ -বিহারী।
লক্ষীমাতা পদপ্রান্তে মধুর মাধুরী।।
নানাবর্ণ মর্ত্তি তার মাঝে সুশোভিত।
নেহারিয়ে গুরুচাঁদ হলেন বিস্মিত।।
গুরুচাঁদ মনে মনে চিন্তে অনুক্ষণ।
আমার করিতে হবে এসব স্থাপন।।
পরক্ষণে সেই মেলা অন্তরিত হ'ল।
গুরুচাঁদ সেই ভাবে হৃদয় অঙ্কিল

সেই ভাবে এ মন্দির করেন স্থাপন।
সেই কথা শুনে এবে যত ভক্তগণ।।
ক্ষীরোদ বিহারী মুর্ত্তি অনন্ত শয্যায়।
ধবল বরণ রূপ অতি শোভাময়।।
ঝলমল করে রূপ কিবা মনোহর।
লক্ষীমাতা পদ প্রান্তে মরি কি বাহার।।
দরশন মাত্রে হয় ভক্তির উদয়।
প্রেমময় ছবিখানি কিবা জ্যোতির্ম্ময়।।
অপরূপ সে মাধুরী নয়নে না ধরে
বিচিত্র ভাবেতে শোভে শ্রীহরি-মন্দির।।
আর কত দেবমুর্ত্তি তথা বিদ্যমান।
হেরিলে সবার হয় সুশীতল প্রাণ।
সেবক মতুয়াগণ নিত্য সেবা করে।
সেবাকালে সেবকের চোখে পানি ঝরে।।
ধন্য এই কলিকাল লীলা চমৎকার।
দেবের অসাধ্য হয় কোথা লাগে নর।।
জীবহিতে করে এই অপরূপ কান্ড।
ওড়াকাঁদি প্রকাশিত অমৃতের ভান্ড।।
যত যত মতুয়ারা আইসে শ্রীধাম।
মন্দিরে বাসনা করি পূর্ণ মনস্কাম।।
যেবা যেই ব্যাধিগ্রস্ত হয় যে ভাবেতে।
ব্যাধি দায় আসে গুরুচাঁদের কাছেতে।।
রোগের ব্যবস্থা দিয়ে বলে গুরুচাঁদ।
মন্দির বাসনা কর ঘুচিবে বিষাদ।।
শ্রীহরি মন্দির বাবা আছে বর্ত্তমান।
ক্ষীরোদের পূর্ণমুর্ত্তি তথা অধিষ্ঠান।।
মন্দিরের প্রান্ত হ'তে লহ গিয়ে ধুলী।
রোগীর গাত্রেতে মেখ ব'লে হরি বুলী।।
পাঁচসিকা জরিমানা প্রভু ঠাই দিয়ে।
মানসা করয় হরি মন্দিরেতে গিয়ে।।
বিপুল ভাবেতে কেহ কান্নাকাটি করে।
উপজিলে প্রেম ভক্তি ব্যাধি যায় সেরে।।
এভাবে প্রভুর বাক্য করিয়ে পালন।
রোগমুক্ত হইতেছে বহুজনে জন।।
কেহ বা মানসী করে দিব আমি চিনি।
সোয়াসের সোয়া পোয়া কেহ দেয় আনি।।
যার যেই মন সেই দেয় মনোমত।
তাহে হয় আমদানী চিনি অপ্রমিত।।
সব চেয়ে আমদানী বারুণী দিনেতে।
দশ বিশ মন হয় সবে দিতে দিতে।
বহু লোক সেই স্থানে করে হরিনাম
ভক্তি ভরে মন্দিরেতে করিয়ে প্রণাম।।
মুল কথা যার হয় ভক্তির উদয়।
একান্ত ভাবেতে কৃপা করে দয়াময়।।
মুহূর্ত্তেতে ব্যধিমুক্ত হয় সেই জনা।
অগ্রভাগে সেই জন দেয় জরিমানা।।
গৃহে থেকে যদি কেহ করেন মানসা।
অচিরাৎ সে জনার পূর্ণ হয় আশা।।
মন্দির মাহাত্ম্য হয় বর্ণনা অতীত।
বিচরণ প্রকাশ করিল কথঞ্চিত।।

*****
****

শ্রীমৎ গোপাল বিশ্বাসের বাটী দোলপুর্ণিমায় প্রভুর আগমন।

তের শত চারি সালে দোলপুর্ণিমায়।
পাটকেল বাড়ী এক মহোৎসব হয়।।
সেই স্থানে প্রিয় ভক্ত গোপাল বিশ্বাস।
নেপাল বিশ্বাস আর কানাই বিশ্বাস।
মতুয়া হ'য়েছে পেয়ে অনাদির আদি।
হরিগুরুচাঁদ বলি কাঁদে নিরবধি।।
দোল করিবার তরে মনে হ'ল আশ।
ভ্রাতৃগণ পাশে বলে গোপাল বিশ্বাস।।
নেপাল বিশ্বাস বটে খুল্লতাত -ভাই।
নিজ সহোদর বলে জানিত সবাই।।
বড়ই মধুর ভাব ভ্রাতৃগণ মাঝে।
অধিক্ষন থাকিতেন মতুয়া সমাজে।।
কটু কথা কোন দিন নাহি কার মুখে।
তিন ভ্রাতা এক অন্নে রহে মনোসুখে।।
দোল-উপলক্ষ্যে হয় আনন্দ উদয়।
প্রভুকে আনিতে হবে সবাকে শুধায়।
শ্রতমাত্র সর্বজন আনন্দে মাতিল।
কহে আপনার ইচ্ছা তাই মম ভাল।
নেপালের পুত্র হয় যষ্ঠি, নিবাররণ।
নীলকান্ত জ্যৈষ্ঠ হয় এ তিন নন্দন।।
গোপাল বিশ্বাস বলে ভ্রাতুষ্পুত্র ঠাঁই।
শোন বাপ ষষ্ঠি আমি তোমাকে শুধাই।।
শ্রীধামেতে যেতে হয় প্রভুকে আনিতে।
সিঙ্গা গ্রামেতে থাক গিয়া অদ্য রজনীতে।।
কৃষ্ণধন বিশ্বাসেরে বল সবিশেষ।
প্রভাতে যাইতে হবে যথা পরমেশ।।

প্রভুকে সংহতি করি আসিও ত্বরায়।
যাও বাপ শীঘ্র করি বিলম্ব না সয়।।
জ্যোষ্ঠতাত বাক্য শুনি শ্রীষষ্ঠি চরণ।
জ্যোষ্ঠতাতে প্রণমিয়ে করেন গমন।।
পথিমাঝে মনে মনে করেছে চিন্তন।
কেমনে আনিব গৃহে সাধনের ধন।।
জ্যোষ্ঠতাত বাক্য আমি পালিব কেমনে।
কৃপা কি করিবে করি প্রভু এই দীন-হীনে।।
আমার নাহিক কোন সাধন ভজন।
এ মত বলিয়ে গিয়ে আইল রোদন।
কেঁদে বলে মহাপ্রভু রেখো রাঙ্গা পায়।
জ্যোষ্ঠতাত বাঞ্ছা পূর্ণ কর দয়াময়।
কাঁদিতে কাঁদিতে ষষ্ঠি করিল গমন।
ক্রমে গিয়ে সিঙ্গা গ্রামে দিল দরশন।।
কৃষ্ণধন বিশ্বাসের গৃহেতে উদিয়ে।
বলিলেন আদ্যপান্ত সব বিবরিয়ে।।
সব শুনি কৃষ্ণধন বিশ্বাস সুমতি।
প্রভাতে চলিল দোঁহে হ'য়ে হৃষ্টমতি।।
দোঁহে গিয়ে হইলেন শ্রীধামে উদয়।
ভক্তিভরে প্রণমিল গুরুচাঁদ পায়।।
অপরে সকল কথা করে নিবেদন।
সম্মতি হ'লেন তাহে ভকত -রঞ্জন।।
যেবাছিল সেইস্থানে তাহাকে বলিল।
গোপাল বিশ্বাস মোর নিমন্ত্রণ কৈল।।
ম'তোগণ সঙ্গে করি যেতে হবে তথা।
নিমন্ত্রণ নিয়ে ষষ্ঠি আসিয়াছে হেথা।।
মজিল অনেক ভক্ত প্রভুর বচনে।
চলিল প্রভু মোর আনন্দিত মনে।।
রামতনু বিশ্বাস শ্রীবিভুতি চৌধুরী।
রঘুনাথ সরকার নামে সদাচারী।।
তাহার বসতি হয় বিক্রম পুরেতে।
বহুদিন ধরি তিনি আছে শ্রীধামেতে।।
প্রভু সনে চলিলেন পরম আনন্দ।
নারিকেল বাড়ীর দশরথ মহানন্দ।।
মাধবেন্দ্র হয় দশরথের পৌত্র।
বালক বয়স বটে মধুর চরিত্র।।
পিতামহ সঙ্গে চলে আনন্দ হৃদয়।
বিপুল উৎসাহ হৃদে কহন না যায়
নিবাসী কেশবপুর ভক্ত হরিপাল।
তারক নবীন বসু প্রেমের দুলাল।।
শ্রীরাইচরণ আরচলে যজ্ঞেশ্বর।
মদন মন্ডল আর শ্রীনবকুমার।।
বিপিন বিশ্বাস আর হরিবর সরকার।
চলিলেন ভক্তবৃন্দ আনন্দ অপার।।
উপনীত হইলেন ভক্তের ভবন।
গোপাল বিশ্বাস হ'ল আনন্দে মগণ।
রামাগণে হুলুধ্বনি ক'রেছে সঘনে।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়া গণে।।
তিন ভ্রাতা হইলে প্রেমেতে বিহ্বল।
অবিরত দুনয়নে বহে অশ্রুজল।।
নিশিকালে উপনীত প্রভু দয়াময়।
এসেছে সঙ্গে বহু ভকত নিচয়।।
বসিলেন মহাপ্রভু গৃহের মাঝারে।
মতুয়ার গণ বৈসে চারিদিকে ঘিরে।।
আহাকি মধুর শোভা হয়েছে তাহাতে।।
নরনারীগণে প্রণমিল ভক্তি চিতে।।
তার পরেতে শ্রীগোপাল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে।
পুজিলেন পাদপদ্ম ভ্রাতৃগণ দিয়ে।।
নেহারিয়ে ম'তোগণ প্রেমেতে বিহ্বল।
আরম্ভিল নাম পদ বলে হরিবোল
কিছু নাম গান করে যত ম'তোগণ।
প্রভুর সেবার তরে করে আয়োজন।।
ভক্তিৰ্ব্বাধ্য গুরুচাঁদ সেবা সমাধিল।
মতুয়ারা পরে গিয়ে ভোজন করিল।
প্রেমানন্দে নিশিগত হইল যখন।
কেহ কেহ গাহিতেছে প্রভাতী কীৰ্ত্তন।।
হেনকালে মহানন্দ নেপালকে বলে।
বহির্ব্বাটীতে মোরা বসিব সকলে।।
ব্যস্ত হ'য়ে টেনে দাও তথা সামিয়না।
ভিতর বাড়িতে কিন্তু লোক ধরিবেনা।।
শ্রুতমাত্র সবে গিয়ে তাহাই করিল।
বাহির বাটিতে গিয়া সবাই বসিল।।
দোলের কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম করিল গোপাল।
সম্মুখেতে পেয়ে অদ্য বিশ্বের ভূপাল।।
মতুয়াগণ সবে একত্রেতে বসি।
হরি-প্রেম সিন্ধু মাঝে চলি যায় ভাসি।।
আবীর লইয়া হাতে শ্রীষষ্ঠি চরণ।
কি করিব কি করিব ভাবে মনে মন।।
আবীর লইয়া শুধু ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
অগ্রভাগে কা'কে দিবে ভাবিছে হৃদয়।
অশ্রুজলে ভেসে যায় কম্পে থর থর।
হেরিয়ে সবার হৃদি লাগে চমৎকার।।

এক পার্শ্বে মহানন্দ পাগল যে ছিল।
ইঙ্গিত করিয়ে তিনি দেখাইয়া দিল।।
পদ-প্রান্তে দে আবীর কিবা চা'স আর।
ভাগ্যগুণে পেয়েছিস ব্রহ্ম পরাৎপর।।
অনুভাবে বুঝে তাহা শ্রীষষ্ঠি চরণ।
প্রভুপদে মেখে দেয় শঙ্কাযুক্ত মন।।
অন্তর্যামী প্রভু মোর বলেন বচন
ওহে ষষ্ঠি কেন বাপ শঙ্কাযুক্ত মন।।
আবীর দানিতে হয় দোল উপলক্ষ্যে।
কৃষ্ণ অঙ্গে দিত মেখে আপন রাধিকে।।
এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
আবীর অর্পিল পুনঃ মহাপ্রভুর পায়।।
প্রেমানন্দ করে সবে আবীর লইয়ে।
সবাকার হ'ল তাহে প্রেমপূর্ণ হিয়ে।।
প্রভুকে অর্পিল যত মতুয়ার গণ।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে দিল হরষিত মন।
ব্রজভাবে মত্ত হ'য়ে করে প্রেমকেলী।।
আবীর লইয়ে সবে করে ফেলাফেলী।।
কেহ কার পদে দেয় কেহ দেয় শিরে।
নাকে মুখে দেয় কেহ প্রেমানন্দ ভরে।।
আনন্দ লহরী বহে মতুয়ার দেহে।
ব্রজভাবে মত্ত হ'য়ে ভাসে প্রেমোৎসাহে।।
স্বামী মহানন্দ যিনি প্রেমানন্দ ভরে।
গুরুচাঁদে কৃষ্ণ রূপ নয়নে নেহারে।।
রক্তিম বর্ণের মাঝে হেরে কৃষ্ণ রূপ
বলরাম আবেশেথে বলে এ কি রূপ।।
কোথা তোর সখিগণ কোথা বা রাধিকা।
দোলউৎসবে কৃষ্ণ তুই কেন একা।।
কোথা বা নিকুঞ্জবনে কোথা বংশীবট।
কোথা তোর শ্রীকালিন্দি শ্রীযমুনা তট।।
প্রভু বলে শুন দাদা রোহিনী নন্দন।
সঙ্গে সঙ্গে আছে মোর ব্রজ সখিগণ।।
শ্রীতারক হরিপাল হ'ল গোপীগণ।
আমাকে হেরিয়ে দেয় প্রফুল্লিত মন।।
বংশীবট হের ওই বৃক্ষবদরকা।
সম্মুখে তামাল বন ওই যায় দেখা।।
যাহা বলে মহাপ্রভু মহানন্দ তাই।
মহানন্দ বলরাম ন'দেতে নিতাই
প্রাণে প্রাণে এই লীলা হইল দোঁহার।
হেরে অন্তরঙ্গ ভক্তে আনন্দ অপার
সবে দেখ মহানন্দ কাঁপে থর থর।
বহিরঙ্গে নাহি জানে লীলা চমৎকার।।
শুধুসেই ভাবাবেশে অনেকে বিহুষ।
অন্তরঙ্গ ভক্তে পান করেছে পীযুষ।।
কেহ বা কাহার অঙ্গে প'ড়েছে ঢলিয়ে।
পরশিয়ে কাঁদে দোহে আকুল হইয়ে।
সেইরূপ মধুপান করিলে যে জন।
ধুলার ধুসর অঙ্গ হারিল চেতন।।
অবশ অচল দেহ হইল কাহার।।
শুধু মাত্র শতধারে বহে অশ্রুধার।।
বড়ই মধুর দশা বড় মহাভাব।
ভাবময় প্রভু নাই ভাবের অভাব।।
ভাবের তরঙ্গ উঠে ভাবুকের হৃদে।
সবে মিলে ঢেউ খেলে প্রেমসিন্ধু হ্রদে।
শ্রীগোপাল প্রেমানন্দে নাচিয়ে বেড়ায়।
পুলকে পুর্ণিত অঙ্গ চক্ষে ধারা বয়।।
ষষ্টিবাবু সেই স্থান করি পরিহার।
চন্দনে চর্চ্চিত করি আনে ফুলহার।
মনোল্লাসে দোলাইল প্রভুর শ্রীকণ্ঠে।
বামাগণ হুলুধবনি করে উচ্চকণ্ঠে।
প্রেমময় শ্রীপ্রভুর অত্যাশ্চর্য্য লীলা।
মনে ভাবে খেলাইব নদীয়ার খেলা।।
ভাবময় প্রভু ধরে শ্রীগৌরাঙ্গ মুর্ত্তি।
প্রেমানন্দ করে লীলা প্রেমানন্দ স্ফূর্ত্তি।।
নেহারিয়ে প্রেমানন্দ হৃদে পুর্ণনন্দ।
বলে মোর গুরুচাঁদ হ'ল গৌরচন্দ্র।।
চেয়ে দেখ সবে তোরা এসেছে নিমাই।।
তারক বলেন মহানন্দ সে নিতাই।।
হরিপাল গধাধর তারক অদ্বৈত।
এখানে আছ তোমরা দেখ যত ভক্ত
শ্রীবাস আঙ্গিনা হ'ল গোপাল ভবন।।
প্রেমানন্দে মত্ত যত মতুয়ার'গণ।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
মহাবেগে ধাইল সে প্রেমের তরঙ্গ।।
ক্ষণে ক্ষণে মারে লম্ফ বিপুল বিক্রম।
নৃত্য গীত সবে মত্ত মেতে হরিপ্রেমে।।
ক্ষণে কা'রো চক্ষু হয় রক্তিম বরণ।
দুনয়নে বিন্দুধারা হতেছে পতন।।
এভাবে কির্ত্তন হয় বহুদিন পর।
কাহারো হয়েছে অষ্ট সাত্তিক বিকার।।
অন্তঃপুরে রান্না করে যত বামাগণ।
কেহ গিয়ে সেইভাবে করে দরশন।।

পুন এসে অন্য জনে বলে সেই ধনী।
সে গিয়ে সে ভাব হেরে দেয় হুলুধ্বনি।।
কেহ আসে কেহ ধায় করিয়ে এমন।
কেঁদে কেঁদে রান্না কার্য্য করে সমাপন।।
মতুয়ার গণ সবে প্রেমেতে বিহুষ।
কে বা কি করে তাহার কোন নাই হুষ।।
কীর্ত্তনে হইল কাদা প্রেমসিন্ধু জলে।
কলসে কলসে জল ঢালে কুতুহলে।।
কীর্ত্তনেতে পুনরায় শুন্যে উড়ে ধুলী।
মহানন্দে মারে লম্ফ হরি হরি বলি।
মুহুর্ত্তেক নাহি আর প্রেমের বিরাম।।
উন্মত্ত হইয়ে সবে করে হরিনাম।।
বহুক্ষণ হেনভাবে হইল কীর্ত্তন।
শান্ত ভাব ধরি হ'তে চাহে অনুক্ষণ।।
কীর্ত্তনান্তে সুস্থ হল মতুয়ার গণ।
তবু বহে অন্তরেতে প্রেম সমীরণ।।
অপরেতে স্নানকার্য্য সমাধা করিয়ে।
ভোজন করিল সবে হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে
প্রভু বলে বড় ভাল হইয়েছে রান্না।
সমান সমান হয় রান্না আর কান্না।।
গোপাল বিশ্বাস শুনে কাঁদে উভরায়।
হেনকালে বলিলেন প্রভু দয়াময়।।
কাঁদ কেন বাছাধন শুনহ বচন।
ভক্ত মম পিতা মাতা ভক্ত প্রাণ ধন।।
ভক্তে মোরে প্রেমডোরে ক'রেছে বন্ধন।
ভক্তগৃহে সুখ পাই করিতে ভোজন।।
শুনিয়ে সবার চিত্ত হ'ল দ্রবময়।
গোপাল বিশ্বাস তাহে ধরণী লোটায়।।
মতুয়ারা কেহ লাফ দেয় হরি বলি।
নাচিয়ে নাচিয়ে ভাব দেয় কুতুহলী।
এই মত কারে লীলা গোপালের ঘরে।
বর্ণনা-অতীত তাহা কে বর্ণিতে পারে।।
শ্রীবাস আঙ্গিনা সম হইল কীর্ত্তন।
তাঁর মাঝে করে লীলা যেন বৃন্দবন।।
এমন মধুর লীল কভু হয় নাই।
বিচরণ কহে হরি হরি বল ভাই।

গোপাল বিশ্বাসের বাটি অশোক পূজা বা পাষন্ড দলন

শুন শুন ভক্তগণ অপূর্ব্ব কাহিনী।
ইহার নিগুর তত্ত্ব কিছু নাই জানি।।
তথাপি বাসনা চিতে ইহা লিখিবার।
যাহা লিখে গুরুচাঁদ ব্রহ্ম পরাৎপর।।
শোনা যায় শব্দ মাত্র এ অশোক পূজা।
কোনদেশে অগ্রভাগে কে করিল পূজা।।
জ্ঞান -প্রদায়িনী মাতা দেবী সরস্বতী।
তার ঠাঁই শুনিলাম মধুর ভারতী।।
অশোক বনেতে সীতা ছিলেন যখন।
ধরাধামে এই পূজা প্রচার তখন।।
রাবণের চেড়ী যত রক্ষিত সীতার।
রাবণে বাক্যে মাকে করেন প্রহার।।
ত্রিজটা রাক্ষসী হয় সবার প্রাচীন।।
তাহার অধীনে থাকে যত চেড়ী জন।।
রাবন যখন নাহি আসিত তথায়।
নানা পুষ্প দিয়ে তারা পুজে সীতারাম।।
সীতা বলে কোন পুষ্পে নাহি লয় মন।
সদা চাই কোথা মম রাজীবলোচন।।
রাম বিনে নাহি জানি জীবনে মরণে।
শান্তি নাই হয় প্রাণ তোদের বচনে।।
কিম্বা তোদের এ পুজায় আমি তুষ্ট নই।
রাম অদর্শনে আমি সদা দগ্ধ হই।।
চেড়িগণ ক্ষণে ক্ষণে বুঝাইত হিত।
রাবণ আইলে কার্য্য করে বিপরীত।।
ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ হেরি জগত-মাতার।
মরমেতে দুঃখ বড় হইল সবার।।
সেই কালে পুষ্প আনি যত চেড়ীগণ।
ভক্তিভরে পুজা করে সীতার চরণ।।
হা রাম বলিয়ে সীতা পড়িত আছাড়ী।
ধরাধরি করিয়া তুলিত যত চেড়ী।।
রামশোকে মুক্ত বেণী থাকিত সীতার।
ফ্যাচরা চুলে ব'লে ব্যাখ্যায়ে তাহার।।
রাক্ষসীরা সেই বোল বলিত তখন।
অদ্যপিও সেই বোল ব্যাকত ভবন।।
এ্যাছরা মাগীলো তোর ফ্যাচরা এ চুল।।
তোর তরে এনেছি যে লোহাগড়া ফুল
কিন্তু এর মর্ম্ম - অর্থ কেহ নহে জানে।
শুধু মাত্র শোনা যায় কথিত বচনে।।

এইভাবে করিত পূজা যত চেড়ীগণ।
আর কহি শুন এক প্রবোধ বচন।।
প্রথমত এই পূজা না করিত তাঁরা।
তাহারা সর্ব্বদা দিত সীতাকে পাহারা।।
আর কর্ম্ম ছিল মাত্র জানকীর প্রতি।
রাবণে ভজিত দিত নানা ভাবে যুক্তি।।
বলিত অযোগ্য বাণী যা নহে সম্ভবে।
সরমা জানিয়ে তাহাবলিতেন সবে।।
কি করগো চেড়ীগণ কা'কে কি বুঝাও।
কর্ম্মদোষে নিজ মাথা সবে মিলি খাও।।
জগত-জননী সীতা গোলোক-বাসিনী।
রামের ঘরণী রূপে জনক - নন্দিনী।।
শতেক বারণ নহে দাস যোগ্য তাঁর।
আপনি শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্ম পরাৎপর।।
নিস্তার পাইতে সাধ তাকে যদি চিতে।
ফুল বিল্বদল দিয়ে পূজা কর সীতে।।
সরমার বাক্য শুনি যত চেড়ীগণ।
ভক্তিভরে করে পূজা সীতার চরণ।।
সেঅবধি চেড়ীগণ পুজিল সীতায়।
সেই হ'তে এই পূজা ব্যক্ত এ ধরায়।।
রাবণের চেড়ীগণ করে এই পূজা।
সন্তুষ্ট হ'লেন তাহে দেবী দশভূজা।।
সে সব লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।
সংক্ষেপে লিখিব যা'তে পুথি না বাড়য়।।
সে অবধি সীতা দেবী পাইল বিরাম।
ত্রিশিরা চেড়ীকে ল'য়ে জপে রাম-নাম।।
ত্রিশিরা করিত পূজা একান্ত মনেতে।
ক্ষণে ক্ষণে রামরূপে হেরে স্বপনেতে।।
কাঁদিয়ে ত্রিশিরা চেড়ী সীতার প্রতি কয়।
কৃপা কি করিবে মোর রাম দয়াময়।
সীতা দেবী প্রবোধিয়ে বলিত বচন।
রাম সনে তোকে আমি করাব মিলন।।
পুনরায় অবতার হবে যখনেতে।
বৃন্দাবন করিবেন মম সঙ্গী সাথে।।
তুই গিয়ে কুজা হ'য়ে রবি মতুরাতে।
সুদাম মালীর ঘরে তনয়া রূপেতে।।
ধনুর্ভঙ্গ যজ্ঞে যাবে প্রভু কৃষ্ণধন।
হেন কালে তব আশা হইবে পুরণ।।
অশোক বনেতে তুই করিলি যে পুজা।
দ্বাপরে হইবি তুই নামেতে কুজা।।
সে অবধি এই পূজ হ'ল অধিষ্ঠান।
বাল্মীকের রামায়ণে রয়েছে প্রমাণ।।
বসন্তের কালে পুজা ধরাতে প্রচার।
এ পূজার ফল প্রাপ্ত শুন সরোদ্ধার।।
অনূঢ়া বালিকা গণে এই পূজা করে।
মনোমত স্বামী পায সীতাদেবী বরে।।
মহামায়া তুষ্ট তাকে এ পূজার তরে।
বাসন্তিক রোগ হ'তে তিনি রক্ষা করে।।
এবে শুন যাহা হয় পাটকেল বাড়ী।
মতোগণে করে লীলা মধুর মাধুরী।।
নিবাসী গান্দিয়াসুর শ্রীদুর্গা চরণ।
মহোৎসব করিবারে করিলেন মনন।
ওড়াকাদী ভাবাশ্রিত ম'তো সম্প্রদায়।
ম'তোগণে নিমন্ত্রিল আছে যে ধরায়।।
মহোৎসব পুর্বদিনে মতুয়ার গণ।
একে একে সবে মিলে হইল মিলন।।
স্বামী মহানন্দ তার তারক রসনা।
অক্ষয় ঠাকুর সঙ্গে চলে বহুজনা।।
নিবাসী কেশবপুর ভক্ত হরিপাল।
শ্রীনবীন বসু আর মদন মন্ডল।।
নিবাসী বড় বাড়িয়া শ্রীরাই চরণ।
গঙ্গাচর্ণা বাসী ভক্ত এল বহুজন।।
শ্রীকার্ত্তিক বৈরাগী প্রেমিক সুজন।
আইলেন সঙ্গে করি আপন নন্দন।।
কোটিশ্বর বিশ্বাস সে বাগুড়িয়ে ঘর।
সঙ্গে আইল নব কুমার সরকার।।
শ্রীঅক্রুর রন্ধ হয় মতুয়া সুজন।
মহ্ মতো সঙ্গে তিনি করেন গমন।।
শ্রীবিপিন সাধু এল বলে হরি হরি।
মধুমতী নামিনী ভক্তা এল সঙ্গে করি।।
শ্রীগিরি বাগজা এল শ্রীবিধু মল্লিক
পদুমা নিবাসী এল যাদব মল্লিক।
পঞ্চানন চক্রবর্তী কালীয়া নিবাসী।
আইলেন হরিপাল নিবাসী কুন্দসী।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস শ্রীকুঞ্জ বিশ্বাস।
অনুক্ষণ থাকিতেন মহাপ্রভু পাশ।।
নারিকেলবাড়ী বাসী মতুয়ার দল
আইলেন প্রবল বেগে ব'লে হরিবল।।
তালতলা বাসী ভক্ত মতুয়ার গণ।
পাগলের দলে সবে হইল মিলন।।
ঘোনাপাড়া সুরগ্রাম সে বারখদিয়া।
মতুয়ার গণ সবে মিলিল আসিয়া।

সিঙ্গাগ্রাম বাসী ভক্ত চলে সর্বজন।
রাউৎখামার বাসী এল মতোগণ।।
কৃষ্ণপুর ঘোষলকাঁদি বাসী যত জন।
বালা তীর্থমনি সহ এল সব্বজন।।
হরিবর সরকার মহিমা চরণ।
মহেশ ঠাকুর ভক্ত তরণী সুজন।।
এইমত বহু ভক্ত নাম ল'ব কত।
ক্রমে ক্রমে অগনিত ভক্ত সমবেত।।
পাটকেল হয় বাড়ী গোপাল বিশ্বাস।
সব মতো সেই গৃহে পরম উল্লাস।।
নাম গান বহুক্ষণ হইল তথায়।
ভীমনাদে হুহুঙ্কার কেহ বা করয়।।
গোপাল বিশ্বাস বলে ম'তোগণ প্রতি।
সবাকর পদে মোর আছয় মিনতি।।
সামাজিক লোক যত দলবদ্ধ হ'য়ে।
পরামর্শ করে তারা বিরোধী সাজিয়ে।।
ম'তোগণে নাহি দিবে সে বাটী যাইতে।
তাড়াইয়ে দিবে ম'তো এদেশ হইতে।।
কিসের বা হরিধ্বনি শুধু গণ্ডগোল।।
উপযুক্ত শাস্তি দিব মতুয়ার গণে।
জাতিনাশগণে বধ করিব জীবনে।।
এ দেশে না পাবে ঠাঁই জাতিনাশগণ।
বিতাড়িত কর সবে করিয়ে শাসন।
মেয়ে পুরুষেরা কেন একদলে মিশি।
হৈ-হৈ করে কেন বল সারা নিশি।।
জাতিকুল মজাইল যত দুষ্টগণে।
অসহ্য এসব জ্বালা না সহে পরাণে।।
বিরোধীরা এই মতো পরামর্শ করি।
ঠাঁই ঠাঁই লাঠি ঠেঙ্গা রাখে ভুরি ভুরি।।
রক্তাক্ত করিয়ে দিবে ম'তোগণ দেহ।
নিশ্চয় শাসিবে তারা নাহিক সন্দেহ।।
এইমত পরামর্শ করেছেন সকল।
কি করা কর্ত্তব্য তাহা বলহে পাগল।।
স্বামী মহানন্দ বলে তাহে কিবা ভয়।
মা'র খেয়ে নাম দেব ভাগ্যে যাহা হয়।।
মাধা হ'তে নহে শ্রেষ্ঠ বিরোধীর গণ।
নাম অস্তে করে নিবে পাষণ্ড দলন।।
কিবা শক্তি ধরিয়েছে এই যুগে নরে।
ম'তোদের গতিরোধ পারে করিবারে।
নাম গান কর সবে বিপুল বিক্রমে।
ক্ষান্ত নাহি দিও সবে আজি কোনক্রমে।
কেহ কিছু না পারিবে করিতে মোদের।
মিছিমিছি ভয় নাহি করিস তাদের।।
মহানন্দ বাক্য শুনি মতুয়ার গণ।
বিপুল বিক্রমে করে নাম -সংকীর্ত্তন।
হাসে কাঁদে নাচে বলে হরি হরি।
অনুরাগভরে নাচে বাহু উর্দ্ধ করি।।
কেহ কীর্ত্তনের মাঝে মারিছে উলম্ফ।
মনে হয় অদ্য যেন হয় ভুমিকম্প।।
পাষন্ডিরা মনে মনে করিল ধারণ।
এই বাটী ম'তোদের আসিতে দিব না।
যে কোন প্রকারে হ'ক বাধা দিতে হ'বে।
নিশি ভরি সাবধান হ'য়ে তাক সবে।।
ক্রমান্বয়ে নিশিভোর হইল যখন।।
পূজা করিবার চলে বালিকার গণ।।
দেবীর নিকট ডালা ফুলেতে সজ্জিত।
গাহিছে পূজার গীতি সবে মনোনীত।।
চিন্তামণি শ্রীসাবিত্রী আর কালীতারা।
শ্রীসরলা ধনমণি প্রভাতী তারা।।
অই অষ্ট বালিকার করে অন্য রীতি।
গাহিছে এ ছড়ার গীত সুমধুর অতি।
হেনকালে ম'তোগণ বলে হরি বলে।
বাটির বাহির ক্রমে ক্রমে সকলে।।
স্বামী মহানন্দ আর রসনা তারক।
অগ্রভাগে চলে দোঁহে হৃদয় পুলক।।
বাটীর বাহির হয়ে দেখিবার পায়।
দোঁহাকার হৃদে হয় ভাবের উদয়।।
বেদীর চৌদিকে ঘিরে বলে হরি হরি।
তারকের দু'নয়নে ঝরে প্রেমবারি।।
ক্রমে সব ম'তোগণ উদিল তথায়।
হরি হরি হরি বলি নাচে উভরায়।।
বেদীর উপরে শোভে বৃক্ষডাল পোতা।
পূর্ব্ব দিনের ফুল কিছু আছে যে গাঁথা।।
স্বামী মহানন্দ সেই ফুল হাতে করি।
তারকের প্রতি বলে শুন সহচরী।।
সখীগণ তুলে ফুল করিয়ে যতন।
মনসুখে কর পূজা মদনমোহন।।
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে জীবন মরণে।
এ ফুল দানিব তাঁর রাতুল চরণে।।
অক্ষয় ঠাকুর এসে ধরে সেই ফুল।
বলে সখী কেন তুমি কহ এত ভুল।।

ব্রজে ছিল তোর সেই প্রাণ বনমালী।
হরিচাঁদ রূপে ওড়াকাঁদী করে কেলী।।
আসিয়েছে সেই মানুষ তোদের সহিতে।
চেয়ে দেখ বসিয়েছে বেদীর পরেতে।।
বলিতে বলিতে হয় মহাভাবোদয়।
ভূমিতে পড়িল সবে ক'রে হায় হায়।।
বালিকার গণ সব দিল হুলুধ্বনি।
পুনঃপুনঃ হুলুধবনি দিল তীর্থমনি।।
স্বামী মহানন্দ সেই পুষ্প হাতে করি।
বেদীর উপর দিল ব'লে হরি হরি।
কাড়াকাড়ি করি ফুল অনেকেই দিল।
মহাবেগে প্রেমবন্যা বহিয়ে চলিল।।
গোপাল বিশ্বাস ছিল বারান্দায় বসি।
আঁখিজলে যাইতেছে বক্ষঃস্থল ভাসি।।
হেনকালে মহানন্দ পাগল আসিয়ে।
হস্ত ধরি গোপালের লইল টানিয়ে।।
বেদীর নিকট গিয়ে পড়ে দোঁহে মিলি।
মতুয়ারগণ সবে মাখেপদধুলী।।
অব্যক্ত এ মহাভাব যায় না বর্ণনা।
হরি বলে পড়ে ঢলি তারক রসা।।
অক্ষয় ঠাকুর পড়ে আর হরিবর।
দোঁহার মস্তক রহে স্বামী পদপর।।
মহাঝড় উথলিল পড়ে সর্ব্বজন।
মহাবাতে পড়ে যত কদলীর বন।।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি পুষ্প ফেলাফেলি।
ভাবে মগ্ন হ'য়ে সবে করে প্রেমকেলী।।
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি আর হুলুধ্বনি।
সে ধ্বনিতে হয় যেন কম্পিত মেদিনী।।
এই মত হ'ল তথা প্রেমের উচ্ছাস।
পাষণ্ডীর গণেরা সবে গণিল তরাস।।
শুধু মাত্র বাক্যছটা সবাকার হয়।
কিন্তু সবে অন্তরেতে পেল মহাভয়।।
এদিকেতে সবে আছে প্রেমেতে মগণ।
স্বামী মহানন্দ উঠে দাঁড়ায় তখন।।
মহাভাবময় হৃদি আরক্ত - লোচন।
তারকের প্রতি চাহি ব'লেছে বচন।।
আশু হয় ধাও সবে পাষণ্ড দলিতে।
নামাস্ত্র পশিয়ে দিব মেরুদণ্ডে ভিতে।।
এত বলি হুঙ্কারিয়ে ছুটিল পাগল।
পিছে পিছে ধায় যত মতুয়ার দল।।
ঘোর রবে হরিনাম করিতে করিতে।
বাটী পরে উঠিলেন মহাবিক্রমেতে।।
ভীমনাদে গর্জ্জে যত মতুয়ার গণ।
পাষন্ড দলিতে এল শ্রীহরির গণ।।
পাষন্ডীরা যেন সবে নিস্তব্ধ হইল।
বৈরীভাব তাহাদের লুক্কায়িত হ'ল।।
যা'কে পায় মহানন্দ ধরি দেন কোল।
বলে বাবা একবার বোল হরি বোর।।
সে জন বলিয়ে হরি পড়ে পদতলে।
কেহ কেহ হরি ব'লে ভাসে আঁখিজলে।।
মহাভাবে প্রেমবন্যা বহে খরতর।
উথলিয়ে উঠিয়েছে প্রেম-সরোবর।।
পাষন্ডীর গণ সব ভাসিয়ে চলিল।
কেহ কেহ বলে ভাই এ বা কি ঘটিল।।
কোথা গেল আস্ফালন কোথা বা বড়াই।
হরিবোল বিনে আর অন্য বোল নাই।।
কেহ বলে কত বার ব'লেছে এমত।
সবাকার দর্প অদ্য হ'য়ে গেল হত।।
কেহ বলে দুরে গেল পাষন্ডীর জ্বালা।
পাগল করিল আজ সব হরিবোলা।।
ম'তোদের সনে মিশি বলে হরিবোল।
প্রেম সরোবরে উঠে হিল্লোল কল্লোল।
কেহ গিয়ে ধরিলেন পাগলের পায়।
বলে প্রভু পদে স্থান দাও হে আমায়।।
না জানিয়ে মুল মর্ম্ম অনেক নিন্দেছি।
ওই পদে অপরাধী আমরা হ'য়েছি।।
ওই পদে দাস হ'য়ে রহিব সবাই।
অপরাধ ক্ষমা কর শুনহে গোঁসাই।।
পাষন্ডীর গণ সবে বলে এই মত।
সবাকার জলধারা বহে অবিরত।।
হেরিয়ে মতুয়াগণ বলে হরি হরি।।
কেহ বা নেচেছে ক্ষণে উদ্ধবাহু করি।।
কেহ কেহ বীর দাপে মারিতেছে লম্ফ।
মনে হয় অদ্য যেন হয় ভুমিকম্প।।
পাষন্ডীর দশা হেরি ম'তোর উল্লাস
সংকীর্ত্তন মাঝে বহে প্রেমের বাতাস
ঘোর রবে হইতেছে নাম - সংকীর্ত্তন।
শুন্যে থেকে হরি বলে যত দেবগণ।।
পাষন্ড দলন হেরি ম'তোর আনন্দ।
লম্ফ দিয়ে ফেরে সদা স্বামী মহানন্দ।।
নর নারী যত ছিল বাল্য বৃদ্ধ আদি।
ভুমেতে পড়িল যত নাহিক অবধি।।

মহাবাতে পড়ে যথা কদলীর বন।
সেই মত পুনঃ পুনঃ হ'তেছে পতন।।
উত্তাল তরঙ্গ বহে প্রেম সরোবরে।
যে যেখানে আছে হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।
ঘাটে পথে যেখানে যে ক'রেছে যে কাম।
সবাকার মুখেতে মধুর হরিনাম।।
নামময় সর্ব ঠাঁই হ'ল সেই স্থান।
এই মত বহিতেছে প্রেমের তুফান।।
প্রায় দিন গত হয় নাম-সংকীর্ত্তনে।
রন্ধন করিল সবে অতীব যতনে।।
অপরাহ্ন কালে সবে নাম ক্ষান্ত করি।
ভোজনে বসিল সবে ব'লে হরি হরি।।
হরিধ্বনি করি কেহ ভোজন করয়।
কেহ প্রেমানন্দে ভীর দিল উভরায়।।
জয় জয় শ্রী শ্রী ধাম ওড়াকাঁদী জয়।
জয় জয় হরিগুরুচাঁদ জয় জয়।।
জয় জয় মহানন্দ পাগলের জয়।
পাষন্ড দলন করে ব'লে জয় জয়।।
জয় শ্রীতারক চন্দ্র হরিপাল জয়।
জয় জয় শ্রীধামের ভক্তগণ জয়।
সবাকার পদে যেন মম মতি রয়।।
জয় জয় ম'তোগণ প্রেম -মহাজন।
হরি নাম অস্ত্রে করে পাষন্ড দলন।।
পাষন্ড দলন তথা এভাবে হইল।
হরি গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆
☆☆☆

তালতলা খাল হ'তে প্রভুর টাকা আদায়

এবে শুন অত্যাশ্চর্য্য কান্ড এক হয়।
করিলেন মহাপ্রভু সে তালতলায়।।
তালতলা করে বাস প্রহ্লাদ বিশ্বাস।
সামাজিক লোক সেই সুখে করে বাস।।
মাতৃশ্রদ্ধা উপলক্ষে দিতে নিমন্ত্রণ।
বিপুল ভাবেতে সব করে আয়োজন।।
সেই স্থানে নিতে বাঞ্ছা ভকতের প্রাণে।
তালতলা বাসী ভক্ত এল চারিজনে।।
নিত্যানন্দ বিশ্বাস শ্রীযাদব বিশ্বাস।
আর এল বিচরণ শ্রীপূর্ণ বিশ্বাস।।
ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত চারিজন।
প্রভুপদে প্রণমিল ভক্তিযুক্ত মন।
সবে মিলে সবিনয়ে নিবেদন কৈল।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ সবাকে বলিল।
সেন্সের কাগজানিতে খরচা লেগেছে।
দ্বিজ নমঃশূদ্র জাতি তাহাতে লিখেছে।।
পার যদি সেই টাকা করিতে অর্পণ।
তবে তোমাদের সনে করিব গমন।।
প্রভুর বাক্যেতে সবে স্বীকার করিল
ভক্তগণ সবেপ্রভু তালতলা এল।।
উপনীত শ্রীযাদব বিশ্বাস ভবনে।
প্রহ্লাদ বিশ্বাস তাহা শুনিল শ্রবণে।
প্রভুর চরণ বন্দি কহে মৃদু - ভাসে।
কৃপা করি যেতে হবে অধীনের বাসে।।
কৃপা করি মহাপ্রভু স্বীকার করিল।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু তথায় চলিল।।
কানাই বিশ্বাস হয় এই বংশধর
সেই বাটি মহাপ্রভু করে আগুসার।।
ভকত-মন্ডলী সবে উপনীত হ'ল।
সেবা অন্তে মহাপ্রবু সভায় চলিল।।
হ'য়েছে বিচিত্র শোভা লোক সংঘটন।
তাঁর মাঝে মহাপ্রভু করেন গমন।।
উত্তম আসন পরে বৈসে দয়াময়।
নক্ষত্র মন্ডলে পূর্ণ চাঁদের উদয়।।
দেবগণ মধ্যে যথা শোভিত দেবেন্দ্র।
সভামাঝে ততোধিক শোভে গুরুচন্দ্র।।
সেন্সর কাগজে হেতু আলোচনা হয়।
দিগম্বর কীর্ত্তনীয়া পড়িয়া শুনায়।।
আর বলে এই টাকা দিতে এবে হয়।
আমাদের লাগি প্রভু এসব করয়।।
সুপ্রভাত হয়েছে অন্ধকর নিশি।
কৃপা ক'রে করে দুর সব তামমসী।।
বিস্তারিয়ে সব কথা সভাতে জানায়।
নমঃকুল করে ধন্য প্রভু দয়াময়।।
এই ভাবে আলোচনা করে বহুজনে।
কিছু টাকা নাহি দিল পরামর্শ শুনে।।
মহাপভু সভা ছাড়ি নৌকায় চলিল।
মতুয়ার গণ তাহে প্রমাদ গণিল।।
পদে ধরি আনিলেন গদাই বিশ্বাস।
বসাইল যত্ন করি আপন আবাস।।

প্রহ্লাদের প্রতিবলে টাকা দিতে হয়।
স্বজাতি উদ্ধার কল্পে চাহে দয়াময়।।
এই অর্থ দিলে তব হবে পরমার্থ।
যদি নাহি দাও ঘটিবে অনর্থ।।
এত শুনি পঞ্চতঙ্কা প্রভুকে অর্পির।
এই টাকা মহাপ্রভু হস্তে না লইল।।
টাকা ফেলি মহাপ্রভু নৌকাতে পশিয়ে।
তালতলা খালপ্রতি বলেছে রুষিয়ে।।
টাকা ফেলা ওরে খাল যদি ভাল চাস্।
নহে অদ্য হ'তে তোর হ'বে সর্বনাশ।।
টাকা দিলে এই ঘাট পবিত্র করিব।
নহে হ'বে এই ঘাট কলঙ্কিত তব।।
যেইজন তোর বারি পরশ করিবে।
চিরদিন সেই নর অপবিত্র র'বে।।
টাকা দিলে সেই জন করিবেক স্নান।
অনাসে হ'বে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ।
এই মত উচ্চ বাক্য বলি বার বার।
খালের জলেতে প্রভু করেন প্রহার।।
দু'কুল হইল তাহে লোকারণ্যময়।
তুফান উঠিয়ে তাহে কুল ভেঙ্গে যায়।।
বিষম তরঙ্গ বেড়ে কুল ভেঙ্গে চলে।
হুহু শব্দ শুনা যায় ত্রাসিত সকলে।।
প্রলয়কালেতে যথা ঘটে বিপরীত।
সেইমত কুলভাঙ্গে সবে চমকিত।
বিপক্ষেরগণ সবে গণিল হুতাশ।
নাহি আর টিটকারী নাহি উপহাস।।
মহেশ ব্যাপারী বলে ও রূপচাঁদ
টাকা এনে বাপধন ঘুচাও প্রমাদ।।
প্রসন্নকে সঙ্গে করি রূপচাঁদ ধায়।
ম'তোদের গৃহ হ'তে সে টাকা যোগায়।।
অবশিষ্ট যাহা ছিল দেখিয়ে মহেশ।
স্নেহভরে রূপচাঁদ করিল আদেশ।।
অবশিষ্ট টাকা এনে দাও বাপ তুমি।
জেনে রেখ তব টাক যোগাইব আমি।।
এত শুনি রূপ চাঁদ নিজ গৃহ হ'তে।
আনিয়ে দিলেন টাকা অতি ইষ্ট চিতে।।
সেই টাকা প্রভু পদে করিল অর্পণ।
তরঙ্গ থামিল চেয়ে দেখে সর্ব্বজন।।
প্রভু বলে কর্ম্মফল খন্ডন না যায়।
যে যাহা করিবে তাহা ফলিবে নিশ্চয়।।
অদ্য হ'তে ঘাট তুই হইলি পবিত্র।
যে যন করিবে স্নান ঘুচিবে কলত্র।।
আর বলি ধন্য হলি এই টাকা দানে।
গঙ্গাস্নান সম ফল ফলিবে এখানে।।
প্রভু বাক্যে ম'তোদের আনন্দ বাড়িল।
পাষন্ডীর শিরে যেন বজর পড়িল
অজ্ঞান আঁধারে ডুবে রবে যারা যারা।
এই তত্ত্ব বুঝিতে না পারিবে তাহারা।।
এবড় মধুর লীলা অপূর্ব্ব কৌতুক।
যে বুঝিবে সেইজন পাবে মহাসুখ।।
এইভাবে তালতলা খালে টাকা দিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

******

।। পূর্ব ইতিহাস সমাপ্ত ।।

******

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সূধা

সভা গীতি

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় জয়।
যশমন্ত রামাকান্ত জয় জয় জয়।।
অন্নপূর্ণা সত্যভামা মাতা জয় জয়।।
জয় জয় হরিবংশধরগণ জয়।।
জয় শ্রীশশীভুষণ শ্রীসুধন্যচন্দ্র।
জয় জয় ভগবতী জয় শ্রীশ্রীপতি।
প্রথথ মন্মথ জয় অগতির গতি।।
পতিত পাবন হেতু জয় জয় জয়।
জয় জয় অন্তরঙ্গ মতুয়ার জয়।।
জয় জয় অকামনা প্রেমভক্তি জয়।
যেই জন প্রাপ্ত হ'ল তাঁর জয় জয়।।
পঠনে শ্রবণে জয় হরিনাম জয়।
সফলা নগরী ওড়াকাঁদী জয় জয়।।
যেবা দেশে যেই ভক্ত যেইস্থান জয়।
জনক জননী তাঁর জয় জয় জয়।।
হরিগুরুচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু জয়।।
এ দীনের স্থান প্রভু রেখ রাঙ্গা পায়।।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যভিষেক উপলক্ষ্যে ঠাকুরের দরবার ও রাজদত্ত পরিতোষিক প্রাপ্ত ১৯০৫ সাল

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক দিনে।
হইল বিরাট সভা দিল্লীর আসনে।।
মনোহর বেশে হয় সে সভা সুজন।
নানাবিধ কারুগার্য্য তাহে সুশোভন।।
যুধিষ্ঠির রাজসুয় যজ্ঞ করেছিল।
ময়দানব সেই সভা রচনা করিল।।
ততোধিক সেই সভা হইল সুজন।
বহু রাজগণ এল পেয়ে নিমন্ত্রণ।।
মিত্র কি করদ রাজা এল সর্ব্বজন।
সভা হেরি সভাকার প্রফুল্লিত মন।।
মহারাজ বসিবেন রত্নসিংহাসনে।
রাজাগণ অভিষেক করেন যতনে।।
মণি মুক্তা প্রবলাদি বহু করে দান।
স্বর্ণমুদ্র দিয়ে করে রাজার সম্মান।।
সেই উপলক্ষ্যে সভা প্রত্যেক জিলায়।
লাটের উপর তাহা ন্যস্ত করা হয়।।
সেই উপলক্ষে সভা ফরিদপুরেতে
প্রভুর নিকট কার্ড এল তথা হ'তে।
যাইতে উদ্যোগী প্রভু বলেন সবায়।
মাত্র চারিজন সঙ্গী যাইব তথায়।।

বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ঠাকুর ভগবতি।
গোবিন্দের পুত্র অভিমন্যু হয় সাথি।।
এ সবে করিয়ে সঙ্গি প্রভু দয়াময়।
খুলনা হইতে পরে কলিকাতা যায়।।
তথা হতে আইলেন ফরিদপুরেতে।
উপনিত হইলেন আনন্দিত চিতে।।
কুমুদ মল্লিক যিনি ডেপুটি সে হয়।
তাহার বাসায় যান প্রভু দয়াময়।।
প্রভুকে হেরিয়ে হ'ল আনন্ত অপার
ভক্তিভরে প্রভু পদে মাগে পরিহার।।
উত্তর আসন পরে বৈসে দয়াময়।
অপরে বসিল সবে হরিষ হৃদয়।।
সেই স্থানে সবে মিলে ভোজ সমাধিল।
ম্যাজষ্ট্রেট স্থানে প্রভু একাকী চলিল।।
নেহারিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট যতনে বসায়।
সুমধুর ভাবে প্রভুসনে কথা কয়।।
কিবা অভিপ্রায় নিয়ে হেথা আগমন।
প্রভু বলে আসিয়েছি পেয়ে নিমন্ত্রণ।
এত শুনি ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিল হৃদয়।
সামান্য নহিবে ইনি জানিনু নিশ্চয়।।
মহারাজ তুল্য ব্যক্তি হেরি যে লক্ষণ।
রাজ উপহার প্রাপ্ত যোগ্য ইনি হ'ন।।
এই মত ভাবে হৃদে সেই মহামতি।
বলে রাজ উপহার পাবেন সম্প্রতি।
প্রভু সনে বহুক্ষণ হ'ল আলাপন।
যাহাতে এ জাতি পায় উচ্চতরাসন।।
ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা অনুমোদন করিল।
মহানন্দে প্রভু মোর পূর্ব্বস্থানে এল।।
এদিকেতে হইয়েছে সভা আয়োজন।
অতীব বিচিত্র ভাবে হয় সুশোভন।।
নানাবিধ কারুকার্য্য বর্ণনা অতীত।
সুচিত্র কত শোভে চারিভিত।।
হেন সভা মাঝে বৈসে মহারথিগণ।
জমিদারবর্গ যত শুদ্র বি ব্রাহ্মণ।।
নানাদেশ বাসী হয় নাম লব কত।
সকলেই সভামাঝে হ'ন সমবেত।।
বায়ান্ন খানা চেয়ার বিচিত্র সুজিত।
এক সারি রাখিয়াছে সে সভায় ভিত।।
বসিয়েছে যথাযোগ্য ব্যক্তি যেবা হয়।
সে সভায় দ্বারদেশে প্রভু দয়াময়।।
অঙ্গেতে পরেছে সুনির্ম্মল পরিচ্ছদ।
রাজতুল্য বেশ দরে প্রভু গুরুচাঁদ।।
কুমুদে লইয়ে প্রভু সভাতে পৌঁছিল।
উত্তম আসন দানে প্রভুকে তোষিল।।
ম্যাজিষ্ট্রেট হেনকালে প্রভুস্থানে এসে।
প্রভুমাথে পুষ্পাঞ্জলি দানিল হরিষে।।
প্রভুর অঙ্গতে দিল কুঙ্কুম চন্দন।
আতর গোলাপ করে অঙ্গেতে লেপন।।
স্বহস্তে ফুলের হার শ্রীকণ্ঠে দোলায়।
চারিদিকে হ'তে কেহ করে জয় জয়।।
সভাস্থলে মহাপ্রভু হ'ন অগ্রগণ্য।
সভাসদগণে সবে করে ধন্য ধন্য।।
সুবর্ণ পদকখানি ধরিয়ে করেতে।
আনন্দেতে অর্পিলেন প্রভুর কণ্ঠেতে।।
অপরূপ শোভা তাহে সভাতে হইল।
দেবগণ মধ্যে যথা দেবেন্দ্র বসিল।।
পদক অর্পিয়ে পুন বলেন বচন।
এক কথা বলি আমি করুণ শ্রবণ।।
সভাকার অগ্রগণ্য হ'লেন সভায়।
সর্ব্বঠাই এ সম্মান থাকিবে বজায়।।
রাজদত্ত এ সম্মান দানিয়ে প্রভুকে।
অপরে একান্নজন পাইল প্রত্যেকে।।
জয় জয় নাদে সভা সমাপ্ত হল।
অতঃপর প্রভু মোর পূর্ব্বস্থানে এল।।
কুমুদে লইয়ে পথে যবে বাহিরায়।
চারিটি প্রহরী এসে প্রণমিল পায়।।
তারা কহে আপনি যে হন মহাত্মন।
বিদায় প্রার্থনা করি মোরা চারিজন।।
কুড়ি টাকা চারিজনে দেন দয়াময়।
ধন্যবাদ দিয়ে তারা হইল বিদায়।।
কুমুদের বাসপ্রেমে বৈসে দয়াময়।
কুমুদের অত্যনন্দ ধরে না হৃদয়।
স্বভক্তি অন্তরে সেবে বিবিধ ব্যঞ্জনে।
পরিতুষ্ট মহাপ্রভু হলেন ভোজনে।।
মহানন্দে সেই স্থানে বঞ্চিল রজনী।
প্রভু চলে নিজবাসে প্রভাত যামিনী।।
অবিলম্বে আপনার আবাসে পৌঁছিল।
রাজার মঙ্গল হিতে হরি হরি বল।।

✪✪✪✪✪

আত্মগ্লানি

এই ভাবে প্রভু মোর জীবের লাগিয়ে।
ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে
ভক্তগণ শ্রীধামেতে হইয়ে উদয়।
রাজদণ্ড এ সম্মান শুনিবার পায়।।
কেহ বলে ওহে ভাই শুনহ সকলে।
হেন ভাগ্য না হইবে আর কোন কালে।।
কৃপা করি এসেছেন প্রভু দয়াময়
শুধু আমাদের লাগি এসব করয়।।
দ্বিজনমশুদ্র মোরা কেহ না জানিত।
হীনজাতি ব'লে সবে উপেক্ষা করিত।
আমাদের বুদ্ধি বলে না হ'ল সাধন।
করিলেন গুরুচাঁদ পতিতে তারণ
এই মর্ম্ম কোনদিন কেহ নহে জানে।
অজ্ঞান সাগর মাঝে আছি নিশীদিনে।।
এ হেন উচ্চ বংশে জনম লভিয়ে।
বারেকের তরে তাহা দেখে না চাহিয়ে
ভ্রমের মহিমাপদে হ'য়ে নিমজ্জিত।
কুল পানে পুন নহে চাহি কদাচিত।
অন্যান্য জাতির ঠাঁই নতশির করি।
অজ্ঞান আঁধারে রহি বহুকাল ধরি।
সিংহের শাবক হ'য়ে আপনা ভুলিয়ে।
উলুবনে রহিয়েছি শৃগাল সাজিয়ে।।
হীনজন সম কত ক'রেছি বড়াই।
আত্মতত্ত্ব ভুলে গিয়ে আপনা হারাই।।
বৃথা গর্ব্ব করি সদা ল'য়ে হীনগতি।
ভ্রমেও ভাবিনা মোরা হই কোন জাতি।।
পেয়েছি আঁধারে আলো কভু নহে দেখি।
আত্মসুখ ভুলিয়ে ঐহিকে হই সুখী।।
এই জাতি নমঃশুদ্র অথবা ব্রাহ্মণ।
পরিচয় হ'ল শুধু প্রভুর কারণ।।
কেহ নহে জানি মোরা ব্রাহ্মণ নন্দন।
অজ্ঞান আঁধারে শুধু রয়েছি মগন।।
জাতিশ্বর গুরুচাঁদ জাগাইল জাতি।
কৃপা করি জ্বেলে দিল জ্ঞানালোক বাতি।
যাহার কৃপায় ঘুচে অজ্ঞান আধার।
এস সবে সেই পদে মাগি পরিহার।।
মানসে গঠিয়ে মুর্ত্তি রাখি হৃদি মাঝে।
মিটাইব মনসাধ মন যুগে পুজে
পতিতের বন্ধু আর হবে না এমন।
জনমের মত প্রেমে খেল সন্তরণ।।
এমত সুযোগ আর মিলিবে ভাই।
ওপদ আশ্রয় করি জীবন কাটাই।।
ব্রহ্মার বঞ্চিত ধন পেয়েছি এবার।
হেন দিন বয়ে গেল মিলিবে না আর।
দৃঢ় করি ধর সবে গুরুচাঁদ পদে।
বিচরণ ভনে তাহা মনের আহ্লাদ।।

ঢাকা নমঃশুদ্রের বিরাট সভা

একদা হইল সভা ঢাকার শহরে।
নমঃশুদ্র সম্মিলন উপলক্ষ্যে করে।।
তথা হতে প্রভু ঠাই এল নিমন্ত্রণ।
তথায় যাইতে প্রভু করেন মনন।।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস শ্রীদুর্গাচরণ।
অনুরুদ্ধ কীর্ত্তনীয়া সঙ্গেতে গমন।।
আনন্দেতে আইলেন জগবন্ধু দাস।
প্রভু সনে উপনীত পরম উল্লাস।।
ডক্টর সি,এস, মিড্ প্রভুর সংহতি।
নেবেল সাহেব আছে উপনীত তথি।।
গুরুচাঁদ প্রভু যবে হ'ল উপনিত।
বহু নমঃশুদ্র এসে হ'ল উপস্থিত।।
অভ্যর্থনা করি সবে প্রভুকে লইল।
ভক্তিভরে উপযুক্ত স্থানে বসাইল।।
পরেতে হইল তথা সভা আয়োজন।
সভাপতি রূপে করে প্রভুকে বরণ।।
বহু সমাদর করি লইল সভায়।
সভাস্থানে আলো করি বসে দয়াময়।।
নানাবর্ণ ফুলহার করিল অর্পণ।
বক্ষঃপরে দুলিতেছে মধুর দর্শন
একেত প্রভুর হয় জ্যোতির্ম্ময় রূপ।
তাহে শোভে ফুলহার কিবা অপরূপ।।
বিস্মিত ভাবেতে সবে করে দরশন
কেহ বলে হেন রূপ না দেখি কখন।।
প্রভুর উভয় পার্শ্বে সাহেব দু'জন।
আনন্দেতে করিয়েছে আসন গ্রহণ।
তাহাদের দুই পার্শ্বে বসিল দু'জন।
যেন দোহে করিতেছে চামর ব্যঞ্জন
ক্রমাগত যথাস্থানে বৈসে বহুজন।
হ'য়েছে বিরাট সভা লোক অগণন
কেহ করি ঠাকুরের চরণ বন্দন।
বিপুল ভাবেতে কত ক'রেছে স্তবন।।

গুরুচাঁদ রূপে তুমি নমঃশুদ্র কুলে।
কোটি চন্দ্র প্রভা করে চরণ কমলে।।
অজানুলম্বিত বাহু চৌরাশ কপাল।
ভজদ্বয় শোভে যথা পদ্মের মৃণাল।।
কোকনদ জিনি পদ মরি কি সুন্দর।
আহা কিবা করে শোভা সুন্দর অধর।।
মনে হয় এই পদ ব্রহ্মার বাঞ্ছিত।
যোগী ঋষিগণ বুঝি ওপদ সেবিত।।
এহেন ভাবেতে কেহ করেছে স্তবন।
যেন তাহে স্নিগ্ধ হ'ল সভাসদগণ।
হেনকালে এক ব্যক্তি এলেন তথায়।
ধনাঢ্য নন্দন বটে গর্বিত সে হয়।।
রূঢ়ভাষে সেই ব্যক্তি বলেছে বচন।
সভাসদগণে শুন আমার কথন।।
এই দেশে বহু বহু আছে বিজ্ঞ ব্যক্তি।
তার এক জনে সবে কর সভাপতি।।
কোথাকার কেবা ইনি কে চিনিবে তাহারে।
সভাপতি যোগ্য নও এ সভামাঝারে।।
এই মত বলে যদি বচন বিন্যাস।
গর্জন করিয়ে উঠে যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস।।
কেবা তুমি নাহি জানি কটু কথা কও।
কেবা হবে সভাপতি তারে এনে দও।।
বিদ্যার গৌরব কিম্বা ধন অহঙ্কারে।
রূঢ় ভাবে কথা কও সভার মাঝারে
অনুক্ষণ আছি মত্ত মোহের বিকারে।
কেবা হয় সভাপতি নাহি চিনি তারে।।
বিদ্যাভাস করি হেন চক্ষু হীন হয়।
এজীবনে তাহা কভু না দেখি কোথায়।।
যতদিন অজ্ঞানের অন্ধকারে রবে।
ততদিন এ মানুষ কেমনে চিনিবে।।
তোমার জনম বুঝি এই পূর্ব্ববঙ্গে।
পরিচয় পাইলাম কথার প্রসঙ্গে।।
সভাপতি শব্দ অর্থ ভবে কিবা হয়।
প্রকাশিয়ে কহ দেখি করিয়ে নির্ণয়।।
নিরুত্তর থাক কেন সভাসদগণ।
সভাপতি শব্দ অর্থ কর নিরুপণ।।
কোন ব্যক্তি এই বিশ্বে হয় সভাপতি।
কোন মানবের হয় এহেন শকতি।।
কোন জন সভাপতি আমাকে বুঝাও।
তার পর সভাপতি তারে করি লও।।

চেয়ে দেখ দুই পার্শ্বে রাজবংশধর।
কেন থাকে তাহা কিছু জান বিজ্ঞবর।।
উভয় ডাক্তার এবং ধর্ম্ম প্রচারক।
তারা কেন সাজিয়েছে পার্শ্ব সুরক্ষক।।
ভূপতির বংশ জন্ম সভাপতি নয়।
তার তত্ত্ব জান কিছু ওহে মহাশয়।।
এমত বলিতে ক্রোধে হইল কম্পন।
ডক্টর সি. এস. মিডে চিননা কখন।।
এবে আমি সেই কথা করিব বর্ণন।
মন দিয়ে শুন এবে যত সভাজন।।
খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক মধ্যে ইনি নেতা।
কি দেখিয়ে ওই পদে নোয়াইল মাথা।
হেন কালে মিড বলে শুন মহাশয়।
অতিরিক্ত ক্রোধ করা কভু ভাল নয়।
আমি বলি সেই কথা সবাকার ঠাঁই।
কি কারণ ওই পদে মস্তক নোয়াই।।
এত বলি সেই মিড সভায় দাঁড়াল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতি হরি হরি বল।।

মিডের বক্তৃতা

ডক্টর সি,এস,মিড সবার মাঝারে।
ঠাকুরের আজ্ঞা নিয়ে কহে ধীরে ধীরে।।
আমরা এ ঠাকুরকে কেন মানিয়েছি।
ইনিই জগত কর্তা বুঝিয়ে নিয়েছি।
অনুমান নাহি মান বর্ত্তমান বিনে।
বুঝিতে পেরেছি তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণে।।
পঞ্চলক্ষ নমঃশুদ্র কর্ত্তা শুধু নয়।
সর্বজাতিশ্বর সবাকার গতি হয়।।
নমঃশুদ্র কুলোদ্ভব জগত রঞ্জন।
ভকতের প্রণধন বিপদভঞ্জন।।
নমঃশউদ্র কুলে এসে হ'ল অধিষ্ঠান।
অনুক্ষণ চিন্তা তার বিশ্বের কল্যাণ।
এই মত বাক্য যদি সে মিড বলিল।
সভাস্থ সকল লোক স্তম্ভিত হইল।।
হো হো গুরুচাঁদ রোল সভায় উঠিল।
হরিধ্বনি করি মিডে ধন্যবাদ দিল।।
আকুল হইয়া কেহ কাঁদিতে লাগিল।
নয়ন জলেতে বক্ষ ভাসিয়ে চলিল।।
সভামাঝে বহি যায় প্রেম তরঙ্গিণী।
প্লাবিত হইয়ে তাতে ভাসিল ধরণী।।

কাঁদা কাঁদি ঢলাঢলি সভায় হইল।
বিনয় বচনে কেহ প্রভুকে বলিল।।
ওহে প্রভু দয়াময় পতিত পাবন।
নিজ গুণে রাখে নাম অধম তারণ।।
আমরা অজ্ঞান মঝে আছি ডুব দিয়ে।
কেমনেতে প্রভু তোমা লইব চিনিয়ে।।
এই ভাবে স্তব করি ক্রমে শান্ত হ'ল।
তারকচন্দ্র সরকার বক্তৃতা করিল।।
নানাভাবে পেল শান্তি সভাসদজনে।
সভা সাঙ্গ করিলেন আনন্দিত মনে।।
প্রেমানন্দ ভরে সবে বল হরি হরি।
বিচরণ কহে কর শ্রীগুরু কান্ডারী।।

★★★★

মহাপ্রভুর ভোজন

সভা সাঙ্গ করি সবে, প্রেমানন্দ উৎসবে,
একে একে সবে চলি যায়।
সঙ্গে করি জগন্নাথ, চলিল রাধনাথ,
উপনীত আপন বাসায়।।
উত্তম আসন পরে, বসি প্রভু হর্ষান্তরে,
রহিলেন ভক্তগণ ল'য়ে।
হরি কথা আলাপনে, রহে প্রভু ভক্ত সনে,
পুন বৈসে ভোজ সমাপিয়ে।।
শ্রীমুখেতে বলে বাণী, যেন অমৃতের খনি,
সুধরাজি করে বরিষণ।
শুনে সে মধুর ভাষ, হয় কত প্রেমাচ্ছাস,
প্রেমবারি হ'তেছে পতন।।
পান করি কথা অমৃত, সবে হ'ল দ্রবীভুত,
আত্মস্মৃতি হারিয়েছে সবে
কেহ হ'ল সংজ্ঞাহীন, যেন দেহে প্রাণহীন,
ডুবে আছে যেন মহাভাবে।।
হরিকথা আলাপনে, থাকিল আনন্দ মনে,
এদিকেতে ভাস্কর উদয়।।
প্রেমের নাহিক ক্ষান্ত, বহিতেছে অবিশ্রান্ত,
মহাবেগে ধারা বাহি যায়।।
যত ছিল নমঃশুদ্র, আইলেন ভদ্রাভদ্র,
সবে এসে দিল দরশন।
স্থানীয় যতেক নারী, এস সবে সারি সারি,
স্বামী সহ এল কোনজন।।
এই মত এল যত, তাহা বা বর্ণিত কত,
অগণিত লোক আমদানি।
ঘিরিয়েছে চারি পাশে, দাঁড়াইয়ে কেহ বসে,
সে বাবুর বাসা যতখানি।।
ঠাকুরে রূপ দেখি, পালটিতে নারে আঁখি
অনিমেষে সবে চেয়ে রয়।
কিবা এ রূপের ছটা, নব মেঘে ঘনঘটা,
যেন তাহে বিজলী খেলায়।।
বলে দিদি কোথা ছিল এ হেন মানুষ বল,
হেন রূপ কভু হেরি নাই।
কেব হেন ভাগ্যবতী, হেন রূপ গুণনিধি,
মরি ল'য়ে তাহার বালাই।
পাঠিয়েছে কোন বিধি, হেন রূপ গুণনিধি,
ধন্য বিধি তারে ধন্য মানি।।
না জানি কত নির্জ্জনে, গঠিয়েছে সন্তর্পণে,
রূপ যেন পদ্মরাগ মণি।।
কোন নারী বলে দিদি, এল বুঝি গুন নিধি,
পূর্ণশশী মানব আকারে।
এই সেই বিশ্ববন্ধু, তরাইতে ভবসিন্ধু,
তাহে রূপ শোভে এ আধারে।
এই মত সব ধনী, করিতেছে কানাকানি,
কেহ কাঁদে আকুল হয়ে।
ফুকারিয়ে কেহ কাঁদে, হিয়ে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
ঢ'লে পড়ে স্মৃতি হারাইয়ে।।
হেন রূপ হেরি নাই, কেবা এল এ গোসাই,
কোনদেশে করে বসতি।
না হেরিয়ে ছিনু ভাল, এবা কি বিপদ হ'ল
নাহি পারি আঁখি ফিরাইতে।
কেমনে গৃহেতে যাব, মরমে বেদনা পাব,
নাহি পারি মন নিয়ে যেতে।
এই মত রামাগণ, কাঁদিতেছে কোনজন,
চক্ষে ধারা বহে অনিবার।
গুরুচাঁদ রূপ ছবি, উদিল অক্ষয় রবি,
বেলা হ'ল একই প্রহর।।
প্রভু বলে আকস্মাৎ, খেতে দাও রাধানাথ,
শুনে বাবু মহা ব্যস্ত হ'ল।
গিয়ে দেখে রান্নাঘরে, কেহ নাই তথাকারে,
শিরে যেন বজ্রাঘাত প'ল।।
পরেতে সন্ধান করে, মেয়েরা রন্ধন করে,
বুঝি সব যতনে রেখেছে।

হেরিলেন সর্ব ঠাই, রান্না বান্না কিছু নাই,
শুধু সব সাজান রয়েছে।।
কেঁদে বলে কি হইল, কি করি উপায় বল,
কেবা কোথা গেল কি জন্যেতে।।
আর না সহিতে পারি, ক্রোধে হ'ল অঙ্গ ভারি,
মহাক্রোধে চলে বাহিরেতে।।
ক্রোধ ভরে বলে বাণী, চাহিয়ে নিজ রমণী,
ঘরে নাই ইন্দনজ্বালান
কোন মেয়েলোক নাই, কি উপায় বল ভাই,
প্রভু মোর এবে খেতে চান্।
ব'লেছে কর্কশ বাণী, অনেকেই তাহা শুনি,
সবে মাত্র করে হায় হায়।
নিজ মুখে চান খেতে যদি না পারি দিতে,
হায় হায় কি হবে উপায়।।
এত শুনি মেয়ে গণে, চলি যায় ভীত মনে,
রান্না ঘরে দিল দরশন।
হ'য়ে গেছে রান্নাসারা, দেখে সব ভান্ড পোরা
কেবা যেন করেছে রন্ধন।।
নেহারিয়ে সব ধনী করিতেছে কানাকানি,
বল দিদি এবা কোন রীতি।
সব দ্রব্য ভারে ভারে, রেখেছে রন্ধন করে,
এই রান্না করে কোন সতী।।
এই মত রামাগণে, ভাবিয়ে না পায় মনে,
প্রভু বলে আর কিবা চাও।
গগনে অধিক বেলা, হ'য়েছে ক্ষুধার জ্বালা
ত্বরা করি মোরে খেতে দাও।।
শুনিয়ে প্রভুর কথা, হৃদয়ে লইয়ে ব্যথা,
বলে কেহ স্বকরুণ স্বরে।
আপনার দরশনে, এল সব রামাগণে,
কেহ নাহি ছিল রান্নাঘরে।।
প্রভু বলে মম পাশ, কেন কহ মিথ্যাভাষ,
পাকশালে হইয়াছে রান্না।
উত্তম ব্যঞ্জন করি, রাখিয়েছে সারি সারি
রান্না করি রাখে অন্নপূর্ণা
এই বাক্য বলেন যবে, আশ্চার্য্য গণিয়ে সবে,
রান্না ঘরে চলিলেন ধেয়ে।
মহাপ্রভু বলে যাহা, দৌড়ে গিয়ে দেখি তাহা
কাঁদিতেছে বসি সব মেয়ে।।
সবে বলে কাঁদ কেন, মোদের বচন শুন,
এই রান্না কেবা করিয়েছে।
কেঁদে বলে সব ধনী, মোরা কিছু নাহি জানি,
এসে দেখি রন্ধন হ'য়েছে।।
এতেক শুনিয়ে সবে, আশ্চর্য্য মনেতে ভেবে
সবে যেন, হইল বিহ্বল।
কেহ বলে ওহে ভাই, এমত যে দেখি নাই,
এ ঠাকুর মনের মানুষ।।
মুহুর্ত্তেক মধ্যে রান্না, বিনে সেই অন্নপূর্ণা,
আর কেহ কভু পারে নাই।
নহে ইহা হবে কেন, সমাপিত এ রন্ধন
তাই বলে শ্রীগরু গোসাই।।
এবে বুঝিলাম সার, পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর,
ইচ্ছাময় ভুবন পাবন।
মিড্ বলিলেন যাহা, প্রমাণিত হল তাহা,
গুরুচাঁদ ব্রহ্ম সনাতন।।
যিনি আদি অন্ত রূপি, হ'য়েছে ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপী,
বুঝি তিনি এসেছে এবার।
জীবের দুর্গতি হেরি, নিজ ধাম পরিহরি,
ওড়াকান্দি মানুষ অবতার।।
পাপী তাপী উদ্ধারিতে, প্রভু এল অবনীতে,
হবে বুঝি ক্ষীরোরে চাঁদ।
শ্বেত নীল পীত বর্ণ, মিলনে তপত স্বর্ণ,
রূপে মুগ্ধ গগণের চাঁদ।।
তাই বুঝি হেন ভাব, আহা কি মধুর ভাব,
নেহারিনু স্বচক্ষেতে সবে।
গুরুচাঁদ মুর্ত্তি ধরি, নমঃকূলে অবতরী,
এল ত্বরাইতে কলিজীবে।।
এই মত বলাবলি, কাঁদাকাঁদি ঢলাঢলি,
করিতেছে বাবু রাধাকান্ত।।
অতপর করি স্থান, প্রভুর সমীপে যান,
বলে ভোজ নিন প্রাণ কান্ত।
প্রভু এল ভোজ নিতে, রাধানাথ যোড় হাতে,
দাঁড়িয়ে রহিল সম্মুখেতে।
রামাগণ অন্ন এনে, যোগায় প্রভুর সথানে,
প্রভু ভোজ করে আনন্দেতে।।
উপাদেয় খাদ্য যত, সুস্বাদু সম অমৃত,
প্রভু বলে আরও দাও কিছু।
এমত হবার নাই, সুধা হ'তে স্বাদ পাই,
দেখ বহু লোক আছে পিছু।
এইরূপে দ্রব্য যত, সেবিলেন মনোনীত,
অম্বলাদি মিষ্টান্ন যতেক
অন্য অন্য মিষ্টি যাহা, কিছু কিছু খেল তাহা,
অবশিষ্ট থাকিল অনেক।।

আনন্দে ভোজন করি, বসিলেন শয্যাপরি,
তাম্বুলাদি সেবে দয়াময়।
অবশিষ্ট ছিল যারা, ভোজন করিল তারা,
বলে এহেন সেবিনা কোথায়।।
সত্য বটে এই রান্না, করিয়েছে অন্নপূর্ণা,
তাই সেবি অমৃত সমান।
সত্যই দয়াল প্রভু, গুরুচাঁদ বিশ্ব বিভু,
এই বাক্য কভু নহে আন।।
অপরেতে রামাগণে, সবাই আনন্দ মনে,
ভোজকর্ম্ম সমাধা করিল।
যত ছিল ভদ্র ব্যক্তি, বার বার করে উক্তি,
প্রেমভরে হরি হরি বল।।

*****

***

পুনরায় সভা আয়োজন

রামাগণ সর্বজন আনন্দিত মন।
ভোজ কর্ম সমার্পিল ক্রমে সর্ব্বজন।।
অল্প অল্প দ্রব্য যাহা রন্ধনীয় ছিল।
বহুলোক খেয়ে তাহা ফুরাতে নারিল।।
হেরিয়ে বিস্মিত হ'ল বাবু রাধানাথ।
বলিলেন জল দিয়ে রাখ এই ভাত।।
প্রভুর আশ্চর্য্যলীলা বুঝিতে না পারি।
কা'কে দিয়ে কিবা খেলা খেলে মোর হরি।।
অতঃপর রাধানাত আকুল পরাণে।
পতিত হইল গিয়ে প্রভুর চরণে।
রাধানাথ কেঁদে বলে মহাপ্রভু ঠাঁই।
আপনাকে চিনিবার মম শক্তি নাই।
আপনি অনাথ বন্ধ সর্ব সারাৎসার।
ওড়াকান্দি অবতীর্ণ দয়াল আধার।।
কৃপা করি শ্রীচরণে স্থান দিন মোরে।
আপনি হে সর্ব সার এ তিন সংসারে।।
এই মত স্তুতিবাদ করে রাধানাথ।
করুণা করিয়ে মোরে করুণাত্মসাৎ।।
প্রভু বলে এবে শুন ওহে বাছাধন।
এখনেত কর পুন সভা আয়োজন।।
শুনি আয়োজন করে প্রভু আজ্ঞামতে।
অগুরু চন্দন ছড়া দিয়ে চারিভিতে।।
উত্তম আসন দিল সভার মাঝারে।
ফরাস চাদর পাতি দিল তদুপরে
ফুলহার করি তথা প্রভুকে সাজায়
অপরূপ ফুল-সাজে সাজে দয়াময়।।
চন্দন তুলসী দিয়ে পুজিল চরণ।
আতর কুঙ্কুম অঙ্গে করেছে লেপন।।
হইল প্রভুর শোভা অতি মনোহর।
ভ্রমর ভ্রমরী তথা গুঞ্জে অনিবার।।
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন।
মৃদুভাবে ফুল্লদল কম্পে ঘনে ঘন।।
রূপ সুধা করে পান প্রাণেতে উল্লাস।
ফুল হ'তে বাহিরায় অপর্য্যাপ্ত বাস।।
অঙ্গঘ্রাণ পেয়ে সবে মাতিয়ে উঠিল।
প্রেমের পাথরে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
মহাপ্রভু বলে সবে শান্ত কর মন।
সভার কর্ত্তব্য এবে কর আলাপন।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী সবে শান্ত হ'ল।
জাতীয় উন্নতি কথা কহিতে লাগিল।।
চারি যুগে এই জাতি কেবা চিনিয়েছে।
নীচ জাতি বলে সবে অবজ্ঞা ক'রিছে।।
নমঃশুদ্র জাতি ছিল আধারে পড়িয়ে।
কেহ কোন দিন তাহা না দেখি বুঝিয়ে।।
গুরুচাঁদ হেরি এই জাতির দুর্গতি।
অকাতরে জ্বেলে দিল জ্ঞানালোক ভাতি।।
না চিনিয়ে সেই ধনে করি অহংকার
হিংসা নিয়ে করি সদা জাতির বিচার।
অন্যান্য জাতির হিংসা বহি মস্তকেতে।
না জানিয়ে মূল তত্ত্ব যাই অধঃপথে।।
মহাপতন হতে যে করিল উদ্ধার।
বারেকের তরে চিন্তা না করি তাহার।।
এই ভাবে আত্মগ্লানি অনেক করিল।
সভাস্থ সকলে শুনে অবাক হইল।।
সবে বলে হেন ধন আর না পাইব।।
জমেনের মত পদে দেহ বিকাইব।।
এমত বলিয়ে মাগী সবে পরিহার।।
জনমে জনমে দেখা দিও সর্ব্ব সার।।
তুমি বিনে কেহ নাই তরাইতে বন্ধু।
অপার জলদি পার কর কৃপাসিন্ধু।।
এই ভাবে স্তুতিবাদ করিল অনেকে।
সভাসাঙ্গ করিলেন মনের পুলকে।।
পুনরায় চলে প্রভুরাধানথ সনে।
আনন্দে চলিল যত নিজ সঙ্গিগণে।।

হেনকালে এল তথা মোহিনী ডাক্তার।
প্রভু পদে প্রণমিল ভক্তি অন্তর।।
বিনয় বাক্যতে বলে প্রভুর সদন।
যেতে হবে ওহে প্রভু ল'য়ে সঙ্গিগণ।।
প্রভু বলে মোরা হই অষ্টাদশ জন
সবে মিলি তব বাসা করিব গমন।।
প্রভু বাক্য শ্রবণেতে আনন্দ উদয়।
বলে অদ্যকার নিশি থাকুন হেথায়।।
কল্যপ্রাতে এসে আমি লইব সবাকে।
এইটুকু সময় প্রভু দিবেন আমাকে।।
মোহিণীর বাক্যে প্রভু সন্তুষ্ট হইল।
প্রণমিয়ে সে মোহিনী বিদায় মাগিল।।
পভু সনে সর্ব্বজনে বঞ্চিল রজনী।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতি করে হরিধ্বনি।

ডাক্তার মোহিণী বাবুর বাসায় মহপ্রভুর গমন।

প্রাতঃকালে এল তথা মোহিনী ডাক্তার।
হেরিয়ে সবার হ'ল হরিষ অন্তর।।
অষ্টাদশখানা পাল্কী সঙ্গেতে করিয়ে।
অষ্টাদশ জনে তাহে লইল তুলিয়ে।।
অবিলম্বে মোহিণীর বাসাতে উদয়।
হুলুধবনি করিলেন বধু আর মায়।।
মোহিণীর নারী হয় সুচারু বদনী
শ্রীতারিণী ডাক্তারের প্রাণের নন্দিনী।।
ঠাকুরে হেরিয়ে হ'ল আনন্দে অধিরা
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমধারা।।
অতি সুপবিত্র হয় মোহিণীর মাতা।
ভক্তি ভরে প্রভু পদে নোয়াইলেন মাথা।
প্রভু কহে মোহিনী আমাকে বেঁধেছে।
সে কারণে বন্দি আমি মোহিনীর কাছে।।
এই মত বলে প্রভু মোহিনির মাকে।
শুনে মোহিণীর মাতা ভাসে প্রেম সুখে।।
হরি কথা কহে প্রভু ভকতের সনে।
বহুক্ষণ কেটে যায় আনন্দিত মনে।।
প্রেমের পাথারে সব খেলেছে সাঁতার।
বিন্দু বিন্দু নয়নেতে বহে প্রেমধারা।।
এদিকেতে শ্রীমোহিনী পরম যতনে।
বাজার করিয়ে নানাবিধ দ্রব্য আনে।।

অপরেতে মহাপ্রভু করে ফলাহার।
পরেতে প্রসাদ নিল অন্য সবে আর।।
কিছুক্ষণ থাকে হরি কথা আলাপনে।
সবে মিলি শুনে তাহা আনন্দিত মনে।।
মোহিনীর মাতা গিয়ে রন্ধন করিল।
উপাদেয় কাদ্য কত স্বঘৃত মিশাল।।
পরেতে মোহিনী বলে স্নান করিবারে।
প্রভু অঙ্গে তৈল মাখে হরিষ অন্তরে।।
আপনি ঢালিছে বারি সেই সে মোহিনী।
স্নান অন্তে পরাইল নব বস্ত্র আনি।।
ক্রমে সবে স্নান কার্য্য সমাধা করিল।
সানন্দে সকলে তথা ভোজন সমাধিল।।
বিশ্রামান্তে মোহিনীকে বলেন বচন।
এখনে বিদায় মোরে দেহ বাছাধন।।
এতেক শুনিয়ে সবে সজল নয়নে।
ভক্তি ভরে প্রণমিল প্রভুর চরণে।।
বিনীত ভাবেতে কহে গদগদ স্বরে।
আপন তনয় সম রাখিবেন মোরে।।
দাস যোগ্য নহে কভু না জানি সাধন।
কৃপা করি দিতে হবে যুগল চরণ।।
এমত বিনয় বাক্য করে উচ্চারণ।
বিন্দু বিন্দু বারি ধারা হ'তেছে পতন।।
মিষ্ট বাক্য মহাপ্রভু সান্তনা করিলেন।
সঙ্গিগণ সহ পরে বিদায় মাগিল।।
আপন আবাসে এল প্রভু দয়াময়।
কবি কহে হরি বল দিন বয়ে যায়।।

লাট দরবারে মহাপ্রভুর ফরিদপুরে গমন

একদা ফরিদপুরে বড় লাট এল।
লাটের কাছারী হ'বে ঘোষণা হইল।।
সেই উপলক্ষে প্রভু পেয়ে নিমন্ত্রণ।
ভক্তগণ সঙ্গে চলে আনন্দিত মন।।
প্রভুর সহিত চলে শ্রীপতি প্রসন্ন।
চলে যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস মহামান্য।।
ভীষ্মবাবু আর বিধু চৌধুরী সুজন।
প্রভু সঙ্গে চলে কৃষ্ণদাস বিচরণ।।
বিচরণ কহে বাণী যেতে নাহি পারি।
বড়ই অভাব মোর এখনে কি করি।।

প্রভু বলে তোর সব করিব পুরণ।
মম সঙ্গে চল যাই ওহে বিচরণ।।
প্রভু বাক্যে মনে মনে আনন্দ লভিল।
অদ্য হ'তে বুঝি মোর বিপদ ঘুচিল।।
প্রভু বাক্যে হবে মোর দূর সে অভাব।
মহেশ ব্যাপারী বুঝিলেন সেই ভাব।।
বলে ওহে বিচরণ প্রভু সনে যাও।
ভাব রক্ষা করি বাপ অভাব ঘুচাও।।
মহেশের প্রতি প্রভু বলেন বচন।
বিচরণের যে অভাব করিও পুরণ।।
মহেশ ব'লেছে প্রভু বাঞ্ছা আপনার।
কৃপা হ'লে হবে ভাব অভাব কি ছার।।
এই মত বলে কয়ে তরী আরোহিল।
প্রভু সঙ্গে মনোরঙ্গ বাহিয়া চলিল।।
পথি মাঝে নানা কথা আলোচনা হয়।
বিচরণ বাহে তরী আনন্দ হৃদয়।।
অবিলম্বে সহরেতে উদয় হইল।
নানাদেশী সুসজ্জিত তরণী আইল।।
লাট আগমণে সবে প্রফুল্লিত মনে।
এল যত বড়লোক তরী আরোহনে।।
সে সব তরীর পার্শ্বে তরণী বাঁধিল।
অপূর্ব্ব ঘটনা এক তথায় হইল।।
জনৈক উকিল সুত জাতিতে ব্রাহ্মন।
শুন সবে বলি এবে তাঁর বিবরণ।।
নাম ধাম নাহি জানি থাকে সহরেতে।
দৈবযোগে ব্যধি হয় তাহার দেহেতে।
উদরে প্লীহা যকৃত বড়ই বেড়েছে।
দিন দিন সে বালক দুর্ব্বল হ'য়েছে।
মন দুঃখে সে বালক ভাসে আঁখি জলে।
বাচিব না ভেবে তার হৃদি যায় জ্বলে।।
দৈবযোগে একদিন নিশি অবসান।
অপরূপ রূপে এক দেখিনু স্বপন।।
যেন প্রভু গুরুচাঁদ বসিয়ে শিয়রে।
বালকের প্রতি বাণী বলে ধীরে ধীরে।।
শুনরে বালক তোর কোন ভয় নাই।
আমি যাহা বলি এবে কর গিয়ে তাই।।
বাজার হইতে আন বোয়াইল মাছ।
ভালমত পচাইবি রেখে গৃহমাঝ।।
সেই পচা মৎস্য রান্না করিয়ে খাইবি।
তা হ'লে এ ব্যাধি হ'তে আরোগ্য পাইবি।।
প্রাতে উঠি জানাইল পিতার সদনে।
বাজার হইতে মৎস্য আনাইল কিনে।।
সেই মৎস্য পচা করে যেদিন খাইল।
সে হইতে ব্যাধি আরোগ্য হইল।।
প্রভুর তরণী যবে হইল উদয়।
পিতার নিকট সেই বালক শুধায়।।
ওই নৌকা মাঝে মম ঠাকুর এসেছে।
ওহে পিতা চল যাই ঠাকুরের কাছে।।
বড়ই উতলা হয় হেরিতে ঠাকুরে।
পুত্র আজ্ঞা 'অনুবর্ত্তী চলিল সত্বরে।।
প্রভুর তরণী হেরি বালক বলেছে।
এই নৌকা মাঝে মোর ঠাকুর ব'সেছে।।
এত শুনি নিকটেতে উদয় হইল।
পিতাপুত্রে প্রভুপদে প্রণাম করিল।
প্রভু বলে কি করিলে তুমি যে ব্রাহ্মণ।
মম পদে প্রণিপাত কর কি কারণ।।
জাতিত্ব গৌরব কেন কর পরিহার।
কহ শুনি কেন কর হেন ব্যবহার।।
ব'লেছে উকিল বাবু করিয়ে মিনতি।
আপনি হে জাতিশ্বর অগতির গতি।।
জাতি মান কুলশীল ত্যজিয়ে সকল।
সম্বল করেছি মাত্র ওপদ যুগল।।
বালকের প্রাণ রক্ষা যে দিন হয়েছে।
জাতি কুল যাহা কিছু সকল গিয়েছে।।
চিনিতে শকতি নহে ছিল যে আমার।
পুত্রের কারণ দেখা পাই আপনার।।
এতেক বলয়ে চখে বহে অশ্রুধর।
শ্রুতমাত্রে সবে হ'ল বিষ্ময় অন্তর।।
পূর্ব্বাপর যে বৃতান্ত সকল বলিল।
শুনিয়ে সবার প্রাণে আনন্দ বাড়িল।।
অসম্বব ক্রিয়া যত প্রভুতে সম্ভব।
কে বুঝিবে বিশ্বমাঝে করে কোন ভাব।।
ভাবের ভাবুক হ'লে বুঝে সেইজন।
কিছু না বুঝিতে পারি আমি অভাজন।।
এই মত আশ্চার্য্য খেলা প্রকাশ করিল
গুরুচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆
☆☆

প্রভুর মিডের সঙ্গে সাক্ষাৎ কথোপকথন ও নিজালয়ে গমন।

অতঃপর সবে মিলি তীরেতে নামিল।
পাথি মধ্যে মিড সনে সাক্ষাৎ হইল।।
দোঁহার দর্শনে দোঁহে আনন্দিত মন।
অপরেতে নানা কথা করে আলাপন।।
কি ভাবে করিতে হবে লাট দরশন।
দোঁহে মিলি সেই কথাকরে আলাপন।।
তথা হ'তো মহাপ্রভু করেন গমন।
কুমুদ মল্লিক স্থানে উপনীত হন।।
প্রভুকে নেহারি সেই মল্লিক সুজন।
ভক্তি ভরে প্রভু পদে বন্দিল তখন।।
বসিতে আসন দিয়ে বলে সকাতরে।
কৃতার্থ হইনু এবে আপনাকে হেরে।।
পরশু দিবসে হবে সভা আয়োজন।
সবার শিখিতে হবে রাজ সম্ভাষণ।
শুনিয়ে সন্তুষ্ট হ'ল প্রভু সে বাক্যকে।
দুই দিন থাকি শিক্ষা করে যতনেতে।।
অতঃপর হল ততা সভা আয়োজন।
অতীব বিচিত্র শোবা না যায় বর্ণন।।
বড় বড় মহারথি করে আগমন।
ম্যাজিষ্টেট আদি করি পুলিশের গণ।।
মিড সাহেব সে স্থানে আছে অধিষ্ঠান।।
অন্যান্য বহুত লোক করে আগমন।।
যথাযোগ্য স্থানে সবে ব'সেছে সভায়।
সে সভায় উপনীত প্রভু দয়াময়।।
নানা কথা সবে মিলি করে আলোচনা।
কি দিয়ে করিবে সবে লাট সম্ভাষণ।।
বড় লাট র'য়েছেন আপন জাহাজে।
কি করা কর্ত্তব্য তাহা নাহি পায় বুঝে।।
ম্যাজিষ্ট্রে প্রভু প্রতি বলেন বচন।
কিবা হয় আপনার করিতে মনন।
প্রভু বলে মানপত্র দানিয়ে লাটেরে।
মনে হয় সম্ভাষণ করি সমাদরে।।
ম্যাজিষ্টেট বলে তবে শুনুন বচন।
লাট প্রতি মানপত্র হবে না এখন।।
দানিলে ডিপুটেসন বাড়িবে সম্মান।
পদ্মার মাঝেতে করুন প্রয়াণ।।
লাটের জাহাজে গিয়ে করিবেন দান।
সন্তুষ্ট হ'বেন লাট বাড়িবে সম্মান।।
এইভাবে আলোচনা করিয়ে সভায়।
সভা সাঙ্গ করে সবে হরিষ হৃদয়।।
জাহাজে যাইতে প্রভু করেন মনন।
পদ্মার তরঙ্গ দেখে ভীত হয় মন।।
ম্যাজিষ্টেট বলিলেন আমার লঞ্চেতে।
চলুন হে শ্রীঠাকুর আমার সঙ্গেতে।।
শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট বাণী সন্তুষ্ট হইল।
ম্যাজিষ্ট্রেট সনে প্রভু লঞ্চেতে চলিল।
যখনেতে জাহাজের নিকটে পৌছিল।
অতি সমাদরে লাট প্রভুকে তুলিল।।
ডিপুটি মুনসেফগণ যতজন ছিল।
নেহারিয়ে হেন কর্ম্ম বিস্ময় মানিল।।
মনে ভাবে কেবা এই মানব প্রধান।
লাট কেন হেন ভাবে করেন সম্মান।
বসাইল শ্রীপ্রভুকে আসন উপরে।
লাটকে বসায়ে প্রভু বসিলেন পরে।।
তাহে লাট অত্যাধিক আনন্দ পাইল।
ডক্টর সি, এস, মিড পশ্চাতে বসিল।।
গণনায় অষ্টজন সাহেব তথায়।
মিড় পার্শ্বে বসিলেন হরিষ হৃদয়।।
পরে মিড সসম্ভ্রমে বলেন বচন।
লাট প্রতি সমাদরে করে সম্ভাষণ।।
ঠাকুরের প্রতি কিছু করিব বর্ণন।
অনুগ্রহ করি সবে করুন শ্রবণ।
পঞ্চবিংশ নমঃশূদ্র লক্ষ যে গণন।
তা সবার মধ্যে ইনি অগ্রগণ্য হন।।
সবাকার নেতা হন ঠাকুর উপাধি।
বহুশিষ্য শাখা হয় নাহিক অবধি।।
ঈশ্বরের শক্তি কত করেন প্রকাশ।
ধর্ম্ম কথা আলাপনে বড়ই অভ্যাস।।
ধর্ম্মের মহাত্ম্য জানে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।
প্রভুত্ববরণ করি নিয়েছে শরণ।।
এই ভাবে গুণগীতি মিডের বচন।
অষ্ট সাহেবেতে তাহা করেন লিখন।।
জানাবেন রাজস্থানে আছে এক প্রজা।
গুরুচাঁদ নামে তিনি হন মহাতেজা।।
নমঃকুলে মধ্যে হয় নেতা সবাকার।
রাজ ভক্ত মহামান্য পরম উদার।।
নমঃশুদ্র কুলে জন্ম ব্রাহ্মণ সমান।
ব্রহ্ম নীতি সে পদ্ধতি বিনে নহে আন।।

শুনিয়ে মিডের মুখে অপূর্ব্ব কাহিনী।
সম্মান সূচক মাল্য অর্পিলেন তিনি।।
হাতে ধরাধরি করে আনন্দ হৃদয়।
রাজোচিত সে সম্মান সবাকে দেখায়।।
অতঃপর সে কাছারী সমাপ্ত করিয়ে।
উঠিলেন সর্ব্বজন অতি হৃষ্ট হ'য়ে।।
হেনকালে ছোট লঞ্চ অতি বেগ ভরে।
সবে এসে হর্ষচিতে নামিলেন তীরে।।
এসে দেখে শ্রীশ্রীপতি তথায় না আছে।
জিজ্ঞাসা করেন সে বিচরণ কাছে।।
কোথা গেল শীঘ্র তারে আন্ অন্বেষিয়ে।
কোথা তোরা যেতে দিলি একেলা ছাড়িয়ে।।
বলিতে বলিতে তথা এলেন শ্রীপতি।
সবে মিলি তথা হ'তে চলিল সম্প্রতি।।
ডিপুটি কুমুদ মল্লিক মহাশয়।
অনুক্ষণ গুরুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে রয়।।
অতঃপর তাহার বাসাতে উপনীত।
বসিলেন সবে মিলি হ'য়ে হরষিত।।
লুচী পুরী মন্ডা করে আয়োজন।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্য অগনণ।।
অতঃপর সবে মিলি করে ফলাহার।
অন্ন ভোজ করে সবে আনন্দ অপার।।
বিশ্রামান্তে মহাপ্রভু মাগিল বিদায়।
মনোল্লাসে সে কুমুদ প্রণমিল পায়।।
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন অতি হর্ষচিতে।
নানা কথা আলোচনা করিলেন পথে।।
নিজ তরী পরে প্রভু আরোহণ কৈল।
ক্রমে সর্ব্বজন গিয়ে নৌকায় বসিল।।
প্রভু বলে অত্যাশ্চর্য্য ভাবের কাহিনী।
প্রহরেক মাত্র আছে নভেঃ দিনমণি।
বিচরণ প্রতি বলে শুন বাছাধন।
ওড়াকাঁদী পৌঁছিবারে পারিবি কখন।।
বিচরণ কহে প্রভু দয়া যদি হয়।
পৌঁছিব মেজো বাবুর ভোজান্ত সময়।।
হরি বলে বিচরণ বাহিল তরণী।
হইল অপূর্ব ভাব মধুর কাহিনী।।
অতি বেগে চলে তরী বড়ই আশ্চার্য্য।
কেহ না বুঝিতে পারে তাহার মাধুর্য্য।।
কেবা এসে বাহে তরী বোঝা নাহি যায়।
পলক মধ্যেতে যেন বহুদুর ধায়।
অসম্ভব কর্ম্ম এক হেরে বিচরণ।
বড়ই অদ্ভুদ তাহা না যায় বর্ণন।।
অসম্ভব দেখে জ্ঞানী প্রকাশ না করে।
শুনিলে সন্দেহ বাড়ে লোকের অন্তরে।।
হেন কর্ম্ম হ'ল সেই রজনী যোগেতে।
কেবা যেন বাহে তরী ত্বরিত বেগেতে।।
অবিলম্বে শ্রীধামেতে হইল উদয়।
নেহারিয়ে সর্ব্বজন মাগিল বিষ্ময়।।
ঠাকুর সুধন্য যিনি ভোজ সমাপিয়ে।
মুখ প্রক্ষালন করে বাহিরে বসিয়ে।।
হেন কালে সবে গিয়ে বাটীতে পৌঁছিল।
হইল অদ্ভুত কর্ম হরি হরি বল।

✪✪✪✪
✪✪✪

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বিচরণের অর্থদান

বহু আলোচনা হ'ল সে কথা লইয়া।
শ্রান্তি দুর করে সে কথা শুনিয়া
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ব'লে হরি হরি।
প্রভু মোর বসিলেন আসিয়ে কাছারী।।
বিদায় লইতে যায় তথা বিচরণ।
ভক্তিভরে বন্দিলেন প্রভুর চরণ।।
বড়ই অভাব গ্রস্থ সেই বিচরণ।।
কোন ভাবে করে মাত্র জীবন ধারণ।।
প্রভুর হইল কৃপা তাহার উপর।
ঘুচাতে ভক্তের দুঃখ দয়ার আধার।।
অর্থদান করিবারে একান্ত মনন।
বারো আনা মুদ্রা ধরি ব'লেছ বচন।।
এই মুদ্রা নিয়ে তুমি লবণ বদ্লাও।
মুলধন রেখ ঠিক মম কথা লও।।
সমুলেতে ধ্বংস যেন না হয় কখন।
দৈন্য দশা ঘুচে যাবে শোন্ বাছাধন।।
বিচরণ ভাবে কেন এ অর্থ লইব।
কৃপা হ'লে কত অর্থ কত স্থানে পাইব।।
এত ভাবি বলে আমি নিবনা এ অর্থ।।
রাখিতে নারিলে হবে বিষম অনর্থ।।
প্রভু বলে আরে বোকা নিলে হত ভাল।
এই অর্থে পরমার্থ হইতে মঙ্গল।।

তবু নাহি হয় ইচ্ছা প্রভু অসন্তোষ।
কি করিব আমি তোর কপালের দোষ।।
এত শুনি যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস বলেছে।
শোন এবে বিচরণ বলি তোর কাছে।।
তোর আজা মহাশয় কৃষ্ণ পুরে বাস।
মাত্র এক পয়সা নিল হ'তে প্রভু পাশ।।
সে হতে হইল তার বিপুল সম্পত্তি।
কোঠা বাড়ী দিতে তাঁর হইল শকতি।।
এত শুনি বিচরণ হস্ত পাতি নিল।
বারুণী পেয়েছি বলে নাচিয়ে উঠিল।।
পরেতে প্রণাম করি প্রভুর চরণে।
প্রেমানন্দে উপনীত আপন ভবনে।।
সেই অর্থ দিয়ে লবণ বদলায়।
ক্রমে ঘুচে দৈন দশা প্রভুর কৃপায়।।
এইভাবে ক্রমে ক্রমে সম্পত্তি বাড়িল।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ প্রতি হরি হরি বল।

খুলনার সভায় মহাপ্রভুর গমন।

হইবে বিরাট সভা খুলনা শহরে।
নিমন্ত্র পাঠাইল প্রভুর গোচরে।।
চলিলেন গুরুচাঁদ সঙ্গে ভক্তগণ।
বিশ্বাস শ্রীযজ্ঞেশ্বর সঙ্গেতে গমন।
শ্রীবিপিনচন্দ্র বালা শ্রীষষ্ঠিচরণ।
মাধবেন্দ্র চলে আর চলে বিচরণ।।
বাটী হ'তে তারাইল করিয়ে গমন।
সেই স্থানে সেই নিশি করেন যাপন।।
প্রভাতে চলেন প্রভু খালিয়া গ্রামেতে।
তথায় আছেন ভক্ত শ্রীরাই নামেতে।।
ভক্তগণ করে তথা নাম সংকীর্ত্তন।
তাহাতে রায়ের হয় প্রফুল্লিত মন।।
সেই গৃহে করিলেন ভোজ সমাপন।
তথা হ'তে বড়দিয়া করেন গমন।।
তথা হতে ষ্টিমারে করি আরোহন।
খুলনা ঘাটেতে গিয়ে পৌছিল যখন।।
খুলনা শহরে যত স্কুলের বালক।
আইল ঘাটেতে তারা হয়ে পুলক।।
কোন ছাত্র আসিয়াছে কলিকাতা হ'তে।
বরিশাল হতে কেহ এল আনন্দেতে।।
ষ্টিমারে উঠিল বহু দিয়ে জয় জয়।
তীরে থেকে কেহ কেহ নিশান উড়ায়।।
উভয় স্থান তে করে জয় জয় জয়।
ষ্টিমার ঘাটেতে হ'ল লোকারণ্য ময়।।
সারেং হেরিয়া তাহা বিস্ময় মানিল।
চমকিত হ'ল যত প্যাচেঞ্জার ছিল।।
বিস্ময় হইয়ে কেহ করে জয় জয়।
কেহ বা অবাক হয়ে দাঁড়াইয়া রয়।।
শহরেতে লোক সব যেন টলমল।
উৎসাহে আইল ধেয়ে সবে কুতুহল।
বারনারী বহুজন আইল সেখানে।
মহানন্দে হুলুধ্বনি করে কোন জনে।।
বহুজন অভ্যর্থনা করেন প্রভুকে।
নামিলেন তীর পরে মনের পুলকে।।
শ্রীরাইচরণ বাবু মোক্তার সেজন।
বাগেরহাটেতে বাসা এল সেইক্ষণ।।
সভা উপলক্ষ্যে তিনি খুলনা আসিল।
অভ্যর্থনা হেতু প্রভু পদে প্রণমিল।।
ডাক্তার শ্রীসীতানাথ তস্য ভ্রাতুষ্পত্র।
ব্যারিষ্টারী করে পাশ বড় সুপবিত্র।।
বহু অভ্যর্থনা করি প্রভুকে লইল।
আসিয়ে ভদ্র মন্ডলী প্রণাম করিল।।
মটর যোগেতে চলে প্রভু দয়াময়।
বহুলোক মটরের সঙ্গে সঙ্গে ধায়।
থেকে থেকে অনেকেই করে জয় জয়।
খুলনা শহর যেন জয়নাদে ময়।।
দক্ষিণ দেশের ভক্ত এল বহুজন।
শ্রীগোপাল সাধু সঙ্গে লোক অগণন।।
নাহি তার লেখা জোখা কে করে গণন।।
পশ্চিম অঞ্চল বাসী এল বহুজন।।
নিবারণ চন্দ্র সাধু গোসাই রমণী।
বহু ভক্ত সঙ্গে এল করি হরিধ্বনি।।
অতঃপর গুরুচাঁদ হরিষ হৃদয়।
নামিল সুরেশচন্দ্র বাবুর বাসায়।।
ভক্তিভরে গুরুচাঁদ নিলেন ধরিয়ে।
আনন্দাশ্রু বহে তার বয়ান বাহিয়ে।
উত্তম আসনে বৈসে প্রভু গুরুচন্দ্র।
ভকত মন্ডলী বৈসে হৃদয় আনন্দ।।
অধিকাংশ ভক্ত থাকে নৌকার মাঝারে।
প্রধান ভকত যত প্রভুর গোচরে।।

ভদ্র ব্যক্তি কেহ কেহ প্রভুর সকাশে।
বসিলেন তারা সবে পরম উল্লাসে।।
মিষ্টভাষে সবাকারে তোষে গুরুচঁন্দ্র।
শ্রবণেতে তা সবার বাড়িল আনন্দ।।
এই ভাবে কিছুকাল অতীত হইল।
ক্রমে বহুজন নিজ গন্তব্যে চলিল।।
কতিপয় লোক সহ তথা অবস্থান।
নানা কথা আলোচনা করে গুরুচাঁদ।
অতঃপরে প্রভু মোর করে ফলাহার।
অন্নভোজ করে সবে হরিষ অন্তরে।।
ক্রমে সবে ভোজ কর্ম্ম সমাধা করিল।
শয্যাপরে বসি কেহ বিশ্রাম লভিল।।
সীতানাথ বাবু আর শ্রীরাই চরণ।
ভদ্র নমঃশুদ্রগণ একত্র মিলন।।
যে স্থানে আছে সবে উপবেশন হল।
উপনীত হ'ন তথা মিলিয়ে সকল।।
সবে মিলি এই যুক্তি করিলেন সায়।
গুরুচাঁদ সভাপতি হ'লেন তথায়।।
কেহ অসঙ্গত কেহ কহে অসঙ্গত।
এক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহে না হয় সম্মত।।
ঠাকুর বলিয়ে মোরা প্রণমি ও পায়।
তথাপি ও সভাপতি যুক্ত যুক্তি নয়।।
এতেক শুনিয়ে পরে খন্ড সভা করি।
নীরোদ বিহারী বাবু বলেন নির্দ্ধারি।।
নীরোদ বাবুর খাড়া সম্বলেতে ঘর।
রত্নাগর্ভা নাম হয় যাহার মাতার।।
সেই ব্যক্তি সবা পাশে বলেন বচন।
সভাপতি যোগ্য প্রভু কি কারণে নন্।।
ক'জনার পিতা ভবে হয় বিদ্যামান।
ক'জনার পিতা বল আছে জ্ঞানবান।।
পিতার কৃপায় মোরা বিদ্যাবান হই।
সে পিতাকে কোন জ্ঞানে বিদ্যাহীন কই।
যে পিতার গায়ের রক্ত জল করিয়েছে
বহু কষ্টে আমাদিগে মানুষ ক'রেছে।।
কতনা প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে।
তাঁকে বলি বিদ্যাহীন বিদ্যা যে দিয়েছে।।
পিতার কৃপায় বাড়ে বিদ্যার গৌরব।
পিতার কৃপায় বাড়ে অতুল বৈভব।
এত কভু নাহি হয় পুত্রের কর্ত্তব্য।
পিতার অমান্য হ'লে নরকে গন্তব্য।
এ বাক্য শ্রবণে কা'রো হয় জ্ঞানোদয়।
প্রভু হবে সভাপতি নির্দ্ধার্য্য করয়।।
তথাপিও অসম্মত কাহার থাকিল।
সে কারণ খন্ড সভা তিনবার হ'ল।।
একই সম্মত যবে হ'ল সবাকার।
সভাপতি সাজিলেন দয়ার আধার।।
অপরে বিরাট সভা হ'ল আয়োজন।
বিচিত্র ভাবেতে হয় সে সভা রচন।।
বর্ণনা অতীত শোভা ক'রেছে নির্মাণ।
বহুলোক সে সভায় করে আগুয়ান।।
সভাপতি হইলেন প্রভু গুরুচাঁদ।
নক্ষত্র মন্ডলে যথা শোভে পূর্ণচাঁদ।।
অপরূপ শোভা তাহে ধারণ করিল।
যথাযোগ্য স্থানে সবে আসন লভিল।।
ডিপুটি ইন্স্পেক্টর এস,ডি,ও, আদি।
উকিল, মহুরী বহু বসিল ইত্যাদি।।
কুমকুম চন্দন কেহ প্রভু অঙ্গে দিল।
নানাবর্ণ ফুলহার গলেতে পরা'ল।।
তাহাতে হইল এক অপরূপ শোভা।
প্রভুর মুরতিখানি অতি মনলোভা।।
হসি হাসি মুখ শশী দেখিতে সুন্দর।
মম মুগ্ধকর ছবি মরি কি বাহার।।
শ্রীঅঙ্গ রেখেছে ঢাকি বস্ত্র আচ্ছাদনে।
তবু যেন করে মুগ্ধ অঙ্গের কিরণে।।
হেন রূপে কেহ করে প্রভুকে দর্শন।
রূপ নিরখিয়ে কেহ ভাবে মনে মন।।
প্রথমে যে মনে মনে গর্ব্ব করেছিল।
ওই রূপ নিরখিয়ে অবাক হইল।।
মনেই উদয় ভাব মনেতে লুকায়।
হেন ভাবে কিছুকাল গত হ'য়ে যায়।।
তথায় হইল এক অপূর্ব্ব ঘটন।
সভার বাহির দেশে ছিল বিচরণ।।
ছটফট করে প্রাণ ঢুকিতে নারিয়ে।
হেনকালে এক ব্যক্তি উদিল আসিয়ে।।
শ্রীবিষ্ণু চরণ নাম ঝুঙ্গসিয়া ঘর।
পঞ্চায়তি কার্য্য করে দুইটি বৎসর।।
কোন কারণেতে তার ত্রুটি পড়িয়েছে।
জরিমানা ধার্য্য হ'ল জেল হ'বে পিছে।।
ছ'মাহ হইবে জেল নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে।
হুকুম হইতে মাত্র বাকী রহিয়েছে।।

অতি ব্যাকুলিত ভাবে ক'রেছে রোদন।
কেমনে হইবে মুক্ত ভাবে মনে মন।।
হেনকালে একজন বলে তাঁরে আসি।
মহাদেব সিকদার কালীয়া নিবাসী।।
বলিছে বিষ্ণুর প্রতি শুন মহাশয়।
ওই দিকে ঘুরিতেছে এক মহোদয়।।
বল গিয়ে তাঁর ঠাঁই স্বভক্তি অন্তরে।
কৃপা হ'লে জেল হতে এড়াইতে পারে।
এতেক শুনিয়ে বিষ্ণু তাহাই করিল।
দ্রুত গিয়ে পাগলের পদে প্রণমিল।।
বলেছে আপন বার্ত্তা হইয়ে কাতর।
পঞ্চায়তি কার্য্য মোরা হ'ল হস্তান্তর।।
দুষ্ট লোক জুঠে যত দরখাস্ত করে।
জরিমানা হ'ল ধার্য্য জেল হবে পরে।।
অদ্য মোর হবে জেল হুকুম যে বাকী
কৃপা করি বল হে উপায় হ'বে কি।।
কেমনেতে এই জেল মুক্ত হ'তে পারি।
বিপদে পরেছি বড় বল কৃপা করি।।
কাঁদিছে আকুল হ'য়ে সে বিষ্ণুচরণ।
মিষ্টবাক্যে তাঁর প্রতি কহে বিচরণ।।
সোয়া পাঁচ আনা যদি মোরে দিতে পার।
প্রভুর কৃপায় তুমি পাইবে নিস্তার।।
তোমার বিপক্ষে আর কেহ না রহিবে
কাছারীতে দেখ গিয়ে খালাস পাইবে।।
বলা মাত্র দিল তাহা পাগলের পদে।
সবিনয় কহে কথা অতি মনখেদে।।
দ্রুতপদে কাছারিতে করিল গমন।
দেখা মাত্র সে হাকিম বলেছে বচন।।
অন্য ঠাঁই যেতে মোর আদেশ হ'য়েছে।
আর না করিও হেন মনে রেখ পিছে।।
পুনরায় হেন কর্ম্ম যদ্যপি করিবে।
বিনা প্রণামেতে তব মিয়াদ হইবে।।
এবে আমি সভাস্থলে করিব গমন।
আমার এবাক্য বাপু রাখিও শরণ।।
এত বলি সে হাকিম কাছারী ত্যজিল।
বিষ্ণু পেল জেল মুক্তি হরি হরি বল।।
এদিকেতে সভামাঝে আলোচ্য বিষয়।
বক্তব্য করেন যত ভদ্র মহোদয়।।
দেশ সুশৃঙ্খল আর সমাজ উন্নতি।
আলোচনা করিলেন সব মহারথি।।

এই ভাবে সেই সভা সমাপ্ত হইল।
সভা ভঙ্গে মহাপ্রভু আনন্দে চলিল।।
গোপাল মজুমদার প্রভুকে লইল।
সেই স্থানে মহাপ্রভু ভোজ সমাধিল।
রজনী বঞ্চিত তথা প্রভাত সময়।।
ষ্টিমার যোগেতে এলেন নিজালয়।
অতঃপর ভক্তগণ বিদায় মাগিল।
কবি কহে গেল রবি হরি হরি বল।।

গোপালগঞ্জে রাজমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুর আগমন

গোপালগঞ্জেতে হয় মহকুমা স্থিতি।
আসিবেন রাজমন্ত্রী বুদেধ বৃহস্পতি।।
উপযুক্ত হয় কিনা এই স্থান বটে।
মহাকুমা শোভে কিনা এই নদী তটে।।
হেরিবারে সেইস্থানে এল মন্ত্রীবর।
সুরচিত যে জাহাজ ধবল আকার।।
ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনা আইল তথায়।
পুলিশ সাহেব আদি অনেকে উদয়।।
নদীর মাঝেতে এসে জাহাজ থামিল।
জাহাজ প্রভায় নদী করে ঝলমল।।
নানাবিধ ভাবে সেই জাহাজ সজ্জিত।
স্থানে স্থানেকরে শোভা চিহ্ন আরোপিত।।
ফুলের উদ্যান শোভে জাহাজের মাঝে।
বিচিত্র ভাবেতে শোভে মনহর সাজে।।
স্থানে স্থানে নানা মুর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে।
যোদ্ধাবেশে কত ছবি দাঁড়াইয়ে আছে।।
নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র আর সৈন্যগণ।
অতর্কিত ভাবে যেন আছে সর্ব্বজন।।
হেন জাহাজেতে এল রাজমন্ত্রীবর।
সঙ্গে দুই সেনাপতি পরম সুন্দর।।
কোষ মুক্ত তরবারি করে ঝলমল।।
সাধারণে দরশনে হৃদয় বিকল।।
যখনেতে মন্ত্রীবর হলেন উদয়।
চারিদিকে পড়িতেছে শুধু জয় জয়।।
নানাবিধ বাদ্য বাজে উৎসাহ বাজনা।
মন্ত্রীবর এল বলে পড়িল বঞ্চনা।।

মহা কোলাহলময়ী বাদ্যের নিনাদ।
মন্ত্রী আগমনে হ'ল পরম আহ্লাদ।।
সুসজ্জিত সর্বস্থান অতি চমৎকার।
সর্বধাই ঘাট পথ করে পরিস্কার।
বিজয় নিশান রাখে রাস্তা দুই ভীতে।
প্রহরীগণ সবে রহে অতর্কিতে।।
অপরূপ ভাবে সব করেছে সুজ্জিত।
নানাস্থানে নানাভাবে করি সুসজ্জিত।
অপরেতে মন্ত্রীবর নামিলেন তীরে।
জয় জয় ধ্বনি সবে করে উচ্চৈঃস্বরে।।
পাবলিক স্কুল হ'ল সভাযোগ্য স্থান।
নানাভাবে সেই গৃহ করেছে নির্ম্মাণ
দেবদারু পত্র সব কাগজে কাটিয়ে
সিংহদ্বার রাখিয়েছে সজ্জিত করিয়ে।।
সভাস্থলে করিয়েছে বিচিত্র সাজন।।
নানাবিধ কারুকার্য্য করে সুশোভন।।
বিচিত্র ভাবেতে করি নানাবিধ মুর্ত্তি।
ক'রেছে রচিত কত মনে হয় স্ফুর্ত্তি।।
যার যাহা ক্ষমতায় সঙ্কুলান হয়।
নানাভাবে করি কার্য্য রেখেছে সভায়।।
পশু পক্ষী স্থানে অঙ্কিত করেছে।
অগণিত দেবমুর্ত্তি যতনে এঁকেছে।।
বিচিত্র ভাবেতে সভা হ'ল সভাময়।
দেবতার সভা ব'লে যেন মনে হয়।।
রাজমন্ত্রী সনে প্রভু উপনীত তথি।
সঙ্গে সঙ্গে রহিয়েছে দুই সেনাপতি।।
যখনেতে দুই প্রভু হ'লেন উদয়।
চারিদিক হ'তে শুধু করে জয় জয়।।
জয় শ্রীপঞ্চম জয় জয় মন্ত্রীবর।
জয় জয় গুরুচাঁদ মানুষ অবতার।।
এই ভাবে মুহুমুর্হু করে জয় নাদ।
জয় সেনাপতি ব'লে পরম আহ্লাদ।।
উত্তম আসনেতে পরে মন্ত্রীরা বৈসে।
গুরুচাঁদ বসিলেন মন্ত্রীবর পাশে।।
অপরেতে বসিলেন দুই সেনাপতি।
শ্রেষ্ঠ রাজ কর্ম্মচারিগণ বৈসে তথি।।
ম্যাজিষ্ট্রেট আদি করি পুলিশের গণ
বসিলেন সভাস্থলে হরষিত মন।।
উকিল মোক্তার কিম্বা মুহুরী যতেক।
হৃষ্টমনে সভাস্থলে বসিলেন প্রত্যেক।।

ভদ্র ব্যক্তিগণ কিম্বা অন্য অন্য জন।
বহুলোক বৈসে তথা হরষিত মন।।
বহু দেশ হ'তে বহু আসিয়েছে ছাত্র।
ক্রমে সবে করিলেন আসন পবিত্র।।
যত ভদ্র নমঃশুদ্র বসিল সভায়
সবাকার মুখেতে ব'লেছে জয় জয়।।
মহাকুমা স্তপনার্থে কথোপকথন।
কোন ভাবে কোন স্থান করিবেন স্থাপন।
মন্ত্রীবর বলিলেন ম্যাজিষ্টেটে স্থান।
সত্ববেতে কোঠা আদি হউক নির্ম্মাণ।
উপযুক্ত এই স্থান মন মনে লয়।।
হেন স্বাস্থকর স্থান না দেখি কোথায়।।
এই মত নানা কথা করি আলাপন।
সভাভঙ্গ করিলেন হরষিত মন।।
রাজমন্ত্রী সঙ্গে চলে প্রভু গুরুচাঁদ
শ্রীপতি চলিল সঙ্গে পরম আহ্লাদ।।
হেরিয়ে সবার প্রাণে লাগে চমৎকার।
বড়ই অমিয় ভাব করে মন্ত্রীবর।।
সামান্য মানব নহে এই গুরুচাঁদ।
তাই করে রাজ মন্ত্রী এহেন প্রসাদ
এত লোক বিদ্যমান আছে এই স্থান।
সব হ'তে প্রাপ্ত কেন হয় এত মান।
তাহাতে বুঝিতে পারি নহেত সামান্য।
মন্ত্রীবর হ'তে হেন তাই পায় মান্য।।
কেব হয় এ মানুষ কোন দেশে বাস।
বহু লোক পিছে ধায় সবাই উল্লাস।।
কেহ বলে মম ঠাঁই করুণ শ্রবণ।
হরিচাঁদ সুত গুরুচাঁদ মহাত্মন।।
এ মানুষ কভু ভাই সামান্য না হয়।
স্বীয় নামে সব্বস্থানে হ'ন পরিচয়।।
বহুলোক মাতিয়েছে স্বজাতি বিজাতি।
তারা কহে গুরুচাঁদ অগতির গতি।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ নাম হয় মন্ত্র।
তাই পেয়ে নাহি মানে অন্য তন্ত্র মন্ত্র।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ নামে ব্যধি সারে।
যাতে বৃদ্ধি সেই রোগ খেতে দেয় তারে।।
বড়ই আশ্চার্য্য ভাব না যায় বর্ণনে।
কেহ ব্যাধি করে মুক্ত নাম সংকীর্ত্তনে।।
বহুলোক মাতিয়েছে হরিচাঁদ নামে।
শ্রীগুরুচাঁদের হয় আপন মহিমে।।

মুখের কথায় শুধু ব্যাধি করে মুক্ত।
হরি গুরুচাঁদ নামে হইয়ে আশক্ত।।
বিভিন্ন জেলার বহু লোক মাতিয়েছে।
মাঝে মাঝে আসে সবে ঠাকুরের কাছে।।
এই ভাবেবহু কথা আলোচনা হয়।
শুনিয়ে অনেক লোক মানিল বিস্ময়।।
পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন সবে।
মন্ত্রীবর গুরুচাঁদ চলেন উৎসবে।।
মন্ত্রীবর চলিলেন আপন তরীতে।
নিজ তরী পরে প্রভু বৈসে হর্ষচিতে।।
হেনকালে এল তথা বাজীকর গণ।
নানাভাবে নানাবাজী ক'রেছে রচন।।
হাওই পানজবাজী ক'রেছে রচন।।
হাওই পানজবাজী অসংখ্য এনেছে।
দিনমনি সুর্য্যমনি নানা বর্ণ আছে।।
ঘট বাজী কর্ম্মবাজী কে করে গণন।
তারা বাজী বিদ্ধিপাল না যায় বর্ণন।।
সন্ধ্যাকালে আরম্ভিল সে বাজী ছুড়িতে।
বহুলোক আমদানী সে রঙ্গ দেখিতে।।
দেখিতে আশ্চার্য্য বটে অতি মনোহর।
বাজীর আলোক হয় দিনের আকার।।
কোন বাজী বেগভরে আকাশে উড়িয়ে।
বায়ুর সাহায্যে বাজী চলেছে ধাইয়ে।।
কৌতুহল দৃষ্টি করে ধরি বহুক্ষণ।
বহু লোক হর্ষচিতে করিল গমন।।
এই ভাবে বাজী ছোড়া সমাপ্ত হইল।
আপনআবাসে সবে আনন্দে চলিল।।
কেহ বলে শুভ শুভ অদ্যকার দিন।
হেরিলাম মন্ত্রীবরে অতি শুভদিন।
এইরূপে সর্বজনে আনন্দ লভিল।
গুরুচাঁদ নিজ বাসে উদয় হইল।।
ভক্তগণ প্রভু ঠাঁই মাগিল বিদায়।
কবি কহে হরি ব' দিন ব'য়ে যায়।।

গোপীনাথেপুর সভা

ভক্তগণ সনে প্রভু পরম হরিষে।
করে নানাবিধ লীলা পরম উল্লাসে।।
রাজসিক তামাসিক সমাজ উন্নতি।
জীবের মঙ্গল হেতু করে নানা গতি।।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে মধুর্য্য গোপনে।
মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য লীলা প্রেম আস্বাদনে।।
ভক্তসনে করে সদা প্রেম আলাপন।
রাজনীতি সমাজাদি জাতিত্ব বর্দ্ধন।।
গৃহধর্ম প্রকাশিয়ে শিক্ষা দেন জীবে।
তার মাঝে করে লীলা মাধুর্য্যের ভাবে।।
ভব ব্যাধি আদি ব্যাধি করে প্রতিকার।
এ হেন দয়াল ভবে না মিলিবে আর।।
ঐশ্বার্য্যের আবরণে মাধুর্য্যের অঙ্গ।
ভক্ত সনে প্রেম লীলা করে নানা রঙ্গ
একদা হইল সভা গোপীনাথপুরে।
চলিলেন প্রভু মোরহরিষ অন্তরে।।
আনন্দে চলিল মিড প্রভুর সংহতি।
খৃষ্ঠান অক্ষয় বাবু চলিলেন তথি।।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস আর বহুজন।
প্রভু সনে চলে সবে হরষিত মন।।
স্কুলেতে হয়েছে সেই সভা আয়োজন।
মনোনীত করি সভা করেছে রচন।।
তাহাতে সুন্দর সভা হ'ল স্কুলেতে।
ভদ্রব্যক্তি এসেছে বহুগ্রাম হ'তে।।
সে সভায় গুরুচাঁদ হলেন উদয়।
প্রেমভরে গুরুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে রয়।।
গোপীনাথপুর বাসী ভদ্র সম্প্রদায়।
আনন্দে পুর্ণিত হ'ল পেয়ে দয়াময়।
বহুভাবে অভ্যর্থনা পরম কৌতুকে।
ক্রমে বহুলোক ততা সমাগম হ'ল
হরিগুরুচাঁদ প্রতি হরিধ্বনি দিল।
সভাপতি করিলেন প্রভু গুরুচাঁদে
অভ্যার্থনা করিলেন যত পারিষদে।।
আনিয়ে ফুলের হার কোন ছাত্রে আসি।
অর্পিলেন প্রভু গলে পরম উল্লাসী
ক্রমে সব ছাত্রবৃন্দ করিল বন্দন।
ছাত্রগণে ধন্যবাদ করে সর্ব্বজনা।।
প্রভুর নিকট বৈসে মিড বাহাদুর।
মনে মনে ধন্যবাদ ক'রেছে প্রচুর।।
ঠাকুরের লীলা কভু না পারি বুঝিতে।
ক্রমেই বাসনা বাড়ে রূপ নেহারিতে।।
হেন ভাব কোন দিন না দেখি, না শুনি।
হেরিলে শীতল হয়বিদগ্ধ পরাণী।

যত হেরি তত বাঞ্ছা মিটে নাই স্বাদ।
মন প্রাণ করে মুগ্ধ প্রভু গুরুচাঁদ।।
তাপিতাঙ্গ স্নিগ্ধ হয় পদ পরশেতে।
ভক্তিভাব জাগে হৃদে বাক্য শ্রবণেতে।
সঙ্গেতে ভ্রমিলে হয় ভাবের উদয়।
পদ রেণু প্রাপ্ত হ'লে পাপ দুরে যায়।
নাম নিলে যম ভয় হয় নিবারণ।
ধন্য ধন্য গুরুচাঁদ পতিত পাবন।।
এইরূপে মনের মধ্যে করে আলোচনা।
অন্তর্য্যমী জানিলেন এসব কল্পনা।।
ডক্টর সি,এস,মিড আছেন বসিয়ে।
সম্মান না করে কেহ মিডেকে চাহিয়ে।।
হেরিয়ে প্রভুর মনে দুঃখ উপজিল।
অপরূপ কর্ম্ম এক তথায় করিল।।
দ্বৈতরূপে ধরিলেন বালকের বেশ।
অতীব চাঁচর বেশ মস্তকে সুকেশ।।
অতি মনোহর বেশ আসিয়ে তথায়।
ফুলহার পরাইল মিডের গলায়।
সাজায়ে সাহেবে পুন অন্তর্হিত হল।
কোথা লুকাইল তাহা কেহ না জানিল।।
এহেন অপূর্ব্ব ভাবে সাহেব সাজিল
অনেকেই মনে মনে অসন্তোষ হ'ল।।
শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মল্লিক মহামান্য বর।
সভাস্থলে বসি আছেন হরিষ অন্তর।।
হেনকালে বলিতেছে সেই মহাশয়
মিডের গলেতে মালা শোভা নাহি পায়।।
এইভাবে নানা কথা আলোচনা হইল।
মনক্ষুণ্ণ হয়ে সভা সমাপ্ত করিল।।
তথা হতে যান প্রভু সে সূচী ডাঙ্গায়।
জানকী মাঝির ঘরে হলেন উদয়।।
বহু কথা আলোচনা তথায় হইল
সভ্যসদ গণ তাহে সম্মত করিল।।
ডাক্তার হৃদয় নাথ মাঝি - বংশধর।
শুনিয়ে সকল কথা দুঃখিত অন্তর।।
বলে আমি পুন সভা করিব নিশ্চয়।।
মিড্‌কে সম্মান দান করিব সভায়।।
যদ্যপি সে ভিন্ন জচাতি তথাপি আশ্রিত।
তাহে এল ঠাকুরের সঙ্গে সভ্যভিত।।
তাহে কটু বলিলে ঠাকুরেকে বলা হয়।
জ্ঞানীর পক্ষেতে ইহা যুক্তিযুক্ত নয়।।
এ দেশেতে আসিয়েছে আমাদের হিত।
তাকে নিন্দা করা কভু না হয় উচিত।
আশ্রিত জনাকে যদি কহে কটুভাষ।
জ্ঞানী জনা শুনে তাহা করে উপহাস।।
আশ্রিত জনায় যেবা করে অত্যাচার।
মহাপাপী দুরাচার যায় ছারেখার।
পুন কর সভা মোরা সম্মান দানিব।
সবাকারে দিয়ে মানপত্র সমর্পিব।।
এত বলি সর্ব্বজনে সুস্থির করিল।
নিশিযোগে গোপীনাথপুরেতে পৌছিল।।
শ্রীপূর্ণ মল্লিক পাশে হইয়ে উদয়।
নানাকথা আলোচনা করেন তথায়।।
ভাঙ্গিয়ে তাহার ভ্রম এলেন গৃহেতে।
পুনঃ সভা আয়োজন করেন প্রভাতে।।
স্নান করি সবে মিলি ভোজন করিল।
পুনঃ গোপীনাথপুর সকলে চলিল।
পুনরায় সভা করি বৈসে সর্ব্বজন।
ডাক্তার হৃদয় নাথ বলেন বচন।।
কল্য নাকি অপ্রভিত করেছে সাহেবে।
সেই কথা সভ্যস্থানে বলিতেছে এবে।
অদ্য মোরা সেই মিডে সম্মান দানিব।
বল এবে যদি কারো থাকে কোন ভাব।
যাহার প্রণেতে যাহা বল দোষ নাই।
আরো এক কথা বলি সর্ব্বজন ঠাঁই।।
সেই কথা সবে মিলে কর প্রণিধান।
সভায় রাখিব অদ্য মিডের সম্মান।।
শুনিয়ে সে কথা সবে সম্মত করিল।
পরেতে মিডের গলে মাল্যদান কৈল।।
শিক্ষার সম্বন্ধে দাবী জানায় তাহাকে।
সুমধুর বাক্য মিড্ শুধায় সবাকে।।
সাধ্যমত চেষ্টা আমি করিব তাহাতে।
ঠাকুরের কৃপা যদি বর্ত্তে এ দেহেতে।।
আমার সহায় মাত্র এই সে ঠাকুর।
যার গুণাবলী হয় মধুর মধুর।।
ঠাকুরের কৃপা যদি থাকে মমোপরি।
অসাধ্য সাধন আমি করিবারে পারি।।
তোমাদের কুলে ইনি ওড়কান্দি গাঁয়।
যাহা কিছু করি শুধু তাহার কৃপায়।।
এ দেশেতে কেহ নাহি জানিত আমায়।
কৃপা করি গুরুচাঁদ দিলেন আশ্রয়।।

আশ্রয়দাতা যে জন পিতৃতুল্য ব্যক্তি।
তার গুণ বর্ণিবারে নাই মম শক্তি।।
নমঃশুদ্র কুলোদ্ভব মানব - রতন।
পুত্র সম রাখে মোরে জানি অনুক্ষণ।।
আমাকে আশ্রয় দিয়ে শুনে অপবাদ।
তথাপিও কোন দিন না গণে প্রমাদ।
এ হেন বান্ধব আমি খুজিয়ে না পাই।
চির - ঋণী হইয়েছে ঠাকুরের ঠাই।।
স্নেহপাশে বন্দী মোরে ক'রেছেন তিনি।
অযোগ্য বন্দিতে তার চরণ দু'খানি।।
সভা বিদ্যমান আমি সম্মান পেয়েছি।
সবাকারে ধন্যবাদ সতত দিতেছি।।
এমত বলিতে হয় ভক্তির উদয়।
সর্ব্বলোকে শুনে যেন হইল বিস্ময়।।
কেহ কেহ প্রভুপানে চাহে অনিবার।
কারো চ'ক্ষে বহিতেছে প্রেম-অশ্রুধার।।
সেই দিন হ'তে কেহ মতুয়া হইল।
গুরুচাঁদ পদে দেহ-মন বিকাইল।।
হেন ভাবে সেই সভা গোপীনাথ পুর।
তাহাতে সম্মান মিড় পাইল প্রচুর।
সভাসাঙ্গে মহাপ্রভু করেন ভোজন।
অপরেতে চলি যান আপন ভবন।।
আনন্দেতে সেই মিড় আবাসে চলিল।
হরি-গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

****
***

গোপালগঞ্জে লাট দরবারে মহাপভুর গমন

একদা গোপালগঞ্জে লাট- আগমন।
তথা হ'তে প্রভু ঠাঁই এল নিমন্ত্রণ।।
আপনার সাঙ্গপাঙ্গ করিতে সংহতি।
লাট দরশন আশে চলিলেন তথি।।
শ্রীরাসবিহারী ভক্ত জগবন্ধু দাস।
সঙ্গে চলে পন্ডিত শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস।।
পন্ডিত শ্রীশশীবাবু আর ষষ্ঠিচন্দ্র।
শ্রীকেদারী মিস্ত্রি চলে আর মাধবেন্দ্র।।
শ্রীবিপিন চন্দ্র বালা আর বিচরণ।
প্রভুর সঙ্গেতে চলে হরষিত মন।।
নানাস্থান হ'তে এল বহু ভক্তগণ।
লেখজোখা নাই তার কে করে গণন।।
শ্রীযাদব চন্দ্র ঢালী যাদব মল্লিক।।
পরম হরি ভক্ত প্রভু প্রণাধিক।
শীরগোপাল চন্দ্র এলেন তথায়।।
সঙ্গে করি বহু ভক্ত আনন্দ হৃদয়।
কলিকাতা হতে এল বাবু ভগবতী।
ঠাকুর দাদার সঙ্গে মিলিত সম্প্রতি।
ঠাকুরের ঠাঁই এল লোক আগনণ।
বহু লোকে এসে করে ঠাকুরে দরশন।।
বিদেশীর লোক যত না চিনে তাহারা।
ভাবে হেরে মনে মনে হয় আত্মহারা।
কেবা এই মহাত্মন না জানি কখন।
তাহার সকাশে কেন লোক আগণন।
দোকান পশারী কত বৈসে নদী তটে।
অগণিত ভক্ত তরী বাঁধিয়েছে ঘাটে।।
ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশার লঞ্চেতে চড়িয়ে।
ঘুরে ঘুরে নদীমাঝে বেড়ান ভ্রমিয়ে।।
পুলিশ - সাহেব ভ্রমে মনের আনন্দে।
তীর থেকে দরশন করে নরবৃন্দে।।
হেনকালে লাট এসে উদয় হইল।
চারিদিকে জয়নাদ সঘনে পড়িল।।
ধ্বল আকার সেই লাটের তরণী।
ঝলমল করিতেছে বড়ই বাখানী।
বহু সৈন্য অস্ত্রে শাস্ত্রে আছে সুসজ্জিত
প্রহরী গণ যত আছে সতর্কিত।।
উৎসাহ বিবিধ বাদ্য কর্ণে লাগে তালি।
রণভেরী জয়ভেরী বাজে কুতুহলী।।
রাস্তাঘাট পরিস্কার উত্তম রূপেতে।
বিচিত্র ক'রেছে সাজ না পারি বর্ণিতে।।
পাবলিক স্কুলে হয় সভ্যার নির্ণয়।
বিচিত্র ভাবেতে শোভে বর্ণনা না যায়।
বিস্তারি লিখেতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়।
সংক্ষেপে লিখিব যাতে পুঁথি না বাড়ায়।।
ঝলমল করিতেছে বিচিত্র সাজন।
কত মুর্ত্তি কত ভাবে ক'রেছে রচন।।
অপরেতে এল লাট লঞ্চেতে চড়িয়া।
নিজ সেনাপতিদ্বয় সঙ্গেতে করিয়া।
মুক্ত অসি করে নিয়ে দুই সেনাপতি।
চ'লেছে লাটের সনে হ'য়ে হৃষ্টমতি।।

ঝল মল করে অসি ধবল বরণ।
করিয়েছে সেননীর শ্রীকর শোভন।।
অগ্রে বা পিছেনে রহে দুই সেনাপতি।
মধ্যস্থিত রয়িছে লাট মহামতি।।
ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার সঙ্গেতে গমন।
পিছে পিছে চলি যা লোক অগণন।।
চতুর্দিক হতে সবে করে জয় জয়
ডাক্তারখানাতে গিয়ে হলেন উদয়।।
রাজোচিত সম্মানদি অনেক ক'রেছে।
লাট মহামতি আর্শীব্বাদ দানিয়েছে।।
তথা থেকে ক্ষণকাল করেন গমণ।
পরে গিয়ে লাইব্রেরী করেন দর্শন।।
উত্তম আসন পরি হইলেন স্থিতি।
দুই পার্শ্বে বসিলেন দুই সেনাপতি।।
যথাযোগ্য আসনেতে বৈসেন তখনে।
ম্যাজিষ্ট্রেট আদি করি কর্ম্মচারীগণে।।
উকিল মোক্তার কত কে করে গণন।
একে একে বৈসে সবে যার যথা মন।।
অপরে বসিল যত জমিদার গণ।
ক্রমাগত বৈসে যত ভদ্র ব্যক্তিগণ।।
অন্যান্য অনেক লোক আইল সভায়।
ঢাকা হ'কে এল মিঞা গণির তনয়।।
বহু লোক সনে তিনি করে অধিষ্ঠান।
তা'র মাঝে ছোট লাট বঙ্গবাসী -প্রাণ।।
খুলনা শহর কিম্বা যশোহর - বাসী।
একে একে সভ্যস্থলে উপনীত আসি।।
সভা আলোকিত করি বসির সকল।
তার মাঝে ছোট লাট যেন আখন্ডল।।
লক্ষত্র মন্ডলে যথা চন্দ্র শোভা করে।
হইল তেমতি শোভা সভার মাঝারে।।
দরশনে সভাকার আনন্দ উদয়।
ছোট লাট প্রাণে প্রাণে অত্যানন্দ ময়।।
এ ভাবেতে সেই সভা রঞ্জিত হইল
লাট আগমনে সবে হরি হরি বল।।

☆☆☆

মহাপ্রভুর সভাস্থলে গমন

এব প্রভু গুরুচাঁদ, সঙ্গে নিয়ে পরিষদ,
পরিচ্ছদ পরিয়ে অঙ্গেতে।
ছোট লাট দরশনে, যাইতে আনন্দমনে,
চলিলেন হরষিত চিতে।।
ভক্তগণ ল'য়ে সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
পিছে চলে ভক্ত অগণন।
বহুলোক নিরখিয়ে, ব'লেছে বিস্মিত হ'য়ে,
কেবা বল এই মহাত্ম।।
কেহ বলে গুরুচাঁদ, সঙ্গে ভক্ত পরিষদ,
ওড়াকান্দি বসতি আশ্রম।
যত নমঃসুদ্র জাতি, ইনি সবাকার পতি,
এমানুষ পরুষ উত্তম।।
লাট ছিল সভামাঝে, হেরে গুরুচাঁদ বাজে,
হইলেন বিস্মিত অন্তর।
জিজ্ঞাসিছে সবাঠাঁই, সবে মোরে বল তাই,
কেবা হয় এই নরবর।।
মাহান পুরুষ ইনি, মনে হেন অনুমানি
কোন দেশ করেন বসতি।
এত লোক পিছে ধায়, হইয়েছি সবিস্ময়,
কিবা তার মহান শকতি।।
মম পানে না চাহিয়ে, এত লোক চলে ধেয়ে,
এই কর্ম্ম বড় চমৎকৃত।
কেবা এই শ্রেষ্ঠ নর, হয় কোন বংশধর,
ভেবে তাহা না [illegible] কিঞ্চিত।।
মনে মনে বহুক্ষণ, ভাবে লাট মাত্মন,
ভেবে কিছু না বুঝে কারণ।
গুরুচাঁদ মনোল্লাসে, সভাগৃহ দ্বারদেশে
উপনীত নিয়ে বহুজন।।
সসম্ভ্রমে দ্বারীগণে, দ্বার ছাড়ি ততক্ষণ,
প্রভু রূপে করে দরশন।
হের সবে সুললিত, সবে হয়ে পুলকিত,
কেহ কেহ উঠিয়ে দাঁড়ায়।
উত্তম আসন দানে, তুষিলেন গুরুচাঁদে
সে আসনে বৈসে দয়াময়।।
অপরতে সব্বজন, হ'য়ে অতি হৃষ্টমন,
আলোচনা কতভাবে করে।
বহুভাবে বহু কথা, করেছেন বক্তৃতা,
আবদার লাটের গোচরে।।
প্রাণের আবেগ যাহা, একে একে বলি তাহা,
আপনা আপনি সুস্থ হল।
লাটমুখ নিরখিয়ে, আশাপথ পানে চেয়ে,
মনেভাবে আমার মঙ্গল।।

চাকরী প্রার্থনা

সভায় বসিয়ে মোর প্রভু দয়াময়।
লাট সনে আলোচনা নানা কথা হয়।
মহাকুমা সম্বন্ধীয় কত কথা বলে।
জেলখানা অফিসাদি শোভে এই স্থলে।।
সুন্দর বন্দর বটে এই নদী তটে।
মহকুমা যোগ্য স্থান হেথা হয় বটে।।
লাইব্রেরী কিম্বা হয় সে ডাক্তার খানা।
হইয়েছে মনোনীত আর হয় থানা।
একে একে সর্ব্বস্থানে দরশন করি।
হয়েছে মনোনী বলেন বিস্তারি।।
অতএব শুন সবে হ'য়ে একমন।
সভাস্থলে আছে বসি গণির নন্দন।।
মহাধনবান তিনি মহা জ্ঞাননবান।
লাট সনে কহে কথা সেই মতিমান।।
আমার বহুত সংখ্যা লোক এই দেশে।
চাকরী পাইতে পারে জাতি বরাবর।।
এই ভাবে সভামাঝে হইল বক্তব্য।
মহাপ্রভু চিন্তা করে আপন কর্ত্তব্য।।
সভাস্থানে না কহিবে মরমের ব্যথা।
লণ্ডে গিয়ে জানাইব চাকরীর কথা।।
আর এক কথা তথা হ'ল নিরূপন।
এ স্থানে ডিপুটি এক আসিবেন নতুন।।
এই কথা এস-ডি-ও বলে প্রভুর ঠাই।
লাট স্থানে বলিবেন শুনুন গোসাই।।
মহাপ্রভু বলে মোর বিদ্যাজ্ঞান নাই।
কেমনে বলিব আমি মনে ভাবি তাই।।
তিনি কেন মম বাক্য করিবেন গ্রহ্য।
প্রস্তাব করিলে তিনি বলিবেক বাহ্য।।
আপনি বলুন গিয়ে লাটের নিকটে।
আপনি বলিলে হবে উপযুক্ত বটে।।
এত শুনি এস-ডি-ও বলে প্রভু পাশ।
শুনি আপনার বাণী মনে আসে হাস।।
আপনার অসম্ভব ভবে কিছু নাই।
বিদ্য বুদ্ধি পরাজিত আপনার ঠাঁই।।
প্রভুই বলিবে কথা প্রত্যেকে বলিল।
অগত্যা গুরুচাঁদ স্বীকার করিল।।
অতঃপর ছোট লাট স্মরিয়ে রাজায়।
সভাসাঙ্গ করিলেন সানন্দ হৃদয়।
নদীতটে চলিলেন লাট মহামতি।
ভক্ত সঙ্গে চলিলেন অগতির গতি।।
অপরেতে লাট যায় নিজ জাহাজেতে।
ভক্ত সনে চলে প্রভু অতি আনন্দেতে।।
ম্যাজিষ্ট্রেট লইলেন প্রভুকে তুলিয়ে।
রাজোজিত সে সম্মান প্রভুকে করিয়ে।।
উত্তম আসন পরে বসিলেন প্রভু।
ম্যাজিষ্টেট আদি করি লাট বঙ্গ বিভু।।
লাটের নিকট বৈসে প্রভু দয়াময়।
লাট সন্নিধানে কথা মৃদুস্বরে কয়।।
মম নিবেদন এবে করুণ শ্রবণ।
নতুন ডেপুটি নাকি হবে আগমন।।
উপযুক্ত সৎ ব্যক্তি দিবেন হেথায়।
সুশৃঙ্খল রূপে যাতে দেশ রক্ষা পায়।
রাজার সুক্ষ্ম আইন পা'লে অবিরত।
এই স্থানে পাঠাইবেন এহেন মহত।।
প্রজাগণ হরে যথা আপন নন্দন।
সুবিচারে হ'বে বাধা দেশবাসী গণ।।
এই মত সদালাপ শুনে মহামতি।
বড়ই সন্তোষ হ'ন ঠাকুরের প্রতি।।
লাট বলে নাহি দিব কভু দুইজনে।
এই স্থানে পাঠাইব সৎ মহাজন।।
আপনার মনোভাব বুঝিতে পেরেছি।
আপনি মহান ব্যাক্তি অন্তরে জেনেছি।।
সর্ব্বজীবে সম দয়া আপনার হয়।
অনুভবে বুঝিলাম ঈশ্বরের প্রায়।।
আপনি এ পূর্ব্ববঙ্গে পরম উদার।
রাজার মঙ্গল বাঞ্ছা সদা আপনার।।
সুশৃঙ্খল ভাবে যদি রহে প্রজাগণ।
রাজার মঙ্গল তারা গাহে সর্বজন।।
অতঃপর আপনার অনুমতি ক্রমে।
ব্রাহ্মণ ডিপুটি দিব এই মহকুমে।।
ধন্য ধন্য আপনি এ পূর্ব্বঙ্গবাসী।
অমিয় বচনে যেন কত সুধারাশী।।
ঈশ্বরীয় ভাব কত হ'তেছে প্রকাশ।
অনুক্ষণ গাহে শুনি আপনার যশঃ।
মনে হয় আপনার শক্তি অপ্রমিত।
দরশনে কেন যেন মন প্রফুল্লিত।

এইভাবে নানা কথা আলোচা হয়।
অমৃতের ধারা যেন তাহে বরিষয়।।
অপরেতে মহাপ্রভু মাগীল বিদায়।
আপনার তরী পরে হ'লেন উদয়।।
হেরে সবাকার হ'ল আনন্দ হৃদয়।
লাট স্থানে মহাপ্রভু সুসম্মান পায়।।
ক্রমে সব ভক্তগণ প্রভুর স্বকাশে।
বিদায় মাগীয়ে সবে চলে নিজবাসে।
কেহ কেহ থাকিলেন প্রভুর সঙ্গেতে।
হরিদাসপুরে সবে চলেন রঙ্গেতে।।
শ্রীকর্ণ মালীর গৃহে হ'লেন উদয়।
হেরে সবাকার হ'ল আনন্দ হৃদয়।
শ্রীকর্ণ মালীর ভ্রাতা শ্রীগুরুচরণ।
ব্যস্ত চিতে করিলেন বসিতে আসন।।
প্রণমিয়ে প্রভু ঠাঁই বলেন বচন।
আপনার এই গৃহে হ'য়েছে রন্ধন।।
প্রভু বলে তা হইলে বড় ভাল হয়।
সত্বরে করহ ঠাঁই বসুক সবাই।
ক্ষুধায় কাতর দেখে হ'য়েছে সবাই।।
সত্বরে করাও সেবা শুন বাপ ভাই।।
এত শুনি আহারের ঠাঁই কর হ'ল।
এক সঙ্গে মতোগণ সকলে বসিল।।
হ'ল দশ-বিশজন লোকের রন্ধন।
বহু লোক হেরে হয় সবিস্ময় মন।।
কেঁদে গিয়ে প্রভু ঠাঁই করে নিবেদন।।
জাতি কুল যাবে অদ্য জন্মের মতন।।
প্রভু বলে কোন ভয় নাহিক তোমার।
যাহাই করেছ ভোজ হবে সবাকার।।
ঠাকুরে ভাবিয়ে তুমি থাকিহ পড়িয়ে।
কোন ভয় নাই বাপ ধৈর্য্য কর হিয়ে।।
অপরেতে সবাকার হইল ভোজন।
ক্রটি না পড়িল কারো কহে সর্ব্বজন।।
শতাধিক লোক বসি ভোজন করিল।
কে বুঝিবে কেবা এসে এসব কুলা'ল।।
তাহা হেরি অন্য লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে হেন কর্ম প্রাণে না যুয়ায়।।
এমত বলিয়ে সবে করে কানাকানি।
এ হেন আশ্চার্য্য কান্ড না দেখি না শুনি।।
অপরেতে প্রভু মোর ভক্তগণ সনে।
তরী পরে চলিলেন আনন্দিত মনে।।
বাহিল প্রভুর তরী ব'লে হরি হরি।
তালতলা উপনীত আকুল কান্ডারী।।
সব ভক্তের গৃহে করিয়ে ভ্রমণ।
ক্রমে উপনীত হয় আপন ভবন।।
অপরূপ ভাবেতে প্রভুর লীলাতত্ত্ব।
কবি কহে সাধ্য কার বুঝিতে মাহাত্ম।।

রামচরণ পোদ্দারের বাটী সভা উপলক্ষে মহাপ্রভুর গমন।

বড়বেড়ে বাসী রাম চরণ পোদ্দার।
বিদ্যাবন্ত লক্ষ্মীবন্ত শান্ত দান্ত নর।।
হইবে বিরাট সভা বাটীতে তাহার।
নিমন্ত্রণ পেল তাহে বহু ভদ্রবর।।
সেই সবা উপলক্ষ্যে প্রভুর গমন।
মিড আদি সঙ্গে করি বহু ভক্তগণ।।
গুরুচাঁদ প্রভু যবে হ'লেন উদয়।
চারিদিক হ'তে সবে করে জয় জয়।।
ভক্তি ভরে গুরুচাঁদ বরণ করিল।
সসম্ভ্রমে সঙ্গিগণে সাদরে লইল।।
বহু অভ্যর্থনা করে ঠাকুরের প্রতি।
প্রভু গুরুচাঁদ তথা হ'ন সভাপতি।।
উত্তম রূপেতে হয় সভার সৃজন।
নানা রূপে হ'ল সেই সভা সুশোভন।।
সে দেব সভ্য সবতুল্য রচনা তাহার।
সভা মাঝে বসিলেন বহু ভদ্রবর।।
সেই সভা মাঝে গুরুচাঁদ সভাপতি।
অঙ্গ হ'তে বাহিরায় সুনির্মল ভাতি।।
ম্যাজিষ্ট্রেটে ইট্‌কোড মিড আদি করি।
বৈসে ভদ্র নমঃশুদ্র সবে সারি সারি।।
কোন কোন দ্বিজ সুত ব'সেছে সভায়।
সবে মিলে অনিমেষে প্রভু পানে চায়।।
প্রভুর কণ্ঠেতে দোলে শ্বেত পুষ্পহার।
তার মাঝে লাল নীল শোভে মনোহর।।
অগণিত লোক এসে করে নিরীক্ষণ।
সে রূপ নেহারী হয় প্রফুল্লিত মন।
পুলিশ সাহেব ছিল সভার মাঝারে।
প্রভু রূপ নীরখিয়ে ভাবয় অন্তরে।।
যেই দিন হয় দেখা গোপালগঞ্জেতে।
লাট করে সম্ভাষণ অতি আনন্দেতে।

এই সেই নর শ্রেষ্ঠ এহেন হেথায়।
সভা আলোকিত করি ব'সেছে সভায়।।
ম্যাজিষ্টেট ব'সেছে প্রভুর নিকটে।
তাহা দেখি সব লোকে আসিল নিকটে।।
প্রভু সনে কহে কথা মধুর মধুর।
নমঃশুদ্র কুল যেন হ'লো ভরপুর।।
ভদ্র নমঃশুদ্রগণে সমাদার করে।
ফুলহার করে দান সভার মাঝারে।।
অগ্রভাগে ওই গলে করিয়ে অর্পণ।
আমা সবাকারে দেয় আনন্দিত মন।।
তাই হেরি সবাকার প্রফুল্লিত মন।
সভ্যস্থল ঝিকিমিক করে অনুক্ষণ।
সুপ্রকাশ ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ কিরণ।
পদ্মরাগ মনি সম উজ্জ্বল বরণ।।
এইভাবে মনে মনে করেন চিন্তন।
সেই ভাবে অনেকেই করে দরশন।
সভাকার মনে যেন জাগিল কি ভাব।
দেখিতে দেখিতে সভা হইল নীরব।।
কেন হয় হেন ভাব বুঝিতে না পারি।
কেহ বলে একি হল না পাই বিচারী।
সভা এসেছি মোরা বক্তৃতা শুনিতে।
কেন সভ্যস্থ সবে আছে নীরবেতে
ইতি উতি কহে কত বাহিরে দাঁড়িয়ে।
এক স্থানে হ'তে অন্যস্থানে কহে গিয়ে।।
অন্তর্য্যামী গুরুচাঁদ জানিয়ে কারণ।
সভাজন প্রতি চাহি বলে বচন।।
সভার আলোচ্য যাহা হোক উথাপন।
নীরবেতে কেন সব সভাসদ গণ।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী ভদ্র ব্যক্তিগণ।
একে একে আলোচনা করেন তখন।।
অমুক ব্যক্তির বাক্য করেন শ্রবণ।
সভার আলোচ্য সভা করিবেন বর্ণন।।
বলামাত্র প্রভু ঠাই করিয়ে মিনতি।
গ্রহণ করেন শ্রীপ্রভুর অনুমতি।।
অপরেতে রাখি সেই সভার সম্মান
আলোচ্য বিষয় কহে সভাবিদ্যমান।।
রাজার উদ্দেশ্যে বহু করিল বর্ণন।
শুনে প্রফুল্লিত যত সাহেবের গণ
বক্তৃতা করিলেন ততা যাহা ধার্য্য ছিল।
একে একে বহুজন বক্তৃতা করিল।।
শ্রবণে সভার হ'ল আনন্দিত মন।
হেনকালে গুরুচাঁদ বলেন বচন।।
সভার সম্মান রক্ষা করি দয়াময়।
অগ্রভাবে সবাকারে করেন বিস্ময়।।
পরে কহে শুন সবে আমার ভারতি।
ডক্টর সি, এস, মিড এই মহামতি।।
করিতেছে আমাদের অশেষ কল্যাণ।
তার কিছু বলিব এ সভা বিদ্যমান।।
তাহার সাহায্যে যাত নমঃশুদ্রগণ।
দ্বিজ নমঃশুদ্র জাতি হইল বর্ণন।।
এই তত্ত্ব জানিবার যদি ইচ্ছা হয়।
ওড়াকান্দি গেলে তাহা দেখার নিশ্চয়।।
দেখে শুনে জেনে এস ইহার কারণ।
সেন্সের কাগজ মাঝে আছে নিরূপণ।।
বহু পরিশ্রম করে মিড মহাশয়।
আমার বচন গ্রহ্য করেন সদায়।।
অতএব শুন সবে আমার বচন।
তাকে দাও মানপত্র মম নিবেদন।
প্রভুর বচন সবে গ্রহণ করিল।
সভাস্থলে মানপত্র মিডকে অর্পিল।।
সভায় উঠিল সেই মিড মহামতি।
অগ্রভাগে নিয়ে মহাপ্রভুরানুমতি।।
শিক্ষা সম্বন্ধীয় বাণী বলেন বিস্তর।
সে প্রকারে সর্ব্বজীবে উঠে উচ্চতর।।
সভা ঠাই কেমনেত সম্মান পাইবে।
বিশিষ্ট সমাজে গিয়ে আসন লভিবে।।
অপরেতে কহে কথা গদগদ ভাবে
দেহ যেন ডগমগ প্রেমের উচ্ছাসে।।
গুরুচাঁদ সর্বময় সর্ব শক্তিমান।
এল ব্রহ্ম পরাৎপর ভকতের প্রাণ।
এমত মিডের বাণী করিয়ে শ্রবণ।
করতালি দিল সবে আনন্দিত মন।।
পুন কহে শুন যত নমঃশুদ্র গণ।
নমঃশুদ্র কুলে এই জাতির জীবন।।
জাতি জাগরণ করে আমি করি নাই।
এই দেহ সম্মিলন ক্ষীরোদের সায়ী।।
আপনি করিয়ে কর্ম্ম জগতে শিখায়।
উপলক্ষ্যে যারে তারে রাখে সে সময়।।
বহুদিন বহুদেশ ক'রেছি ভ্রমণ।
এ হেন পরম বন্ধু না মেলে কখন।।

এসেছেন ত্বারাইতে কলি জীবগণে।
স্থান ভিক্ষা মাগী সদ্য রাতুল চরণে।।
এই ভাবে সেই মিড বক্তৃতা করিল।
শুনিয়ে সাহেবগণ বিস্ময় মানিল।।
কেহ বলে জাতিশ্বর কাঙ্গালের সখা।
কলিজীব উদ্ধারিতে এসে দিল দেখা।।
দীনের বান্ধব ইনি জানিলাম তাই।
আকুল কান্ডারী আর অন্য কেহ নাই।।
এই ভাবে বহুক্ষণ আলোচনা হ'ল
হরিধ্বনি দিয়ে সবা সমাপ্ত করিল।।
কেহ কেহ প্রভু পদে করিয়ে প্রণাম।
আনন্দে চলিয়ে যায় আপনার ধাম।।
তখনেতে মহাপ্রভু সভা সাঙ্গ করি।
সাহেবের গণ সহ বৈসেন কাছারী।
কোন কোন ভদ্র ব্যক্তি বসিল তথায়।
প্রভু সঙ্গিগণ বৈসে আনন্দ হৃদয়।।
তথা বসি ধর্ম্ম কতা করে আলোজনা।
মহাভুব উদ্দীপন অতীত বর্ণনা।।
প্রেম সিন্ধু উথলিল বাক্যের প্রবন্ধে।
কেহ কেহ হরি ব'লে অনুক্ষণ কাঁদে।।
কাহারো বা অবিশ্রান্ত ঝরে অশ্রুজল।
প্রেমের কল্লোল উঠে হইয়া প্রবল।।
সে ঢেউ লাগিল গিয়ে পুরীর মাঝেতে।
বড়ই অদ্ভুদ লীলা কে পারে বুঝিতে।।
প্রেমের সাগরে মত্ত পুরবাসী গণে।
অবারতি প্রেম - ধার সবার নয়নে।।
বাল্যবৃদ্ধ নরনারী যেখানে যে ছিল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
রামাগণে কেহ কহে প্রলাপ কাহিনী।
ওগো দিদি এসেছে কি হরিগুণ মণি।।
কি যেন.কি বলে তারা বোঝা নাহি যায়।
থেকে থেকে সবে তারা করে হায় হায়।
বর্ণনা অতীত ভাব বুঝিতে না পারি।
অনেকেই পড়ে ঢলি আপনা পাশরি।।
রান্না ঘরে মেয়ে লোক নাহি একজন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্য নানাবিধ।
ঘৃত পক্ক ডাল ডালনা ব্যঞ্জন ইত্যাদি।।
অম্বল মিষ্টন্ন কত রাখে ভারে ভারে।
বুঝিতে শকতি নাই নিখিল সংসারে।।
সম্বিত পাইয়ে কোন নারী যায় ঘরে।
তবু নাহি জানে রান্না কেবা এসে করে।।
হেনকালে প্রেমবন্যা তরঙ্গ থামিল।
ব্যস্ত হ'য়ে কেহ কেহ রান্না ঘরে গেল।।
গিয়ে দেখে সব দ্রব্য রাখে সারি সারি।
রান্না সমাপিয়ে যেন গেছে কোন নারী।।
বিস্মিত হইয়া সেই মেয়েদিগে কয়।
রান্না কে করিলি বাই কহত আমায়
একে একে সব ধনী জানিলেক তাই।
অস্বীকার করি বলে কি কহিস ভাই।।
কেবা এসে এর মাঝে রান্না করে গেল।
মেয়েরা মেয়েরা শুধু করে গন্ডগোল।
ক্রমে ক্রমে সেই কথা প্রকাশ হইল।
সর্বজন শুনে তাহা বিস্ময় মানিল।।
নানাজনে নানাকথা নানাভাবে বলে।
নির্দ্ধার্য্য করিতে নারে ভাসে আখি জলে।।
নারীগণ মধ্যে হ'তে বলে একজন।
এবে আমি বুঝিয়েছি সব বিবরণ।।
সত্বরে জানাও গিয়ে হ'য়েছে রন্ধন।
ঠাকুরে আসিয়ে এবে করুক ভোজন।।
এদিকেতে সাহেবেরা বিদায় লইয়ে।
গন্তব্য স্থানেতে সবে গেলেন চলিয়ে।।
অতঃপরে সর্বজন সুস্থির হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆
☆☆☆

মহাপ্রভুর সেবা

এগিকে পোদ্দার বাটী, হয় অতি পরিপাটী,
সেইগৃহে প্রভুর ভোজন।
সঙ্গিগণ সবে মিলি, মনে হ'য়ে কুতুহলী,
পশ্চাতেতে করিল গমন।।
অন্তঃপুরে গিয়ে পরে, বসিলেন আসনাপরে,
রামাগণে দিল হুলুধ্বনি।
নানাবিধ দ্রব্য যত, তাহা বাবর্ণিব কত,
যোগাইল কোন কোন ধনী।।
অন্যান্য যতেক ছিল, সবে ভোজন সমাপিল,
আনন্দেতে বলে হরি হরি।
মহাপ্রভু সন্নিধানে, বসিলেন আনন্দ মনে,
তাম্বুলাদি কেহ পান করি।।

কেহ কেহ মনব্যাথা, কেহ কেহ হরিকথা
যার যাহাকহে সেই মত।
কেহ চলে নিজ ঘরে, কেহ চলে সমিভারে,
সবে মাত্র হ'য়ে আনন্দিত।।
মহাপ্রভু মিড্ সনে, চ'লেছে আনন্দ মনে,
হেনকালে শ্রীরামচরণ।
বলিছে বিনয় ক'রে, পদতলে রাখ মোরে,
তুমি প্রভু ভকত মোহন।।
আগমন নিজ গুণে, তাই এল বহুজনে,
ম্যাজিষ্ট্রেট আদি করি যত।
তাহে হই আমি ধন্য, ঘর দ্বার পুরী ধর্ন্য,
ধন্য মোর প্রতিবাসী যত।।
আমি আর কব কত, হয়ে এই পদাশ্রিত,
পারি যেন থাকিতে সংসারে।
এই ভিক্ষা দয়াময়, স্থান দিয়ে রাঙ্গা পায়,
রাখিবেন ভজনহীনেরে।।
উদিয়ে এ বঙ্গদেশে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে,
নীচজনে করিতে উদ্ধার।
আপনি পরম ব্রহ্ম, জানাইতে সূক্ষ্ম ধর্ম,
ওড়াকান্দি মানুষ্যতার।।
আপনার ভক্তগণে, সবে গায় নিশীদিনে
মহাপ্রভু এল শ্রীধামেতে
শুনিয়ে মধুর ভাষ: হৃদয়ে বাড়ে উল্লাস,
নিশীদিনে জাগে তাই চিতে।।
এই মত কহে বাণী, নয়নেতে তরঙ্গিণী,
ধারা সম বহে অশ্রুধার।
কি যেন কি জেগে চিতে, কহে কথা নানা মতে,
বাহ্যজ্ঞান নাহি যেন তাঁর।।
প্রভু তার ভাব হেরে, শুধায় মধুর স্বরে,
তাহে তিনি সুস্থির হইল।
অতঃপর ভক্ত সনে, প্রভু আনন্দিত মনে,
তরী পরে আরোহণ কৈল।।
ভক্তগণ করি সঙ্গে, হরিকথা রসরঙ্গে,
চলিলেন গৃহ অভিমুখে।
ভকতের গণ যত, সবে হ'য়ে ভাবাশ্রিত,
অবিরত ভাসে প্রেম সুখে।।
এই রূপে করে লীলা, খেলিয়ে মধুর খেলা,
নিজ লীলা করেন প্রকাশ।
কেঁদে কহে বিচরণ, হৃদে করে বিচরণ,
পূর্ণ কর নিজ অভিলাষ।।

ভক্ত দেবীচরণের বাড়ী সভা

বানরী গ্রামেতে হয় শ্রীদেবী চরণ।
অনুক্ষণ চিন্তে গুরুচাঁদের চরণ।।
অতি শিষ্টাচারী তিনি প্রভুর ভকত।
গোসাই বলিয়ে তার হইল ব্যাখিত।।
ভাগ্যগুণে ম'তো হয় কোন কোন জন।
কেহ বলেছে মন্দ বলি কুবচন।।
ওড়কান্দি ব'লে তারা না করে বিশ্বাস।
উপহাসচ্ছলে কত কহে কটুভাষ।।
কোথাকর হরি এল ওড়কান্দি গায়।
মুর্খগণে ম'তো নাম ঢুলিয়ে বেড়ায়।।
অবতার হ'তে আর স্থান পায় নাই।
ওড়কান্দি আসিয়েছে ক্ষীরোদের সায়ী।।
এই মতো নিনদা করে সমাজিক লোকে।
শ্রীদেবীচরণ গিয়ে জানায় প্রভুকে।।
যেত হবে বানরীতে ওহে দয়াময়।
সামাজিকে বলে মন্দ সহ্য নাহি হয়।।
ওড়াকান্দি ব'লে কারে না হয় বিশ্বাস।
নিন্দা করে কত মতে বলে কটুভাষ।।
বুঝাইতে নাহি পারি ঠেকিয়েছি দায়।
কৃপা করি যেতে হবে ওহে দয়াময়।।
সমাজের দন্দ্ব ভাঙ্গা মম সাধ্য নয়।
সমাজে তাড়িয়ে মোরে করিয়েছে সায়।।
হইবে বিরাট সভা সজাতিত সমাজে।
ত্যাগ করিবেন মোরে সে সভার মাঝে।।
এতেক শুনিয়ে প্রভু স্বীকার করিল।
আনন্দে ঠাকুর নিয়ে শ্রীদেবী চলিল।।
সঙ্গে চলে মহামান্য মিড মহাশয়।
যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস আর শ্রীবাবু অক্ষয়।।
শ্রীবিধু চৌধুরী চলে ভক্ত শিরমণি।
অতীব সরল চিত্তে জ্ঞানে মহাজ্ঞানী।।
অত্যানন্দ চলে যত মতুয়া সুজন।
বানরীতে উপনীত প্রফুল্লিত মন।।
বৈসেন ভকত সনে প্রভু দয়াময়।
রামাগণে বামাস্বরে দিল জয় জয়।।
শ্রীদেবী স্বাপক্ষ্য যারা আনন্দে পুর্ণিত।
সবে মিলি প্রভু স্থানে হ'ল একত্রিত।।

ভক্তি চিত্তে লইলেন ঠাকুরে তুলিয়ে।
দেবী চরণের গৃহে বসিলেন গিয়ে।।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ মধ্যে গুরুচন্দ্র।
নক্ষত্র মন্ডল যথা শোভে পূর্ণচন্দ্র।।
গৃহ আলোকিত যথা বৈসে সর্ব্বজন।
নরনারী এল ধেয়ে প্রফুল্লিত মন।।
সবার সৃজন কক্ষে যত লোক ছিল।
প্রভুকে হেরিতে তারা সকলে আইলে।।
প্রভুকে হেরিয়ে সবে মানিল বিস্ময়।
ওরে ভাই এ মানুষ সামান্যত নয়।।
কিবা কমনীয় বাই এ মুরতি খানি।
দরশন মাত্র হয় আকুল পরাণী।।
তৃষিত হরিণী যথা পেয়ে পেয়ে নীর।
অস্থিরতা দুরে গিয়ে হয় গো সুস্থির।।
তেমনি হইল সবে পেয়ে গুরুচন্দ্র।
বিদুরিত সবারকার হ'ল চিত্ত সন্ধ।।
হেনভাবে বালাবলি করিয়ে সবাই
কেহ বলে মরি ল'য়ে রূপের বালাই।।
নিজ নিজ কর্ম্মে ব্রতি হ'ল সর্ব্বজন।
ক'রেছে সভার সজ্জা প্রকম্পিত মন।।
এগিকে দেবীচরণ আনন্দে বিভোর।
নয়নেতে প্রেমধারা ঝুরিছে অঝোর।।
আত্মস্মৃতি হারাইয়া নাচিয়ে বেড়ায়।
কি করা কর্ত্তব্য তথা ভাবিয়ে না পায়।।
রামাগণে এসে সবে প্রভুকে নেহারে।
প্রণাম ক'রেছে তারা থাকিয়ে অদূরে।।
আড়ালে থাকিয়ে করে রূপ দরশন।
হেরিয়ে মোহন রূপ ফিরে না নয়ন।।
কেহ বলে দেখ দিদি রূপের মাধুরী।
মনে হয় রূপের বালাই ল'য়ে মরি।।
কোন বিধি গ'ঠেছিল হেন রূপখানি।
ধন্য সেই সতী যেবা ইহার জননী।
এই মত নানাকথা বলে রামাগণে।
বিস্মিত হইয়ে রূপ নেহারে নয়নে।।
হেন ভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল।
তার মাঝে কোন জন কীর্ত্তন ধরিল।।
অন্তঃপুরে হইতেছে পাক আয়োজন।
নানাভাবে বহুদ্রব্য হ'য়েছে রন্ধন।।
সভা সুসজ্জিত হয় বহির্ব্বাটীতে।
সৃজন ক'রেছে সভা আনন্দিত চিতে।।

এদিকেতে মহাপ্রভু করিল ভোজন।
অপরে সেবিল যত আর আরজন।।
ক্রমাগত বহু সংখ্যা লোক আগমন
ব্রাহ্মণাদি ভদ্রাভদ্র এল অগনন।।
সভা আলোচিত করি বৈসে সর্ব্বজন।
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে প্রভুর কারণ।।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অগতির গতি।
বিরাট সভায় প্রভু হ'ন সভপতি।।
প্রভুর পার্শ্বেতে হয় মিডের আসন।
করিলেন হৃষ্ট মনে আসন গ্রহণ।।
অপরেতে বসিল যত ভদ্র মহোদয়।
বসিলেন সর্বজন আনন্দ হৃদয়।।
অগণিত লোক এসে ব'সেছে সভায়।
সামাজিক লোকে কতা হেসে হেসে কয়।
শুনে স'ব ঠাকুরের ধরম করম।
পারে যদি আমাদের নাশিবারে ভ্রম।।
তবে ত ঠাকুরে মোরা মানিয়ে লইব।
না হলে এদেশে আর স্থান নাহি দিব।।
এরূপ ধারণা করি ব'সেছে সবাই।
প্রভুরূপ নিরখিয়ে ভুলে গেছে ভাই।।
পাশরিয়ে নিজ নিজ মনের কল্পনা।
কেহ করে ঠাকুরের রূপের বর্ণনা।।
বলে আমি না মানিব সমাজের বাধা।
ঠাকুরে প্রতি কোন নাহি মোর ধাঁধাঁ।।
মানুষেতে নাহি মিলে এমন লক্ষণ।
আজানুলম্বিত ভুজ হের সর্বজন।
হেনরূপ কভু আর নয়নে না দেখি।
রূপ হেরে পারিনাকো পালটিতে আঁখি।।
হায় হায় একি হ'ল না পারি বুঝিতে।
ভুবন মোহন রূপ ধরে না আঁখিতে।।
এ হেন মানুষ পরে মন্দ হয় যার।
সেই জন বিশ্বমাঝে অতি দুরাচার।।
এই মত বলাবলি করে কোন জন।
কেহ করে ফলহার প্রভুকে অর্পণ।।
কেহ গিয়ে পরাইল মিডের গলায়।
যথাযোগ্য ব্যক্তিগণে আনন্দে দোলায়।
অপরেতে কোন ব্যক্তি করেন বক্তৃতা।
মিড় প্রতি ধন্যবাদ করি কহে কথা।
শুনে মিড়প্রভু পাশে চাহি অনুমতি।
বক্তৃতা করেন মিড় সভায় সম্প্রতি।।

তোমাদের আশীর্ব্বাদ ধরিলেলাম শিরে।
কৃতার্থ হইনু গুরুচাঁদ কৃপা বরে।।
তিনি হ'ন নমঃকুলে সর্বগুণাকর।
অনাদি পুরুষ ইনি ব্রহ্ম পরোৎপর।।
তার কৃপাযোগে আমি এদেশে এসেছি।
তার করুনাতে আমি সম্মান পেয়েছি।।
অন্ধের নয়ন মনি অজ্ঞানের জ্ঞান।
বায়ুরূপে সবাকার দেহে অধিষ্ঠান।।
তাহাকে নিচিবে হেন সাধ্য আছে কা'র।
বিশ্বে যার লীলা গুণ অপার অপার।।
এত শুনি সর্বজনা মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে এই মিড্ কেন হেন কয়।।
রাজবংশে জন্ম যার মানব প্রধান।
সে কেন ঠাকুরে করে এমত ব্যাখ্যান।।
মনে হয় ঘটিয়েছে মস্তিক বিকার।
তাই বলে হেন ভাব সভার মাঝার।।
কেহ বলে ঠাকুরের আছে কোন শক্তি।
সে কারণ এ সাহেব করে হেন উক্তি।।
মোহিনী মন্ত্রেতে ওকে বাধ্য করিয়েছে।
নইলে কি সাহেব থাকে ঠাকুরের কাছে।।
পুন বলে মিড প্রতি অমিয় বচন।
যে যেমন বিশ্বমাঝে সে ভাবে তেমন।।
আপনাকে নীচভেবে অন্যকে বাড়ায়।
সেই সে মহান ব্যক্তি এ বিশ্ব ধরায়।।
মিড বলে যেই জন শক্তি করে দান।
কেবা আছে বিশ্ব মাঝে তাহার সমান।।
প্রভু বলে সেই জন বুঝে সে সন্ধান।
বিশ্ব মাঝে সেই ব্যক্তি পরম মহান
মিড বলে সর্ব্ব শক্তি যাহার গোচরে
কেবা আছে হেন আর বিশ্ব চরাচরে।
প্রভু বলে আমি কিসে হই ভগবান।
আমি দ্বিজ নমঃশুদ্র জাতির সন্তান।।
মিড বলে পূর্ব্বে যাহা বুঝয়ে নিয়েছি।
সেই কথা এবে আমি পুনঃ বলিতেছি।
ভগবান অঙ্গ চিহ্ন আছে ওই অঙ্গে।
প্রকাশ করিব তাহা বাক্যের প্রসঙ্গে।।

শ্লোক

পঞ্চদীর্ঘ পঞ্চসূক্ষ্ম সপ্তরক্ত ষরন্নত।
ত্বং ব্রষ্য পৃথি গাম্ভীর্য্য দ্বাবিংশ লক্ষণ মহান।।
এই সব চিহ্ন যার অঙ্গে শোভা পায়
মানব রূপেতে ভ্রমে এ বিশ্ব ধরায়।।
তাকে যদি ভগবন ব'লে মেনে নয়।
কে ঠেকাবে তারে হেন কেবা সেই হয়।।
এক দুই তিন চিহ্ন যাহার দেখিবে।
অবশ্য মহাপুরুষ বলিয়ে মানিবে।।
আর অঙ্গে সব চিহ্ন বর্ত্তমান রয়।
তাহার চরণতলে নিয়েছি আশ্রয়।।
স্বজাতি বিজাতি ব'লে কিবা আছে তাঁর।
তার কাছে নাহি কোন জাতির বিচার।।
এই ভাবে বলে কতা মিড্ মহাত্মন।
বাক্য কাটাকাটি করে শুনে সর্ব্বন।।
বড়ই অদ্ভুত খেলা খেলেগুরুচাঁদ।
মিডকে করেন সদা উচ্চপদ দান।।
মিড্ তাহা নাহি শুনে ভ্রমেও কখন।
অনুক্ষণ প্রভুপদ করিছে বন্দন।।
প্রভু প্রতি বলে মিড বিনয় করিয়ে।
আপনার লীলা - তত্ত্ব না পাই বুঝিয়ে
আপনি করে কর্ম্ম অন্যে দিয়ে ভার।
বুঝিতে তাহার তত্ত্ব কি শক্তি আমার।।
হেন শক্তি নাহি মম এ ক্ষুদ্র আধারে।
কিবা জানাইব এই সভার মাঝারে।।
এই ভাবে হ'ল মহাভাব উদ্দীপন।
মোহিত হইল যেন সভ্যসদগন।
প্রেমানন্দ উপস্থিল সেই সভামাঝ।
কেহ বলে কিবা শুবদিন হ'ল আজ।।
দেবিকে নিন্দিত যত সমাজিক গণে।
পতিত হইল তাঁরা প্রভুর চরণে।।
ক্ষমা ভিক্ষা চাহে সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নয়নের জলে দিল বক্ষ ভাসাইয়া।।
সন্দেহ দোলায় আর নাহি একজন।
সমুলেতে হ'য়ে গেলে সন্দেহ ভঞ্জন।
কেঁদে কেঁদে প্রভু পদে মাগে পরিহার
হায় হায় শব্দ মাত্র সভার মাঝার।।
জানি না মুলের কত মন্দ বলিয়েছি।
তেকারণ শ্রীচরণে দোষী হইয়েছি।
অপরাধ ক্ষমা কর ওহে দয়াময়।
অভাজন ব'লে প্রভু না হও নিদয়।।
পতিতের বন্ধু ভবে আর কেহ নাই।
পতিত পবিত্র কর এই ভিক্ষা চাই।।

এই মত কেঁদে কেহ চরণে জানায়।
মধুরবাক্যেতে প্রভু ব'লেছে তথায়।।
দেবীও বাসিও ভাল ঘুচিবে সংশয়।
কর সদা হরিনাম দুরে যাবে ভয়।।
ওড়াকান্দি যাতায়াত কর দেবী সনে।
দূরে যাবে মনব্যথা শান্তি পাবে প্রাণে।।
এইমত বলি প্রভু শান্তাল তাহারে।
অবিরত সে জনার দু'নয়ন ঝরে।।
দেবীর চরণে গিয়ে মাগে পরিহার।
দেবী বলে চিরবন্ধু তোমার আমার।।
তোমাদের কারণেতে এল গুরুচাঁদ।
তোমার প্রকৃত ভক্ত ঘুচালে বিষাদ।।
এই মত বলে যত শ্রীদেবী চরণ।
ততই আকুল হ'য় সে করে রোদন।।
এইভাবে হ'ল মহা তরঙ্গ উদয়।
নাহি আর দ্বেষাদ্বেষি সব ভেসে যায়।।
ভেসে গেল কুলমান প্রেমের সাগরে।
বহু লোক কেহ কিছু বুঝিত না পারে।।
সেই হইতে অনেকেই মতুয়া হইল।
দ্বেষাদ্বেষি ভাব আর প্রাণে না থাকিল।।
আনন্দে পুর্ণিত হ'য়ে সভা সাঙ্গ হয়।
কি যেন কি হ'য়ে গেল মুখে না যুয়ায়।।
কেহ কেহ বলে ভাই কি যেন কি হ'ল।
বলিতে শকতি আজ কারো না আসিল
মিডের বাক্যেতে যন হারাইল জ্ঞান।
কেমন ভাবেতে মিড দেখাল প্রামাণ।।
শুনে প্রমানের কথা সন্দেহ ঘুচিল।
কি যেন কি হৃদি মাঝে আনন্দ বাড়িল।।
যত বলে তত শুনি মধুর মধুর।
বুঝিলাম ভবারাধ্য মোদের ঠাকুর।
ওড়াকান্দি ব'লে আর নাহি অবিশ্বাস।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ।।
কেহ ভাল কেহ মন্দ বলে নানামতে
শুনিয়ে কাহার দুঃখ হইল মনেতে।।
সে ব'লেছে হায় হায় দুরাদৃষ্ট হ'লে।।
পেয়ে নিধি চিনিতে না পারে কর্ম্মফলে।।
কেহ বলে শুন ভাই তাহার কারণ।
কেমনে চিনিবে বল সাধনের ধন।।
কর্মদোষে আজ্ঞানান্ধ হয় ধরাধামে।
কভু নাহি হয় রুচি সুমধুর নামে।।
মায়া মোহ আবরণ তাহার চক্ষেতে।
চিনিতে পারে না তবু পেলেও সাক্ষাতে।।
সকলি তাহার খেলা বোঝা বড় দায়
কেবা জানে কা'কে দিয়ে কি খেলা খেলায়।।
একেরে করেন ভক্ত অন্যে করে দ্বন্দ্ব।
কাহাকে করিয়ে রাখে ভবে অজ্ঞানান্ধ।।
বোকা না থাকিলে কে চিনিত জ্ঞানবান।
পাষাণ্ডিত হ'লে কেবা চিনি ভগবান।
পাষণ্ড - দলন নামে কবে কে বলিত।
পতিত - পাবন ব'লে কবে কে ডাকিত।।
চোর না থাকিল সাধু না হ'ল প্রকাশ।
কর্ম্ম না থাকিল ভবে কে কাটিত পাশ।।
এ কারণ নহে মন্দ পাষন্ডি কখন।
অসাধু সাধুর বন্ধু যেন সর্বক্ষণ।।
দেবীচরণ ঠাকুর পেয়েছে ঠাকুর।
তাই অদ্য দেখাইল এ লীলা প্রচুর।
এইমত সরলার্থ করিতে করিতে।
অনেকেই চলে যায় নিজ আবাসেতে।।
এইভাবে হইতেছে কথোপকথন
অন্তঃপুরে হইয়েছে রান্না সমাপন।।
শ্রীদেবী বিনয় করে কহে প্রভু প্রতি।
ভোজন করুন এবে অগতির গতি।
সেই বাক্যে সবে মিলি করিল ভোজন।
সর্ব শান্তি হ'ল গুরুচাঁদের কারণ।।
ভক্তগণে হরি বলে পরম আহ্লাদ।।
এইভাবে অন্ধকার দূরীভূত কৈল।
হরি গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆
☆☆☆

মহাপ্রভুর চাঁদকাটি গমন

চাঁদকাটি গ্রামবাসী গোপাল বিশ্বাস।
প্রভুর পদেতে তাঁর একান্ত বিশ্বাস।।
সরল চরিত্র হয় অতীব সদ্‌জ্ঞানী।
প্রভুকে লইতে বাঞ্ছা করিলেন তিনি।।
কৃপাময় গুরুচাঁদ ভক্তগণ সাথে।
সাজিলেন কৃপা করি ভক্ত গৃহে যেতে।।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস বুদ্ধে বৃহস্পতি।
শ্রীবিধু চৌধুরী সুজন মহামতি।।

শ্রীবিপিন চন্দ্র বালা আর সনাতন।
শ্রীরাজ কুমার আর শ্রীষষ্ঠীচরণ।।
ডিগম্বর কীর্ত্তনীয়া মল্লকাঁদী বাস।
প্রভুর সঙ্গেতে চলে পরম উল্লাস।।
অন্যান্য অনেক ভক্ত সঙ্গেতে গমন।
হরিচাঁদ বলি তরী বাহিল তখন।।
মালীখালী উপনীত হইলেন গিয়ে।
শ্রীবদন চন্দ্র রায় আইল শুনিয়ে।।
প্রভুকে নেহারী সেই রায় মহাশয়।
আরোহিল তরী পরে ভাবাশ্রিত কায়।।
গুরুচাঁদ পাদ পদ্মে করিল মিনতি।
কৃপাদান কর প্রভু অগতির গতি।।
বলিতে না পারে আর ভাবেতে বিভোর।
বহিতেছে প্রেমধারা নয়নে অঝোর।।
কৃপা দান করিলেন প্রভু গুরুচাঁদ।
উপনীত তার গৃহে সঙ্গে পরিষদ।।
উত্তম আসনে বৈসে কৃপার সাগর।
শ্রীবদনচন্দ্র রায় ভাবেতে বিভোর।।
প্রভু আগমন বার্ত্তা শুনে গ্রামবাসী।
বহু নরনারী তথা উপজিল আসি।।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ মধ্যে গুরুচন্দ্র।
নক্ষত্র বেষ্টিত তথা শোভে পূর্ণচন্দ্র।।
নেহারিয়ে রামাগণ দিল হুলুধ্বনি।
ভক্তগণে প্রেমানন্দে করে হরিধ্বনি।
কেহ কেহ ঠাকুরের রূপ নিরখয়।
দুনয়নে প্রেমাধারা বক্ষঃ ভেসেযায়।।
কোনজন তাঁর মাঝে ধরেছে কীর্তন।
কীর্ত্তনেতে সবে হয় প্রেমেতে মগন
হাসে কাঁদে নাচে গায় মধুর মধুর।
নরনারীগণ শান্তি পাইল প্রচুর।
অন্তঃপুরে করে রান্না যত রামাগণ।
রন্ধন করিতে নারে মন উচাটন।।
প্রেমেতে পুর্ণিত হ'য়ে রান্না সমাপিল
কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু ভোজন করিল।।
পুনরায় কীর্ত্তনেতে মাতিল সকলে।
হুঙ্কার করিছে কেহ জয় হরি বলে।।
জয় জয় হরিচাঁদ জয় গুরুচাঁদ।
হীরামন মৃত্যুঞ্জয় শ্রীগোলক চাঁদ।।
জয় জয় দশরথ জয় মহানন্দ।
জয় কবি রসরাজ শ্রীতারকচন্দ্র।।
জয় শ্রীঅশ্বিনী জয় কহ সর্বজন।
জয় জয় ইত্যাদি শ্রীহরি ভক্তগণ।
এই ভাবে প্রেমে মতুয়ারগণ।
বহিল প্রেমের বন্যা কে করে বারণ।।
এহেন বাবেতে নিশী প্রভাতে হইল।
হরি ব'লে তরী খুলে বাহিরে চলিল।।
উপনীত চাঁদকাটী বাজার নিকটে।
গোপাল বিশ্বাস এসে দাঁড়াইল তটে।।
গললগ্নি কৃতবাসে বলেছে তখন।
এই স্থানে করিবেন প্রভু পদার্পন।।
ভর্ক্তিবাধ্য গুরুচাঁদ তীরেতে নামিল।
ভক্তগণ কেহ কেহ সঙ্গেতে চলিল।
বসিলেন মহাপ্রভু করুণা করিয়ে।
ভক্তগণ বসিলেন প্রেমপূর্ণ হিয়ে।।
মিছরির সরবত প্রস্তুত করিল।
মনোনীত ভাবে সবে স্বেবন করিল।।
প্রেমানন্দে পুনরায় আইল তরণী।
ভক্তগণে বাহে তরী দিয়ে হরিধ্বনি।।
ভরত মন্ডল হয় নাওটানাবাসী।
তাহার ঘাটেতে তরী উতরিল আসি।।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।
প্রেমভরে মতুয়ারা করে হরিধ্বনি।।
অগণিত ভক্ত এসে হইল উদয়।
ভক্তি ভরে প্রণমিল মহাপ্রভু পায়।।
ভরত মন্ডল এসে প্রভু সন্নিধানে।
ভক্তি চিতে বলিতেছে মধুর বচনে।।
প্রেমে গদগদ চিত্ত ভাবেতে বিভোর।
নয়নেতে প্রেমধারা করিছে অঝোর।।
ফুকুরিয়ে প্রভুস্থানে বলেছে বচন।
কৃপাকর মহাপ্রভু জগত জীবন।।
আপনার এই গৃহে চলুন একবার।
ভজনবিহনি আমি অতি দুরাচার।
এমত বলিতে গিয়ে কাঁদে উভরায়।
কৃপা করি চলিলেন প্রভু দয়াময়।।
ভক্তির্বাধ্য ভবারাধ্য বুঝি ভক্ত -মন।
ভকতের গৃহে প্রভু করেন গমন।।
ভক্তগণ সংগে করি বৈসেন কৌতুকে
বহুলোক এসে তথা প্রণমে প্রভুকে।
কেহ কেহ প্রভুরূপ করে নিরীক্ষণ।
বিস্মিত হইয়ে করে নয়নে দর্শন।।

কেহ বলে হেন রূপ না দেখি কখন।
আহা কি মধুর রূপ ভুবন- মোহন।।
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে ভকত - মন্ডলী।
নব ঘন মেঘে যেন খেলিছে বিজুলী।।
অঙ্গচ্ছটা বাহিরায় বিদ্যুৎ আকার।
তপত সুবর্ণপ্রয় মরি কি বাহার।
আহা কিবা শোভে গুরুচাঁদ -মুর্ত্তিখানি।
মেঘের কোলেতে যথা শোভে সৌদামিনী।।
এই ভাবে বহুজন বলিতে - লাগিল।
অপরেতে ভক্তগণ নাম আরম্ভিল।।
প্রেমাবেশে মত্ত যত মতুয়ার গণ।
কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠে ভেদিয়ে গগণ।।
নরনারী অনেকেই ঢলিয়ে পড়েছে।
কেহ বা মুচ্ছিত হয়ে ভুমেতে রয়েছে।।
এই ভাবে হ'ল নাম দ্বিতীয় প্রহর।
বহিল ভাবের বন্য অতি খরতর।।
গুরুচাঁদ বলি কেহ কাঁদে উভরায়।
নয়ন জলেতে তাঁর বক্ষঃ ভেসে যায়।।
কেহ কেহ আষ্ফালন করে হরি বলে।
ময়েগণে রান্না করে ভাসে আখিজলে।।
শাক শুক্তা ডাল ডালনা বিবিধ ব্যঞ্জন।
ভক্তি ভরে পরমান্ন করেছে রন্ধন।।
নাম ক্ষান্ত করিলেন মতুয়ার গণ।
স্নান সমাধিয়ে সবে করিল ভোজন।।
ভক্তি ভরে যোগাইল প্রভুর সেবায়।
প্রভু মোর করে ভোজ আনন্দ হৃদয়।।
বিশ্রাম করেন প্রভু শয্যাতে বসিয়ে।
নানা কথা বলে কেহ নিকটে আসিয়ে।।
প্রভু বলে মম কথা শুন সর্বজন।
এই দেখ আসিয়েছে অভয় চরণ।।
চেয়ে দেখ দাঁড়িয়েছে চক্ষে বহে জল।
চলরে সবাই মোরা সেই গৃহে চল।।
এত বলি মতোগণে দিল হরিধ্বনি।
প্রভুর চরণে পৈল ভরত রমণী।।
শান্তাইয়ে মহাপ্রভু গমন করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরিধ্বনি বল।।

অভয়াচরণের গৃহে মহাপ্রভুর গমন।

অভয়াচরণ নাম, চাঁদকাটী বাসধাম,
হালদার উপাধি তাহার।
পরম দয়াল গুরু, চাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু,
চলিলেন অভয়ার ঘর।।
অভয় চরণ পরে, প্রেম পূর্ণ কলেবরে,
করে দিল উত্তম আসন।
বসিলেন তদুপরে, ভক্তগণ সমিভ্যারে,
গুরুচাঁদ ভকত রঞ্জন।।
হেরিয়ে রূপ মাধুরী, মোহিত যে নরনারী,
অনিমেষে সবে চেয়ে রয়।
গুরুচাঁদ রূপ ছবি, উদিল অক্ষর রবি,
চারিদিকে হ'ল দীপ্তময়।।
হেরিয়ে রূপের ছটা খসে গেল পঞ্চকাটা,
কুললাজ ভয় গেল দূরে।
মজিয়ে সে রূপরসে, আখিজলে যায় ভেসে,
কেহ ডুবে রূপের সাগরে।।
এই মত জনে জনে, আপ্লুত হইয়ে মনে,
হাবুডাবু খায় অবিরাম।
প্রেমের তরঙ্গে মাঝে, ভাসে ভকত সমাজে,
তরঙ্গের নাহিক বিরাম।।
এইমত বহুক্ষণ, হল প্রেম প্রস্রবণ,
অপরেতে তরঙ্গ থামিল।
সবে বলে হরি হরি, দুনয়নে বহে বারি,
ক্রমে ক্রমে সবে শান্ত হ'ল।।
পুন ধরি সংকীর্ত্তন, প্রেমেতে হ'ল মগন,
উচ্চৈঃস্বরে করে হরিনাম।
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি, শুন্যেও শুনায় ধ্বনি,
সে ধ্বনির নাহিক বিরাম।।
কেহ করে স্তব স্তুতি, তোমা বিনে নাই গতি,
মতি গতি তুমি সর্ব্বসার।।
প্রেমের বারিধি তুমি, তুমি হও অর্ন্তযামী,
কলিজীব করিতে তারণ।
উদয় হয়েছে তাই, তুমি হে ক্ষীরোদ সায়ী,
দীনবন্ধু পরম কারণ।।
মায়ামোহ অন্ধকার, নাশিবারে অবতার,
তাহে সব সকরুণ ভাতি।
কলির কলুষ মত, করিবেন দুরীভূত,
জ্বেলে দিয়ে জ্ঞানালোক বাতি।।
এইরূপে ভক্ত যত, হয়ে সবে প্রেমাশ্রিত,
ভাসিতেছে পেরমের গোলায়।
মত্ত হরি প্রেম সুখে, কেহবা প্রলাপ বকে,
কত ভাব প্রকাশ হে হয়।।
বলে ওহে গুরুচাঁদ, দেহ মোরে রাঙ্গাপদ,

নিস্তার করহ দীনহীনে।
কেহ হারাইয়ে স্মৃতি, বলে মোর কত গতি,
আর কেহ নাই তোমা বিনে।।
তুমি মোর নীলমণি, আমার হৃদয় মণি,
আয় মোর হৃদয় রতন।
মানুষে মানুষে মিশে, উদিলিরে এই দেশে
আমি তোরে চিনেছি এখন।
তুমি মম হরিচাঁদ সেজেছিস গুরুচাঁদ
হরি এবে মূর্ত্তি হরিহর।
আকারে আকার ঢাকা, তবু রূপ যায় দেখা,
তুই সেই সর্ব মুলাধার
এমত বলিতে গিয়ে, ধৈর্য্য বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে,
হরি বলে লোটায় ধরণী
কেহ বা আকুল হয়ে, যতনে নিল তুলিয়ে
কর্ণমূলে করে হরিধ্বনি।।
প্রেমের নাহিক ক্ষান্ত, বহিতেছে অবিশ্রান্ত,
নরনারী অনেকে বিহুষ।
কেহ বলে কোথা হরি, এস হে মস্তক পরি,
তুই সেই মনের মানুষ।
এই মত বহুক্ষণ, হয় প্রেম প্রস্রবণ,
অতঃপর তরঙ্গ থামিল।
নাম গান হ'ল ক্ষান্ত, সকলে হইল শান্ত,
প্রেমভরে হরিধ্বনি দিল।।

গোপালের গৃহে গমন

শান্ত ভাবে হ'ল যতমতুয়ার গণ।
রান্না শেষ করিয়েছে যত রামাগণ।।
নানাবিধ দ্রব্য কত উপাদেয় খাদ্য।
করিতেছে আয়োজন প্রাণে যাহা সাধ্য।।
ঘৃতপক্ক ডাল ডালডা ভাজা বড়াবড়ি।
চালিতা অম্বল আমসির চড়াচড়ি।।
অতঃপর মহাপ্রভু বৈসেন ভোজনে।
আনিয়ে সকল দ্রব্য যোগায় যতনে।।
দুই তিন গৃহ হ'তে আনিয়ে যোগায়।।
মতুয়ার গণ সবে ভোজনে বসিল।
প্রেম ভরে কেহ কেহ ভীর আরম্ভিল।।
হরিচাঁদ জয় জয় গুরুচাঁদ জয়।
শ্রীগোলোক হীরামন জয় মৃত্যুঞ্জয়।।
এই মত পদ করি ভীর দিল সবে।
ভোজ শেষ করিলেন পরম উৎসবে।।
অতঃপর তাম্বুলাদি করিয়ে সেবন।
পুনরায় আরম্ভিল মধুর কীর্ত্তন।।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে করে হরিনাম।
নাম রসে হ'ল মগ্ন নাহিক বিরাম।।
প্রেমেতে বিহ্বল অতি ডমমগ কায়।
হরিচাঁদ বলি ধুলায় লোটায়।।
কেহ বা গর্জ্জন করে সিংহসম ধ্বনি।
মনে হয় যেন তাহে কম্পিত ধরণী।।
এই ভাবে করে তথা নিশি জাগরণ।
কীর্ত্তনেতে মাতোয়ারা মতুয়ার গণ।।
প্রভাতে উঠিল ভানু থামিল তরঙ্গ।
সবে মিলি হরি বলি নাম করি সাঙ্গ।।
প্রাতঃক্রিয়া করিলেন হরষিত হৃদে।
সব ভক্ত প্রণমিল গুরুচাঁদ পদে।।
পরে প্রভু ভক্ত গণ করিয়ে সংহতি।
গোপালের গৃহে চলে অগতির গতি।
চাঁদকাঠী উপনীত মনের হরিষে।
বলিতেছে মহাপ্রভু ভক্তগণ পাশে।
আমার বচন শুন ভক্তত সমাজে।
মহাভাব হবে অদ্য কীর্ত্তনের মাঝে।।
এত বলি মহাপ্রভু রহিল নীরবে
সভক্তি ভক্তগণ শুনিলেন সবে।।
হেনকালে প্রভুতরী ঘাটেতে উদয়।
রামাগণে উচ্চৈঃস্বরে দিল জয় জয়।।
প্রভুর নিকটে এল গোপাল সুমতি।
প্রভু পদে প্রণমিল করিয়ে ভকতি।।
অভ্যর্থনা করে কত গুরুচাঁদ পদে।
আপনার গৃহে নিল আনন্দিত হৃদে
গৃহের মাঝারে করি উত্তম আসন।
বসাইল ভক্তি ভরে সাধনের ধন।।
শয্যাপরে বসিলেন প্রভু গুরুচন্দ্র।।
আনন্দেতে বৈসে যত ভকতের বৃন্দ।
কেহ বা গৃহের মাঝে কেহ বারেন্দায়০
প্রাঙ্গণেত বহুভক্ত হরি এষ হৃদয়
এই মত বৈষে যত মতুয়ার গণ
কেহ কেহ প্রেমভরে ধরেছে কীর্ত্তন।

প্রেমেতে মাতিয়ে সবে হইল উন্মত্ত।
উভবায় ধায় যথা করি মদ মত্ত।।
সেই মত ভ্রমে কেহ কীর্ত্তনের মাঝ।
কেহ বা কীর্ত্তন করে সম পশুরাজ।।
কেহ কেহ নৃত্য করে ঘুরিয়া ফিরিয়া।
প্রেমধারা বহিতেছে বয়ান বাহিয়া।।
ভাবের বিকারে কেহ মেরেছে উলম্ফ।
লম্ফ ঝম্ফ গ্রাত্রকম্প যেন ভুমিকম্প।।
এই মত হ'ল তথা নাম সংকীর্ত্তন।
অপরেতে সেই গৃহে হইল ভোজন।।
বিশ্রাম করিয়ে সবে উঠিল নৌকায়।
ভক্তগণ গাহে গুণ আনন্দ হৃদয়।।
চালাইয়া দিল তরী হরি হরি বলি।
বাহিতেছে প্রভুতরী হয়ে কুতুহলী।।
নানারঙ্গে বলেশ্বর নদীতে পৌছিল।
ভকতের গণ হরিনামে মত্ত ছিল।।
ডাকাতিয়ার বালারা লইল প্রভুকে।
হরিগুচাঁদ ধ্বনি করিয়ে পুলকে।।
শ্রীনাথ বালার গৃহে হইল উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।
অগণিত লোক এসে হইল মজুত।
কেহ কেহ স্তুতিবাদ করিল বহুত।।
বহুলোক প্রভুরূপ করে দরশন।
রূপহেরে বিমোহিত সবাকার মন।।
শোভা করে ভক্ত মাঝে প্রভু গুরুচন্দ্র।।
নক্ষত্র বেষ্টিত যথা শোভে পূর্ণচন্দ্র।
কেহ বলে কিবা রূপ ভুবন মোহন।
এহেন মুরতি কভু না হেরি কখন।।
রূপের ছটায় করে চারিদিক আলো।
কেহ বলে কোথা হ'তে এ মানুষ এল।।
এই মত নানা কথা করে আলাপন।
হরি কথা আরম্ভিল ভকত রঞ্জন।।
লোক আগমনে ক্রমে হ'ল ধুমধাম।
ভক্তগণে কেহ কেহ করে হরিনাম।।
তাহাতে প্রেমের বন্যা চলিল বাহিয়া।
কেহ বা ব'লেছে হরি পেরেমেতে মাতিয়া।।
এই ভাবে হ'ল তথা নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তঃপুরে রান্নাকরে যত রামাগণ।।
ঘৃতপক্ক ডাল ডলনা বিবিধ ব্যঞ্জন।
উপাদেয় দ্রব্য কত হইল রন্ধন।।
নাম ক্ষান্ত হ'ল প্রভু বৈসেন ভোজনে।
যোগাইলেন দ্রব্য আদি যত বামাগণে।।
প্রঙ্গণে বসিল যত মতুয়ার গণ।
সেই সঙ্গে করে সেবা আরো বহুজন।।
এই ভাবে ভোজ কর্ম্ম হইল সমাধা
বিশ্রাম করিতে সবে আনন্দে বসিল।।
কলাবতী নামে এক রমণী আসিয়ে।
বলিতেছে প্রভু ঠাঁই কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
কল্য প্রতে যেতে হবে কলাতলা গায়।
দুখিনীরে দিতে হবে ওপদ আশ্রয়।।
ভক্তির্ব্বাধ্য গুরুচাঁদ স্বীকার করিল।
অপরেতে সবে মিলি বিশ্রাম লভিল।।
গাহিল প্রভাতী গীতি প্রভাতে সময়।
কীর্ত্তনে হইল মহাভাবের উদয়।।
প্রেম ভরে করে নাম মতুয়ার গণ।
ঘরের চালের পরে পড়ে পিকগণ।।
গানর স্বরে তারা মিলাইয়া স্বর।
প্রেমে মেতে যেন নাম করে পিকবর।।
ক্রমেই বাড়িল সেই প্রেমের তরঙ্গ।
প্রাঙ্গণে পড়িল ক্রমে যতেক বিহঙ্গ
কোন বিহঙ্গময় এসে কীর্ত্তনের মাঝে।
উড়িয়া পড়িল গুরুচাঁদ পদাম্বুজে।।
পদ পরে মাথা রাখি ধরণী লোটায়।
হেরিয়ে সবার চিত্ত হয় দ্রবময়।।
পুনরায় উড়ে এল আপনার দলে।
ওড়ে পড়ে নৃত্য করে দুটি পাখা তুলে।।
রামাগণে তাহা হেরি করে হুলুধ্বনি।
কেহ কেহ প্রেম ভরে করে হরিধ্বনি।
মতোগণে প্রেমে মগ্ন কেহবা বিহুষ।
কেহ হয় জ্ঞানহারা কারো আছে হুষ।
সে জন কাঁদিয়ে বলে অদ্য কি হেরিনু।
পিকবরে কিবা করে মোরা কি করিনু।।
অন্যজন শুনে তার গলাটি ধরিয়ে।
হা হা গুরুচাঁদ বলে পড়িল ঢলিয়ে।।
স্পষ্টভাবে প্রভুনাম মুখে নাহি সরে।
গুঃ গুঃ গুঃ গু শব্দমাত্র মুখেতে নিঃসরে
মৃত প্রায় হ'ল সেই এমত করিয়ে।
কেহ বা আকুল হ'য়ে প'ড়েছে ঢলিয়ে।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ঢলাঢলি হইল এমনত
কেবা কারে ধ'রে তোলে নাহিক সম্বিত।।

হেনকালে গুরুচাঁদ বলেছে বচন।
সুস্থ হ'য়ে শুন এস আশ্চার্য্য কথন।।
পূর্ব্বেতে ইহারা ছিল শ্রীবৃন্দাবনে।
গাহিত কৃষ্ণের গুণ সুমধুর তানে।
তোমরা ক'রেছ নাম সেই ত সময়।
তাহে পিকবর দেহে আনন্দ উদয়।।
প্রাতক্রিয়া সবে মিলি করে সমাপন।
কলাতলা যেতে হবে শুন সর্ব্বজন।।
এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
হরিধ্বনি দিয় উঠে মতুয়া নিচয়।।
কেহ বলে জয় জয় গুরুচাঁদ জয়।
জয় যশোমন্ত জয় হরিচাঁদ জয়।।
জয় পিকবর জয় মতুয়ার জয়।
বৃন্দাবন ভাব হেরি জয় জয় জয়।।
যাহার কৃপায় অদ্য হেরি মহাভাব।
আহা মরি কিবা এই বৃন্দাবন ভাব।।
আহা মরি হেন ধন কোথা গিয়া পাব।
এ হেন হৃদয় ধনে কেমনে রাখিব।।
এতেক বলিয়ে সবে শয্যা পরিহরি।
সত্বরে আইল সবে প্রাতঃক্রিয়া করি।
কিন্তু নাহি সেই ভাব হয় নিবারণ।
হৃদি মাঝে সে তরঙ্গ বহে অনুক্ষণ।।
অপরেতে সবে মিলি ফলাহার করি।
কলাতলা চলিলেন ব'লে হরি হরি।।
এই মত প্রেমকেলি ভক্তগণ সনে।
গুরুচাঁদ পদ ভাবি কহে বিচরণে।।

মহাপ্রভুর কলাতলা ভ্রমণ

ভক্ত সনে চলিলেন প্রভু দয়াময়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।
আনন্দেতে ভক্ত গণ চ'লেছে বাহিয়ে
কলাতলা উপনীত হইলেন গিয়ে।।
কলাতলা বাসী ভক্ত নামেতে ভজন।
তাহার গৃহেতে যান ভকত রঞ্জন।।
সেই ঘাটে প্রভু তরনী যখনে উদয়।
গলে বাস দিয়ে তথা ভজন দাঁড়ায়।।
অন্তরেতে তরঙ্গ বহে আঁখি ছল ছল।
মুখেনা নিঃসরে বাণী প্রেমেতে বিহ্বল।।
বুঝিয়ে ভক্তের মন ভক্ত রঞ্জন।
ভক্ত সঙ্গে উপনীত তাহার ভবন।।
পূর্ব্বোচিত সেই কথা করি আলাপন।
ব্রজভাবে মত্ত তনু প্রেমেতে মগন।।
কথার প্রসঙ্গে আঁখি করে ছল ছল।
ভাবের বিকারে কারো মুখে উঠে লাল।।
সেই ভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল।
ভাব অনুযায়ী কেহ কীর্ত্তন ধরিল।।
উ'ঠিল মধুর ধ্বনি কীর্ত্তনের ভীতে
দিগন্ত ব্যপিয়ে ধবনি উঠে গগণেতে।।
দেবগণ যেন তথা শুন্য ভর করি।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে বলে হরি হরি
মতুয়ারা করে নাম প্রেমানন্দে মেতে।
বড়ই মধু ভাব কীর্ত্তনের ভীতে।।
কেহ বা কীর্ত্তন মাঝে শুনিবারে পায়।
শুন্যে মহা কলরব অত্যার্শ্চার্য্যময়।।
নীরবে থাকিয়ে সেই কর্ণ পাতি রয়।
তবু যেন শুন্যে ধবনি শুনিবারে পায়।
পুনরায় সেই জন হরি হরি বলে।
লম্ফ দিয়ে যেতে চায় দেবতার দলে।।
এই ভাবে লম্ফ ঝম্ফ করে ছুটাছুটি।
কেহ বা ভুমেতে পড়ি কামড়ায় মাটি।।
কেহ কেহ প্রেমাবেশে বলে হরি হরি।
কেহ বা বিক্রমে যথা বীরেন্দ্র কেশরী।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রেমেতে বিভোর।
কেহ চেয়ে থাকে যথা ভুষিত চকোর।।
এই মত হ'ল সেই কীর্ত্তন মাঝারে।
ধৈরয ধরিয়ে কেহ গৃহে রইতে নারে।।
গৃহ ছাড়ি এল তথা কেহ উভরায়
এইভাবে নরনারী অগণিত হয়।।
কীর্ত্তন মাঝেতে যেন বন্যা উথলিল।
হরি হরি হরি বলি কাঁদিতে লগিল।।
মহাবাতে পড়ে যথা কদলীর বন।
হেন ভাবে বহুলোক ভুমেতে পতন।।
হৈ হৈ রব মাত্র শুনা যায় শব্দ।
শ্রবণেতে অন্য সবে হ'ল যেন স্তব্দ।।
অন্তঃপুরে রান্না করে যত রামাগণ।
প্রেমধারা সবাকার হ'তেছে পতন।।
কক্ষে কুম্ভ করি যায় আনিবারে বারি।
প্রতিপদ বিক্ষেপেতে বলে হরি হরি।।
কেহ ঝাল বাটে কেহ কাটে তরকারী।
সে বামার অবিরত ঝরে প্রেম বারি।।
এইমত সব ধনী কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
রন্ধন করিল তারা আকুল হইয়ে।।

রান্না ছাড়ি কোন নারী ত্বরিত গমনে।
হুলুধ্বনি করে গিয়ে কীর্ত্তনের স্থানে।।
পুন এসে রান্না কার্য্য করে সমাপন।
ওদিকেতে নাম ক্ষান্ত করে ম'তোগণ।
প্রভুর স্নানের লাগি সুশীতল বারি।
কোন নারী আনিয়ে রেখেছে কুম্ভপুরী।।
অতপর মহাপ্রভু স্নান সমাধিল।
সিক্ত বস্ত্র ত্যজি প্রভু বসন পরিল।
ভোজনের ঠাঁই করে নারী কলাবতী।
প্রভুকে বসায় তথা করিয়ে ভকতি।।
আনন্দেতে প্রভু মোর করেন ভোজন।
অপরেতে করিল ভোজ মতুয়ার গণ।।
বিশ্রাম করিল সবে হরষিত কায়।
কেহ বা বসিয়ে তথা হরিকথা কয়।।
কথার প্রসঙ্গে কেহ ধ'রেছে কীর্ত্তন।
পুনরায় প্রেমে মত্ত মতুয়ার গণ।।
কাহারো হ'য়েছে অষ্ট সাত্বিক বিকার।
লোমকুপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটন আকার।।
শ্বেতকম্প পুলকাশ্রু বিভৎস পুলক।
ঘন ঘন শ্বাস বহে নেত্র অপলক।।
কেহ বা হুঙ্কার করে বলে গুরুচাঁদ।
কেহ বলে কোথা হরি হৃদি আকাশের চাঁদ।।
কেহ বলে সে হৃদে সাধনের ধন।।
কেহ কাঁদে উভরায় গুরুচাঁদ বলে।
বক্ষঃস্থল ভেসে যায় নয়নের জলে
বীর বেশে কেহ করে বীরত্ব প্রকাশ।
লাফিয়ে লাফিয়ে ফেরে মনেতে উল্লাস।।
রাগিত্মিকা ভাবে কেহ হয় মাতোয়ারা
রক্তবর্ণ চক্ষু যেন আকাশের তারা।।
কেহ প্রলাপ বকে হইয়ে অজ্ঞান।
অবিরত ধারে কারো ভেসেছে বয়ান।।
এ হেন ভাবেতে হয় নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমের সাগরে মগ্ন মতুয়ার গণ।।
কেহ বলে হায় হায় কি কর্ম্ম করিনু।
পাইয়ে দুর্ল্লভ তনু বিফলে হারিনু।।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ পেয়ে বর্ত্তমানে।
সংসার গৌরবে ডুবে আছি নিশিদিনে।।
ভব কর্ণধার এল মানব আকারে।
নাচিনিয়ে পড়ে আছি অজ্ঞান আধারে।।
হায় হায় কি করিনু কি হইবে শেষে।
বিফল জীবন গেলে থেকে মায়াবশে।
এই মত ভাবে উঠে প্রেমের উচ্ছাস।
অনুক্ষণ প্রাণে তার বাড়ে হা হুতাস।
যখনেতে দিনমনি যায় অস্তাচলে।
নাম ক্ষান্ত করিলেন মতুয়া সকলে।।
নাম রসে মগ্ন সবে নরনারী গণ।
মনে নাই কেবা আর করিবে রন্ধন।
স্ত্রী - পুরুষ নাহি হুষ চলিছে সবাই।
সবে মাত্র গুরুচাঁদ ব'লে ছাড়ে হাই।।
এহেন সময় ডেকে বলে একজন।
মাতাগণ শুন এবে আমার বচন।।
হৃদি মাঝে প্রেম ভাব রাখ লুকাইয়া।
রন্ধন করগে সবে ধৈরয ধরিয়া।।
হৃদয় মাঝারে রাখ হৃদয়ের ধনে।
দেখিতে পাইবে যবে পড়িবেক মনে।।
অন্তরের ধন রাখ যতনে অন্তরে।
অন্তরে ছাড়িয়ে কভু রবে না অন্তরে
অন্তরে রাখিয়ে এবে যাওগো অন্তরে।
রন্ধন করগে সবে গিয়ে অন্তঃপুরে।।
এত শুনি কেহ যায় রান্না করিবারে।
রন্ধন করিতে তার দুনয়ন ঝোরে।।
এইভাবে রান্না কার্য্য সমাপ্ত হইল।
অতঃপরে সেবা কার্য্য সমাপ্ত করিল।।
শান্ত চিতে সর্ব্বজনে বসিল শয্যায়।
প্রভু বলে যেতে হবে গঙ্গাচর্ণা গাঁয়।।
প্রেমানন্দ ভরে সবে হরিধ্বনি দিল।
হরি বলে হরি তরী বাহে হরিবল।।

মহাপ্রভুর গঙ্গাচর্ণা ভ্রমণ

প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে বাহিল তরণী।
মাঝে মাঝে মতুয়ারা করে হরিধ্বনি।।
গঙ্গাচর্ণ উপনীত অশ্বিনীর ঘরে।
বসিলেন মহাপ্রভু হরিষ অন্তরে।।
অশ্বিনী গোঁসাই যিনি প্রেমরত্ন খনি।
দুনয়নে বহে ধারা প্রেম তরঙ্গিণী।।
কিছু বলিবার শক্তি না আছে তাহার
দু'নয়নে প্রেমধারা বহে শতধার।।
তাহা দেখে হ'ল মহাভাবের উদয়।

প্রেমাবেশে ভক্ত গণ নাম পদ গায়।।
চারিদিকে হ'তে এল নরনারী গণ।
বাল বৃদ্ধ এল কত না যায় বর্ণন।
হরিধ্বনি হুলুধবনি পড়িতে লাগিল।
প্রেমের তরঙ্গ মাঝে অশ্বিনী ডুবিল।।
কীর্ত্তন হইল ততা মধুর মধুর।
সেই গৃহে ফলাহার হইল প্রচুর।।
ত্বরিতে তরিত চলে ভক্তগণ সঙ্গে।
শ্রীমধু বালার ঘাটে উদিলেক রঙ্গে।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করেন গমন।
হে কালে শুন এক আশ্বার্য্য কথন।।
ওই গ্রামবাসী ভক্ত নামেতে শ্রীনব।
প্রভুকে লইতে তার মনে ছিল ভাব।।
ভুলক্রমে সেই গৃহে যাওয়া না হইল।
শ্রীরাজ নগর দিকে তরণী বাহিল।।
নবকৃষ্ণ মাতা হয় নামে সিন্ধুমণি
প্রভু লাগি পায়াসান্ন রাঁধিল সে ধনী।।
প্রভু না যাওয়ায় ধনী করে হাহাকার।
কেঁদে বলে কিবা গতি হইবে আমার।।
কেঁদে কেঁদে সেই ধনী ধরণী লোটায়।
ধেয়ে গিয়ে বলে ধনী সে মধু বলায়।।
কি করিব কি হইল না পাই ভাবিয়ে।
প্রভু নাহি গেল মোর দুঃখিনী বলিয়ে।।
অভাগিনী হেরে মোরে গেলেন চলিয়ে।
এ ছার জীবন রাখি বল কি লাগিয়ে।।
প্রভুরাশা আশে আমি মিষ্টান্য রাঁধিয়ে।
চাতকিনী সমা আছি পথ নিরিখিয়ে।।
এই পরমান্ন আমি কারে খাওয়াইব।
এ ছার জীবন আমি নিশ্চয় তাজিব।।
মধুবালা বলে এক আছে সদুপায়।
সেই পরমান্ন তুমি দেহত আমায়।।
এত শুনি সেই ধনী তাহাই করিল।
সব দ্রব্য নিয়ে মধু ত্বরিতে ধাইল।।
হেথা বসি কাঁদে সেই নবের জননী।
অন্তরে জানিল গুরুচাঁদ গুণমণি।
হেনকালে মধুবালা নিকটে উদয়।
তরী রাখ তরী রাখ বলে উভরায়।।
মহাপ্রভু বলে তরী রাখ এইখানে।
দেখ মধু কি কারণ ডাকে ঘনে ঘনে।।
মধুবালা ব্যস্ত হ'য়ে তরণী ধরিল।।
পায়াসান্ন ধরি মধু কহিতে লাগিল।।
নবের জননী ইহা রন্ধন ক'রেছে।
গৃহে নিয়ে আপনাকে ভুঞ্জাবে ভেবেছে।।
ইত্যাদি করিয়ে মধু নিবেদন কৈল।
পরেতে প্রভু ঠাই অর্পন করিল।।
প্রভু বলে এই স্থান হোক্ বৃন্দাবন।
বন সেবা করি আমি আনন্দিত মন।।
ব্রাহ্মণ স্বরূপা সেই নবের জননী।
অদ্য আমি সাজিলাম ব্রজ নীলমণি।।
তোমরা সবাই ব্রজ রাখালাদি গণ।
এস মোরা করি সবে বন ভোজন।।
বলিতে বলিতে মহাভাব উদ্দীপন।
অগ্রভাগে প্রভু কিছু করেন ভোজন।।
প্রভু বলে শুন এবে মতুয়ার গণ।
বাটরা করিয়ে এবে লহ সর্বজন।।
মতুয়ার গণ সবে তাহাই করিল।
মহাভাবে মগ্ন হ'য়ে তরণী বাহিল।।
কাঁদিতে কাঁদিতে মধু করিল প্রস্থান।
অশ্বিনী গোঁসাই তাহে ধরিলেন গান।।
ব্রজভাবে মত্ত হ'য়ে চক্ষে পড়ে জল।
প্রভুগুরুচাঁদ হ'ল প্রেমেতে বিহ্বল।
রাজনগরেতে হয় তারাচাঁদ ঢালী।
সেই ঘাটে উপনীত হরি হরি বলি।।
ভক্তিভরে তারাচাঁদ প্রভুকে লইল।
ভক্তগণ সনে প্রভু আনন্দে বসিল।।
পূর্ব্বভাবে সংকীত্তন করে মতুয়ারা।
সবাকার দু'নয়নে বহে প্রেমধারা।।
সুমধুর ভাবে তথা হ'য়েছে কীর্ত্তন।
ধেয়ে এল গ্রামবাসী নর নারীগণ।।
মহা ঝড় বহে যথা কীর্ত্তনের মাঝে।
মেঘের সদৃশ্য যেন কীর্ত্তনে গরজে।।
কেহ বা আকুল হ'য়ে কাঁদে উভরায়।
কেহ গুরুচাঁদ ব'লে ধরণী লোটায়।।
নর নারী সবে যেন হ'ল জ্ঞানাহারা
সবাকার দু'নয়নে বহে বারি ধারা।।
এই ভাবে হরিনাম বহুক্ষণ ধরি।
শুধু মাত্র শুনা যায় হরি হরি হরি।।
গৃহেকি বাহিরে হরি শুন্যে যেন হরি।
মনে হয় যেন হরি নামে গিছে ঘেরি।।
রান্না ঘরে বসি যত ছিল রামাগণ।
কাহার বা আঁখিজলে ভেসেছে বদন
রান্না - বান্না হরিনাম সব ক্ষান্ত হ'ল।

সবে মিলি সেবা কার্য্য সমাধা করিল।।
বিশ্রাম ক'রেছে বসি প্রভু দয়াময়।
কৃষ্ণধন নামে এক বালক উদয়।।
প্রভুর নিকট বলে অমিয় বচন।
যাইতে বলেছে মাতা মোদের ভবন।।
প্রভু বলে কেবা তুমি বালক সুমতি।
কোন গ্রামে হয় বৎস তোমার বসতি।।
কৃষ্ণধন বলে এই গ্রামে হয় ঘর।
মাবিহনে আর কেহ নাহিক আমার।।
মা বলেছে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।
দধি করিয়েছে মাতা তাই দিব খেতে।।
সরল সুমতি সেই কৃষ্ণধন হয়।
প্রভু সনে কহে কথা হইয়ে নির্ভয়।।
প্রভু বলে দিতে যদি মায়েরে কামনা।
তোর গৃহে আমি গিয়ে সে দধি খাব না।।
মাকে বল গিয়ে বৎস দধি দিতে মোরে।।
আনন্দে খাইব দধি বসি এই ঘরে।
এত শুনি কৃষ্ণধন করিল গমন।
প্রভুর বচন কহে মায়ের সদন।।
পুত্রের বচন শুনি দধি নিয়ে হাতে
প্রভুর নিকটে এল অতি ব্যস্ত চিতে।।
দধি রেখে প্রভু পদে পণাম করিল।
আনন্দেতে মহাপ্রভু সে দধি সেবিল।।
তথা হ'তে ভক্তগণ করিয়ে সংহতি।
আপনার তরী পরে উঠিল ঝাটিতি।।
প্রভুর তরণী পরে চলে কৃষ্ণমাতা।
প্রভু বলে মম সঙ্গে তুমি যাবে কোথা।
কৃষ্ণের জননী বলে ঘাটেতে নামিব।
এইটুকু সময় এ তরীতে রহিব।।
এতেক শুনিয়ে সবে দিয়ে হরিধ্বনি।
ধীরে ধীরে চালাইল প্রভুর তরণী।।
কৃষ্ণধনের ঘাটেতে যখন উদিল।
কৃষ্ণের জননী তাহে হরিধবনি দিল।
তীরে গিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে আসন করিল।
কৃপাময় গুরুচাঁদ তীরেতে নামিল।।
ভক্তগণ সনে বৈসে প্রভু দয়াময়।
কৃষ্ণের জননী কাঁদে করে হায় হায়।।
কি দিবে কি দিবে ভাবে প্রভুর সেবায়।
ভান্ড ল'য়ে গাভী প্রতি কেঁদে কেঁদে কয়।
কৃপনতা কর না মা দুগ্ধ দে আমায়।
তোর দুগ্ধ লাগাইব প্রভুর সেবায়।।
কেঁদে কেঁদে গাভী মাতা দোহন করিল।
অপরিমত সে দুগ্ধ গাভী দানিল।।
সেই দুগ্ধ এনে দিল প্রভু সন্নিদানে।
কিছু নিয়ে প্রভু তাহা দিল ভক্তগণে।।
কাড়াকাড়ি করি সবে সে দুগ্ধ খাইল।
প্রেমভরে কেহ কেহ হরিধ্বনি দিল।।
তাহে কৃষ্ণ জননীর না মিটিল আশা।
প্রভুর সেবার লাগি কেটে দিল শশা।।
সেই শশা লুট বলি করিল গ্রহণ।
অপরে চলিল সবে আনন্দিত মন।।
হরি হরি বলি তরী দিল চালাইয়ে।
কাঁদিতেছে কৃষ্ণ মাতা তীরে দাঁড়াইয়ে।
যতক্ষণ প্রভুতরী হয় নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণের জননী চাহি কাঁদে ততক্ষণ।।
ভক্তগণে প্রভু -তরী উজানে বাহিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্ত-গৃহে গমণ

তথা হ'তে টুঙ্গিপাড়া করেন গমন।
তপস্বী নামেতে ভক্ত প্রেমে মহাজন।
বালা বংশোদ্ভব হয় অতীব সদ্‌জ্ঞানী।
সেই গৃহে উপনীত সাধনের মনি।।
প্রভুকে হেরিয়ে হ'ল আনন্দে পুর্ণিত।
তপস্বী প্রেম মত্ত ধারা বিগলিত।।
শুধু মাত্র বা - বা শব্দ ক'রেছে বদনে।
অবিরত প্রেম ধারা বহে দুনয়নে।।
গ্রামবাসী জানি সবে প্রভু আগমন।
সবে এসে প্রেমেভরে করে দরশন।।
দিনমনি অস্তাচলে করেছে গমন।।
সুমধুর রবে কেহ ধরেছে কীর্ত্তন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
বীরবেশে কনো জন বেড়ায় নাচিয়ে।।
অঙ্গঝাকি মারে কেহ বলে হরি হরি।।
গড়াগড়ি যায় কেহ ভীমের উপরি।।
এইমত বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইল।
নাম ক্ষান্ত দিয়ে সবে ভোজন করিল।।
পুনরায় নাম রসে হইল মগন।
সেইবাবে সারানিশি হইল বঞ্চন।
প্রভাতে চলিল সবে মিত্রডাঙ্গা গাঁয়।
সেই গ্রামবাসী ভক্ত শ্রীআদান রায়।।

হেরিয়ে প্রভুর তরী ভাবে মনে মনে।
প্রভু কি করিবেন কৃপা এ ভজন হীনে।।
বলিতে প্রভুর তরী ঘাটেতে উদিল।
শ্রীআদানচন্দ্র রায় প্রেমেতে মাতিল।।
কাঁদিতে কাঁদিতে এল প্রভুর সদন।
অবিরত ধারে তার ভেসেছে বদন।
ভক্তিভাবে নিজগৃহে প্রভুকে লাইল।
ভক্ত সঙ্গ মহাপ্রভু তীরেতে নামিল।।
বসিলেন গৃহমাঝে হরিষ অন্তরে।
রামাগণ বামাস্বরে হুলুধ্বনি করে।।
অপরে করিল তথা জল ফল হার।
কীর্ত্তন ক'রেছে সবে অনন্দ অপার।।
ধ্বনি শুনে গ্রাম বাসী এল বহুজন।
নরনারী সবে করে ঠাকুরে দর্শন
মতুয়া সনে সবে নাম পদ গায়।
নয়ন জলেতে তার বক্ষ ভেসে যায়
আকুল হইয়ে কাঁদে কীর্ত্তনের মাঝে।
কেহ করেস্তুতিবাদ গুরু পদ্যম্বুজে।।
নমঃ নমঃ গুরুচাঁদ - জগত রঞ্জন।
ভকতের প্রাণধন হরিচাঁদের নন্দন।।
তুমি আদি গুণনিধি হও সর্ব্বসার।
কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে সর্ব্বসার।
এসেছে হে গুরুচাঁদ রূপেতে এবার।
নিস্তার করিতে কলি জীব পাপ ভার।।
তুমি অগতির গতি পতিত পাবন।
রক্তিম বরণ ধারি ভুবন মোহন।।
যেবা সার করিতেছে প্রভু তব নাম।
অবহেলে হয় তার পুর্ণ মনস্কাম।।
তব দেহে বিরাজিত প্রভু হরিশচন্দ্র।
দোহারূপে একরূপ হ'লে গুরুচন্দ্র।।
এই মত স্তব স্তুতি বহুত করিয়ে।
কাঁদিতেছে তুমি পরে আকুল হইয়ে।।
কেহ করে বীর দর্প বীর রসে মাতি।
সমর প্রাঙ্গণে যথা মদ মত্ত রাতি।
কেহ বা কীর্ত্তন মাঝে করে হরিধ্বনি।
হুলুধ্বনি করিতেছে যত সব ধনী।।
রাগাত্মিক ভাবে হয় কাহার হৃদয়।
পালক বিহীন চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।।
স্বেদকম্প পুলকাশ্রু হ'তেছে কাহার।
কাহার হয়েছে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।।
অনুক্ষণ কহিতেছে প্রেম প্রভজন।
ঘুর্ণবায়ু সমবহে অতি বিচক্ষণ।।

শ্লোক

পপাত ধরণী পুষ্টে বাতেনং বাতেনং কদলী যথা।
প্রেমযুক্তাং ভক্তাগণৌ তদৃশ পপাত ধরা।।

হেনরূপে মহাঝড় কীর্ত্তনের মাঝে।
মেঘের মন্ডলে যথা অশনি গরজে।।
জয়ঢাক বাজে আরো বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।।
ঝাজ সিঙ্গা পাকোয়াজ বাজিছে কীর্ত্তনে।
সৈন্যগণ ধায় যথা সমর প্রাঙ্গনে।।
সেই মত করে কেহ কেহ মারে লম্ফ।
কোন কোন মতুয়ার হয় গাত্র কম্প।
এইভাবে বহুক্ষণ হইল কীর্ত্তন।
অপরে হইল শান্ত মতুয়ার গন।
গ্রামবাসী যারা ছিল কীর্ত্তন মাঝারে।
কীর্ত্তন ছাড়িয়ে তরা সুস্থ হ'ল পরে।।
এই মত হল নাম দ্বিতীয় প্রহর।
কে বলে অদ্য চাঁদের বাজার।।
প্রেম ক্ষান্ত হয়ে শান্ত বৈসে সর্ব্বজন।
মহাপ্রভু করিলেন স্নান সমাপন।।
প্রভু মোর বসিলেন গৃহের মাঝারে।
স্বভক্তি আনে দ্রব্য প্রভুর গোচরে।।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ করিলেন ভোজন।
হরিধ্বনি করি সেবা করে ম'তোগ।
কেহ ভীর দেয় হরি গুরুচাঁদ বলি।
হরে হরে ভীর দেয় হ'য়ে কুতুহলী।।
এইভাবে হ'ল তথা ভোজন সমাপন।
ভোজনান্তে করে কেহ তাম্বুল চর্ব্বণ।।
হেনকালে এল তথা ভক্ত তিন জন।
হরিচাঁদ বলি চলে আপন ভবন।।
শ্রীবিপিন ষষ্ঠি চন্দ্র আর সনাতন।
প্রভু ঠাই বিদায় মাগিয়া তিনজন।
অন্যান্য অনেক ভক্ত হইল বিদায়।
আনন্দেতে সবে ভক্ত উঠিল নৌকায়।।
তরী আরোহিতে প্রভু উদ্যোগী হইল।
রায়ের স্বগোষ্টি এসে পদে প্রণমিল।।
অতঃপর মহাপ্রভু স্বস্থানে চলিল।
কবি কহে দিন গেল হরি হরিবল।।

সভা গীতি সমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা

আনন্দ গীতি

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় জয়।
জয় শ্রীশশী ভুষণ শ্রীসুধন্য জয়।।
জয় শ্রীউপেন্দ্র জয় শ্রীসুরেন্দ্র জয়।
জয় শ্রী তারক চন্দ্র জয় জয় জয়।।
জয় শ্রীঅশ্বিনী যার চরিত্র মধুর।
জয় শ্রীনবীন বসু অক্ষয় ঠাকুর।।
জয় জয় হরিপাল পালের ভুপাল।
সবাকার উপরেতে করে ঠাকুরাল।।
জয় শ্রীযাদব মল্লিক ভকত প্রধান।
যিনি হয় তারকের প্রাণ সম ধন।।
জয় শ্রীযাদব জয় সাধু শ্রীগোপাল।
জয় শ্রীবিপিন চন্দ্র জয় শ্রীনেপাল।।
জয় জয় হরি ভক্তগণ জয় জয়।
কৃপা করি দীনহীনে রেখ রাঙ্গা পায়।
সবাকার পদে মোর এই আকিঞ্চন।
জনমে জনমে যেন পাই দরশন।।
সবাকার পাদপদ্মে করি দন্ডবৎ।
কৃপা করি কর সবে মোরে আত্মসাৎ।।

মহাপ্রভু শালনগর যাত্রা

শ্রীকালী চরণ পাল শালনগরেতে।
গুরুচাঁদ বিনে কিছু না জানে জগতে।।
বড়ই নৈষ্ঠিক ছিল সে কালী চরণ।
প্রভুকে লইতে তার একান্ত মনন।
কেমনেতে গুরুচাঁদ গৃহেতে আনিব।
কা'কে দিয়ে এ বাসনা পুরণ করিব।।
কে আছে এমন বন্ধু এ বিশ্ব মাঝারে।
কেবা এনে দিবে সেই দয়ার আধারে।।
এমত ভাবিয়ে মনে কাঁদে অনুক্ষণ।
জয়পুরে অভিমুখে করিল গমন।।
জয়পুরে রসরাজ শ্রীতারক চন্দ্র।
তাহার দৌহিত্র হয় শ্রীশৈলেশ চন্দ্র।।
রসরাজ অন্নভুক্ত আছে চিরদিন।
গুরুচাঁদ রূপ চিন্তা করে নিশিদিন।
তার ঠাঁই উপনীত শ্রীকলী চরণ।
ভক্তি ভরে বন্দিলেক তাহার চরণ।।
কেঁদে বলে শুন তুমি হে প্রাণের ভাই।
এদেশে আমার বন্ধু আর কেহ নাই।।
প্রভুকে আনিতে আমি করেছি মনন।
কেমনে আনিব দেহে নাহি ভক্তিধন।।

আমার হইয়া ভাই যাহ একবার।
কৃপা করি এনে দাও ব্রহ্ম পরাৎপর।।
শুনিয়ে শৈলেশ চন্দ্র স্বীকার করিল।
উভয়েতে গিয়ে প্রভু পদে প্রণমিল।।
শৈলেশ ব'লেছে বাণী প্রভুর সদন।
মম নিবেদন প্রভু করুণ শ্রবণ।।
শালনগরের কালী পাল আসিয়েছে।
আপনাকে গৃহে নিতে ধারণা ক'রেছে।।
কৃপা করি যেতে হবে ওহে দয়াময়।
শ্রীকালী চরণ বড় করে সানুনয়।।
কৃপাময় কৃপা করি সম্মতি করিল।
শৈলেশের পানে চেয়ে বলিতে লাগিল।।
কালীকে পাঠাও অগ্রে আপন ভবনে।
পশ্চাতে যাইব মোরা শুন সাবধানে।।
এত শুনি শ্রীশৈলেশ কালীকে বলিল।।
প্রভুর আশীষ নিয়ে গৃহেতে চলিল।।
ষ্টিমার যোগেতে যাইবে দয়াময়।
কুড়ি টাকা দিল কালী ষ্টিমারের ব্যায়।।
দ্রুতবেগে চলি যায় শ্রীকালীচরণ।
এদিকেতে সাজিলেন ভক্ত বহুজন।।
প্রভুসনে সাজিলেন শ্রীপতি কুমার।
আর সাজিলেন শ্রীপতি কুমার।
আর সাজিলেন মহাজ্ঞানী যজ্ঞেশ্বর।।
বিচরণ মাধবেন্দ্র আর হরিপাল।
শালনগরেতে যাবে বিশ্বের ভুপাল।।
এই মত ভক্তগণ করিয়ে সংহতি।
শালনগরেতে প্রভু চলে হৃষ্টমতি।।
তরাইল হ'তে ষ্টিমারেতে চড়িয়ে।
অবিলম্বে শালনগরেতে পৌছে গিয়ে।।
কালী চরণের গৃহে হলেন উদয়।
দরশনে পার পাড়া হ'ল জয় জয়।।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।
পালেরা মিলিয়ে সবে করে হরিধবনি।
দ্রুত পদে আগু হ'য়ে এসে যত পাল।
ভক্তি চিত্তে গৃহে নিল বিশ্বের ভুপাল
স্ত্রী - পুরুষে সবে এসে চরণে পড়িল।
আনন্দ সাগরে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
আসনেতে বৈসে প্রভু পালের উল্লাস।
কেহ কেহ প্রভু অঙ্গে দিতেছে বাতাস
শয্যাপরে বসি সবে লভিল বিশ্রাম।
কিছুক্ষণ থাকি আরম্ভিল হরিরাম।।

উঠিল কীর্ত্তন হ'তে সুমধুর ধ্বনি।
বহু লোক এল ধেয়ে শুনিয়ে সে ধ্বনি।।
অগণিত লোক তথা হ'ল সংঘটন।
প্রভুর মোহন রূপ করে দরশন।।
বহু জনা শুনিতেছে মধুর কীর্ত্তন।
হাসে কাঁদে নাচে গায় দেখে সর্ব্বজন।।
বহুভক্ত আগমন হ'য়েছে তথায়।
সর্ব জন ভাসে'হরি প্রেমের গোলায়।
মধুর কীর্ত্তন শুনে যত নর নারী।
প্রেমেতে আপ্লুত কা'রো চক্ষে বহে বারি।।
মধুর কীর্ত্তন হয় শুনিতে রসাল।
এককালে মেতে গেল পালের ময়াল।।
প্রেমবন্যা মহাবেগে উথলে উঠিল।
প্রেমস্রোতে পালপাড়া ভাসিয়ে চলিল।।
কীর্ত্তনের ধবনি উঠে ভেদিয়ে গগন।
মনে হয় শুন্যমার্গে হ'তেছে কীর্ত্তন।।
শুন্য মার্গে শুনা যায় জয় হরিবোল।
মেঘের মন্ডল যেন দেবে বাদল।।
সেই ধ্বনি কেহ কেহ ক'রেছে শ্রবণ।
বলে তোরা হরিনাম ক্ষান্ত দে এখন।।
কিছুক্ষণ নাম ধ্বনি স্থগিত রাখিয়ে।
কর্ণ পাত রহে সবে উর্দ্ধমুখে চেয়ে।।
তবু শুনা যায় ধ্বনী পূর্ব্বের মতন।
গর্জ্জিয়ে উঠিল পুন মতুয়ার গণ।।
শুণ্যে হরি মর্ত্তে হরি বল হরিবোল।
পুনরায় উঠে তথা হিল্লোল কল্লোল।।
বীর রসে মাতি কেহ করে বীরদাপ।
কেহ বা উন্মত্ত হ'য়ে ব'লেছে প্রলাপ
কাহারো হ'য়েছে অভীষ্ট সাত্তিক বিকার।
কেহ বা ভুমেতে পড়ি করে হাহাকার।।
হেনভাবে নাম হয় মধুর মধুর।
নামক্ষান্ত করিবার আদেশ প্রভুর।।
শুনিয়ে প্রভু বাণী নাম ক্ষান্ত দিল।
কেহ মৃত্তিকায় কেহ শয্যাতে বসিল
কীর্ত্তন খোলায় কেহ আছে লোটাইয়ে।
কেহ কেহ নিল সবে ধরিয়ে ধরিয়ে।।
এদিকেতে করে সবে পাক আয়োজন।
নানাবিধ দ্রব্য কত কে করে গনন।
চিন্তা নামে এক ধনী বাতাসী বাসিনী।
আনন্দা নামিনী বুড়ী তাহার জননী।।

সেই বুড়ী রান্না করে বলি অন্নপূর্ণা।
কেঁদে বলে কৃপা করি এসে কর রান্না।।
কাঁদে আর রাধে বুড়ী ভাসে আখিজলে।
মেয়েদিগে নিয়ে রান্না সমাধা করিলে।।
বায়ান্ন ভাগেতে রান্না পরে জানা গেল।
ইহা ছাড়া মিষ্টি দ্রব্য কতই আনিল।।
এই মত হল তথা দ্রব্য আয়োজন।
শ্রীপতিকে নিয়ে প্রভু করেন ভোজন।।
আনন্দা নামিনী বুড়ি আর চিন্তামণি।
প্রভুকে করায় সেবা মাত ও নন্দিনী।।
পুটি নামে এক ধনী পরিচর্য্যা করে।
এ তিনের আখিজল ঝর ঝর ঝরে।।
মহানন্দে প্রভু মোর করেন ভোজন।
হরিধ্বনি দিয়ে সেবে মতুয়ার গণ।।
সবে বলে অদ্য কিবা হয়েছে রান্না।
মনে হয় এই রান্না করে অন্নপুর্ণা।।
কেহ দেয় কেহ লয় আনন্দে মাতিয়ে।
কেহ কেহ ভীর দেয় নাচিয়ে নাচিয়ে।।
কেহ কেহ পুন পুন বেড়ায় যাচিয়ে।।
মত্তোগণে বলে ভাই পারি না সেবিয়ে।।
এই ভাবে হ'ল তথা ভোজন সমাপন।
শয্যায় বসিল সবে করি আচমন।।
অতিরিক্ত ভোজে হয় যত মতুয়ার।
শয্যাপরে হ'ল তারা ঘুমেতে কাতর।।
শেষ যাবে জেগে সবে বলে হরি হরি।
সুপ্রভাত হইলরে সুখের শর্ব্বরী।।
প্রভাত হইতে নাম দ্বিতীয় প্রহর।
পূর্বরাগে করে কাম অতীব সুন্দর।।
পরে সবে স্নান ভোজ সমাপন করি।
পুনরায় বসিলেন ব'লে হরি হরি।।
বাতাসী গ্রামের ভক্ত ছিল বহু জন।
প্রভুর নিকটে গিয়ে করে নিবেদ।।
বাতাসী যাইতে হবে ওহে দয়াময়।
আমাদিগে দিতে হবে ও পদ আশ্রয়।।
এমত বিনয় বাক্য বলে সর্বজন।
প্রভু বলে কিবা কহে মতুয়ার গণ।।
মত্তোগণে বলে ইচ্ছা যেবা আপনার।
মহাপ্রভু বুঝিলেন সবার অন্তর।।
বাতাসী যাইতে প্রভু স্বীকার করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর বাতাসী গমন

বাতাসীর ভকগণে কাতরে প্রভুর স্থানে
নিজেদের বারতা জানায়।
ওহে প্রভু দীনবন্ধু আমাদের নাহি বন্ধু
তুমি বিনে দুঃখের সময়।
এক গৃহে অগ্নি লেগে দগ্ধ করে মহাবেগে
নিবারিত শক্তি না হইল।
বায়ান্ন বাড়ী ঘর পুড়ে হ'ল ছারখার
কোন গৃহে কিছু না রহিল।।
অশান্তি বাড়বানলে দহিতেছি সবে মিলে
শান্তি বারি করুনা সিঞ্চণ।
আপনার কৃপা বিনে রক্ষা নাই মনাগুণে
করিতে হইবে পদার্পণ।।
কাঁদিছে বিনয় ক'রে প্রভুর চরণ ধ'রে
শুনে সবে ব্যথিত হইল।
ভক্ত দুঃখে দুঃখি হ'য়ে বলে করুণা করিয়ে
সুস্থ হও বাপরে সকল।।
ঘরে মোরা চল যাই বিলম্বেতে কার্য্য নাই
যাব সবে ত্বরিত গমনে।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী মুহূর্ত্তেক পাল্কী আনি
নিল তুলি সাধনের ধনে।।
রাধানাথ পাল বাড়ী করি সবে দৌড়াদৌড়ি
সবে মিলে উপনীত হয়।
বাড়ী ঘর গেছে পুড়ে মত্তোগণে তাই হেরে
কেহ কেহ করে হায় হায়।।
সকলে দুঃখিত হ'য়ে গ্রামপানে দেখেচেয়ে
ঘর দ্বার কিছু মাত্র নাই
স্তূপাকৃত ভস্মরাশী রহিয়াছে রাশী রাশী
সব লোকে কেঁদে ছাড়ে হাই।।
প্রভু আগমন শুনে ধেয়ে এল বহুজনে
বাবা বাবা বলে হাই ছাড়ে।
নিজ নিজ মনোখেদে আকুল হইল কেঁদে
মুর্চ্ছা যায় ভুমিতলে পড়ে।।
বাড়ী ঘর কিছু নাই না খেয়ে মরি সবাই
কেমনেতে বাচাই প্রাণ।।
এসেছে জগত পিতা তুমি কি কল্যাণ দাতা
কর এবে যে হয় বিধান।।
এই রূপে নরনারী কাঁদিছে বিনয় করি
শ্রবণেতে ধৈর্য্য রাখা দায়।
বলিলেন সর্ব্বজন ব্যথিত সবারমন

সবে গুরুচাঁদ পানে চায়।।
কেহ কেহ মনখেদে জানাইল প্রভু পদে
মোরা এক ধারনা ক'রেছি।
পুজিব সে ব্রহ্মাদেবে তাহাই ভেবেছি সবে
আর কথা মনে ভেবেছি।।
ব্রাহ্মন না লাগাইব নিজেরাই পুজা দিব
সঙ্কল্প করিয়ে সর্ব্বজনা।
তুমি হে জগত গুরু ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু
আমাদের পুরাও বাসনা।।
তুমি প্রভু আদিদেব ব্রহ্মার ব্রহ্মণ্য দেব
কৃপা দানে কর না বঞ্চিত।
তুমি অগতির গতি তোমা বিনে নাই গতি
তব পদ সবার বাঞ্ছিত।।
পতিত পাবন নাম ব্যক্ত এই ধরাধাম
শুনি তব ভক্তগণ ঠাঁই।
তুমি প্রভু দীন বন্ধু অসীম করুণা সিন্ধু
সবে রক্ষা কর হে গোঁসাই।।
কাকে দিয়ে কি করিব আর কারে ডাকাইব
নিজ প্রভু কর সুবিধান।
তুমি অন্তর্যামী প্রভু তুমি হে বিশ্বের বিভু
এই পূজা কর সমাধান
এত বলি মন খেতে কেঁদে পড়ে প্রভু পদে
তাহে প্রভু দয়া প্রকাশিল।
ভক্তির্বাধ্য গুরুচাঁদ পুরাতে ভক্তের সাধ
নিজ গুণে স্বীকৃত হইল।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী ভারে ভারে দ্রব্য আনি
প্রভু ঠাঁই যতনে রাখিল।
আপনি ব্রহ্মণ্য দেব পুজিবারে ব্রহ্মাদেব
কৃপা করি আসনে লভিল।।
পুজিয়ে সে পদ্মযোনি গুরুচাঁদ গুণমণি
পুরাইল ভক্তের বাসনা।
নেহারিয়ে ভকতগণ প্রেমাবিষ্ট তনুমন
আখিনীরে ভাসে সর্ব্বজনা।।
বাতাসী গ্রামের লোক মনে হয় পুণ্যশ্লোক
ভক্তিবলে আনি গুরুচাঁদ।
বাসনা করিল পূর্ণ সবে হ'ল ধন্য ধন্য
ঘুচাইল মহা পরমাদ।।
নিরানন্দ দুরে গেল আনন্দ উদয় হ'ল
শান্তি বারি হ'ল বরিষণ।
আকাশে দুন্দুভি বাজে স্বর্গ হ'তে দেবরাজ
বৃষ্টিচ্ছলে বরিষে চন্দন।।
পরে চন্দনের বিন্দু উথলিল প্রেমসিন্ধু
মহাসিন্ধু উথলে যেমন।
ভেবে গুরুচাঁদ পদ আরম্ভিল নাম পদ
প্রেমে মত্ত মতুয়ার গণ।
হরি হরি হরি বলি গর্জ্জে দুই বাহু তুলি
ভীমনাদে করে হুহুকার।
বলিহারি দয়াময় চারি যুগে নাহি হয়
কভু হেন দয়াল অবতার।।
ধন্য প্রভু গুরুচাঁদ পুরাইল ভক্ত সাধ
ধন্য ধন্য দয়ার আধার।
মম মনে হয় সাধ করি তোমা আর্শীবাদ
ধন্য তব মানুষাবতার
ভক্তের মঙ্গল হেতু পাতিলেন কৃপা সেতু
ধন্য লীলা অতীব আশ্চার্য্য।
সূক্ষ্মধর্ম্ম প্রকটন সূক্ষ্মধর্ম সনাতন
প্রকাশিল অতুল ঐশ্বার্য্য।।
নাম গানে মত্ত হ'য়ে প্রেমসিন্ধু উথলিয়ে
তাহে মগ্ন ভকতের গণ।
নরনারী ছিল যত সবে হ'য়ে প্রেমাশ্রিত
হরি প্রেমে হ'য়েছে মগন।।
বাল বৃদ্ধ বাকী নাই কেঁদে কেঁদে ছাড়ে হাই
আর কহে ধন্য অবতার।
ধন্য ধন্য গুরুচন্দ্র নাশিতে ভক্তের সন্দ
তোমা বিনে কেহ নাই আর।।
এমত বিনয় করি কেহ কাঁদে ভুমে পড়ি
কেহ তারে ধ'রেছে তুলিয়া।
বর্ণিবারে নাহি পারি কেহ বলি হরি হরি
পুনরায় পড়িল ঢলিয়া।।
এই মত বহুক্ষন প্রেমাবিষ্ট তনু মন
পরে সবে সুস্থির হইল।
খেলিল মধুর খেলা দুরে গেল সব জ্বালা
কবি কহে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর কল্যাণপুরে গমন

অতঃপর নাম ক্ষান্ত করি সর্ব্বজন।
বসিয়াছে মৃত্তিকায় প্রেমাবিষ্ট মন।।
ক্রমে সবে সম্বরিয়ে হইল সুস্থির।
ভোজ দিতে ম'তোগনে চিত্ত করে স্থির।।

মহাপ্রভু বসিলেন গৃহের মাঝারে।
কেহ কেহ বসিলেন প্রভু সমিভ্যারে।।
ক্ষীর স্বর লুচি পুরি অগ্রেতে ভোজন।
অন্ন সেবা করিলেন আনন্দিত মন।।
প্রঙ্গণেতে মতোগণে বসিল ভোজনে।
মহুমূহু হরিধ্বনি করে সর্ব্ব জনে।।
পুন পুন ভীর দিয়ে ভোজ সমাপন।
অবশিষ্ট যারা ছিল করিল ভোজন।।
ভোজনান্তে সর্বজনা র'য়েছে বসিয়ে।
কল্যাণ পুরেতে ভক্ত বলে হৃষ্ট হয়ে।।
যেতে হবে সবাকার কল্যাণ পুরেতে।
প্রভুপার্শ্বে উপনীত ভক্তিযুক্ত চিতে।।
বিনয় বচন কহে প্রভু সন্নিধানে।
আখিজল-দর দর তাহার নয়নে।।
কল্যাণ পুরেতে প্রভু করেন গমন।
পদধুলী দিয়ে করে কল্যাণ সাধন।।
ভক্ত সনে মহাপ্রভু ভকত রঞ্জন।
পাল্কীতে চড়িয়ে প্রভু করেন গমন।।
পিছে পিছে ধায় যত মতুয়ার গণ।
কল্যাণ পুরেতে গিয়ে উপনীত হন।।
নেহারিয়ে বহু লোক আগু হয়ে রয়।
সবাকার মুখে শুধু করে জয় জয়।
বাটীপরে উপনীত হ'লেন যখন।
হুলুধ্বনি করিলেক যত রামাগণ।
ধরা ধরি করি সবে পাল্কী নামাইল।
গৃহ মাঝে গিয়ে প্রভু আসনে বসিল।।
কেহবা প্রভুর পার্শ্বে কেহ বা বাহিরে।
ভক্তগণ বসিলেন সবে হর্ষান্তরে।।
বহু নরনারী এল প্রভু আগমনে।
দন্ডবৎ করে সবে প্রভুর চরণে।।
কেহ বা প্রভুর পার্শ্বে কেহ বা বাহিরে।
ভক্তগণে বসিলেন সবে হর্ষান্তরে।।
দ্বারদেশে বহু লোক হ'ল সংঘটন।
বাহিরে থাকিয়ে কেহ ধ'রেছে কীর্ত্তন।।
সবে মিলি যোগদান করিল কীর্ত্তনে।
ধাইল গ্রামের লোক সই ধ্বনি শুনে।।
কীর্ত্তনের ধ্বনি যেন মত্ত সিংহরব।
বিষম বিক্রম করে মতুয়ারা সব।।
দিগন্ত ব্যাপীত করি চলে সেই ধ্বনি।
মেঘের মন্ডলে যথা গরজে অশনি।
সুমধুর হরিবোল ব'লেছে সবাই।
হাসে কাঁদে নাচে গায় তুল্য দিতে নাই।
কেহ বা কেঁদেছে বলে বাবা হরিচাঁদ।।
মহাবেগে ধেয়ে চলে প্রেমের তুফান।
নরনারী বহুজনা হ'য়েছে অজ্ঞান।।
স্ত্রী - পুরুষে ব'সে ব'সে শুনেছ কীর্ত্তন
আঁখিজলে অনেকে তিতিল বসন।।
কীর্ত্তন শ্রবণে কেহ হ'য়েছে বিহুষ।
ঢলিয়ে পড়িছে যত নারী কি পুরুষ।।
প্রেমাবেশে মাতিয়েছে মতুয়ার গণ।
অন্যান্য লোকের তাতে হ'ল জ্বালাতন।।
ক্রুদ্ধভাবে বলে কত কটুত্তর বাণী।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম না দেখি না শুনি।।
কেন দেখি কিবা প্রেম করে মতুয়ারা।
কেন সবে কেঁদে কেঁদে হয় দফা সারা।।
স্ত্রী - পুরুষ এক সঙ্গে করে হরিনাম।
লাজ লজ্জাহনি যত জুটেছে গোলাম।।
জাতিনাশা দুষ্টগণে হ'য়ে একত্তর।।
কুলধর্ম্ম একে বারে দিল ছারখার।।
কুলের কুলজাল'য়ে এই প্রেম করে।
হেরিয়ে মরমে মোরা যাইতেছি ম'রে।।
কোথা কার হরি এল ওড়াকান্দী গায়।
মুর্খগণ মুখে এই বাক্য শোভা পায়।।
হরি এসে কেন তথা জনম লভিবে।
হেন অসঙ্গত বাণী কভু না সম্ভবে।।
যত দুষ্ট জাতিনাশা মিশে একদলে।
দেশে দেশে ফিরে সদা হরি হরি ব'লে।।
কিসের বা হরিধ্বনি কিসের কীর্ত্তন।
জাতিনাশাগণে সবে তাড়াও এখন।।
এমত কর্কশ বাণী বলিয়ে বিস্তর।
নাম ক্ষান্ত করাইল ক্রোধিত অন্তর।।
ম'তোগণে রহে সবে শান্তভাব করি।
তথাপি ব'লেছে কেহ অতি গর্ব্ব করি।।
বিপুল কটুক্তি তাহা সহ্য করা দায়।
তবু কিছু নাহি বলে প্রভু দয়াময়।।
শুনিয়ে সে সব কথা বেদনা বাড়িল।
হেনকালে যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস বলিল।।

নম্রভাবে কহে কথা মৃদু মৃদু ভাষে।
শুনিতে আশয় করি তোমাদের পাশে।।
কি বলিতে চাহ সবে বলত এখন।
যার যার প্রাণে যত র'য়েছে বেদন।।
এত শুনি কহে কথা বিপক্ষের গণে।
বল দেখি মহাশয় ইহা কর কেনে।।
স্ত্রী - পুরুষে একসেন করে হরিনাম।
কুলেতে আরোপ কেন কর অপমান।।
লজ্জা ভয় তেয়াগিয়ে কুলের কামিনী।
পুরুষের সনে নাম করে সব ধনী।।
ওড়াকান্দি ভাবিতাম স্বয়ং অবতার।
এবে দেখি ভুল সেই ধারণা সবার।।
ওড়াকান্দি ব'লে আর না রইল বিশ্বাস।
স্বয়ং অবতার বলে ঘটে অবিশ্বাস।।
ভক্তাধীন ভগবান যদি গুরুচন্দ্র।
না করিত হেন কর্ম্ম ল'য়ে ভক্তবৃন্দ।
সাক্ষাতে থাকিত সবে করে অপকর্ম্ম।
কেমনে তাহাকে মোরা বলি পূর্ণব্রহ্ম।।
জুটিয়ে নিয়েছে যত অসতের দল।
কুলের কামিনী ল'য়ে বলে হরিবল।।
কেন করে ঢলাঢলি মেয়ে লোক নিয়ে।
কহ দেখি মহাশয় লইব শুনিয়ে।।
এত শুনি যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস সুমতি।
পুনরায় বলিলেন মধুর ভারতি।।
শুন এবে মম ঠাঁই সব বিবরণ।
কি কারন হেন ভাবে ক'রেছে কীর্ত্তন।।
শুধু নহেএই ভাব হয় এই দেশে।
বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যা বহে সর্ব দেশে।।
যাহার মধুর পেরমে বিশ্ব হয় বশ।
মিছামিছি কেন তাকে কহ কটুভাষ।।
আর এক কথা মম শুন সর্ব্বজনে।
অগ্নি দেখে পতঙ্গিনী থাকিবে কেমনে।।
দোষ নাহি করে প্রভু মতুয়ার গণ।
হরি প্রেমাবেশে মত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ।।
হরিবলে চ'খে যার বহে অশ্রুধার।
কেমনেতে দোষ কর্ম প্রাণে জাগে তাঁর।।
রামাগণে কাঁদে সবে ব'লে হরি হরি।
কেমনেতে দোষ কর্ম্ম করে কোন নারী।।
দোষ কর্ম করে যদি করে গোপনেতে।
সবার সমক্ষে দোষ করে কিবা মতে।।
নিজ স্বামী আছে দেখ অনেকের সঙ্গে।
হরিনাম করে শুনে সবে মনরঙ্গে।।
স্বামী বর্ত্তমানে দোষ করে কি প্রকারে।
কে বল হরি ব'লে ভাসে আখিনীরে।।
প্রেমেতে বিহ্বল চিত্ত হরি প্রেমে রসে।
প্রেমের সাগর মাঝে সবে চলে ভেসে।।
হরি বলে কাঁদিতেছে স্বামীর সংহতি।
কেমনে জাগিবে প্রাণে দুষ্কর্ম প্রবৃত্তি।।
হরিনামে হয় যদি দোষ কর্ম্ম ভবে।
সৎকর্ম কিবা হয় বল দেখি এবে।।
ওড়াকান্দি হইয়েছে পূর্ণ অবতার।
জীবগণে ভাসাইল প্রেমের পাথার।।
অর্পিত ছিল যাহা এই চারি যুগে।
অর্পন হইল তাহা কলি জীবে ভাগ্যে।।
বিতরিল নাম ব্রহ্ম সুধা হ'তে সুধা।
যে জন করিবে পান যাবে ভব ক্ষুধা।।
যত বলে হরিবল তত সাধ হয়।
নিজ হ'তে আসে জল বরিষর প্রায়।।
নাম মিলে হয় যদি জতি কুল ক্ষয়।
কেমনে হইবে মুক্ত কহ মহাশয়।।
কি বলিয়ে এলেভবে আছে কি স্মরণ।
কিবা সুখে আছ মত্ত ওহে বাছাধন।।
ভুলিয়েছে পূর্ব কথা জনমের মত।
আত্ম স্মৃতি নাহি তাই ব'লেছে এমত।।
আপনার প্রাণে ডাকি ভাব একবার।
কেমনে হইবে বল ভবনদী পার।।
কান্ডারী পাইয়ে তবু চিননা তাহায়।
মিছামিছি ডুবে থাক মোহ মদিরায়।।
হরিনাম নিলে নাকি হয় পাপকর্ম্ম।
কোথা শিখিয়েছ বল তোমার এ ধর্ম্ম।
এমত বলিতে হয় ভাবের উদয়।
কেঁদে কেঁদে সবে আসি পড়ে প্রভুপায়।।
বলে প্রভু ক্ষমা কর আমি অজ্ঞানান্ধ।
আপনাকে না চিনিয়ে বলিয়েছি মন্দ।।
তুমি হে জগৎ কর্ত্তা বুঝিলাম এবে।
তাই কর হেন লীলা সুমধুর ভাবে।।
তুমি হে জগৎ কর্ত্তা প্রভু গুরুচাঁদ।
বিশ্ব বিমোহিত কর পেতে প্রেমফাঁদ।
না জানিয়ে মুল মর্ম অনেক নিন্দেছি।
ম'তোগণ প্রতি বহু মন্দ বলিয়েছি।।

হেন ভাব প্রভু মোরা কভু দেখি নাই।
স্ত্রী - পুরুষে সবে মিলি কেঁদে ছাড়ে হাই।।
এবে মোরা বুঝিলাম কারণ ইহার।
হর্ত্তা কর্তা সব তুমি সর্ব মুলাধার।
এই মত বলি কেঁদে ধরণী লোটায়।
কৃপা করিলেন গুরুচাঁদ দয়াময়।।
অভয় দানিল প্রভু পতিত পাবন।
চরণে শরণ নিল পাষন্ডীর গণ।।
এত দেখি ম'তোগণে নাচে নানারঙ্গে।
পুনরায় ভেসে চলে প্রেমের তরঙ্গে।।
হাতে কাঁদে নাচে গায় মত্ত মাতোয়াল।
কেহ বলে দূরে গেল এ ভব জঞ্জাল।।
পাষন্ড দলন হরি নাম লহ মুখে।
হরি হরি হরি বল অনিবার মুখে।।
কেহ কেহ কীর্ত্তনেতে স্তব আরম্ভিল।
মৃদুস্বরে করে স্তব চক্ষে বহে জল।।
অগতির গতি তুমি পতিত পাবন।
নিজ গুণে কর প্রভু পাষন্ড দলন।।
তুমি আদি গুণনিধি সর্ব মুলাধার।
তুমি হর তুমি হরি ব্রহ্ম পরাৎপর।।
তুমি চন্দ্র তুমি সুর্য্য গ্রহ দিক্‌পাল।
স্থাবর জঙ্গম তুমি অতল ভুতল।।
এমত বিপুল বাক্যে করেছে মিনতি।
নয়নে বহিছে বারি যেন স্রোতিস্বতী।।
কীর্ত্তন হইল পুনঃ মধুর মধুর।
প্রকাশ হইল লীলা অতি সুমধুর।
নাহি কোন গন্ডগোল মধুমাখা নাম।
স্ত্রী- পুরুষে করিতেছে নাহিক বিরাম।।
বহুক্ষণ এই ভাবে হইল কীর্ত্তন।
পরেতে হইল সুস্থ মিলি সর্বজন।।
এই অবসরে করে পাক আয়োজন।
উপাদেয় খাদ্য কত বিবিধ ব্যঞ্জন।।
ঘৃতপক্ক দ্রব্য কত ভাজা বড়াবড়ি।
মিষ্টি অম্ল করি পাক রাখে সারি সারি।।
এই মত ভাবে তথা ভোজ সমাপন।
কবি কহে এই সেবা করিব বর্ণন।।

****

প্রভুর সেবা ও ভক্তগণের মিনতি

তথা হল পাক ব্যঞ্জনাদি শাক
ডাল ডালনা পরমান্ন।
অন্নদি অম্বল আর অৎস্য ঝোল
প্রভুর সেবার জন্য।।
ঠাকুরের স্নান করে সমাধান
করি অতি সযতনে।
সুশীতল বারি এনে কুম্ভ পুরি
যতেক রমণী গণ।।
উত্তম আসনে বসায়ে যতনে
ক'রেছে প্রভুর সেবা।
মতুয়ার গণ স্নান সমাপন
আর আর ছিল যেবা।।
বিপক্ষ সাপক্ষ সব হ'ল এক্য
প্রেমানন্দে ভোজ করে।
ভয় ঘুচে গেল হরি হরি বল
ভরি দিল প্রেম ভরে।।
ভ্রম অন্ধকার ঘুচিল এবার
ভক্তির উদয় হ'ল
প্রভু গুরুচাঁদ পেতে প্রেমফাঁদ
পাষন্ড দলন কৈল।।
কেহ বলে ভাই আর শঙ্কা নাই
এসেছে দয়ার নিধি।
হরিবল ভাই আর শঙ্কা নাই
এসেছে দয়ার নিধি।
হরিবল ভাই চল পারে যাই
পার হব বেদ বিধি।।
নামের তরণী সযতনে আনি
বাঁধিয়েছে ওড়াকান্দি।
ডাকে বারে বারে দয়াল আমার
অপার করুণা নিধি।।
কান্ডারী আইল শুভযোগ হ'ল
পারে যেতে শঙ্কা নাই।
হরি হরি বলি হ'য়ে কুতুহলি
প্রেমে ভরে চল যাই।।
এই মত ক'রে বলি বারে বারে
ভোজন সমাধা কৈল।
তাম্বুল চর্বন করে কোন জন
সবে হরষিত হ'ল।।
প্রভু গুরুচাঁদ করিতে কল্যাণ
ক'রেছে মধুর লীলা।
কবি কহে ভাই বেলা আর নাই
হরিপদ কর ভেলা।।

☆☆☆☆

মহাপ্রভুর কামারগ্রামে যাত্রা

কামার গ্রামেতে ভক্ত নামে চিন্তারাম।
অনুক্ষণ জপে হৃদে গুরুচাঁদ নাম।।
ভক্তিভরে দাঁড়াইয়ে প্রভুর নিকটে।
গললগ্নি কৃতবাসে কহে করপুটে।
কামার গ্রামেতে প্রভু চল কৃপা করি।
পবিত্র করিতে হবে সেই ভগ্ন পুরী।
বলিতে না পারে কথা আখি ছল ছল।
বয়ান বাহিয়ে তার বহে অশ্রুজল।।
মহাপ্রভু কৃপা করি স্বীকার করিল।
অগ্রভাবে চিন্তারাম দৌড়িয়ে চলিল।।
অপরেতে মহাপ্রভু ভক্তগণ নিয়ে।
চিন্তারামের ঘরে উপনীত গিয়ে।।
কি করিবে চিন্তারাম বাহ্য স্মৃতি নাই।
গুরুচাঁদ ব'লে কেঁদে ছাড়িতেছে হাই।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।
মতুয়ারগণ সবে করে হরিধবনি।
মহাপ্রভু বসিলেন হ'য়ে কুতুহলী।
প্রভু পদে চিন্তারাম দিল পুস্পাঞ্জলী।।
চারিদিকে ভক্তগণ বৈসে সারি সারি।
প্রভুপদ ধরি কাঁদে চিন্তারাম নারী।।
সুমধুর বাক্য প্রভু তাহাকে সান্তায়।
মতুয়াগণে প্রাণে আনন্দ উদয়।।
প্রভু আগমনে বহু লোক আগমন।
নর নারী এল কত কে করে গণন।।
মতুয়ারা প্রেমে মেতে নাম আরম্ভিল।
প্রেমের পাথারাে সবে ভাসিয়ে চলিল।
কুল ভেঙ্গে ঢেউ লেগে হ'ল একাকার।
বাল বৃদ্ধ নরনারী না আছে বিচার।।
মহাবাতে পড়ে যতা কদলীর বন।
তেমনি ভাবেতে সবে প্রেমেতে মগন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কেহ মারে লম্ফ।
মনে হয় যেন অদ্য হয় ভুমিকম্প।।
অন্যান্য যতেক লোক তথা এসেছিল।
নেহারিয়ে মহাভাব বিস্মিত হইল।।
কেহ বলে হেন ভাব না দেখি না শুনি।
ধন্য ধন্য প্রভু গুরুচাঁদ গুণমণি।।
এত বলি পড়ে ঢলি কীর্ত্তন মাঝারে।
ভাসিয়ে চ'লেছে সবে প্রেমের পাথারে।।
বহুক্ষণ হেনভাবে হইল কীর্ত্তন।
রান্না আয়োজন কেহ না করে কখন।।
চিন্তারামের রমণী গিয়ে রান্না করে।
কাঁদে আর রান্না দ্রব্য আয়োজন করে।।
হেনকালে গুরুচাঁদ বলিলেন যেচে।
খেতে দাও চিন্তারাম ক্ষুধা হইয়েছে।।
এত শুনি চিন্তারাম ধায় উভরায়।
পাকের বিলম্ব হেরি করে হায় হায়।।
আপনার রমণীকে ব'লেছে বচন।
বিলম্ব ক'রেছ কেন করিতে রন্ধন।।
প্রভু মোর খেতে চায় কি করি এখন।
এত বলি চিন্তারাম ব্যাকুলিত মন।।
পুনরায় চিন্তারাম স্থানে গুরুচাঁদ।
ক্ষুধা হ'লে খেতে দাও না কর বিষাদ।।
এত শুনি চিন্তারাম করে দৌড়দৌড়ি।
ব্যস্ত হ'য়ে দেখে রান্না হ'ল কোন বাড়ী।।
এক গৃহ হ'তে পুনঃ অন্য গৃহে যায়।
পাকের বিলম্ব হেরি করে হায় হায়।
এই ভাবে বহু গৃহ করিল ভ্রমণ।
কোন গৃহে না হ'য়েছে রান্না সমাপন।।
নেহারিয়ে চিন্তারাম করে হায় হায়।
ক্ষুধায় কাতর হ'ল প্রভু দয়াময়।।
বহু গৃহ ভ্রমি পরে নিজ গৃহে এল।
আকুল হইয়ে বড় কঁদিতে লাগিল।।
হায় হায় কি করিব কি হইল মোর।
রান্না না করিল কেহ প্রেমেতে বিভোর
প্রভু মোর খেতে চায় কি হবে এখন।
কোন গৃহে না হ'য়েছে রান্না সমাপন।।
এদিকেতে প্রতি গৃতে যত রামাগণ।
শশব্যস্ত হয়ে করে রান্নাসমাপন।।
রন্ধনীয় দ্রব্য যত যে যাহা করিল।
ব্যস্ত হ'য়ে সব নিয়ে ধাইয়ে চলিল।।
চিন্তারাম গৃহে নিয়ে রাখে ভারে ভার।
সব লোক নেহারিয়ে লাগে চমৎকার।।
বহু গৃহ হ'তে বহু দ্রব্যাদি আইল।
বহুলোকের বহু অন্ন আমদানী হ'ল।
এদিকেও রান্না হ'ল চিন্তারাম ঘরে।
প্রভু বলে খেতে দাও বিলম্ব না করে।।
অতিব আশ্চার্য্য লীলা করে দয়াময়।
বুঝিতে কাহার শক্তি আছে এ ধারায়।।
মহাপ্রভু বসিলেন করিতে ভোজন।
বহু দ্রব এনে দেয় যত রামাগণ।।

যার গৃহে যেবা যাহা করেছে রন্ধন।
দধি দুগ্ধ আনে কেহ কতনা যতন।।
সংখ্যাতীত দ্রব্য তাঁর নাম লব কত।
শাক শুক্তা আদি করি আনে সাধ্যমত।।
সেবিলেন মহাপ্রভু হ'য়ে হৃষ্ট মন।
জগন্নাথ ভোগ ব'লে করে দরশন।।
যেমতি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দদুলাল।
রাখালের সনে যায় চরা'তে গোপাল।।
মুনি পত্নি দ্বারে অন্ন ভিক্ষা মেগে ছিল।
অদ্য প্রভু সেই ভাব হেথায় করিল।।
চিন্তারামে সাজাইল রাখালের প্রায়।
দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিয়ে বেড়ায়।
মুনি পত্নিগণ সম যতেক রমণী।
অন্ন হস্তে এল ধেয়ে যথা চিন্তামণি।।
সেই মত সব ধনী প্রভুকে খাওয়ায়।
কৃষ্ণবেশে যেন সেবা করে দয়াময়।।
বৃন্দাবন লীলা চিন্তারামের গৃহেতে।
জয়ধ্বনি হরিধবনি পৈল চারিভিতে।।
ধন্য ধন্য চিন্তারাম ভাগ্যবান অতি।
যে গৃহেতে হেন লীলা করে বিশ্বপতি।।
ধন্য যত নারীবৃন্দ ধন্য শতবার।
প্রভু লাগি যাহাদের এমত ব্যাভার।
এত বলি ম'তোগণ প্রেমে পুলকিত।
গোষ্টলীলা আবেশেত কেহ গায় গীত।।
কেহ বলে ওরে সখা দেখরে চাহিয়ে।
মুনিপত্নিগণ সবে এল অন্ন নিয়ে।।
উর্দ্ধশ্বাসে এসেছে সে মুনিপত্নিগণ।
কেঁদে বলে কোথা বাপ ব্রজেন্দ্র নন্দন।।
এই মত পদ ধরি ক'রেছে রোদন।
প্রেমাবেশে মত্ত হয়ে ভাসে দু'নয়ন।।
মহানন্দে মেতে প্রভু করেন ভোজন।
অপরে করিল ভোজ মতুয়ারগণ।।
কেহ দেয় কেহ লয় বলে হরিবোল।
হরিব'লে ভীর দিল মতুয়া সকল।।
খেয়ে দেখে সব রান্না একই সমান।
আশ্চার্য্য গণিল সব মতুয়া সন্তান।।
একই সুস্বাদু হয় এ সকল রান্না।
সব গৃহে রান্না যেন কৈল অন্নপূর্ণা।
কোথা হ'তে আসে অন্ন কে এনে যোগায়।
ত্রৈলক্যে ফুরাতে নারে হেন জ্ঞান হয়।।
ধন্য ধন্য গুরুচাঁদ ধন্য তব লীলা।
বুঝিতে কাহার সাধ্য প্রভুর এ খেলা।।
ধন্য ধন্য ওড়াকান্দি পূর্ণ লীলা সার।
হয় নাই হবে নারে হেন অবতার।।
এমত বলিয়ে ভীর দিল সর্বজন।
মহানন্দে করে সবে ভোজন সমাপন।
বাল বৃদ্ধ কেহ আর বাকি না রইল।
তথাপি বহুত অন্ন মজুত থাকিল।।
বড়ই অদ্ভুদ লীলা বোঝা বড় দায়।
চিন্তারামের গৃহে হইল অন্নময়।।
এযাবত চিন্তারাম দৈন্যভাবে ছিল।
অন্নাভাবে বহুকষ্টে জীবন কাটিল।।
অদ্য তাহা ঘুচাইল ভকত বৎসল।
লীলার প্রসঙ্গে প্রভু করে এ কৌশল।।
নাশিল ভক্তের দুঃখ ভকত রঞ্জন।
প্রভুর কৃপায় হ'ল অন্ন সংস্থাপন।।
প্রতি গৃহে ভিক্ষা করি অভাব ঘুচিল।
কৃপা করি কৃপাময় দুঃখ বিনাশিল।।
এই উপাখ্যান যেবা করিবে পঠন।
কিম্বা যেবা ভক্তি ভরে করিবে শ্রবণ।।
দৈন দশা কেটে যাবে প্রভুর কৃপায়।
অন্নাভাব কেটে গিয়ে লক্ষীবন্ত হয়।।
মধুর লীলা প্রভু তথায় করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরিহরি বল।।

মহাপ্রভুর গোফাডাঙ্গা গমন

তথা হ'তে মহাপ্রভু ভক্তগণ ল'য়ে।
গোফাডাঙ্গা উপনীত হইলেন গিয়ে।।
সাধনা নামিনী দেবী নবকৃষ্ণ সুত।
সাধনে যোগিনী সমা অতি ভক্তিযুত।।
হরিগুরুচাঁদ নাম জপে দিবানিশী।
অনুক্ষণ থাকে হরি প্রেমনীরে ভাসি।।
সেই গৃহে উপনীত প্রভু গুরুচন্দ্র।
প্রভুকে হেরিয়ে হ'ল অতুল আনন্দ।।
নয়নেতে প্রেমবারি হ'তেছে পতন।
অঙ্গ কাঁপে ঘন ঘন প্রেমেতে মগন।।
বসিতে আসন দিল অতীব যতনে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে প্রভুর চরণে।।
ভক্তগণে বসাইল আদর করিয়ে।
প্রেমধারা দু'নয়নে পড়েছে বাহিয়ে।।

সাধনা দেবীর ভ্রাতা নামেতে যাদব।
প্রভুকে প্রণাম করে হৃদয় উৎসব।।
ভক্তি ভরে মতোদেরবন্দিল চরণ।।
কা'র সনে করিলাম প্রেম সম্ভাগণ।
বহুলোক সমাগম হইল তথায়
ভক্তিভরে প্রণামিল মহাপ্রভু পায়।
মতুয়ারা হরি বলে ধ'রেছে কীর্ত্তন।।
সবার হয় তাহে প্রেমাবিষ্ট মন।।
কেহ হাসে কে কাঁদে কেহ বলে হরি।
ভূমেতে পড়িয়ে কেহ যায় গড়াগড়ি।
মহাবেগে প্রেমবন্যা বাহিয়ে চলিল।
নদীর জলেতে ধারা ক'রেছে স্নান।
বিস্মিত হইয়ে শুনে হরিগুন গান।।
কেহ্ কেহ্ পার হ'য়ে এলেন এপারে।
মতুয়ার সনে মিশে নাম পদ করে।।
এই রূপে যত লোক আসিল তথায়।
সবাকার প্রেমধারা দু'নয়নে বয়।।
তথায় হইল এক আশ্চর্য্য ঘটন।
প্রভুপদে প্রণমিল দ্বিজ একজন।।
তাহার বসতি হয় জয় পুরো গায়।
সবিস্ময়ে নেত্রে সে প্রভুর পানে চায়।।
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সেই দ্বিজ।
এম-এ,বি-এল করে পাশ রূপে মনোসিজ।।
সেই দ্বিজবর হয় অতীব সদৃজ্ঞানী।
বার বার প্রভুরূপ নীরখয় তিনি।।
উনবিংশ চিহ্ন হেরে প্রভুর অঙ্গেতে।
ছিন্ন তরু সম পড়ে প্রভুর পদেতে।।
প্রভু বলে একি কর শুনহ ব্রাহ্মণ।
আমাকে প্রণাম তুমি কর কি কারণ।।
আমি হই নমশুদ্র তুমি দ্বিজবর।
মম ঠাঁই কেন তুমি মাগ পরিহার।।
দ্বিজবর বলে তুমি ভকত রঞ্জন
ভগবান অঙ্গ চিহ্ন করেছ ধারণ।।
তুমি হও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য দেবতা।
চিহ্ন হেরি তব পদে নোয়াইনু মাথা।।
সর্ব্ব জাতিশ্বর তুমি প্রভু রসময়।
চিহ্ন দরশন করি চিনেছি তোমায়
ফাকি দিয়ে ভুলাইতে পারিবে না কভু।
তুমি আদি গুণনিধি হও বিশ্ব বিভু।।

প্রভু বলে কিবা চিহ্ন আমাতে রয়েছে।
বল দেখি ওহে দ্বি শুনি তব কাছে।।
দ্বিজবর বলে তবে করহ শ্রবণ।
শুনিতে বাসনা তব বুঝিনু এখন।।

শ্লোক

পঞ্চঃ সুক্ষ্ম পঞ্চ দীর্ঘ সপ্ত রক্ত সড়োম্বত।
ত্বং রষ্য পৃত্তি গাম্ভীর্য্য দ্বাবিংশ লক্ষণ মহান।।
এক দুই তিন চিহ্ন যাহার দেখিবে।
অবশ্য মহাপুরুষ বলিয়ে জানিবে।।
অঙ্কুশ কুলীশ পদ্ম ধনু পদ যব।
মীনপুচ্ছ উদ্ধরেখা হেরিলাম সব।।
অজানুলম্বিত বাহু করেছ ধারণ।
চৌরাশ ললাট কেন করে সুশোভন।।
প্রভু বলে শান্ত হও দ্বিজের নন্দন।
আর না বলিও কভু এ হেন বচন।।
সর্ব্বজনা শুনে তাহা অবাক হইল।
প্রেমা বিষ্ট হ'য়ে সবে কাঁদিতে লাগিল।।
কেহ বলে ধন্য ধন্য তুমি মহাজন।
অবিলম্বে চিনিয়েছ সাধনের ধন।।
কেহ কেহ বলে ভাই মোরা কি করিনু।।
পাইয়ে অমূল্য নিধি চিনিতে নারিনু।।
কেহ বলে শুভযোগ হ'য়েছে উদয়।
কৃপা করি দিল দেখা প্রভু দয়াময়।।
কুবিষয় বিষানলে বিদগ্ধ হইনু।
সর্ব্বস্ব হারিয়ে এবে কাঙ্গাল সাজিনু।।
এমত বলিয়ে কেহ ক'রেছে রোদন।
কৃপা করি দেহ প্রভু ও রাঙ্গা চরণ।।
যদি প্রভু কৃপা করি এসেছ এবার।
আকুল বারিধি প্রভু সবে কর পার।।
এইভাবে প্রেম বন্যা উথলে উঠিল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
সাধনা রেখেছে ঢেউ হৃদয় পুরিয়ে।
বিন্দু বিন্দু প্রেমধারা পড়িছে বাহিয়ে।।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বহে অনিবার।
মনে হয় যেন অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।।
পাদহীনা হ'য়ে দেবী রহে মৃত্তিকায়।
স্ফোটন আকার প্রতি রোমকুপ হয়।।
মতুয়ার গণ সবে ভাবেতে বিভোর।
চেয়ে আছে প্রবু পানে যেমতি চকর।।

বহুক্ষণ এইভাবে অতীত হইল।
আগত মধ্যাহ্নকাল সকলে হেরিল।।
কোন ধনী ব্যস্ত হ'য়ে করেছে রন্ধন।
নানাবিধ দ্রব্য আদি করিয়ে যতন।।
অপরে হইল শান্ত মিলিয়া সকলে।
স্নান করিবারে চলে নবগঙ্গা জলে।।
এদিকেতে বৈসেপ্রভু শ্রীপতির সনে।
সাধনা করায় সেবা ভক্তিযুক্ত মনে।।
যশোদা আবেশে ধনী সেবে দুই জনে।
বাৎসল্যে ধারা বহে দেবীর নয়নে।।
মতুয়ারগণ সবে বৈসে প্রাঙ্গণেতে।
ভোজন করিল সবে আনন্দিত চিতে।।
এইভাবে করে লীলা প্রভু গুরুচাঁদ।।
কবি কহে হরি বল পাইবে আহ্লাদ।।

☆☆☆☆☆

মহাপ্রভুর জয়পুরে গমন

পরে অপরাহ্নকালে, সব ভক্তগণ মিলে,
চলে প্রভু জয়পুর দিকে।
প্রভুর অপার লীলা,, মরি কিবা মধুর খেলা,
ভকতেরগণ সকৌতুকে।।
দৌড়ে গিয়ে শ্রীশৈলেশ, শয্যার করে সুবেশ,
প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিল।
সঙ্গেতে সাধনা চলে, ভাসিতেছে আঁখিজলে,
জয়পুর উদয় হইল।।
রসনার গৃহমাঝ, মহাপ্রভু রসোরাজ,
বসিলেন হইয়া।
প্রভুপদে প্রণমে আসিয়ে।।
কেহ চলে অতি দ্রুত, লোহাগড়া বাজারেতে,
বাজার করিয়ে সঙ্গে লয়।
মৎস্য ডালতরকারী, বাতাসা চিনি মিছরি,
দধি দুগ্ধ যেবা যত পায়।।
অপরেতে সবে মিলি, মন হ'য়ে কুতুহলী,
করিতেছে নাম সংকীর্ত্তন।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে, হিয়ে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
কেহ কেহ ভুমে অচেতন।।
কেহ জয় হরি বলে, ভাসিতেছে আঁখিজলে,
কেহ কেহ করিতেছে হুঙ্কার।
সে ধ্বনি উঠে আকাশে, গ্রামবাসী কেহ এসে,
প্রভু পদে মাগে পরিহার।।
প্রতিবাসী যত ছিল, বহু লোক ধেয়ে এল,
করে গুরুচাঁদে দরশন।
কেহ কেহ হরি বলে, ম'তোদের সঙ্গে মিলে,
প্রেম রসে হইল মগন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায়, ভুমে গড়াগড়ি যায়,
প্রেমে মেতে বলে হরি বোল।
নরনারী অগণন, শুনে সেই সংকীর্ত্তন,
সবে বলে হরি হরি বোল।
ভীমনাদে বলে হরি, যেন মদ মত্ত করি,
সেই মত গর্জ্জে কোন জন।।
ভাবের নাহি অভাব, ক'রেছে মতুয়া সব,
মহাভাব হইল কীর্ত্তনে।
ভক্তা শুভঙ্করী দেবী, গুরুচাঁদে হৃদে ভাবি,
পাকশালে করিতেছে পাক।
বলে কোথা অন্নপূর্ণা এবে এসেকর রান্না,
লাবাড়া ব্যঞ্জন শুক্তা শাক।।
কোথা মা অন্নদায়িনী, ডাকিয়ে তব নন্দিনী,
এস মাগো এসহে সত্বরে।
অধিষ্ঠান কর অন্নে, ডাকে দীনহীন কন্যে,
এস হেথা নিজে কৃপা করে।।
এই মতো কাঁদে দেবী, শুভঙ্করী পদ ভাবি,
রান্না কার্য্য করে সমাপন।
হরষিত হ'য়ে হৃদে, স্নান করি গৃহ মধ্যে,
করাইতে প্রভুকে ভোজন।।
এদিকে মতুয়া যত, হ'য়ে সবে ভাবাশ্রিত,
প্রেমের ধারা বহিতেছে অঙ্গেতে।
প্রেমেতে হ'য়ে বিভোর, সাজিয়ে প্রেম চকর,
ভেসে যায় প্রেমের তরঙ্গে।।
পরে সবে হ'য়ে শান্ত, করিলেন নাম ক্ষান্ত,
সুস্থ চিতে বসিল ধরায়।।
দেবী গিয়ে বলে সবে, শুনহে মহত সবে,
ভোজ নিতে হ'য়েছে সময়।।
ব্যস্ত হ'য়ে মতোগণ, আনন্দিত সর্ব্বজন,
ভোজনের ঠাই ক'রে নিল।
গৃহ মাঝে গুরুচন্দ্র, সঙ্গে শ্রীপতি প্রসন্ন,
আনন্দেতে ভোজন করিল।।
প্রাঙ্গণেতে ভক্তগণ, হ'য়ে হরষিত মন,
ভোজ কর্ম্ম সমাধা করিল।
হরি বলি ভীর দিয়ে, প্রেমেতে পুর্ণিত হ'য়ে
সবে গিয়ে আচমন কৈল।।

হরি কথা আলাপনে, যতেক মতুয়াগণে,
তাম্বুলাদি সেবে কোন জন।
প্রেমাবিষ্ট তনু মন, করে নিশি জাগরণ,
প্রভাতি গাহিছে সর্ব্বজন।।
পরেতে জাগিল প্রভু, গুরুচাঁদ বিশ্ব বিভু,
ভক্ত সনে করিব গমন।
হেনকালে শুভঙ্করী, পুত্রবধূ সঙ্গে করি,
প্রভু পদে প্রণমে তখন।।
কুন্দসী যাইব বলি, সবে হ'য়ে কুতুহলী,
হরিধ্বনি করিল সঘনে।
কবি কহে সুবচন, হরি হরি বল মন,
যম ভয় রবে না নিদানে।।

*****

কুন্দসী ভ্রমণ

কুন্দসী গ্রামেতে নামে ভক্ত হরিপাল।
তাহার আদিষ্ট দেব শ্রীশ্রীহরিপাল।।
পালের মধ্যেতে যেবা পালের ভুপাল।
গোবিন্দ পালের বেটা করে ঠাকুরাল।।
পালের ময়াল করিয়েছে হরিভক্ত।
সে হইতে পাল বংশ সবে অনুরক্ত।।
ভক্তগণ সঙ্গে চলে বিশ্বের ভুপাল।
শুনিতে পাইল যত কুন্দসীর পাল।।
দৌড়ি গিয়ে জানাইল ভক্ত হরিপাল।
নাচিয়ে উঠল যেন পালের ময়াল।
কেহ ব্যস্ত হ'য়ে গিয়ে আনে গুরুচাঁদে।
আখি জলে ভাসে আর হরি ব'লে কাঁদে।।
এইভাবে গুরুচাঁদ হইল উদয়।
পালের রমণীগণে দিল জয় জয়।।
চারিদিকে হ'তে বহু এল নরনারী।
আপনা পাশরি যায় প্রভুরূপ হেরি।।
শ্রীহরিপালের নারী প্রেম -কুতুহলে।
ফুলহার দোলাইল শ্রীপ্রভুর গলে।।
আর মালা দোলাইল শ্রীপতি ঠাকুরে।
প্রভুপদে প্রণমিয়ে ভাসে আঁখিনীরে।
চলি যায় প্রভু সেবা আয়োজন তরে।
কি দিব কি দিব বলি, ভাবিছে অন্তরে।।
কেঁদে কেঁদে রান্না কার্য্য করে সমাপন।
এদিকেতে হরি কথা কহে সর্ব্বজন।।
তাহাতে হইল কা'রো ভাবের উদয়।
প্রেমাশ্রিত হ'য়ে কা'রো চক্ষে ধারা বয়।।
কিছুক্ষণ এইভাবে অতীত হইল।
স্নান আন্তে মহাপ্রভু ভোজন করিল।।
ভক্তগণ ভোজ কর্ম্ম সমাধা করিয়ে।
শুভযাত্রা করিলেন প্রভুকে লইয়ে।।
সব পাল এসে প্রভু পদে প্রণমিল।
পালদের প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

পদুমা ভ্রমণ পূর্বক লোহারগাতী গমন

লোহারগাতী নিবাসী শ্রীযাদব ঢালী
গুরুচাঁদ পদ চিন্তে হ'য়ে কুতুহলী।।
কবি রসরাজ হয় অভীষ্ট দেবতা।
গুরু ব'লে সেই পদে নোয়াইল মাথা।
সেই মহাত্মন তথা ছিল উপস্থিত।
প্রভু ঠাই কহে বাণী হ'য়ে হরষিত।।
লোহার গাতীতে প্রভু চলুন এবার।
বাসনা করুণ পূর্ণদয়ার আধার।।
মহাপ্রভু সেই বাক্যে সম্মত করিল।
ভক্তগণ সঙ্গেকরি তখনি চলিল।।
পথিমধ্যে শ্রীযাদব ব'লেছে বচন।
অগ্রভাগে পদুমায় করুন গমন।।
যাদব নামক ভক্ত প্রদেশেতে আদি।
অগ্রে যেতে সেই গৃহে সবাকার নিধি।।
কালীনগরের কর্ত্তা এদেশে আসিয়ে।
প্রথম দিলেন নাম পদুমায় গিয়ে।।
কবি রসরাজ অগ্রে এল পদুমায়।
আপনার প্রেমস্রোতে সবাকে ডুবায়।।
সে কারণ অগ্রে যেতে হবে পদুমায়।।
মম নিবেদন প্রভু ওই রাঙ্গা পায়।
এতেক শুনিয়ে প্রভু আনন্দিত কায়।
তোমার যে বাঞ্ছা বাপ আমার তা হয়।।
এত শুনি সে যাদব আনন্দে ভাসিল।
ভক্তগণ সঙ্গে করি পদুমা পশিল।।
যবে মোর গুরুচাঁদ হ'লেন উদয়।
প্রেমভরে রামাগণ করে জয় জয়।।
প্রভুকে হেরিয়ে সেই যাদব মল্লিক।
আখি জলে বক্ষঃ ভাসে পরম নৈষ্ঠিক।।
অগতির গতি পেয়ে অতুল আনন্দ।
হাত না বাড়াতে পেল অকলঙ্ক চন্দ্র।।

ভক্তিভরে আশু হয়ে লইল প্রভুকে।
গৃহমাঝে বসাইল পরম কৌতুকে।।
প্রেমোম্মত্তা হয়ে সেই যাদব ঘরণী।
মহাপ্রভু পদতলে লোটায় ধরণী।।
যাদবের কন্যা এক নামে দৈবকিনী।
প্রভুপদ চিন্তে ধনী দিবস যামিনী।।
শৈশব বিধবা হয়ে রহে পিতৃগৃহে।
পবিত্রা হইয়ে ধনী অনুক্ষণ রয়ে।।
গুরুচাঁদ পদ বিনে অন্য চিন্তা নাই।
হরিগুরুচাঁদ পদ বিনে অন্য চিন্তা নাই।
হরিগুরুচাঁদ বলে সদা ছাড়ে হাই।।
মাতৃসনে প্রভু পদে প্রণাম করিল।।
প্রেমেতে বিহ্বল হয়ে কাঁদিতে লাগিল।।
যাদবের নারী হয় নামে ইন্দুমতি।
দেবতা স্বরূপ জানি ভজে নিজপতি।।
আজীবন সেই ধনী স্বামী অনুরক্তা।
প্রকৃত প্রস্তাবে ধনী হন হরিভক্তা।।
পাদ্য অর্ঘ নিয়ে পূজে প্রভুর চরণ।
মায়ে ঝিয়ে করে দান ঝোরে দু'নয়ন।।
নেহারিয়ে মতোগণে প্রেমেতে বিহ্বল।
উচ্চৈঃস্বরে বলে সবে জয় হরি বল।
ক্রমে যত প্রতিবাসী সকলে আইল।
প্রভুর চরণে সবে প্রণাম করিল।।
কেহ বা রহিল তথা কেহ যায় ঘরে।
এদিকেতে মতোগণে নাম পদ করে।।
প্রেমরসে ডগমগ মতুয়ার গণ।
প্রেম সাগরেতে কেহ খেলে সন্তরণ।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়ার সকল।
বীর রসে মেতে কেহ বলে হরিবল।।
পদুমানিবাসী বহু নরনারী গণ।
উর্দ্ধশ্বাসে এল ধেয়ে শুনিতে কীর্ত্তন।।
মত্ত করীবর সম গর্জ্জে মতুয়ারা।
কেহ বা করুণ রসে হল মতোয়ারা।
যাদব নেচেছে রঙ্গ কীর্ত্তনের মাঝে।
উন্মত্ত মাতঙ্গ সম কীর্ত্তনে গরজে।।
প্রেমাবেশে মত্ত সেই যাদব মল্লিক।
হরিভক্ত মহাসাধু পরম নৈষ্ঠিক।।
এই ভাবে বহুক্ষণ হইল কীর্ত্তন।
ওদিকেতে করিয়েছে রান্না সমাপন।।
নানাবিধ দ্রব্য তাহে হয়েছে রন্ধন।
নাম ক্ষান্ত করি সবে করিল ভোজন।

যাদব চলিল তথা প্রস্তাব হইল।
যাদব মল্লিক শুনে আনন্দে ভাসিল।।
ধন্য রে যাদব ঢালি ধন্য মহাশয়।
প্রেম ঋণী চিরতরে করিলি আমায়।।
যাদবের এই ঋণ শোধিতে নারিব।
কি দিয়ে যাদব তোমা সন্তোষ করিব।।
কি বা বর দিব তোমা খুজিয়ে না পাই।
জন্মে জন্মে থাক তুমি মহাপ্রভু ঠাঁই।।
এ কর্মের বিনিময় নাই কিছু দিতে।
কি দিয়ে তোষিব তোমা মতোগণ ভিতে।।
এত বলি শ্রীযাদব করিয়ে রোদন।
যাদবে ধরিয়ে দিল প্রেম আলিঙ্গন।।
দোহে করে দোহাকারে প্রেম সম্ভাষণ।
দুজনার প্রেমধারা হয় বরিষণ।
ভাব হেরে সর্ব্বজন আনন্দে মাতিল।
দুই যাদবের প্রতি হরি হরি বল।
কেহ গুরুচাঁদ প্রীতি করে হরিধ্বনি।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।।
এই মত পদুমায় পরম আনন্দ।
আনন্দ সাগরে ভাসে নরনারীবৃন্দ।।
জয় জয় গুরুচাঁদ ভকত রঞ্জন।
পদুমায় দেখাইল নিঃস্বার্থ করণ।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু চরণে পতন।
প্রেমাবেশে মত্ত দোঁহে ভাসে দু'নয়ন।।
প্রভু বলে শুন দোঁহে আমার বচন।
সমতুল্য ভগবত হও দুইজন।।
বড়ই সন্তোষ হৈনু তোমা দোঁহে প্রতি।
অদ্য দেখাইলে দোঁহে নিঃস্বার্থ পিরীতি।।
এভাবের তুল্য নাই এ বিশ্ব সংসারে।
থাকিল অক্ষয় কীর্ত্তি মতুয়া মাঝারে।।
শ্রীমুখের বাক্য দোঁহে করিয়ে শ্রবণ।
প্রেমেতে পুর্ণিত হ'ল দোঁহাকার মন।।
অবিশ্রান্ত ভাবে দোঁহে ভাসে আঁখিজলে।
হৃদি মাঝে প্রেম ভাব দ্বিগুণ উথলে।।
প্রভু বলে শান্ত হও দুই মহাশয়।
এ ভাব দোঁহার যেন জন্মে জন্মে রয়।।
এবে চল যাই মোরা সে লোহার গাতী।
চল সব ম'তোগণে করিয়ে সংহতি।।
প্রভুর চরণ প্রান্তে প্রণমি দুজন।
প্রভু সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে ক'রেছে গমন।।

লোহারগাতিতে গিয়ে যাদবের ঘরে।
বসা মাত্র ভক্তগণ নাম পদ করে।।
প্রভুকে প্রণাম করে যাদব ঘরণী
প্রভু বলে খেতে দাও শুনগো জননী।।
সেই ধনী ব'লেছে বাবা ক'রেছি রন্ধন।
প্রভু বলে কিসে জান মম আগমন।।
কেঁদে বলে তুমি প্রভু সর্ব্ব মুলাধার।
নাহি জানি কেমনেতে কহ সমাচার।।
প্রভু বলে বুঝিলাম থাক মা এখন।
খেতে দাও মাগো আমি করিব ভোজন।।
ম'তোগণে নাহি জানে এ সংবাদ কেহ।
গৃহমাঝে করে প্রভু আনন্দ উৎসাহ।।
ভক্তিভরে যোগাইল কার্ত্তিকের মায়।
মহানন্দে করে সেবা প্রভু দয়াময়।।
অপরেতে ম'তোগণে নাম ক্ষান্ত দিয়ে।
ভোজ করিল সবে পুলকে মাতিয়ে।।
কেহ কেহ ভীর দিল জয় হরি জয়।
গলাগলি দু'যাদব নাচিয়ে বেড়ায়।।
তাহা দেখি ম'তোদের আনন্দ না ধরে।
মহুর্মুহু হরিধ্বনি করে উচ্চৈঃস্বরে।।
মুখপ্রক্ষালন করে তবু বলে হরি
সবদিক হতে যেন হরি হরি হরি।।
বালক বালিকা গণে বলে হরি হরি।
শুনিতে আশ্চার্য সেই মধুর মাধুরী।।
হেন ভাবে হয় লীলা যাদবের ঘরে।
হরিধ্বনি হুলুধ্বনি মুর্হুমুহু করে।।
শ্রীগুরুচাঁদের লীলা অপার অপার।
হরি বল কর গুরুচাঁদ পদ সার।।

☆☆☆☆

কেশবপুর ভ্রমণ।

নিধিপুরে করে বাস রজনী বিশ্বাস।
বিনয় বচনে কথা কহে প্রভু পাশ।।
নিধিপুরে মম বাস ওহে দয়াময়।
কৃপা করি যেতে হবে আমার আলয়।।
শুনিয়ে প্রভুর দয়া হইল অন্তরে।
ভক্ত সঙ্গে উপনীত রজনীর ঘরে।
কিছুক্ষণ থাকি তথা প্রভু দয়াময়।
কেশবপুরেতে গিয়ে হলেন উদয়।।
কেশবপুরেতে হয় ভক্ত হরিপাল।
হরিনামে মাতায়েছে পালের ময়াল।।
সবে বলে হরিপাল পালের ভুপাল।
স্বজাতির মধ্যে সদা করে ঠাকুরাল।।
শ্রীহরি পালের পুত্র হয় দুইজন।
বিদ্যাপতি ধনপতি নামে তারা হন।।
দোহে এসে প্রভুপদে করিয়ে মিনতি।
নিজগৃহে নিয়ে চলে অগতির গতি।।
বসিলেন মহাপ্রভু ভক্তগণ সনে।
বহু লোক ধেয়ে এল প্রভু আগমনে।
প্রভুর চরণ বন্দে এসে বহুজন।
আনন্দে পুর্ণিত হয়ে করে দরশন।।
মতুয়ারা যবে করে মধুর কীর্ত্তন।
নরনারী বাল বৃদ্ধ করেছে শ্রবন।।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে করে হরিনাম।
বহিছে প্রেমের বন্যা নাহিক বিরাম।
জয়ঢাক পাখোয়াজ আর বাজে খোল।
কংশ কাশী করতাল মধুর মাঁদল।
গোপী যন্ত্রে বাজে তাল ভৈরবী বেতাল।
গাহিছে মধুর গীতি শুনিতে রসাল।।
মতোগণে সর্বজনে বলে হরিবোল।
মেঘের মন্ডলে যেন দেবের বাঁদল।।
নাহি সেদিক বিদিক নাহি আর তাল।
হরি বলে নেচে উঠে ছিল যত পাল।।
নরনারী অনেকে না থাকিল হুষ।
কীর্ত্তন মাঝারে সবে হ'য়েছে বিহুষ।।
কেহ হাসে কেহ কাদে কেহ পড়ে ঢলি।
কেহ কেহ কাঁদিতেছে গুরুচাঁদ বলি।।
বহুক্ষণ এইভাবে হইল কীর্ত্তন।
কেহ বা কীর্ত্তন মাঝে হারাল চেতন।।
ক্রমে ক্রমে মতোগণে সুস্থির হইল।
মতুয়াগণ সবে নাম ক্ষান্ত দিল।।
যতেক পালের নারী কক্ষে কুম্ভ করি।।
নদী হ'তে আনিলেন সুশীতল বারি।।
প্রভুকে করায় স্নান করিয়ে যতন।
ঠাকুর শ্রীপতি করে স্নান সমাপন।।
মতুয়াগণ রহে করিল স্নান।
অপরেতে করে সবে ভোজ সমাধান।।
কেহ বসে প্রভু পাশ কেহ যায় ঘরে।
বিশ্রাম করিল কেহ হরিষ অন্তরে।।
এই মত প্রেমকেলী তথায় হইল।
ভক্ত সনে মহাপ্রভু উদ্যোগ করিল।।

তালতলা বাল্য ভোজান্তে মহাপ্রভুর নিজালয় গমন

নিজ সঙ্গীগণ সহ শ্রীধামাভিমুখে।
চলিলেন গুরুচাঁদ পরম কৌতুকে।।
প্রাতে এসে তালতলা দেন দরশন।
বলে তোর গৃহে যাব ওরে বিচরণ।।
বিচরণ বলে তাহা হবে না কখন।
শুনিয়ে সবার হয় সবিস্ময় মন।।
সেধে যেতে চায় প্রভু ও বলে নিব না।
ইহার কারণ কিছু আমরা বুঝিনা।।
কেঁদে কেঁদে যেই ধনে পাওয়া নাহি যায়।
বোকা বেটা সেই ধনে নিতে নাহি চায়।।
যাহার কৃপা জীবে মোক্ষ ফল পায়।
তুই হলি এত বলি যাহার কৃপায়।।
সেই ধনে অবহেলা আর রে পামর।
নাহি জানি কি কারণ এত ভ্রম তোর।।
এই মত বলাবলি করে সর্বজন।
বিচরণে করে নিন্দা না বুঝে কারণ।।
তালতলা বিল মধ্যে নৌকা রাখে সুখে।
গৃহে যায় বিচরণ পরম কৌতুকে।।
গৃহে গিয়ে রমণীকে ব'লেছে বচন।
প্রভুর লাগিয়ে ত্বরা করহে রন্ধন।।
এত শুনি সেই ধনী রান্না চাপাইল।
সত্বরে রাঁধিয়ে অন্ন পাতেতে রাখিল।
অন্ন মধ্যে বেগুণাদি করিয়ে সংযত।
কিছু ডা'ল রান্না ক'রে হ'য়ে ব্যস্তচিত।।
অতি দ্রুতে বিচরণ প্রভু পাশে গিয়ে।
সেই অন্ন ডা'ল দিয়ে রহে দাঁড়াইয়ে।।
বলিতেছে মিষ্টবাণী চাহি ভক্তগণ।
হরষিত হ'য়ে প্রভু করেন ভোজন।।
এই ভোজ করিলাম বহুদিন পরে।
এইমত ভোজ কেহ নাহি দেয় মোরে।।
ব্রজে ছিল কৃষ্ণ মাতা সেই নন্দরাণী।
কৃষ্ণের ধড়ায় বেঁধে দিতে স্বর ননী।।
ক্ষুধায় কাতর যবে হইত কানাই।
খেয়ে বলে এইমত কভু খাই নাই।।
সেই মত সেবিলাম সুধা হ'তে সুধা।
আমার হ'য়েছে এবে নিবৃতি সে ক্ষুধা।।
প্রভুর বচন শুনি কহে বিচরণ।
বলিলে উচিত বাণী হৃদয়ের ধন।।
মাঠে গিয়ে চাষে হাল কৃষকের গণ।
আবাদ করয় জমি প্রফুল্লিত মন।।
জমি চাষ পরিশ্রমে ক্ষুধায় অধিক।
ক্ষুধায় পীড়িত অঙ্গ নাহি থাকে ধিক্।।
সে সময় যদি কেহ অন্ন নিয়ে যায়।
মৃতদেহে যেন সেই প্রাণ দান পায়।।
ভাল না হ'লেও তবু ভাল লাগে মুখে।
সুধা সম করে ভোজ অতি মনোসুখে।।
আর বলে বড় ভাল খাইলাম ভাই।
এমত ভাল বহুদিন সেবি নাই।।
এত শুনি হাস্য মুখে প্রভু পুন কয়।
চাষার মত সেবা করা'লে আমায়।
ভক্তগণ প্রকম্পিত হ'ল সর্ব্বজন।
প্রভু প্রতি ধীরে ধীরে বলেন বচন।।
সত্য কথা বিচরণ ব'লেছে এবার।
এতক্ষণ বুঝিলাম কারণ তাহার।।
বলিতে বলিতে ব্রজ ভাবের উদয়।
মতুয়ার গণ সবে হ'ল দ্রবময়।।
কেহ বলে তুমি হও চাষার প্রধান।
পতিত আবাদ কল্পে তব অধিষ্ঠান।।
কেহ বলে হও তুমি রাখাল রাজন।
অনুক্ষণ কর রক্ষা রাখাল জীবন।।
তোমাকে চিনিতে শক্তি আমাদের নাই।
জনমে জনমে যেন শ্রীচরণ পাই।।
খেলাচ্ছলে বহু দুঃখ দিয়েছি তোমায়।
মনে না রাখিও তাহা ওহে দয়াময়।।
নানা কথা বলে ব্রজভাব মনে করি।
অবিরত সবাকার চক্ষে বহে বারি।।
কেহ বলে আর মোরা দুঃখ নহে দিব।
বংশীবট বৃক্ষমুলে তোমাকে বসাব।।
নুতন পল্লব ভেঙ্গে বাতাস করিব।
গোধন চরা'তে মোরা নিযুক্ত রহিব।
স্কন্দে ক'রে নিয়ে যাব রাখালের সনে।
পদব্রজে যেতে নাহি দিব গোচারণে।।
মোদের উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াব না প্রভু।
তোমার প্রসাদ নিব সমাদরে প্রভু।।
দ্বাপরের ভাব আর কভু না বলিব।
কুশাঙ্কর মাঝে তোমা যেতে নহে দিব।।
তব স্কন্ধে আর মোরা কভু না চড়িব।
দাস হ'য়ে শ্রীচরণে সকলে রহিব।।
এই মত ভাবে সবে ক'রেছে বিনয়।

আঁখি জলে সবাকার বক্ষ ভেসে যায়।।
এহেন ভাবেতে হ'ল শ্রীধামে উদয়।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়া নিচয়।
প্রেমানন্দে সর্বজন নামিলেক তীরে।
কেহ বা বিদায় নিয়ে চলে নিজ ঘরে।।
বড়ই মধুর খেলা খেলে ভক্ত সঙ্গে।
বুঝিতে শকতি নাই কি খেলে কখনে।।
ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকে মাধুর্য্যের খেলা।
বড়ই অদ্ভুত এই মধুময় লীলা।।
মানব আকারে থাকি মানব আচারে।
সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জগতে প্রচারে।
ওড়াকান্দি শেষ লীলা পাগলের কাজ।।
লীলামৃতে গ্রন্থে লিখে কবি রসরাজ।

ধনঞ্জয় বিশ্বাসের কাহিনী

পাতলা গ্রামেতে ছিল নাম ধনঞ্জয়।
বিশ্বাস উপাধি সমাজের কর্ত্তা হয়।।
বুদ্ধে বৃহস্পতি সম মানে মহামানী।
বহুগুণে গুণান্বিত ধনে মহাধনী।।
দৈবযোগে দেহে তাঁর হইল ব্যারাম।
কোন প্রকারেতে আর না হয় আরাম।।
রসপৈত্তিকের ঘাও সর্ব্ব শরীরেতে।
ডাক্তার বৈদ্যেতে নারে আরোগ্য করিতে।।
বিষম ফাপরে পড়িয়েছে মহাশয়।
কি করা কর্ত্তব্য তাহা বুঝিয়ে না পায়।।
ক্রমে ক্রমে তনু ক্ষীণ হইল তাহার।
অঙ্গ জ্বালা হেতু সদা করে হাহাকার।।
মনে ভাবে কেমনেতে জীবন কাটাই।
এবার মরিব বুঝি আর রক্ষা নাই।।
এই মত চিন্তা করি সময় কাটায়।
মৃতু চিন্তা করি সদা করে হায় হায়।।
তালতলা বাসী ভক্ত যাদব বিশ্বাস।
মহাপ্রভু পদে যার একান্ত বিশ্বাস।।
নাহি মানে অন্য কিছু জীবনেতে কভু।
শয়নে স্বপনে ধ্যান গুরুচাঁদ প্রভু।।
আমড়িয়া ঘোড়াদাড় মধুপুর যেত।
হরি চাঁদ গুরুচাঁদ সদায় বলিত।।
যদি কেহ আসিতেন হয়ে ব্যাধিযুক্ত।
ঠাকুরের নামে ব্যাধি কত করে মুক্ত।।
হরিনাম জোরে ব্যাধি আরোগ্য করিত।
ক্রমে বহু লোক এসে হল তার ভক্ত।।
মাঝে মাঝে পাতলায় করে যাতায়ত।
অনেকেই করে ভক্ত পদে দিয়ে হাত।।
পাতলা কড়লীয়া নাওডুবি গ্রাম।
বহুলোক মাতায়েছে দিয়ে হরিনাম।।
ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে কেহ গিয়ে তার ঘরে।
সারানিশী জেগে তথা নামপদ করে।।
অনুরাগ ভরে নাম তথায় করিত।
প্রভুর কৃপায় তার ব্যাধি মুক্ত হ'ত।।
এই মত নাম দিয়ে মাতাল সে দেশ।
ধনঞ্জয় ম'তোদের প্রতি করে দ্বেষ।।
এক দিন সেই গ্রামে যাদব বিশ্বাস।
এক গৃহে করে নাম পরম উল্লাস।।
ধনঞ্জয় শুনিলেন ম'তোদের কথা।
মনে ভাবে জানাইব মরমের ব্যাথা।
পরে যদি মোর ব্যাধি করিতে আরাম।
তবেত জানিব সত্য ঠাকুরের নাম।।
এমত ভাবিয়ে মনে সেই ধনঞ্জয়।
যে গৃহেতে মতুয়ারা সেই স্থানে যায়।।
বাহিরে আসি শুনে হরিনাম গান।
নাম শুনে ক্রমে হয় ব্যাকুলিত প্রাণ।।
গদাই গাইন আর ভকত কানাই।
গাহিছে মধুর গীতি তুল্য দিতে নাই।।
এদেশ রবে না বাকী ওগো প্রাণ সই।
মিছিমিছি কেন আর কুলে বাঁধা রই।।
এ কুলে পাব না কুল হরি কুলে যা'ব।
হরিকুলে দিয়ে কুল কলঙ্কিনী হ'ব।।
প্রেমভরে গাহে পদ নহি দেয় ভঙ্গ।
কীর্ত্তন মাঝারে বহে প্রেমের তরঙ্গ।।
বিষম বেগেতে বন্যা উঠে উথলিয়ে।
কত নরনারী তাহে প'ড়েছে ঢলিয়ে।।
বিহুষ হ'য়েছে কেহ কীর্ত্তনের মাঝে।
কেহ বলে মম দিন গেল বৃথা কাজে।।
এদেশেতে র'ব নারে গৌর দেশে যা'ব।
হরিপ্রেমে দিবানিশি মত্ত হ'য়ে র'ব।।
হেনভাবে প্রেমবন্যা ধাইয়ে চলিল।
ধনঞ্জয় ওই ভাব দেখিতে পাইল।।
বলে ভাই হেন নাম কভু নাহি শুনি।
নিঃসৃত হইল যেন অমৃতের খনি।।

এ নাম আনিল হেথা কোন মহাজন।
হেরিয়ে বাসনা সেই মানব - রতন।।
ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসিছে সবাকার ঠাই।
কে আনিল হেন নাম কহ দেখি ভাই।।
দেখাইয়া দিল সবে যাদব বিশ্বাসে।
হের মেজে কর্ত্তা সেই মনের মানুষে।।
তালতলা বাসী ইনি ঠাকুরের ভক্ত।
এ মানুষকে ধর যদি ব্যাধি হবে মুক্ত।।
হয়েছে উদয় হেথা তোমাদের সৌভাগ্য।
হ্ইলে তাহার কৃপা হইবে আরোগ্য।।
করুনা সাগর হয় এ মহাপুরুষ।
যার গুণে বাধ্য দেখ নারী কি পুরুষ।।
সবাকার বাক্য শুনি সেই ধনঞ্জয়।
কেঁদে গিয়ে ধরিলেন যাদবের পায়।।
কেঁদে বলে কৃপা কর মোরে একবার
মোর সম পতিত ভবে না মিলিবে আর।।
পতিত পাবন নাম শুনেছি শ্রবণে।
পতিত করুণা কর আপনার গুণে।।
বড় অপকর্ম আমি করেছি এ ভবে।
কর্মফল মমাদৃষ্টে ফলবতী এবে।।
মহারোগী সাজিয়েছে পাই মনস্তাপ।
আমাকে করহ কৃপা তুমি ধর্ম্মবাপ।।
দয়াবান শ্রীযাদব বিশ্বাস সুমতি।
মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল ধনঞ্জয় প্রতি।।
কোথা ধাম, কিবা নাম কহ মহাশয়।
কি করিতে চাও তুমি বলহ আমায়।
ধনঞ্জ বলে পিতা কি বলিব আর।
আমার সমান নাই ভবে দুরাচার।।
আপনার একখানা গৃহ আছে হেথা।
কৃপা করি ওহে বাবা যেতে হ'বে তথা।।
যাদব বিশ্বাস বলে এবে না যাইব।
রোগারোগ্য হ'লে বাপ বাসনা পুরাব।।
পাঁচসিকা জরিমানা দিতে হবে এবে।
যাহা বলি সেই মত করিতে হইবে।।
শ্রুতমাত্র পাঁচসিকা দিলেন আনিয়ে।
ক্ষমা ভিক্ষা চাহে পদে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
যাদব বলেছে বাপ শুনহ বচন।
চোনা মাটি সর্ব্ব অঙ্গে করহ লেপন।।
যবে বোঝ সর্ব্ব অঙ্গ টান ধরিয়েছে।
ধুইয়া ফেলিও বাপ জলে গিয়ে পিছে।।
তিল তৈল সর্ব্ব অঙ্গে যতনে মাখিও।
দিবানিশি হরিনাম যতনে গাইও।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বল অনিবার।
যেন তব এই রোগ হ'বে প্রতিকার।।
যেইকালে তব রোগ আরোগ্য হইবে।
তব গৃহে মতুয়ারা তখনে যাইবে।।
এত শুনি ধনঞ্জয় গৃহেতে চলিল।
মহত বাক্যের ফলে আরোগ্য হইল।।
মহাব্যাধি দূরে গেল প্রভুর কৃপায়।
ক্রমেই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল হৃদয়।।
হরিগুরুচাঁদ ব'লে কেঁদে ছাড়ে হাই।
নাম চিন্তামনি বিনে অন্য চিন্তা নাই।।
এইমত কিছুদিন অতীত হইল।
একদিন ধনঞ্জয় মনেতে ভাবিল।।
যার নামে মহাব্যাধি আরোগ্য হইল।
সে সৌভাগ্য কবে হবে পাইব দয়াল।।
মম গৃহে আসিবে কি প্রভু দয়াময়।
কত দিনে পাব আমি চরণ অভয়।।
মম ভাগ্যে কতদিনে হবে সেই দিন।
প্রভুকে ভজিব কবে হ'য়ে প্রেমোধিন।।
এই মত ভাবিলেক আপন হৃদয়।
ক্রমে গিয়ে সেই কথা সবাকে জানায়।।
প্রেমানন্দে বলিলেন পুরবাসী গণে।
প্রভুকে আনিতে হবে শুন সর্বজনে।।
আয়োজন কর সবে যে ভাবে যা হয়।
এত বলি ভৃত্য নিয়ে উঠিল নৌকায়।।
নৌকাতে উঠিয়ে বলে বাহ ত্বরা করি।
শুভ যাত্রা কর এবে বলিয়া শ্রীহরি।।
শ্রীহরি বলিতে ভৃত্য বাহিল তরণী।
গুণ ঘুণ করি জপে নাম চিন্তামণি।।
অবিলম্বে তালতলা হইল উদয়।
হরিভক্ত শ্রীযাদব বিশ্বাস আলয়।।
প্রণাম করিয়ে পদে করে নিবেদন।
আপনার কৃপা যোগে ল'ভেছি জীবন।।
প্রভুকে লইতে হবে সেই পাতলায়।
পিতা পুত্রে জানাইব মহাপ্রভু পায়।।
পূর্ব্বে আছে সেই কথা হ'লে রোগা রোগ্য।
সেইকালে হবে মোর সুপ্রসন্ন ভাগ্য।।
এবে মোর সেই দিন হ'য়েছে উদয়।
এখানে যাইতে হ'বে সেই পাতলায়।।

এমত বলিয়ে কাঁদে আকুল হইয়ে।
বড় কর্ত্তা বলে বাপ ধৈর্য্য কর হিয়ে।।
তোমার ভক্তির ভাব পৌঁছিছে তথায়।
চল বাপ ওড়াকাদী এবে যাওয়া যায়।।
এত বলি শ্রী যাদব উঠির নৌকায়।
অবিলম্বে শ্রীধামে হইল উদয়।।
প্রণাম করিয়ে পদে করে নিবেদন।
আপনার কৃপাযোগে লভেছি জীবন।।
শুনিয়ে প্রভুর মনে দয়া উপজিল।
পাতলা যাইব প্রভু স্বীকার করিল।।
আর বলে কৃপাময় অমিয় বচন।
তরণী সজ্জিত কর ওহে বাছাধন।।
যাদবের সনে যাবো যাদবের হিতে।
যাদবের পুত্র এল আমাকে লইতে।।
এত শুনি ভক্তগণ আনন্দে মাতিল।
প্রভুর তরণীখানি সজ্জিত করিল।।
শ্রীকেদারী মিস্ত্রি বাবু ষষ্টি চন্দ্র।
শ্রীবিপিন চন্দ্র বালা আর মাধবেন্দ্র।।
সনাতন বাবুরাম নেপাল কানাই।
জলধর যজ্ঞেশ্বর সাজিল গদাই।।
প্রভুর সঙ্গেতে চরে হরষিত - মন।।
হরিধ্বনি দিয়ে ত্বরা বাহে ভক্তগণ।
তালতলা এসে ক্রমে উদয় হইল।।
ক্রমে বহু ভক্তগণ সঙ্গেতে সাজিল।
অশ্বিনী গোসাই এল শ্রীনীলরতন।।
প্রভুর সঙ্গেতে চলে হরষিত মন।
সেই সঙ্গে মনোরঙ্গে সাজে বিচরণ।।
ঠাকুরের তরী বাহে আনন্দিত মন।
যাদবের গৃহমাঝে নামপদ হয়।।
নরনারী ভেসে যায় প্রেমের গোলায়।
সারানিশি নাম করে মতুয়ার গণ।।
প্রভাতে চলিল সবে হ'য়ে হৃষ্টমন।
বিচরণ বাহে তরী মাধবেন্দ্র হা'লে।।
দুইজনে বাহে তরী অতি কুতুহলে।
পাতলার ঘাটে তরী উদিল যখন।।
উর্দ্ধশাসে ধেয়ে এল লোক অগণন।
রামাগণে বামস্বরে দিল হুলুধ্বনি।।
পুরুষেরা তীরে থেকে করে হরিধ্বনি।।
ধনঞ্জয় বলে সবে বল হরিবল।
মানব জনম মোর হইল সফল।।

এত শুনি সবে বলে জয় জয় জয়।
জয় হরিগুরুচাঁদ ওড়াকাঁদী জয়।।
জয়ধ্বনি করি সবে প্রভুকে লইল।
গৃহমাঝে মহাপ্রভু আনন্দে বসিল।।
মতুয়া গণ বৈসে কতনা আনন্দে।
ভক্তিভরে সবে এসে প্রভুপদ বন্দে।।
অশ্বিনী গোসাই তাহে কীর্ত্তন ধরিল।
অনেকেই সেই সঙ্গে যোগদান কৈল।।
মহাভাব উদ্দীপনে প্রেমের তরঙ্গ।
কীর্ত্তন মাঝেতে কেহ করে নানারঙ্গ।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়া সকল।
মেঘের মণ্ডলে যথা দেবের মাদল।।
মহাবেগে প্রেমবন্যা উথলে উঠিল।
স্ত্রী - পুরুষে সবে যেন ঢলিয়ে পড়িল।।
ক্রমেই হইল তথা মধুরকীর্ত্তন।
অবিরত বারি ধারা হ'তেছে পতন।।
যাদব বিশ্বাস কহে ধনঞ্জয় প্রতি।
আপনা সম্বরি এবে শুন মহামতি।।
প্রভুকে করাতে হবে এবে ফলাহার।
আনিয়ে যোগাও বাপ অতীব সত্বর।।
স্মৃতি হারা ধনঞ্জয় মনেতে উল্লাস।
আপনা সম্বরে শুনে শ্রীগুরুর ভাষ।।
ফলাহার আয়োজনকরিল সত্বরে।
যাদব বিশ্বাস বলে প্রভুর গোচরে।।
মহাপ্রভু শুনে তাই ফলাহার কৈল।
অপর সবাই মিলি প্রসাদ লভিল।।
পুনরায় মতুয়ারা নাম আরম্ভিল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
কেহ গুরুচাঁদ বলি ধরণী লোটায়।
কেহ রাগাত্মিকা ভাবে নাচিয়ে বেড়ায়।।
ধনঞ্জয় কাঁদিতেছে আকুল হৃদয়।
রোগের সমান বন্ধু আর কেহ নয়।।
দশবর্ষ পুর্বে যদি হ'ত মম ব্যাধি।
তত অগ্রে লভিতাম হরি গুণনিধি।।
ওহে ব্যাধি প্রাণ বন্ধু তুমি হে আমার।
শোধিতে নারিব আমি এই ঋণ-ধার।।
তবু তুমি উপকার বরই করেছো।
বৃদ্ধকালে এসে দেহে আমাকে ধরেছো।।
তোমার কারণ আমি আজ হই ধন্য।
তোমার কারণে গৃহে এল গুরুচন্দ্র।।

তোমার কারণে সবে আসিয়ে হেথায়।
তোমার কারণে মোর সাধু সঙ্গ হয়।।
এমত বিনয় করি ক'রেছে রোদন।
ক্ষণে ক্ষণে ভূমি তলে হ'তেছে পতন।।
শুনে মতুয়ারগণ অপূর্ব কাহিনী।
সিংহনাদ সম সবে করে হরিধবনি।।
দ্বিগুণ ভাবেতে বন্যা উথলে উঠিল।
নরনারী এক সনে ভাসিয়ে চলিল।।
অভিমানী কর্মী জ্ঞানী যারা যত ছিল।
সবে এসে নামরসে মগন হইল।।
জয়ঢাক ঝাঁজ - সিঙ্গা বাজে মহানাদে।
রঙ্গে ভঙ্গে করে নৃত্য হেরে গুরুচাঁদে।।
এই মত বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইল।
আকাশেতে মেঘ এসে ক্রমে দেখা দিল।।
কেহ কেহ লম্ফ দেয় মেঘ ধরিবারে।
উল্লম্ফ প্রলম্ফ করে বাহু উর্দ্ধ করে।।
শুনে ঘড় ঘড় শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
সেইমত জয়ডঙ্কা বাজে অনুক্ষণ।।
কেহ বা বিক্রম করে মেঘ ধরিবারে।
কাহারো বা দু'নয়নে বারিধারা ঝরে।।
শুন্যে থেকে দেবগণ বলে হরি বল।
বৃষ্টিছলে যেন দেবে ছাড়ে আঁখিজল।।
মতুয়াগণের পদ ধৌত করি দিল।
মুষল ধারেতে বৃষ্টি বর্ষণ হইল।।
মতুয়াগণের অঙ্গ হইল শীতল।
বৃষ্টির মধ্যে মতুয়ারা বলে হরিবল।
দেব-নরে এক সনে হইল কীর্ত্তন।
প্রেমাবেশে মত্ত যত মতুয়ার গণ।।
বৃষ্টি মধ্যে থেকে কেহ করে হুহুঙ্কার।
বৃষ্টি হইতেছে যথা মুষলের ধার।।
স্নান করিবারে সবে চ'লে সারি সারি।
নাচিতে নাচিতে যায় বলে হরি হরি।।
নদীর তীরেতে সবে উদিত যখন।
বৃষ্টি ক্ষান্ত হ'য়ে গেল প্রকাশ তপন।।
অতি খরতর রৌদ্র তাপ অতিশয়।
পলকে বৃষ্টির জল শোষণ করয়।।
বাড়ীঘর সব শুক্না হেরে সর্ব্বজন।
বড়ই আশ্চার্য্য ভাব হইল তখন।।
মনে নাহি করা যায় বৃষ্টি হয়েছে।
মহাপ্রভু কৃপাযোগে এমত ঘটেছে।।
অতঃপর মহাপ্রভু বৈসেন ভোজনে।
দ্রব্যাদি যোগায় সবে আনন্দিত প্রাণে।।
প্রাঙ্গণেতে বৈসে যত মতুয়ার গণ।
হরিধ্বনি দিয়ে সবে করিল ভোজন।।
কেহ বলে একি হেরি অতি চমৎকার।
হয় নাই হবে নাকো হেন অবতার।।
কোথা গেল বৃষ্টি জল নিমেষ মধ্যেতে।
ইহার করণে বুঝি বল সাধু সতে।।
কেহ বলে এই লীলা মধুর মধুর।
ধনঞ্জয় প্রতি দয়া ক'রেছে প্রচুর।।
তাই হয় হেন ভাব প্রভুর কৃপায়।
কবিকহে এই লীলা বোঝা বড় দায়।।

যাদব ঢালী ও যাদব মল্লিকের খেদ উক্তি ও সেবা

অপরে হইল যাহা, বর্ণনা করিব তাহা,
মন দিয়ে শুন সর্ব্বজন।
যাদব চন্দ্র মল্লিক, প্রভুভক্ত প্রাণাধিক,
সদা রহে প্রফুল্লিত মন।।
শ্রীযাদব চন্দ্র ঢালী, মনে হ'য়ে কুতুহলী,
দোহে মিলি এসেছিল হেথা।
প্রভুকে লইতে বাসে, দোহে মিলি মনোল্লাসে,
প্রভুপাশে বলেন সে কথা।
বিনয় বচনে ভাষ, বলে যাদব বিশ্বাস,
এই যুক্তি মনে না আইসে।।
নাওডুবি গ্রামে ধাম, ভক্ত লোকনাথ নাম,
যাব মোরা এখনে তথায়।
লোহার গতি পদুমা, এবে মোরা যাইব না,
পরেতে করিব যাহা হয়।।
এত শুনি বিচরণ, বলিতেছে সুবচন,
যেতে হবে এ দোহার ঘরে।
কেন তাহে সাধ বাদ, ঘটাইও না পরমাদ,
কিসে দোষী তোমার গোচরে।।
প্রভু বলে বিচরণ, শুনহ মম বচন,
যাদবের কথা না লঙ্ঘিব।
যথায় লয়ে যাবে, সেস্থানে যেতে হবে,
যাদবের বাঞ্ছা পুরাইব।।

শুনিয়ে প্রভুর বাণী, দু'যাদব গুণমণি,
মরমেতে পেল বড় ব্যথা
অন্তর হইল দাহ, হইয়ে নিরুৎসাহ,
প্রভুপদে নোয়াইল মাথা।।
বিদায় হয়ে পরে, দোহে মিলি নৌকাপরে,
নিজবাসে করিল গমন।
পথিমাঝে এস দোহে, বাচে না মরম দহে,
মন খেদে ক'রেছে রোদন।।
বুথরিয়ে বিলে এসে, নয়ন নীরেতে ভাসে,
দেখে বিলে ফুটিয়েছে পদ্ম।
শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম ফুটিয়েছে বিল মধ্যে
আর আছে শতদল পদ্ম।।
শ্রীযাদব ঢালী যিনি, ব'লেছে মধুর বাণী
শুনে এবে আমার বচন।
তুলে লহ এই পদ্ম, পুজি প্রভু পাদপদ্ম,
মনাগুণ করি নিবারণ।।
এতেক শুনিয়ে বাণী, যাদব মল্লিক যিনি,
বলে তবে তাহাই করহ।
উদ্দেশ্যে পুজিব পদ, তুলে নিয়ে এই পদ্ম,
শান্তি করি এ অন্তরদাহ।
এত বলি দুইজনে, তুলে পদ্ম দুইজনে,
হস্তে ধরি কাঁদিতে লাগিল।
প্রতি পল্লবের সনে, মিশ্রিত ভক্তি-চন্দনে,
প্রভুপদে অর্পন করিল।।
প্রতি ফুলে আঁখিজল, দোহে করিয়ে মিশাল,
পূজা করে একান্ত মনেতে।
প্রেমাবেশে মতোয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
কাঁদে দোঁহে আকুল হৃদতে।।
কোথা বা অমূল্য পদ, বিলে থেকে সেই পদ,
পূজা করে দুই মহাজন।
হৃদি মাঝে আঁকি মূর্ত্তি, হ'য়ে প্রেমানন্দ স্ফুর্ত্তি,
ভক্তি চিতে করিল পূজন।।
নহিলে না হবে হেন, বিশুদ্ধ ভক্তের মন,
তাই হ'ল এই অবতারে।
মধুর মধুর লীলে, করিতেছে দোহে মিলে,
কিবা ভাব ভক্তের আধারে।।
বিল মাঝে দুইজন, এই ভাবে অনুক্ষণ,
কেঁদে কেঁদে হয় অচেতন।
বলে মোরা অভাজন, নাহি সাধন -ভজন,
প্রভু নিদয় হ'লে সে কারণ।।
হায় হায় কোথা যাব, এবে মোরা কি করিব,
কোথা প্রভু দয়াময় আধার।
তুমি হে করুণা - সিন্ধু, ভজনহীনের বন্ধু
পূর্ণ করে যে ইচ্ছে তোমার।।
এই মত স্তব স্তুতি, করে দুই মহামতি,
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
তুলনা নাহিক তার, হ'ল ভাবের বিকার
প্রেমদশা নাহি হয় ভঙ্গ।।
বহুক্ষণ এই ভাবে, মগ্ন দোহে মহাভাবে,
পরে দোহে সুস্থির হইল।
তবু নামিটিল সাধ, অন্তরে রৈল বিষাদ,
নিজ নিজ আবাসে চলিল।।
এ মহাভাবের অন্ত, অনন্ত না পেল অন্ত,
অনন্ত মহিমা ভবে যার।
কবি কহে হরিবল, যা ঘটে তা ঘটে ভাল,
গুরুচাঁদ পদ মাত্র সার।।

*****

মহাপ্রভুর নাওডুবি গমন

এদিকেতে শ্রীযাদব বিশ্বাস সুমতি।
নৌকাপরে উঠিলেন প্রভুর সংহতি।।
মতুয়ার গণ সবে মত্ত হরিনামে।
উপনিত হইলেন নাওডুবি ধামে।।
যাদব বিশ্বাস বলে মহাপ্রভু পাশে।
ওহে প্রবু আসিয়েছি ভকত আবাসে।।
সবাই রয়েছে প্রভু তব প্রতীক্ষায়।
কৃপা করি তীর পরে চল দয়াময়।।
এত বলি তীর পরে চলে যাদব বিশ্বাস।
লোকনাথ কহে ভায় পরম উল্লাস।।
তাড়াতাড়ি গৃহমাঝে করহ আসন।
আসন উপরে দাও উত্তম বসন।।
লোকনাথ সাধ্যমত আসন করিল।
মহাপ্রভু গিয়ে সেই আসনে বসিল।।
ভক্তগণ বৈসে সবে আনন্দ হৃদয়।
বিচরণ প্রাঙ্গণেতে হাটিয়ে বেড়ায়।।
মনে ভাবে বড় দুঃখ পেয়েছে দুজন।
কেমনে দোঁহের দুঃখ করিব মোচন।।
এত কি নিদয় প্রভু দোঁহাকার প্রতি।
কিবা অপরাধ দোঁহে করেছে সম্প্রতি।।
এমত ভাবিয়ে হৃদি হল উচাটন।
অন্তর্য্যামী ডাকিলেন কোথা বিচরণ।
বাহ্য ক্রিয়া করিবারে যাইব নৌকায়।

বিচরণে ডেকে দাও সম্মুখে ত্বরায়।।
যাদব বিশ্বাস বলে অন্যে গেলে হয়।
প্রভু বলে অন্য জনে বড় লজ্জা পায়।।
বিচরণ লজ্জাহীন আমিও তেমন।
সমানে সমান মোরা হ'ব দুইজন।।
এতেক বলিয়ে প্রভু উঠিবে নৌকায়।
বিচরণ সম্মুখেতে এল এ সময়।।
প্রভু বলে বিচরণ চলরে ত্বরায়।
নৌকাতে যাইব আমি সমা ব'য়ে যায়।।
এত শুনি বিচরণ প্রভু কর ধ'রে।
যতনে লইয়ে চলে নৌকার উপরে।।
প্রভুকে নৌকায় রেখে বাহিরে চলিল।
বহুদুরে গিয়ে প্রভু রাখিতে বলিল।
মহাপ্রভু বলেছেন বিচরণ প্রতি।
কেন বাপ বিষাদিত হেরি তোমা অতি।।
বিচরণ বলে প্রভু কি বলিব আর।
বড়ই মরমে ব্যথা লেগেছে দোঁহার।।
মৃতপ্রায় হ'য়ে দোহে গিয়েছে চলিয়ে।
দুঃখানলে অনুক্ষণ দগ্ধ করে হিয়ে।।
পদুমা লোহার গাতি যাইতে হইবে।
আমার মনের দুঃখ দুর হয় তবে।।
প্রভু বলে আছে বাপ সহজ উপায়।
যখনেতে সবে মোরা উঠিব নৌকায়।।
লোহার গাতির দিকে নৌকা বেয়ে দিবি।
নিষেধ করিলে কেহ কভু না মানিবি।।
কটুত্তর বাণী যদি কেহ বলে তোকে।
আমি ও বলিব মন্দ মনের কৌতুকে।।
তথাপিও বেয়ে যাবি না শুনে বারণ।
বুঝিতে না দিব কারে এসব কারণ।।
বাহিরের ভাব কিছু না করি দর্শন।
তরণী চালাবি শুধু করি প্রাণপণ।।
দোঁহার গৃহেতে যে'তে হইবে নিশ্চয়।
সত্য ভাষ বাপ তোরে ঠেকাইব দায়।।
এই মত করি সায় এল পূর্বস্থানে।
মতুয়ার গণ সবে আছ নাম গানে।।
মহাপ্রভু সেই গৃহে করিল ভোজন।
নাম ক্ষান্ত দিয়ে ভোজ করে ম'তোগণ।।
নৌকায় উঠিতে প্রভু উদ্যোগ করিল।
হরি-গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

*****

ব্যথাহারীর পরিচয়

কিছুক্ষণ সেই স্থানে, বিশ্রামী আনন্দ মনে,
হরি বলি হইল বাহির।
ভকতের সনে প্রভু, চলিলেন বিশ্ববিভু,
পূর্ব্ব কথা মনে করি স্থির।।
বিচরণ বাহে তরী, মনে বড় স্ফূর্ত্তি করি,
বহুদূর এলেন বাহিয়া।
মনে জাগে অনুক্ষণ, দুঃখ পেল দুইজন,
সে দুঃখেতে ফেটে যায় হিয়া।।
নলুয়ার চর এসে, প্রভু বলে মৃদুভাবে,
বড় ব্যথা সে লোহার গাতি।
কিবা করি বিচরণ, প্রাণ মন উচাটন,
বুঝি নারে কিবা করি গতি।।
উহু হুরে বড় ব্যথা, মরমে লেগেছে রেতা,
বড় দুঃখ সহ্য হয় কা'র।।
অন্তর্যামী প্রভু জানে, কি দুঃখ ভক্তের মনে,
ভক্ত দুঃখ বোঝে কেবা আর।
বুঝি ভক্ত-মনব্যথা, ব্যথিতজগৎ-পিতা,
ব্যাকুলিত হয়েছে অন্তর।।
প্রভুর বচন শুনে, পূর্ব কথা করি মনে,
তরী ফিরাইল বাম দিকে।
যাদব বিশ্বাস বলে, তরী কেন উল্ট চলে,
ওড়াকাঁদি যাব মন সুখে।।
একজন গিয়ে পরে, ফিরাইতে চেষ্ট করে,
কোন ফল হ'ল না তাহাতে।
বিচরণ বাহে তরী, আর বলে কিবা করি,
তরী যাবে লোহার গাতিতে।।
যাদব কহিছে কথা, কেন মোরা যাব তথা,
এ তরণী ফিরাও এখন।
প্রভু বলে শুনিলাম, কা'কে আমি হব বাম,
প্রাণ সম ভক্ত সর্ব্বজন।।
আমাকে ধরিয়ে টানে, ভকতের ভক্তিগুণে,
তাহা আমি কেমনে ছিড়িব।
প্রাণ দিয়ে যে টানিবে, তথা মম যেতে হবে,
বল আমি কেমনে রহিব।।
ভক্তির সূতেতে নাচি, ভক্তি ডোরে বাঁধা আছি,
এই বাবে আমি চিরকাল।
কেমনে লঙ্ঘিব তাই, হেন শক্তি কভু নাই,
ভক্ত মম প্রাণের দুলাল।।

শুনে প্রভু মুখাশ্রিত, সবে হয় চমকিত,
যেন সবে হারিয়েছে জ্ঞান।
মাধবেন্দ্র বলে হরি, যতনে চালায় তরী,
উল্লাসিত হয় তাঁর প্রাণ।।
বিচরণ অনুরাগে, তরী বাহে মহাবেগে,
ওদিকেতে শুন বিবরণ।
শ্রীযাদব ঢালী যিনি, আকুল হইয়ে তিনি,
মনদুঃখে ক'রেছে রোদন।।
পিতা না আইল ঘরে, পুত্রাধম জেনে মোরে,
কেন মিছে থাকি রে জীবিত।
করিয়েছি গৃহসাজ, সকলি বিফল আজ,
এবে মোর কি করা উচিত।।
অঙ্গ জ্বলে যে আগুণে, ধারা বহে দু'নয়নে,
প্রাণে আর ধৈর্য্য না মানে।
করে সদা হায় হায়, যেন হৃদি ফেটে যায়,
ব্যাকুলিত হ'ল সর্ব্বজনে।।
যাদবের দশা হেরি, বলে যাদবের নারী
শুন নাথ আমার এ বাণী।
সত্বরে সাজায়ে তরী, সব দ্রব্য তাহে পুরি,
শ্রীধামেতে চালাও তরণী।।
এনেছ বাবার তরে, কিছু না রাখিব ঘরে,
দ্রব্য আদি আনিয়েছ যাহা।
কার দ্রব্য কাকে দিব, কারে বল ভুঞ্জাইব,
বিষবৎ এবে হ'ল তাহা।।
যদি না হ'ল করুণা, হেরে মোরে ভক্তিহীনা,
কিবা সুখে এসব যে রাখি।
রেখে এস তাঁর ঘরে, শেষে তিনি যাহা করে,
গুরুচাঁদ মম প্রাণ পাখী।।
শুনিয়ে পত্নীর বাণী, সে যাদব মহাজ্ঞানী
সব দ্রব্য তোলে নৌকাপর।
কেঁদে কেঁদে সব তোলে, ভাসিতেছে অশ্রুজলে
মনদুঃখে দহে কলেবর।।
এমত আকুল হৃদে সব তোলে মন খেদে
হেনকাল হ'ল শুভোদয়।
গোপীনাথপুর বাসী, কাল সাধু তথা আসি,
বলে ভাব প্রফুল্ল হৃদয়।।
শুন ওহে বড় কর্ত্তা, আনিয়েছি শুভ বার্ত্তা,
আসিতেছে ভকত রঞ্জন।
সব দ্রব্য তুলে রাখ, ও ভাই চেয়ে দেখ,
প্রভু তরী হয় দরশন।।
এত শুনি শ্রীযাদব, প'ল যে মৃত শব,
কালী সাধু ধরে নিজ হাতে।।
অত্যানন্দে স্মৃতিহারা, চক্ষে বহে প্রেমধারা,
সংজ্ঞাহীন সাধুর কোলেতে।।
অঙ্গ কাপে থর থর, ধরিয়ে সাধুর কর,
তরী পানে রহে নিরখিয়ে।
দেখিতে দেখিতে তরী, ধেয়ে এল ত্বরাকরি,
বিচরণ হুঙ্কারে হাকিয়ে।।
বাটীস্থ সকলে মিলে, ধর ধর ধর ব'লে,
দিল টান অতীব সজোরে।
শ্রীযাদব ভাবাবেশে, উন্মত্ত পাগল বেশে,
নিল তরী বাটীর উপরে।।
বাটী পরে যবে নিল, পোতা বেধে থেমে গেল,
তরীখানি কাপে থর থর।
বলে কেবা হেন বন্ধু, আনিল জীবন-বন্ধু,
শোধিতে নারিব এই ধার।।
প্রেমবাণী ভাবাবেশে, বলে কত প্রেমোচ্ছ্বাসে,
আখি জলে ভেসেছে বয়ান।
যে এনেছে গুরুচাঁদে, সে মোরে বেঁধেছে ঋণে,
বন্ধু নাই তাহার সমান।।
এই মত বারে বারে, বলিতেছে উচ্চৈঃস্বরে,
সেই যে যাদব চন্দ্র ঢালী।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে,হিয়ে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গে মাখে ধুলি।।
প্রভুকে ভকতি করি, বসাইল শয্যাপরি,
কেহ করে শ্রীঅঙ্গে বাতাস।
ভক্তগণ সবে মিলে, নাচিতেছে কুতুহলে,
সবাকার মনেতে উল্লাস।।
আরম্ভিল ভক্তগণ, সুমধুর সংকীর্ত্তন,
প্রেমাবেশে যায় গড়াগড়ি।
হরি গুরুচাঁদ ব'লে, বক্ষ ভাসে আঁখি জলে,
ভুমিতলে কেহ রহে পড়ি।
প্রেমবন্যা উথলিল, তাহে তরঙ্গ বাড়িল
কুল ভেঙ্গে প'ড়েছে ঢলিয়ে।
ভকত চকর যত, সবে হ'য়ে ভাবাশ্রিত,
হাবু ডাবু খায় ডুবু দিয়ে।
নর-নারী যত ইতি, হারাইয়ে নিজ স্মৃতি,
হুষ হারি প'ড়েছে ঢলিয়ে।
সব ভক্তগণ মিলি, ধরাধরি কোলাকুলি,
করি সবে প'ড়েছে লুটিয়ে।।
ক্ষণে কহে হরিচাঁদ, কেহ কহে গুরুচাঁদ,
কেঁদে কেঁদে সবে ছাড়ে হাই।

বাল্য বৃদ্ধ সর্ব্বজন, প্রেমে মগ্ন তনু মন,
হেন প্রেম বলিহারি যাই।।
সবে ভাসে আঁখিজলে, হরি প্রেমের হিল্ললে,
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়ে।
উঠেছে নামের ধ্বনি, মত্তমতুয়া বাহিনী,
উঠে ধ্বনি গগণ ভেদিয়ে।।
যেন শূন্যে দেবগণ, করে হরি সংকীর্ত্তন,
পুনঃ ধ্বনি পশে মর্ত্তধামে।
সিংহনাদ সম রব, ক'রেছে মতুয়া সব,
মত্ত হয়ে হরিচাঁদ নামে।।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে, পড়িয়ে প্রেমের ফাঁদে,
কেহ কাঁদে ফুকিয়ে ফুকিয়ে।
হরিচাঁদ-প্রেমরসে, দেহতরী যাক ভেসে,
কুল পানে না চা'ব ফিরিয়ে।।
কোন নারী বলে দিদি, অপরূপ দেখ যদি,
এস দিদি এস ত্বরাকরি।
যত মতুয়ার গণ, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
সবে যেন মদমত্ত করী।।
অপরেতে শুন সব, হ'ল এক মহাভাব
ছিল যত বাটীস্থ বালক।
এল দশ বার জনে, মিলাইয়া একতানে,
গাহে গান হইয়ে পুলক।
যত মুতয়ার গণ, সবে হ'য় শান্ত মন,
শুনিতেছে বালকের গান।
কেহ বা বসন পরে, কেহ পরে নাহি পরে,
শিশুদের বয়স পরিমাণ।
কি যেন মধুর তান, কেড়ে লয় মন-প্রাণ,
কেহ নহে থাকে সুস্থমন।
হা হা রব করি সবে, মোহিত সে মহাভাবে,
প্রেমে মগ্ন সব ম'তোগণ।।
সে বড় মধুর তান, ব্যাকুলিত করে প্রাণ
কেহ কেহ হইল বিহুষ।
কেহ কহে ওহে ভাই, এমত হবার নাই,
শিশুদেহে এসেছে মানুষ।।
বসিয়ে গৃহ মাঝারে, মহাপ্রভু সেবা করে,
দ্রব্যময় চিত্ত মহাভাব।
মনে হ'য়ে কুতুহলী, এঠো হাতে দেন তালি,
ভাবের উপর মহাভাব।।
ভাব করি দরশন, শ্রীষষ্ঠি বাবু তখন,
বলে প্রভু একি করিলেন।।
উচ্ছিষ্ট দুহস্ত তুলি দিতেছেন করতালি
এবে কিবা ভাব ধরিলেন।।
প্রভু বলে চমকিতে উচ্ছিষ্ট র'য়েছে হাতে,
তবে বড় অন্যায় ক'রেছি।
কি করিব বল এবে, কিসে সংশোধিত হ'বে,
সত্য বটে বাতুল হ'য়েছি।।
হাতে র'য়েছে উচ্ছিষ্ট, তা হ'লেত বড় কষ্ট,
হ'ল বাবু তোমার হৃদয়।
বল বাবু কি করিব, এ হস্ত কোথায় নিব,
ভেবে আমি হ'য়েছি বিস্ময়।।
এত বলি দয়াময়, আপনার হস্তদ্বয়,
নিজ মাথে করিল ঘর্ষণ।
ষষ্টি বাবু হেরে তাই, জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই,
নীরবেতে ক'রেছে রোদন।।
ভক্তমুখে শুনে গান, ব্যাকুলিত গুরুচাঁদ,
মহাভাব করে এইমত।
ভক্তগণ তাই হেরি, আত্মস্মৃতি পরিহরি,
সবে মিলি হ'ল দ্রবীভূত।।
কাঁদা কাঁদি ঢলাঢলি, করে সবে প্রেমকেলি,
বহিতেছে প্রেমের তুফান।
হরিগুরুচাঁদ বলে, ভেসে যায় আঁখিজলে,
সবে তাহে হ'ল হতজ্ঞান।।
মুহূর্মুহূ হুলুধ্বনি, করিতেছে সব ধনী,
প্রেমেতে আপ্লুত চিতে।
কেহ কোন বালকেরে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে,
কেহ তুলি লইল কোলেতে।।
এমত হ'বারনাই, হরি হরি বল ভাই,
ভবময় গুরুচাঁদ প্রীতে।
ধন্য শ্রীযাদব ঢালী, যার ঘরে হেন কেলী,
হরি বল তাঁর আনন্দেতে।।
*****

মহাপ্রভুর সেবা ও প্রেমোচ্ছাস

এই ভাবে মত্ত যত মতুয়ার গণ।
প্রভু মোর আনন্দেতে করেন ভোজন।।
উত্তম উত্তম দ্রব্য করেন আহার।
যাদবের চক্ষে সদা বহে অশ্রুধার।।
মহাপ্রভু ভোজনান্তে বৈসেন শয্যায়।
মতোগণ সেবে পরে আনন্দ - হৃদয়।।
মহানন্দে মেতে সবে করেন ভোজন।
হরি বলি ভীর দেয় কোন কোন জন।।

জয় জয় হরি - গুরুচাঁদ জয় জয়।
দেখালেন মহাভাব অত্যাশ্চর্য্যময়।।
জয় জয় ওড়াকাঁদী মানুষ্যবতার।
হয় নাই হবে নাকো হেন দিন আর।।
জয় জয় গুরুচাঁদ ভকত -মন্ডলী।
এত বলি দেয় ভীর উর্দ্ধ বাহু তুলি।।
কেহ বলে জয় জয় যাদব ঢালী।
কেহ বলে জয় জয় বালক মন্ডলী।।
এমত আনন্দে সবে ভোজ সমাধিল।
ভোজনান্তে হরিধ্বনি করিয়ে উঠিল।।
ভোজন করিল সবে লম্বোদয় পেট।
চলিতে নাহিক শক্তি চে'তে নারে হেট।।
রসনার প্রিয় শিষ্য যাদব ঢালী।
হরিলীলামৃত গ্রন্থ যার করাবালি।।
শ্রীযাদবে মহাপ্রভু পুত্রধিক ভাবে।
যাহার গৃহেতে সবে মত্ত মহাভাবে।।
ঘরে কি বাহিরে ভাব অন্তরেতে ভাব।
ভাবের সাগর উথলিছে ভাবার্ণব।।
ভাবের তরঙ্গরাশি পুন উথলিল।
বালকগণের প্রভু নিকটে ডাকিল।।
আর্শীবর্বাদ করিলেন শিরে হস্ত দিয়ে।
পুলকে পুর্ণিত হ'ল তা সবার হিয়ে।।
আঁখিজল ছল ছল করে সবাকার।
প্রভুর চরণে পড়ি মাগে পরিহার।।
হেন ভাবে হরি পুন মতুয়ার গণ।
হরিগুরুচাঁদ ধ্বনি করিছে তখন।।
যাদব মল্লিক বসেছিলেন তথায়।
ছল ছল আঁখিজল হিয়ে ভাবময়।।
অন্তর্যামী প্রভু মোর ভকত - রঞ্জন।
যাদব ঢালীর প্রতি বলিছে বচন।।
পদুমায় যেতে হবে চল মহাশয়।
কোন যাদবের মুখে বাক্য না যুয়ায়।।
শুধুমাত্র বহিতেছে নয়নের ধার।
পুনরায় কহে ভাষ দয়ার আধার।।
কথা নাহি বল কেন ওরে বাছাধন।
আমাকে নিবে না তব বসতি- ভবন।।
কেঁদে কহে যাদব মল্লিকক যেই জন।
কোথা আছে প্রভু মোর বসতি ভবন।
এত বলি পুনরায় পড়িলেন কাঁদিয়ে।
মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বলেন হাসিয়ে।।
তোমার আবাস নহে হয় পদুমায়।
সে কথা জানি হে আমি ওহে মহাশয়।।
কোন দেশে কার বাস আমি তাহা জানি।
পদুমায় যাব আমি চল যাদুমণি।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী যাদব তখন।
যে আজ্ঞা বলিয়ে মাত্র বলেন বচন।।
প্রভু ব'লে ম'তোগণ সাজ হে সত্বর।
পদুমায় যাব মোরা যাদবের ঘর।
এত বলি মহাপ্রভু উদ্যোগী হইল।
হরিগুরু প্রীতে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর পদুমায় গমন

পদুমায় যেতে হবে সাজ ম'তোমগণ।
সবে এসে মহাপ্রভুর চরণে পতন।।
পুরবাসীগণ কেঁদে প্রভুকে জানায়।
এই ভাবে যেন প্রভু দিন কেটে যায়।।
আপনার ভক্তগণ এসে এই গৃহে।
যেন করে প্রেমানন্দ পরম উৎসাহে।।
পদধুলী পেলে বংশে মহত জন্মিবে।
এই বংশে উজ্জ্বলতা সেই হতে হবে।
তব প্রেমে মত্ত থেকে জীবন কাটায়।
সাধু সঙ্গে তব লীলা গাহিয়ে বেড়ায়।।
প্রভু বলে আসিয়েছে আর কে আসিবে।
সামান্য বলিয়ে কেহ ভেব না যাদবে।।
যাদব হইতে হ'বে বংশের উদ্ধার।
শ্রীতারক চন্দ্র হয় উপদেষ্টা যার।।
যাদবের বাক্য মেনে চলিও সবাই।
মনোব্যথা জানাইও যাদবের ঠাঁই।।
অবশ্য আনন্দ পাবে বাক্য মেনে নিলে।
ওড়াকান্দি যাতায়াত ক'র সবে মিলে।
অভাব রবে না আর থাকিও পবিত্র।
মতুয়ার কাছে সবে হবে ভক্তিপাত্র।।
মতুয়ার সেবা হ'লে আমি তুষ্ট হই।
মতুয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সদা রই।।
মতুয়া সন্তোষ হ'লে আমাকে পাইবে।
ভক্তিভরে সেবা ক'র মতোগণে সবে।
সবাকারে বলি প্রভু এমত বচন।
নৌকাতে চলিল প্রভু নিয়ে ভক্তগণ।।
যাদব মল্লিক সনে শ্রীযাদব ঢালী।
অগ্রে অগ্রে চলি যায় হ'য়ে কুতূহলী।।

গৃহে গিয়ে জানাইল প্রভু আগমন।
শুনে পুরবাসীগণ আনন্দে মগন।।
প্রভুর তরনী যবে উদয় হইল।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দিল।।
যাদব মল্লিক করে জয় জয় ধ্বনি।
নৌকা হতে ম'তোগণে করে হরিধ্বনি।।
প্রেমানন্দে দিশে হারা যাদব মল্লিক।
কিংকর্ত্তব্য হারিয়েছে হ'য়েছে বিদিক।।
প্রভু আগমনে মহাভাবের উদয়।
অবিরত প্রেমানন্দে প্রেমধারা বয়।।
গৃহে গিয়ে মহাপ্রভু আসনে বসিল।
চারিদিকে মতোগণ ঘিরিয়ে রহিল।।
ঠাকুরের আগমনে পরম উল্লাস।
প্রভু অঙ্গে দৈবকিনী দিতেছে বাতাস।।
সরল স্বভাব হয় দেবী দৈবকিনী।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্তা যাদব নন্দিনী।।
ঠাকুরের শ্রীচরণ দেহ বিকাইয়ে।
পিতৃ গৃহে রহে ধনী পবিত্র হইয়ে।।
ঠাকুরের পদসেবা করে নিরন্তর।
মতুয়াগণের পদে মাগে পরিহার।।
বিন্দুমতী নামিনী সে যাদব-ঘরণী।
মহাপ্রভু পদতলে লোটায় ধরণী।।
মতুয়াগণের পদ করিল বন্দন।
কোন ম'তো বিন্দুমতীর বন্দিল চরণ।।
মিষ্টভাসী বিন্দুমতী কহে অল্পভাষ।
হরি পেমে প্রমোন্মাত্তা অন্তরে উল্লাস।।
বাহ্যস্মৃতি হারাইল ভাবেতে বিভোরা।
রূপসুধা পান করে হ'য়ে মাতোয়ারা।।
ম'তোগণ সেই ভাবে চক্ষেতে নেহারি।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে বলে হরিবোল।।
কীর্ত্তনেতে বাহি যায় হিল্লল কল্লোল।।
শীতলের মাতা যিনি করেছে রন্ধন
নানাবিধ দ্রব্য তাহে কে করে গণন।।
দৈবকী আনিল জল কলসী পুরিয়ে।
প্রভুকে করায় স্নান প্রেমাবিষ্ট হিয়ে॥
অপরেতে ভোজ-ক্রিয়া হ'ল সমাপন।
প্রঙ্গণেতে বসিলেন মতুায়াগণ।।
যাদব মল্লিক অতি প্রেমাবিষ্ট চিতে।
প্রেম ভরে কহে বাণী গলিতে গলিতে।।
যে আনিল গুরচাঁদ সেই মোর ভাই।
তাহার সমান বন্ধু আর কেহ নাই।।
তার পাশে ঋণী আমি জনমে জনমে।
যেন পাই তার সঙ্গে এলে ধরাধামে।।
তাঁর সঙ্গে যার অঙ্গ তারে যেন পাই।
ধন্য সে বান্ধব- পদে এ দেহ বিকাই॥
কেবা রে এমন বন্ধু ব্যথা নাশকারী।
যে ঘুচালো মনোব্যথা তারে বলিহারী।।
এইমত কহে বাণী চক্ষে বহে ধারা।
নেহারিয়ে সর্ব্বজন হ'ল মাতোয়ারা।।
কেহ বলে বাঁধিয়েছে দিয়ে ভক্তি ডুরি।
তাই এল মহাপ্রভু ভক্ত সঙ্গ করি॥
এক পথে বাহে তরী চলে অন্য পথে।
শারিরীক বলে কেহ পারে না ফিরাতে।।
ভক্তির্ব্বাধ্য গুরুচাঁদ বুঝি ভক্তমন।
প্রেমানন্দ ভক্ত -আশা করিল পুরণ।।
এ হেন পরম ধন যা'কে কৃপা করে।
কাহাকে জানায় যদি সে জানিতে পারে।।
অপূর্ব্ব এ লীলা-তত্ত্ব বোঝে সাধ্য কার।।
কি ভাবে করুণা করে করুণাধার।
এমত বলিয়ে করে ভোজ সমাপন।
অবিরত প্রেমধারা হতেছে পতন।।
গৃহমাঝে বৈসে সবে আনন্দ অপার।
হেনকালে বিন্দু বিন্দু পড়ে বৃষ্টিধার।।
চাল্ ভেদ করি চলে চাঁদোয়া উপরে।
অনেকের হ'ল দুঃখ সেই ভাব হেরে।।
মনে মনে ভাবিলাম প্রভু দয়াময়।
যাদবের দৈন্য দশা শোভা নাহি পায়।।
ঐকান্তিক ভাবে যার হরিপদ আশা।
অদ্য হ'তে ঘুচে যায় যাদবেরর দশা।।
বৃষ্টি ছলে দেবরাজ আমাকে জানায়।
হেনভক্ত হেন দশানাহি দেখা যায়।।
দেবের করুণা হ'ল যাদব উপর।
অদ্য হ'তে দৈন্য দশা না থাকিবে আর।
ইহামাত্র মনে মনে ভাবি গুরুচাঁদ।
নৌকা পরে চলিলেন লয়ে পরিষদ।।
সেই হ'তে যাদবের দৈন্য দশা গেল।
ভক্তব্যথাহারী প্রীতে হরি হরি বল।।

★★★★★

মহাপ্রভুর কেশবপুর ভ্রমণ

তথা হইতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সনে।
পথিমাঝে মত্ত হরি কথা আলাপনে।।
কথার প্রসঙ্গে কেহ ধ'রেছে কীর্ত্তন।
প্রেমরসে ডগমগ মতুয়ার গণ।।
সেই সঙ্গে দুই যাদব বলে হরি হরি।
কিছু ভক্ত সঙ্গে নিয়ে বাহে অন্য তরী।।
অবিলম্বে উপনীত কেশব পুরেতে।
শ্রীহরি পালের গৃহে সবে আনন্দেতে।।
কোটামাঝে বৈসে গিয়ে প্রভু গুরুচাঁদ।
চতুর্দ্দিক বৈসে যত ভক্ত পরিষদ।।
যেখানে যেভাবে বৈসে মতুয়ার গণ।
যেন সবে প্রেমরসে রয়েছে মগন।।
ভাবাশ্রিত হয়ে সবে করে হরিনাম।
প্রেমে তনু ডগমগ না দেয় বিরাম।
এই মত হয় নাম পালের ভবনে।
নর - নারী ভাসে সবে প্রেমের তুফানে।
নিশি হ'ল দ্বিপ্রহর না ছাড়ে কীর্ত্তন।।
হরিপাল প্রভু ঠাঁই ব'লেছে তখন।।
নাম গান নাহি ছাড়ে মতুয়ার গণ।
রন্ধন হ'য়েছে প্রভু করুন ভোজন।।
এত শুনি মহাপ্রভু বলেছে তখন।।
ভোজ সমাপন কর মতুয়ার গণ।।
এত শুনি সবে মিলি নাম ক্ষান্ত দিল।
হরিধ্বনি ভোজ কর্ম্ম সবে সমাধিল।।
পুনরায় নাম রসে হইল মগন।
সারানিশি সেই ভাবে মত্ত সর্ব্বজন।।
প্রভাতে উঠিল সবে বলে হরি হরি।
হেনকালে এল তথা অশ্বিনীর তরী।।
দুই তরী পাশাপাশি চলিল বাহিয়ে।।
মধুমতি নদী মাঝে উদিল আসিয়ে।।
সেই নদী মাঝে হয় অপরূপ ভাব।
শুনিতে মধুর বটে কিন্তু অসম্ভব।।
যার কর্ম্ম তার ঠাঁই সহজ নিশ্চিত।
যে জন না জানে তাঁর কাছে বিপরীত।।
ক্ষুদ্রজ্ঞানে এ বিশ্বাস করা বড় দায়।
তথাপি সত্য ঘটনা জানিবে নিশ্চয়।।
ঠাকুরের শ্রীচরণ তরীর বাহিরে।
আধ আধ ভাবেতে পরশ গঙ্গানীরে।।
হেনকালে ভাগীরথী আসিয়ে তথায়।
মনে হয় শ্রীপ্রভুর চরণ ধোয়ায়।।
তাহাতে তরণী পার্শ্বে হয়েছে তরঙ্গ।
কুল কুল ধ্বনি হয় নাহি দেয় ভঙ্গ।।
অশ্বিনী হেরীয়ে তাই প্রভুকে ব'লেছে।
চরণ তুলুন প্রভু জলে ভিজিতেছে।।
অন্য ভক্ত বলে তুমি বেশ বুঝিয়েছ।
কি কান্ড হ'তেছে তাহা কভু কি জেনেছ।
চেয়ে দেখ গঙ্গাদেবী বারি উথলিয়ে।
চারি হস্তে দেয় প্রভুপদ পাখলিয়ে।।
প্রভু যদি পদদ্বয় দেন নামাইয়ে।
তোমাকে দিতে গোপারি কারণ দেখিয়ে।।
অন্তর্যামী গুরুচাঁদ পদ নামাইল।
'গঙ্গা' ধরে পদ শিরে অশ্বিনী দেখিল।।
পদ বেয়ে পড়ে নীর ঢোকে ঢোকে খায়।
কেঁদে বলে ও দাদা কি দেখালে আমায়।।
তুমি মম চিরবন্ধু তোমা কি বলিব।
জনমে জনমে তব দাস হয়ে রব।।
সে জন ব'লেছে তুমি প্রাণ সম ভাই।
তোমার কারণ অদ্য গঙ্গা দেখতে পাই।
তুমি যদি না বলিতে পদ টানিবারে।।
বল দেখি হেনরূপ কে দেখাতে মোরে।।
এ কারণ ভাই আমি হই তব দাস।
কৃপা করি রেখ ভাই শ্রীচরণে পাশ।।
অশ্বিনী কাঁদিয়ে পুন বলেছে বচন।
শোন বাই বলি তোমা বিহিত যেমন।।
মাধব পাটনী ছিল সে ত্রেতা যুগেতে।
বিশ্বামিত্র সনে রাম যায় মিথিলাতে।।
সেই দিনে গঙ্গাদেবী মকর বাহিনী।
মস্তকেতে রেখেছিল ও পদ -তরণী।।
সেই এক দিন আর এই এক দিন।
দেখাইল মহাভাব হয়ে প্রেমাধীন।।
সেই কালে ব'লেছিল মাধব পাটনী।
দেখিলাম নারায়ণ ভাগীরথী যিনি।।
গঙ্গা - নারায়ণ হেরে আমি যদি মরি।
অনা'সে বৈকুণ্ঠে যাব বলে হরি হরি।।
সে গোলক অদ্য ভাই ভুলোকে আইল।
তোমার ভকতি বলে প্রভু দেখাইল।।
বিচরণ বলে ভাই মাগি পরিহার।
হেন কথা মুখে তুমি না বলিও আর।।
এই ভাবে দুইজনে প্রেমে মত্ত হ'ল।
গঙ্গা - গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

******

গঙ্গাদর্শন উপলক্ষে সবার আলোচনা

মাধবেন্দ্র এই ভাব জানিতে পাইল।
ক্রমে মতোদের ঠাঁই প্রকাশ করিল।।
কেহ করে হরিধবনি সে কথা শুনিয়ে।
কার পড়ে আঁখিজল বয়ান বাহিয়ে।।
কেহ কেহ দু'জনাকে করে ধন্যবাদ।
আপনা ধিক্কারে কেহ গণিয়ে বিষাদ।।
গঙ্গা করে হেন ভাবে চরণ বন্দন।
ভাগ্যগুণে দোহে করে সেরূপ দর্শন।।
ধন্য ধন্য গুরুচাঁদ অখিলের পতি।
তোমাকে চিনিতে নাই দেবের শকতি।।
ধন্য প্রভু তব লীলা মহিমা অপার।
তব পদ বাঞ্ছা প্রজাপতি মহেশ্বর।।
তুমি অগতির গতি পরম কারণ।
ভক্ত মন পুতকরী জগত - রঞ্জন।।
এহেন মধুর লীলা না হইবে আর।
পুষ্পবন্ত কলিযুগে মানুষাবতার।।
মহাভাব দেখাইল নদীর মাঝেতে।
আপনার পরিচয় দিল প্রকারেতে।
কাহার চরণ বন্দে গঙ্গা ভাগীরথী।
কোন পদে সম্ভূতা হয়ে এল ক্ষিতি।।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার দেখাইতে নরে।
হেন লীলা দেখাইল নদীর মাঝারে।।
পেয়ে ধন সম্মুখেতে চিনিতে নারিনু।
ভাগ্যদোষে ভবে এসে অন্ধ হ'য়ে রৈনু।।
আহা প্রভু গুরুচাঁদ কৃপার সাগর।
না চিনিয়ে তোমা ধনে রহিনু বিভোর।।
মায়াপাশ বিজড়িত কর্মবন্ধ হয়ে।
জানিতে নারিনু তত্ত্ব ভক্তিশুন্য হিয়ে।।
প্রকারেতে বারে বারে দাও পরিচয়।
তবু নাহি আমাদের বিশ্বাসে কুলায়।।
যদ্যপি মানিত চাই কোন কোন ভাবে।
থাকে না বিশ্বাস সে মানুষ ভাবে ভেবে।।
পূর্ণ ভগবান বলে না করি বিশ্বাস।
কেমনে চিনিব তোমা গলে মায়া ফাঁস।।
এমত বলিয়ে সবে করিছে রোদন।
কোন ভকতের হয় প্রফুল্লিত মন।।
কেঁদে বলে হেন দিন হবে নাকো আর।
আহা প্রভু গুরুচাঁদ দয়ার আধার।।
অন্ধকূপ হ'তে প্রভু টেনে তুলে লও।
আপন সন্তান বলে সবাকে বাঁচাও।।
তুমি বিনে বন্ধু নাই এ বিশ্ব - মাঝারে।
পতিত জনার প্রতি করুণা বিতরে।।
হেন ভাবে বহু কথা আলোচনা করে।
অবিরত দু'নয়নে বারিধারা ঝরে।।
কেহ কেহ প্রেম ভরে ধরেছে কীর্ত্তন।
প্রেমরসে মাতোয়ারা অশ্বিনী সুজন।।
নৌকা মাঝে উথলিল প্রেমের তরঙ্গ।
নৌকা ঢুলাঢুলি করে নাহি দেয় ভঙ্গ।।
প্রভু মোর ভক্ত সনে করে চতুরালী।
কপট ভাবেতে প্রভু করে গালাগালি।।
ওরে দুষ্টগণ তোরা কি করিস এখন।
নদী মধ্যে আমাদের কি দিবি বিসর্জ্জন।।
গর্জ্জন করিতে গালি পাড়ে বারে বার।
অন্তরেতে মহাপ্রভুর আনন্দ অপার।।
শান্তাইতে ভক্তগণে কহে কটু বাণী।
মতোগণে ক্ষান্ত দিল শুনিয়ে কাহিনী।
অন্তর বিদগ্ধ হয় প্রেমের অনলে।
গোপনে গোপনে কেহ ভাসে আঁখিজলে।।
এইভাবে ক্রমে সবে হইল সুস্থির।
তথাপি কাহারো চক্ষে বহে প্রেম-নীর।।
হেনভাবে ভক্তগণ নীরবে রহিল।
মতুয়ার গণ বেগে তরণী বাহিল।।
প্রেমাবেগে মত্ত হ'য়ে ভকতের গণ।
ওড়াকান্দি ঘাটে গিয়ে দিল দরশন।।
বিদায় হইয়ে কেহ যায় নিজ বাস।
কেহ কেহ রহিলেন মহাপ্রভু পাশ।।
প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

****

সুরভীর কাহিনী

আর এক কর্ম্ম হয় যাদবের গৃহে।
মতোগণ উপনীত পরম উৎসাহে।।
গোস্বামী মহেশচন্দ্র বেপারী সুজন।
দশরথ বাড়ৈ আর ছিল বিচরণ।।
শ্রীজগদীশ ঠাকুর ছিল সে সঙ্গেতে।
লোহারগাতি উপনীত পরম রঙ্গেতে।।

সবাকে হেরিয়ে যাদব চন্দ্র ঢালী।
মনে মনে হইলেন অতি কুতুহলী।।
ভক্তিভাব মতুয়ার প্রদর্শন কৈল।
হেরিয়ে গোস্বামীগণ আনন্দ লভিল।।
যাদবের গৃহে ছিল একটি সুরভি।
তিন মাস দুগ্ধত্যাগী হ'য়েছে সে গাভী।
শ্রীযাদব গিয়ে সেই সুরভির পাশে।
অতি সবিনয় করি কহে মৃদুভাষে।।
এই গৃহে আসিয়েছে মহতের গণ।
দুগ্ধ দিতে হবে মাতা করি নিবেদন।।
তাহাতে সুরভী যেন অস্বীকার কৈল।
মস্তক নাড়িয়ে গাভী ইঙ্গিত করিল।।
যাদব বলেছে মাগো শুনহ বচন।
পালিতে হইবে অদ্য এই নিবেদন।।
ইহারা মহত যদি না হয় কখন।
তব স্তনে দুগ্ধপ্রার্থী নহি কদাচন।।
যদ্যপি ইহারা হয় মহত সন্তান।
তবে মা করুণা করি দুগ্ধ কর দান।
এমত বলিয়ে বান দুগ্ধপূর্ণ হয়।
নেহারিয়ে যাদবের প্রফুল্ল হৃদয়।।
যাদব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযোগেন্দ্র যিনি।
তাঁর প্রতি শ্রীযাদব বলে মিষ্ট বাণী।।
দুগ্ধদান করিবারে ক'রেছে ইঙ্গিত।
ভান্ড নিয়ে দোহিবারে এসেছে ত্বরিত।।
শুনিয়ে অগ্রজ বাণী যোগেন্দ্র তখন।
ভান্ড নিয়ে উপনিত সুরভী সদন।।
দোহন করিল অতি হইয়ে সন্তোষ।
হইবে মধুর সেবা মনেতে আপশোষ।।
হইল আড়াই সের মনে অনুমান।
তখনে দোহন কার্য্য করে সমাধান।।
দোহন করিয়ে শেষ যখনে উঠিল।
সুরভী ও সেইকালে ইঙ্গিত করিল।।
মহতের সেবা তরে দিলাম এবার।
মম ঠাঁই পুনঃ দুগ্ধ নাহি পাবে আর।।
মহতের সেবা তরে দুগ্ধ দান কৈল।
সুরভীর প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆

ভক্তির ভোজন

শ্রীযাদবচন্দ্র ঢালী মহা ভাগ্যবান।
শ্রীতারক দেহ মন গুরুচাঁদ প্রাণ।।
একদা কবজী মৎস্য অনেক ধরিল।
তিন চারি কুড়ি হবে অনুমান হ'ল।।
তার মাঝে ভালগুলি বাছিয়ে বাছিয়ে।
ভান্ড মধ্যে দিল জল রাখে জিয়াইয়ে।।
এই মৎস্য দিয়ে হবে গুরুসেবা কাজ।
শ্রীগুরু তারক চন্দ্র কবি রসরাজ।।
হেন মৎস্য খাইব মনেতে ভাবিয়ে।
রাখিয়েছে গৃহ মাঝে যতন করিয়ে।।
বহুদিন চলি যায় গুরু না আইসে।
কি হবে কি হবে বলে আঁখিজলে ভাসে।।
এইভাবে দুই এক দিন গত হয়।
শ্রীতারক চন্দ্র প্রভু এল পদুমায়।।
এদিকেতে শান্তিময়ী যাদব - ঘরণী।
মনে মনে কিবা যেন ভাবিল সে ধনী।।
সেই মৎস্য কাটিতেছে করিবে রন্ধন।
শ্রীযাদব এসে তাহা করে দরশন।
রমণীর প্রতি বলে কটুত্তর বাণী।
কি করিলি বল দেখি আরে রে পাপিনী
আরে রে জঘন্য তুই বড় অভাগিনী।
প্রাণে ব্যথা দিলি মোরে হ'য়ে স্বধর্মিনী।।
আর কি বলিব তোরে না পাই ভাবিয়ে।
মরম ব্যথায় মোর ফেটে যায় হিয়ে।।
এই মত কটুভাষ বলে বার বার
স্বামীর বচনে শান্তিময়ীর উত্তর।।
এই মৎস্য রাখিয়েছ যাহার কারণ।
তাহার লাগিয়ে আমি করিব রন্ধন।
এত শুনি শ্রী যাদব বলে পুনরায়।
বড় সতী তুমি বুঝি হ'য়েছে ধরায়।।
আসিতেছে মম গৃহে প্রাণের রতন।
তুমি কি করেছ সতী স্বপ্নে প্রদর্শন।।
নহে বুঝি ভবিষ্যৎ বলিতে শিখেছ।
তাই মোরে সেই মত প্রবোধ দিতেছ।।
এইমত কটুবাণী কহে অনুক্ষণ।
ব্যাকুলিত শান্তিময়ী করেন রোদন।
কেঁদে কেঁদে সেই মৎস্য করিল রন্ধন।
পদুমায় রসনার মন উচাটন।।
অধৈর্য্য হইয়ে দেবী রান্না সমাপিল।
রসনার তরী এসে ঘাটেতে পৌছিল।।
নেহারিয়ে শ্রীযাদব হ'ল আত্মহারা
অবিরত দু'নয়নে বহে শতধারা।।

কেঁদে কেঁদে রসনাকে গৃহেতে লইল।
উত্তম পীড়ির পরে রসনা বসিল।।
গুরুপদে শ্রীযাদব পতিত হইয়ে
পদদ্বয় করে সিক্ত কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
সান্তনাকরেন দান কবি রসরাজ।
মনোল্লাসে বলে বড় শুভদিন আজ।।
তৈল দেহ ওরে বাবা স্নান সমাপিব।
ক্ষুধাও বেড়েছে মম ভোজন করিব।।
খেতে দাও ওগো মাতা ক্ষুধা বাড়িয়েছে।
সযতনে মাতা মোর রন্ধন করেছে।।
হেনকালে শান্তিময়ী ভক্তি সহকারে।
স্নান করাইয়ে গুরু নিল নিজ ঘরে।।
ভক্তিভরে পুজে পদ যাদব ঘরণী।
দু'নয়নে প্রেমধারা যথা তরঙ্গিণী।।
তারক রসনা বলে সব আমি জানি।
কে ব'লেছে ভবে তুমি হও অভাগিণী।।
পুণ্যবতী সধবা সতী তুমি তো জননী।
তোমা সমা ভাগ্যবতী কে আছে ধরণী।।
ক্ষুধায় পীড়িত মাগো হ'য়েছি এখন।
খেতে দাও বিলম্ব না কর অকারণ।।
এত শুনি শান্তিময়ী অতি সমাদরে।
বাৎসল্য প্রেমেতে মেতে গুরুসেবা করে।।
রসনা ব'লেছে বাণী সুমধুর স্বরে।
জগন্নাথ সেবা হ'ল মাগো তব ঘরে।
এ প্রসাদ যেইজন ভোজন করিবে।
মহাব্যাধি হ'তে সেই নিষ্কৃতি পাইবে।।
এই বাক্য রসরাজ বলিল যখন।
রোগাক্রান্ত এক ব্যক্তি দিল দরশন।।
ওই গ্রামবাসী হয় হলধর ঢালী।
প্রসাদ লইল চেয়ে হ'য়ে কৃতাঞ্জলী।
প্লীহা যকৃতাদি রোগ উদরেতে ছিল।।
ভক্তিভরে এ প্রসাদ ভোজন করিল।।
জীবনের আশা তার ছিল না কখন।
প্রসাদের গুণে ব্যাধি হইল মোচন।।
ভক্তির্ব্বাধ্য শ্রীতারক ভক্তের অধীন।
পুরাইল ভক্ত বাঞ্ছা হ'য়ে প্রেমাধীন।।
আরো করিলেন দান দীনের জীবন।
কোন যুগে এই লীলা না হয় কখন।।
ধন্য এই কলিকাল ধন্য অবতার।
মানুষে মানুষে মেলা চিনে সাধ্য কা'র।।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে লীলা প্রকাশিল।
তারক রসনা প্রীতে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর আমগ্রামে যাত্রা

গিরিশচন্দ্র বসু ঘৃতকাঁদী বড় ধনী।
তাহার সাহায্যে হয় বড় লোক বেণী।।
নানাস্থানে গাতি রেখে হ'ল গাতিদার।
আমগ্রামে এক গাতি রাখে তার পর।।
নুতন কাছারী তথা করিবে স্থাপন।
প্রভুকে নিবেদন তথা করিবে স্থাপন।
প্রভুপদ পূজা করি করিব কাছারী।
নির্দ্ধার্য্য ক'রেছে তাহা মনেতে বিচারি।
প্রভুর কৃপায় আমি পেয়েছি এসব।
প্রভুকে লইতে হয় মনেতে উৎসব।।
এত ভাবি শ্রীধামেতে উদয় হইল।
আপনার মনোভাব প্রভুকে বলিল।।
কৃপা করি গুরুচাঁদ সম্মত করিল।।
প্রভু ভক্তগণ সব উদ্যোগী হইল।
শ্রীরাসবিহারী ভক্ত আর যজ্ঞেশ্বর।
শ্রীবিপিন চন্দ্র হরি[illegible] সরকার।।
কৈলাশ বিশ্বাস আর আদিত্য কুমর।
গোসাই শ্রীসনাতন হরিষ অন্তর।।
এই মত বহুভক্ত সঙ্গেতে সাজিল।
শ্রীবেণী পালের তরী ঘাটেতে উদিল।।
বেণী ও যাদব পাল লইল প্রভুকে।
ভক্তগণ চলিলেন পরম কৌতুকে।।
চারিজনে প্রাণ পণে বাহিছে তরণী
আনন্দে মাতিয়ে কেহ করে হরিধ্বনি।।
সাধু বৈদ্য নামে ভক্ত সাতপাড় বাসী।
দফাদারী কর্ম করে পরম উল্লাসী।।
তাহার গৃহেতে এল দলাল আধার।
হেনকালে অস্তাচলে দেব দিবাকর।।
প্রেমানন্দে দফাদার করে হরিধ্বনি।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।।
বলে অদ্য দিবা মোর হ'ল সুপ্রভাত।
কৃপা করি আইলেন অনাথের নাথ।।
হৃদি মাঝে বহে বন্যা ঝলকে ঝলকে।
ভক্তিভরে গৃহমাঝে বসায় প্রভুকে।।
পরিষদগণ সবে বসিল তথায়।
রামাগণে মুহুর্মুহু দিল জয় জয়।।

সে ধ্বনি শ্রবনে এল গ্রামবাসী গণে।
প্রভুরূপ দরশনে আনন্দিত মনে।।
কোনদিন দেখে নাই এহেন রতনে।
অনিমিষে চেয়ে থাকে প্রভু মুখপানে।।
চাঁদোয়া টানা'য়ে দিল প্রাঙ্গণ উপরে।
বহু লোক বৈসে তথা হরিষ অন্তরে।।
কিছুকাল অন্তে কেহ ধ'রেছে কীর্ত্তন।
যেন সবে মুগ্ধ হ'য়ে ক'রেছে শ্রবণ।।
কেহ বলে ওরে ভাই বড় চমৎকার।
কীর্ত্তনেতে প্রবাহিত যেন সুধাধার।।
বড় মধুমাখা ভাব করে মতুয়ারা।
চেয়ে দেখ দু'নয়নে বহে প্রেমধারা।।
এমত বলিয়ে কেহ কীর্ত্তনে মাতিল।
ক্রমে বহুজন কীর্ত্তনেতে যোগ দিল।।
অগণিত লোক ক্রমে হ'ল সংঘটন।
প্রভুকে হেরিয়ে সবে শুনেছে কীর্ত্তন।।
অন্তঃপুরে হইতেছে পাক আয়োজন।
ডাল ডালডা শাক শুক্তা বিবিধ ব্যাঞ্জন।।
হেন কালে দফাদার ভাবে মনে মনে।
অতীব দরিদ্র আমি এই শঙ্কা মনে।।
প্রভুর সম্মান আমি রাখিব কেমনে।
জাতি কুল মান বুঝি গেল এতদিনে।
হায় হায় দয়াময় না জানি কি হ'বে।।
মনে হয় কত লোক অভুক্ত যাইবে।।
এমত ভাবিয়ে বৈদ্য ক'রেছে রোদন।
মম সম নাহি কেহ ভবে অভাজন।।
কত না করুণা করি এল দয়াময়।
সেই হেতু এত লোক দিল পদাশ্রয়।।
তা সবার পরিচর্য্যা করিতে না পারি।
কেন বা এ তুচ্ছ দেহ আকারণ ধরি।।
হায় হায় করি শুধ করে হাহাকার।
অবিরত দু'নয়েনে বহে অশ্রুধার।।
সাধু বৈদ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বেহারী নামেতে।
কাকার মনের ভাব পারিল জানিতে।।
প্রভুর নিকট গিয়ে ব'লেছে তখন।
রন্ধন হ'য়েছে প্রভু চা'ল একমন।।
প্রভু বলে তাহাতেই পুরণ হইবে।
কেন অকারণ সবে মরিতেছে ভেবে।।
প্রবু নিকট ছিল যত মহাত্মন।
শুনিয়ে বিস্ময় মানে প্রভুর বচন।।
মনে ভাবে এই কর্ম্ম হইবে কেমনে।
অতি অসম্ভব কথা শুনিনু শ্রবণে।।
বৌল গ্রামে বহুলোক করে সে বসতি।
বহু কর্ম ক'রে থাকি করিয়ে যুকতি।।
হেন অসম্ভব কর্ম না দেখি না শুনি।
কিমাশ্চর্য্য শুনি এই ঠাকুরের বাণ।।
রতন বাড়ই নামে ব্যক্তি সেই জন।
সমাজের শ্রেষ্ঠ নেতা তথা একজন।।
এই কর্ম্ম যদি নাহি পারে সমাধিতে।
রক্ষা নাই মম-ঠাঁই পারিবে জানিতে।।
মাত্র এক মণ চাল লোক চারিশত।
কিছুথে না হবে এই কর্ম্ম সম্পাদিত।
অদ্য হ'তে ঠাকুরালী ঘুচা'ব নিশ্চয়।
বৃথা আর কেন আমি করি কালক্ষয়।।
পরে গিয়ে জানাইল বহুলোক স্থানে।
কেমন ঠাকুর বুঝে ল'ব সর্বজনে।।
এক মন চাল মাত্র হ'য়েছে রন্ধন।
তাতে নাকি সবাকার হইবে ভোজন।।
দেখিয়ে লইব ইহা পারে কোন মতে।
বুজরুকী খাটিবে না কবু এ দেশেতে।।
এত বলি নাম ক্ষান্ত করা'য়ে তখন।
বলে সবে বৈস এবে করহ ভোজন।।
গ্রাম্যলোক কৌতুহল দেখিবার তরে।
একে একে বসাইল ডেকে সবাকারে।।
মাত্র বিশ কুড়ি জন প্রাচীন পক্ষের।
দেখিতে রহিল এই লীলা ঠাকুরের।।
তাহা হেরি সাদু বৈদ্য ভাবিত - হৃদয়।
প্রভুর চরণ ধরি কাঁদে উভরায়।।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু কি হবে উপায়।
অদ্য বুঝি জাতি কুল না থাকে বজায়।।
অল্প অন্ন এত লোক কেমনে হইবে।
ভাগ্যে কিবা আছে প্রবু নাহি পাই ভেবে।।
অগতির গতি তুমি অনাথ -শরণ।
কৃপা করি রক্ষা কর মোদের জীবন।।
রতন বাড়ই ডেকে বলে বার বার।
বুঝিব কেমন তোর সর্ব্ব সরাৎসার।।
তাহার বচন যেন বজ্রসম হানে।
নাহি জানি জাতি কুল রহিবে কেমনে।।
প্রভু বলে কোন চিন্তা নাহিক তোমার।
তব জাতি কুল মান সকলি আমার।।

যাহা কিছু করিয়াছ আমাকে ভাবিয়ে।
আমি তাহা লইয়েছি সকল বুঝিয়ে।।
নিশ্চিন্ত হৃদয় তুমি সবে দাও খেতে।
ত্রৈলোক্য সাহিতে খেলে নারিবে ফুরা'তে।।
লক্ষ্মীকান্ত কৃপাযোগে পুর্ণিত ভান্ডার।
মাভৈঃ মাভৈঃ বৎস কি ভয় তোমার।।
এত যদি বলিলেন দয়ার আধার।
মৃত দেহে হ'ল যেন জীবন সঞ্চার।।
কেঁদে কেঁদে দফাদার বাহিরে আইল।
ব্যাকুল হৃদয় সদা কাঁদিতে লাগিল।।
ভোজনের কালে শুধু করে কলরব।
দাও দাও লও লও এইমাত্র রব।।
ডাল ডাল্‌না আদি করি দেয় অপ্রমিত।
তবু সেই ভান্ড পুর্ণ থাকে পূর্ব্বমত।।
এতেক দেখিয়ে সবে মানিল বিস্ময়।
একজন প্রতি ডেকে অন্য জন কয়।।
অল্প অন্ন অল্প ডাল করে আমদানী।
ত্রৈলোক্যে ফুরাতে নারে হেন অনুমানি।।
সর্বলোকে বলে ভাই এ কি চমৎকার।
কভু মোরা নাহি হেরি এমত ব্যাপার।।
সব লোক খেয়ে বলে অদ্য কিবা রান্না।
মনে হয় এই রান্ন করে অন্নপূর্ণা।।
এই ভাবে সব লোক ভোজন করিল।
রতন বাড়ই তাহে বিস্ময় মানিল।।
মতুয়ার গণ সবে আনন্দ লভিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরিধ্বনি দিল।।

★★★★★

রতন বাড়ইর দর্পচুণ

অতঃপর শুন সবে প্রভুর ভোজন।
যে ভাবেতে দফাদার পুজিল চরণ।।
নানাবিধ ফল দিল প্রভুর সেবায়।
কতবা লইব নাম মুখে না যুয়ায়।।
আম জাম কাঁঠালাদি দরিস্ব কবরী।
নেচপাতি কমলাদি সুস্বাদু আঙ্গুরী।।
এইমত নানাবিধ বর্ণ নানা ফল।
বাছিয়ে বাছিয়ে দিল পক্কটি কেবল।।
অন্নাদি করিল ভোজ হরিষ অন্তরে।
দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন বিবিধ প্রকারে।।
ভোজ নিল মহাপ্রভু অগতির গতি।
মহুর্মুহু জয় দিল যতেক যুবতী।।
এইমত মহাপ্রভু ভোজ সমাধিল।
প্রেম ভরে দফাদার হরিধ্বনি দিল।।
ভোজনান্তে মহাপ্রভু হরিষ অন্তরে।
বিশ্রাম করেন প্রভু বসি শয্যাপরে।।
অপরেতে সে রতন প্রভু পাশে গিয়ে।
উরু ভঙ্গ কুরু সম রহিল বসিয়ে।।
যে রূপে শ্রীচৈতন্য বালা রাউৎখামার।
প্রভু ঠাঁই উপনীত গর্বিত অন্তর।।
লীলামৃত গ্রন্থমাঝে লিখে রসরাজ।
সেই মত করম রতন করে আজ।।
রামলোচনের বাটী হ'ল মহোৎসব।
তথা উপনীত হরি নিয়ে ভক্ত সব।।
গৃহমাঝে হয়েছিল মধুর কীর্ত্তন।
রান্না না করিল তাহে মতুয়ার গণ।
রান্না ঘরে লোক নাই কে করিবে পাক।
তাহা দেখি সর্ব্বজন হইল অবাক।।
চৈতন্য বালার পাশে জানায় সবাই।
শুনিয়ে চৈতন্যর সে আত্মস্মৃতি নাই।।
ক্রোধ ভরে বলে কত যুক্তি বচন।
কিসের বা হরিধ্বনি কিসের কীর্ত্তন।।
চুপ ক'রে থাকে যেন তাই গিয়ে কও।
নহে এব সবাকারে তাড়াইয়েদাও।।
এই মত ভাবে কত করে আস্ফালন।
বাহিরতে বসি করে সিংহের গর্জ্জন।।
এক এক বার যায় প্রভুর গোচরে।
নেহারিয়ে চন্দ্রমুখ সব যায় দুরে।।
এই রূপে বার বার আসে আর যায়।।
বলিতে না পারে কিছু প্রভুর ইচ্ছায়।।
সেই দিন হ'য়েছিল অপরূপ কান্ড।
রসরাজ লিখে তাঁর অমৃতের ভান্ড।
অগণিত হয় তথা লোক আগমন।
অল্প অল্প দ্রব্য মাত্র হইল রন্ধন।।
প্রভু মোর বলেছিল চৈতন্য বালায়।
খেতে দাও সব লোক পায় কিনা পায়।।
শুনিয়ে চৈতন্য বালা ক্রোধিত হইয়ে।
সব লোক বসাইল ডাকিয়ে ডাকিয়ে।।
রীতিমত হ'ল ভোজ প্রভুর কৃপায়।
অল্প অল্প সব দ্রব্য আরো থেকে যায়।।
শ্রীচৈতন্য বালা পরে মানিল বিস্ময়।
বলেএ মানুষ কভু সামান্য ত নয়।

উরুভঙ্গ কুরুবর সভায় বসিল।
সেই মত দশা অদ্য রতনের হ'ল।।
দর্পহারী দর্প চূর্ণ করিল তাহার।
মনঃক্ষুন্ন হ'য়ে বৈসে প্রভুর গোচর।।
মনে মনে করে চিন্তা বাড়ই রতন।
সামান্য মানব নহে হইবে কখন।।
অল্প দ্রব্য বহুলোক ফুরাতে না পারে।
হেন কভু দেখি নাই নরদেহ ধ'রে।।
মানবেতে হেন কর্ম্ম সম্ভব না হয়।
ঈশ্বরীয় শক্তি আছে হেন মনে লয়।।
হেন ভাবে করে চিন্তা আপন মনতে।
মৌন বেশে চলি যায় আপন গৃহেতে।।
রতনের দর্প চূর্ণ তথায় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর আমগ্রামে গমন

প্রাতঃকালে ভক্তগণ করিয়ে সংহতি।
আমগ্রামে উপনীত জগতের পতি।।
তথা গিয়ে আহারাদি সমাধা করিল।
বিশ্রাম করিতে প্রভু শয্যাতে বসিল।।
পরেতে শ্রীবেণী পাল সাজায়ে কাছারী।
কদলী বৃক্ষ এনে রোপে সারি সারি।।
প্রজা বৃন্দ এসে সবে কাছারী সাজায়।
সুচিত্র বিচিত্র শোভা কাছারীতে হয়।
নানা বর্ণে ফুলহার করিয়ে গ্রন্থন।
চারিদিকে রাখিয়েছে করি সুশোভন।।
সিংহাসন করিলেন অতীব যতনে।
আতোর গোলাপ মেখে দিল সিংহাসনে।।
প্রভুকে লইল বেণী করিয়ে যতন।
বসাইল সিংহাসনে প্রফুল্লিত মন।।
অগুরু চন্দন চুয়া শ্রীঅঙ্গে লেপন।
বৈকুণ্ঠ আসনে যথা শোভে নারায়ণ।।
মনোহর ফুলহার কণ্ঠেতে দোলয়।
পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ শ্রীপায়।।
সিংহাসন আলো করি বৈসে গুরুচাঁদ।
মহানন্দ বৈসে তথা যত পরিষদ।।
আমগ্রামবাসী যত ব্রাহ্মণের গণ।
একে একে সবে এসে দিল দরশন।।
নিজ মনে সবাস্থানে বৈসে সর্ব্বজন।
কেহ এসে প্রভুকে না করে সম্ভাষণ।।
হইল বিরাট সভা কাছারী সম্মুখে।
বহু লোক বসিয়েছে মনের পুলকে।।
অনুমান তিন শত হইবে ব্রাহ্মণ।
আসিয়েছে আরো কত ভদ্রাভদ্রগণ।।
বাঢ়ীবিপ্রগণ বৈসে গৌরবে মাতিয়ে।
শুধু মাত্র প্রভুরূপ দেখে নিরখিয়ে।।
জ্যোতির্ময় রূপ অঙ্গে উজ্জ্বল কিরণ।
সুনির্ম্মল ভাতি তাতে রক্তিম বরণ।।
ঝলমল করিতেছে সে রূপচ্ছটায়।
নব মেঘে ঘনঘটা বিদ্যুৎ খেলায়।
রূপ হেরে প্রভাহীন হয় শশধর।
নীল আকাশেতে যেন নির্ম্মল ভাস্কর।।
ডগমগ করেরূপ মরি কিবা শোভা।
উপমা-বিহীন রূপ ভক্ত-মনোলোভা।।
হেনরূপে করে শোভা প্রভু গুরুচাঁদ।
পূর্ণানন্দে হেরে রূপ যত পরিষদ।।
নীরব নিস্তব্ধ ভাবে সবে আছে বসি।
অনিমিষ নেত্রে সবে হেরে রূপরাশি।।
হেনকালে এল তথা শ্রীসুরেন্দ্র রায়।
ব্যারীষ্টারী করি পাশ গৃহে বসি রয়।।
বিপুল সম্পত্তি হয় না করে চাকরি।।
সদাশয় ব্যক্তি হয় নহে অহংকারী।।
শিষ্টাচারী হ'ন তিনি বুদ্ধে বিচক্ষণ।
ঠাকুরের নিকটেতে দেন দরশন।
ঠাকুরের ওই রূপ দরশন করে।
নমস্কার করে অতি প্রফুল্ল অন্তরে।।
রাঢ়ীবিপ্রগণ তাহে লাগে চমৎকার।
অপরূপ কান্ড হল' সভার মাঝার।।
সবে মিলে মনে মনে মাগে পরিহার।
সবে মিলে কহে নমস্কার নমস্কার।।
আধ ঘন্টা কাল প্রায় নমস্কার শব্দ।
নাহি হেরি হেন ভাব হ'ল যেন স্তব্ধ।।
বিনীত ভাবেতে কত করিল সম্মান।
কেহ বলে ইনি হন নরের প্রধান।।
নহে কেন বেণীবাবু চরণ পুজিবে।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইনি বুঝিলাম এবে।।
এইভাবে বহু কথা আলোচনা করে।
কেহ বলে হেন রূপ নরে নাহি ধরে।।
অজানুলম্বিত ভুজে মানবে সাজে না।
অঙ্গচ্ছটা যেন ভাই ধরায় ধরে না।।

এই মত বলাবলি করি বহুজন।
অনিমেষে করিতেছে রূপ দরশন।
কাছারী প্রতিষ্ঠা কর্ম্ম শ্রীবেণী করিল।
নেহারিয়ে সর্ব্বজন মোহিত হইল।।
হেনকালে এল তথা বেহারী নামেতে।
ভক্তিভরে প্রণমিল প্রভুর পদেতে।।
সভামাঝে কেহ কেহ করে হরিধ্বনি।
প্রেমানন্দে ভরপুর হ'ল সেই বেণী।।
বেহারী নামেতে যিনি সাতপাড় ঘর।
খল্লতাত হয় তার সাধু দফাদার।।
পাঠিয়েছে গুরুচাঁদ নিতে পুনরায়।
শ্রীবেহারী সেই কথা প্রভুকে জানায়।
গললগ্নি কৃত বাসে ব'লেছে বচন।
পুনরায় যেতে হবে মোদের ভবন।।
কাকা মোরে পাঠিয়েছে নিতে আপনাকে।
সবে মাত্র চেয়ে আছে মানের পুলকে।।
হেনকালে শ্রীসুরেন্দ্র রায় মহাশয়।
বিনীত ভাবেতে তিনি বহোরীকে কয়।।
প্রভুকে লইতে আমি করিয়েছি সাধ।
তুমি কেন তাহে এসে কর প্রতিবাদ।।
যদি প্রভু যেতে চা'ন আপন আলয়।
পথ বাড়াইতে কেন যাবেন তথায়।।
প্রভু বলে হেন ভাষ না হয় শোভন।
আমার যাইতে হবে ওদের ভবন।।
সেই বাটী মম বাটী কভু ভিন্ন নয়।
অবশ্য যাইতে হবে সাধুর আলয়।।
হেনকালে বলিলেন শ্রীকেদারী রায়।
মম গৃহে যেতে হবে ওহে দয়াময়।।
সে কথায় মহাপ্রভু স্বীকার করিল।
রায় বংশধরগণ প্রভুকে লইল।।
যখনেতে রায় বাটী উদয় হইল।।
রায়দেব মেয়েগণে হুলুধ্বনি দিল।।
অভ্যর্থনা করি নিল গৃহের মাঝারে।
উত্তম আসন পরে বসায় ঠাকুরে।
অন্তঃপুরবাসিগণ আইল দেখিতে।
রূপের কিরণ যেন লাগিল আঁখিতে।।
ফিরাইতে নারে আঁখি হইল বিস্ময়।
আনন্দেতে হুলুধবনি সঘনে করয়।।
অগুরু চন্দন আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
ধান্য দুর্ব্বা পুষ্পমালা আনে কোন নারী।।
ধূপ দীপপ্রজ্জলিত মঙ্গলচরণ।
প্রেমভরে করে পূজা যত রামাগণ।।
চন্দনে চর্চ্চিত করি নানা ফুলহার।
কোন নারী অর্পিলেন প্রভু কণ্ঠপর।।
বিবিধ প্রকারে পূজে প্রভুর চরণ।
আনন্দে পুর্ণিত হ'য়ে যত রামাগণ।।
একেত শ্রাবণ মাস অপরাহ্ণ কাল।
আতর গোলাপ মাখা তাহে ফুল্লদল।।
মন্দ মন্দ বহিতেছে দক্ষিণে বাতাস।
ফুল হ'তে বাহিরায় অপর্যপ্ত বাস।।
মম মুগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ শ্রীঅঙ্গের ঘ্রাণে।
বাৎসল্যের ভাব জাগে মাতৃগণ প্রাণে।।
নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য আনিয়ে যতনে।
স্নেহ ভরে তুলে দেয় শ্রীচন্দ্র বদনে।।
ব্রাহ্মণ মন্ডলী সবে ক'রেছে বিনয়।
ধন্য করিলেন সবে এসে আমগায়।।
বলিবার যাহা কিছু আছে যার প্রানে।
সুমধুর ভাবে কহে প্রভু সন্নিধানে।।
এই ভাবে বহুক্ষণ হ'ল আলাপন।
প্রভু বলে সাতপাড় করিব গমন।।
শুনে যেন সবাকার আকুল পরাণ।
আখি জলে তা সবার ভেসেছে বয়ান।।
হেনকালে বলিলেন শ্রীকেদার রায়।
সেবা নিতে হবে হেথা ওহে দয়াময়।।
সেবা না করিয়ে প্রভু যেতে নহে দিব।
তা না হ'লে প্রাণে বড় অশান্তি পাইব।।
বিপুল বিনয় এবে করি প্রদর্শন।
স্বীকৃত হ'লেন প্রভু বুঝি তার মন।।
সেই গৃহে মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ ব্যাঞ্জন।।
অপরেতে ম'তোগণে করিল ভোজন।
হুলুধ্বনি করিলেন দ্বিজ কন্যাগণ।।
ব্রাহ্মণেরা হরিধ্বনি ক'রেছে সঘনে।
বড়ই আনন্দ তথা হইল ভোজনে।।
সুমধুর বাক্যে বলে ভকত রঞ্জন।
সন্তানে আশীষ কর মাতৃদেবীগণ।।
প্রভু যবে বলিলেন এমত বচন।
আঁখি জলে সবাকার ভাসিল বদন।।
বিদায় করিতে নারে মন উচাটন।
বুক ভেঙ্গে যেন তাহে আইল ক্রন্দন।।

বাৎসল্য রসেতে মগ্ন দ্বিজ কন্যাগণ।
কেমনে বিদায় দিবে না স্বরে বচন।।
কোন মেয়ে কেঁদে বলে সুমধুর বাণী।
মনে যেন থাকে বলে অবলা নন্দিনী।।
এইমত বলে যবে ভক্তি পূর্ণ বাণী।
কিবা সে মধুর ভাব অমৃত কাহিনী।।
সবাকার আঁখিজল করে ছল ছল।
সান্তাইল মিষ্ট বাক্যে ভকত বৎসল।।
ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে করেন প্রয়াণ।
রামাগণে বামাস্বরে করে কল্যাণ।
স্ত্রী - পুরুষে চেয়ে দেখে প্রভুর গমন।
বিন্দু বিন্দু আখি ধারা হ'তেছে পতন।।
শ্রীমন মোহন রূপ আর গ্রামে হ'ল।
হরি গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর পুনরায় সাতপাড় গমন

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু মহাভাবে ডুবু ডুব
সাতপাড় পুনশ্চ গমন।
মতুয়া গণ সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
বেগে তরী বাহিল তখন।।
পুনরায় এল প্রভু সঙ্গেতে ভকত বহু
শ্রীবেহারী সংবাদ বলিল।
উত্তম আসন করি দু'নয়নে বহে বারি
সাধু বৈদ্য আনন্দে মাতিল।।
অতি প্রফুল্লিত মনে চেয়ে আছে পথ পানে
আঁখি জল করে ছল ছল।
হেনকালে ভক্ত সনে অতি আনন্দিত প্রাণে
দেখাদিল ভকত বৎসল।।
ভক্তের গৃহেতে গিয়ে বসিলেন হৃষ্ট হ'য়ে
সাঙ্গ পাঙ্গ করিয়ে সংহতি।
সাধু বৈদ্য ভক্তি চিতে প্রণমি প্রভু পদেতে
ম'তোগণে করিল প্রণতি।।
পরে যত ম'তোগণ আরম্ভিল সংকীর্তন
প্রেমাবেশে পুনশ্চ মাতিল।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রেমে পুলকিত কায়
কেহ কেহ ঢলিয়ে পড়িল।।
শুনিয়ে গ্রামের লোকে ধাইয়া এল পুলকে
সঙ্গে সঙ্গে এল শিশুগণ।
মিলে ম'তো দের সনে সবাই প্রফুল্ল মনে
মধুরস্বরে ক'রেছে রোদন

হরি হরি হরি ব'লে ভাসিতেছে আঁখি জলে
কোন মতে নাহিক বিরাম।।
ঘুরে ফিরে বলে হরি কেহ বা মৃত্তিকাপোরি
কেঁদে কেঁদে করে হরিনাম।।
হেরে সেই মহাভাব যতেক মতুয়া সব
মহুর্মুহু করে হরিধ্বনি।
যতেক রমণী এসে প্রেমানন্দ মুখোল্লাসে
মনে মনে করে হুলুধ্বনি।।
যতেক বালক মিলে ক্ষণে পড়ি ভুমি তলে
প্রেমাবেশে দেয় গড়াগড়ি।
মুখে বলি হরি বোল প্রেমেতে হ'য়ে বিহোল
কেহ খায় আছাড়ি পাছাড়ি।।
এইমত বহুক্ষণ হ'ল হরি সংকীর্তন
কোন কোন বালক অজ্ঞান।
নেহারিয়ে মতুয়ারা হইতেছে স্মৃতি হারা
ক্ষান্ত করিলেন নাম গান।।
বহু পরিশ্রম করি কেহ বলে হরি হরি
শান্ত করে বালকের মন।
দফাদার বলে বাণী শুন যত মহাজ্ঞানী
ফলাহার করহ এখন।।
শুনে মতুয়ারগণ বাল্যভোজ সমাপণ
করে সবে আনন্দ হৃদয়।
পুন করে সংকীর্তন প্রেমাবিষ্ট তনু মন
ডুবে সবে প্রেমের গোলায়।।
কেহ করে সিংহ রব কেহ করে করিরব
রণাঙ্গণে যেই মত ধায়।
তেমতি বিক্রম করি মুখে বলি হরি হরি
ষড়ঋপু ছাগ দুরে যায়।।
নামে হ'য়ে মতোয়ারা প্রেমে হ'য়ে আত্মহারা
প্রেমাবেশে উন্মত্ত সবাই।
কেহ গুরুচাঁদ ব'লে ভাসিতেছে আঁখিজলে
কেঁদে কেঁদে ছাড়িতেছে হাই।।
এই ভাবে বহুক্ষণ হ'ল নাম সংকীর্তন
এদিকেতে রান্না সমাপন।
নাম ক্ষান্ত করি সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
সবে মিলি করিল ভোজন।
গতকল্য যত লোক অদ্য ঠিক ততলোক
অদ্য লাগে চা'ল চারিমণ।
হেরিয়ে রতন রায় বিস্ময় হ'ল হৃদয়
বুঝিতে না পারে যে কারণ।।
পরে গিয়ে প্রভু পাশে বলেছে মধুর ভাষে

ওহে প্রভু কি বলিব আর।
চিনিতে না পারি তোমা দিতেও নারি উপমা
কেবা তুমি দয়ার আধার।।
অপরাধ ক্ষমাচাই তোমা বিনে কেহ নাই
দীনবন্ধু বলিতে এ ভবে।
দেখ শুনে বুঝিলাম নিজে হার মানিলাম
কৃপা দান কর মোরে এবে।।
আমি অতি হীনজন নাহিক সাধ্য সাধন
অহঙ্কার সদা মত্ত থাকি।
পরীক্ষা করিতে গিয়ে নিজে অপদস্থ হ'য়ে
বুঝিলাম তুমি প্রাণ পাখী।।
তুমি প্রভু অন্তর্যামী সকল জানহে তুমি
স্পষ্টভাবে বুঝিলাম সব।।
আমি হই কোন ছার দেব দ্বিজ দিবাকর
তব ঠাঁই সবে পরাভব।।
করি আত্মা নিবেদন দেহ মোরে শ্রীচরণ
শুন ওহে প্রভু দয়াময়
তুমি হে জগৎ স্বামী সকলি ত জান তুমি
আমি এক করেছি আশায়।

প্রভু বলে ক্ষান্ত হও কোঠাযোগ্য তুমি নও
কেন তুমি তাহা ভাবিয়েছ।
দালানের যোগ্য যারা তব ঘরে নাই তারা
কেন মিছে তুমি খাটিতেছ।।
নাহিক হেন সন্তান কিম্বা কোন বিদ্যাবান
ক্ষান্ত কর বচন আমার।
দিন অন্তে একখানি গেথ ইট যাদুমণি
আশাপূর্ণ হবে না তোমার।।
শ্রীরতন শুনে তাই কেঁদে কেঁদে ছাড়ে হাই
মম আশা হবে না পুরণ।
হায় হায় কি করিব বিফল হইল সব
প্রভু বাক্য না হবে লঙ্ঘন।।
এমত ভাবিয়ে মনে চলিল নিজ ভবনে
দাম্ভিকের দর্প হ'ল নাশ।
প্রভু পদে পরিহার মাগিল সে মাতব্বর
অন্তরেতে হইল নৈরাশ।
অন্য লোক ছিল যত সবে হ'ল জ্ঞান হত
আনন্দিত হ'ল দফাদার।
রাখিল ভক্তের মান মহাপ্রভুরগুরুচাঁদ
নিজকৃপা করিয়ে প্রচার।।

আনন্দ-গীতি সমাপ্ত

শ্রীশ্রীহরিচাঁদের রূপ বর্ণনা

উর্দ্ধ ভাবে সুশোভিত রেখা হাতে পায়।
ধ্বজ বজ্রংকুশ আর অহিফণা তায়।।
শঙ্খ চক্র মীন জম্বু নামে যেই ফল।
কল্পতরু শ্রীপতাকা জাহ্নবী বিকল।।
গজস্কন্ধ কোকনদ কর পদতল।
নখচন্দ্র নখমুদ্রা অতি সুনির্ম্মল।।
নখ চিক্কণ ত্বক চিক্কন নাভী সুগভীর।
আজানুলম্বিত বাহু কোমল শরীর

চক্ষুকোণ শিরা লাল পলাশ লোচন।
দক্ষিণ অঙ্গে রক্ততিল রক্তিম বরণ।।
সুচিক্কণ জোড়া ভুরু কাদম্বিনী সম।
ঈশ্বর বত্রিশ চিহ্ন নর লীলাত্তম।।
সুধাবন্ত ছত্র আর সুধাকর জব।
ঠাকুরের চিহ্ন এই কহিলাম সব।।
এর ১,২,৩ চিহ্ন দেখিবে যাহারে।
ততখানি অংশ বলি মানিবে তাঁহারে।।

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা

উপাখ্যান গীতি

শ্রীমৎ তারক রসনার জন্ম বিবরণ
জয় শ্রী তারক চন্দ্র কবি রসরাজ।
সবেকয় শ্রীতারক কবির জাহাজ।।
শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত যাহার রচিত।
অংশ অবতার ব'লে ভুবনে বিদিত।।
মাতা সরস্বতী যার কণ্ঠোপরে স্থিতি।
অনুক্ষণ যোগাইত মধুর ভারতী।।
নানা আখ্যা প্রাপ্ত হ'ল করি কবিগান।
ভক্ত শ্রেষ্ঠ ব'লে সবা ঠাইআখ্যা পান।।
এবে শুন যে ভাবেতে জনম গ্রহণ।
সংক্ষেপেতে তার কিছু করিব বর্ণন।।
পূর্ব্ব বংশধর হয় নামে রণকৃষ্ণ।
তস্য জেষ্ঠ্যে ভ্রাতা হয় নামে জয়কৃষ্ণ।।
সৃনৃত্যাগী রণকৃষ্ণ হইলেন বৈষ্ণব।
জয়কৃষ্ণ হ'তে এই বংশের উদ্ভব।।
জয়কৃষ্ণ করে বাস বাগ্‌ জয়পুর।
বুদ্ধি বলে প্রাপ্ত হয় সম্মান প্রচুর।।
ক্রমে তার সপ্ত পুত্র জনম লভিল।
চতুর্দ্দিকে প্রতিপত্তি বিস্তার হইল।।
সর্বজ্যেষ্ঠশিবনাথ দ্বিতে ভবনাথ।
তৃতীয়তঃ জন্ম অন্ধ নাম শম্ভুনাথ।।
চতুর্থে শিরোমণি পঞ্চমে হরনাথ।
ষষ্ঠে চুড়ামণি সপ্তমে কাশীনাথ।।
কাশীনাথ পুত্র এই তারক রসনা।
জনম বৃত্তান্ত এবে শুন সর্বজনা।।
শাক্তাচারী সপ্তভাই জানে তা সবাই।
তার মাঝে দারোগা হইল দুই ভাই।।
চুড়ামণি শিরোমণি কলিকাতা রয়।
কোতয়ালী থানা থেকে চাকরি করয়।।
কুমারটুলীতে বাসা করিয়ে স্থাপন।
চাকরি করে দুই ভাই হ'য়ে হৃষ্টমন।।
একদিন চুড়ামণি কালীঘাট গিয়ে।
কালীপদে প্রনাম করিল ডালা দিয়ে।
দীর্ঘকেশ মস্তকেতে ছিল যে তাহার।
প্রণাম করিতে পদ পশিল মাতার।।
কেশের বাতাস লাগে মায়ের শরীরে।।
আনন্দ লভিল তাহে মায়ের অন্তরে।।
মনে মনে কালীমাতা ভেবেছে তখন।
এই কেশে হয় যদি চামর ব্যঞ্জন।।
তবে ত আমার যায় অঙ্গ জ্বালা সব।
এত ভাবি কালী মাতা প্রাণেতে উৎসব।।
হরি নারায়ণ হয় পূজক ব্রাহ্মণ।
স্বপ্নচ্ছলে মাতা তারে বলে বিবরণ।।
কল্য যেই চুড়ামণি প্রণমিল মোরে।
কেশের বাতাস লাগে আমার শরীরে।।
শীতল হইল দেহ কেশের বাতাসে।
অতএব যাও তুমি চুড়ামণি পাশে।।
তার মস্তকের কেশ মোরে এনে দাও।
সেই কেশ দ্বারা বাপ চামর বানাও।।
স্বপ্নচ্ছলে বলে মাতা সব বিবরণ।
দ্বিজ গিয়ে বলে চুড়ামণির সদন।
তব কেশে কালীমাতা লইবে বাতাস।
কর্ত্তন করিয়ে দাও তব কেশ পাশ।।
চুড়ামণি বলে তাহা হবে না কখন।
দায় ঠেকি নাই কেশ করিতে কর্ত্তন।
আরও কত কটুক্তি বলে চুড়ামণি।
পিছাইয়া এল তারে সেই দ্বিজমণি।
মায়ের সকাশে দ্বিজ করিল জ্ঞাপন।
মাতা ভাবে আমি যাব তাহার সদন।।
ছলিতে চলিল মাতা দনুজ দলিনি।
উপনীত হন গিয়ে যথা চুড়ামণি।।
স্বপ্নদেশে বলে মাতা কেশ দাও মোরে।
চুড়ামণি বলে বাণী অতি ক্রোধ ভরে।।
কেন দিব মম কেশ ঠেকি নাই দায়।
মাতা বলে এই কেশ লইব নিশ্চয়।।
চুড়ামণি বলে বেটী যা চ'লে এখন।
জীবন থাকিতে কেশ পাবি না কখন।
দুঃখিত হইয়া মাতা অন্তরহি হৈল।
পরদিন চুড়ামণি চাকরি ত্যজিল।।
কার্য্যত্যাগী হ'য়ে দেশে যাত্রা কৈল।
পথি মাঝে বিসুচিকা আরম্ভ হইল।।
নৌকাযোগে দুই ভাই করেছে গমন।
কা'তে লাংলা উপনীত হইল যখন।।

নিষিযোগে সেই স্থানে নৌকা বেঁধে রয়।
কালীমাতা হেনকালে উদিত তথায়।।
ভীমায়া হরজায়া নৌকার চরাটে।
খাপর ধারিণী মাতা দন্তে দন্ত কাটে।।
ভয়ঙ্করা বিবসনা বদন বিস্তার।
সংহারিণী মুর্ত্তি দেবী কম্পে থর থর।।
শিরোমণি ডেকে বলে চূড়ামণি পাশ।
চেয়ে দেখ ওরে ভাই একি সর্বনাশ।।
কেশ যদি নাহি দিবে নিস্তার পাবে না।
কেশ নিতে এল বুঝি মাতা হরাঙ্গানা।।
এত শুনি ক্রোধে ভরে বলে চূড়ামণি।
এ পর্যন্ত ধেয়ে এল করাল বদনী।।
পাঠা মেড়া খেয়ে রক্ত গরম হ'য়েছে।
অঙ্গ জ্বালা নিবারিতে কেশ মাগীতেছে।।
নাহি দিব মম কেশ তরণী চালাও।
সাবধানে তরী বেয়ে স্বদেশে পৌছাও।।
এত শুনি কর্ণধর তরণী চালায়
জলমার নিকটেতে হইল উদয়।।
তখনে হইল যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত।
দুর্ব্বল অবশ দেহ হ'ল মৃতবৎ।।
শিরোমণি বলে ভাই শুনহে বচন।
মিছে কেন দিবে প্রাণ কেশের কারণ।।
প্রাণে যদি বেঁচে থাক কেশ পাওয়া যাবে।
জীবন ত্যাজিলে বল কেশ কোথা রবে।।
কাতর হইয়া কহে ইঙ্গিত করিয়া।
যাহা ভাল হয় তাহা কর বিচারিয়া।।
এত শুনি পুনরায় কালীঘাট গিয়ে।
স্তব স্তুতি করে কত বিনয় করিয়ে।।
যেই মাত্র ফিরাইল তরণী আপন।
ক্রমে সুস্থ চূড়ামণি হ'তেছে তখন।।
যেতে যেতে হ'ল দেহ সবল সুস্থির।
কেশ দিয়ে চামর যে বাঁধিল সুধীর।।
চামর অর্পণ করি কহে চূড়ামণি।
অভীষ্ট পূরণ কি গো হইল জননী।।
প্রণামিয়ে বলে মাতা মোর মাথাখাও।
যাব না দেশেতে ফিরে আর কিবা চাও।।
এত বলি নোয়াইল মায়ের চরণে।
করুণা রুপিনী মাতা বলে সুবচনে।।
কেন বাপ বিষাদিত হ'ল তব প্রাণ।
যাহা চাও তাহা তোমা করিব প্রদান।।

স্নেহ ভরে পার্শ্ব দেশে বসিল জননী।
পার্শ্ব ফিরাইয়া তথা রহে চূড়ামণি।।
পুনরায় সেই পার্শ্বে বৈসে কালীমাতা।
চূড়ামণি বলে মাগো কেন পুনঃ হেথা।।
কালী বলে আমি তব অভীষ্ট পুরাব।
চূড়ামণি বলে আমি কিছু না চাহিব।।
কালী বলে শুন তবে ওরে যাদুমণি।
প্রথমেতে চুল দাড়ি গোপ আদি গণি।।
দ্বিতীয়তঃ শাক্তাচার হও বিবর্জ্জিত।
দেহ প্রাণ কর বাপ বৈষ্ণবে অর্পিত।।
তৃতীয়তঃ বংশে জন্ম হরি পরায়ণ।
চতুর্থেতে সাধু সঙ্গে সতত মিলন।।
কীর্ত্তন করণ লীলা প্রচার ধরম।
চূড়া বলে এত বড় আশ্চার্য্য করম।।
নয়ন মেলিয়া বলে একি চমৎকার।
কার লীলা কেবা বল করিবে প্রচার।।
কালীমাতা বলে এবে উঠ বাছাধন।
সুস্থ হ'য়ে মম বাক্য শুনহে এখন।।
চূড়ামণি বলে মাগো আর ওঠা নাই।
যাহা ইচ্ছা কর এবে শ্রীপদে জানাই।।
এই বাক্যে মাতা তারে স্বহস্তে ধরিল।
স্নেহভরে বসাইয়ে বলিতে লাগিল।।
তব বংশে জন্ম ল'ব শুন বাছাধন।
চূড়া বলে অসঙ্গত তব এ বচন।।
কন্যা দিয়ে প্রয়োজন নাহিক আমার।
বয়ঃপ্রাপ্ত কালে চলি যাবে অন্য ঘর।।
কি স্বার্থ হইবে মম কহ গো জননী।
চাহি না এমন বর শুন মম বাণী।।
দেশে না যাইব আমি ত্যাজিব জীবন।
তব পদে এই প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
মাতা বলে তবে বাপ কররে শ্রবণ।
অভীষ্ট পুরাব তোর হইব নন্দন।।
চূড়াবলে এই বাক্য না হয় প্রত্যয়।
মেয়ে হয়ে কি ভাবেতে সাজিবে তনয়।
কালী বলে শুন তবে অলঙ্ঘ্য বচন।
আমার অভীষ্ট দেব হইবে নন্দন।।
মম বাক্য বাছাধন না হইবে আন।
তব বংশে জন্ম লবে আপনি ঈশান।।
এত শুনি চূড়ামণি ব'লেছে বচন।
সপ্ত ভ্রাতা মধ্যে কা'র হইবে নন্দন।।

কালী বলে শুন বাপ বচন আমার।
মম নাম আদ্যক্ষে নাম আছে যার।।
তাহার নন্দন হবে ত্রিদশ ঈশ্বর।
কহিলাম তব ঠাই সত্য সমাচার।।
এত শুনি চূড়ামণি উঠিয়া বসিল।
মাতৃ পাশে বর লভি দেশেতে চলিল।।
আনন্দেতে নিজ বাসে আনন্দ হৃদয়।
শরৎ কালেতে শারদীয় পূজা তরে।
ভ্রাতৃগণ মিলি তাই পরামর্শ করে।।
হেনকালে বৃদ্ধ মাতা আসি সেই ঠাঁই।
বলে বাপ শুন তবে সবাকে জানাই।
অদ্য শেষ নিশিকালে হেরিনু স্বপন।
দুর্গা পূজা হয় যেন মোদের ভবন।
হস্ত বাড়াইয়া দুর্গা ব'লেছে তখন।
শাক্তাচারে পূজা আমি ল'বনা কখন।।
গুরু পূজা ন করিলে কিসে হ'বে শুদ্ধ।
শাক্তাচারে এই পূজা না লইল দশভূজা।
বিচার করিয়া বাপ এবে কর পূজা।।
মাতৃবাক্যে ভ্রাতৃগণ বিস্মিত হইল।
কি করা কর্ত্তব্য হয় ভাবিতে লাগিল।।
পরে গিয়ে চূড়ামণি পশিগুরুপাটে।
বিনয় বচনে কহে গুরুর নিকটে।।
বৈষ্ণব আচারে পূজা মায়ের বচন।
কৃপা করি যেতে হবে মোদের ভবন।।
কৃপা করি গুরুপুত্র চলে তিন জন।
ক্রমে জয়পুর ধামে করে আগমন।।
যবে এসে জয়পুরে উদয় হইল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে গুরু পদ পূজা কৈল।।
আনন্দে রহিল তথা গুরুপুত্র ত্রয়।
বৈষ্ণব আচারে পূজা আরম্ভকরয়।।
ষষ্ঠ, সপ্তমী অষ্টমী বিগত হইল।
নবমীতে শম্ভুনাথ সবাকে বলিল।।
বলিদান দিতে হবে শুন ভ্রাতাগণ।
বৈষ্ণব আচারে ভাই নাহি প্রয়োজন।।
চিরদিন শাক্তাচার পূজা করি মোরা
সেভাবে ছাড়িলে ভাই হ'বে দফা সারা।।
বিধির লিখন কভু খন্ডন না যায়
সকলে করিল মত অন্ধের কথা

কেহ বলে অজা মে'ষ পাইব কোথায়।
চেষ্টা করিবার আর না আছে সময়।
শম্ভু নাথ বলে আমি ক'রেছি সে সব।
গোপনে রেখেছি আমি করিতে উৎসব।।
কাশীনাথ নাহি জানে এই বিবরণ।
গোপনেতে কহে কথা ভাই ছয় জন।।
বৃদ্ধামাতা পার্শ্বে কেহ কভু না জানায়।।
মরিবার পথ সবে টেনে টেনে লয়।
হরিষে বিষাদ চিত্তে ভাবে সর্ব্বজন।
গৃহেতে রয়েছে গুরুপুত্র তিনজন।।
জানিতে পারিলে কিন্তু প্রমাদ ঘটিবে
কি করা কর্ত্তব্য হয় ভেবে দেখ সবে।
শিবনাথ বলে ভাই শুনহে বচন।
অন্য গৃহে রাখ গুরুপুত্র তিনজন।।
গোপনে সাদিব কর্ম্ম কেমনে জানিবে।
মোদের অভীষ্ট পূর্ণ অবশ্য হইবে।
মাতৃবাক্য গুরুবাক্য সকল ভুলিল।
ছল করি গুরুপুত্রে অন্য গৃহে নিল।।
দ্বিপ্রহর নিশিকালে বলির কল্পনা।
দুরে রহে গুরুপুত্র কিছুই জানে না।।
প্রস্তুত হইল যবে বলিদান দিতে।
অজাও নিদান ডাক ছাড়ে তখনেতে।।
ঘোর আর্ত্তনাদ শুনে প্রতিবেশীগণ।
অনেকেই নিদ্রাত্যজি হইল চেতন।।
যেই গৃতে গুরুপুত্র ছিলেন নিদ্রায়।
চৈতন্য হইয়ে সেই গৃহীকে শুধায়।।
বল দেখি কোথা হ'তে আসে আর্ত্তনাদ।
কোন গৃহে বল হেন ঘটিল বিপদ।।
কেন শুনি কোলাহল না বুঝি কারণ।
গৃহী বলে জান নাকি সেই বিবরণ।।
পূজা বাড়ী হইতেছে পাঠা বলিদান।
শ্রুত মাত্র তিন ভাই হ'ল কম্পমান।।
মহামায়া পাশে গিয়ে হইল উদল।
মহামায়া প্রতি কহে ক্রোধিত হৃদয়।
বলে ওমা কি করিলি না বুঝি কারণ
কেন হেন ভাব তুই করিলি ধারণ।।
হায় হায় কি করিলি বৈষ্ণবী হইয়া।
সেই দুঃখে আমাদের ফেটে যায় হিয়া।।
আমাদিকে ব'লেছিল এমত না হ'বে।
বৈষ্ণব আচারে তোর পূজা সমাপিবে

তার বিপরী কর্ম করিল এখন।
এই পাপে এই বংশ হইবে পতন।
বাতি দিতে এই বংশে কেহ না থাকিবে।
গুরু অভিশাপে বংশ নিপাত হইবে।।
কি ক'রে করিস রক্ষা দেখিয়ে লইব।
তোর পদে পুষ্পঞ্জলী আর না অর্পিব।।
এত যদি বলিলেন গুরুর তনয়।
ভয়ে ভীত সবে এসে ধরে গুর পায়।।
রক্ষা কর ওহে গুরু পতিত পাবন।
অপরাধ ক্ষমা মোরা অতি অভাজন।।
লোভে মেতে অপরাধ করিনু বিস্তার
কৃপা করি মো সবারে করহে নিস্তার।
পদ ধরি এই মত কাঁদিছে সবাই।
কৃপা করি বলিলেন দয়াল গোসাই।।
শাপের শাপান্ত এবে শুন সর্ব্বজন।
বৈষ্ণব আচার ধরি হবে যেইজন।।
তার প্রতি এই পাপ কভু না ফলিবে।
শাক্তাচারি গণ ধ্বংস নিশ্চয় হইবে।।
এত বলি গুরুত্রয় হইল বিদায়।
বৃদ্ধমাতা কেঁদে কেঁদে করে হায় হায়।।
মম বাক্য না শুনিলি আরে মূঢ়গণ।
গুরু অভিমাপে সবে ত্যাজিব জীবন।।
আশ্বিন হইল গত কার্ত্তিক মাসেতে।
বিসূচিকা দেখা দিল গ্রামের মাঝেতে।।
সর্বজ্যেষ্ঠ শিবনাথ ছোট কাশীনাথ।
শ্রীঅন্নদা দেবী আর সে হৃদয় নাথ।।
এই চারিজন মাত্র রহিল জীবিত।
ইহা ছাড়া সবে মৃত মুখেতে পতিত।।
কিছুকাল শোকে দুঃখে রহে সব্বজন।
কবি গান শিক্ষা করে সে কাশী সুজন।।
নীল পূজা উপলক্ষে চৈত্র মাসেতে।
কাশীনাথ কাশিয়ানী চলে হর্ষচিতে।।
কবিগান গহিবারে বায়না হ'য়েছে।
দোহার গণের সনে তথায় চলেছে।।
গান হ'ল নিশীযোগে দিবসেতে সবে।
ফলাহার করি নিদ্রা যায় মনোৎসবে।।
কাশীনাথ জেগে থেকে করে হরিনাম।
অন্তরেতে রহিয়ে বন্য নাহিক বিরাম।
একাকী আনন্দ ভোগ করে কাশীনাথ।
সেই স্থানে এক বিপ্র এল অকস্মাৎ।।
সুন্দর সুঠাম অঙ্গ সুকান্তি বিশিষ্ট।
কাশীনাথ পাশে এলে এ'ল উপবিষ্ট।।
সবিনয় কাশীনাথে বলেছে তখন।
খেতে কিছু দাও মোরে ওহে মহাজন।।
অদ্যকার দিবসেতে কিছুই না খাই।
ক্ষুধায় কাতর আমি খেতে কিছু পাই।।
কাশীনাথ বলে অদ্য নির্জ্জালার দিনে।
অন্ন নহে পাই মোরা ফলাহার বিনে।।
এখনে কি দিব বাপ সেবিতে তোমায়।
বিফল হইবে জানাইলে সে কর্ত্তায়।।
মম বাটী হয় বাপ কিছু দূরবর্ত্ত।
কেমনে পালিব তাহা বল মহামতি।।
উপায় বিহীন আমি কি করি এখন।
ভাবিয় না পাই কিছু শুনহে ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ বালক বলে ভাবিওনা আর।
কোন গ্রামে কর বাস কহ সারোদ্ধার।।
কাশীনাথ বলে লক্ষীপাশার উত্তর।
স্রোতস্বতী গঙ্গাদেবী দক্ষিণে তাহার।
তাহার উত্তর তীরে বসতি আমার।
বাগজয়পুর গ্রাম নাম যে তাহার।
এত শুনি বিপ্রসুত সেস্থান ত্যজিল।
অবিলম্বে জয়পুরে উদয় হইল।
বৃদ্ধ বিপ্রবেশে তথা দিল দরশন।
মস্তকেশে শুভ্রকেশ যষ্ঠি যে ধারণ।।
তারক রসনা মাতা করি দরশন।
আসন করিল দান হ'য়ে হৃষ্টমন।।
দ্বিজ বলে মাগো আমি ক্ষুধায় কাতর।
চলিতে শকতি নাই কাপি থর থর।।
মাতা বলে বৈস বিপ্র পদ প্রক্ষালিয়ে।
যথা সাধ্য তব সেবা দ্রব আনি গিয়ে।।
এত শুনি বিপ্রবর বলে সুবচন।
সত্বরেতে আন মাতা করিব ভোজন।।
বিপ্রের বচনে মাতা গৃহে প্রবেশিল।
সাধ্য অনুযায়ী দ্রব যোগার করিল।।
এদিকেতে বিপ্রবর হ'ল অন্তর্দ্ধান।
বিস্ময় চিত্তেতে মাতা করিল সন্ধান।।
না পাইল দ্বিজবরে কোথায় দেখিতে।
অবশেষে ভাবে মাতা স্ববিস্ময় চিতে।
খেতে চেয়ে কোথা গেল সেই দ্বিজবর।
না জানি কি অমঙ্গল ঘটিবে আমার।।

বিপ্রবেশে কেবা এল মোরে ছলিবারে।
কিছু না বুঝিতে পারি কি হইল মোরে।।
নাথ এসে কি বলিবে না পাই ভাবিয়ে।
এত ভাবি কাঁদে মাতা আকুল হইয়ে।
অন্তরে অন্নদা দেবী গণিল প্রমাদ।
ক্রমেই মায়ের মনে বাড়িল বিষাদ।।
হেনকালে শুন এক অপূর্ব্ব ঘটন।
দৈবাৎ হেরিল মাতা ঋতুর লক্ষণ।।
স্ববিস্ময়া শ্রীঅন্নদা ননদীকে বলে।
চেয়ে দেখ ওগো দিদি কি ঘটিল ভালে।।
বৃদ্ধ বয়সেতে ইহা লাজে ম'রে যাই।
কিবা এ ঘটিল দিদি বুঝিয়েনা পাই।
ননদিনী বলে সেই অন্নদার প্রতি।
স্নান করি এবে তুমি হও শুদ্ধমতি।।
ননদীর বাক্যে মাতা শুদ্ধমতি হ'য়ে।
গৃহমাঝে একাকিনী র'য়েছে বসিয়ে।।
গান করি কাশীনাথ গৃহেতে উদয়।
বাহির না হয় মাতা পড়িল লজ্জায়।।
গৃহমাঝে থাকে লুকি না হয় বাহির।
নেহারিয়ে কাশীনাথ ক্রোধেতে অস্থির।।
অন্নদার প্রতি বলে কর্কশ বচন।
কে বিপরীত ভাব করি দরশন।।
এ যাবৎ যদি কোথা হ'তে আসি ঘরে।
পুটলী লইতে তুমি ভকতি অন্তরে।।
দেখাইতে ভক্তিভাব কত না আমায়।
অদ্য কেন হেরি বল তার বিপর্য্যয়।।
নাহি জানি কেন তব হেন ব্যবহার।
ক্রমেই বাড়িল হৃদে সন্দেহ আমার।
এই মত বলে বহু কর্কশ বচন।
মাতা বলে ক্ষমা কর না বল এমন।।
নিবেদন করি পদে সেই সব কথা।
দুরে যাবে ওহে নাথ মরমের ব্যথা।।
এত বলি সব কথা স্বামীকে বলিল।
বিবরণ জানি পরে সুস্থির হইল।।
আর তাহে মনে মনে হইল বিস্মিত।
বৃদ্ধকালে হেন কর্ম্ম বড় অচরিত।।
বহুক্ষণ কাশীনাথ ভাবে মনে মন।
গণকের স্থানে পরে করিল গমন।
গিয়ে দেখে খড়ি পেতে র'য়েছে ব্রাহ্মণ।
তিন দিবাবধি শুধু ক'রেছে গণন।
প্রণাম করিল গিয়ে ব্রাহ্মণের পদে।
ব্রাহ্মণ কহিছে কথা পরম আহ্লাদে।।
তোমার বিষয় নিয়ে এ তিন দিবস।
তবু কিছু নাহি পারি করিতে নির্য্যাস।।
কাশীনাথ বলে সে কি বলেন আপনে।
কি বিষয় গণিতেছে কহত এখনে।।
প্রবল হ'য়েছে ইচ্ছা শুনিতে কারণ।
তিন দিবাবধি কিবা করিলে গণন।।
আচার্য্য ব'লেছে তবে শুন মহাশয়।
তোমার হ'য়েছে বড় শুভদিনোদয়
গণিয়ে দেখিনু তুমি বড় ভাগ্যবান।
গৃহে গিয়ে এবে তুমি কর স্বস্ত্যয়ণ।।
ঋতুরক্ষা কর গিয়ে শুন মহাজন।
জগত বিখ্যাত তব জন্মিবে নন্দন।।
এত শুনি কাশীনাথ সবিস্ময়ে বলে।
কেন বল হেন দশা হ'ল বৃদ্ধকালে।।
ব্রাহ্মণ বলেছে ছাড় সে সব বিচার।
ঈশান শকতি নিয়ে জন্মিবে কুমার।
এত শুনি কাশানাথ গৃহেতে চলিল।
যথোচিত ভাবে গৃহে স্বস্ত্যয়ন কৈল।।
ক্রমে দশমাস গত হইল যখন।
শ্রীতারকচন্দ্র ভাবে দেন দরশন।
শুভ কর্ম আরো করে রসরাজ পিতা
লীলামৃত গ্রন্থমাঝে রহিয়েছে গাঁথা।।
লক্ষ বটপত্রে লিখে লক্ষ দুর্গানাম।
কাত্যায়িনী মাজে পূজে জয়পুর দান।।
বক্ষ রক্ত দিয়ে করে মায়ের অর্চ্চনা।
তাহাতে জন্মিল এই তারক রসনা।।
জন্মিল তারক চন্দ্র এসে জয়পুরে।
জয়পুরে জয়নাদ প্রতি ঘরে ঘরে।।
বিভীষিকা দেখিলেন অন্নদা মাতায়।
শ্বেতবর্ণা নারী এক আসিয়ে তথায়।।
যেন তারকের প্রতি ব'লেছে বচন।
এই পুথি লহ বাপ করিয়ে যতন।।
ভবিষ্যতে বাপ তুমি হইবে রচক।
মহাকবি হবে তুমি শুনহে তারক।।
হেনভাব হেরি মাতা ভাবে মনে মন।
কেবা এসে পুত্ররূপে দিল দরশন।।
আনন্দিত হ'য়ে মাতা পুত্র কোলে নিল।
তারক রসনা প্রীতে হরি হরি বল।

রসরাজের হরিদপ প্রাপ্ত

ক্রমে ক্রমে শ্রীতারক শিখে কবি গান।
বদ্ সুর বলে কেহ না করে সম্মান।।
তথাপিও গান গায় দেশে কি বিদেশে।
ক্রমে ক্রমে কিছু লোক ডাকিতেন শেষে।
কবির দোহার ছিল নামেতে কাঙ্গালী।
পদুমা নিবাসী সদা রহে কুতুহলী।।
তারকের দলে গান ক'রে অনুক্ষণ।
পিন্ধন বসন পরে যেমন তেমন।।
একদা শ্রীরসরাজ ব'লেছে তাহাকে।
কেমন ধরণ তব কহত আমাকে।।
কেন তুমি কোচা দিযে পরো না বসন।
আলু থালু বেশে তুমি চল অনুক্ষণ।।
কাঙ্গালী ব'লেছে তবে শুন মহাশয়অ
সাজিয়ে পরিলে তাতে কিবা ফল হয়।
মম সম আলু থালু বেশেতে পিন্ধন।
আমাদের দেশ এক আছে মহাজন।
সেই মানুষের ঠাই হবে পরাজয়।
বেশ ভুষা নাই তার শুন মহাশয়।।
রসনা বলেছে তবে দেখাও আমাকে।
কাঙ্গালী ব'লেছে আমি দেখব তাহাকে.
ক্রমে ক্রমে কিছুদিন গত হ'য়ে যায়।
এক দিন মৃত্যুঞ্জয় এল পদুমায়।।
কাঙ্গালী বিশেষ ভাবে বলেন শ্রীপদে।
নিবেদন করি আমি আপনার পদে।।
তারক সরকার নামে আছে একজন।
আপনার সনে তার করাব মিলন।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে আচ্ছা নিয়ে যেও তারে।
কেমন তারক আমি দেখিব তাহারে।।
এমত বলিয়ে যান আপন ভবনে।
হরিপদ করেধ্যান বসিয়ে নির্জ্জনে।।
একদা হইল গান চালনা আসরে।
মৃত্যুঞ্জয় চলিলেন গান শুনিবারে।।
আসরের সম্মুখেতে উদিত যখন।
বিপুল ভাবেতে সবে করে সম্ভাষণ।।
ব্যস্ত হ'য়ে কোনজন করেতে ধরিয়ে।
সভা মাঝে লইলেন যতন করিয়ে।।
তাহা দেখি রসরাস হইল বিস্ময়।
এই বুঝি হবে সেই সাধু মহাশয়।।
দরশন মাত্র যেন কি হইল তায়।।
আখি ফিরাইতে নারে ঠেকিলেন দায়।।
মৃত্যুঞ্জয় ভাবিলেন থাকিলে হেথায়।
গান করা তারকের পক্ষে হ'বে দায়।।
অতএব হেথা হ'তে করিব গমন।
এত ভাবি তারকের ব'লেছে তখন।।
এবে আমি করিলাম গৃহেতে গমন।
ইচ্ছা যদি হয় তবে কর দরশন।
এত বলি মহাভাগ এল নিজ ঘরে।
ওদিকেতে শ্রীতারক প'ড়েছে ফাপরে।।
তিষ্ঠিতে না পারে তথা হ'য়েছে এমন
তারকের মন প্রাণ করে উচাটন।
হরণ করিয়ে নিল প্রভু মৃত্যুঞ্জয়।
গান অন্তে ব্যস্তচিত্তে হ'লেন বিদায়।।
উপনীত হয় আসি শ্রীকালীনগর।
লোটাই পদ প্রান্তে ধরণী উপর।।
শ্রীপাদ ব'লেছে শুন তারক রসনা।
সুস্থ হ'য়ে এই স্থানে বৈ মোর সোনা।
শুষ্ক কাষ্ঠে ব্রজরস কেমনে রহিবে।।
সেই কথা মম ঠাই কহ দেখি এবে।।
অসীম অনন্ত শ্রীবিরাট বিশ্বম্ভরে।
শতাষ্ট মালার মধ্যে রাখ ক্ষুদ্র করে।।
সাজ পরে সাধু হও একি মতি ভ্রম।
কাটিতে কৌপিন আটা ধর্ম্ম ব্যতিক্রম।।
এই মতে বহু কথা শ্রীপাদ বলিল।
কোন মতে শ্রীতারক আটিতে নারিল।।
তথা এসে ছিল কিছু মতুয়া সুজন।
সবে মিলি এক সঙ্গে ক'রেছে ভোজন।।
তারক ভেবেছে মনে এবা কি নেহারী।
এক সঙ্গে করে সেবা মিশে নরনারী।।
উচ্ছিষ্ট নাহিক ভেদ এ আর কেমন।
নাহি জানি কি বিচারে সেবে সর্ব্বজন।।
ইহা ভাবি শ্রীপাদের নিকটে জানায়।
এবে আমি দুলিতেছি সন্দেহ দোলায়।।
সেই কথা আপনার চরণে জানাই।
অতি অসম্ভবকর্ম দেখিবারে পাই।।
এক মনে বহুলোক করেন আহার।
বলুনহে মহাভাগ এ কোন বিচার।।
একের উচ্ছিষ্ট অন্ন অন্য জনে খায়।
কোন শাস্ত্রে এ বিচার বলুন আমায়।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে নহে গর্হিত এ কান্ড।
পড়া কি আছে তোমার সে উৎকল খন্ড।।

ভাগবতে রহিয়াছে প্রমাণ তাহার।
প্রভুর প্রসাদ বাঞ্ছে ব্রহ্মা মহেশ্বর।।

★★★★

শ্লোক

কমলা রন্ধন যুক্ত ভোজন চ জনার্দ্দন।
কুকুরেণ মুখ ভ্রষ্ট দেবতা দুর্লবামপি।।
অন্নপূর্ণা রান্না করে জগন্নাথ ভোগ।
ক্রয় করে খেয়ে জীবে কাটে কর্ম্মভোগ।।
ক্ষেত্রধামে এঠো অন্ন বাজারে বিকায়।।
সভক্তি অন্তরে তাহা সর্ব্বলোকে খায়।।
তাতে কভু কারো নাহি হয় জাতিপাত।
কিবা দোষা হ'ল বাপু খেয়ে এই ভাত।।
তারক ব'লেছে তাহা কেমনেতে হয়।
কোথা বা উৎকল ভূমি এতো তাহা নয়।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে তবে শুন বাছাধন।
তাহা না ভাবিলে কেন করিবে ভক্ষণ।।
সেই প্রভু এই দেশে হ'বে অবতীর্ণ।
প্রতিগৃহে তায় আছে মহা প্রসাদান্ন।।
তারক ব'লেছে কোথা সে মানুষ হয়।
দেখিতে পাইলে তবে জন্মিবে প্রত্যয়।।
মৃত্যুঞ্জয় ব'লে তুমি শুনহে তারক।
এই দেশে আছে সেই ভব নিস্তারক।।
শ্রীধাম ওড়াকাঁদী শ্রীহরি অবতার।
তাঁকে ছাড়ি অন্বেষণ ক'রেছে কাহার।।
তারক ব'লেছে যিনি জীবন বল্লভ।
নর রূপে জন্ম তাঁর অতি অসম্ভব।।
মৃত্যুঞ্জয় কহে বাণী শুন বাছাধন।
অসম্ভব কিছু নাই তাহার সদন।।
মীন কুর্ম বরাহ বামন জগদীষ্ট।
তা হ'তে কি নররূপে হ'লেন নিকৃষ্ট।।
বহুরূপ ধ'রে প্রভু জীবের লাগিয়ে।
নিকৃষ্ট সে হয় নাই মানব হইয়ে।।
রাম হরি কৃষ্ণ হরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।।
এই মত বলিলেন দেব মৃত্যুঞ্জয়।
শুনিয়ে তারক চাঁদ মানিল বিস্ময়।
কত দিন আমি সেই শ্রীধামে যাইব।
নররূপী নারায়ণে কবে বা হেরিব।।
মৃত্যুঞ্জয় প্রতি ব'লে করিয়ে বিনয়।
ওড়াকাঁদী নিতে হবে দেখাতে আমায়।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে যবে হইবে সময়।
সেইদিনে পাবে দেখা হরি রসময়।।
এবে বাপু নিজালয় করহ গমন।
ওড়াকাঁদী নিয়ে যাব সময় মতন।।
এত শুনি শ্রীতারক বিদায় হইল।
ভাবিতে ভাবিতে জয়পুরেতে চলিল।।
সদাভাবে কবে আমি ওড়াকাঁদি যাব।
কেমনেতে হরিচাঁদ রূপ নিরখিব।।
কিছুদিন পরে এল শ্রীকালী নগর।
প্রণমিল মহাভাগে হরিষ অন্তর।।
কেঁদে বলে যেতে হবে হরি দরশনে।
গৃহ হ'তে আসিয়েছি তাই ভেবে মনে।।
না হেরিলে সে মানুষ যায় গো জীবন
তথা গিয়ে নেহারিব যুগল চরণ।।
তারকের বাণী শুনি বলে মৃত্যুঞ্জয়।
দেখিবার এখন যে হয়নি সময়।
মল্লকাঁদী বাসী হয় গোলক কীর্ত্তনে।
কালীনগরের বাটী ছিল সেই ক্ষণে।।
তারকের ভাব হেরে ভাবিল মনেতে।
তারকে লইয়া যাব প্রভুকে দেখাইতে।।
এহেন আসক্তি হয় যাহার হৃদয়।
তাঁকে নিয়ে নাহি কেন যান মৃত্যুঞ্জয়।।
অতএব তারকেরে আমি নিয়ে যাব।
শ্রীহরিচাঁদের পদ তারকে দেখ'ব।।
মধুমাখা ভাবখানি তারকের হয়।
প্রভুকে দেখিব ব'লে করে হায় হায়
গোপনে গোলোক বলে তারকের ঠাঁই।
চল বাপ মম সনে ওড়াকাঁদি যাই।।
এত বলি শ্রীগোলোক চলে পদুমায়।
উল্লাসেতে শ্রীতারক পিছে পিছে ধায়।।
চন্ডিচরণ মল্লিকের ঘরেতে বসিল।
ক্ষণপরে শ্রীতারক উদয় হইল।
মনে মনে মৃত্যুঞ্জয় ক'রেছে বিচার।
গোলোক কি নিয়ে যাবে তারকে আমার।।
এত ভাবি মৃত্যুঞ্জয় চলে পাদুমায়।
উপনীত চন্ডিচরণ মল্লিক আলয়।।
শুধুমাত্র তারকের করি দরশন।
পুনরায় নিজবাসে করেন গমন।।
তারকও দেখিল যবে দেব মৃত্যুঞ্জয়ে।
অমনি তারক চলে পিছু পিছু ধেয়ে।।

কেহ নাহি কা'র সনে কহে কোন কথা।
বিস্মিত হইয়া সবে ধরে নিজ মাথা।।
শুধু মাত্র দেখাদেখি নয়নে নয়নে।
অদৃশ্য সুত্রেতে যেন নিয়ে যায় টেনে।।
মৃত্যুঞ্জয় উপনীত আপন ভবন।
পশ্চাতে তারক গিয়ে উদিল তখন
গোলকের মনে মনে আশ্চর্য গণিল।
বড়ই অদ্ভুদ কর্ম্ম শ্রীপাদ দেখা'ল।।
শুধুমাত্র একবার করে দৃষ্টিপাত।
তারক চলিল ধেয়ে অমনি পশ্চাৎ।।
হেন ভাবে প্রাণে প্রাণ বাঁধা থাকে যার।
তাহাকে লইতে পারে হেন সাধ্য কার।।
আমি কেন মিছামিছি করি টানাটানি
যার যার তার তার কাছে জানাজানি।।
এত ভাবি সে গোলক বুঝিল তখন।
শ্রীপদে তারকচাঁদ সপিয়াছে মন।।
এদিকেতে মৃত্যুঞ্জয় মধুর বচনে।
তারকে প্রবোধ দান করেন যতনে।।
কোথায় চ'লেছ বাপ ত্যজিয়ে আমায়।
ওড়াকান্দি নিয়ে যাব আমি যে তোমায়।।
মোরে ছাড়ি কার সনে ক'রেছ গমন।
তুমি কি করিবে মম সে বাক্য লঙ্ঘন।।
এত যদি বলিলেন দেব মৃত্যুঞ্জয়।
তারক কাঁদিয়ে বলে শ্রীপাদের পায়।।
কেঁদে বলে প্রাণ পাখী ধৈর্য্য না মানে।
বল গুরু ওড়াকান্দি যাব কত দিনে।।
আমার ভাগ্যেতে বুঝি হবে না সেদিন
কেঁদে কেঁদে হবে বুঝি তারকের দিন।।
এমত বলিয়ে কাঁদে তারক রসনা।
মৃত্যুঞ্জয় বলে তুমি শুন মোর সোনা।।
একান্তই মন যদি হ'য়েছে তোমার।
ওড়াকান্দি চল তবে বাপরে আমার।।
এত শুনি শ্রীতারক আনন্দে মগন।
মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে ত্বরা করিল গমন।।
মনে ভাবে ভগবানের উনবিংশ চিহ্ন।
দেখিতে পাইলে তবে জানিব সে পূর্ণ।।
এমত ভাবিয়ে পথে ক'রেছে গমন।
অন্তর্য্যামী হরিচাঁদ জানিল কারণ
যখনেতে শ্রীধামেতে উদয় হইল।
প্রভুর চরণ প্রান্তে প্রণাম করিল।।

অন্তর্য্যামী প্রভু জেনে তারকের মন।
সম্মুখেতে হস্তপদ করে প্রসরণ।।
অম্বর কুলীশ পদ্ম ধেনু পদ যব।
অর্দ্ধচন্দ্র মীন পুচ্ছ দেখিলেন সব।।
উনিবিংশ চিহ্ন হেরি মুচ্ছিত হইল।
মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত হ'য়ে তারকে ধরিল।
প্রভু বলে বাছাধন মুর্চ্ছা প্রাপ্ত কেনে।
দেখিতে চেয়েছ তাই দেখিলে নয়নে।।
এত শুনি শ্রীতারক করিয়া মিনতি।
গললগ্নি কৃতবাসে করিলেন স্তুতি।।
তুমি হে অনাদি নাথ সর্ব মূলাধার।
আকার সাকার প্রভু তুমি নিরাকার।।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি পুরুষ তুমি দেব গদাধর।।
তুমি রাত্রি তুমি দিবা প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য আকাশ পাতাল।।
রাম কৃষ্ণ হওতুমি শ্রীগৌরাঙ্গ।
স্থাবর জঙ্গম তুমি মাতঙ্গ পতঙ্গ।।
মীন কুর্ম্ম বরাহ হে নৃসিংহ বামন।
ভৃগুপতি রঘুপতি রোহিনী নন্দন।।
বুদ্ধরূপ দারুব্রহ্ম কল্কি অবতার।
ধর্মসংস্থাপন আর জীবের উদ্ধার।।
দশরূপধারী দশবিধ পাপহারী।
পরে পূর্ণ অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপদারী।।
গৌরাঙ্গ রূপেতে নিয়ে করেতে করঙ্গ।
কলিকালে বাড়াইলে প্রেমের তরঙ্গ।।
অপরেতে শ্রীনিবাস রূপে অবতার।
এবে হও এদেশে যশমন্ত কুমার।।
গোলক বিহারী হরি মানব হইলে।
মলিন কলির জীব তরাইবে বলে।।
বাহ্য সাজ উপবাস ত্যজিলেক সব।
ওড়াকান্দি বাড়াইলে ধর্মের গৌরব।।
এই মতে বহুবিধ স্তবন করিল।
মৃত্যুঞ্জয় প্রতি প্রভু বলিতে লাগিল।
ওহে বাছাধন শুন আমার বচন।
তোতাপাখী কোথা পেলে করি অন্বেষণ।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে প্রভু কৃপা আপনার
এই পাখীটি জয় পুরে করে বাসা ঘর।।
প্রভু বলে মৃত্যুঞ্জয় শুনহে বচন।
এবে তুমি অন্যস্থানে করহ গমন।।

তারকে ব'লেছে প্রভু মধুর বচনে।
তুই বাপু নাহি যা'স কভু অন্যস্থানে।
তোকেও তাড়াব বটে শুন মোর সোনা।
কোন প্রকারেতে কিন্তু তুই লড়িবি না।।
এমত আদর করে প্রভু হরিচন্দ্র।
তারকের হৃদি মাঝে বাড়িল আনন্দ।।
মৃত্যুঞ্জ প্রতি পুন ব'লে দয়াময়।
অন্য ঠাঁই চলে যাও ওহে মৃত্যুঞ্জয়।।
তোতাপাখী নিয়ে তোর চলে যা এখন।
হেথায় বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
পুনঃ বলে তোরা আর যাইবি কোথায়।
এই গৃহে হ'বে ভোজ ওরে মৃত্যুঞ্জয়।।
তোর এই তোতাপাখী দিবি কি আমায়।
মৃত্যুঞ্জয় বলে প্রভু যদি কৃপা হয়।।
প্রভু বলে রাখিলাম ওরে বাছাধন।
শুনে শ্রীতারক পদে হইল পতন।।
কেঁদে বলে এই দেহ সঁপিলাম পায়।
জনমে জনমে যেন পদে মতি রয়।।
প্রভু বলে আমি তোরে করিনু গ্রহণ।
মৃত্যুঞ্জয় বলে হরি হরি বল মন।।
এভাবে তারকচাঁদ হরিপদ পেল।
তারকচাঁদের প্রীতে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆☆☆

কবি রসরাজের বহর কবি গান

একদা বহর যায় গান গাহিবারে।
দোহারেরগণ চলে হরিষ অন্তরে।।
নৌকা পথে যাত্রা করে কবি রসরাজ।
আনন্দে র'য়েছে বসি সে নৌকার মাঝ।।
নৌকা বেয়ে নাবিকেরা চলিল ত্বরায়।
পদ্মনদী বেয়ে চলে হরিষ হৃদয়।।
সহসা পদ্মার মাঝে বাড়িল তরঙ্গ।
হেরিয়ে সবার প্রাণে বাড়িল আতঙ্ক।।
তরঙ্গ মাঝেতে যেন নৌকা ডুবে যায়।
সবে মিলি প্রাণ ভয়ে করে হায় হায়।।
নৌকা মাঝে কান্নাকাটি প্রবল ভাবেতে।
শান্ত নাহি হয় কেহ কাহার বাক্যেতে।।
হেনকালে রসরাজ নৌকার চরাটে।
ডাকিতেছে হরিচাঁদে কৃতাঞ্জলিপুটে।।
কোথা হে বিপদহরি প্রভু হরিচাঁদ।
কৃপা করি কর দূর এ ঘোর বিপদ।।

বিষম তরঙ্গ মাঝে নৌকা ডুবে যায়।
দোহারের গণ সবে করে হায় হায়।।
হরিচাঁদ বলি সবে কাঁদে উভরায়।
ত্রাণ কর কৃপাসিন্ধু এই ঘোর দায়।।
তার মাঝে নাম হয় শ্রীকালীচরণ।
মৃঝাপুর হয় তার বসতি ভবন।।
সবে করে সোরাসুরি নৌকার মাঝারে।
কালী করে গালাগালি অতি কুট স্বরে।।
মিছামিছি চেচামিচি না করিস তোরা।
সুস্থ হয়ে ঘুমে থাক্ হেদের শালারা।।
ডুবে যাক্ কিম্বা থাক্ তাতে কিবা দায়।
কেন তোরা এইভাবে কাঁদিস সবায়।।
সে বাক্যে পাইল ব্যথা দোহরের গণ।
কেহ কিছু না বলিল সবে দুঃখী মন।
হরিচাঁদ কৃপাযোগে পাড়ি উঠে গেল।
হরিচাঁদ প্রীতে সবে হরিধবনি দিল।।
কিন্তু সবাকার প্রাণে আছে বড় ব্যথা।
সূর্য্য নারায়ণ রসরাজে কহে কথা।।
কালিচরণের কর্ত্তা তাড়াও এখন।
বড় ব্যথা দিল প্রাণে করি নিবেদন।।
যখনে তরঙ্গে পাড়ি নদীর মাঝার।
আমরা সবাই মিলে করি হাহাকার।।
তখনেতে গালাগালি করিল বিস্তর।
তাহাতে সবার হয় দুঃখিত অন্তর।।
তারে যদি রেখে দেন মোদের সদন।
চরণে বিদায় মোরা মাগি সর্ব্বজন।।
কালিচরণেরে ডেকে শুনুন সে কথা।
কেন আমাদের প্রাণে দিল এই ব্যথা।।
কর্ত্তা শ্রীতারকচাঁদ কালীকে সুধায়।
বল হে কালিচরণ কেন ইহা কয়।।
তুমি কেন সবারে গালাগালি দাও।।
স্বরূপ বচন এবে মম ঠাঁই কও।।
শ্রীচরণ বন্দি কহে শ্রীকালিচরণ।
গালাগালি করিয়েছি সত্য এ বচন।
আমাদের ন্যায় শত জনে যাহা নয়।
আপনার এক ডাকে সেই কর্ম্ম হয়।।
তাই আমি নিষেধিনু না ডাকিস তোরা।
মোদের এ সোরাসুরি মিছামিছ করা।।
যার কাছে হরিচাঁদ বাঁধা রহিয়াছে।
যে মানুষ বর্তমানে কিবা শঙ্কা আছে।

সে ডাকিছে প্রাণ খুলে তোরা চুপ কর'।
যে বেঁধেছে হরিধনে কর চিন্তা তার।।
তারে রক্ষা করিবেন হরি দয়াময়।
সোরাসুরি ক'রে কেন মরিস সবায়।।
তাই ভেবে গালাগালি দিয়েছি সবাকে।
অযুক্তি বচন আমি বলিয়েছি মুখে।।
যাহা হয় বিচারেতে করুণ আমায়।
সব সত্য এ ঘটনা মিথ্যা কিছু নয়।।
এ কথা শুনিয়ে সবে নীরব হইল।
কার প্রতি আর কারো দ্বেষ না রহিল।।
পূজা বাটী এই গান বাসানিল পরে।
বিশ্রামাদি সেবাকার্য্য হ'ল অতঃপরে।।
সপ্তমীর রজনীতে গান আরম্ভিল।
সে আসরে গান বড় খারাপ করিল।।
বিপক্ষের দল কর্ত্তা করে নিরীক্ষাণ।
দলপতি খলমতি বুঝিল কারণ।।
বিপক্ষদলের প্রতি বড় ক্ষতি করে।
এ ব্যবসা হয় তার বহুদিন ধরে।।
তারকের দলে ও সে তাই করিয়েছে।
যতই গাহিবে গান মন্দ সব পিছে।।
শুনিবার মত শক্তি হয় না কখন।
দোহারের কণ্ঠরোধ বেসুর তেমন।।
আসরেতে গিয়ে গান গাহিতে না পারে।
মরম বেদনা পেয়ে আছে বাসা ঘরে।।
দুই আসর এ ভাবেতে গত হ'য়ে যায়।
বাস ঘরে বসি সবে করে হায় হায়।।
তারক রসনা ভাবে আকুল হইয়া।
কি হ'তে কি হ'বে তাহা না পায় ভাবিয়া।।
আকুল হৃদয় কাঁদে নীরবেতে বসি।
কোথা আছ হরিচাঁদ দেখা দাও আসি।।
পদ্মাপারে কেন মোরে আনিলে হে প্রভু।
হেন দশা কেন কর নাহি জানি কভু।।
বিপদ ভঞ্জন প্রভু কোথা হরিচাঁদ।
অদ্যকার আসরেতে না রেখ বিপদ।
এই মত চিন্তা করি আসরেতে যায়।
ঢোলেতে পড়িল কাঠি কবির খোলায়।।
বহুলোক সমারহ বৃহৎ আসর।
তারক বন্দনা করে হইয়ে কাতর।।
হরিচাঁদ হৃদে ভাবি ধরিলেন তার।
যেন অদ্য সবাকার বিমোহিত প্রাণ
নিশ্চল নিষ্পন্দ তাহে হল সর্ব্বজন।
বিপক্ষ দলের কর্ত্তা হ'ল ভীত মন।।
মনে ভাবে একি ভাব হ'ল অকস্মাৎ।
কোথা পেল হেন শক্তি ইহারা দৈবাৎ।
মন প্রাণ বিমোহিত ক'রেছে সবার।
নাহি জানি কিবা করে অদ্য এ সবার।
কিন্তু অদ্য কিবা যেন হইবে আসরে।
শ্রোতাগণ ভাসে সবে দুনয়ন নীরে।।
সভাস্থলে প্রেমবন্যা উথলে উঠিল।
যেবা ছিল যে ভাবেতে সেভাবে মজিল।।
স্পন্দহীন মৃত্যু প্রায় সভা সদগণ
অন্তরালে থেকে শুনে যত রামাগণ।
সব ধনী মৃত প্রানী যেন রহে তথা।
কাহারো মুখেতে যেন নাহি স্ফুরে কথা।।
যেন সেই সভাস্থল করে টলমল।
শুধুমাত্র সবারকার ঝোরে আঁখিজল।।
গৃহস্বামী জমিদার বড় ভাগ্যবান।
দোতালার পরে বসি শুনিতেছে গান।।
চেয়ে দেখে অপরূপ রূপের মুরতি।
রসনার পিছনেতে মধুর আকৃতি।।
রেশম বরণ কায় বালক মুরতি।
অঙ্গ হ'তে বাহিরায় সুনির্ম্মল জ্যোতি।।
যখনে তারকচাঁদ বলেন পাঁচালী।
সভা হ'তে শব্দ হয় হরি হরি বুলি।।
সেইকালে গৃহস্বামী করে দরশন।
বড়ই মধুর রূপ ভুবন মোহন।।
মনে ভাবে একি রূপ করি দরশন।
পিছনেতে কেবা এই মানুষ রতন।।
হেনরূপ কভু আমি না দেখি না শুনি।
কেবা এ মানব রত্ন কবি শিরোমণি।।
এ ভাবি বিপক্ষের গাইনে ডাকিল।
বলে তুমি কি ক'রেছ এ দুদিন বল।।
কা'র সনে গাহ কবি চিন না কখন।
চেয়ে দেখ কেবা ওই মানুষ রতন।।
গত দুইদিন যার গান মন্দ হয়।
অদ্য কেন তার গানে চিত্ত দ্রবময়।।
বিপক্ষ গাইনে বলে না বুঝি কারণ।
অদ্য কেন হয় সদা মোর ভীত মন।।
গৃহস্বামী বলে চেয়ে দেখ একবার।
কেবা এ সোনার শিশু পিছনে তাহার।।

রূপের সৌন্দর্য রাশী না যায় বর্ণন।
চেয়ে দেখ ওই শিশু রেশম বরণ।।
এহেন মানষ যার রয়েছে সহায়।
তাঁরে তুমি কেমনে করিবে পরাজয়।।
বিপক্ষ গাইনে বলে কিছুই না দেখি।
কই কোথা কেবা হয় ব'লেছেন কি?
গৃহস্বামী বলে তুমি বল কি বচন।
ওই দেখ কিবা রূপ ভুবন মোহন।।
দেখিতে নাহিক শক্তি তোমার হৃদেতে।
এত জারিজুড়ি তুমি কর কি শক্তিতে।।
ভ্রমের বিকারে মত্ত আছ অনুক্ষণ
চিনিতে না পার রূপ ভুবন মোহন।।
এত বলি দুঃখ ভরে ধরি তার কর।
বলে বেটা দেখ চেয়ে মরি কি সুন্দর।।
আকর্ণ নয়ন যুগ সুদীর্ঘ কবরী।
তারকের পিছনেতে এল দর্পহারী।।
করস্পর্শে সে পাইলে দেখিবারে পায়।
সোনার মানুষ বটে পিছনে দাঁড়ায়।।
নেহারিয়ে জ্ঞানহারা হইল তখন।
কিবা করিয়েছি বলে হইল পতন।
সোনার মানুষ যার রয়েছে সহায়।
তাঁর প্রতি আচরণ করেছি অন্যায়।।
কেঁদে বলে কহ রাজা কি করি এখন।
কিসে হবে বল মম এ পাপ মোচন।।
গৃহস্বামী বলে চল তার সন্নিধানে।
কেঁদে কেঁদে ক্ষমা মাগ তাঁহার চরণে।।
এত বলি দোহে মিলি করিল গমন।
রসরাজ নিকটেতে দিল দরশন।।
তারকের পদ ধরি ধরণী লোটায়।
বলে মোরে ক্ষমা কর ওহে দয়াময়।।
গত দুই আসরেতে অন্যায় করেছি।
দোহারের স্বর বন্ধ কৌশলে পেতেছি।।
আপনার অপদস্থ করিবার তরে।
নানা ভাবে কুটজাল করেছি সাদরে।।
তাহে হই অপরাধি ওহে মহাত্মন।
কৃপা করি অপরাধ করুন মার্জ্জন।।
গৃহস্বামী বলে বাপ তোমাকে সুধাই
কেবা রয় তব পিছে বল শুনি তাই।
তারক রসনা বলে নাহি জানি কভু।
মোরে নিয়ে কিবা খেলে দয়াময় প্রভু।।
আপনার ভাগ্যগুণে হেরিলেন তাই।
মম পিছে কেবা তারে কভু দেখি নাই।।
বড়ই দুর্ভাগ্যা আমি এ বিশ্বমাঝারে।
নাহি জানি কেবা এসে মোরে রক্ষা করে।
এমত বলিয়ে তিনি কাঁদিতে লাগিল।
দোহারের গণ সবে মোহিত হইল।।
সবে করে ঢলাঢলি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
কেহ কার গাত্র পরে পড়েছে ঢলিয়ে।।
গৃহস্বামী বলে তুমি পরম মহান।
তোমার নিকটে বাধ্য আছে ভগবান।।
অদ্য তাহা স্বচক্ষেতে করিনু দর্শন।
সামান্য মানব নহ তুমি মহাজন।।
এই ভাবে বহুক্ষণ হয় প্রেমকেলী।
প্রেমের তুফান ভাসে হ'য়ে কুতুহলী।।
তারকে করিয়ে সঙ্গে তখনে দুজন।।
আপনার অন্তঃপুরে করিল গমন।।
বসিতে আসন দিল উত্তম আসনে।
পাদ্য অর্ঘ করে দান নিষেধ না মানে।।
অতুল আনন্দ হ'ল বর্ননা অতীত।
পুরাবাসীগণ প্রানে হল বড় প্রীত।।
বিপক্ষ গাইনে বলে করিয়ে প্রণতি।
পদ্মাপারে না থাকিল আমার বসতি।।
জনমের মত আমি হ'লেম বিদায়।
লোকে দেখে উপহাস করিবে আমায়।।
তারক রসনা বলে কোন ভয় নাই।
তোমাকে দিলাম বর এবে শুন ভাই।
কারো সনে কভু আর হট করিও না
তা হ'লে তোমার সনে কেহ আটিবেনা।।
সরল স্বভাব নিয়ে চলিও সদায়।
অনুক্ষণ মতি রেখ শ্রীগুরুর পায়।।
মানুষে মানুষে মেশা মানুষাবতার।
মানুষে করিও দয়া বাপরে আমার।।
এই ভাবে শ্রীতারক বলেছে বচন।
নরনারী সবে যেন হারিল চেতন।।
আলোচনা করে তথা মধুর মধুর।
গৃহস্বামী দেখাইল ভকতি প্রচুর।।
সমারোহ করি করে পাক আয়োজন।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ ব্যঞ্জন।।

প্রেমাবেশে ভোজ কর্ম্ম সমাধা হইল।
বিদায় করিতে রাজা কাঁদিয়ে পড়িল।।
বড়ই অদ্ভুদ খেলা হ'ল বরেতে
হরিধ্বনি কর সবে হরিচাঁদ প্রীতে।।

কবিরাজপুরে আশ্চর্য্য লীলা

আর এক দিন হয় বায়না কবিরাজ পুরে।
গাহিতে হইবে গান বলে দোহারের
সবে এসে এক ঠাই বলেছে বচন।
শ্রীধাম দর্শন করি করিব গমন
এত ভাবি এল সবে প্রভুর সদন।
প্রেমে পুলকিত হয়ে বন্দে শ্রীচরণ।।
প্রভুপদে নিবেদিল তারক রসনা।
কবিরাজপুরে প্রভু হয়েছে বায়না।।
প্রভু বলে যাও বাপ কর গিয়ে গান।
তব সনে যেতে ইচ্ছা করে মোর প্রাণ।।
তারক বলেছে প্রভু যে ইচ্ছা তোমার।
প্রভু বলে যাও চলি বাছারে আমার।।
তোর সনে থাকি আমি নাহি কোন ভয়।
করিতে পারিবে নহে তোরে কভু জয়।।
এমত আশ্বাস বাণী শুনিয়ে রসনা।
শিরেতে ধরিয়া হরি পদরজঃ কণা।।
বিদায় লইয়া যায় কবি রসরাজ
প্রভু পদে প্রণমিয়া দোহার সমাজ।।
সবে মিলি চলিলেন কবিরাজ পুরে।
শেষে গিয়ে উপনীত হলেন আসরে।।
মধুর মধুর গান হয় নিশীকালে।
কাঙ্গালী নামেতে এক বালক আছিলে।
পিতার কোলেতে বসি শুনিতেছে গান।
তাহাকে করিল কৃপা প্রভু ভগবান।।
গান শুনিতেছে তথা আনন্দে বসিয়ে।
অপরূপ কান্ড এক দেখে নীরখিয়ে।।
তারক চাঁদের মাথে মুষ্টি পরিমাণ।
বসিয়ে রয়েছে যেন পুতুল প্রমাণ।।
বড়ই সুন্দর মুর্ত্তী বিগ্রহ স্বরূপ।
স্বজীব মুরতিখানি অতি অপরূপ।।
মনে ভাবে সে বালক এত মন্দ নয়।
ভল এক মুর্ত্তি দেখি বেটার মাথায়।।
কেমনেতে জিজ্ঞাসিব মনে ভাবি তাই।
পিতাকে জিজ্ঞাসে তার পিতা দেখে নাই।।
শেষ নিশিকালে যায় আপনার ঘরে।
গরু ল'য়ে সে বালক আইল বাহিরে।।
পূর্বকাশে দিনমণি হ'য়েছে উদয়।
ঝারি নিয়ে রসরাজ চলেছে ত্বরায়।।
প্রাতঃকৃত্য কর্ম্ম হেতু চলেছে তখন।
পথেতে বালক সনে হ'ল দরশন।।
কাঙ্গালী তারকে হেরি আইল সত্বর।
বলিতেছে মিষ্ট স্বরে শুন সরকার।।
শ্রীতারক চন্দ্র নাকি তব নাম হয়।
নিশিকালে কেবা ছিল তোমার মাথায়।।
তুমি যবে আসরেতে কর কবি গান।
তোমার মস্তকে কেবা মুষ্টি পরিমাণ।।
শ্রুতমাত্র রসরাজ বসিয়া পড়িল।
বালকে করিয়া কোলে কাঁদিতে লাগিল।।
বলে বাপ বড় তাপ দিলি আমারে।
নাহি জানি কোন বেশে কেবা মোর শিরে।।
বালক ব'লেছে কৃপা কর একবার।
তোমাকে চিনিতে সাধ্য নাহিক আমার।।
কেবা সেই বল মোরে করুণা করিয়া।
কেনই বা এসেছিল গেল কি বলিয়া।।
বালকের মিষ্ট বাক্যে শেল সম ফুটে।
বালকে লইয়া পড়েভুমিতলে লুটে।।
কেঁদে বলে ধন্য তুই সাধু মহাজন।
তোর ভাগ্যফলে তুই করিলি দর্শন।।
সত্য বটে রে বালক নাহি জানি তাই।
তোর মুখে এই মাত্র শুনিবারে পাই।।
ধন্য ধন্য বাপ তুই কি বলিব তোরে।
যেরূপ দেখিলি তুই তোর ভক্তি জোরে।।
আমি অতি অভাজন এ মহীমন্ডলে।
এমত বলিতে ভাসে দু'নয়ন জলে।।
বহুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়ে দোহায়।
দোহে মিলি ভেসে যায় প্রেমের গোলায়।
ক্রমে ক্রমে গান সাঙ্গ করিয়া ত্বরায়।
ব্যস্ত হ'য়ে তথা হতে হলেন বিদায়।।
এই মত লীলা খেলা বহু স্থানে হয়।
বিস্তারিত-লিখিতে গেল গ্রন্থ বেড়ে যায়।।
রসরাজ লীলাখেলা বর্ণনা অতীত।
হরিলীলামৃত গ্রন্থ যাহার রচিত।।
যশকীর্ত্তি বিশ্বমাঝে ধরে না তাহার।
বর্ণিতে শকতি নাই আমি দুরাচার।।

বহু দেশে তার গুণে রয়েছে বিদিত।
প্রেমের জাহাজ হয় হরি সংরক্ষিত।।
নহিলে না হবে কভু হেন অবতার।।
অংশ অবতার ব'লে জগতে প্রচার।।
বর্ণনা অতীত গুণ বলা হয় ভুল।
কিছু নাই তার গুণে করি সমতুল।।
সে কারণ এ পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।
তারক রসনা প্রীতে হরি হরি বল।

প্রেমিকরত্ন অশ্বিনীর জন্ম বিবরণ

গঙ্গাচর্ণা করে বাস কার্ত্তিক বৈরাগী।
ঠাকুরের নিষ্ঠাভক্ত প্রেম অনুরাগী।।
শ্রীগোলোক পাগলের ছিল প্রাণাধিক।
স্নেহভরে ডাকিতেন কোথারে কার্ত্তিক।।
একদা গোলকচাঁদ ভক্ত সান্নিধ্যারে।
উপনীত গঙ্গাচর্ণা কার্ত্তিকের ঘরে।।
কার্ত্তিকের নারী হয় শ্রীঅম্বিকাদেবী।
সর্বদা কাটায় দিন গোলকচাঁদে ভাবি।।
কার্ত্তিকের তনু মাখা হরি প্রেমরসে।
সর্ব্বদা বেড়ায় হরি প্রেমনীরে ভেসে।।
তাহার চরিত্রগুণ না যায় বর্ণনা।
হরিলীলামৃত গ্রন্থে লিখেছে রসনা।।
শ্রীগোলক ওই গ্রামে আসে আর যায়।
অধিক্ষণ থাকিতেন কার্ত্তিক আলয়।।
সব চেয়ে কার্ত্তিকেরে ভাল বাসিতেন।
মধুময় লীলা কত তথা করিতেন।।
একদিন কার্ত্তিকের গৃহেতে উদয়।
কার্ত্তিক কার্ত্তিক বলি ডাকে উভরায়।।
কার্ত্তিক ছিলেন এক গৃহস্থ আলয়।
স্বজাতিরগণ বহু এসেছে তথায়।।
সেই বাড়ী হইবেক স্বজাতি ভোজন।
নিমন্ত্রিত বহু লোক করে আগমন।।
এদিকেতে পাগলচাঁদ প্রাণে দিল টান।
কার্ত্তিকের হ'ল তাহে উচাটন প্রাণ।।
উর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে এল আপন আলয়।
ভক্তিভরে প্রণমিল পাগলের পায়।
পাগল বলেছে তুমি গিয়েছিরে কোথা।
ঘরে না দেখিয়ে মোর হ'ল মনোব্যথা।।
কার্ত্তিক ব'লেছে অতি করিয়ে বিনয়।
গ্রাম মাঝে ছিনু এক গৃহস্থ আলয়।।
স্বজাতিরগণ তথা করিবে ভোজন।
সেই ঘরে বহুলোক করে আগমন।।
স্বামী বলে ও কার্ত্তিক জাতি বল কারে।
শকুনী গৃধিনী সব আছে একত্তরে।।
মানুষ হইয়া কেন যাহ সেই দলে।
বল বাছাধন কেন কাঁদ হরি বলে।।
মানুষ হইয়ে কেন চিন না মানুষ।
অন্যজাতি সনে খাও হারি নিজ হুষ।।
শুনিয়ে কার্ত্তিক কেঁদে প'ল পদতলে।
মানুষ চিনিতে নারি স্বীয় কর্ম্ম ফলে।।
এমত বলিয়ে বাণী কাঁদিতে লাগিল।
কৃপা করি শ্রীগোলোক কার্ত্তিকে ধরিল।।
চক্ষে দিয়ে করাসান বলেন এবার।
বাছারে কার্ত্তিক তুমি যাও পুনর্ব্বার।।
এবে গিয়ে দেখ এস মানুষ কজন।
স্বজাতি বলিয়ে কা'রে কর সম্বোধন।।
পুনরায় শ্রীকার্ত্তিক ছুটিয়ে চলিল।
অপরূপ কান্ড তথা দেখিতে পাইল।।
হাজার লোকের মধ্যে তিন শত নর।
সাত শত বসিয়েছে অন্য জন্তু আর।।
নেহারিয়ে শ্রীকার্ত্তিক এল নিজ ঘরে।
পাগলের পদে পড়ে আপনা পাসুরে।।
পাগল বলেছে শুন ওরে বাছাধন।
বল দেখি কিবা এলে করিয়ে দর্শন।।
কার্ত্তিক ব'লেছে দেখি দাঁড়াইয়া পার্শ্বে।
রহিয়েছে দলে দলে চোগা বগা বসে।।
ছাগ মেষ গো মহিষ আছে পালে পাল।
বিড়াল কুকুর আর গৃধিণী শৃগাল।।
সংসার রঙ্গভূমি করিলে দর্শন।
বল দেখি কেবা হয় স্বজাতির গণ।।
এইরূপে করে কৃপা কার্ত্তিকে প্রতি।
পাগলের পদে বড় কার্ত্তিকের আর্ত্তি।।
এইভাবে গঙ্গাচর্ণা আসে আর যায়।
কার্ত্তিকের গৃহে বসি হরি কথা কয়।।
আর একদিন এল গোলক পাগল।
ভক্তগণ সঙ্গে বলে জয় হরিবোল।।
কর্ত্তিকের গৃহে আসি হইল উদয়।।
মামা বলে ডাকিতেছে শ্রীঅম্বিকা মায়।
শ্রীঅম্বিকা দেবী হয় কার্ত্তিক ঘরণী।
গোলকেরে করেন ভক্তি গুরুজ্ঞানে ধনী।।

ক্ষণে করে পুত্র জ্ঞান ক্ষণে ব্রহ্ম জ্ঞান।
তুলনাবিহীন ভক্তি অমৃত বাখান।।
বাৎসল্য ভাবেতে যবে সেবিতেন তিনি।
ভাবে মেতে শ্রীগোলোক বলিত জননী।।
সেই ক্ষণে অম্বিকার হ'ত ভাবাবেশ।
সস্নেহেতে ধরিতেন সেজে মাতৃবেশ।।
আর দিন শ্রীগোলোক মা ব'লে ডাকিল।
শ্রীঅম্বিকা কার্য্যন্তরে অন্য ঠাঁই ছিল।।
গৃহে এসে দেখিলেন এসেছে পাগল।
ভক্তগণ সনে বলে জয় হরিবোল।।
আসিল সকল ভক্ত সেই গৃহদ্বারে।
পাগল বলিল যেবা আসিবি এ ঘরে।।
একজন এক শ্লোক করিবি বক্তৃতে।
না বলিলে শ্লোক নহে পারিবি আসিতে।।
বক্তৃতা করিল শ্লোক যার যাহা আসে।
স্বেদ পুলকাশ্রু কারো হয় প্রেমাবেশে।।
লেখাপড়া নাহি জানে সেও শ্লোক কয়।
শ্লোক না বলিলে ধেয়ে মারিবারে যায়।।
কারে মারে লাথিচ'র মার মুষ্ট্যাঘাত।
শোলোক বলিতে অগ্নি লাগে অকস্মাৎ
মহাভাবে বহে বন্য শুনিয়া শোলোক।।
তার মাঝে অম্বিকারে আনিল গোলক।
কার্ত্তিক বৈরাগী গৃহী অম্বিকা গৃহিনী।।
ব্রজগণ সে কার্ত্তিক অম্বিকা গোপিনী।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আসি তার স্থান।
সবে বলে করহ মায়ের স্তন পান।।
অক্রূর বিশ্বাস রাজকুমার বিশ্বাস।
দুগ্ধপান করে দোহে পরম উল্লাস।।
পাগল ধরিয়া সে অম্বিকার মুখে।
দুগ্ধপান করে আর মা বলিয়ে ডাকে।।
বলে মাগো এইবার হইবি গর্ভিনী।
ছেলে হবে নাম তার রাখিও অশ্বিনী।।
জয় হরি গৌর হরি বলি এই রোল।
সেখান হইতে যাত্রা করিল পাগল।।
সেই হতে হেরে কত শুভের লক্ষণ।
হেরিতে হেরিতে হ'ত ভাবের মগন।।
কার্ত্তিক বৈরাগী নিজ রমণীর সনে।
মহাভাবে হয় মত্ত আনন্দিত মনে।।
প্রেমেতে আপ্লুত হয়ে করিতেন নৃত্য।
দৈন দশা ক্রমে তার হ'ল অপসৃত।
শান্তির প্রবাহ যেন ছুটিয়ে পড়িল।
গৃহদ্বার সব যেন আনন্দে ভরিল।।
শ্রীঅম্বিকা হৃদি মাঝে ভাবিয়া গোলকে।
স্বামীর চরণ পূজা করিত পুলকে।।
এই ভাবে কিছুদিন বিগত হইল।
অম্বিকার দেবির অঙ্গে সৌন্দর্য্য বাড়িল।।
উজ্জ্বল কিরণ অঙ্গ হ'তে বাহিরায়।
বৰ্দ্ধিত সৌন্দর্য্য রাশি কি বা শোভা তায়।
একদিন শ্রীঅম্বিকা দেখিল স্বপন।
কেবা যেন এক শিশু উজ্জ্বল - বরণ।।
মা বলিয়ে স্তন পান করে ক্রোড়ে বসি।
কত বা সৌন্দর্য্য তাঁর মুখে মৃদু হাসি।।
স্বামী পাশে অম্বিকা যে কহে স্বপ্নভাষ।
কাৰ্ত্তিক ব'লেছে তুমি শুন সুবদনী।
অনুক্ষণ কর চিন্তা হরি চিন্তামণি।।
পাগলের অনুগ্রহ তোমাতে বর্ত্তেছে।
পাগল বালক বেশে দর্শন দিয়েছে।।
শুধু নহে ওইরূপ হের একাকিনী।
মাঝে মাঝে হেরি আমি ওই মুর্ত্তিখানি।।
কি যেন কি হ'য়ে যাই রূপ দরশনে।
যেন তাহে আসে বারি আমার নয়নে।।
বিদ্যুৎ সদৃশ তাহা পুনশ্চ লুকায়।
জাগিয়ে তখন আমি করি হায় হায়।।
বুঝি না প্রভুর মনে কিবা আছে সাধ।
কি দিয়ে কি করে মোর প্রভু হরিচাঁদ
এইভাবে করে দোঁহে প্রেম আলাপন।
অবিরত দু'জনার ঝোরে দু'নয়ন।।
ক্রমে দশমাস গত হইল যখন।
শ্রীঅশ্বিনী মর্ত্তধামে করে আগমন।।
বার শ' চুরাশী সালে কার্ত্তিক মাসেতে।
অতি শুভক্ষণ হয় স্বাতী নক্ষত্রেতে।।
এইক্ষণে যে জনার সন্তান জন্মিবে।
নন্দন হইলে পূজ্য সবাকার হবে।।
কন্যা হ'লে ভাগ্যবতী হবে ধরামাঝে।
সাধ্বী সতী হবে সেই রমণী সমাজে।।
এইক্ষণে শ্রীঅম্বিকা প্রসব করিল।
ধাত্রীগণ মুহুর্মুহু হুলুধ্বনি দিল।।
গ্রাম মাঝে সেই ধ্বনি ক্রমশঃ পশিল।
প্রতিবেশী নারীবৃন্দ ছুটিয়ে আইল।।

যখনেতে শ্রীঅশ্বিনী ভুমিষ্ট হইল।।
মহাজ্যোতি যেন সেই অঙ্গে দেখা দিল।
দীপ্তময় হ'ল গৃহ সে জ্যোতিপ্রভায়।
ধাত্রীগণ নেহারিয়ে বিস্মিত - হৃদয়।।
মনে ভাবে এই জ্যোতি কোথা হ'তে এল।
কেন বা শিশুর অঙ্গে মিলন হইল।।
সুতিকা আগার যেন ঝলমল করে।
বিহ্বল হইল সবে অপরূপ হেরে।।
হেন মতে শ্রীঅশ্বিনী জনম লভিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

ভেকের মুক্তি

অপরূপ এক কান্ড শুন সর্ব্বজন।
তারকচাঁদের লীলা অপুর্ব কথন।।
লক্ষীপাশা ব্রাহ্মণেরা কাটিতেছে মাটি।
কৃষাণে কাটিয়ে মাটি বাঁধি দেয় বাটী।।
ছয় হস্ত নিম্নতর গর্ত্ত করিয়েছে।
সোয়া হস্ত নিম্নতর গর্ত্ত করিযেছে।
সোয়া হস্ত পরিমিত ভেক তথা আছে।।
সর্ব গাত্রে চেট'ভরা দেখিতে কুৎসিত।
ভয় ভীতে কুয়তীরা উঠিল ত্বরিত।।
প্রকান্ড ভেকের দেহ করিয়ে দর্শন।
তীরে এসে চেচামিচি করে সর্বজন।।
ক্রমে সব ব্রাহ্মণেরা জানিতে পারিল।
বহুলোক সেই ভেক দেখিতে আইল।।
বিপরীত ভেক হেন কভু দেখে নাই।
বিস্মিত হয়েছে সবে কি কহিব ভাই।।
হেন ভেক এ জীবনে কেহ দেখে নাই।
সবে বলে একি কান্ড বুঝিয়া না পাই।
মাটির ভিতরে ভেক ছয় হস্ত নীচে।
এত নিম্নে থেকে তবু কেমনেতে বাঁচে।।
শুনি নাই দেখি নাই কভু হেন ভাব।
ভেকের গাত্রেতে চেটো সজীবিত সব।।
চিন্তা করে নাহি পারে করিতে নির্দ্ধার্য্য
কেহ বলে ভেকে আনো জ্যোতিষ আচার্য্য।।
জ্যোতির্ব্বেত্তা বহুজন লক্ষীপাশাবাসী।
গর্ত্তের নিকটে বহু উপজিল আসি।।
হইল দুঃসাধ্য তাহা করিতে নির্ণয়।
বৃদ্ধ এক দ্বিজ ছিল শ্রীসুরেন্দ্র রায়
তিনি বলে জ্যোতিজ্ঞ পন্ডিতে না পারিবে।
মহৎ পুরুষ বিনে বুঝিতে নারিবে।।
সবে বলে কোথা আছে এমন মহত।
জ্যোতিষেরে পরাজিবে যুক্তি অসঙ্গত।।
কোন মহতের হেন শক্তি নাহি হবে।
ভেকের সম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধার্য্য করিবে।।
শ্রীসুরেন্দ্র রায় গাঙ্গুলী উপাধ্যায়।
বিদ্যাবান মান্যমান সে লক্ষীপাশায়।।
তিনি বলে সর্ব্বজন হ'লে পরাভব।
একেরদ্বারায় ইহা হইবে সম্ভব।।
তাকে গিয়ে আনো সবে করিয়ে যতন।
দৈব কথা বলিবারে পারে সেইজন।।
সবে বলে কেবা সেই পন্ডিত প্রধান।
শুনিবারে সবাকার উৎকণ্ঠিত প্রাণ।।
বৃদ্ধ শ্রীসুরেন্দ্র বলে জয়পুরে যাও।
যত্ন সহকারে সেই তারকে আনাও।।
এত শুনি হো হো করে সকলে হাসিল।
পরিহাস বাক্য কত সবাই বলিল।।
ভাল সুপন্ডিত খুঁজে পাইয়েছে উনি।
বৃদ্ধ হলে মতিচ্ছন্ন হয় মোরা জানি।।
তাই তিনি হেন বাক্য করেন প্রকাশ।
এ স্থানে অসিবে তার কেমন সাহস।।
কিসের পন্ডিত তারে কোন কর্ম্মে গণি।
কি শক্তিতে বলিবে এ অদ্ভুত কাহিনী।।
এই মত উপহাস বাক্য বলে কত
কেহ ভাল কেহ মন্দ যার যেই মত।।
কেহ বলে একেবারে জেনে দেখ ভাই।
পারিলে পারিতে পারে তারক গোসাই।।
সুকবি বলিয়া ব্যাখ্যা পায় বহুস্থানে।
দৈব কথা বলিবারে পারে সেই জনে
কেহ ভাল কেহ মন্দ বলিতে লাগিল।
তবু তথা হ'তে এক দুত পাঠাইল।।
তারকচাঁদের পাশে হইয়ে উদয়।
বলিল সমস্ত কথা করিয়ে বিনয়।।
শুনিয়ে তারকচাঁদ ব'লেছেন বচন।
আমা হ'তে হেন কর্ম্ম হবে না সাধন।।
অসাধ্য সাধন আমি কেমনে করিব।
জ্যোতিজ্ঞ্য পণ্ডিত সবে হ'ল পরাভব।।
আমি হই বিদ্যাহীন শাস্ত্র নহে জানি।
কেমনে বলি এই অদ্ভুদ কাহিনী।।
বল গিয়ে আমাদ্বারা হবে না কখন।
মিছে কেন তোমা হেথা ক'রেছে প্রেরণ।।

যাও যাও কল গিয়ে গাঙ্গুলীর ঠাঁই।
দৈব্যকথা বলিবার মম সাধ্য নাই।।
সুবিজ্ঞ পন্ডিত বহু রয়েছে তথায়।
তাদের সকাশে আমি তৃণসম নয়।।
যাইতে নারিব আমি ব্রাহ্মণ সমাজে।
তাদের সদৃশ আমি নহি কোন কাজে।।
এত বলি সে জনায় বিদায় করিল।
তারকের উক্তি যাহা সবাকে বলিল।।
শ্রুত মাত্র কেহ কেহ স্তম্ভিত হইল।
কেহ কেহ পূর্ব্বভাবে অনেক বলিল।।
তখন বলেছি মোর আমাদের পাশে।
তারক আবিসে বল কেমন সাহসে।।
কেহ বলে হেন ভাষ না বলিও আর।
তারক বলিতে পারে এই সমাচার।।
হেন জ্ঞান নাহি কর শুন মতিমান।
সুপন্ডিত নাহি কেহ তাহার সমান।।
তোমাদের প্রত্যুত্তর কৌশলে দিতেছে।।
তোমাদের সব কথা জানিয়ে নিয়েছে।।
পুনরায় দুত যা'ক তারকের ঠাঁই।
যে ভাবেতে পার তারকেরে আনা চাই।।
এত বলি পুনরায় দুত পাঠাইল।
তথাপি তারকচাঁদ হেথা না আইল।।
গাঙ্গুলী মশায় গিয়ে নদীর কিনারে।
তারক তারক বলি ডাকে উচ্চঃস্বরে।।
তখনে তারকচাঁদ থাকিতে নারিল।
নদীপার হ'য়েশেষে লক্ষীপাশা এল।।
সসম্ভ্রমে সবান্ধবে বন্দিল চরণ।
বিস্মিত হইল যত ব্রাহ্মণ নন্দন।।
বৃদ্ধ শ্রীসুরেন্দ্র রায় ভেক দেখাইল।
বলে বাবা কিবা এই প্রকাশিয়ে বল।।
তারক বলেছে ইহা দুঃসাধ্য আমার।
ছয় হাত মাটি মধ্যে র'য়েছে অমর।।
বড়ই অদ্ভুদ ইহা কভু দেখি নাই।
কেমনে বলিব কিবা ভাবিয়ে না পাই।।
সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী বলে অন্যে না পারিবে।
ভেকের মাহাত্ম্য বাপ বলিতে হইবে।।
অস্বীকার করে বাপু এড়াতে না দিব।
ইহার মরম কতা শুনিয়ে লইব।।
অগত্যা ঠেকিল দায় তারক রসনা।।
বলে আমি এই তত্ত্ব কিছুই জানি না।।
তবে যদি অনুগ্রহ কর সর্বজন।
মনে যাহা আসে তাই করিব বর্ণন।।
মনে বলে এই ভেক পূর্ব্ব জনমেতে।
মানব আকারে ছিল মানব-জগতে।
গুরুগিরী করিতেন মন্ত্রদান করি।
বহুসংখ্য শিষ্য ছিল বর্ণিতে না পারি।।
গুরুপ্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি ছিল সবাকার।।
গুরুই সর্বস্ব হয় তাই ছিল সার।।
গুরুসুখে সুখী ছিল শিষ্যগণ যত।
গুরু অঙ্গে আছে তারা চাটুয়ার মত।।
কোন এক সাধু সঙ্গে কহি কৃষ্ণকথা।
পরামার্থ তত্ত্ব মাঝে তাঁকে দেয় ব্যাথা।
সাধু সঙ্গে হট করি ভেক যোনি প্রাপ্ত।
সেই মহা অপরাধ না হয় সমাপ্ত।।
এত যদি বলিলেন তারক গোঁসাই।
ফোঁস করি সেই ভেক ছাড়িলেন হাই।।
ভীষণ শব্দ হয় গর্ত্তনিম্ন হতে।
চমকিত হল সবে শব্দ শ্রবণেতে।।
সবে বলে এই শব্দ কেন করে ভেকে।
বলিতে হইবে তাহা বলিল তারকে।।
তারক রসনা বলে পূর্ব কথা শুনে।
সকল বৃত্তান্ত ওর পড়িয়েছে মনে।।
পূর্ব্বস্মৃতি মনে করি বাড়ে হা-হুতাশ।
মনোদুঃখে তাহে ভেক ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।।
এই বাক্য রসরাজ যখন বলিল।
গর্ত্ত হ'তে সেই ভেক বাহির হইল।।
সর্ব্বলোক চমকিত হইল তখনে।
কাতর দৃষ্টিতে চাহে তারকের পানে।।
তারক চাঁদের বাণী করিয়ে শ্রবণ।
অনেকের আঁখিজল হ'তেছে পতন।।
মনে ভাবে কেবা এই মানুষ রতন।
কেমনে বা এই তত্ত্ব করিছে বর্ণন।
সত্য বলে প্রাণ মাঝে হ'তেছে ধারণা।।
কার্য্যক্ষেত্রে দরশন করি সর্ব্বজনা।।
বলিতেছে সত্যভাষ অদ্ভুত কথন।
ভেকেই প্রমাণ দেয় স্বরূপ বচন।।
আরো কিবা হয় পিছে দেখেলব তাই।
ছাড়িব না আজ তোমা তারক গোসাই।।
শ্রীসুরেন্দ্র কেঁদে বলে শুন মোর সোনা।
কেমনে হইবে মুক্ত তাহাই বল না।।

তারক রসনা বলে আমি কোন ছাড়।
কেমনে বলিব এই ভেকের উদ্ধার।।
এত শুনি সেই ভেক ছাড়ি আঁখি জল।
নেহারিয়ে সর্ব্বজন হইল চঞ্চল।।
সবে বলে রসনাকে মধুর বচনে।
পরিহার মাগি মোরা তোমার সদনে।।
কহিতে হইবে এই ভেকের মুকতি।
চিন্তা করি দেখ কিবা আছয় যুকতি।।
অপলক নেত্রে সেই ভেক চেয়ে রয়।
হেরিয়ে সবার চিত্ত হ'ল দ্রবময়।।
তারক রসনা বলে মনে হেন লয়।
সাধু সঙ্গে মুক্তি পাবে মিথ্যা বুঝি নয়।।
এই বাক্য শ্রীতারক যখনে বলিল।
তারকচাঁদের পদে সে ভেক পড়িল।।
জীবন ত্যাজিল ভেক তারকের পায়।
চেঁটো রূপী শিষ্যগণ ত্যজে নিজকায়।।
ভেক অঙ্গ হতে সব মাটিতে পড়িল।
সাধু সঙ্গ গুণে সবে দিব্যলোকে গেল।।
ব্রাহ্মণের গণ সবে মানিয়ে বিস্ময়।
শত মুখে বলে তারকের জয় জয়।।
রসরাজ মুখবাক্যে ভেকে মুক্তি পেল।
ধন্য কাশীনাথ ধন্য মৃত্যুঞ্জয় বল।।

রসরাজের মূলঘর কবিগান।

আর দিন শুন অপূর্ব্ব ঘটনা।
মুরঘর হয়েছিল কবির বায়না।।
মনোহর সরকার তথা গান করে।
তারে না ঠকাতে পারে অন্য সরকারে।।
তিন বর্ষ হেন ভাবে তথা কবি গায়।
শেষ বর্ষ যখনেতে হইবে বিদায়।
জমিদার বাটী হয় এই কবিগান।
জমিদারগণ করে বিপুর সম্মান।।
এবার বলেছে সেই জমিদার গণ।
শুন সরকার এবে মোদের বচন।।
তোমা সনে কেহ নাটি আঁটে তিন বর্ষে।
একাকী হয়েছে জয়ী অতি মনোহর্ষে।।
আগামী বৎসর মোরা হেন দল চাই।
পরাজয় হও তুমি সে সরকার ঠাঁই।।
তোমাকে ঠকিয়ে তিনি নিবে জয়-পত্র।
তোমা ঠাই সে বায়না রাখিলাম অত্র।।

এই ভাবে মনোহর বিদায় হইল।
মনে মনে চিন্তা করি গৃহেতে আইল।।
স্বীয় গুরু রসরাজ তারক রসনা।
মনে ভাবে অন্যে নাহি করিব এ বায়না।।
তিনি হ'লে আমাকে যে পারে পরাজিতে।
নহে হেন নাহি দেখি কবির মাঝেতে।।
এত ভাবি রহিলেন নিশ্চিত মনেতে।
দেখা করিলেন স্বীয় গুরুর সনেতে।।
বলিলেন সবিশেষ সমাচার যত।
বৎসর ফিরিয়া দিন হ'ল সমাগত।।
দুই দল এক সনে করিল গমন।
উপনীত মূলঘর হরিষিত মন।।
মনে ভাবে এইবার সন্তুষ্ট হইবে।
দুই দলে গাহি গান আনন্দ পাইবে।।
কর্ত্তারা সন্তুষ্ট হবে বাড়িবে সম্মান।
আনন্দ পাইবে সবে শুনে এই গান।।
এতভাবি মনোহর কর্ত্তাদিগে কয়
উপযুক্ত দল আমি এনেছি হেথায়।।
হয় নাই হবে নাই হেন সুগায়ক।
জন্মে নাই প্রেমদানে সুপ্রেমদায়ক।।
আনিয়েছি মহাজন কবির মাঝেতে।
শুনিবেন কিবা মধু বিতরে সভাতে।।
শুনিতে সবার হয় প্রফুল্লিত মন।
নানাভাবে নানাদ্রব্য করে আয়োজন।।
শারদীয় পূজা হয় শরৎ কালেতে।
ঝলমল করে গৃহ দীপ্ত আলোকেতে।।
সর্ব্ব লোকে চেষ্ট করে গানের কারণ।
নানাবিধ দ্রব করে করিতে অর্পণ।।
নেহারিয়ে মনোহর আনন্দিত কায়।
ভোগের সামগ্রী কথা সবাকে জানায়।।
মহলা হইবে দিতে অষ্টমীর রাত্রে।
নর নারী সবে এল অতি হর্ষচিত্তে।।
সবাকার প্রাণে আজ আনন্দ ধরে না।
ভালদল আনিয়েছে করিয়ে বায়না।।
শুনিবে মধুর গান মনে ভেবে তাই।
হর্ষচিত্তে সবে মিলি বৈসে সবা ঠাঁই।।
দোহারের গণ সব বসিল আসরে।
ঢুলি গিয়ে বাজাইল আসর মাঝারে
রসরাজ সভামাঝে আওয়াজ ধরিল।
অতি বদ সে আওয়াজ বাহির হইল।
শুনিতে অযোগ তাহা বলিবার নয়।।

বিষ বরিষণ যেন হইল সভায়।।
কোলাহল করি লোক সব উঠে গেল।
নানাভাবে নানা জনে কটুক্তি বলিল।।
অতীব অযোগ্য ভাষা শুনিবার নয়।
মনোহর মৃত্যুবৎ দন্ত কামড়ায়।।
হায় হায় কিবা করে না বুঝি কারণ।
নিশ্চয় নিকটে মোর ঘটেছে মরণ।।
কত না প্রশংসা আমি জানাই সবাকে।
সকল বিফল হ'ল পড়িনু বিপাকে।
প্রাণ নিয়ে দেশে যেতে আর পারিব না।
ক্ষতিপুরণ না নিয়ে মোরে ছাড়িবে না।
এত ভাবি হায় হায় করিতে লাগিল।
বিমর্ষ হইয়ে সবে নৌকায় চলিল।।
খেতে নাহি দেয় কেহ নিকটে না আইসে।
সারা নিশি সবে মিলি থাকে উপবাসে
নিন্দা - ভর্ৎসনা করে রসরাজ প্রতি।
মনে ভাবে আজ আর নাহি অব্যাহিত।।
মুখ দেখাবার মত নাই কিছু আর।
এত ভাবি সর্ব্বজন করে হাহাকার।।
তারক রসনা রহে নৌকার মাঝারে।
নীরবে বসিয়ে হরিপদ চিন্তা করে।।
শেষ নিশি কালে ডাকে কোথা মনোহর।
তীরে গিয়ে দেখে এস বাছারে আমার।।
মনোহর মনোহর বলে ডাকে কত।
উত্তর নাহিক দেয় হ'য়ে মর্ম্মাহত।
আরোকত কটুবাষ ব'লে মনোদুঃখে।
তীরেতে যাইতে মোরে বল কোন মুখে।।
কেহ না শুনিল বাণী রহিল নৌকায়।
ঢুলী বলে কে যাইবে কার এত সয়।।
এত শুনি রসরাজ তীরেতে নামিল।
অন্ধকার সর্ব্বস্থান নাহি কোথা আলো।
ডেকে ডেকে হয়রান হ'ল রসরাজ।
এক গাছি ঝাটা পেল প্রাঙ্গণের মাঝ।।
ঝাটা হস্তে ঝাট দেয় মনের পুলকে।
একাকী দিতেছে ঝাট কেহ নাহি দেখে।।
হেনকালে এক ঘোরাবর্ণ নারী এসে।
রসরাজ হস্ত হ'তে ঝাটা নিল শেষে।।
বলে বাপ ক্ষান্ত কর আমি আছি হেথা।
পুত্রে নাহি দেয়ঝাঁট মাতা যে জীবিতা।।
এত বলি ঝাটা নিয়ে সেই সে রমণী।
বলে বাপ শুন তুমি কবি-শিরোমণি।।
তোমাকে চিনিতে পারে হেন সাধ্য কার।
অল্প বুদ্ধি ধ'রে বাপ তব মনোহর।।
তোমার মহিমা গুণ বর্ণিতে অশক্ত।
না জানিয়ে মূল মর্ম্ম নিজে হয় ত্যক্ত।।
সদয় হইয়ে এবে গাহ কবিগান
প্রেমের তরঙ্গ মাঝে ডুবাও পরাণ।।
ভেসে যাক আবিলতা মনের মালিন্য।
পুত্রসম মনোহর পা'ক হেথা মান্য।।
মান্য গণ্য সব তুমি গিয়েছ হে ভুলে।
জন্মের মত ডুবিয়েছ প্রেমসিন্ধু জলে।।
তোমার তুলনা তুমি ভবে এক হও।
শুনিব মধুর গীতি সবাকে শুনাও।।
তারক ব'লেছে মাতা নিবেদি চরণে।
পরিচয় দেহ মাগো অধম সন্তানে।।
রমণী ব'লেছে বাপ জান ত সকল।
তবে আর মিছে কেন বাক্যের কৌশল।।
ছদ্মবেশে দেখা দিল মাতা কাত্যোয়ণী।
রসরাজ বলে আর কিসে ভয় গণি।।
পুরবাসী জনে জনে ডাকিছে রসনা।
জাগ্রত থাকিয়ে তবু উত্তর করে না।।
বৃদ্ধ এক কর্ত্তা তিনি গৃহের মালিক।
বলে তোরা উঠে দেখ ডাকে কোন দিক্।।
কেহ বলে ডাকিতেছে সেই সরকার।
ওর ডাক শুনে লাভ কিবা আছে আর।।
মনোহরে দিব শাস্তি যাহা বিধিমতে।
এ ক্ষতি পুরণ করি যাইবে দেশেতে।।
নহে তারে জেলে দিব করিয়া বিচার।
যথা ইচ্ছা তথা যাক এই সরকার।।
তবু ডাকে রসরাজ করিয়া বিনয়।
আসরেতে আলো দেন সভা ব'য়ে যায়।।
কেহ নহে সেই কথা করিলেন গ্রাহ্য
যত বলে রসরাজ সবই অগ্রাহ্য।।
বুড়া কর্ত্তা জেগে এক হ্যারিকেন নিয়ে।
পুনরায় গৃহে যায় মন্ডপে রাখিয়ে।।
নিজেনিজে রসরাজ পাতিল বিছানা।
একাকী ক'রেছে সব আনন্দ ধরেনা।।
সেই নারী বলে বাপ নৌকা মাঝে যাও।
দোহারের গণ সবে ডাকিয়ে আনাও।।
এত শুনি রসরাজ নৌকায় চলিল।
মনোহর মনোহর বলিয়ে ডাকিল।।

ডাক নাহি শুনে কেহ জাগ্রত সবাই।
রসরাজ বলে কেহ মম সঙ্গী নাই।।
চল ঢুলী সু সময় এবে বয়ে যায়।
কৃপা করিয়েছে মোরে কাত্যায়িনী মায়।।
দূরে গেছে সব শঙ্কা চল তীরে যাই।
চলরে সূর্য্য নারায়ণ প্রাণের ভাই।।
এত শুনি চলে ঢুলী রসনার সঙ্গে।
ঢোলেতে দিল সে কাঠি অতি মনোরঙ্গে।।
উঠিল মধুর রোল শুনিতে রসাল।
পুরীশুদ্ধ সর্ব্বজন করে টলমল।।
তার মাঝে রসরাজ ধরিলেন তান।
আহা কি মধুর তান্ কেড়ে লয় প্রাণ।।
পুরবাসে থেকে কেহ ব'লেছে বচন।
বল কেবা হেন মধু করিল বর্ষণ।।
কেহ বলে মনোহরে করেছি ভৎর্সন।
আনিয়েছে অন্য দল করি অন্বেষণ।।
সন্ধানি সুজন বিজ্ঞ হয় সেই জন।
বহুভাবে করিয়েছি নিন্দন ভৎর্সন।
আপন সম্মান রক্ষা করিবার তরে।
রাত্রি মধ্যে আনিয়েছে অন্য সরকারে।।
কেহ বলে যাই সবে চল বাহিরেতে।
আলো নিয়ে চল সবে আছে আঁধারেতে।।
এত বলি আলো নিয়ে সকলে আসিল।
দোহারের গণ সবে আসরে পৌঁছিল।।
আসরে পৌঁছিবা মাত্র যেন কি হইল।
বিপুল আনন্দে যেন হৃদয় ভরিল।।
সেখানে দাঁড়িয়ে যেবা ধরিতেছে তান।
বিমোহিত করে যেন সবাকার প্রাণ।।
গ্রাম্য লোক কেহ আর না পারে থাকিতে।
ছুটাছুটি করি এল চারিদিক হ'তে।।
বহুলোক আসরেতে হইল উদয়।
গান শুনি সর্ব্বজন হ'ল দব্যময়।।
সবে আসরেতে সই সরকার।
সবাকার প্রাণে তাহে লাগে চমৎকার।।
এ সময় মনোহর আসরে আইল।
নীরব হইয়া গুরুপদ সে বন্দিল।।
মৌন হ'য়ে সভামাঝে বসিল তখন।
অবিরত ধারে তার ভেসেছে বদন।।
মনে ভাবে হায় হায় কিনা করিয়েছি।
না বুঝিয়ে মুল মর্ম্ম কত কি ব'লেছি।।
অনুতাপে হৃদি দগ্ধ হয় অনুক্ষণ।
সভামাঝে আছে বসি অতি ক্ষুন্ন মন।।
সুমধুর সমীরণ লাগে সবা অঙ্গে।
সবে মিলি ভাসিতেছে প্রেমের তরঙ্গে।।
কেহ বলে এক ভাব বুঝিতে না পারি।
আহা কিবা মহাভাব মধুর মাধরী।।
কল্য যারে তাড়াইনু বলি কটু ভাষ।
শুনিবার অযোগ্য যে তার দুখভাষ।।
আজ তার মুখে হয় মধু বরিষণ।
কোথা গেল মন্দ স্বর না বুঝি কারণ।।
বীতশ্রদ্ধা যার গানে হইনু সবাই।
তার স্বরে এত রস ভাবিয়ে না পাই।।
সামান্য মানব ইনি নহেত কখন।
সত্য গত কল্য করে ভাব বিবর্ত্তন।।
অদ্য করিলেন শুধু মহাত্ম্য প্রকাশ।
কোথা সেই মনোহর সাবাস সাবাস।।
যত মন্দ বলিয়েছি তাহারে চাহিয়া।
অকারণ নিন্দিয়েছি মর্ম্ম না বুঝিয়া।
এত বলি আলোচনা করে কোন জন।
প্রেমেতে আপ্লুত হয়-ভাসে দু'নয়ন।
মনোহর মনোল্লোসে আসরে দাঁড়ায়।
আনন্দ না ধরে হৃদে নেচে নেচে গায়।।
কহিছে মধুর উক্তি কবির প্রবন্ধে।
পুনঃ পুনঃ তারকের শ্রীচরণ বন্ধে।।
সর্বলোক শুনে সেই মধুর ভারতী।
ধন্যবাদ করে দান মনোহর প্রতি।।
কেহ বলে তোমাদের লীলা চমৎকার।
নাহি জানি কিবা খেল দুই সরকার।।
বৃদ্ধ কর্ত্তা গৃহস্বামী আসিয়ে তখন।
তারকচাঁদেরে করে প্রেম আলিঙ্গন।।
বলে বাপ অনুতাপ কর নিবারণ।
তোমাকে বলেছি মন্দ মোরা অকারণ।।
মনোহর নিন্দা করি করিয়েছি পাপ।
কৃপা করি আমাদের ঘুচাও সন্তাপ।।
তারক রসনা বলে শুন মম বাণী।
কর্মকর্ত্তা হরিচাঁদ কি করে না জানি।।
ইচ্ছাময়ের যে ইচ্ছা সবই মঙ্গল।
তাহার ইচ্ছায় মোর নাহি অমঙ্গল।।
কখনে কি করে হরি বুঝি না কখন।
ঘটন কারণ তিনি মূল মহাজন।।

পাঁচালীর ছন্দে বলে এ সব বচন।
শ্রবণেতে বিমোহিত হ'ল সর্ব্বজন।।
পারিতোষিক প্রদান ক'রেছে জনে জন।
কেহ দেয় রৌপ্য মুদ্রা কেহ বা বসন।।
বড় মধুমাখা ভাবে গানের ঝঙ্কারে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু সভার মাঝারে।।
গানের আসর যেন করে টলমল।
অনেকের দু'নয়নে বহে অশ্রুজল।।
যে বা যাহা গায় তাহা মধুর মধুর।
মনোহর ও সম্মান লভিল প্রচুর।
অতীব আনন্দে মগ্ন হল সর্ব্বজন।
গান অন্তে বসি তথা করে আলাপন।।
কৃষ্ণ গোষ্ঠ আলোচনা ক'রেছে রসনা।
সবে বলে হেন দিন আর ত হবে না।।
পেয়েছি মনের মত মানব রতন।
তাই করে মধু মাখা ভাব উদ্দীপন।।
এমন ধরার কবি কভু শুনি নাই।
মনোহর সত্য বটে আমাদের ভাই।।
উপযুক্ত সরকার সঙ্গেতে এনেছে।
মনোমত প্রেমমধু সবাকে দিতেছে।।
কত না ব'লেছি মন্দ না জেনে কারণ।
মিছামিছি করিয়েছি নিন্দন ভৎর্সন।।
এই মত অনুতাপ ক'রেছে সবাই।
সমাদর করে সবে তুল্য দিতে নাই।।
ভক্ষ্য দ্রব্য নানাবিধ দিল অগণন।
মনোনীত দ্রব্য কত না যায় বর্ণন।।
সানুনয় করি কত বলে মিষ্ট ভাষ।
পরিহার মাগে কেহ রসরাজ পাশ।।
এইভাবে মূল ঘর কবিগান হয়।
বায়নার মুদ্রা ছাড়া আরো বেশী দেয়।।
বসন-ভুষণ সহ বিদায় হইল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।

শ্রীমৎ অশ্বিীর অনুরাগের লক্ষণ

গোলক চাঁদের বরে অশ্বিনী জন্মিল।
কিছুদিন পরে মাতৃ বিয়োগ হইল।।
পিসীমাতা করিতেন লালন পালন।
ক্রমে দেখা দেয় অনুরাগের লক্ষণ।।
ম'তোগণে মাঝে মাঝে আসিতেন গৃহে।
হরিনাম করিতেন পরম উৎসাহে।।
তার মাঝে শ্রীঅশ্বিনী লুটিয়ে পড়িত।
ক্ষণে ক্ষণে হরি বলি অমনি নাচিত।।
অসম্ভব ভাব যত হ'ত নিদর্শন।
বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি হইত পতন।।
এইভাবে কিছুদিন গত হ'য়ে যায়।
মহানন্দ স্বামী এল গঙ্গাচর্ণা গায়।।
দৌহিত্র শ্রীবাবুরাম সঙ্গেতে করিয়া।
কার্ত্তিকের গৃহমাঝে বসিলেন গিয়া।
ভক্তিভরে শ্রীকার্ত্তিক পাগলে বন্দিল।
যতন করিয়া আসনেতে বসাইল।।
গরু চরাইয়া এল অশ্বিনী কুমার।
প্রণমিল পাগলেরে আঁখি দর দর।
মাঝে মাঝে স্কুলেতে করিত গমন।
প্রাতঃকালে একবার চরা'ত গোধন।।
ধনঞ্জয় পন্ডিতের সনে দরশন।
স্কুলেতে বাছাধন যাও কি কখন।।
জানি না উত্তর করে আর কিছু নাই।
চক্ষে জল পড়ে কেন সে উত্তরও তাই।।
সেই সব কথা কার্ত্তিকের বলিল।
এ ছেলেকে মাঠে দে'য়া কভু নয়ে ভাল।।
কাত্তিক বলেছে আমি বলিতে না পারি।
পরের রতন-মণি সেই শঙ্কা করি।।
গোলক চাঁদের বরে জনম তাহার।
অশ্বিনী উপরে নাই মম অধিকার।।
মহানন্দ পাগল যে বড় ভাল বাসে।
যাহা বলাবলি হয় পন্ডিতের সনে।
কহিল সকল কথা মহানন্দ স্থানে।।
শুনিয়ে শ্রীমহানন্দ হাসিতে লাগিল।
অন্তর্য্যামী সবাকার হৃদয় জানিল।।
মহানন্দ বলিলেন মধুর বচনে।
বাবুরামে রেখে যাব তোমার ভবনে।।
রামচন্দ্র বাবুরাম অশ্বিনী সুজন।
একমনে বিদ্যাভ্যাস করে তিনজন।।
অশ্বিনীর প্রতি বলে স্বামী মহানন্দ।
শুনহে অশ্বিনী মম বাক্যের প্রবন্ধ।।
এবার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রকাশেন প্রভু।
সন্ন্যাসী ন্যাসী ফকিরি না মানিব কভু।।
গৃহধর্ম্ম রক্ষা করি সত্য কথা কয়।
বাণপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়।।

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন।
তার দরশনে হয় তীর্থ দরশন।।
মনস্থির করি এবে পাঠে দেও মন।
তব মুখে পুঁথি শুনি মম আকিঞ্চন।।
যে কারণ বিদ্যাশিক্ষা হয় প্রয়োজন।
স্কুলেতে যেতে হবে ওহে বাছাধন।।
পাগলের বাক্য মেনে যায় স্কুলেতে।
শিশুবোধ আদি করি শিখিয়ে ক্রমেতে।।
কিছুদিন গত হ'ল আর না পারিল।
অনুক্ষণ কেঁদে ফেরে ঝরে আঁখিজল।।
কা'র কিছু নাহি বলে একা চলি যায়।
যেন কোন নির্জ্জনেতে হরিগুণ গায়।।
কখন বা গৃহে বসি হইত তন্ময়।
বালক বয়সে ইহা অসম্ভব হয়।।
তবু যেন কেন হয় অসম্ভব কর্ম।
জ্ঞানের অতীত তাই নাহি জানি মর্ম্ম।।
বালক বয়সে অনুরাগের লক্ষণ।
নেহারিয়ে চমকিত হ'ত সর্ব্বজন।।
কৈশোর বয়সে এই ভাবের লক্ষণ।
মুগ্ধ হয় যেবা তাহা করে দরশন।।
সময় সময় চক্ষু হ'ত রক্তাকার।
লোমকুপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটন আকার।
ক্রমেই বাড়িয়া চলে ভাবের লক্ষণ।
পুনরায় মহানন্দ দিল দরশন।।
সব কথা বাবুরাম পাগলে বলিল।
অশ্বিনীর অনুরাগ যে ভাবে বাড়িল।।

স্বামী মহানন্দ পাগলের নিকট অশ্বিনীর ভাব ব্যক্ত

কিছুদিন হ'ল গত রহে সদা ভাবাশ্রিত
শ্রীঅশ্বিনী মহারত্ন-খনি।
হৃদে ধরি পূর্ণানন্দ আইলেন মহানন্দ
প্রেমের আচার্য্য চূড়ামণি।
কার্ত্তিক বৈরাগী ঘরে বসিলেন প্রেমভরে
শ্রীঅশ্বিনী প্রণমিল পায়।
ভাবে ডগমগ হ'য়ে উম্মাদের ভাব নিয়ে
স্বামী পদে ধরণী লোটায়।।
হেরিয়ে পাগলচাঁদ অন্তরে পূর্ণ আহ্লাদ
অশ্বিনীকে করিলেন কোলে।
বলে শুন ওরে বাপ না করিও মনস্তাপ
কর ইহা সময় হইলে।।
মহাভাব শুনিতে বড় সাধ মম চিতে
তাই বাপ আমাকে শুনাও।
পাগলের বাক্য শুনি ব'লেছেন শ্রীঅশ্বিনী
আপনার বাক্য মিথ্যা নও।।
আপনার কৃপাবরে মহাশক্তি ধরে নরে
আপনিয়ে শ্রীকরুণাময়।
বোবালোকে গাহে গান ধরিয়ে মতুর তান
পঙ্গুজনা পর্ব্বত লঙ্ঘয়।।
এই মত কহে ভাষ তাহে কত প্রেমোচ্ছাস
মহানন্দ আনন্দ লভিল।
সবে হরষিত হয়ে ভোজকর্ম সমাধিয়ে
পুনরায় শয্যাতে বসিল।।
অপরেতে মহানন্দ পেয়ে অতুল আনন্দ
কান্তিকে লইয়া নিজ সঙ্গে।
জয় হরিবল ব'লে চলিলেন লীলাচলে
ভাসমান প্রেমের তরঙ্গে।।
পথ মাঝে কার্ত্তিকেরে বলে স্বামী স্নেহভরে
অশ্বিনীর যে ভাব উদয়।
বিবেকের যে উন্নতি না থামিলে হবে ক্ষতি
যদি কোন দিকে ছুটে যায়।।
সেই চিন্তা জাগে প্রাণে যদি যায় কোন স্থানে
তাহ হ'লে সে বড়ই বিপদ।
কি করিতে কি করিব গৃহবাসে না রহিবে
পিছে বড় ঘটিবে বিষাদ।
পাগলের এই বাণী শ্রীমৎ কার্ত্তিক শুনি
সকাতরে ব'লেছে তখন।
আমার বলিতে এবে কেহ নাহি ভবর্ণবে
কে বুঝিবে মনের বেদন।।
পাগলের বরদানে পেয়েছি অশ্বিনী ধনে
তারে রক্ষা কে করিবে আর।
তুমি অশ্বিনীর কর্ত্তা তুমি অশ্বিনীর ধাতা
তুমি তার হও সর্ব্বসার।।
বটে সে মম সন্তান করিলাম সম্প্রদান
যাহা হয় ক'র নিজগুণে।
স্বামী মহানন্দ বলে অশ্বিনী আমার ছেলে
সে মোরে বেঁধেছে ভক্তিগুণে।।
এই বলি দুইজনে ভ্রমিলেন স্থানে স্থানে
এদিকে বালক অশ্বিনী।

হরি হরি হরি বলে ভাসিতেছে অশ্রুজলে
ধারা বয় যেন নির্ঝরিণী।।
পুনঃ এসে মহানন্দ পান করে মকরন্দ
অশ্বিনীকে কোলেতে করিয়া।
বলিলেন সাবধান কর বাপ সমাধান
নহে তব ফেটে যাবে হিয়া।।
যত বলে মহানন্দ তত বাড়ে প্রেমানন্দ
সংযম করিতে না পারে।
ক্রমে শরীরের জ্যোতি বিকাশে নির্ম্মল অতি
হরিপ্রেমে সদা হৃদি জারে।।
অগ্নিতে অর্পিলে ঘৃত বাড়ে অগ্নি যেই মত
প্রেমানলে বেড়েছে তেমনি।
তপ জপ কিছু নাই হরি বলে ছাড়ে হাই
ক্ষণে ক্ষণে হয় ছন্নমতি।।
এই মত প্রেমাধীন বাড়ে রাগ দিন দিন
প্রেম-ভক্তি প্রবল হইল।
হরি গুরুচাঁদ স্মরি রসনাতে বল হরি
গঙ্গাচর্ণা ধন্য ধন্য হ'ল।।

গঙ্গাচর্ণা রাইচরণ মন্ডলের গৃহে মহোৎসব ও প্রেমিক অশ্বিনীর পরীক্ষা

গঙ্গাচর্ণা করে বাস শ্রীরাইচরণ।
মহাসাধু সদাশয় হরি পরায়ণ।।
গোলকচাঁদের শিষ্য হয় মহাত্মন।
পাগলে হারিয়ে সদা বিষাদিত মন।।
গোলকের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বামী মহানন্দ।
ভ্রমিয়েছে ভক্তাশ্রমে হৃদে পূর্ণানন্দ।।
মাঝে মাঝে আসিতেন রাইএর গৃহেতে।
একদা এলেন বহু ভক্তগণ সাথে।।
সতারই তারিখ যে শ্রাবণ মাসের।
মহোৎসব করিলেন গৃহেতে রাইএর।।
নাম সংকীর্ত্তন অন্তে হইল ভোজন।।
মহানন্দ পদে রাই করে নিবেদন।।
এই তারিখেতে পুনঃ আসিয়ে হেথায়।
করিবেন মহোৎসব নিবেদন পায়
সম্বৎসরে আসিবেন ল'য়ে ভক্তগণ।
জনমের তরে পদে করি নিমন্ত্রণ।।
এই রূপে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।
প্রেমানন্দে ভক্তগণ বিদায় হইল।।
যবে সম্বৎসরে পুনঃ হবে মহোৎসব।
গঙ্গাচর্ণা আসিবেন মতুয়ারা সব
অধিবাস পূর্ব্বদিনে শ্রীরাই চরণ।
অশ্বিনীকে ডেকে বলে শুন বাপধন।।
আগামী কল্যতে হবে হেথা মহোৎসব।
কৃপা করি আসে যদি মুতুয়ারা সব।।
কাটিতে হবে তোমায় কদলীর পত্র।
তব শিরে এই ভার অর্পিলাম অত্র।।
অশ্বিনী স্বীকার করে করিয়ে ভকতি।
সরঞ্জাম লইয়ে চলিল মহামতি।।
কদলীর বনে যবে হইল উদয়।
তথায় হইল কান্ড অত্যাশ্চর্য্যময়।।
ভয়ানক মুর্ত্তি এক সেই বনমাঝে।
সিংহের আকৃতি যেন ভীমনাদে গর্জ্জে।।
নির্ভীক প্রেমিক রত্ন জয় হরি বলে।
এস এস বলি দুই বাহু প্রসারিলে।।
চলিল তাহার দিকে আনন্দ-হৃদয়।
মায়া-ব্যাঘ্র লুকাইল পাগল-কৃপায়।।
ক্ষণ পরে ঘন-ঘটা মেঘ আড়ম্বর।
বজ্রের নিনাদ শব্দ বহে মহাঝড়।।
নির্ভয় রহিল তথা অশ্বিনী কুমার।
ক্ষণপরে থেমে গেল নাহ সেই ঝড়।
সুরবালাগণ এসে দিল দরশন।
বড়ই আশ্চর্য্য হ'ল অশ্বিনীর মন।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ নাম করে মুখে।
এই সব প্রহেলিকা দেখেও না দেখে।।
ভুবনমোহিনী মুর্ত্তি ধরিয়ে সবাই।
নানা ছলা করিতেছে অশ্বিনীর ঠাঁই।।
মা বলিয়ে শ্রীঅশ্বিনী কৈল সম্বোধন।
অপ্রভিত হ'ল তাহে মায়াবিনীগণ।।
হরিগুণ গাহে শিশু বসিয়ে বাগানে।
প্রাণ সপিয়েছে গুরুচাঁদের চরণে।।
দেহ প্রাণ সমর্পিত শ্রীগুরুর পদে।
কেমনে পশিবে তারে এসব বিপদে।।
হরিচিন্তামণি তার হৃদয় প্রদেশে।
প্রেমের তরঙ্গ মাঝ যায় দেহ ভাসে।।
কেন বল ভুলিবে সে সামান্য মায়ায়।
প্রহরী রূপেতে রক্ষা করে দয়াময়।।

প্রভুর আশ্চার্য্য লীলা কে পারে বুঝিতে।
পরীক্ষা সাগরে ফেলি দেখেন ভকতে।।
অন্যদিকে যায় কিনা ভকতের মন।
কিম্বা করিয়েছে পদে আত্মসমর্পণ।।
নির্ম্মল করিয়া লয় ভকতের মন।
পুনঃ পুনঃ স্বর্ণ দগ্ধ উজ্জ্বল কারণ।।
অশ্বিনী শ্রীহরিপদে মজাইয়া মন।
নামানন্দে করিতেছে চরণ পুজন।।
শ্রীহরিচাঁদ হয় ভকত রঞ্জন।
অশ্বিনীর এই পূজা করেন গ্রহণ।।
দৈবাদেশে বর দান করিতে তখন।
বলে বাপ প্রাণাধিক শোন রে বচন।।
ছায়ারূপে তোর সঙ্গে রব অনুক্ষণ।
চেয়ে দেখ আমি তোর সাধনের ধন।।
এত বলি অপরূপ রূপেতে দাঁড়ায়।
আঁখি মেলি শ্রীঅশ্বিনী দেখিবারে পায়।।
মানব আকৃতি বটে ভুবন মোহন।
জ্যোতি লেগে শ্রীঅশ্বিনী মুদিল নয়ন।।
নেহারিয়ে হরিমুর্ত্তি হৃৎকম্প হয়।
প্রভু বলে বাছাধন না করিও ভয়।।
আমি তোর হরিচাঁদ ওরে যাদুমণি।
নির্ভয়েতে যাও তুমি বাপরে অশ্বিনী।।
আসিয়েছে মহানন্দ প্রেমানন্দ মনে।
তারক রসনা এল মহানন্দ সনে।।
উভয়ই তোমার গুরু শুন বাছাধন।
বহু ভক্ত সঙ্গে দেখ করে আগমন।।
এতবলি মহাপ্রভু অন্তর্হিত হ'ল।
কাঁদিতে কাঁদিতে রত্ন দৌড়িয়ে চলিল।।
মহানন্দ - পদতলে হইল পতিত।
চেয়ে দেখে অশ্বিনীর নাহিক সম্বিত।।
দয়াল শ্রীমহানন্দ বলে তারকেরে।
সুস্থ কর হে তারক এই বালকেরে।।
শ্রুতমাত্র শ্রীতারক কোলেতে করিল।
নেহারিয়ে মতুয়ারা বিস্মিত হইল।।
কেহ কেহ পাগলেরে জিজ্ঞাসে কারণ।
পাগল বলেছে পরে শুন সর্বজন।।
সুস্থ কর বালকেরে এই দশা হ'তে।
মহাভাবে বালকেরে জেনে লহ চিতে।।
রসরাজ অশ্বিনীকে সান্ত্বনা করিল।
সুস্থ হ'ল বটে কিন্তু ভাব না ছুটিল।।
তারকের কোলে বসি উঠে চমকিয়া।
কিবা যেন করে ব্যক্ত ইঙ্গিত করিয়া।।
তারকচন্দ্র বহু প্রবোধ দানিল।
ক্রম ক্রমে শ্রীঅশ্বিনী সুস্থির হইল।।
নামানন্দ করিলেন মতুয়ার গণ।
প্রেমের পাথারে সবে হইয়ে মগণ।।
সেই ভাবে মহোৎসব সমাপ্ত হইল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

শ্রীমৎ অশ্বিনীর উন্মাদ অবস্থা

সেই দিন হ'তে রত্নের হৃদেতে
হইল উন্মাদ ভাব।
অসার সংসার মায়ার আগার
মায়াপাশে বদ্ধ সব।।
ভাবের বিকল শরীর চঞ্চল
রক্তবর্ণ আঁখিতারা।
কি যেন ভেবেছে কি যেন ক'রেছে
চক্ষে বহে প্রেমধারা।।
কি যেন কি হয় বোঝা বড় দায়
কোথা যেতে কোথ যায়।
পাগল আকার ভাবের বিকার
যেন কার পানে চায়।।
করিয়ে এমত ধেয়ে চলে দ্রুত
নারিকেল বাড়ী চলে।
মহানন্দ পদে বলে মনোখেদে
স্থান দেহ দাস ব'লে।।
আমি অভাজ নাহিক সাধন
দিতে হবে পদে স্থান
নহেতে মরিব কি সুখে বাঁচিব
ব্যাকুলিত মন প্রাণ।।
কাঁদিতে কাঁদিতে ঐকান্তিক চিতে
পদাপদ্ম পূজা করে।
বন্দনা করিল দেহ ডুবাইল
অভয় পদ - নখরে।।
মহানন্দ যিনি কহিছেন বাণী
শুনহে প্রাণ অশ্বিনী।
কত বুঝিলেন বিবাহ দিলেম
তথাপি আকুল প্রাণী।।
মম কথা লও জয়পুরে যাও
তারকচাঁদের ঠাঁই।

কহিবে যেমত　　করিও সেমত
তাতে শঙ্কা কিছু নাই।।
পাগলের ভাব　　সে মহানুভব
অন্তরে বুঝিয়া নিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে　　যাত্রা করে পথে
জয়পুরেতে উদিল।।
কবি রসরাজ　　আছে গৃহমাঝ
অশ্বিনী প্রণমে পায়।
দেখিয়ে বুঝিল　　প্রবোধ দানিল
বলে বাপ নাহি ভয়।।
স্বামী কি ব'লেছে　　কহ মম কাছে
প্রাণাধিক যাদু মণি।
না করে উত্তর　　আঁখি দর দর
ঝুরিত যে নির্ঝারিণী।।
দ্বিগুণ জ্বলিল　　অধীর হইল।
ঢলীয়ে পড়িতে চায়
সে ভাব হেরিয়ে　　অতি ব্যস্ত হ'য়ে
যতনেতে তুলি লয়।।
কোলেতে করিল　　'বুঝা'তে লাগিল
শ্রীতাকর রসরাজ।
শুন মোর বাপ　　কেন অনুতাপ
বাড়িল হে হৃদে আজ।।
এবার গার্হস্থ্য　　ধর্মই প্রশস্ত
ক'রেছেন মহাপ্রভু।
কি বা যোগী ন্যাসী　　অথবা সন্যাসী
হইতে হবে না কভু।।
মম বাক্য লও　　সামলিয়ে রও
জ্বারিতে থাকুক কায়।
হাঁড়িতে লবণ　　রাখিলে যেমন
হাঁড়িটি জ্বারিয়ে যায়।।
বাকী নাহি রয়　　জ্বারে সর্ব্ব গায়
তোমার হইবে তাই।
এই বাক্য শুনি　　রহিল অশ্বিনী
মহাভাব বৃদ্ধি পায়।।
সন্ধ্যা হ'ল পরে　　সুমধুর স্বরে
ধরিতেন মধুর তান।
কর্ণে যে শুনিত　　মোহিত হইত
ব্যাকুলিত হ'ত প্রাণ।।
পুরুষ-রমণী　　করে কানাকাণি
এমত নাহিক শুনি।
কেবা এ বালক　　প্রেমেতে পুলক
যেন প্রেমরত্ন খনি।।
আঁখিজল ঝরে　　ধৈরয না ধরে
নহে তা সামান্য ধন।
মাতা চিন্তামণি　　পুত্রাধিক জানি
করিতেন সযতন।।
সুধামাখা স্বরে　　বলে অশ্বিনীরে
কেহ নিদ্রা নাহি যাও।
দেহে হ'লে কষ্ট　　পুরে না অভীষ্ট
আনন্দেতে সদা রও।।
এই মত বাণী　　মাতা চিন্তামণি
অনেকে বলিলে পরে।
শুধু কাঁদে বসি　　নাহি নিশি দিষি
উত্তর নাহিক করে।।
বলে শ্রী তারক　　ভব-নিস্তারক
পুনঃ বলে এস প্রভু।
মায়র বন্ধন　　করহে মোচন
তুলিয়ে রেখ না কভু।।
আমি অভাজন　　নাহিক সাধন
ভকতি - রতন হারা।
স্তুতি নহে জানি　　হরি-গুরুমণি
নিজগুণে দেহ ধরা।।
শুদ্ধ প্রেম-রসে　　উক্তি করে ব'সে
আঁকিতারা ছল ছল।
শুন একদিন　　ভকত-প্রবীণ
চষিবারে যায় হায়।
লাঙ্গল ধরিত　　গরু না তাড়িত
ধীরে ধীরে চাষ করে।
দ্বিতীয় প্রহর　　রৌদ্র খরতর
গৃহ দিকে যাত্রা করে।।
রৌদ্রের তাপেতে　　ক্লান্ত-শ্রান্ত চিতে
বিল মাঝে একা রয়।
বিলের মাঝার　　আছে তরুবর
তাহার দিকেতে ধায়।।
হইয়ে বেহাল　　তথা রাখি হাল
বসিলেন বৃক্ষতলে।।
ধীর সমীরণ　　বহিছে তখন
দেহসুস্থ সে হিল্লোলে।।
অবশ হইল　　নিদ্রা যে আইল
শুইল মৃত্তিকা পরে।
শাখা ফাঁক দিয়ে　　কিরণ আসিয়ে
লাগিতেছে শির পরে।

ক্রমেতে বদন ঝাপিল কিরণ
চাঁদ মুখ ঘেমে যায়।
দয়াল আমার কৃপা যে অপার
ভুজঙ্গ আকার হয়।।
ভক্ত দুঃখ হেরে সহিতে না পারে
ফণা বিস্তারিল তায়।
দয়া প্রকাশিয়ে সে তাপ ঢাকিয়ে
ভকতেরে শান্তি দেয়।।
নিদ্রায় বিভোর ভকত প্রবর
নাহি জানে কিছু তাই।
বেলা চলি যায় নিদ্রাবেশে কায়
শাখেতে ক্ষীরোদশায়ী।।
এদিকেতে মায় কহে রসনায়
অশ্বিনী এল না ঘরে
গিয়ে এক বার বিলের মাঝার
কেবা দেখে সে কি করে।।
শুনিয়ে রসনা হইয়ে উন্মনা
ধাইল বিলের দিকে।
বৃক্ষতলে এসে ব্যকুলিত বেশে
বিস্মিত হইল দেখে।।
ডাকে ঘন ঘন উঠ বাপ ধন
কেন বা নিদ্রিত হেথা।
কণ্ঠস্বর গুরু শুনি ভক্ত বর
অমনি তুলিল মাথা।।
রসনা তখন সে ভাব গোপন
রাখিলেন নিজ অঙ্গে।
অশ্বিনী জাগিল অমনি চলিল
রসনার সঙ্গে সঙ্গে।।
ভাবাবেশে অতি হারাইয়া স্মৃতি
অশ্বিনীরে কোলে নিল।
ভাবেতে মজিল ধুলায় পড়িল
কিছুক্ষণ কথা র'ল।।
আড়াই প্রহর গত দিবাকর
নিকটেতে লোক নাই।
কাঁদে অবিশ্রান্ত কেবা করে শান্ত
অবিরত ছাড়ে হাই।।
এহেন রতন না করি যতন
পাঠিয়েছি কার্য্য তরে।
দুঃখ হেরি তার দয়ার আধার
আশ্রয় দিলেন তারে।।
চিন্তামণি যায় আকুল হৃদয়
চেয়ে আছে পথ পানে।
দেখে নিরখিয়ে এসেছে ঝুকিয়ে
সমভাবে দুইজনে।।
কবি রসরাজ ডুবে প্রেমমাঝ
বলেন শঙ্করী মায়।
শুনহ বচন সার্থক জীবন
অদ্য হইল ধরায়।।
পেয়েছ রতন করহে যতন
হেন না মিলিবে কভু।
পূর্বে জানিতাম বটে চিনিতাম
অদ্য দেখাইল প্রভু।।
অতীব আশ্চার্য্য অপরূপ কার্য্য
দেখিলাম বৃক্ষতলে।
মনে রেখ সতী আমার ভারতী
ভুলিও না কোন কালে।।
কোন কার্য্যভার অশ্বিনী উপর
না দিবে কভু সুন্দরী।
ইচ্ছা যদি হয় করিলেন নিশ্চয়
নিজ মনোনীত করি।।
গুরুর ভারতী শুনে মহামতী
কাঁদিছে আকুল হ'য়ে।
কেন বার বার মায়ের গোচর
বলেন মন লাগিয়ে।।
শ্রীমাতা তখনে অতীব যতনে
স্নান করাইল রত্নে।
করাল ভোজন হ'য়ে হৃষ্টমন
মাতৃসম মহাযত্নে।।
সংসারেতে আর অশ্বিনী কুমার
ডুবাইতে নারে কায়।।
হরি হরি বলে ভাসে আঁখিজলে
ডুবাইল প্রেমের গোলায়।।
জগত ভুলিল স্মৃতি হারাইল
ডুবেছে প্রেমের হ্রদে।
অন্য আশা নাই কেঁদে ছাড়ে হাই
হরিচাঁদ চিন্তা হৃদে।।
কবে বা হেরিব চরণ সেবিব
রাখিব হৃদয় ধরি।
মধুর ভারতী শুনে দিবারাতি
খেলিল প্রেম লহরী।।
শাস্ত্র নহে জানি পন্ডিত না চিনি
কে দিবে বুঝায় মোরে।

তুমি বিনে আর কে আছে আমার
বলহে এ সংসারে।
এমত করিয়ে প্রলাপ বকিয়ে
হইল উন্মাদ প্রায়।
নাচে কাঁদে হাসে মেতে প্রেম-রসে
ভাবেতে বিভোর হয়।।
কেহ জিজ্ঞাসিলে মহারত্ন স্থলে
কেন কর হেন ভাব।
কেন কাঁদিতেছ কেন হাসিতেছ
শুনিতে কি মোরা পাব।।
শুনিয়ে বচন প্রেম মহাজন
বলিতেছে কাঁদি কাঁদি।
যে মোরে কাঁদায় নাহি চিনিতায়
সে মানুষ ওড়াকাঁদি।।
এমত বলিয়ে নীরব হইয়ে
ভাবিতেন হরিচাঁদে।
দিবানিশি কাঁদে ধৈরয না মানে
কি যেন কি ভাবে হৃদে।।
শান্তি নাহি হয় করে হায় হায়
হৃদে ভাবে হরিধনে।
হরিবল বল মতুয়া সকল
ভজ ভবারাধ্য ধনে।।

প্রেমিক রত্নের কবি শিখিবার আদেশ

একদিন রসরাজ ভাবিলেন মনে।
অশ্বিনীকে মাতাইতে হবে কবিগানে।।
শ্রীপাগল চুড়ামণি স্বামী মহানন্দ।
কবিগানে হয় তার বড়ই আনন্দ।।
পাগলের মনোভাব কবি শিখিবারে
সে কারণ পাঠিয়েছে সকাশে আমার।।
অশ্বিনীর যেই ভাব হেরি বর্ত্তমান।
বিশ্বাস না হয় কভু শিখে কবিগান।।
মহাভাবে মত্ত সদা থাকে সে অশ্বিনী।
অনুক্ষণ চিন্তা তার হরি চিন্তামনি।।
এই মাত্র মনে ভেবে নিরন্তর রহিল।
দৈবাৎ কবির বায়না একদা হইল।।
অশ্বিনীকে সঙ্গে করি করিল গমন।
পথিমাঝে গিয়ে বলে শুন বাপ ধন।
আমার সঙ্গেতে থেকে গাহ কবিগান।
তা হইলে আমাদের সুস্থ হইবে প্রাণ।।
পাগলানুগত প্রাণ হয় যে তোমার।
কবিগান শিক্ষা দিতে বাসনা তাহার।।
যদি তার ইচ্ছা প্রতিফলিত না হয়
তা হ'লে আমার জন্ম বিফলেতে যায়।।
অতএব বাছাধন মম কথা লও।।
কবিগান শিখিবারে যত্নবান হও।
মহানন্দের কৃপায় দেহ থাক ভাসি।
আনন্দ সাগরে মগ্ন রহ দিবানিশি।
আমার প্রাণেতে বলে পাঁচালী বলিতে।
বিপুল শক্তি আছে তোমার দেহেতে।।
এত শুনি মহারত্ন বলে নিজমনে
আপনার কৃপাশক্তি বুঝিব কেমনে।।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারেন করিতে।
করিয়ে লবেন তাহা যাহা হয় চিতে।।
এইমত বলাবলি করিয়ে তখনে।
বায়না স্থানে উপনীত আনন্দিত মনে।।
গান করি পুনরায় জয়পুরে এল।
ক্রমে ক্রমে মহারত্ন পূর্ববৎ হ'ল।।
পূজা করে হরিচাঁদে মনের মানসে।
উঠিবার কথা নাই কাঁদে তথা ব'সে।।
কীর্ত্তন করিতে হ'লে তাহাই করিত।
রাত্রি দিবা সমভাব একই চলিত।।
প্রস্তর-মুরতিসম রহিত অচল।
রক্তবর্ণ আঁখিতারা করে ছল ছল।।
অনুক্ষণ মহাভাবে থাকিত মগন।
কতক্ষণে হবে সাঙ্গ নাহি নিরূপণ।।
কবি রসরাজ তাহে ভাবিত হৃদয়।
অশ্বিনী গাহিবে কবি না হয় প্রত্যয়।।
দেবী চিন্তামণি প্রতি বলেন বচন।
ভাগ্যবেশে মিলিয়েছে অমূল্য রতন।।
চিন্তামণি ঠাকুরাণী বলেন তখন।
আমার প্রাণেতে তাই আসে অনুক্ষণ।।
কেন যেন হয় হৃদে মমতা সঞ্চার।
কিছু বলিবার শক্তি না থাকে আমার।।
এইভাবে বহুদিন হ'য়ে যায় গত।
বহুলোক জয়পুরে করে যাতায়াত।
সাধু কি সন্ন্যাসী বহু করে সমাগত।
ভাবের বিষয় তারা করে তারতম।।

গ্রাম বাসী প্রতিবেশী আসিল সবাই।
সাগ্রহে কহিত কথা রসরাজ ঠাঁই।।
সন্দেহ ভজন এবে করুণ মোদের।
কেন হেরি এইভাব এই বালকের।।
রসরাজ বলে আমি কি বলি আর।
এই বালকের ভাব তুলনা অপার।।
শ্রীহরিচাঁদের এই করুণার পাত্র।
অনুরাগে তনুপোড়া তাই থাকে মত্ত।।
সকলে করিও কৃপা এই বালকেরে।
সকালে বিকালে এসে দেখে যেও তারে।।
এমত বলিয়ে সবে বিচার করিল
আনন্দেতে সর্ব্বজন গৃহেতে চলিল।।
হেনকালে মহানন্দ পাগল উদয়।
রসরাজ বলে বুঝি ঠেকিয়েছ দায়।।
তারক রসনা বলে কি দায় আমার।
যাহা কিছু হয় ভাই সব যে তোমার।।
কথায় কথায় ক্রমে আনন্দ বাড়িল।
একাসনে দুইজন বসিয়া পড়িল।
অশ্বিনী হেরিয়া তাহা পদে লোটাইল।
জ্ঞানশূন্য হ'য়ে চেতন হারিল।।
দুই প্রভু অশ্বীকে লইল তুলিয়া।
উথলিল প্রেমসিন্ধু চলিল ধাইয়া।।
প্লাবিত হইল যত জয়পুর বাসী।
ক্রমে ক্রমে বহু লোক উপজিল আসি।।
হেরিয়ে মধুর দশা বলাবলি করে
মরি কি মধুর দৃশ্য হেরি আঁখি ভ'রে।।
যেন কোন প্রেমরাজ্যে গিয়ে তিনজন।
মহাভাব সাগরেতে হ'য়েছে মগন।।
কেহ বা ব'লেছে কেঁদে প্রভুর প্রতি।
অধমগণের বুঝি নাই অব্যাহতি।।
অজ্ঞান সাগর মাঝে রহিনু ডুবিয়া।
কৃপা করি মো সবাকে লও হে তুলিয়া।।
কবি রসরাজ তাহে বলেন বচন।
তোমরা সবাই মিলে সুস্থ কর মন।।
আমার বাসনা সবে রত্নসম হও।
হরিচাঁদ প্রেম-মধু ঢোকে ঢোকে খাও।।
তারক রসন যবে এমত বলিল।
সর্ব্বলোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।
সে ধ্বনিতে জয়পুরে আনন্দ বাড়িল
মহাবেগে প্রেমবন্য প্রবাহিত হৈল।।
নর নারী এল কত পরম উৎসাহে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু রসনার গৃহে।।
এই ভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল।
ক্রমান্বয় সর্ব্বজন সুস্থির যে হল।।
কবি রসরাজ কহে পাগলের প্রতি।
অশ্বিনীর ভাব সদা হেরি উদ্ধগতি।।
সরকার উপাধি যে দিনু অশ্বিনীকে।
এত শুনি মহানন্দ বলেন কৌতুকে।।
আমার সম্মুকে তুমি ডাক একবার।
রসরাজ বলে যাহা বাসনা তোমার।।
মহানন্দ বলে মম বাসনাই তাই।
সে কারণ মম স্থানে তাহাকে পাঠাই।।
এত শুনি রসনা সে রত্নকে ডাকিল।।
ভক্তিচিতে নত শিরে অশ্বিনী দাঁড়াল।
মহানন্দ মহাশক্তি প্রদান করিল।।
সেই শক্তি অশ্বিনীর অঙ্গে প্রবেশিল।
আঁখিজল অশ্বিনীর ঝরে অবিরত।
যেন তাহে হ'তে চায় ধুলায় পতিত।।
রসরাজ অশ্বীকে কোলে বসাইল।
মধুর বাক্যেতে তারে সান্তনা করিল।।
ওহে বাপ শ্রী অশ্বিনী শুনহ বচন।
পাগলানুগত হয় তোমার জীবন।।
অপার করুণা দান তোমাকে করিল।
তোমার বলিতে কিছু ভবে না রহিল।
তার প্রেমসিন্ধুনীরে ভেসেছে সদাই।
তার ইচ্ছা যাহা বাপ পূর্ণ কর তাই।।
গার্হস্থ প্রশস্ত ধর্ম্ম ঠাকুরের হয়।
করিতে হইবে তাহা শুন মহাশয়।
না করিলে পাগলের ইচ্ছা নহে পুর্ণ।
গুরুর বিরোধী হলে দেহ হবে শীর্ণ।।
সে বাক্যেতে মহারত্ন ঠেকিলেন দায়।
হইলেন কিংকর্ত্তব্য বিমুঢ়ের ন্যায়।।
কি করি কি করি হায় ভাবে মনে মন।
পুনরায় রসরাজ বলেছে বচন।।
মহাপ্রভু করিলেন দশ অবতার।
চব্বিশ অবতার হয় পুরাণে প্রচার।।
রাম কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হয়।
তাহাতে প্রভুর বাঞ্ছা অপুর্ণ যে রয়।
যখনেতে লীলা করে গিয়ে ন'দেপুরে।
বিলাইল মহাপ্রেম জীবের গোচরে।।

তার মাঝে নানা ভাবে প্রকাশ হইল।
সন্নাসী হইয়া করে কমন্ডলু নিল।।
স্বরূপ রায়ের সনে তত্ত্ব আলোচনা।
তাহাতে প্রভুর মনে না হয় সান্ত্বনা।।
মনের বাসনা তাহে কভু না মিটিল।
হেতু শুন্য প্রেম তাহে কভু না বর্ত্তিল।।
শচীস্থানে একদিন দিলেন কড়ার।
তব গর্বে জন্মলব আরো দুইবার।।
পরেতে করিব লীলা অতীব গোপনে
শেষ লীলা হবে মোর ঐশান্য কোণে।।
এদিকে মাতৃ কড়ার শোধিবার তরে।
শ্রীনিবাস রূপে প্রভু এ ধরাপরে॥
নিত্যানন্দ নরোত্তম রূপে জনমিল।
অদ্বৈত রামচন্দ্র রূপে প্রকাশিল।।
তাহাতেও এই প্রেম নারে বর্ত্তাইতে।
উপসর্গ বহু রহে সবার মনেতে।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিবাস আদি।
এ সকল হন সেই ইশ্বর অনাদি।।
সর্ব্বশক্তি একত্রিত ক্ষীরোদেতে গিয়ে।
অনন্তশায়ীকে সবে নিলেন তুলিয়ে।।
মম শক্তি সমষ্টি যে এক মূর্ত্তি ধরি।
ওড়াকাঁদী অবতীর্ণ ক্ষীরোদের হরি।।
পূর্ন শক্তি পূর্ণতম প্রভু হরিচাঁদ।
বিমোহিত করে বিশ্ব পেতেে প্রেম ফাঁদ।।
বড় শুভ দিন বাপ হয়েছে উদয়।
কেন তাহে চিন্তা কর বলনা আমায়॥
এবে গিয়ে গৃহধর্ম্ম কর বাছাধন।
প্রহরী থাকিয়ে মোরা করিব রক্ষণ।।
মহাশক্তি তব দেহে পাগল দিয়েছে।
কা'রো কিছু খাঁটিবে না সে শক্তির কাছে।।
জলে স্থলে অনলেতে নাহি তব ভয়।
সর্ব্বস্থলে হবে জয় শক্তির প্রভায়।।
দোহে মিলি অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে রব।
টুটিবে না মহাভাব অক্ষয় রাখিব।।
এমত করুণা করে অশ্বিনী প্রতি।
ক্রমে ক্রমে শ্রীঅশ্বিনী হ'ল সুস্থমতি।।
অপরেতে সবে মিলি গঙ্গাচর্ণা গেল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

অশ্বিনীর গৃহত্যাগ ও কুম্ভীরিণীর প্রতি স্তব

দোহে মিলি রেখে এল অশ্বিনীকে ঘরে।
সুস্থ নাহি চিত্ত কভু কি চাহে অন্তরে।।
অনুক্ষ দহে হৃদি ভাসে আঁখিজলে।
ক্রমে প্রেমের অনল দ্বিগুন উথলে।।
গৃহে না রহিতে পারে চিত্ত যে চঞ্চল।
বাক্যহীন রহে সদা ঝোরে আখিজল।।
নিশিকালে গৃহ ছাড়ি চলিল অশ্বিনী।
কেহ না জানিল কা'রো নাকহিল বাণী।।
মধুমতী নদীতীরে হইল উদয়।
বলে গুরুবাক্য তব লজ্ঘিব নিশ্চয়।।
থাকিতে নারিনু গৃহে কি করি এখন
অনুমানী চলিলাম জন্মের মতন।
এত বলি বৈসে গিয়ে মধুমতী কুলে।
কাদিতেছে নদীকূলে হরি হরি বলে।।
পাড়ীর পরেতে বৈসে পদ নামাইয়া।
গুণ গুণ করিতেছে পদ ঝুলাইয়া।
হেনকালে এল তথা এক কুম্ভীরিণী।
শুনিতে যে মধুমাকা গুণ গুণ ধ্বনি।।
এ সময় ভাবাপন্ন আছে কলেবর।
বাহ্যজ্ঞান-তিরোহিত প্রেমে জ্বর জ্বর।।
ভাসমান কুম্ভীরিণী জলের উপর।
অশ্বিনী না জানে কভু সেই সমাচার।।
দুর হ'তে ওই দৃশ্য নাবিকে দেখিয়ে।
উঠ উঠ বলি ডাকে চীৎকার করিয়ে।।
কিন্তু সে কুম্ভীরিণী কি যেন ভাবিয়ে।।
স্থির ভাবে সেই স্থানে রয়েছে ভাসিয়ে।
চীৎকার শুনিয়ে আঁখি মেলিল অশ্বিনী।
নাহি জানে পদ নীচে আছে কুম্ভীরিণী।।
নাবিকের কথা মত করে দরশন।
কি যেন ভাবিয়ে মনে ক'রেছে স্তবন।।
স্তব শুনি কুম্ভীরিণী মুক্তি লুকাইল।
হরিচাঁদ রূপে এসে দরশন দিল।।
অমল বিমল কান্তি করি দরশন।
স্মৃতিহারা পড়ে ধরা হ'য়ে অচেতন।।
দৈববাণী চিন্তামণি করিল শুন্যেতে।
রে অশ্বিনী যাদুমণি সুস্থ হও চিতে।।
আমি তোর তুই মোর ভিন্নভেদ নাই।
আমি হই তোর সেই ক্ষীরোদের শায়ী।।

এই বাক্য কমলাক্ষ্য যখনে বলিল।
রাশি রাশি পুষ্পরাশি পতিত হইল।।
কিনারায় কতিপয় লোক এসেছিল।
অপরূপ হেরে তারা বিস্ময় মানিল।।
হরিধবনি করে তারা মনের পুলকে।
মাঝিগণ এসে তথা নিল অশ্বিনীকে
সমাদর করি তারা করায় ভোজন।
বিনয় করিয়া বলে দিও শ্রীচরণ।।
নানামতে স্তুতিবাদ কই করিল
শ্রীঅশ্বিনী তথা হ'তে বিদায় মাগিল।।
তথা হ'তে পদব্রজে চলিল ত্বরায়।
ক্ষণে হাঁটে ধীরে চিত্তে ক্ষণেক দৌড়ায়।।
এই ভাবে চলিলেন ত্বরিতে গমন।
দিবা অবসান হ'ল সন্ধ্যা আগমন।।
এই ভাবে শ্রীঅশ্বিনী দেশ ত্যাগী হ'তে।
হরিচাঁদ বলি চলে কাঁদিতে কাঁদিতে।।

উন্মাদ অবস্থায় অশ্বিনীর ভ্রমণ।

ঘোর নিশিকালে চলে করিয়ে রোদন।
কোন দিন যা তাহা জানে না কখন।।
নিশিদিবা হাটে শুধু পথ নাহি জানে।
লোকালয় ছাড়ি শেষে পশিলেন বনে।।
নিশিকালে চলে বনে পথ নাহি পায়।
বাহ্যস্মৃতি জেগে বলে যাইব কোথায়।
হেন কালে প্রদীপের আলো দেখা যায়।
সেই দিকে চলি যায় ভেবে নিরুপায়।।
কতদূরে যায় চলি বলে হরি হরি।
দেখিলেন আছে এক জনশুন্য পুরী।।
মনে ভাবে আর এবে কোথায় যাইব।
অদ এইস্থানে থেকে নিশি কাটাইব।।
এত ভাবি সেই স্থানে করিল শয়ন।
অকস্মাৎ হল কি এক শব্দ ভীষণ।।
মনে ভাবে কোথা হতে এই শব্দ হয়।
নির্ম্মল প্রেমের সাধু মনে নাহি ভয়।।
হরিনাম করিতেছে নির্ভীক হৃদয়।
ক্রমেই ভীষণ শব্দ নিকটতে হয়।।
কিছুদূর দেখে এক ভীষণ মুরতি।
দরশনে ভয়াবহ বিকট আকৃতি।।
বলে তুমি কেন হেথা ওহে মহাজন।
মমস্থান ত্যজি কর অন্যত্র গমন।।
মহরত্ন বলে তুমি হও কোনজন।
সে বলেছে প্রেতাত্মা আমি একজন।
বহুদিন এইস্থানে অধিকার হয়।
কেন তুমি এলে হেথা কহ মহাশায়।।
আমার বলিতে কেহ নাই এ সংসারে।
প্রেতযোনি হ'তে কেবা পরিত্রাণ করে।।
এতেক বলিয়ে ভূত কাঁদিতে লাগিল।
শুনিয়ে অশ্বিনী তাহে দুঃখিত হইল।।
এত বলি মায়া অগ্নি জ্বালিল তখন।
হুঁ হুঁ করি উঠে অগ্নি উপর গমন।।
তাহার মধ্যেতে কহে সকরুণ বাণী।
উপায় বলিতে হবে ওহে যাদুমণি।
নহে মম অধিকৃত স্থান পরিহার
জুড়াবার স্থান মোর নাহি কোথা আর।।
এমত বিলাপ করি কাঁদে উভরায়।
শ্রবণে অশ্বিনী হৃদি হ'ল দ্রবময়।।
সেই স্থান পরিহরি চলিল সত্বর।
মনমাঝে প্রবেশ করিল তারপর।।
কিছুদুর উপনীত হইল যখন।
পূর্ব্বাকাশে দিনমনি উদিল তখন।।
গাহিছে প্রভাতী গান মধুর স্বরেতে।
বানরগণ এল চারিদিক হ'তে।।
অসংখ্য বানর এসে চৌদিকে ঘিরিল।
অশ্বিনীর প্রাণে তাহে আশঙ্কা বাড়িল।
মনেভাবে রামভক্ত ইহারা সকল।
রামনাম শুনিলে যে হইবে বিহ্বল।
এত ভাবি রামায়ণ আরম্ভ করিল।
তাহে সবে কপিগণ শুনিতে লাগিল।
করিয়ে বিরাট সভা বৈ সেই স্থান।
ভক্তিচিতে শুনিতেছে রামায়ণ গান।
বানরের গণ সবে কাঁদিতে লাগিল।।
অনেকেই সংজ্ঞাশুন্য হইয়া পড়িল।
আরো এত মহাভাব হইল তথায়।
পিকগণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়।।
বহুক্ষণ এইভাবে অতীত হইল।
ক্রমশঃ বারনগণ চৈতন্য লভিল।।
রামজয় ব'লে ধ্বনি করিল যখন।
সে স্বরে মিলায় স্বর যত পিকগণ।।
মহারত্ন বলে আমি মাগিহে বিদায়
আমার প্রণাম রামভক্ত গণ পায়।।

যখনেতে শ্রীঅশ্বিনী প্রণাম করিল।
অশ্বিনীকে কপিগণ দন্ডবৎ কৈল।।
সে বড় মধুর ভাব বর্ণনা অতীত।
অশ্বিনীর সনে করে বড় সুপীরিত।।
কেহ কেহ চলি যায় রত্নকে রইয়া।
কু-কু শব্দ করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
সুগম্য পথের দিকে টেনে নিয়ে যায়।
কেহ এসে করে বাধা ধরিয়ে দু'পায়।।
এই ভাবে কিছুদুর অগ্রবর্ত্তী হ'ল।
প্রেম রত্ন ভুমে পড়ি প্রণাম করিল।।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপি চক্ষে বহে জল।
কিবা মধুর লীলা বুঝহে সকল।।
তুলনা অতীত ইহা ধারণা অতীত
রতন চলিল হাঁটি পেয়ে বড় প্রীত।।
হেনকালে কপিবৃন্দে প্রেম দান কৈল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

মাতা শ্বেতাঙ্গিনী কর্ত্তৃক অশ্বিনীকে বর প্রদান।

চলি যায় প্রেমরত্ন পেয়ে বানরের যত্ন
ভুলিতে না পারে সেই ভাব।
জয় হরিচাঁদ বলে পথে চলে হেলে দুলে
আহা কিবা মধুর সে ভাব।।
সূর্য্য যায় অস্তাচলে বসি এক বৃক্ষমূলে
হরি বলি কাঁদে উভরায়।
হেনকালে বনমাঝে ভীষণ শার্দ্দুল গর্জ্জে
কর্ণে নাহি শুনিবারে পায়।।
হইয়েছে স্মৃতিহারা প্রেমরসে মাতোয়ারা
কোন শব্দ না করে শ্রবণ।
এসে বহু বন্য জন্তু অঙ্গঘ্রাণ নিয়ে কিন্তু
পুনঃ করে সবাই গমন।।
হরি প্রেমে মাতিয়েছেক ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়েছে
হরি তারে রক্ষা করে সদা।
যেবা প্রেম অধিকারী শ্রহিরি থাকে প্রহরী
ভক্তি-সুতে তার ঠাঁই বাঁধা।।
রক্ষা করে অহর্নিশি নিকটেতে রহে বসি
প্রাতে সাঞ্ঝে সঙ্গেই রয়।
ভাস্কর উদয়া চলে দেখিতেছে আঁখি মেলে
প্রণমিল ভাস্করের পায়।।
প্রেমেতে বিহ্বল দেহ ক্ষণে ক্ষণে পড়েছে মোহ
কেবা তোলে বিনে হরিচাঁদ।
পুনঃ হেটে যায় কিছু ভুমেতে প'ড়ে পিছু
কেঁদে বলে কোথা গুরুচাঁদ।
ডুবিয়ে ভাব লহরে প্রেমসিন্ধু রত্নাকারে
দ্বিপ্রহর হইল সময়।।
অতিবৃদ্ধা এক নারী অগ্রে চলে ধরি ধরি
শ্রীঅশ্বিনী পিছে পিছে ধায়।
চক্ষু করি উম্মীলন করে রূপ দরশন
বৃদ্ধা নারী ব'লেছে বচন।
কোথা যাও যাদুমনি প্রেমরত্ন শিরোমণি
কেবা তুমি কহ বাছাধন।।
বর লহ মম পাশ পূর্ণ হবে অভিলাষ
হরিধনে পাবে যাদুমণি।
নয়ন মেলিয়ে চাও একবার কথা কও
আমি হই বিশ্বের জননী।
এমত বলিয়ে দেবী কিবা যেন মনে ভাবি
নিজশক্তি করিল বিস্তার।
অশ্বিনী চলিতে নারে হরি বলে আঁখি ঝরে
চক্ষু মেলি চাহে অতঃপর।।
দেখিল মায়ের রূপ নাহি সেই বৃদ্ধরূপ
অপরূপ রূপের মুরতি।
শ্বেতবর্ণ বর্ণেশ্বরী অপরূপ সে মাধুরী
শ্বেতাঙ্গিনী দেবী স্বরস্বতী।।
পলকে বালকে বিদ্যুৎ আলোকে
পৃষ্ঠপরে বেণী দোলে।
কাণেতে কুন্ডল তরে ঝলমল
তদুপরে চাঁপাফুলে।।
ললাটে সিন্দুর অতি সুমধুর
গলেতে মুকুতার হার।
তাড় বালাভুজে স্বর্ণ চুরি সাজে
গুঞ্জরী নিকটে তাঁর।।
কচুযুগ মিলি বিচিত্র কাজলী
পদক দুলিছে তায়।
কটিতে কিঙ্কিনী সুমধুর ধ্বনি
ঘুঙুর নুপুর পায়।।
হেন ধরাধর সিঁথির উপর
শশধ শোভা পায়।
মন্থর গমনে চলিত মগনে
রুণুঝুণু বাজে তায়।।
বিদ্যুতের প্রায় ঝলকে সদায়

স্নেহময়ী বীণাপাণি
হেরে রূপরাশি ভূতলে বসি
পড়িলেন রত্নমণি।।
উম্মাদের প্রায় ইতি উতি চায়
আঁখিজলে ভাসে ক্ষণে।
ভাবেতে বিহ্বল বলে হরি বোল
পাশরিল যে আপনে।।
হেন ভাব হেরি মাতা বর্ণেশ্বরী
সহজ মুরতি ধরে।
বলে শুন বাপ ঘুচাও সন্তাপ
না ডরিও হেরে মোরে।।
শুনিয়ে সে বাণী প্রেমিক অশ্বিনী
সুস্থির হইল প্রাণে।
মাতৃরূপা দেবী মনোহরা ছবি
শান্তি হ'ল দরশনে।।
বিশ্ব সুখময় জাগিল হৃদয়
প্রেমের উদয় হ'ল।
প্রেমসিন্ধু নীরে ভাসে ধীরে ধীরে
পুনঃ মাতা সান্ত্বাইল।।
ওহে ভক্তবর রোদন সম্বর
শুনহে আমার বাণী।
হ'য়েছে সদয় হরি দয়াময়
হরিচাঁদরূপে যিনি।।
হবে সুখোদয় নাহি কোন ভয়
শুনহে বাপ আমার।
তারকের বাক্য হৃদে কর ঐক্য
মহানন্দ সর্ব্বসার।।
দয়ার্দ্র বচন শুনিয়ে তখন
বলেছে কাতর স্বরে।
দীন দাস প্রতি হ'ল দয়াবতী
কিবা কাজ মা গো রবে।।
জীবনে মরনে সে চাঁদ বিহনে
কভু নহে যেন জানি।।
স্বকর্ম্ম ফলেতে জন্মি যে কুলেতে
হরিপদে রহি ভক্তি।
এরূপ বলিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
করিতেছে নানা উক্তি।।
শুনিয়ে বচন বলেছে তখন
শ্বেতাঙ্গিনী বরাননে।
দুর্লভ যে হয় জীব ভাগ্যোদয়
মানুষের আগমনে।।
তোমা বলি এবে হরিচাঁদ পাবে
দৃঢ় ভক্তি ধর বুকে।
প্রেমভক্তি হৃদে বাড়িবে আনন্দে
ডাক তারে রুকে।।
এইমত বাণী মাতা শ্বেতাঙ্গিনী
বলিয়ে অদৃশ্য হ'ল।
গুরুচাঁদ প্রীতে অশ্বিনীর হিতে
হরি হরি হরি বল।

অশ্বিনীর ভাবাবেশে নবদ্বীপ ভ্রমণে

এইমত বর মাগি প্রেমের পাগল।
ধাইল পশ্চিম দিকেতে বলি হরিবোল।।
নদ নদী বনপথ যায় অতিক্রমে।
তন্ময় ভাবেত থাকে মেতে হরিনামে।।
বহু স্থান এই মতে করিয়ে ভ্রমণ।
বৃহৎ জলাশয় দেখিল তখন।
জ্বালা নিবারিতে রত্ন তাহে দিল ঝাঁপ।
নির্বাণ হ'ল না আরো বাড়ে অনুতাপ।।
অতিশয় সুগভীর সেই সরোবর।
কখন বা জানু জল কভু উরুপর
হুঙ্কার করিছে কভু বলে হরিবল।
উন্মাদ আকারে চলে ভাবের পাগল।।
কেহ এসে এইভাবে দেখিবারে পায়।
অপরূপ কর্ম হেরে মানিল বিস্ময়।।
কেবা এ উন্মাদ হয় কোথা হ'তে এল।
বিষম বারিধি মধ্যে কেন বা ঝাঁপিল।।
হাঙ্গর কুম্ভীর কত সরোবরে রয়।
নিশ্চয় লইয়া যাবে নাহিক সংশয়।।
অন্যজন ভাবিতেছে বসিয়ে বিরলে।।
সামান্য মানব নয় মনে হেন বলে।।
কিছুতে খাবে না এর আছে একজন।
প্রেম অনুরাগী হয় এই মহাজন।
কার সাধ্য হিংসা করে এ মহারতনে।
হিংসা করিবারে এসে মরিব পরাণে।।
এই মত বলাবলি করে দুইজন।
ক্রমে বহুলোক তথা করে আগমন।

সরোবর তীরে গিয়ে যখনে উঠিল।
ক্রমে এসে বহুলোক ঘিরিয়া দাঁড়াল।।
এড়াইতে পথ নাই নিস্ফল চেষ্টায়।
মৌনভাবে রহিলেন বসি মৃত্তিকায়।।
হেনকালে একজন খাবার আনিল।
ভক্তি সহকারে কত রত্নকে সেবা'ল।।
অবশিষ্ট ছিল যাহা সবাকে দানিল।
প্রসাদ বলিয়ে সবে ভাগিয়ে হইল।।
এই অবসরে রত্ন হ'ল অদর্শন।
কোথা গেল বলে সবে করে অন্বেষণ।।
ক্রমে ক্রমে বহু পথ অতিক্রম কৈল।
হেনকালে দিনমণি অস্তাচলে গেল।।
বিজন বিপিনে গিয়ে দিল দরশন।।
ভুতের আবাসে গেল পূর্ব্বের মতন।
তথা হতে চলে যায় হেলিতে দুলিতে।
উদয় হইল রূপগঞ্জের ঘাটেতে।।
ভাবাবেশে মত্ত তনু সদা ছাড়ে হাই।
কেমনে আইল তাহা কিছু জানে নাই।।
তথায় থাকিয়া যেন নিদ্রাবেশ হ'ল।
নাহি জানি কোন ৰাবে নবদ্বীপে গেল।।
বিদ্যুতের সহ যেন হল বজ্রপাত।
কি যেন হ'য়ে গেল তথাঅকস্মাৎ।।
চমকিয়ে উঠি তথা বসিয়া পড়ি।
সারি সারি অট্টালিকা দেখিতে পাইল।।
অগণিত লোকারণ্য হয় সেই স্থান।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় পরাণ।
নবদ্বীপে যখনেতে উদয় হইল।
ক্রমে বহু লোক এসে রত্নকে ঘিরিল।।
কেহ কেহ রত্ন প্রতি করিল জিজ্ঞাসা।
বল বাপ কোন দেশে হয় তব বাসা।।
প্রেমেতে অবশ অঙ্গ ভাবেতে উন্মনা।
শুধু মাত্র বলে আমি কিছুই জানি না।।
এত শুনি ক্রমে সবে স্বস্থানে চলিল।
মহারত্ন মনে মনে ভাবিতে লাগিল।।
নবদ্বীপে বুঝি আমি হ'য়েছি উদয়।
সে কারণে হেনভাবে আমারে সুধায়।।
যাহা হোক্ আসিয়াছি প্রভুলীলা স্থানে।
কিছুদি বাস আমি করিব এখানে।।
তটিনীর তটে বসি হরিগুণ গায়।
নদীয়া নাগরী বহু হইল উদয়।।
কক্ষেতে করিয়ে কুম্ভ এলোহে কবরী।
জল ভরিবার আশে এল সারি সারি।।
হা গৌরাঙ্গ বলে কেহ জলে দিল ডুব।
তাহাতে নিহিত যেন সুধা-রসকুপ।।
শুনিয়ে অশ্বিনী প্রেমে আকুল হইল।
আপন রচিত পদ গাইতে লাগিল।।

☆☆☆☆

গান

ওগো প্রাণ সুজনী একাকিনী।
কেন বা গেলাম জল আনতে।।
দেখলাম গৌর বরণ ভুবন মোহন।
মম সরে না গৃহে যেতে।
ইত্যাদি করিয়ে পদ গাহিতে লাগিল।
মহাপ্রেমসিন্ধু যেন উথলে উঠিল।।
বহু নরনারী প্রেমে আপ্লুত হইল।
কেহ বা কুলেতে কেহ নদীগর্ভে ছিল।।
এলাইয়া পড়ে সবে কে দেয় সান্ত্বনা।
ভাবেতে বিকারে সবে হইল উন্মনা।
হুলুস্থুল পড়ে গেল বন্দর মাঝেতে।।
অগণিত লোকে এসে মজিল প্রেমেতে।।
স্রোত বহি যায় বন্যা সারা নবদ্বীপ।
জল নিতে এসেছিল নদীয়ার নারী।
আঁখিজলে ভেসে বলে নব অনুরাগী।
বলিও প্রভুর ঠাঁই আমদের লাগি।।
মনে রেখ মো সবাই চরণে জানাই।
অধিক হ'য়েছে বেলা নিজবাসে যাই।।
এতেক বলি যত কুলবালাগণ।
আপন আপন বাসে করিল গমন।।
আশ্রমিক সাধু এক বলেছে বচন।
চলুন আমার বাসে ওহে মহাত্মন।।
রান্না করিয়েছি ঘরে শুন মহাশয়।
দুইয়ের অন্ন হ'তে বৃদ্ধি কেন হয়।।
পারস করিছে তিন পাত্রেতে এখন।
শ্রীগৌরাঙ্গ কিবা করে না জানি কারণ।।
মহাপ্রভু কৃপাযোগে হ'য়েছে এমন।
করুণা করিয়ে চল এই নিবেদন।।
এত শুনি মহারত্ন বিস্মিত হইল।
তাহার পশ্চাতে অমনি হাটিয়ে চলিল।।

ভোজন করিল তথা আনন্দ হৃদয়।
ভোজনান্তে বসি তথা হরিকথা কয়।।
তথা হতে চলিলেন শ্রীবাস মন্দিরে।
বহুলোক সঙ্গে তথা হরিনাম করে।।
সারানিশি সেইস্থানে হইল কীর্ত্তন।
প্রভাতে করিল মহাভাব উদ্দীপন।।
বহিল প্রেমের বন্যা অতি খরস্রোতে।
নিকস্থ যত লোক না পারে তিষ্ঠিতে।।
সবে এসে প্রেমাবশে হইল মগন।
প্রেমের সাগরে সবে খেলে সন্তরণ।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
কেহ কেহ কেঁদে বলে কোথা হা গৌরাঙ্গ।।
এ ভাবেতে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন থামিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীবাস মন্দিরে দশন দশা।

ভোগরাগ দিতে হবে যখনেতে
অশ্বিনী বলেছে তাই।
আমি অসৌভাগ্য হই হত ভাগ্য
আমার অদৃষ্টে নাই।।
নিয়মিত কার্য্য রয়েছ নির্দ্ধার্য্য
তোমার উপরে ভার।
আমার যে ভাই ধার্য্য কিছু নাই
আমি হই দুরাচার।।
শুনিয়ে বচন পূজক ব্রাহ্মণ
স্নান সমাধিয়ে এল।
হবে ভোগরাগ দোহে মহাভাগ
হরি বলে ধ্বনি দিল।।
পরেতে ব্রাহ্মণ লভিয়ে আসন
বসিলেন পূজাতরে।
পূজা সারি পরে আরতি যে করে
আঁখি দরদর করে।
নাহি কোন মতে ধৈরয ধরিতে
ভাসাইল নীলকায়।
অতি ব্যস্ত চিতে লাগিল কাঁদিতে
অশ্রুধারে ভেসে যায়।।
হৃষ্ট হয়ে দৃষ্ট সাত্ত্বিক যে অষ্ট
ঘটিল বিকার দশা।
পড়িল ভুমেতে অধৈরয চিতে
নাহি জীবনের আশা।।

এহেন সময় এক মহোদয়
মন্দির নিকটে ঘর।
মিষ্টান্ন করিয়ে থালায় পুরিয়ে
আনিলেন বরাবর।।
এসে দেখে তাই বাহ্য স্মৃতি নাই।
রহিয়েছে ভুমি পরে।
হেরে মহাভাব সে মহানুভাব
ভেসেছে নয়ননীরে।।
হেরিয়ে তখন ভেসেছে ব্রাহ্মণ
নব অনুরাগী তরে।
এই মহোদয় এনেছে হেথায়
মিষ্টান্ন থালায় করে।।
বহু চেষ্টা করে জাগাইতে তারে
হরি বলে কর্ণমূলে।
নাহি শুনে ধ্বনি রহিল অমনি
পড়িয়ে ধরণীতলে।।
এমত হেরিয়ে আকুল হইয়ে
পূজক ব্রাহ্মণ কাঁদে।
কোথা দয়াময় ওহে গোরারায়
এই ধনে নিলে বেঁধে।।
সোনার মানুষ প্রেমেতে বিহুষ
কেন বা পাঠিয়ে দিলে।
না পুরিল আশ হ'ল সর্ব্বনাশ
নিত্য ধামে গেল চ'লে।।
এইমত করে আকুল অন্তরে
কাঁদিছে ব্রাহ্মণ বসি।
নদীয়ার লোকে মরিতেছে দুঃখে
শোক সাগরেতে ভাসি।।
কেঁদেছে সবায় করি হায় হায়
মরি এ কি ভাব হ'ল
এসে নদীয়ায় কাঁদায়ে সবায়
নিত্যধামে চলি গেল।।
এমত করিতে কেন নদীয়াতে
এসেছিলে বল তুমি।
যাও কিবা ব'লে প্রেমের সলিলে
ভাসায়ে নদীয়া ভুমি।।
উঠহে ত্বরায় মোরা পুনরায়
করিব তোমার সঙ্গ।
হেরে অপরাধী হইয়া বিরোধী
আশা নহে কর ভঙ্গ।।
এমত বলিয়ে আকুল হইয়ে

ডাকিতেছে ঘনে ঘন।
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রেম সরোবরে
মহারত্ন নিমগন।।
নদীয়ার লোকে অশ্বিনীর শোকে
কেহ বা ভুমেতে পড়ে।
হ'য়েছে এমন কদলীর বন
যেমত পড়য় ঝড়ে।।
সেই মত করি পুরুষ কি নারী
কাঁদতেছে ধরাপরে।
শুনে সেই ধ্বনি প্রেমিক অশ্বিনী
নয়ন মেলিল পরে।
ক্রমে হয় সুস্থ নাহিক অসুস্থ
পূজক ব্রাহ্মণ বলে।।
দেখ অনুরাগী শুধু তোমা লাগি
মিষ্টান্ন এনেছে থালে।
এইবার লহ ভোজন করহ
শুনহ প্রাণের ভাই।।
এনে দিলে পরে নিল হাতে করে
হরি বলে ছাড়ে হাই।।
মস্তকে রাখিয়ে যতন করিয়ে
পুনরায় নামাইল।
যতজন ছিল সবারে দানিল
আপনি কিছু লইল।।
সকলে মিলিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে
প্রসাদ বাটিয়ে নিল।।
পূর্ণ হল সাধ ঘুচিল বিষাদ
হরি হরি হরি বল।।

★★★★

ভক্ত কোটীশ্বরের কাহিনী

বাগুড়িয়া গ্রামে হয় লোচন বিশ্বাস।
মহামান্য হন তিনি সমাজে প্রকাশ।।
ক্রমে জন্ম লয় তার চারিটি নন্দন।
সর্বশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অতি সুলক্ষণ।।
মধ্যম রামকুমার তৃতে রামনিধি।
কনিষ্ঠ শ্রীযুধিষ্ঠির চারিপুত্র আদি।
রামনিধি পুত্র হয় নামে কোটিশ্বর।
শ্রীকৈলাশ দীননাথ জ্যেষ্ঠ শ্রীঈশ্বর।
কোটিশ্বর প্রাপ্ত হয় দুইটি নন্দন
কনিষ্ঠ মহেন্দ্র জ্যেষ্ঠ হয় পঞ্চানন।।
ভক্ত কোটিশ্বর ভজে প্রভু হরিচাঁদে।
ভকতি করেন বড় শ্রীগোলকচাঁদে
শ্রীগোলক ওই গৃহে প্রায়ই আসিত।
কোটিশ্বর সঙ্গে করি ভ্রমণ করিত।।
লীলা সাঙ্গে মহানন্দ হইল পাগল।
ভক্তাশ্রমে ভ্রমে সদা ব'লে হরিবোল।।
এসময়ে গুরুচাঁদ করে ঠাকুরাল।
মহানন্দ ভ্রমে সদা মতুয়া ময়াল।।
প্রভুর মধ্যম পুত্র সুধন্য কুমার।
তার পরিণয় বার্ত্তা জানে কোটিশ্বর।।
বাগিয়ার কুলে হয় দ্বারিক মন্ডল।
সেই বাড়ী যাবে প্রভু জানিল সকল।।
কথা ছিল বাগুড়িয়া ভ্রমণ করিবে।
সেই কথা মতোগণে জানিল সবে।।
শ্রুতমাত্র এল বহু মতুয়া নিচয়।
সবে মিলি চেয়ে আছে পথ প্রতীক্ষায়।।
দৈব দুর্ব্বিপাকে তথা আসা না হইল।
কোটিশ্বর তাহে বড় মর্মাঘাত পেল।।
আপন অদৃষ্টে ভেবে ক'রেছে রোদন।
অপরে মচন্দপুরে করিল গমন।।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ আছেন তথায়।
নিজ দুঃখ জানাইল মহাপ্রভু পায়।।
মহাপ্রভু বলে বাণী শুন কোটিশ্বর।
নদীতে তরঙ্গ হয় অতি ভয়ঙ্কর।।
সে কারণ গৃহে তব যাওয়া নাহি হয়।
ফিরিবার কালে যাব তোমার আলয়।।
শুনিয়ে প্রভু বাণী করিল গমন।
আপন আবাসে আসি দিল দরশন।।
চক্রীর চক্রান্ত বল কে বুঝিতে পারে।
বিষম তরঙ্গ বাড়ে নদীর মাঝারে।।
সমীরণ মহাবেগে বহেছে তখন।
তরণী বাহিতে নারে নাবিকের গণ।।
অনেকেই গুণ ধরি বাহিছে তরণী।
বিষম তরঙ্গমালা মাঝে স্রোতস্বিণী।।
নদীর কিনারা ধরি তরণী চালায়।
তা ব্যতীত বাহিবার না আছে উপায়।
বাগুড়িয়া গ্রাম হয় অপর তীরেতে।
সেই তীরে নাহি পারে তরণী ধরিতে।।
মতুয়ারগণ সবে সংবাদ পাইল।
বহুলোক নদীতীরে মজুত হইল।।
মনে ভাবে কোটিশ্বর কি করি এখন।
কেমনেতে এই পারে করি আনয়ন।।

মধুমতী নদী মাঝে বিষম তরঙ্গ।
ফাড়ি দিতে সবাকার প্রাণেতে আতঙ্ক।।
তাহা দেখি কোটিশ্বর একাকী তখন।
বিরলে বসিয়ে শুধু করিছে রোদন।।
উত্তরাভিমুখ চেয়ে কাঁদে কোটিশ্বর।
বরষার ধারাসম বহে অশ্রুধার।।
এ হেন সময় কালে প্রভু দয়াময়।
ছাপ্পর হেলান দিয়ে বাহিরে দাঁড়ায়।।
মস্তকে সুদীর্ঘ কেশ অতীব সুন্দর।
মেঘের বরণ হয় কিবা চমৎকার।
পদ্মরাগ মণি সম কিরণ উজলে।
কিবা সে সৌন্দর্য্যরাশি নয়ন উছলে।।
বর্ণিত অসাধ্য সেই সৌন্দর্য্যে রাশি।
মেঘেতে বিজলী খেলে যেন পূর্ণ শশী।
আলোকিত করে রূপে মরি কি বাহার।
সমীরণে কেশপাশ কাঁপে থরথর।।
বিস্মিত হইয়া সবে প্রভুকে নেহারে।
ঝলকে ঝলকে রূপ কিরণ বিতরে।।
বহুক্ষণ হেনরূপে শ্রীরূপ দর্শন।
কোন কোন ভকতের ঝরে দু'নয়ন।।
এ হেন কালেতে সেই জগতের পিতা।
শ্রীকরে ধারণ করিলেন নব ছাতা
উর্দ্ধে উত্তোলন করি করেন ইঙ্গিতে।
আসা না হইবে বাপ জানিও মনেতে।।
ইঙ্গিত বুঝিয়া কাঁদে সেই কোটিশ্বর।
আসিল না মহাপ্রভু কাঙ্গালের ঘর।।
হায় কিরে দুর দৃষ্ট ঘটেছে আমার।
নিদয় হইল মোরে ব্রহ্ম পরাৎপর।।
এত বলি কোটিশ্বর অধীর হইল।
সবাকে বলিল মোর সকলি বিফল।।
কণ্ঠ তালু শুষ্ক হ'ল বাহিরায় প্রাণ।
নদীগর্ভে করিব হে দেহ সমাধান।।
হেনকালে এল তথা কৈলাস বিশ্বাস
নিজ ভ্রাতা প্রতি বলে বচন আশ্বাস।।
কোন চিন্তা নাহি দাদা শুনহ বচন।
প্রভু তরে যাহা কিছু হ'ল আয়োজন।।
না আইল মহাপ্রভু আর কি করিব।
সেই সব নিয়ে মোরা ওপার যাইব।।
বলিতে বলিতে ছোট ভাই দীননাথ।
সাথে করি আনিলে কদলীর পাত।

এই মত সব দ্রব্য নদীর কিনারে।
এনে রাখে সবে মিলি মনোদুঃখ ভরে।।
আট হস্ত লম্বা তরী সেচিল তখন।
উচ্চৈঃস্বরে হরি বলে মতুয়ার গণ।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়ারা সব
কেহ বলে এখানে কি হবে মহোৎসব।।
সে দিকেতে কোটিশ্বর না চায় কখন।
কি করি কি করি ব'লে ক'রেছে রোদন।
কেহ বলে এ তরীতে কভু না আঁটিবে।
কেমনেতে দ্রব্য নিয়ে ওপার যাইবে।।
উত্তাল তরঙ্গ তাহে নদীর মাঝারে।
বাচিবে না এই তরী জানিও অন্তরে।।
কোটিশ্বর বলে আর কি করা হইবে।
যাহা করে গুরুচাঁদ তাহাই ঘটিবে।।
এত বলি সব দ্রব্য তরী পরে নিল।
অত্যন্ত বোঝাই তরী প্রত্যেকে বলিল।।
কেই বা সহাস করি তরী চালাইবে।
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে ডুবিয়ে মরিবে।।
কৈলাস ব'লেছে দাদা শুনন বচন।
তিন ভা'য়ে এই কর্ম্ম করিব সাধন।।
আপনি পিছনে থেকে ধরিবেন হা'ল।
চুবন দাদা যে মোর সেচিবেক জল।
একা আমি তরী বেয়ে ওপার পৌছিব।
প্রভু পাশে সব দ্রব্য রাখিয়ে আসিব।।
এত শুনি কোটিশ্বর বড় শান্তি পেল।
গুরুচাঁদ নামধ্বনি সঘনে করিল।।
তরী পরে তিন ভ্রাতা বাহিল তরণী।
সর্ব্বলোকে তীরে থেকে করে কানাকাণি।।
দুঃসাহস করি চলে তিন সহোদর।
অন্যায় সাহস ব'লে প্রাণে লাগে ডর।।
কেহ ভাল কেহ মন্দ বলিতে লাগিল।
শ্রীকৈলাস মহাবেগে তরণী বাহিল।।
কখন তরঙ্গ মাঝে কখন উপরে।
গুরুচাঁদে স্মরি কোটিশ্বর হাল ধরে।
কখন অদৃশ্য হয় তরঙ্গ মাঝারে।
তীর থেকে সর্ব্বলোক হাহাকার করে।।
গুরুচাঁদে ডাকে সবে আকুল হৃদয়।
পুনঃ তরী সর্ব্বজন দেখিবারে পায়।।
জাগিল জাগিল বলে সোর শব্দ করে।
দেখিতেছে গুরুচাঁদ থাকিয়ে ওপারে।।

কেহ বলে যার তরী সে আছে দাঁড়ায়ে।
নির্ব্বিঘ্নে পৌছিবে তরী দেখহে চাহিয়ে।।
এই মত বলাবলি করিতে করিতে।
গুরুচাঁদ করুণায় পৌছিল তীরেতে।।
যখনেতে ওপারেতে পৌছিল তরণী।
এপারে থাকিয়ে সবে করে হরিধ্বনি।।
প্রভুর তরণী সহ বাঁধিল তরণী।
প্রভুপদে তিন ভ্রাতা পতিত অমনি।।
প্রভুর তরণী পরে যাহারা আছিল।
ধরাধরি করি সব তুলিয়া লইল।।
মহাপ্রভু পদপ্রান্তে কাঁদে তিনজন।
প্রভু বলে তিন ভাই সুস্থ কর মন।।
হেন অসম্ভব কর্ম না হয় উচিত।
পুন নহে হেন কর্ম্ম কর কদাঁচিত।
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে কেহ নাহি যায়।
বোঝাই তরণী বল কেমনে চালায়।।
তোমাদিকে রক্ষা করি রাখে যেইজন
কত বা পেয়েছে ক্লেশ জান কি কখন।
চেয়ে দেখ বিগলিত ঘর্ম্ম মম গায়।
কত কষ্ট হ'ল মোর ভাবহ হৃদয়।।
এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
পদে পরি তিন ভ্রাতা করে হায় হায়।।
পরেতে প্রবোধ পেয়ে সুস্থির হইল।
বিদায় হইয়ে শেষে গৃহেতে চলিল।।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নিজে পেয়ে ক্লেশ।
ধন্য ধন্য গুরুচাঁদ প্রভু পরমেশ।।
এ ভাবেতে ভক্তবাঞ্ছা পুরণ করিল।
হরি গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

*****

কোটিশ্বরের সর্পাঘাতে জীবন মুক্তি

গঙ্গাচর্ণা বাসী হয় শ্রীরাইচরণ
পবিত্র চরিত্র হরি ভক্তি পরায়ণ।।
বারশ পচানব্বই সালে ভাদ্র মাসে।।
জন্মাষ্টমী করিরেন পরম উল্লাসে।।
বহু মতুয়ার গণ উদিত তথায়।
মহোৎসব করিলেন আনন্দ হৃদয়।।
একদা শুনহ এক আশ্চার্য্য ঘটন।
কোটিশ্বরে কালসর্পে করিল দংশন।।
পূর্বদিনে জন্মাষ্টমী করি মতোগণে।
কেহ কেহ চলি যায় আপন ভবনে।।
কেহ কেহ থাকে তারা মতুয়া প্রধান।
মীন মহোৎসব আদি করে সমাধান।।
সন্ধ্যার পূর্বেতে এই ভক্ত কোটিশ্বর।
বহির্দ্দেশে চলিলেন হরিষ অন্তর।।
পথি মধ্যে কালসর্প দংশিলেন পায়।
সঙ্গে ছিল জ্ঞাতি ভ্রাতা তাহাকে দেখায়।।
ওই যায় কালসর্প দংশিয়ে আমারে।
শুনিয়ে সে ক্রুদ্ধ চিত্ত ধায় মারিবারে।।
তখনেতে কোটিশ্বর নিষেধ করিল।
চলে গেল কাল সর্প মারিতে না দিল।
অপরেতে কোটিশ্বর গৃহেতে পশিয়া।
উত্তর ঘরেতে গিয়ে পড়িল শুইয়া।
করিল দরজা বন্ধ অতি ব্যস্ত চিতে।
সধবা রমণী যেন না যায় কাছেতে।।
সধবা রমণী যদি দেখিবারে পায়।
সেই বিষ নামাইতে সুকঠিন হয়।
সে কারণ এভাবেতে বন্ধ করে দ্বার।
পুরুষ বলিতে কেহ নাহি আছে ঘর।।
কোটিশ্বর রমণী যে কাঁদে দূরে ব'সে।
যেতে নাহি পারে ধনী নিজ স্বামী পাশে।।
দূরে থেকে কাঁদে ধনী কোথা হরিচাঁদ।
এ বিপদে দুঃখিনীরে দেহ রাঙ্গাপদ।
স্বামী অঙ্গ জর্জ্জরিত করিতেছে বিষে।
হৃদয় জানিল ধনী ভাবের আভাষে।।
ওদিকেতে প্রভু অঙ্গ তেমনি হ'য়েছে।
মাঝে মাঝে উহু শব্দ কেবল ক'রেছে।।
এদিকেতে ক্রমে সব গৃহেতে আইল।
নেহারিয়ে সবাকার প্রাণ উড়ে গেল।
কৈলাশ বিশ্বাস সঙ্গে দুই চারিজন।
ওড়াকান্দি দিতে তরী বাহিল তখন।।
যন্ত্রনায় ছটফট করে কোটিশ্বর।
অস্থির হইল তাহে সবার অন্তর।।
প্রভু পাশে উপনীত হইয়া কৈলাশ।
প্রভু ঠাঁই কহে কথা গণিয়ে হুতাশ।।
ছল ছল আঁখিতারা করে অনুক্ষণ।
অবারিত ধারে বারি হ'তেছে পতন।।
প্রভু বলে জানি সব শুন বাছাধন।
নিদ্রা না আইসে শুধু তাহার কারণ।।

বল দেখি কেন মোর বিষে অঙ্গ জলে।
কেন তোরা পৌঁছিল না এসে রাত্রিকালে।
বল দেখি বাছাধন সংবাদ বচন।
তোদের কারণে কেন প্রাণ উচাটন।।
কৈলাস ব'লেছে প্রভো জান ত সকল।
অন্তর্য্যামী হ'য়ে তবু জিজ্ঞাসা কেবল।।
আপনার কোটিশ্বরে সর্পেতে দংশেছে।
এতক্ষণ ভাই মোর আছে কিনা আছে।।
এত শুনি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
গৃহে যাও ওরে কৈলাস নাহি কোন ভয়।।
নির্ব্বিষ হইবে সেই কালকুট বিষ।
পথি মধ্যে কোন স্থানে দেরী না করিস্।।
সবে মিলি সমস্বরে বলি হরি বল।
সোজা পথ ধরি সবে তরী বেয়ে চল।।
পাণিফল বিল হ'তে নিয়ে যাও তুলি।
পদ্মবন হ'তে পত্র সহ লও কলি।।
খেতে দিস কোটিশ্বরে সাহস করিস।
তা হ'তে নির্ব্বিষ হবে কালকুট বিষ।।
এত শুনি শ্রীকৈলাশ তরণী বাহিল।
বিল হতে পানিফল তুলিয়া লইল।
তালতলা ভক্ত শ্রেষ্ঠ যাদব বিশ্বাস।।
মহোৎসব হইতেছে তাহার আবাস।।
স্বামী মহানন্দ তথা উপস্থিত হ'ল।
ঘাটে না উদিতে স্বামী ডাকিয়ে বলিল।।
বিলম্ব নাহিক কর ত্বরা যাও বেয়ে।
পশ্চাতে এসেছি আমি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে।।
এত শুনি শ্রীকৈলাস তরণী বাহিল।
অবিলম্বে আপনার গৃহেতে পশিল।।
ওদিকেতে কোটীশ্বর হ'য়ে সুস্থচিত।
শয্যাপরে আছে বসি যেন ভাবাশ্রিত।।
কেহ বলে ওড়াকান্দি হ'তে এল তরী।
এতেক শুনিয়ে সবে বলে হরি হরি।।
কোটিশ্বর বলে মোর কণ্ঠ শুষ্ক হ'ল।
হেনকালে পাণিফল এনে কেহ দিল।
খাইল সে পাণিফল আরো পদ্ম টাক।
বাবা হরিচাঁদ ব'লে ছাড়িলেন ডাক।।
পুনরায় বলে মোরে খেতে দাও জল।
জল পিপাসেতে মম জীবন চঞ্চল।।
সাপে কাটা লোকে কভু জল খেতে নারে।
পিছনে রয়েছে ভয় মারা যেতে পারে।।
এ কারণ জল নাহি দিল কোটিশ্বরে।
দুধ খেতে পারে মাত্র কথিত বিচারে।।
কোথা পাবে কাঁচা দুগ্ধ ভাবে সব্বজন।
অসময় হ'ল দুধ না মেলে তখন।।
ওই গ্রামে কুদির মা নামে এক বুড়ী।
দোহনীয় গাভী এক আছে তার বাড়ী।।
দোহন করিয়ে গাভী চলিল সত্বর।
জল জল করে যথা সেই কোটিশ্বর।।
এক সের পরিমাণ দুধ এনেছিল।
কোটিশ্বরে দাও বলে সে দুধ অর্পিল।।
হেরিয়ে সকলে তাহে হইল আশ্চার্য্য।
চুবন বিশ্বাস বরে ঠাকুরের কার্য্য।।
কেহ নাই বলে ইহা বুড়ীর সদন।
কেন বুড়ী দিল দুগ্ধ কর পান।
নিশ্চয় জানিও ইহা ঠাকুরের দান।।
দুগ্ধ পীয়ে কোটিশ্বর ব'লেছে বচন।
বরই অন্যায় কর্ম্ম করিনু এখন।।
বহু মতোগণ সবে আছে অনাহারী।
আমা তরে হরিচাঁদে ডাকে ভক্তি করি।।
বন্ধুগণে না সেবিয়ে অগ্রেতে সেবিনু।
বড়ই অন্যায় কর্ম এখনে করিনু।।
এত বলি কোটিশ্বর করিছে রোদন।
তালুকের শ্রীমহেশ বলেছে তখন।।
রন্ধন হ'য়েছে শেষ কোন চিন্তা নাই।
পাগল আসিলে সেবা করিবে সবাই।।
নিশ্চিন্তিতে দাদা তুমি কর হরিনাম।
পাগলের আগমনে পূর্ণ মনস্কাম।
তৈল জল সবাকারে করহ অর্পন।
স্নান সমাপিয়ে সবে হোক সুস্থ মন।
প্রেমেতে উন্মত্ত যত মতুয়ারগণ।
আঁখিজলে সবাকার আদ্রিত বসন।।
জ্ঞানহারা সব সবে রয়েছে ধরায়।
ধরাধরি করি সবে তুলিল ত্বরায়।।
উঠিয়া মতুয়াগণে বার চৌদ্দ জনে।
ধরাধরি করি সবে চলিলেন স্নানে।।
বরিষা নদীর জলে পড়ে লম্ফ দিয়ে।
প্রেমেভরে করে কেলী হরিকে স্মরিয়ে।।
কেহ জলে কেহ তীরে বলে হরিবোল।
হেনকালে উপনীত প্রেমের পাগল।।

কীর্ত্তনের মধ্যদিয়ে পাগলের তরী।
তীরেতে লাগায় গিয়ে বলে হরি হরি।।
মহাবাবে মত্ত হ'য়ে ভাবের পাগল।
হুঙ্কার করিছে ব'লে হরিবোল।।
আগা নৌকা হ'তে পাছা নৌকাতে পড়িল।
রুখে রুখে লাফালাফি করিছে কেবল।।
ক্ষণেক প'ড়েছে তীরে ক্ষণে তীরে পরে।
লম্ফ দিয়ে পড়িলেন নদীর মাঝারে।
জলেতে ঝাপিয়ে পড়ি করে জলকেলী।
রোফারুফি ক'লে জল করে ফেলাফেলি।।
হেনভাবে সে পাগল বহুক্ষণ করে।
ইহার কারণ কেহ বুঝিতে না পারে।।
হেনকালে এল এক শ্বেতবর্ণ কায়।
স্বামী মহানন্দ তাকে নিলেন মাথায়।।
আনন্দেতে নৃত্য করে ব'লে হরি হরি।
প্রেমাবিষ্ট হ'ল সবে সে ভাব নেহারি।।
নিশ্চুল নিস্তব্ধ হ'য়ে মতুয়ারগণ।
শুধুমাত্র ধুম্রময় হয় নিদর্শন।।
দৃষ্টি অগোচর হ'ল স্বামী মহানন্দ।
স্থগিত রহিল কিছুক্ষণ প্রেমানন্দ।
কিছুক্ষণ পরে যেবা মস্তকেতে ছিল।
নাক মুখ দিয়া তাঁর জল বাহিরিল।।
মাটীতে রাখিয়ে তাঁকে সুস্থির করিল।
পুনঃ বলে জলমগ্ন আছে কেবা বল।।
কেহ না বুঝিতে পারে কেবা আছে জলে।
ক্ষণপরে একজন খুঁজিয়ে পাইলে।
সুস্থ করি তাহাকেও সকলে মিলিয়া।।
স্নান সমাপিল পরে হরিধ্বনি দিয়া।।
গৃহে গিয়ে যখনেতে উদয় হইল।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দিল।
কোটিশ্বর প্রণমিল মহানন্দ পদে।
মস্তকে রাখিল পদ মনের আনন্দে।।
সব বিশ প্রশমিত সমুলে হইল।
চারিদিকে জয় জয় পড়িতে লাগিল।।
ভোজনান্তে পুনরায় নাম আরম্ভিল।
কোটিশ্বর হরিবলি নাচিতে লাগিল।।
আনন্দ লভিল যত মতুয়রগণ।
হরিভক্তি ভাগ্যে নাই অকাল মরণ।।
জয় জয় নদে পুরী মুখরিত হ'ল।
চারিদিকে সবলোকে আশ্চার্য্য মানিল।।
এই ভাবে কোটিশ্বর প্রাণদান পেল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

স্বামী মহানন্দ কর্তৃক কার্ত্তিক দর্শন

একদা গ্রীষ্মকালে স্বামী মহানন্দ।
বাশুড়িয়া উপনীত হৃদয় আনন্দ।।
কৃষ্ণপুরবাসী ভক্ত বালা কোটিশ্বর।
রায়চাঁদ নামে মতো দোসর তাহার।
অপরাহ্ন কালে এল বাশুড়িয়া গায়।
নেহারিয়ে কোটিশ্বর প্রফুল্ল হৃদয়।।
গঙ্গাচর্ণা যবে বলে কথোপকথন।
কোটীশ্বরে নিয়ে সঙ্গে করিবে গমন।
কোটীশ্বর জ্যেষ্ঠ পুত্র নামে পঞ্চানন।
পাগলের সঙ্গে সঙ্গে ক'রেছে গমন।।
পঞ্চানন চাহি বলে স্বামী সদানন্দ।
পিছে পিছে থেকে বুঝি পাইলে আনন্দ।।
গঙ্গাচর্ণা যেতে বুঝি বাসনা হ'তেছে।
সে কারণ বুঝি ভ্রমিতেছ পিছে পিছে।।
আচ্ছা তবে চল যাই পিতার সংহতি।
সবে পার হ'য়ে যাব নদী মধুমতী।।
পাগলের সঙ্গে চলি যায় পঞ্চজন।
নদীর কিনার দিয়ে ক'রেছে গমন।।
ওপার যাইবে কিসে ভেবেছে হৃদয়।
রায়চাঁদে বলে তুমি শুন মহাশয়।।
পাও নাকি তরী এক কর অন্বেষণ।
সঙ্গেতে আনিও বাপ করি একজন।
এতশুনি রায় চাঁদ করিল গমন।
ভগ্নতরী সহ আনে লোক একজন।।
অতি ভগ্ন তরীখানি আগাপাছা নাই।
হেরিয়ে পাগলচাঁদ করে হাই চাই।।
বেলা হইল অপরাহ্ন তাহে ভগ্ন তরী।
বেশ হ'ল করি এবে নদীকুলে দেরী।।
একবার সকলেরে না ধরিবে কভু।
কিবা খেলা খেলিবেন অদ্য মহাপ্রভু।।
চারিটির বেশী নয় আটিবে তরীতে।
তিনজনে পার মোরা হইবে অগ্রেতে।।
কোটীশ্বর চল আর চল পঞ্চানন।
অগ্রেতে মোরা পার হই এই তিনজন।।
শত ছিদ্র তরীখানি উঠিতেছে জল।
নেহারিয়ে পঞ্চানন হ'য়েছে বিকল।

মনে ভাবে নদীগর্ভে ডুবিতে হইবে।
এত জল সেচে তরী জাগাতে নারিবে।।
কোটীশ্বর সেচে তরী চক্ষে বহে জল।
ঝলকে ঝলকে তরী পরে উঠে জল।।
মৃদু মৃদু সমীরণ লেগে নদী জলে।
মৃদুভাবে নদীগর্ভে তরঙ্গ উথলে।।
সেচিয়ে রাখিতে নারে কাঁদে কোটিশ্বর।
হেনকালে পশে তরী নদীর মাঝার।।
আর নাহি উঠে জল নৌকার উপরে।
আত্যাশ্চার্য্য হল সবে সেইভাব হেরে।।
নৌকাতে না উঠে জল কি ফেলিবে আর।
আকুল হইয়া কাঁদে সাধু কোটিশ্বর।।
পঞ্চানন কি করিবে ভেবে নাহি পায়।
ক্ষণেক পাগল হেরে ক্ষণেক পিতায়।।
দোহাকার ভাব শুধু করে নিরীক্ষণ।
কি যেন কি ভাবিতেছে বসি পঞ্চানন।।
হেন ভাবে তিনজন নদী পার হ'য়ে।
ধীরে ধীরে অতিধীরে চলিল হাটিয়ে।।
অপরেতে রায়চাঁদ বালা কোটিশ্বর।
হরি বলি মধুমতী নদী হয় পার।।
পাগল মনেতে গিয়ে হইল মিলন।
পাগল ব'লেছে তবে শুন সর্ব্বজন।।
মচন্দপুরেতে যাব মন্ডলের ঘর।
যেবা ইচ্ছা বলিলেন সাধু কোটিশ্বর।।
মহানন্দ বলে এক আছয়ে ময়ূর।
দেখাইব লীলা এক অতীব মধুর।।
কার্ত্তিক দেয়ায় তোমা ময়ূর পৃষ্টেতে।
অতএব চল সবে মন্ডল বাটিতে।।
এতবলি সবে মিলি করিল গমন।
উপনীত হয় গিয়ে মন্ডল ভবন।।
দেখিল ময়ূর আছে চালের উপরে।
আপনার মনে তথা ভ্রমে ঘুরে ফিরে।
সে বাটীস্থ লোক সবে করে নব বাটি।
একমাত্র আছে সেই ময়ূর পাখীটি।
লোকশূন্য গৃহ তবু আজ পরিপাটি।
পরিস্কার প্রাঙ্গনাটি দেওয়া ছড়া ঝাটি।।
পাগল ব'লেছে সেই ময়ূরের প্রতি।
কার্ত্তিক দেখিব মোরা এস শীঘ্রগতি।।
নেমে এস চাল হ'তে ওহে বাছাধন
পৃষ্ঠে করি লহ এবে পার্ব্বতী নন্দন।
এত শুনি সে ময়ূর স্থির হ'য়ে রয়।
অনিমিষ নেত্রে পাগলের পানে চায়।।
পুনরায় বলে স্বামী বেলা বেশী নাই।
কার্ত্তিক দেখাও ত্বরা মোরা চ'লে যাই।।
পাগলের বাক্য শুনি ময়ূর তখন।
গর গর শব্দ করে অতীব ভীষণ।।
প্রাঙ্গণ মাঝেতে এসে উড়িয়ে পড়িল।
ধীরে ধীরে পা তুলিয়ে নাচিতে লাগিল।।
প্রাঙ্গনের চারিদিকে নাচে ঘুরে ফিরে।
এক পার্শ্বে থাকি সবে আনন্দে নেহারে।।
পাগল ব'লেছে পুণঃ ময়ূরের প্রতি।
আমরা তোমার নৃত্যে না হইব প্রীতি।।
কার্ত্তিক দেখাও ত্বরা বেলা হ'ল সায়।
রজনী হইলে মোরা না রব হেথায়।।
এত শুনি সে ময়ুর পাখা বিস্তারিয়ে।
নাচিতে লাগিল পুনঃ পেগাম ধরিয়ে।
ঘোর রব করি নাচে অতি বেগভরে।
সর্ব্ব ঠাঁই করেনৃত্য প্রাঙ্গন মাঝারে।।
এমনই ভাবেতে নৃত্য করিছে ময়ূর।
দরশনে বলে সবে মধুর মধুর।
সর্বস্থানে ময়ূরের রূপ হয় দৃশ্য।
প্রাঙ্গণে ময়ূরময় বড়ই সুদৃশ্য।।
যেন শত ময়ূরেতে ঘিরিছে প্রাঙ্গন।
ময়ুরের পৃষ্ঠে হেন পার্ব্বতী নন্দন।।
দক্ষিণ করেতে শর বাম করে ধনু।
পরিচ্ছেদ ঝিকিমিকি সুন্দর সে তনু।।
মস্তক কীরিট শোভে অতীব মধুর।
নেচে নেচে বড় ক্লান্ত হইল ময়ূর।।
পাগল ব'লেছে বাপ হ'ল আশা পূর্ণ।
বড় শ্রম করিয়েছ আমাদের জন্য।
সুস্থির হও হে বাপু আর নাচিও না।
হেরিয়ে সবার প্রাণ হইল উন্মুণা।।
সংজ্ঞাহীন কোটিশ্বর চক্ষে বহে জল।
হেরিয়ে পাব্বতী-সুতে হয়েছে বিহ্বল।।
মহানন্দ কোটিশ্বরে ব'লেছে বচন।
কি হেরিয়ে বল কোটি হইলে এমন।।
কেঁদে বলে কোটিশ্বর লভিয়ে চেতন।
কিছু না বলিতে আমি পারিব এখন।।
এত বলি কাঁদে কোটি বহে আঁখিজল।
পঞ্চানন প্রতি কথা ব'লেছে পাগল।।

এখন সকলে তবে চল গঙ্গাচর্ণা।
মিছামিছি কেন বল হতেছে উন্মনা।
গঙ্গাচর্ণাবাসী হয় শ্রীরাই চরণ।
উপনীত হয় গিয়ে তাহার ভবন।
মুহূর্ত্ত মাঝেতে বহু লোক আগমন।
রাইএর গৃহেতে প্রেম সভা আয়োজন।
কথার প্রসঙ্গে হয় প্রেম উদ্দীপন।
ময়ূরের কথা তথা হ'ল উত্থাপন।।
সর্ব্বজনে শুনে প্রেমে বিভোর হইল।
মহানন্দ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

*****

মহাত্মা গুরুচরণ বালার মানবলীলা সম্বরণ

রাউথখামার বাসী বালা গুরুচন্দ্র।
অনুক্ষণ ভাবে হৃদে প্রভু হরিচন্দ্র।।
জন্মাবধি সে মহান বড়ই পবিত্র।
সদাশয় লোক তিনি উত্তম চরিত্র।।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅক্রুর মধ্যম গুরুচন্দ্র
তৃতীয়তঃ কোটিশ্বর হৃদয় আনন্দ।
অক্রুরের চারি পুত্র প্রভুর কৃপায়।
গুরুচরণ বালার সপ্ত কন্যা হয়।।
কোটিশ্বর অপুত্রক না জন্মিল কেহ।
তিন সহোদর প্রাণে সদাই উৎসাহ।।
অক্রুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নামে নিবারণ।
দ্বিতীয় হরিচরণ হরি পরয়াণ।।
তৃতীয় ফটীক বালা পরম ভকত।
কনিষ্ঠ কালিচরণ ভাতৃ অনুগত।
দুই তিন পুরুষবধি একান্নে রয়।
বহুবার মহাপ্রভু আসিত তথায়।।
কত লীলা কত খেলা সে গৃহে করিল।
প্রভুর কৃপায় সবে সুখেতে বঞ্চিল।।
অক্রুরের চারিপুত্র পুত্রবান হ'ল।
ক্রমেই সংসারে বৃদ্ধি হইতে থাকিল।।
গুরুচরণ সংসার সর্বা অধিকারী।
অনুক্ষণ সব কর্ম্ম দেখে লক্ষ করি।।
তাহার অনুজ্ঞা মত চলে সর্ব্বজন।
সুজ্ঞানী বলিয়া যশঃ গাহে সর্ব্বক্ষণ।
মিষ্ট বাক্যে সবাকার কেড়ে নিত প্রাণ।
সকলেরে ভাবে যথা আপন সন্তান।।
শত্রু নাহি ছিল কেহ বিশ্বের মাঝারে।
মিষ্টভাষী সদাচারী বংশ আলো করে।।
হীরামন গত প্রাণ ছিল যে তাহার।
হরিচাঁদ রূপচিন্তা হৃদয় মাঝার।।
ছোট বড় সর্ব্বজনে একই ভাবেতে।
হেরিতে অনুক্ষণ প্রাণের মাঝেতে।।
ওই গৃহে এসেছিল যত রামাগণ।
মতুয়া নন্দিনী সবে না মেলে এমন।
সর্বলোক ভাবি তথা মানিত বিস্ময়।
একই ভাবের ভাব সবাকার হয়।।
বড়ই শান্তির স্রোতে ভাসিতে সদায়।
ক্রমে ক্রমে সমাগত বার্দ্ধক্য সময়।।
হীরামন ব'লে সদা করিত রোদন।
কখন কাঁদিত কেহ না জানে কখন।
শ্রীহরিচরণ বালা ভ্রাতুষ্পুত্র হয়।
অন্নদা নামেতে শিশু তাহার তনয়।।
তাহাকে বাসিত ভাল সবার অধিক।
কাছে কাছে রাখিতেন ব'লে প্রাণাধিক।।
কাহাকে করিয়ে কোলে পীড়ার উপর।
রজনী যোগেতে নিদ্রা বেশেতে কি ভার।।
দ্বিতীয় প্রহর নিশী হইল যখন।
প্রাঙ্গনেতে উপনীত বালা হীরামন।।
নিদ্রা ত্যজি হেরিলেন শ্রীগুরুচরণ।
মেজে দাদা ব'লে ডাকে স্বামী হীরামন।।
গা তুলিয়ে মেঝে কর্ত্তা যখন বসিল।
অন্নদাও নিদ্রা ত্যজি হেরিতে লাগিল।।
ভয়ে ভীতে কথা নাহি বলিছে তখন।
কি যেন কি ভাবে সেই বুঝিল কারণ।
হীরামন পানে চেয়ে শ্রীগুরুচরণ।
বলে রে প্রাণের ভাই ওরে হীরামন।।
অযোগ্য দাদা যে তোর তাকি মনে নাই।
কতকাল হেন ভাবে রাখিব রে ভাই।।
এতবলি আঁখিজলে ভাসিতে লাগিল।
মিষ্টভাবে হীরামন তখনে বলিল।।
আর নহে বেশী দেরি হবে দাদা তোর।
আসিয়েছি কেটে দিতে তোর মায়া ডোর।।
অচিরাৎ দুই ভাই হইব মিলন।
নিয়ে যাব যথা সেই রাজীব লোচন।।
এই মত বলাবলি দু ভা'য়ে করিল।
শ্রীঅন্নদা সব কথা শুনিতে পাইল।।

অন্তর্য্যামী হীরামন বুঝিল কারণ।
বিদায় মাগিয়ে মুহূর্ত্তেকে অদর্শন।
জিজ্ঞাসিল অন্নদা ঠাকুর দাদা পাশে।।
ভীমমুর্ত্তি কেবা কথা বলিলেন এসে।
কিবা বলাবলি দোহে করিলে এখন।।
কেন বা আকুল হ'য়ে করিছ রোদন।
মেজে কর্ত্তা বলে ভাই কোথা কোনজন।।
কা'র সঙ্গে কি বলেছি আমি বা কখন।
স্বপন দেখেছ নাকি ওরে সোনা ভাই।।
মনোল্লাসে মমপাশে জিজ্ঞাছিস তাই।
অন্নদা ব'লেছে দাদা তাড়াওনা মোরে।।
একে একে সব কথা পাই শুনিবারে।
উলঙ্গ মুরতিখানি ভীম কলেবর।।
চটমট করি ভ্রমে প্রাঙ্গণ উপর।
দাদা দাদা ব'লে তোমা ডাকে ঘনে ঘন।।
অপরে করিলে দোহে কথোপকথন।
একে একে শ্রীঅন্নদা বলিল সমস্ত।।
শ্রুতমাত্র মেজে কর্ত্তা হন ব্যতিব্যস্ত।
সমাদরে মেজে কর্ত্তা অন্নদাকে কয়।।
দেখিয়ে কি প্রাণ মাঝে পেলে কোন ভয়।
অন্নদা ব'লেছে দাদা সত্য কথা বল।
মিছামিছি কেন মোরে করিতেছ ছল।
নিশ্চয় জেনেছি নোয়া দাদা হীরামন।।
তোমাকে লইবে বুঝি করিয়েছে মন।
আমাকে ছাড়িয়ে দাদা দিব না যাইতে।।
মেজে কর্ত্তা বলে দাদা নিশ্চিন্তে ঘুমাও।
এই কথা কার ঠাই কভু নাহি কও।।
প্রভাত হইলে নিশী কথোপকথনে।
শ্রীগুরুচরন বলে নিবারণ স্থানে।।
সকলেরে এক ঠাঁই কর একবার
সকলকে দেখাও বাপ বাসনা আমার।।
ভাই ভগ্নি যেথা যেবা কর এক ঠাঁই।
বেশীদিন বাচিবার আশা মোর নাই।
এত শুনি স্ব স্ব ব্যস্ত হইয়ে সবাই।
ভাই ভগ্নি যেবা যেথা করে এক ঠাঁই।।
সবে আনে খাদ্য দ্রব্য করিয়ে যতন।
সবার আগ্রহ হেতু করেন ভোজন।।
সেই বাটী পূর্ব্বপার্শ্বে অপর ভিটায়।
জয়চাঁদ নামে এক ছিল মহাশয়।।
মৃত্যুঞ্জয় গোসাই এর বংশেতে জনম।
গুরুচরণ ভাবিতেন নিজ ভ্রাতা সম।।
বালাদের অনুগত রহিত সদায়।
হরিচাঁদ বলে তাঁর জনমিল তনয়।।
নিবারণ ব'লে নাম রাখিল তাহার।
জয়চাঁদ প্রাণে সদা আনন্দ অপার।।
পুত্র কন্যা বাচিত না ম'ল অষ্টজন।
হরিচাঁদ করিলেন দুঃখ নিবারণ।।
সেই হেতু পুত্র নামে রাখে নিবারণ
বালাদের অনুগত রহে সর্ব্বক্ষণ
মেজে কর্ত্তা পুত্র সম দেখিতেন সদা।
মাতা তাঁর সুর্য্যমণি হয় বড় সাদা।
বালাদের নারী গণ ছিল যতজন।
সবে মোরে ভাবিতেন বলি নিজ জন।।
বড়ই প্রণয় তার তুল্য দিতে নাই।
নিবারণ হরিচরণ যেন ভাই ভাই।।
বালাদের অন্ন খেয়ে বৃদ্ধি কলেবর।
বালাদের সঙ্গে ছিল আহার বিহার।।
অনেকেই বালা বলে করে সম্বোধন।
অন্নদার মেসো মহাশয় নিবারণ।।
তাহার জননী ঠাই যেত হীরামন।
বলে মা কি খাইব কি আছে এমন।।
সূর্য্যমণী পান্থা ভাত আনিত যতনে।
হীরামন বড় শান্তি লভিত তখনে।।
ভোজনান্তে হীরামন বলিত বচন।
শোন মাতা তোর দুঃখ হবে বিমোচন।।
নানাভাবে আর্শীব্বাদ পেল সুর্য্যমণি
নিবারণ নামে পুত্র হইত সদ্‌জ্ঞানী।।
নিবারণ ছিল বড়সুন্দর গায়ক।
কীর্ত্তনে হইত তার বিভৎস পুলক।।
ডাকাইল নিবারনে করিয়ে যতন।
নম্র ভাবে দাঁড়াইয়া রহে নিবারণ।।
মেজে কর্ত্তা নিবারণে বলেছে বচন।
আমাকে শুনাও বাপ মহাসংকীর্ত্তন।।
এতশুনি নিবারণ ডাকে সবাকারে।
বালাগণ একঠাঁই হ'ল অতপরে।।
বালাদের মধ্যে হয় প্রায়ই গায়ক।
কীর্ত্তনেতে সবাকার বাড়িত পুলক।।
কীর্ত্তন আরম্ভ করে সাধু নিবারণ।
হৃদয় ভরসা মাত্র নিয়ে বালাগণ।।
নাম গানে মত্ত হ'ল ব'লে হরি হরি।
বলিতেছে সবাকার চক্ষে প্রেমবারি।।

নিবারণ বালা যিনি পরম মহান।
নিবারণে বলে তুমি পুন ধর গান।।
নিবারণ গাহে রসরাজের রচিত।
নিবারণ বালা তাহে হারায় সম্বিত।।
প্রেম অনুরাগী হ'ল রক্তবর্ণ আঁখি।
নিবারণ ধরে গিয়ে সে ভাব নিরখি।
দুইজনে ভূমি পড়ে যায় গড়া গড়ি।
প্রেমের তরঙ্গে ভাসে বালাদের বাড়ী।।
নরনারী সবে যেন হারিয়েছে হুষ।
বাল বৃদ্ধ যত ছিল সবাই বিহুষ।।
প্রতিবেশিগণে এসে করে দরশন।
দৃষ্টি মাত্র তার দশা হইল তেমন।
গ্রাম লোক বহু এসে কীর্ত্তনে মাতিল।
দিবানিশি একভাবে গত হ'য়ে গেল।।
কেহ খায় কেহ গায় কেহ অনাহার।
প্রেমের পাথারে কেহ খেলেছে সাঁতার।।
প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বকাশে হ'ল দীপ্তমান।
শ্রীগুরুচরণ বালা বলে সবারস্থান।।
বাহিরেতে যাব আমি ওহে নিবারণ।
সময় হয়েছে আমি করিব গমন।।
ব্যস্ত হ'য়ে বাহিরেতে লইল তখন।
বাবা হরিচাঁদ বলি ত্যজিল জীবন।।
নিবারণ বালা দেখে জ্যোতিঃ বাহিরিল।
ওড়াকাঁদী দিকে জ্যোতি ধাইয়ে চলিল।।
কাকা ব'লে ভূমি তলে হইল পতন।
বালাগণ সবে মিলি ক'রেছে রোদন।।
অনেক বিলাপ করি কাঁদে বহুজন।
আছাড়ি পাছাড়ি খেয়ে কাঁদে নিবারণ।।
অপরেতে গ্রামবাসী আসিয়ে সকলে।
দাহ কার্য্য করে সবে হরি হরি বলে।।
এ ভাবেতে মেজে কর্ত্তা জীবন ত্যাজিল।
হীরামন গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।

তস্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহোৎসব ও গুরুচাদের আগমন

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আনিতে প্রভুকে
ভাবে বালা নিবারণ।
পরামর্শ করে নিয়ে সহোদরে
আরো থাকে নিবারণ।
কহে নিবারণ শুন ভ্রাতাগণ
ওড়াকাঁদী যাও কেহ।
প্রভু ঠাঁই গিয়ে ভকতি করিয়ে
সমাচার গিয়া কহ।।
এতেক শুনিয়ে হরিষ হইয়ে
বালা শ্রীহরিচরণ।
প্রভুর চরণে প্রণমি তখনে
করিলেন নিবেদন
ওহে সারাৎসার রাউথ খামার
যেতে হবে বালাবাটী
নাহি গেলে তথা দাদা পাবে ব্যথা
সকইল হইবে মাটি।।
শুনে দয়াময় হরি প্রতি কয়
চলি যাও তুমি ঘরে।
যাইব পশ্চাতে ভক্তগণ সাথে
বল গিয়ে তুমি তারে।।
এমত শুনিয়ে হরিষ হইয়ে
চলি যায় নিজালয়।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাশে বলে সবিশেষে
আসিবেন দয়াময়।
করে আয়োজন মিলি বহুজন
শ্রাদ্ধাদি হইল শেষ।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে অতি মনোরঙ্গে
উদিলেন জগদীশ।।
মহোৎসব পূর্ব্বদিনে প্রভু এল এ ভবনে
কতিপয় ভক্ত সঙ্গে রয়।
সময় হ'ল মধ্যাহ্ন সেবা করি গুরুচন্দ্র
বসিলেন সুস্থির হৃদয়।
কিছুক্ষণ পরে বলে সবাকারে
মন্ডল বাটীতে যাব।
হেনকালে মেঘ করে মহাবেগ
দেখা যায় সেই বব।।
মেঘের গর্জ্জন অতীব ভীষণ
কড় কড় শব্দ হয়।
শুনে সেই নাদ গণিল প্রমাদ
বালাগণ যত রয়।।
গোবিন্দ বালার একই কুমার
নামে যদুনাথ হয়।
দেখে ঘোর মেঘ বাড়িল উদ্বেগ
অন্তরে হইল ভয়।।
বলে প্রভু পাশে সবিনয় ভাষে

যেতে নহে দিব কোথা।
নাহি জানি কিছু কিবা ঘটে পিছু
থাকিতে হইবে হেথা।।
যেতে নহে দিল সে গৃহে রহিল
আরম্ভিল মহা ঝড়।
বিদ্যুৎ খেলিছে বাতাস বহিছে
শব্দ হয় কড় কড়।
অনুমান হয় ঘটিবে প্রলয়
ঝড়ি বৃষ্টি হেন মতে।
করে হায় হায় বালারা সবায়
কি যেন ঘটে ভাগ্যেতে।।
না থাকিবে ঘর সব পরিস্কার
ঝড়েতে উড়িয়ে নিবে।
নিমন্ত্রিত যত হবে সমাগত
না জানি কিবা কি হবে।।
সম্মান না রবে কলঙ্ক হইবে
হায় হায় কিবা করি।
এমত ভাবিয়ে আকুল হইয়ে
কেঁদে বলে কোথা হরি।।
বালা নিবারণ নহে নিবারণ
কাঁদিতেছে উভরায়।
ওহে গুরুচাঁদ দিয়ে রাঙ্গা পদ
রক্ষা করহে ত্বরায়।।
গৃহ ঘর দ্বার নাহি রবে তার
সকলি পড়িয়ে যাবে।
তুমি বিনে আর মোরে রক্ষিবার
কেবা আছে এই ভবে।।
বলে গুরুচাঁদ না করে বিষদ
বিপদ নাকি হবে।
যা হবে তা হবে তোমার কি হবে
যার হয় সে দেখিবে।।
দেখা যদি হবে না দেখে না হবে
তাহাতে কিসের ভয়।
বল হরিবোল ঘুচিবে সকল
যার সব তার দায়।।
এমত বলিল সে ঝড় থামিল
ফর্সা হ'ল নীলাকাশ।
দেখিয়ে সবাই মনে ভাবে তাই
একি ওরে সর্ব্বনাশ।
দ্রব্যদি যতেক পৃথক পৃথক
পূর্ব্বের মহ আছে।
কোথা বৃষ্টি ঝড় শুকনা যে ঘর
কিছু নহে ভিজিয়েছে।
এ বড় আশ্চার্য্য ঠাকুরের কার্য্য
কোথাও না বৃষ্টি হয়।
অন্য বাড়ী ঘর ভুমের উপর
কিছু কিছু দেখা যায়।।
বৃক্ষ আদি যত ছিন্ন ভিন্ন মত
অন্যের নাহিক ঘর।
বালাদের বাটী আছে পরিপাটী
সব ঠাই পরিস্কার।।
শ্রীগোবিন্দ বালা বলে একি লীলা
বড়ই আশ্বার্য্যময়।
না দেখি এমন কর্ম বিচক্ষণ
এক দেখি আর হয়।।
ভক্তে রক্ষিবারে ইহা বুঝি করে
জানাইতে নিজ শক্তি।
ভকত বৎসলে ভকতে সকলে
করে বুঝি তাই ভক্তি।।
প্রফুল্লিত কায় বালারা সবায়
নাহি দেখে চিহ্ন তার।
বালা নিবারণ ক'রেছে রোদন
স্মরিয়ে করুণা তার।।
প্রফুল্লিত চিত ম'তোগণ যত
হরি নাম করে বসি।
ডাকে পীকগণে শুনে সর্ব্বজনে
প্রভাত হ'য়েছে নিশি
বহুস্থান হতে ক্রমেত ক্রমেতে
এল বহু ম'তোগণ।
সামাজিক লোক মনের পুলকে
বালা গৃহে আগমন।।
এসে এই ঘরে পায়ে শুনিবারে
ঝড়ের বৃত্তান্ত কথা।
বিরোধী যাহারা হ'ল জ্ঞান হারা
হেট করি রহে মাথা।
মতুয়ার গণ আরম্ভে কীর্ত্তন
হাসে কাঁদে নাচে গায়।
কৃষ্ণপুর বাসী বালাগণ আসি
কীর্ত্তনেতে যোগ দেয়।।
প্রহরেক বেলা কীর্ত্তনের খেলা
হইতেছে সবে মিলি।
কোন জন পড়ি দেয় গড়াগড়ি

অঙ্গে মাখিতেছে ধুলী।।
কেহ মারে লম্ফ কেহ বা উলমফ
কাঁদে ফেরে কোন বালা
শ্রীষষ্ঠি চরণ করিয়ে রোদন
বলে গেল ভব জ্বালা।।
করি বীরদাপ কেহবা প্রলাপ
করিতেছে নানা মত।
যত রামাগণ ক'রেছে রন্ধন
নানা ভাবে দ্রব্য কত।।
বাল্য সেবা তরে বলে সকাতরে
বালাগণ কেহ কেহ।
সবে মিলি পরে বাল্য ভোজ করে
হইয়ে পরমোৎসাহ।।
পুনঃ প্রেম রসে সবে যায় ভেসে
হাসে কাঁদে নাচে গায়
যত নরনারী এসে সারি সারি
আঁখি জলে ভেসে যায়।।
হা হুতাশে কাঁদে ধৈর্য্য নহে বাঁধে
কাঁদিয়ে আকুল হ'ল।
প্রেমের তরঙ্গে সবে মত্ত রঙ্গে
হৃদয় প্লাবিত হৈল।।
মধুর কীর্ত্তন উঠিল গগণ
দিগন্ত ব্যাপিয়ে চলে।
পুরুষ রমণী সবে করে ধ্বনি
জয় হরিচাঁদ বলে।।
এই মত হয় মহা ভাবোদয়
রান্না কান্না সমভাবে।
কীর্ত্তন হ'য়েছে ভোজন করিছে
মত্ত হ'য়ে প্রেমভাবে।।
কীর্ত্তনের খোলা হ'য়ে গেল ধূলা
বারি এনে কেহ ঢালে।
কর্দ্দম হইল পুনশ্ব শোধিল
হরি হরি হরি ব'লে।।
যেন বৃন্দাবনে ব্রজ সখাগণে
প্রেমানন্দে নৃত্য করে।
যতেক বালক মনের পুলকে
আনন্দেতে নেচে ফেরে।।
মরি কি বাহার রাউৎ খামার
হ'ল যেন বৃন্দাবন।
দ্বিতীয় প্রহর বহে খরতর
প্রেমের ও প্রস্রবন।।
কীর্ত্তনান্তে যত মতুয়া ভকত
প্রভু ও ভোজন করে।
ভোজ সমাধিল মহোৎসব হ'ল
অতি প্রেমানন্দ ভরে।।
বালাগণ যত হ'ল প্রফুল্লিত
আনন্দে মাতিল সবে।
সবে শান্তি পেল হরি হরি বল
গুরুচাঁদ মহোৎসবে।।

কৃষ্ণপুরবাসী মতোগণের কাহিণী

কৃষ্ণপুরবাসী ছিল লক্ষীকান্ত বালা।
দৈব দুর্ব্বিপাকে ঘটে অত্যাহিত জ্বালা।।
স্ত্রী মরিল গলে ফাঁস করিয়ে ধারণ।
সামাজিক লোকে হ'ল বিরূপ তখন।।
সেই রমণীর পিতা যে গৃহে আইল।
আদ্যপান্ত সে বৃত্তান্ত সকল শুনিল।।
সামাজিক লোকে তারে কুবুদ্ধি দিল।
তোমার কন্যাকে ওরা আঘাতে মারিল।।
গলে ফাঁসি দিয়ে শেষে রাখিল ঝুলিয়ে
সত্যভাষ বলিলাম তোমাকে চাহিয়ে।
এইমত বলে যদি বিপক্ষের গণ।
শুনিয়ে কন্যার পিতা অতি দুঃখি হ'ন।।
অন্তরে হলি তার ক্রোধের উদয়।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি সবাঠাই কয়।।
আমার কন্যাকে তোরা ফেলিলি মারিয়ে।
উপযুক্ত দন্ড দিব থানায় যাইয়ে।।
বিপক্ষেরা সহযোগী হইল তাহার।
মাদারীপুরেতে গিয়ে কহে সমাচার।।
থানা হ'তে সে দারগা আইল আপনি।
বরিশাল জেলা কর্ত্তা শুনে এ কাহিনী।।
পাঠাইল সাহেবেরে মেমের সহিতে।
ডাক্তার সাহেব এল তদন্ত করিতে।।
একজমীনে মুঝিল গলে ফাঁস বটে।
মিছামিছি শত্রুলোকে অপবাদ রটে।।
আপন আবাসে গিয়ে কহে সমাচার।
আঘাতে নাহি মরে এ কন্যা তাহার।।
ডাক্তার সাহেব বাণী রেপট লিখিল।
তাহে যাত বালাগণ আশঙ্কা পাইল।।
হরিগুরুচাঁদ বলে কাঁদে অবিরত।
কোথা প্রভু রক্ষা কর তব পদাশ্রিত।

বিপদে পড়েছি বড় ওহে হরিচাঁদ।
বিপদে শ্রীপদ দানে ঘুচাও বিষাদ।।
এই মত কাঁদে বালা আকুল হৃদয়।
নয়ন জলেতে তার বক্ষ ভেসে যায়।।
এই ভাবে যায় দিন বসিয়ে নির্জ্জনে।
ভয় ভীতে ত্রস্ত চিতে কাঁদে নিশিদিনে।।
এদিকেত বালা গণ সন্তুষ্টি মিলিয়ে।
প্রভু ঠাঁই মহাপ্রভু উপনীত গিয়ে।।
জানাইল প্রভু ঠাঁই পাঁচসিকা দিয়ে।
সমাচার কহে সবে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
প্রভু বলে ভয় নাই শুন বালাগণ।
বরিশালে সুবিচার হতেছে এখন।।
খালাস পেয়েছে লক্ষ্মীকান্ত নাহি ভয়।
নিশ্চিন্ত হইয়ে সবে যাহ নিজালয়।।
অর্ন্তর্য্যামী এই বাণী বলিল, যখন।
শুনিয়ে স্তম্ভিত হ'ল যত বালাগণ।।
একি কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য কহে দয়াময়।
হরি হরি বল ভাই আর নাহি ভয়।।
খালাস হ'য়েছে সত্য চল নিকেতন।
সত্য বটে মহাপ্রভু বিপদ ভঞ্জন।।
শ্রীহরি সহায় হলে বিপদ কি করে।
নিজেই বিপদহারী কেন মরি ডরে।।
এত বলি নিজবাসে চলে বালাগণ।
লক্ষ্মীকান্ত সে ডিপুটি বলিছে বচন।
খালাস পাইলে তুমি শুন মহাশয়।
অবিলম্বে যাহ চলি আপন আলয়।।
আইল আপন বাসে শুনিল কাহিনী।
যেভাবে খালাস দিল প্রভু চিন্তামণি।।
সেই হতে - বালাবংশে যতজন ছিল।
সকলেই হরিপদে প্রাণ সমর্পিল।।
শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বালা আর ধনঞ্জয়।
সবার কনিষ্ঠ জনার্দ্দন বালা হয়।।
সাধু বালা কোটিশ্বর শ্রীগোবিন্দ বালা
শ্রীশ্রীনাথ বালা আর শ্রীপ্রহ্লাদ বালা।
শ্রীগোপাল বালা আর সোনাতন বালা।
হরনাথ বালা কিম্বা জয়চাঁদ বালা।।
কালাচাঁদ হরিনাথ মৃত্যুঞ্জয় বালা।
মথুরানাথ শ্রী নবীন শ্রীপূর্ণবালা।।
শ্রীতপস্বীরাম বালা আদি যতজন।
হরিচাঁদ পদে করে আত্মসমর্পণ।।

রামনারায়ণ সেই মন্ডল তনয়।
নবীন গুরুচরণ ভাই যে হয়।।
ওই গ্রামবাসী হয় মদন বাড়ৈ।
শ্রীগোবিন্দ ভক্ত আর রামনিধি পাড়ৈ।।
ধনঞ্জয় সোনাতন নাগর যে হয়।
চিন্তারাম মন্ডলের আনন্দ হৃদয়।।
তার পুত্র গুরুচরণ মতুয়া হইল।
বালাদের সনে মিশে বলে হরিবল।।
অমিয় ভাবে স্রোত বহে সবা হৃদে।
সবে যেন থাকে মত্ত প্রেমসিন্ধু হ্রদে।।
সবাকার গৃহ যেন একই সংসার।
বড়ই পীরিত মাখা অন্তর সবার।।
একের বিপদে যেন সবার বিপদ।
একের সুখেতে হব সবার আহ্লাদ।।
অপূর্ব্ব মিলন এই মতুয়ারগণ।
অনেক স্থানেতে ইহা না হয় দর্শন।।
এক সুত্রে বাঁধা থাকে সবাকার প্রাণ।
দেহ ভিন্ন ভিন্ন বটে নহে ভেদ জ্ঞান।।
পুনরায় মতুয়ারা পড়িল বিপদে।
সামাজিক লোকে ফেলে মনের বিচ্ছেদে।।
সবে বলে বালাগণ বলি হরি বল।
জাতিকুল মজাইল ঘটাল জঞ্জাল।।
জাতিনাশাগণ সবে হ'য়ে একত্তর।
হরি বলি মোরামুরি করে নিরন্তর।।
অতএব উহাদের ভাল দশা নয়।
জাতিকুল মান ওরা সকলি মজায়।।
সমাজের মাঝে স্থান দিও না কাহারে।
আমাদের বাড়ী গেলে দিও দুর ক'রে।।
এই মত বলে যত সামাজিক লোক।
শুনিয়ে মতুয়াবৃন্দ অন্তরে পুলক।
ভাল হ'ল বাদ দিল সমাজ হইতে।
হরি গুণ গায় এবে আনন্দিত চিতে।।
এই ভাবে থাকে চেয়ে মতুয়ারগণে।
দহিয়া মরিছে সব সামাজিক গণে।।
গুটা মান্দ্রাবাসী হয় নামে বাড়ুওঝা।
তার সনে মতো হ'ল মহেশচন্দ্র ওঝা।।
নিবারণ প্রামানিক হীরা কোটীশ্বর।
মতুয়া সমাজ এসে হ'ল একাত্তর।।
গান্দিয়া সুরেতে হয় শ্রীদুর্গাচরণ।
হরমোহন নন্দরাম শ্রীআরাধন।।

রামচাঁদ বাড়ৈ করে ঠাকুরের বিশ্বাস
ফাটিকেল বাড়ী হয় গোপাল বিশ্বাস।।
তস্য ভ্রাতা শ্রীনেপাল ভ্রাতৃ অনুগত।
বড়ই প্রণয় নিয়ে রহে অবিরত।
স্বামী মহানন্দ আর তারক রসনা।
অধিক্ষণ যাতায়াত করে দুই জনা।।
তাঁর পূর্ব্বে শ্রীগোলোক ভ্রমিত তথায়।
প্রেমানন্দ ভরে প্রেমেতে মাতায়।।
ঘোষাল কাঁদীতে হয় মহিমা চরণ।
কৃষ্ণপুরবসী মতে সঙ্গেতে মিলন।।
এক মনে যাতায়াত করেন শ্রীধাম
এক মনে সবে মিলি করে হরিনাম।।
এক দল বদ্ধ হয়ে চলে অনুক্ষণ।
যেন এক পিতার এ সকল নন্দন।।
ভাই ভাই স্নেহমাখা সবাকার প্রাণ।
হরিচাঁদ বিনে কভু নাহি জানে আন।।
সামাজিক লোক যত ভাবে মনে মনে।
মতুয়াগণেরে বল শাষিব কেমনে।।
নানা গ্রামে বৈসে যত নির্ব্বোদেরগণ।
কেমনেতে এক সনে হইল মিলন।।
জাতিকুল মান সবে দিল রসাতল।
নিশ্চয় শাষিতে হবে মতুয়ার দল।।
বাধিল তুমুল বাদ দুই পক্ষ ভিতে।
একাকী কোন মতুয়া নারে বাহিরেতে।।
চেষ্টিতে থাকিলে যত বিপক্ষের গণ।
দিবানিশি ঈর্ষ্যানলে হ'তেছে দাহন।।
শাষিতে না পারে কভু মতুয়ার গণে।
আপনি পুড়িয়া মরে হিংসার আগুনে।।
মতোগন দিবা ভরি করে গৃহকাম।
নিষিযোগে এক মনে করে হরিনাম।।
দিন দিন মহাভাব হ'তেছে বর্দ্ধিত।
সামাজিক লোক সদা ভাবে বিপরীত।।
মতোগণে প্রেমানন্দে বলে হরি বল।।
সমাজের লোক সবে গণিল জঞ্জাল।।
ক্রমে তারা ভীমবেগে ক্ষেপিয়া উঠিল।
হরি গুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆

ম'তোদের প্রতি সামাজিক লোকের আক্রমণ বা হতমান প্রাপ্ত

একদা ঝড়ু ওঝার মাতৃশ্রদ্ধা দিনে।
নিমন্ত্রিত ম'তোগণ স্বাগত সেখানে।।
দেশস্থ মতুয়াগণ একত্রিত হ'ল।
সবে এসে মহোৎসবে যোগদান দিল।
সামাজিক লোক এসে পথ রুদ্ধ করে।
নানাভাবে কটু ভাষ বলে রুঢ় স্বরে।।
মতুয়াগণের তারা করে আক্রমণ।
মতুয়ারা তাদিগকে ব'লেছে বচন।
কেন ভাই হরিনাম বাধা দিতে চাও।
মহোৎসবে চল সবে হরিগুণ গাও।।
এত যদি বলিলেন মতুয়ার গণে।
বিপুল বিক্রমে করে পাষান্ডি মঘনে।।
আঘাতে উদ্যত হ'ল মতুয়ার গায়।
ম'তোয়াগণে বলে তোরা আয় আয় আয়।।
পথি মধ্যে হ'ল সোর শব্দ গন্ডগোল।
শুনিতে পাইল তাহা গোলোক পাগল।।
মতুয়ার সনে ছিল সেই বাটী পরে।
বাহিরায় ম'তোগণে রক্ষিবার তরে।
হুঙ্কার করিছে বলে জয় হরি বোল।
মহাবেগে ধায় সবে মতুয়া সকল।।
ভয় পেয়ে সামাজিক লোক যত জন।
উর্দ্ধশ্বাসে সবে মিলি করে পলায়ন।।
দল পুষ্টি করে পুনঃ ধাইয়ে আইল।
বাটীপরে উঠিবারে চেষ্টিত হইল।।
অন্তর্য্যামী শ্রীগোলোক ব'লেছে সবাকে।
পাষন্ডি মরিবে পুড়ে জ্বলন্ত পাবকে।।
দিগন্ত ব্যাপিয়া কর হরিনাম ধ্বনি।
জয়নাদে করিবারে কম্পিত ধরণী।।
প্রভুর অসাধ্য ভবে নাহি কোন কাম।
ভীমরবে আরম্ভিল সবে হরিনাম।।
পাষন্ডিগণ যত বিপুল বিক্রমে।
বাধা প্রদানিতে এল সুমধুর প্রেমে।।
বাটীর নিম্নেতে থাকি ছাড়ি হুহুঙ্কার।
শাষিত মতুয়াগণে যত দুরাচার।
গোলোক পাগল ডাকে বাটীপর হ'তে।।
আয় আয় কাজী বংশ উদ্ধার হইতে।
তোরা এসেছিস মোর প্রভুও এসেছে।।

হরিপ্রেম বিতরিয়ে বিশ্ব মাতা'য়েছে।।
বাকী রইলি তোরা মাত্র হইতে তারণ।
অদ্য বাকী না রাখিব করিব দলন।।
আয় আয় ছুটে আয় পরম পুলকে।
পুড়িয়া মরিবি যদি প্রেমের পাবকে।।
আর কেন মতুয়ারা কর হরিনাম।
ওদিকে লইব বেধে ওড়াকাঁদী ধাম।।
এত বলি রুদ্রমুর্ত্তি করিয়ে ধারণ।
পাষন্ডিদিগের পানে করে আক্রমণ।।
দেখিয়ে পাষন্ডিগণ হইল স্তম্ভিত।
চেয়ে দেখে অগ্নিতেজা মূর্ত্তি বিপরীত।।
অগ্নি শিখা বাহির হয় সর্ব্বাঙ্গ হ'তে।
হেরিয়ে পাষন্ডিগণ ভীত হল চিতে।।
কেহ কেহ হেরে যেন পাবক স্পর্শিল।
তাহার তাপেতে সর্ব অঙ্গ দগ্ধ হ'ল।।
কেহ বা নেহারে যেন চক্রণিয়ে করে।
এসেছে গোলকনাথ দৈত্য মারিবারে।।
মহাবেগে ঘুরে যেন চক্র সুদর্শন।
হতভম্ভ হ'য়ে গেল পাষন্ডির গণ।।
কেহ বলে ওরে ভাই রক্ষা নাই আর।
শূল হস্তে এল যেন ত্রিবেদ ঈশ্বর।।
কেহ কেহ হেরে ভীমকায় দরশন।
শ্রীগোলক মহাকায় মুরতি ভীষণ।।
নেহারিয়ে সেই মুর্ত্তি বিমূহ্য হইল।
কেহ গোলকের পদে কাঁদিয়া বলিল।।
অপরাধ ক্ষমা কর মোরা অভাজন।
আর না করিব প্রভু হেন আচরণ।।
কেঁদে কেঁদে অপরাধ মার্জ্জনা চাহিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে মহোৎসব হ'ল।।

*****

স্বামী মহানন্দ পাগলের সঙ্গে দীননাথের খাসিয়ালী গমন

স্বামী মহানন্দ হয় নারিকেল বাড়ী।
গোলকের ভ্রাতুষ্পুত্র রহে এক বাড়ী
দশরথ মহানন্দ দুই সহোদর।
স্বামী মহানন্দ হ'ল পাগল আকার।।
মাতাইল বহুজনে দিয়ে প্রেমধন।
ভকতের গৃহে সদা করেন ভ্রমণ।।
নানাস্থানে নানা লীলা অপার মহিমা।
বিশ্ব মাঝে নাই কিছু করিতে উপমা।।
নিত্যানন্দ সম প্রেম করে বিতরণ।
দুঃখী তাপী যারে পায় দেয় প্রেমধন।।
লীলামৃত গ্রন্থমাঝে লিখেছে রসনা।
এমন দয়াল ভবে আর মিলিবে না।।
বংশধর দীননাথ নামে একজন।
তাহার হইল অনুরাগের লক্ষণ।।
মহানন্দ দীননাথে সঙ্গেতে রাখিত।
ভকতের গৃহে গিয়ে ভ্রমণ করিত।।
কহিতেন হরি কথা মধুর স্বরেতে।
প্রেমের সাগরে সব লাগিল ভাসিতে।।
যখনেতে কান্নাকাটি করিত সবাই।
মহানন্দ হরি ব'লে ছাড়িতেন হাই।।
সেই সঙ্গে প্রেম বন্যা উথলে উঠিত।
স্বামী মহানন্দ আর সে স্থানে না র'ত।।
সর্ব্ব লোক দেখিতেন নাহিক পাগল।
হায় হায় করি সবে কাঁদিত কেবল।।
এই ভাবে বহুস্থানে করিত ভ্রমণ।
একদা শুন এক আশ্চর্য্য কথন।।
নিজ গৃহে আছে বসি স্বামী মহানন্দ।
দীননাথ বলি ডাকে হৃদয় আনন্দ।।
দীননাথ বলিলে চল ভাই সাথে।
অদ্য ভাই হবে মোর খাসিয়ালী যেতে।।
এত শুনি দীননাথ চলিল সঙ্গেতে।
দুইজনে চলি যায় অতি আনন্দেতে।।
বলে ভাই অদ্য মোরা খাইব পিষ্টক।
দেখাইব তোরে অদ্য বিভৎস পুলক।।
দীননাথ বলে তব কোথা গিয়ে পাব।
কেমনে জানিলে দাদা কই সেই ভাব।
স্বামী মহানন্দ বলে শুনহে বচন।
খাসিয়ালী ঠাকুরের ভক্ত একজন।
শ্রীনবীন বসু নাম চিন ত তাহারে।
পিষ্টক সেবিব মোরা গিয়ে তাঁর ঘরে।।
নবীনের নারী অদ্য হইয়ে পুলক।
আমা লাগি সযতনে ক'রেছে পিষ্টক।।
নবীন বসুর কন্যা সরলা সে ধনী।
মাতৃসনে বলিতেছে সুমধুর বাণী।।
আমাদের বাড়ী অদ্য পাগল আসিবে।
পাগল আনন্দ ভরে পিষ্টক সেবিবে।।
মাতা বলে ওগো মেয়ে কি কহিলি বাণী।
সত্য কি আসিবে সে পাগল চূড়ামণি।।

কন্যা বলে সত্য মাগো আসিবে পাগল।
দুইজনে আসিতেছে ব'লে হরিবোল।।
দীননাথ শুনে বড় বিস্মিত হইল।
আনন্দেতে পাগলের পিছনে চলিল।।
পথে যেতে নানা স্থানে করিয়ে ভ্রমণ।
হইল অধিক রাত্রি চলে দুইজন।।
ওদিকেতে মাতৃস্থানে কহিছে নন্দিনী।
পাগল আসিবে মাগো সত্য এই বাণী।।
তোর কর্ম্ম হেরে মোর প্রাণেতে ব'লেছে।
নিশ্চয় পাগল ইহা সেবিতে চেয়েছে।
নাহে তুই কেন অদ্য এ সব করিস।
পাগল আসিবে মাগো নিশ্চয় জানিস।।
নবীনের নারী কহে বলি মাগো তোর।
আসে যেন সে পাগল অদ্য মম ঘরে।
শ্রীনবীন বসু তাহা শুনিতে পাইল।
রমণীর প্রতি তবে বলিতে লাগিল।
কি করিলে কার কাছে শুনিয়ে বচন।
যদি নহে আসিবে সে সাধনের ধন।
নিশ্চয় তোদের আমি বধিব জীবন।।
মম বাক্য সুনিশ্চয় জেনে রেখ তাই।
পাগল চাঁদের অদ্য এনে দেওয়া চাই।।
এত বলি ক্রোধ ভরে যায় অন্য ঘরে।
রহিলেন সেই গৃহে অনুরাগ ভরে।
এদিকেতে নবীনের কন্যাস সহ নারী।
কাঁদিতেছে আকুল হ'য়ে মহানন্দে স্মরী।।
কোথা আছ দেখা দাও দুঃখিনীর ধন।
তোমা বিনা মায় ঝিয়ে হারাব জীবন।।
কৃপা করি খাসিয়ালী এস একবার।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ মাগি পরিহার।।
তুমি হে অন্ধের মণি নিবারিতে জ্বালা।।
তোমা বিনা দুঃখিনীর ভবে কেহ নাই।
দরশন বিহনেতে জীবন হারাই।।
এইমত মায়ে ঝিয়ে করিছে রোদন।
পিষ্টক বানায় দোহে করিয়ে যতন।।
মোয় কাঁদে কোথা আছ স্বামী মহানন্দ।
তোমা লাগি অদ্য মো'র সবে নিরানন্দ।।
জনক বিমুখ হবে না আসিলে তুমি।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ওহে অন্তর্যামী।।
শ্রীনবীন বসু কাঁদে বসি অন্য ঘরে।
কোথা রে পাগল মোর এসে দেখা দেরে।।
না আসিলে অদ্য হেথা ঘটিবে বিপদ।
জন্মের মত হারা'ব তব রাঙ্গা পদ।।
কি হইতে কি হইবে না জানি কখন।
না আসিলে অদ্য হেতা মরে তিনজন।
কা'র সনে কেহ নহে করে বাক্যলাপ।
সবাকার হৃদে বাড়ে প্রেমের সন্তাপ।।
প্রেমানলে হৃদি দগ্ধ হয়েছে সবার।
রান্না করি রাখিয়াছে না করি আহার।।
এ হেন সময় হ'ল রজনী অধিক।
পাগলে না হেরী হয়েছে বিদিক।
এদিকেতে মহানন্দ আছে নিজ ঘরে।
শয়নেতে আছে তিনি শয্যার উপরে।।
হেনকালে ডেকে বলে দীননাথ প্রতি।
আমার নিকট ভাই এস শীঘ্রগতি।।
শ্রুতমাত্র দীননাথ আইল তথায়।
স্বামী মহানন্দ তাঁরে মৃদুস্বরে কয়।
খাসিয়ালী যেতে হবে আমার সহিত।
না কর বিলম্ব মোরা যাইব ত্বরিত।।
এত বলি চলিলেন তখনি দু'জনে।
অনুরাগ ভরে পথ করেন লঙ্ঘন।।
মহাবেগে চলি যায় বায়ু ভর করি।
সঙ্গে সঙ্গে যায় করি দৌড়াদৌড়ি।।
মধুমতী নদীকূলে উদয় যখন।
কেবা যেন তরী নিয়ে আইল তখন।।
সে জন ব'লেছে পারে যাবে নাকি ভাই।
তোমাদের তরে আমি ব'সে আছি ভাই।
এত শুনি পার হ'য়ে চলিল দুজন।
পার হ'য়ে দীননাথ ভাবে মন মন।।
এ ঘোর নিশিতে কেবা পার ক'রে দিল।
এত ভাবি দীননাথ ফিরিয়া দৌড়িল।।
গিয়ে দেখে কেহ নাই নদীর মাঝার।
পাগলের ঠাঁই দৌড়ে যায় পুনর্ব্বার।
জিজ্ঞাসে পাগল চাঁদে বল দেখি দাদা।
পার করে কেবা বলি মনে হয় ধাঁধা।।
পারঘাটে গিয়ে দেখি নাহি একজন।
এত রাত্রে বল পার করে কোন জন।।

স্বামী মহানন্দ বলে করেছে পাটনী।
দিননাথ বলে আমি তাহা নহে মানি।।
বলহে ঠাকুর দাদা কে করিল পার।
স্বামী মহানন্দ বলে নাহি দরকার।।
এই ভাবে দোহে মিলি পথ চলি যায়।
অবিলম্বে খাসিয়ালী হইল উদয়।।
ইতিপূর্বে নবীনের নারী ডেকে কয়।
ওগো কন্যা জল আনি রাখহ ত্বরায়।।
আসিবে পাগল চাঁদ জানিও নিশ্চয়।
এই জলে পদধৌত হবে ওগো মায়।।
নবীনের মেয়ে জল আনিয়ে রাখিল।
ক্ষণপরে মহানন্দ উদয় হইল।।
সেই জলে পদধৌত করিল যখন।
নবীনের নারী কহে মেয়েকে তখন।
পাগল এসেছে মাতা শয্যা কর ত্বরা।
তাহাই করিল মেয়ে চক্ষে জলধারা।।
গৃহে গিয়ে মহানন্দ আর দীননাথ।
হুঙ্কার করিল কোথা আছে জগন্নাথ।
শ্রীনবীন বসু তাহে চমকি উঠিল।
সস্ত্রীকে পাগলের চরণে পড়িল।
মেয়ে ধরি তিনজন যায় গড়াগড়ি।।
কারো কোন বাক্য নাই কাঁদিছে কেবল।
মৃত্তিকা বাহিয়া চলে নয়নের জল।।
প্রেমের তরঙ্গ মাঝে সবে ভাসমান।
নেহারিয়ে দীননাথ হ'ল হতজ্ঞান।।
বলে একে মহাবাব দেখিবারে পাই।
সবাকার এক প্রাণ তুল্য দিতে নাই।।
ধন্য ধন্য শ্রীনবীন বসু মহাশয়।
সপরিবারে ধন্য করিলেক আমায়।।
প্রেম ভক্তি দেখাইল নিজেরা করিয়ে।
ধন্য হৈনু এ সবার ভকতি হেরিয়ে।।
পরে স্বামী মহানন্দ সুমধুর বাক্যে।
সান্তনা দিলেন অতি মনের পুলকে।।
সুস্থির হইয়ে কহে শ্রীনবীন চন্দ্র।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু শ্রীগোপাল চন্দ্র।।
নবীনে করিলে ধন্য দিয়ে পদছায়া।
বুঝিলাম আপনার এই মহাদয়া।।
দীননাথ বলে কহ কি হ'য়েছে ভাই।
ইহার বৃত্তান্ত আমি শুনিবারে চাই।।
শ্রীনবীন কেঁদে কেঁদে বলিল সকল।
তাহা শুনি দীননাথ ছাড়ে আঁখি জল।।
মনে ভাবে এরা কোন দেশী ভক্ত।
ইহাদের ভক্তিরজ্জু অতি বড় শক্ত।।
প্রেমের সন্ধান আমি বুঝিনু এখন।
সত্য সত্য এরা হয় প্রেম মহাজন।।
পরে সবে মহাভাবে ক্রমেতে মগন।
সবাকার প্রেমধারা হ'তেছে পতন।।
বহুক্ষণ হেন ভাবে বিগত হইল।
পরে সবে সুস্থ হ'য়ে ভোজনে বসিল।।
নবীনের নারী এনে সবাকে যোগায়।
সুধা সম সেবে সবে আনন্দ হৃদয়।।
হরি বলি মহানন্দ তুলে দেন মুখে।
দীননাথ হেরি তাহা ভাসে প্রেমসুখে
এইভাবে সেই ঠাঁই ভোজন হইল।
প্রেমে মত্ত দীননাথ বলে হরিবোল।।
প্রাতঃকালে নিজ গৃহে করেন গমন।
ক্রমে দীননাথ হয় প্রেম মহাজন।।
পাগল চাঁদের কৃপা পতিত হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

গোবিন্দের বিবাহ

তালতলা বাসী ভক্ত নামে বৈদ্যনাথ।
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নামে কাশীনাথ।।
জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথের তিনটি নন্দন।
পরীক্ষিত শ্রীগোবিন্দ আনন্দ মোহন।।
গোবিন্দের বড় ভাব শ্রীনাথের সনে।
ঠাকুরের নাম করে মিলি দুইজনে।।
মাঝে মাঝে মল্লবিলে গিয়ে দুইজন।
পদ্মফুল দিয়ে পূজে প্রভুর চরণ।।
উদ্দেশ্যেতে প্রভুপদ ভাবিয়ে মনেতে।
অর্পিতনে পদ্মফুল মাতি আনন্দেতে।।
আঁখিজলে দোহাকার ভাসিত বদন।
যেন দোহে প্রভুরূপ করে দরশন।।
অভেদাত্মা সম দোহে করে হেন কর্ম্ম।
হরিনাম করা যেন দোহাকার ধর্ম।।
অতি নিষ্ঠাবান ভক্ত না মেলে এমন।
হরিগুরুচাঁদ হয় সর্ব্বস্ব রতন।।
একাকী একদা বিল মাঝে শ্রীগোবিন্দ।
সহসা হৃদয় মাঝে বাড়িল তরঙ্গ।।
ফুল ভাসাইতে জলে ভাসে আখি জলে।
প্রেমানল হৃদিমাঝে দ্বিগুণ উথলে।।

দেয় কিনা দেয় ফুল জ্ঞান নাই আর।
প্রেমের তরঙ্গ মাঝে খেলিছে সাঁতার।।
হেনকালে এসে তথা প্রভু হরিচাঁদ।
বলিলেন কিবা চাস্ আমার প্রসাদ।।
বার বার বলে প্রভু কিছু নাহি বলে।
শুধুমাত্র শ্রীগোবিন্দ ভাসে আঁখিজলে।।
চপটাঘাত মারে হরি গোবিন্দের মুখে।
ফুলিয়া উঠিল মুখে হরি বলে মুখে।।
পরদিন দেখে সবে মুখ ফুলিয়াছে।
পরীক্ষিত বলে তা'রে কিরে হ'য়েছে।।
চল যাই ওড়াকাঁদী ঠাকুরের ঠাঁই।
সব বিবরণ গিয়ে তথায় জানাই।।
এত বলি দুই ভাই গিয়ে ওড়াকাঁদী।
সব কথা শ্রীগোবিন্দ কহে কাঁদি কাঁদি।।
হেসে হেসে হরিচাঁদ গালাগালি করে।
আর বলে সবটুকু যেন নাহি সারে।।
একটু বাকী রহিবে শোন তোরে কই।
বাকী থেকে গেল তোর হ'তে লক্ষ্য জয়ী।।
মানুষের হাত পৈল তাহে ভয় নাই।
আর এক কথা আমি তোমারে জানাই।।
শুন পরীক্ষিত তুমি আমার বচন।
গোবিন্দের বিয়ে দিতে হইবে এখন।
পরীক্ষিত বলে আমি মেয়ে কোথা পাব।
সংসার চালাতে নারি এমন অভাব।।
তাহে মোর ভাই হয় বোকার মতন।
ভাইকে কে কন্য দিবে কে আছে এমন।।
যেন ভাই তেন কন্যা হ'লে শোভা পায়।
হেন মেয়ে প্রভু পাইব কোথায়।।
ঠাকুর বলেন মেয়ে এই দেশে আছে।
পরীক্ষিত বলে প্রভু শুনি তব কাছে।
প্রভু বলে সিঙ্গাগ্রামে কমল বৈরাগী।
নিষ্ঠাবান লোক সেই প্রেম অনুরাগী।।
তাহার মধ্যম কন্যা আছমান তারা।
পরীক্ষিত বলে কনে মেয়ে দেবে তাঁরা।।
অগাধ সম্পত্তিশালী তাহার যে হয়।
তার কন্যা দিবে বলে না হয় প্রত্যয়।।
ঠাকুর বলেন আমি বলি যদি দিবে।
মম বাক্য সে কমল লঙ্ঘিতে নারিবে।।
এতশুনি পরীক্ষিত নিজ বাসে এল।
ঠাকুরের নিকটেতে কমল আসিল।
প্রভু বলে হে কমল শুন মম বাণী।
তালতলা বিয়ে দাও তোমার নন্দিনী।।
পরীক্ষিত মন্ডলের ভাই শ্রীগোবিন্দ।
তারে কন্যা দিলে তুই পাইবি আনন্দ
বৈদ্যনাথ পুত্র বটে একেবারে বোকা।
তোর দিতে হবে কন্য বিধাতার লেখা।।
কমল বলেছে প্রভু কুবের কি বলে।
প্রভু বলে মোরে যে বলিস যথাকাসে।।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোলক হয় মধ্যম বদন।
কনিষ্ঠ কমল হয় প্রেম মহাজন।।
বদনের পুত্র সেই ধনাঢ্য কুবেরে।
কমল জানায় বার্ত্তা ভাবিয়ে ঠাকুরে।।
সম্মত হইল তাহে কুবের সুমতি।
প্রভু ঠাঁই জানাইল হইয়েছে মতি।।
ঠাকুরের বাক্য মেনে কন্যাদান কৈল।
শুভক্ষণে গোবিন্দের বিবাহ হইল।।

পরীক্ষিতের বাটী মহোৎসব

বারশত সাতানব্বই সালে ভাদ্র মাসে।
অতিরিক্ত জল বেড়ে দেশ গেছে ভেসে।।
বাটী পরে উঠে জল হ'ল বড় দায়।
আবিসেন গুরুচাঁদ প্রভু দয়াময়।।
মহোৎসব তালতলা হ'ল নিমন্ত্রণ।
সাজিল মতুয়াবৃন্দ আনন্দে মগন।।
মহানন্দ শ্রীতারক অক্ষয় ঠাকুর।
নবীন বসু কোটীশ্বর ভক্ত যে প্রভুর।।
শ্রীভুবন বালা আদি মতুয়া প্রধান।
একে একে বহুজন করিল প্রয়াণ।।
চতুস্পার্শ্বে যত ম'তোগণ করে বাস।
তালতলা এল সবে পরম উল্লাস।।
গুরুচাঁদ বহু ভক্ত সংহতি করিয়ে।
উপনীত তালতলা হ'লেন আসিয়ে
দক্ষিণ পারেতে ভক্ত নামে রামধন।
চন্ডি আর গঙ্গাধর তাহার নন্দন।।
শ্রীরাম নিকাশি হয় অতি নিষ্ঠাবান।
কানাই শ্রীনাথ হয় তাহার সন্তান।।
গৌরমণি বিশ্বাস হয় আর জন।
সাগর নাগর নামে দুইটি নন্দন
আর আর বহু ভক্ত তালতলাবাসী।
চন্ডী বৈরাগী সুজন উদিলেন আসি।।

মহিমা চরণ আর যাদব বিশ্বাস।
শ্রীপূর্ণ বিশ্বাস শিশু পরম উল্লাস।।
উমা চরনাদি কবি গদাই গাইল।
ইত্যাদি ভক্ত মন্ডলী সবাই আসিল।।
কার্য্য করে প্রাণপণে সকলে আসিয়ে।
প্রেমে পুলকিত চিতে চলেছে ভাসিয়ে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রেমেতে মগন।
প্রাণপনে কার্য্যে ব্রতি সবে অনুক্ষণ।।
বড় শান্তি তালতলা গ্রামেতে তখন।
যেন সবে হরিপ্রেমে সবাই মগন।।
বেদবিধি নাহি মানে পেয়ে হরিধন।
হরিপ্রেম সরোবরে সবাই মগন।
বহু ভক্ত সঙ্গে গুরুচাঁদের মগন।
চতুর্দিকে হুলুধবনি দিল রামাগণ।।
জয় জয় দিয়ে সবে নিল গুরুচাঁদে।
বসিলেন গুরুচাঁদ পরম আহ্লাদে।
নাম সংকীর্ত্তন হয় মধুর মধুর।
নরনারী সবে এসে জুটিল প্রচুর।
জলেস্থলে সংকীর্ত্তন অত্যাশ্চর্য্যময়।
কেবা কোথা করে নাম বোঝা নাহি যায়।।
গ্রামবাসী সামাজিক লোক যত ছিল।
তারা যেন অদ্য সব মতুয়া সাজিল।।
কি আনন্দ হ'ল অদ্য বলা নাহি যায়।
সবে মিলে আসে যেন প্রেমের গোলায়।।
মহাভাব মহাবন্যা মহাবেগে ধায়।
নরনারী যেন সবে প্রেমে ভেসে যায়।।
ঘরে ঘরে ধেয়ে ধেয়ে করে সংকীর্ত্তন।
তরঙ্গ থামিল সবে হ'ল সুস্থ মন।।
পরেতে করিল সেবা প্রভু দয়াময়।
আনন্দে ভোজন করে মতুয়া নিচয়।।
বাড়ী পরে ছিল জল শুকাইয় গেল।
বড় অপরূপ কান্ড তথায় হইল।
বাহিরেতে বসি সবে করিল ভোজন।
পরীক্ষিত শ্রীগোবিন্দের ঝোরে দু'নয়ন
বলে হেন হেরি নাই দয়ার আধার।
আকুল সাগরে হরি করিলেন পার।।
এইভাবে মহোৎসব সম্পন্ন হইল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।

ভক্ত হরিপালের পুনঃ বিবাহ

কেশবপুরেতে বাস শ্রীগোবিন্দ পাল।
জ্যেষ্ঠপুত্র হয় তার নামে হরিপাল।
সবে কয় হরিপাল পালের ভুপাল।।
তারকচাঁদের মনে বড় প্রীতিভাব।
সমপ্রাণ যেন তাহে মধুর স্বাভাব।।
একদা শ্রীধামে য়ায় ভক্ত হরিপাল।
প্রেমে গদগদ চিতে চক্ষে বহে জল।।
ঠাকুরের প্রণাম করি অন্তপুরে যায়।
ভক্তিভরে প্রণমিল শান্তিমাতা পায়।।
শান্তিমাতা হরিপালে বলেছে বচন।
হবে না শাখার হস্তে করিতে ভোজন।
শঙ্খ হস্ত আছে যার সে হাতের অন্ন।
নিশ্চয় জানিস তোর হ'ল ছিন্ন ভিন্ন।।
পুরাতন ঘর তোর পড়িবে ভুমেতে।
নতুন গৃহের সৃষ্টি হইবে করিতে।।
এই মত বাণী মাতা হরিকে বলিল।
প্রণমিয়ে হরিপাল বিদায় মাগিল।
ঠাকুরের সনে হরি নানা কথা বলি।
শান্তিমায়ের এ কথা ভাবিছে কেবলি।।
ভাবিতে ভাবিতে হরি গৃহেতে পৌছিল।
শান্তিমাতা মুখ বাক্য ক্রমেতে ফলিল।।
শ্রীহরি পালের নারী ত্যজিল জীবন।
হরিপাল তখনেতে ভাবে মন মন।।
মাতা যাহা বলেছিল তাহাই হ'য়েছে।
পুরাতন ঘরখানি ভুমেতে প'ড়েছে।।
শ্রীহরি পালের পিতা শ্রীগোবিন্দ পাল।
মেয়ে অন্বেষণ করে মায়ের ভূপাল।।
পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে নিশ্চয়।
এত বলি নানাস্থানে ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
কুন্দসী গ্রামেতে এক সম্বন্ধ করিয়ে।
ঠাকুরের ঠাঁই পরে জানালেন গিয়ে।।
প্রভু বলে এই মেয়ে এন না গোবিন্দ।
অন্য মেয়ে দেখে তুমি করহ সম্বন্ধ।।
শ্যামলা বর্ণ মেয়ে দেখ যেই ঘরে।
সেই মেয়ে যত্ন করি আন হরি তরে।।
সেই হইতে হবে তব সংসারের কর্ম্ম।
সে মেয়ে পালিবে সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম।।

এত শুনি গোবিন্দ বিদায় মাগিল।
গৃহে এসে অন্য মেয়ে দেখিতে লাগিল।।
ওই গ্রামে অন্য মেয়ে আছে একজন।
সেই মেয়ে আনো গিয়ে শুনহ বচন।।
গোবিন্দ ব'লছে প্রভু অন্য মেয়ে কই।
অন্য গৃহে মেয়ে নাই সেই মেয়ে বই।
প্রভু বলে আছে মেয়ে দেখ অন্বেষিয়ে।
সেই মেয়ে সনে তুমি পুত্র দাও বিয়ে।।
কালাচাঁদ ভালের যে আছে হে ভগিনী।
সেই মেয়ে দিবে তোমা শুন মম বাণী।।
শ্রীনবীন বসু ছিল সঙ্গেতে তাহার।
প্রভু বলে দুইজনে হও অগুসার।।
এত শুনি দুইজনা বিদায় হইল।
কুন্দসীতে গিয়ে দোহে সে মেয়ে দেখিল।।
সম্বন্ধ হইল ঠিক গৃহেতে পৌঁছিল।
শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল।
বাস হইল গত আনন্দিত মনে।।
ধামে চলে হরিপাল আনন্দিত প্রাণে
রমণী সংহতি চলে হৃদয় আহ্লাদ।।
শ্রীনবীন বসু আর চলে কালাচাঁদ।
শ্রীতারক চন্দ্র চলে এ সবার সাথে।
সবে গিয়ে প্রণমিল প্রভুর পদেতে।।
দেখা মাত্র প্রভু বলে এই সেই মেয়ে।
বাটীর ভিতর এবে সবে বৈস গিয়ে।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী অন্তঃপুরে গেল।
শান্তিমাতা সত্যভামা পদে প্রণমিল।।
শান্তিমাতা ধরি এক সুরবীর চটা।
বলে দেখি এ যে সেই চেচানে মাগিটা।।
তারকের বাড়ী যাই কেহ নহে জানে।
এ মাগী দেখিয়ে মোরে চীৎকারে সঘনে।।
আরো কহে বুড় মাতা ও রাম রাম।
সবে বলে হরিনাম ত্যজি পিতৃনাম।।
এই মত বলে মাতা কেহ না বুঝিল।
চরণে প্রণাম করি বিদায় মাগিল।।
পথি মাঝে এস বলে তারক রসনা।
আমার বচন এবে শুন সর্ব্বজনা।
মাতা কেন এই কথা বলে বার বার।
হরি দাদা কর দেখি ইহার উত্তর।।
হরিপাল বলে আমি কি করিব ভাই।
মাতাকে পাগল ভেবে গ্রাহ্য করি নাই।।
তারক রসনা বলে আছে গো তাৎপর্য্য।
কে পারে বলিতে বল ইহার মাধুর্য্য।।
শ্রীহরি পালের নারী ব'লেছে বচন।
বলিবারে পারি আমি ইহার কারণ।।
বলিলেন যায় মাতা ব'লে জয়গ্রাম।
সে কথার তাৎপর্য্য জয়পুর ধাম।।
মম পিতৃগৃহ দিয়ে করিত গমন।
চীৎকার করিতাম করিয়ে দর্শন।।
সান্তাইত ভ্রাতাগণে বলিতাম ভাষ।
বুড়ীকে হেরিয়ে আমি পেয়েছি ত্রাস।
রাম রাম শব্দ অর্থ শুনহ সকলে।
সবাই রোদন করে হরিচাঁদ ব'লে।।
কিন্তু কেহ নাহি লয় গুরুচাঁদ নাম।
শান্তিমাতা বলে কেন তাজ পিতৃনাম।
গুরুচাঁদ নাম দিতে মায়ের বাসনা।
তারক রসনা বলে শুন সর্ব্বজনা।।
মাতাকে চিনেছি সত্য এ নব রমণী।
সামান্য নহেত দাদা তোমার ভগি।।
পাগল নহেন কভু জগত জননী।
শান্তিমাতা হ'ন ভবে শান্তিপ্রদায়িনী।।
লক্ষ্মীমাতা এই যুগে লোচন নন্দিনী।
শান্তিমাতা রূপে হরিচাঁদ অর্দ্ধাঙ্গিনী।।
মাতা মোর বিশ্বপূজ্য সর্ব সারাৎসার।
সর্ব্ব শান্তি প্রদায়িণী সর্ব দুঃখহরা।।
তাহারে চিনেছে ভাই তোমার বনিতা।
তাহে প্রভু গুরুচাঁদ ডাকে বলি মাতা।।
এইমত প্রেমানন্দে গৃহেতে উদিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

☆☆☆☆

স্বামী মহানন্দের বাসুড়িয়া গমন।

শ্রহিরিপালের ভগ্নী শাল নগরেতে।
তথা চ'লে হরিপাল হরষিত চিতে।।
মহানন্দ আইলেন কেশব পুরেতে।
এসে দেখে হরিপাল নাহিক গৃহেতে।
জিজ্ঞাসিয়ে বুঝিলেন শালনগরেতে।
গিয়েছিলেন আপনার ভগ্নীর গৃহেতে।
ক্রোধান্বিত হ'য়ে বলে স্বামী মহানন্দ।
এ কি নির্বোধ হরি কি তারকচন্দ্র।
মহোৎসবে যেতে হবে মনে বুঝি নাই।
দোহা লাগি আসিয়েছি মোর কি বালাই।।

হেন মতে করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন।
তারক রসনা এসে প্রণামে তখন।
বলেছে বিনয় বাক্যে স্বামীর সদনে।।
মনে কেন ক'রেছেন এই দীনহীনে।
কবি গান গাহিবারে বায়না হ'য়েছে।।
যেতে হবে সত্বরেতে দোহারের কাছে।
স্বামী বলিলেন গঙ্গাচর্ণা যেতে হবে।।
কিসের বায়না গান রেখে দাও এবে।
তাহা বুঝি মনে নাই শুনহ রসনা।
আমার বাক্যের চেয়ে বড় কি বায়না।
কল্য পেয়ে এ বায়না যাবে তুমি তথা।
গত বৎসরের বায়না ভুলে গেছ তা।।
এত ভাবি ক্রোধচিত্তে বলে কত মন্দ।
তারকের হৃদি মাঝে বাড়ে প্রেমানন্দ।।
হরির রমণী বলে করুন আহার।
যাহা হয় করিবেন ভোজনের পর।।
মহানন্দ বলে হরি না আসিলে ঘরে।
রুচি না হইবে অদ্য কাজ কি আহারে।।
এত বলি ভীমনাদে গর্জ্জন করিল।
তারক রসনা হরি নাম আরম্ভিল।।
রসরাজ গাহিতেছে কীর্ত্তন লহরী।
কোথা আছ ছুটে এস ওহে দাদা হরি।
শ্রীহরি বলিতে হর বলিতে বলিতে।
শ্রীহরি আইল হরি বলিতে বলিতে।।
ঘোর রবে লহরতে মহাভাব হয়।
তার মাঝে হরিপাল আসিয়ে উদয়।
দুর হ'তে গাহে দাদা এসেছে এসেছি।
না আসিলে ওরে দাদা কিসে প্রাণে বাঁচি।।
এত বলি তারকের গলাটি ধরিয়ে।
ভাসাইল বক্ষস্থল কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
দ্বিগুন ভাবেতে উঠে প্রেমের লহরী।
মহানন্দে সবে মিলি বলে হরি হরি।।
কিছুক্ষণ হেন মতে হইল কীর্ত্তন।
কীর্ত্তনান্তে সবে মিলি করিল ভোজন।।
পরে সবে গঙ্গচর্ণা অভিমুখে ধায়।
উপনীত শ্রীমদন বিশ্বাস আলয়।।
পাইয়ে পাগল চাঁদে মদন বিশ্বাস।
আখিজলে বক্ষ ভাসে ঘন বহে শ্বাস।।
অপরেতে হ'ল তাহা নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমেতে উন্মত হ'ল মতুয়ার গণ।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রেমেতে মাতিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ ভুমেতে পড়িয়া।।
হরিগুরুচাঁদ বলি ভাসে আঁখিজলে।
তাহাতে প্রেমের বন্য দ্বিগুন উথলে।।
নামেতে প্রমত্ত যত মতুয়ারগণ।
ভাবে অঙ্গ ডগমগ কাঁদে সর্ব্বজন।।
গ্রামবাসী ছিল যত পুরুষ রমণী।
ধেয়ে এল শুনে হরিনাম ব্রহ্ম ধ্বনি।
সবাকার আখিজল ঝ'রেছে অঝোরে।
প্রেমবন্যা বহি যায় কীর্ত্তন মাঝারে।।
এই মত হ'ল নাম দ্বিতীয় প্রহর।
কীর্ত্তনান্তে ম'তোগণে করিল আহার।।
এসেছিল বাসুড়িয়াবাসী দশরথ।
পাগলের শ্রীচরণে করে দন্ডবৎ
গললগ্নী কৃতবাসে করে নিবেদন।
যেতে হবে কৃপা করি বাসুড়ি ভবন।
তাহাতে সম্মত করে স্বামী মহানন্দ
দশরথ মনে মনে লভিল আনন্দ।।
অপরাহ্ন কালে সবে করিল গমন।
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় বিশ ত্রিশ জন।।
উপনীত হ'ল গিয়ে বাসুড়ে ভবন।
সারানিশি হয় তথা নাম সংকীর্ত্তন।।
প্রাঃকালে হরিপাল পাগলে বলিল।
ভান্ডার খোলা যেহে হয় কি হবে পাগল।।
তারক দাদার হয় শিষ্য দুইজন।
শ্রীকৈলাস নিবারণ অতীত সুজন।
পরম নৈষ্ঠিক হয় দুই মহাশয়।
আত্ম সমর্পন দাদা তারকের পায়।।
মনে ভাবে নিতে গৃহে সব মহতেরে।
প্রেমেতে বিহ্বল চিত্ত বলিতে না পারে।
শুধু মাত্র দুইজন ক'রেছে রোদন।
হেরিয়ে সে মহাভাব দ্রবীভূত মন।।
স্বামী বলে চল তবে না করিব ব্যাজ।
অপরূপ লীলা প্রভু করিবেন আজ।।
কীর্ত্তনেতে মত্ত আছে কোন কোন জন।
সেইভাবে সবে মিলি করিল গমন।।
তাল বেতালেতে সবে বলে হরিবল।
লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে চরে মতুয়ার দল।।
মধুমতী নদী তীরে হইল উদয়।
কৃষাণেরা কর্ম্ম করে বসিয়ে তথায়।।

পাগলামী ভাবে সবে ক'রেছে গমন।
অঙ্গভঙ্গী করিতেছে কোন কোন জন।।
কৃষাণেরা তাহা দে'খ করে গালাগালি।
পাগল দেখিরে ভাই শালারা সকলি
কোথাকার অপদার্থ পাগলের দল।
তাল নাই মান নাই বলে হরিবোল।।
আর কত কটুভাষ ব'লেছে সবায়।
শ্রীহরি পাল তাহা শুনিবারে পায়।।
আরো তাহা শুনিলেন তারক রসনা।
হরিপাল বলে রুখে আরো দুষ্টমনা।।
পাগল নিন্দার ফল এখনি পাইবি।
মুহুর্ত্তেক মধ্যে তাহা জানিয়ে লইবি।।
দেখিস নাকি আখি মেলি ওরে মূঢ়গণ।
প্রেমেতে উন্মত্ত যত মতুয়ার গণ।।
এত বলি শত হস্ত পথ চলি যায়।
অকস্মাৎ কৃষকেরা করে হায় হায়।।
ঘুর্ণ বাতাঘাতে যেন ভূতলে পড়িল।
দৌড়ে গিয়ে দুইজন তারকে ধরিল।।
দোহে বলে একবার দেখুন চাহিয়া।
কৃষাণেরা সর্ব্বজনে যেতেছে মরিয়া।
আপনাদিগকে ওরা হিংসা করিয়েছে।
সাধু হিংসা অপরাধে এ দশা ঘটেছে।।
অতএব রক্ষা কর সবে নিজগুণে।
নইলে সকলে আমি মরিবে পরাণে।।
এত শুনি সর্ব অগ্রে পাগল চলিল।
কৃষাণের সকাশেতে উদয় হইল।।
তারক হরিপালেরে করে টানাটানি
কৃপা করি মহানন্দ বলেছেন বাণী।।
কি হয়েছে তোমাদের ওহে মহাশয়
প্রকাশিয়ে সব কথা বল হে আমায়।।
কেঁদে কেঁদে বলে সবে পাগলের ঠাঁই।
আপনার কৃপা বিনা আর রক্ষা নাই।।
প্রকাশিয়ে সবে কথা পাগল বলিল।
তাহাতে পাগল বড় কাতর হইল।।
হরিপাল প্রতি বলে স্বামী মহানন্দ।
আহা হা ওহে হরি ক'রেছ কি মন্দ।।
কৃষকেরা হয় সর্ব জাতির যে পিতা।
তাদের হিংসিলে মাত্র হয় যে মুর্খতা।।
লক্ষ্মী পুত্র মাত্র ভবে কৃষকের গণ।
অন্যায় ক'রে বড় বলি সে বচন।।
এত বলি কৃষকের নিকটেতে গিয়ে।
এক এক পদাঘাতে দিলেন বাচা'য়ে।।
পরে চলিলেন সবে পার হ'ব বলে।
নৌকা এক মিলিলেক আসি হেন কালে।।
পারের সময় বহু গোলযোগ হয়।
পাগলে খুঁজিল সবে চড়িয়া নৌকায়।।
নৌকামাঝে খুজে দেখে নাহি সে পাগল।।
সবিস্ময়ে বলে সবে কোথায় পাগল।
মনঃক্ষুন্ন হ'য়ে সবে পার হ'য়ে যায়।
ভান্ডার- খোলেতে গিয়ে হইল উদয়।।
গিয়ে দেখে আহারান্তে ঘুমাচ্ছে পাগল।
নেহারিয়ে সবে মিলি হইল বিহ্বল।।
বাহির থাকিয়ে করে মধুর কীর্ত্তন।
প্রেমরসে মগ্ন যত মতুয়ার গণ।।
ধাইল প্রেমের বন্য প্রবল বেগেতে।
নরনারীগণ আসি মত্ত সে প্রেমেতে।
কিছুক্ষণ পরে জেগে স্বামী মহানন্দ।
কীর্ত্তনে প্রবেশ মাত্র হ'ল পূর্ণানন্দ।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
প্রবল ভাবেতে বহে প্রেমের তরঙ্গ।
সবাকার মুখে মধু হরি হরি বল।
শুন্যমার্গে শুনা যায় ভীম কোলাহল।
কীর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত মহানন্দ বলে।
বলা মাত্র ক্ষান্ত করে মতুয়া সকলে।।
শূন্যমার্গে শুনা যায় হরি হরি রব।
প্রেমেতে উন্মত্ত পুনঃ ম'তোগণ সব।।
প্রেম-সাগরে তাহে দ্বিগুন উথলে।
লম্ফ দিয়ে যেতে চায় দেবতার দলে।।
এই মত বহুক্ষণ হইল কীর্ত্তন।
প্রেমরসে ডগমগ মতুয়ার গণ।।
বাল বৃদ্ধ যুবা সব প্রেমেতে বিহুষ।
ভুমেতে পড়েছে সবে নাহি কারো হুষ।।
এইভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল।
অপরেতে ক্ষান্ত করি সবে সুস্থ হ'ল।।
পুণ্যোদ্যমে - মহোৎসব তথায় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

★★★★

হরিপালের মানবলীলার অবসান

তেরশ নয় সালে আঠই আশ্বিনে।
একাকী চলিল হরি শান্তি নিকেতনে।।
রজনী কালেতে শ্রীধামের নিকটেতে
দেখিছ ধামের শোভা অতি আনন্দেতে।
প্রতি ঘরে জ্বলে বাতি করে আলোকিত।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে হয় উপনীত।।
বাড়ীর উপর যবে করে অগ্রসর।
কোন ঘরে নাই বাতি ঘোর অন্ধকার।।
হরিপাল সবিস্ময় ভাবে মনে মন।
এরূপ হইল কেন বুঝিনু এখন।।
সন্নিকটে আসিয়েছে মরণ আমার।
তাই জ্যোতির্ম্ময় পুরী হেরি অন্ধকার।।
এইরূপ দশা মোর ঘটেনি জীবনে।
মম লীলা প্রভু অবসানে এতদিনে।।
এমত ভাবিয়ে হেরি নাহি বলি কারে।
শয়ন করিল গিয়ে অন্ধকার ঘরে।।
প্রভাত সময় গিয়ে প্রভুর নিকটে।
শ্রীচরণ বন্দি তথা রহে করপুটে।।
প্রভু বলে ওহে হরি গৃহে চলি যাও।
কাজকর্ম্ম সেরে শেষে সবাকে বুঝাও।।
প্রভুর বচন হরি ভেবেছে হৃদয়।
অনতিবিলম্বে আমি মরিব নিশ্চয়।।
অতঃপর প্রভু স্থানে হইয়ে বিদায়।
উপনীত হ'ল গিয়ে আপন আলয়।।
গৃহে গিয়ে মনে মনে সব কর্ম্ম সারি।
প্রেমানন্দ চিত্তে সদা বলে হরি হরি।।
বাটীস্থ সকলে ডেকে বলে হরিপাল।
আমার বচন এবে শুনহ সকল।।
হরিগুরুচাঁদ বিনে মোর কেহ নাই।
সেই পদে মতি রেখ তোমরা সবাই।।
সর্ব্বজনে এক যোগে করিও বসতি।
অনুক্ষণ থাকে যেন মতুয়ার রীতি।।
এমত ভাবেতে কত বুঝায় সবাকে।
সৎশিক্ষা দান ক্রমে করিল প্রত্যেকে।।
এই ভাবে কিছুক্ষণ বিগত হইল।
দিনে দিনে সবান্ধবে হেরিতে লাগিল।।
পয়লা অগ্রহায়ণে জ্বর দেখা দিল।
শরীর কৃশ যে ক্রমে হইতে লাগিল।
অনুক্ষণ হরি কথা করে আলাপন।
পঞ্চ দিন এইভাবে রহে সর্ব্বক্ষণ।।
হরিপাল বলে কোথা দাদা রসরাজ।'
নিজগুণে কৃপা করি দেখা দাও আজ।।
এত বলি হরিপাল করেছে রোদন।
তিন দিন পরে এসে দিল দরশন।।
চার দন্ড রাত্রি যোগে রসরাজ এল।
নেহারিয়ে হরিপাল কাঁদিয়ে ফেলিল।
দাদা মোরে হরিনাম বারেক শুনাও।
রাতুল চরণ তব বক্ষ পরে দাও।।
অভয় চরণ আমি নয়নে হেরিব।
ওই মুখে হরিনাম কীর্ত্তন শুনিব।।
আমার শেষের আশা করহে পুরণ।
এত বলি সকরুণ করিছে রোদন।।
রসরাজ গাহিতেছে মধুর কীর্ত্তন।
হরি হরি হরিপাল ত্যজিল জীবন।।

স্বামী মহানন্দ পাগলের লীলা সাঙ্গ

শুন শুভ সমাচার ওহে ভক্তগণ।
স্বামী করে লীলা সাঙ্গ অপূর্ব্ব কথন।।
তের শত তের সালে চৈত্র মাসেতে।
জ্বল দেখা দিল আসি স্বামীর অঙ্গেতে।।
তালতলাবাসী ভক্ত শ্রীউমাচরণ।
ঐকান্তিক ভক্তি করে পাগল সেজন।।
পাগলের দেখিবারে আইল সুমতি।
অতঃপর চাপলীয়া করিলেন গতি।
তথা এক ভক্তা নামে শান্ত ঠাকুরাণী।
মহানন্দ পাগলেরে অনুগতা তিনি।।
তাহাকে আনিতে চলে শ্রীউমাচরণ।
চাপলীয়া গ্রামে গিয়ে দিল দরশন।।
শান্ত প্রতি বলে কতা শ্রীউমাচরণ।
লইতে এসেছি তোমা শুনহ বচন।।
পাগলের জ্বল হ'ল অতি ভয়ানক।
মনে হয় এবার ছাড়িবে ইহ লোক।।
এত শুনি শান্ত দেবী উঠিল নৌকায়।
নারিকেল বাড়ী এসে হইল উদয়।।
পাগলের ঠাঁই এসে পড়িল কাঁদিয়ে।
এইবার যাবে নাকি মোদিকে ছাড়িয়ে।।
স্বামী বলে নাহি জানি ঠাকুর কি করে।
কিছুকাল থাক মাতা আমার গোচরে।।

শান্তি ঠাকুরাণী থাকে পরিচর্য্যা তরে।
পাগলের কাছে থাকি হরিনাম করে।।
কিছুদিন থেকে শান্ত নিজবাসে গেল।
ধলগ্রামবাসীননী রাধামণি আইল।।
পাগলের পরিচর্য্যা করে প্রাণপণে।
প্রাণ তুল্য ভাবি ধনী সেবে নিশিদিনে।।
নড়াল বাসিনী হয় গোপাল জননী।
প্রাণ তুল্য পাগলেরে ভাবে সেই ধনী।।
সেও এসে পাগলের পরিচর্য্যা করে।
হরিনাম করে বসি পাগল গোচরে।।
পাগলের নারী দুর্গাদেবী ঠাকুরাণী।
রাধাকে যাইতে গৃহে বলিলেন বাণী।।
সে বাক্যেতে রাধামণি করে অস্বীকার।
গোপালের মাতা কহে পাগোল গোচর।
পাগলের মেয়ে হয় সাধনা নামিনী।
সেই নামে পরিচিতা পাগল ঘরণী।।
গোপালের মাতা কহে পাগলের ঠাঁই।
সাধনার মাতা কহে শুনহে গোসাই।
রাধামণি দিদিকে যাইতে বলে ঘর।
তাহাতে সে রাধামণি করে অস্বীকার।।
তাহাশুনি ক্রোধভরে পাগল ব'লেছে।
গৃহেতে যাইতে তাঁর ভাবসাব আছে।।
গৃহেতে যাইতে তার এ নহে সময়।
বুঝিয়ে বলিব আমি যখনে যা হয়।
এইভাবেতে কিছুদিন গত হ'য়ে যায়।
পাগল চাঁদের জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পায়।।
বহু ভক্তগণ এসে করি হরিনাম।
কোনমতে সেই জ্বর না হয় আরাম।।
পুনরায় এল শান্ত নারিকেল বাড়ী।
হরিনাম করে বসি সারানিশি ভরি।।
বহু ভক্ত এক ঠাঁই হ'ল নিশিকালে।
সকলেই সারানিশি হরি হরি বলে।।
পাগলের নিজ ভ্রাতা বাড়ে দশরথ।
পুনঃ পুনঃ মহেশেরে বলে দেখ হাত।।
রাধামণি শান্ত আর যাদব বিশ্বাস।
শ্রীগোপাল বাড়ে হয় চন্দ্রদ্বীপে বাস।
দীননাথ করে নাম নাহিক বিরাম।
সারানিশি একভাবে করে হরিনাম।।
স্বামী মহানন্দ বলে রাধামনি প্রতি।
দীনকে নিষেধ সবে করহ সম্প্রতি

রাধামনি দীননাথ ব'লেছে বচন।
নামক্ষান্ত কর পাগলের এ বচন।।
তাহাতেও দীননাথ শান্ত নাহি হয়।
হরিনাম করিতেছে আকুল হৃদয়।।
মনে ভাবে ছেড়ে যাবে আর নাহি পাব।
সম্মুখেতে কেঁদে কেঁদে বাসনা পুরাব।
ছেড়ে নাহি দিব আমি জীবন থাকিতে।
দাদা যদি ছেড়ে যায় বাঁচিব কি মতে।।
ইহা ভাবি নাহি ছাড়ে হরিনাম-ধবনি।
অন্তর জানিয়ে পাগল করে হেন বাণী।।
ওরে দীন বলি তোরে শোন মোর দাদা।।
আর না রাখিস বেঁধে ছেড়ে দেরে বাঁধা।।
তাহা শুন দীননাথ দ্বিগুণ বাড়িল।
ঘোর রবে হরিবলে কাঁদিতে লাগিল।।
মহেশ বিশ্বাস হস্ত পরীক্ষা করিল।
বিপরীত হেরি কা'কে কিছু না বলিল।।
যাদব বিশ্বাস করে পরীক্ষা তখন।
হস্ত ধরি শ্রীপাগল বলেন বচন।।
তুমি কি নাহি বুঝ বলহ সবায়।।
আহার করিতে হবে বলহ সবায়।
এহেন সময় এক শুন বিবরণ।
মহাপ্রভু কৃষ্ণপুরে ছিলেন তখন।
বাটী অভিমুখে যাত্রা করি দয়াময়।
নারিকেল বাড়ী যেতে প্রাণ ইচ্ছা হয়।।
সেই পথ ধরি এবে চল সর্ব্বজন
'মহানন্দ' দেখে যাব হইয়াছে মন।।
এত শুনি সর্ব্বজন সে পথ ধরিলভভ
নারিকেল বাড়ী যেতে মনস্থ করিল।
প্রভু বলে আমি ছাড়া কেহ নাই তার।
ম'তোগণ শুনে সবে করে হাহাকার।।
এ সময় মহানন্দ হইল পুলক।
সম্মুখেতে দেখিলেন পাগল গোলক।।
বলে আর মহানন্দ হৃদয় রতন।
তোকে নিয়ে নিত্যধামে করিব গমন।।
ক্ষণপরে আরম্ভিল গাত্র ছটফটি।
জীবন ত্যজিল শেষে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটি।।
রাধামণি শান্ত দেবী কর্ণে নাম দিল।
শ্রুতমাত্র বহুলোক ত্বরিতে আইল।।
এসে দেখে সব শেষ চলিয়া গিয়াছে।
আছাড়িয়া পড়ে দিন পাগলের কাছে।।

শোকসিন্ধু উথলিল নারিকেল বাড়ী।
ভূমে প'ড়ে ভক্তগণ যায় গড়াগড়ি।।
ধরাধরি করি কেহ সবাকে সান্ত্বায়।
কেহ কেহ মৌন হ'য়ে বসিল ধরায়।।
পুনরায় পড়ে ঢলি হায় হায় করি।
অবিরত ধারে দু'নয়ন বহে বারি।।
হেন মতে বহুক্ষণ কাঁদে সর্বজন।
কোন মতে শোকসিন্ধু না হয় বারণ।।
রাধামণি কাঁদে আর শান্ত ঠাকুরাণী।
দুর্গাদেবী কাঁদে ধরি চরণ দুখানি।।
হায় নাথ কোথা গেলে ছাড়িয়ে আমায়।
অনাথিনী ক'রে মোরে রাখিয়ে ধরায়।।
কেবা আছে এ সংসারে আমার বলিতে।
আমাকের করিয়ে লহ আপনার সাথে।।
এইমত কান্নাকাটি করে সর্ব্বজন।
সৎকার করিতে দেহ করিল মনন।
এদিকেতে মহাপ্রভু সুরগ্রামে এসে।
সকলে বন্দিল সবে চল নিজ বাসে।।
হয়ে গেছে যা হবার যাওয়া না হইবে।
ওড়াকাঁদী চল যাই ম'তোগণে সবে।।
কেহ যাও সেই দেহ করিতে সৎকার।
সবাকে বলিও এই বচন আমার।।
দ্রুত পদে গিয়ে কেহ সবাকে বলিল।
সৎকার করিতে সবে উদ্যোগ করিল।।
সবে মিলি স্বামীদেহ করেন সৎকার।
দীননাথ কেঁদে ফেরে করি হাহাকার।।
পাগলের তরে দীন হইল পাগল।
দাদা দাদা বুলি সার হইল কেবল।
এইভাবে স্বামী করে লীলা সম্বরণ
মহানন্দ প্রীতে সবে হরি বল সর্ব্বজন।।

✪✪✪✪✪

করপাড়া পাগলের অত্যাশ্চার্য্য লীলা প্রকাশ

স্বামী মহানন্দ করে লীলা সম্বরণ।
করপাড়া করে স্বামী মধুর ঘটন।।
শ্রীমধুমতী নামিনী এক ভক্তা হয়।
পাগল থাকিতে তার ছিল যে আশয়।।
পাগলের পদে ধনী কাঁদিয়ে বলিল।
কৃপা করি একবার মম গৃহে চল।।
মহোৎসব করিবারে ক'রেছি আশায়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে দয়াময়।।
স্বামী মহানন্দ বলে পুরাব বাসনা।
কিন্তু তাহা দৈব্যচক্রে পুরণ হ'ল না।।
তার পূর্বে লীলাসাঙ্গ পাগল করিল।
শুনিয়ে সে প্রিয় ভক্তা কনেক কাঁদিল।।
হাহা প্রভু ছেড়ে গেল না পুরিল আশা।
একেকালে ভেঙ্গে গেল সে আশার বাসা।
আমাকে বৈমুক হ'লে অবলা বলিয়ে।
আজ কোথা চলে গেল এ বিশ্ব ছাড়িয়ে।।
কোথা গিয়ে পাব তোমা কোন দেশে যাব।
মনের বেদনা গিয়ে কারি কাছে কব।।
কেবা আছে হেন বন্ধু এ বিশ্ব জগতে।
শান্তিবারি করে দান আপন গুনেতে।
এই মত কাঁদে ধনী আকুল হৃদয়।
মৃত্যু পরে দুইদিন গত হ'য়ে যায়।
করপাড়া সেই গৃহে পাগল উদয়।
পাগলে হেরিয়ে মধু স্মৃতিহারা প্রায়।
স্মরণ নাহিক তাঁর মরেছে পাগল।
বিস্মরণ হয়ে মুখে বলে হরি বোল।।
পাগলের পদ ধৌত করিয়ে সত্বর।
গৃহমাঝে বসাইল শয্যার উপর।।
সযতনে বলে বাণী পাগল তখন।
ক্ষুদিত হ'য়েছি মাগো করহ রন্ধন।
এই শুনি সেই ধনী রন্ধন করিল।
আঁখিজলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইল।
বহুবিধ ভাবে দ্রব করিল রন্ধন।
অতঃপর মহানন্দ করেন ভোজন।।
বাসনা করিয়ে পূর্ণ স্বামী মহানন্দ।
মিষ্ট বাক্যে সে ধনীকে দান মকরন্দ।
কিছুক্ষণ পরে তিনি করেন গমন।
সেই মেয়ে পথে বসি করেন রোদন।।
গৃহে এসে সেই মেয়ে ভাবে মনে মন।
কি হইনু কি করিনু না বুঝি কারণ।
শুনিছি পাগল করে লীলা সম্বরণ।
পাগলের বেশ ধরি এল কোন জনে।।
তা হ'লে কি মিথ্যা কথা শুনেছি শ্রবনে।
তাই হবে না হলে তিনি আসিবে কেমনে।।
মরেনি পাগলচাঁদ মিথ্যা সে সংবাদ।
এত ভাবি মনে মনে পাইল আহ্লাদ।।

পুন ভাবে নারিকেল বাড়ী কল্য যাব।
সঠিক বারতা নিজে জানিয়া আসিব।।
এইমত ভেবে করে নিশি জাগরণ।
প্রভাতেতে সেই ধনী করিল গমন।।
পাগলের রূপ চিন্তা করিতে করিতে।
হরি বলে সেই ধনী চলিলেন পথে।।
পাগলের তরে প্রাণ হইল পাগল।
পাগল বলিয়া চ'ক্ষে ঝরে আঁখিজল।।
নারিকেল বাড়ী ক্রমে হইল উদয়।
চেয়ে দেখে সর্ব্বজন নিরুৎসবময়।।
বিষাদে পুর্ণিত হয় সবাকার মন।
সকলের চ'খে বারি হ'তেছে পতন।।
মনে ভাবে একি হেরি ভাব বিপর্য্যায়।
দুর্গামনি দেবী প্রতি কেঁদে কেঁদে কয়।।
ওগো মাতা কিবা হেরি ভাব বিপর্য্যয়।
হেরিয়ে সবার ভাব বিদগ্ধ হৃদয়।
কেঁদে কহে ঠাকুরাণী কি শুনিব আর।
লীলা সাঙ্গ করিয়েছে পাগল তোমার।।
সে ধনী কাঁদিয়ে বলে কবে মরিয়েছে।
ঠাকুরাণী বলে তিন দিবস হ'য়েছে।।
মধুমতী বলে মাতা কি আর বলিব।
বড় অভাগিনী আমি কি আর শুনাব।।
কাঁদিয়ে পড়িল ধনী ধরণী উপর।
নিবারিতে নারে খায় আছাড় পাছাড়।।
আহারে পাগলচাঁদ কল্য দেখা দিয়ে।
ফাকি দিলে মোরে অভাগিনী রে বলিয়ে।।
কল্য গিয়ে মোর ঠাঁই বলে ক্ষেতে দাও।
বিলম্ব করিব নাগো সত্বর খাওয়াও।।
মনে নাহি কোন ভাব জাগিল আমার।
ব্যস্ত চিতে বাবা মোর করিল আহার।।
পূর্বে যদি জানিতাম যাইবে চলিয়ে।
বেধে রাখতান তারে অঞ্চল যে দিয়ে।।
আহারে নিষ্ঠুর গেল ফাঁকি দিয়ে মোরে।
হায় বিধি কি করিলি কি কহিব তোরে।।
এমত বিলাপ করি কাঁদে উভরায়।
শ্রুতমাত্র সর্ব্বজন করে হায় হায়।।
বাতাহত বৃক্ষবত ভূমেতে পড়িল।
আঁখিজলে সবাকার বসন তিতিল।।
কেহ বলে মাগো বড় ভাগ্য ছিল তোর।
পেয়ে ও হারালি পুন সেই মনচোর।।
মধু বলে হায় আমি আগে নহে জানি।
হেনভাবে দিবে ফাঁকি মোর গুণমণি।
এত বলি পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।
অনেক প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা হইল।।
হেনভাবে লীলা সাঙ্গ করে মহানন্দ।
কেবা আর জীব প্রাণে দানিবে আনন্দ।।
নিত্যনন্দ সম কেবা করুণা করিবে।
মা'র খেয়ে কেবা বল প্রেম বিতরিবে।।
দীননাথ অন্ধকার দেখে সর্বস্থান।
যতা ততা বসি রহে শোকাবিষ্ট প্রাণ।।
মহানন্দ পাগলের করুণা বর্ত্তিল।
পাগলের লীলা সাঙ্গ হরি হরি বল।

স্বামী মহানন্দের বিয়োগে ম'তোদের খেদ ও দীন পাগলের উপাখ্যান

স্বামী মহানন্দ ছিল প্রেমের পাগল।
অনুক্ষণ ফিরে সদা ব'লে হরিবল।।
পাগলের সঙ্গী ছিল যত ম'তোগণ।
তালতলাবাসী হয় মতুয়া সুজন।।
শ্রীযাদব নিত্যানন্দ গোবিন্দ গোঁসাই।
পাগলের প্রেমে আনন্দের সীমা নাই।
দেবাশুর গ্রামে ছিল সুর্য্য নারায়ণ।
কৈলাশ বিশ্বাস হয় তাঁহার নন্দন।
দৈবযোগে একদিন পাগল দেখিল।
দেখামাত্র মন প্রাণ হরণ করিল।।
সে হইতে শ্রীকৈলাশ মতুয়া হইল।
পাগলের সঙ্গীবেশে দলেতে মিশিল।।
পাগলের অনুগত হইল ক্রমেতে।
সর্ব্বদাই থাকে যেন বিমুগ্ধ প্রেমেতে
ওড়াকান্দী যাতায়াত পাগলের সনে।
বড় ভালবাসা পায় মহাপ্রভু স্থানে।।
পাগলের রূপ ছবি হৃদয় অঙ্কিত।
পাগলেরে বলিতেন ব্যাথার ব্যথিত।।
কৈলাসের পিতা মাতা বয়োমধ্য কালে।
এ হেন সন্তান পেল তপস্যার ফলে।
তপস্যার ফল অতি ফলিল উত্তম।
মহানন্দ পাগলের সঙ্গী নরোত্তম।।

আর সঙ্গী পাগলের কানাই ঠাকুর।
হরিনাম করে বড় মধুর মধুর।।
চন্দ্রদ্বীপ বাসী হয় মহেশ সুজন।
প্রভুর কৃপায় পেল দুইটি নন্দন।।
প্রথমতঃ শ্রীকানাই পরে বলরাম।
দুই ভাই যেন হয় কৃষ্ণ-বলরাম।।
পুত্রকে ডাকিতে লওয়া হবে কৃষ্ণনাম।
তাই ভেবে রাখিলেন পুত্রদের নাম।।
একদিন মহানন্দ পাগল আসিয়ে।
বলরাম নিকটেতে বলেছে হাসিয়ে।।
তোমার দাদাকে আমি চাইহে কৃষাণ।
দুই চারি দিন মোরে দেহ মতিমান।।
বলরাম বলে তা কি সম্ভবে কখন।
অঙ্গ শিহরিয়ে উঠে শুনিয়ে বচন।।
তব যোগ্য কৃষাণ কি মোর দাদা হয়।
আমার প্রাণেতে তাহা কভু না কুলায়।।
স্বামী মহানন্দ বলে শুনহে বলাই।
হ'ক্ বা না হ'ক তাহে কোন দায় নাই।।
পার কি না পার দিতে তাই কহ মোরে।
বুঝিয়া লইব আমি পারে কি না পারে।।
বলরাম বলে যদি তব যোগ হয়।
দাদাকে লইয়া যাও নাই মোর দায়।।
এত বলি মহানন্দ কানাইকে লইল।
সে অবধি শ্রীকানাই মতুয়া হইল।।
আর হয় একজন পাগলানুগত।
মিঞা গ্রামবাসী হয় তারিণী মহন্ত।
সেই গৃহে মহানন্দ যাতায়ত করে।
তারিণী করিত পূজা ভকতি অন্তরে।।
দলবদ্ধ হ'য়ে নহে করিত ভ্রমণ।
গৃহে থেকে করিতেন পাগল পূজন।।
তারিণী ব্যতিত হয় সঙ্গী যত জন।
পাগলের সঙ্গে সদা করিত ভ্রমণ।।
নানা দেশে নানা খেলা খেলিয়ে বেড়ায়।
প্রেমানন্দ পেত সদা কহন না যায়।।
যে যে দেশে ভ্রমিতেন পাগলের সনে।
প্রেমে মুগ্ধ করিতেন নরনারী গণে।।
প্রেমার্ণবে ডুবাইয়া বহু বহু দেশ।
কখন কখন আসিতেননিজ দেশ।।
সমর্পিত প্রেমধন জীবের বিলায়।
অন্তর থাকিত সদা প্রেমানন্দময়

লীলামৃত গন্থমাছে লিখেছে রসনা।
অশেষ বিশেষ ভাবে ক'রেছে বর্ণনা।।
মহানন্দ নিত্যানন্দ ছিল নদীয়াতে।
মহানন্দ রূপে এল জীব নিস্তারিতে।।
বহু জীবে হরিনাম করিলেন দান।
অতঃপরে করিলেন লীলা সমাধান।।
পাগলের বিয়োগেতে যত সঙ্গিগণ।
বিচ্ছেদ অনলে দগ্ধ সবাকার মন।
অনুক্ষণ সর্ব্বজন কাঁদিয়ে' বেড়ায়।
পাগল পাগল বলে করে হায় হায়।।
কাহারো সনেতে কারে হ'লে দরশন।
আকুল হইয়া দোহে করিত রোদন।।
বলিবার শক্তি আর কভু না থাকিত।
হায় হায় বলি অম্নি ঢলিয়া পড়িত।।
এই ভাবে কাঁদে যত প্রিয় সঙ্গী যারা।
কেঁদে কেঁদে সবে মিলি হ'ত স্মৃতিহারা।
কৃষ্ণ অদর্শনে যথা ব্রজ সখাগণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সদা করিত রোদন।।
প্রাণশূর্ণ দেহ সম থাকিত ব্রজেতে।
সেই মত হ'ল দশা সঙ্গীগণ ভীতে।।
শ্রীযাদব বিশ্বাস যে চিন্তিলেন মনে।
কেমনেতে চলিব এসে কান্ডারী বিহনে।।
অতএব আছি মোরা যাত সঙ্গিগণ।
এক ঠাঁই হ'য়ে দেখি ক'ার কি মনন।
এতেক ভাবিয়ে নিত্যানন্দকে বলিল।
ম'তোগণে ডেকে পরে সভা করা হ'ল।।
যাদব বিশ্বাস কহে ম'তোগণ ঠাঁই।
মনের বেদনা বলি শুন যত ভাই।।
কেঁদে কেঁদে শ্রীযাদব ব'লেছে তখন।
কিবা গতি আমাদের হইবে এখন।।
পাগল গিয়েছে সবে পাগল করিয়ে।
পাগল বিহনে এবে ফেটে যায় হিয়ে।।
কা'র সনে সেইমত করিব ভ্রমণ।
সেইমত প্রেমানন্দ কে দিবে এখন।।
পুত্রের মতন কেবা পালন করিবে।
বল দেখি ভ্রাতাগণ কি দশা হইবে।।
বলিতে নাহিক পারে ঢলিয়ে প'ড়েছে।
বিচ্ছেদ-অনলে হৃদি বিদগ্ধ হ'তেছে।।
বিচ্ছেদ অনল আছে সবার হৃদয়।
ঘৃতাহুতি পেয়ে অগ্নি দ্বিগুন বাড়ায়।।

সভামাঝে সে অনল ছড়িয়ে পড়িল।
হাহা মহানন্দ বলে গর্জ্জন করিল।।
সবাকার হৃদি গৃহে পুড়ে হ'ল ছাই।
বাহ্য স্মৃতি হারাইয়ে লুটিছে সবাই।
নীরবে নিস্তব্ধ হয় মতুয়ার গণ।
প্রাণহীন সম সবে ধুলায় পতন।।
হেরিয়ে ভক্তের দুঃখ ভকত-রঞ্জন।
ওড়াকাদী থেকে করে কৃপা বরিষণ।।
ক্রমে মতুয়ার গণ সুস্থির হইল।
সবাকার হৃদে এক যুকতি আসিল।।
কেহ বলে সেই বংশ হ'তে একজন।।
সঙ্গী ক'রে এস মোর করিব ভ্রমণ।
পাগলের কৃপা যদি পড়ে তাঁর প্রতি।
নির্ব্বাপিত হবে সবে এ বিচ্ছেদ বাতি।।
পাগলের কৃপা হ'লে ঘচিবে বেদন।
অতএব ধর সে বংশের একজন।।
এমত করিয়ে ধার্য্য মতুয়ার গণ।
বিচ্ছেদ-অনল শিখা করে নিবারণ।।
অপরে আই সবে নারিকেল বাড়ী।
দীননাথে ডাকিলেন সবে তাড়াতাড়ি।।
সবাকার শক্তি দিয়ে করিল পাগল।
সে হইতে দীননাথ হইল পাগল।
মতুয়ার আর্শীর্ব্বাদে প্রভু কৃপাবল।
তাই পেয়ে দীননাথ হইল পাগল।।
ভাবোন্মত্ত দীননাথ হ'ল ক্রমে ক্রমে।
হরিনাম করে সদা গিয়ে ভক্তাশ্রমে।।
কড়িগ্রাম সুরগ্রাম সে বারখাদিয়া।
যৎকুরা নড়াইল গ্রাম বেথুড়িয়া।।
সীতারামপুর কিম্বা শ্যাম নড়াইল।
বিদ্যধর রামদিয়া আর ধিরাইল।।
এই সব গ্রামে গিয়ে করে ঠাকরালী।
আরোগ্য করিত রোগ হরি হরি বলি।।
ওলাউঠা অতিসার দ্বাহিক ত্র্যাহিক।
বিসুচিকা ম্যালেরিয়া রস পৈতৃক।।
যেবা রোগে যেইজন ঠেকিতেন দায়।।
কেঁদে গিয়ে ধরিত সে পাগলের পায়।
হরি গুরুচাঁদ নামে করিয়ে হুঙ্কার।
আরোগ্য করিত ব্যাধি নাহি অবসর।।
অনুরাগ ভরে করে হরিনাম ধ্বনি।
দুরে যেত সেই রোগ নামধ্বনি শুনি।।
নাম করিতেন বসি রোগীর নিকটে।
পরিত্রান পেত সেই বিঘোর সঙ্কটে।।
মহা অনুরাগ ভরে করিত ভ্রমণ।
ক্রমে ক্রমে হ'ল তার বহু ভক্তগন।
মহা ভাবোন্মত্ত হয়ে ফিরে প্রতি গ্রামে।
বহু রোগী হয় আরোগ্য হরিচাঁদ নামে।।
সঙ্গে থাকিতেন যাঁরা লভিত আনন্দ।
বহু গৃহে যেয়ে তারা করে প্রেমানন্দ।।
কেহ কেহ বলিতেন বল হরিবোল।
দীনাথ দেহে বুঝি মিশেছে পাগল।।
তাই হেন রাগভরে বলে হরিবোল।
পাগলের বংশধর হইল পাগল।
কীর্ত্তনে দীননাথের মহাভাব হ'ত।
বিমর্ষ আকার হরি ধুলায় পড়িত।।
রক্তবর্ণ হ'ত তার নয়নের তারা।
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু বয়ে যেত ধারা।।
প্রেমে মেতে করিতেন উলম্ফ প্রলম্ফ।
অনুমান হ'ত যেন হয় ভুমিকম্প।।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমিতেন কুমারের চাক।
বাবা হরিচাঁদ বলি ছাড়িতেন ডাক।।
হরিচাঁদ বলি ডাকে ছড়িত যখন।
সু-মেরুর ছড়া যেন হইত পতন।।
বক্র হ'য়ে ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়ে বেড়ায়।
যেজন হেরিতে তাঁর হ'ত ভাবোদয়।।
এই ভাব করিতেন কীর্ত্তনের ভীতে।
অনুক্ষণ মহাভাব হৃদয় মাঝেতে।।
এইভাবে দীননাথ পাগল হইল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆

অশ্বিনীর পুনরায় বিদেশ ভ্রমণ

শ্রীঅশ্বিনী প্রেমে মত্ত থাকে অনুক্ষণ।
অনুক্ষণ প্রেমানলে দহে তনু মন।।
মনে ভাবে পুনরায় গৃহত্যাগী হ'ব।
পাগল ছাড়িয়ে গেল কি সুখে বাঁচিব।।
রমণীর ঠাঁই বটে থাকিতেন ঘরে।
এক কন্য এক পুত্র কিছুদিন পরে।।
হঠাৎ পড়িল মনে কি কর্ম্ম ক'রেছি।
অনুমানি প্রভু পাশে দোষী হইয়েছি।।

এত ভাবি শ্রীঅশ্বিনী আকুল হইল।
ক্রমে অনুরাগ ভাব বাড়িতে লাগিল।।
কারে কিছু নাহি বলে রহে চুপ করি।
হরি নাম করে বসি দিবা বিভাবরী।।
রমণীর কাছে থেকে থাকিতেন দূরে।
খল্লাতাত -ভগ্নি বহু বিরক্ত সে করে।।
সহিতে নারিয়ে তাহা হইল বাহির।
কর্কশ বাক্যেতে সেই ক'রেছে অস্থির।।
মনে ভাবে হায় হায় কি করি এখন।
কা'র ঠাই বলি আমি মনের বেদনা।।
প্রেমের অনল ক্রমে বর্দ্ধিত হইল।
হেরিয়ে বিবেক ভ্রাতা নাচিতে লাগিল।।
শ্রীগুরু তারক চন্দ্র আর মহানন্দ।
প্রেম মৃত বরিষিল হইয়ে আনন্দ।।
সহায় হইল রত্নের মন পবন।
ভীমবেগে প্রেমানল বাড়ে অনুক্ষণ।।
ধর্ম্ম পুন্য গৃহশুন্য হইল তখন।
মহামায়া ছেড়ে যায় করিয়ে রোদন।।
এই মত হ'ল দগ্ধ কিছু না রহিল।
বিবেকের সহায্যেতে সর্বত্যাগী হ'ল।।
লোকের আবাস ছাড়ি তড়িত গমনে।
পশ্চিম দেশেতে চলে অতি সঙ্গোপনে।।
ক্রমে ক্রমে বহুদুর করিল প্রয়াণ।
হরিগুরুচাঁদ বলি আকুল পরাণ।
কোন দিকে চলে ধেয়ে চিত্ত নহে স্থির।
অবিশ্রান্ত ভাবে বহে দুনয়নে নীর।।
হাসে কাঁদে প্রেমে মেতে হ'ল স্মৃতিশূণ্য।
বেহালের বেশে চলে যেন দীন দৈন্য।।
কোন লোক সনে পথে হ'ল দরশন।
দরশন মাত্র সেই হারায় চেতন।।
কেন যেন হয় তার দায়ার সঞ্চার।
গৃহে নিতে চেষ্টা করে করি সমাদার।।
তারগৃহে গিয়ে অল্প সময় থাকিত।
মিষ্ট ভাষ বলি পুন বিদায় হইত।।
এই মত ভাবে ক্রমে চলিত লাগিল।
কুম্ভমেলা স্থানে গিয়ে উদয় হলি।।
নানারূপ ভাবে শোভা হয় সেই স্থান।
শূন্যভরে বহুলোক ক'রেছে প্রয়াণ।।
বহুলোক সমাগম হ'য়েছে তথায়।
যে যাহার ইচ্ছামত ভ্রমিয়ে বেড়ায়।

মহারত্ন সেই স্থানে রয়েছে বসিয়া।
আঁখিজলে বক্ষঃস্থল যেতেছে ভাসিয়া।।
জুড়াইতে নাহি পারে করে হায় হায়।
জীবন হ'তেছে দগ্ধ বিরহ জ্বালায়।।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে উন্মাদ লক্ষণ।
দেখিয়ে চিনিল যত মহতের গণ।
মহাযত্ন করি তারা রত্নকে লইল।
অশ্বিনীর পদে কেহ প্রণাম করিল।।
মহারত্ন হরি বলে ঢলিয়া পড়িল।।
পুনরায় যত্ন করি তুলিয়া লইল।
সর্ব্বলোকে চমৎকার হইল তখন।
চেয়ে দেখে কালো অঙ্গে উজ্জ্বলে কিরণ।
মহা ভাবময় চিত্ত প্রেমরসে পোরা।
রক্তবর্ণ অশ্বিনীর হ'ল আঁখিতারা।
কি যেন হারিয়ে সদা করি হায় হায়।
হায় হায় করিতেছে গৌরাঙ্গের প্রায়।।
উহু উহু করি শুধু করিছে রোদন।
তাহা হেরি কাঁদে তথা বহু বহু জন।।
এ সময় মহারত্ন মৃতের সমান।
প্রেম সিন্ধু মাঝে ডুবে হয়েছে অজ্ঞান।।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ঢেউ খেলে।
প্লাবিত হ'য়েছে অঙ্গ প্রেমের হিল্লোলে।।
দুই তিন শত লোক তথা আমদানী।
বহুলোক কাঁদে যথা প্রেমিক অশ্বিনী।।
কেবা বুঝে কাঁদে সবে কিসের লাগিয়া।
কেন বা প'ড়েছে ধারা বয়ান বাহিয়া।।
এই মত ভাব হ'ল দ্বিতীয় প্রহর
ক্রমে ক্রমে হ'ল সবে চৈতন্য সঞ্চার।
রত্নের প্রতি যে সবে করে নিরীক্ষণ।
চেয়ে দেখে মহারত্ন আছে অচেতন।।
চৈতন্য করায় সবে করি মহাযত্ন।
ক্রমে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ল শ্রীঅশ্বিনী রত্ন।
ব্যস্ত হ'য়ে কেহ কেহ শুশ্রুষা করিল।
সুস্থির হইয়া রত্ন ভূতলে বসিল।।
যত্ন করি অশ্বিনীকে নিল কেহ ঘরে।
বসিলেন শ্রীঅশ্বিনী তাহার বাসরে।।
ক্রমে ক্রমে বহুলোক হইল তথায়।
কীর্ত্তন শুনিবে ব'লে ইচ্ছুক হৃদয়।।
মহারত্ন মন জেনে ধরিল কীর্ত্তন।
প্রেমের সাগর মাঝে হইয়া মগন।

হরিদাস খুজে নহে পাইনু ত্রিলোকে।
পরিচয় দিয়ে শুধু মিছে ভুল বকে।।
এই মত পদ করি ক'রেছে কীর্ত্তন।।
স্তম্ভিত হইয়ে সবে ক'রেছে শ্রবণ।।
গান শুনি যেন সবে হইল তন্ময়।
আঁখি জলে সবাবার বক্ষ ভেসে যায়।।
ধৈর্য্য হারা হ'য়ে কেহ পড়িল ধরায়।
হায় হায় করি কেহ গড়গড়ি যায়।।
কেহ গিয়ে রতনেরে জড়িয়ে ধরিল।
স্পর্শ মাত্র অচেতন হইয়া পড়িল।
অশ্বিনীর পদ কেহ ধরিল মস্তকে।
বাহ্যস্মৃতি হারাইয়ে কাঁদে রুকে- রুকে।
পুনরায় প্রেমসিন্ধু উথলে উঠিল।
মহাবেগে প্রেমনিধি গর্জ্জিয়ে চলিল।।
নগর মাঝেতে গিয়ে করিল গমন।
বহু নরনারী তথা হ'ল আগমন।।
হইল দ্বিতীয় মেলা মহারত্ন ঠাঁই।
কান্নাকাটি বিনে আর অন্য কিছু নাই।
যেবা এল সে পড়িল প্রেমের দরিয়ায়।
ভুমিতলে পড়ি সবে করে হায় হায়।।
কুম্ভকের বহু সাধ আইল দেখিতে।
কি যেন কি হেরে কাঁদে ব্যাকুলিত চিতে।।
কেহ বা আশ্বার্য্য হ'ল করি দরশন।
মনে ভাবে কেবা এই পুরুষ রতন।।
কোন দেশে হয় বাস কোথা হ'তে এল।
কুম্ভমেলা একেবারে প্লাবিত করিল।
এমন মধুর ভাব এদেহে বর্ত্তেছে।
প্রেমময় রাজ্য মাঝে বিরাজ ক'রেছে।
অষ্টস্বাত্তিক বিকারের পূর্ণ দশা হেরি
কেবা এমন ধন্য আহা মরি মরি।।
এই মত ভাবে রত্ন তিন দিবা থাকি।
সবাকার পাশে রত্ন যেন প্রাণ পাখি।
মৃত্তিকায় থাকিবারে না দেয় কখন।
মহাযত্নে রাখে সবে পাবে না এমন।।
কোন ক্রমে নাহি পারে হইতে নিরস্ত।
পালাবার হেতু প্রাণ হইলেন ব্যস্ত।।
একদা নিশীথে শেষে পাইয়ে সময়।
হরিদ্বার অভিমুখে মহাবেগে ধায়।।
বহুদুর অতিক্রম করিয়া চলিল।
এদিকেতে দিনমনি ক্রমে দেখা দিল।।
জেগে দেখে সব লোকে সে রতন নাই।
বিস্মিত হইয়ে সবে ভাবিতেছে তাই।।
বহু অন্বেষণ করি রত্নে না পাইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆☆

অশ্বিনীর হরিদ্বার গমন ও মহাপ্রভুর আহ্বানে স্বদেশে প্রত্যাগমন

তথা হইতে মহারত্ন চলিল হাটিয়ে।
রাস্তা ঘাট জ্ঞান নাই চলেছে কাঁদিয়ে।।
প্রেমানলে অনুক্ষণ দহে হৃদিমাঝ।
ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে বলে কোথা রসরাজ।।
ক্ষণে বলে মহানন্দ ক্ষণে গুরুচাঁদ।।
এইমত ভাবে সদা ভাসে আঁখিজলে।
চলিতে না পারে ক্ষণে বৈসে ভুমিতলে।।
দুর্গম হরিদ্বারের সুবিস্তৃত পথ।
গাড়ী ট্রেন বিনে নাহি লোক যাতায়ত।
ক্ষণে হয় মরুভূমি কোথাবা পর্ব্বত।
কোথাবা লঙ্ঘিতে হয় সুড়ঙ্গের পথ।।
এমত দুর্গম পথে চলিল হাটিয়ে।
কখন বা গ্রাম ঘর যেতেছে লঙ্ঘিয়ে।।
প্রেমাবেশে মত্ত সদা ভাসে আখিনীরে।
ক্ষণে মহাবেগে ধায় ক্ষণে চলে ধীরে।।
হেলিয়ে দুলিয়ে ক্ষণে ক'রেছে গমন।
উগ্রবেশে ক্ষণে ক্ষণে চ'লেছে রতন।।
কোথা যাবে কি করিবে কভু নহে স্থির।
ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে কেঁদে হ'তেছে অস্থির।।
পথি মধ্যে একব্যক্তি সনে দরশন।
রত্ন ঠাঁই জিজ্ঞাসিল করিয়া যতন।
কোথায় বসতি তব যাইবে কোথায়।
কৃপা করি একবার দেহ পরিচয়।।
রতন চাহিবা মাত্র মুদিল নয়ন।
ভুবন মোহিনী মুক্তি কমল বদন।।
আখি মুদে বলে মাতা নাহি বাড়ী ঘর।
মনেতে আশয় কর যেতে হরিদ্বার।।
নারী কহে হরিদ্বার বেশী দুর নাই।
আমার আশ্রমে এবে চলুম গোঁসাই।
পুরুষ নাহিক আমি থাকি একাকিনী।।
সুখে দুঃখে কোন ক্রমে কাটাই যামিনী।।

জনম দুঃখিনী আমি অতি ভাগ্যহীনা।
আমাকে করুণ ধন্য দিয়া কৃপাকণা।।
এত শুনি মহারত্ন ভাবে মনে মন।
কোথা আছ হরিচাঁদ বিপদ ভজন।।
পুরুষ বিহনে ধনী একাকিনী রয়।
না জানি কি ভাবে দেবী সম্ভাষে আমায়।।
কিম্ব কোন মায়াবিনী এই সেই ললনা।
না জানি কিভাবে মোরে করিছে ছলনা।।
কর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে বসিল ধরায়
কেঁকে কেঁদে সেই ধনী ধুলায় লোটায়।।
হায় প্রভু অভাগিনী করিয়েছে মোরে।
তাই নহে যেতে চাও দুঃখিনীর ঘরে।।
এরূপ বিলাপ করি কাঁদিছে রমণী।
আখি জলে সেই স্থানে ভাসাই ধনী।।
কে বোঝে প্রভুর খেলা কতই মধুর।
যেইজন বুঝে ভবে সেই বড় চতুর।
কা'কে দিয়ে কা'কে ধরি রাখে ফিরাইয়া।
কাহাকে বা পরিত্রাণ করে কা'কে দিয়া।।
রমণীর ক্রন্দনেতে দায় উপজিল।
সেই নারী প্রতি রত্ন বলিতে লাগিল।।
কেন মাতা হেনভাবে করিছ রোদন।
বিশ্বমাঝে আমি হই অতি অভাজন।।
দাঁড়াইতে স্থান মাগো নাহিক ধরায়।
ভব সাগরেতে ভাসি শেলকার প্রায়।।
এমত বলিয়ে রত্ন কাঁদিতে লাগিল।
আখিজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল।।
উঠিলেক প্রেম ঢেউ দোহাকার অঙ্গে।
দোহে মিলি ভেসে যায় প্রেমের তরঙ্গে।।
ধরাধরি করি দোহে কাঁদিতে লাগিল।।
বহুক্ষণ করি দোহে সুস্থির হইল।।
পরেতে চলিল নারী অশ্বিনীকে নিয়ে।
উপনীত হয় নিজ আবাসেতে গিয়ে।।
মহারত্ন তিন দিবা অনাহারী ছিল।
যতন করিয়ে ধনী স্নান করাইল।।
সেবা অন্তে মহারত্ন অবশ হইল।
নিদ্রার আবেশে তথা বিশ্রাম করিল।।
এদিকেতে সর্ব্বস্থানে ব্যক্ত যে হ'য়েছে।
মহারত্ন গৃহ ছেড়ে পশ্চিমে গিয়েছে।।
শুনে যত ম'তোগণে বিষাদিত মন।
অশ্বিনীর মত নাই প্রেমিক সুজন।।
দেশশুদ্ধ লোকে যেন গণিল হুতাশ!
অশ্বিনীর তরে যেন বাড়ে হা হুতাশ।।
একদিন বিচরণ পাগল যে জন।
গুরুচাঁদ পাশে গিয়ে দেন দরশন।
প্রভু বলে বিচরণ জান কি সে কথা।
আমার অশ্বিনী নাকি চলে গেছে কোথা।
কোন দেশে গেল বল কিসের লাগিয়া।
আসিবে না আর নাকি এ দেশে ফিরিয়া।।
ফিরে যদি না আইসে কি হবে উপায়।
অশ্বিনীর তরে মম হৃদি দগ্ধ হয়।।
অতএব বিচরণ চলি যাও ত্বরা।
দেখ গিয়ে কোন দেশে পাও তাঁর ধরা।
আমার আদেশ তাঁরে যতনে সুধাও।
সমাদর করি তাঁরে সত্বরে ফিরাও।।
বহু কর্ম্ম বাকী তাঁর এখনও র'য়েছে।
সত্বরে আনিয়ে তাঁরে দাও মম কাছে।।
ব্যাকুলিত চিত্তে কহে বিচরণ পাশ।
থেকে থেকে বিচরণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।।
পুনরায় মহাপ্রভু বলেন বচন।
এখনও দাঁড়িয়ে রলি ওরে বিচরণ।
অশ্বিনীর লাগি বুঝি নাহি কাঁদে প্রাণ।
রয়েছিস একনও হ'য়ে ধৈর্য্য বান।
এত শুনি বিচরণ বলে মনোদুঃখে।
খুজে পায় এ জগেত কবে বা কাহাকে।
লোক পাঠাইতে হবে কেন তার উদ্দেশ্যে।
আপনার ইচ্ছা হ'লে সেত ফিরে আ'সে।।
প্রভু বলে না ডাকিলে ফিরে না কখন।
ডেকে আনো গিয়ে তারে ওরে বাছাধন।
বিচরণ বলে সে'ত বেশী দূরে নয়।
ডাকিলে সে'ত ফিরিবে নাহিক সংশয়।।
এত শুনি মহাপ্রভু উঠিয়ে দাঁড়ায়।
উর্দ্ধবাহু করি বলে আয় বাপ আয়।
আয়রে অশ্বিনী তুই দেশে ফিরে আয়।
আমাকে ছাড়িয়ে বাপ যাবিরে কোথায়।
একডাক দুইডাক তিনডাক দিল।
বিচরণ বলে ইহা অশ্বিনী শুনিল।
প্রভুর মধ্যম পুত্র সুধন্য কুমার।
অশ্বিনীর নাম শুনি লাগে চমৎকার।।
মনে ভাবে ফিরে বুঝি আসিল অশ্বিনী।
নহে কেন ডাকে পিতা অশ্বিনী অশ্বিনী।।

এত ভাবি আইলেন প্রভুর গোচরে।
চারিদিকে করে লক্ষ্য তবু নাহি হেরে।।
কোথাও না দেখিবারে পেল অশ্বিনীকে।
আশ্চার্য্য গণিল বটে হৃদি দহে দুঃখে।।
কই সে অশ্বিনী দাদা কোথাও না হেরি।
পিতা কেন হেন ভাবে ডাকেন ফুকারি।।
কাকে-কিছু না বলিয়ে গৃহে প্রবেশিল।
বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি প্রপাত হইল।
বড় ভালবাসিতেন অশ্বিনী কুমারে।।
সম প্রাণ ছিল যেন কুমারে কুমারে।।
সে সব লিখিতে সাধ্য নাহিক আমার।
বর্ণনা অতীত তাহা কে বর্ণিবে আর।।
বিস্তারিয়া কতটুকু করিব লিখন।
অধিকের হয়ধিক দোঁহার মিলন।।
এদিকেতে মহাপ্রভু বলে বিচরণে।
ফিরিবে ত'সে অশ্বিনী এই ডাক শুনে।।
বিচরণ বলে পিতা ফিরিবে নিশ্চয়।
এই বার্ত্তা গিয়ে বন্দি ক'রেছে তাহায়।।
তারেতে জড়িয়ে তারে করিবে বন্ধন।
হেন শক্তি নাই তাহা করিবে লজ্ঘন।।
এইভাবে বিচরণে পরীক্ষা করিল।
কত শক্তি বিচরণে দান ক'রেছিল।।
ওদিকেতে সে অশ্বিনী পড়িয়েছে ধরা।
আঁখিজলে অশ্বিনীর ভাসে আঁখিতারা।।
নিদ্রাভঙ্গে কাঁদিতেছে আকুল পরাণে।
সে নারী ব'লেছে তুমি কাঁদ কি কারণে।
বিশ্ব কাঁদে যার তরে তাঁরে রেখে দেশে।
কাঁদিয়ে ফিরিছ কেন এসে দুর দেশে।।
নিজদেশে যাহ সাধু এদেশ ছাড়িয়ে।
আকুল হ'য়েছে সবে তোমা না হেরিয়ে।।
মনের মানুষ যিনি তব প্রাণপাখী।
তোমা লাগিয়ে তিনি আছেন বড় দুঃখী।।
সত্বরেতে নিজদেশে করহ ভ্রমণ।।
এই মত বলে যদি সেই সে রমণী।
শ্রুতমাত্র মহারত্ন পড়িল ধরণী।
হায় হায় মাতা তুমি কোন দেবী হও।
অজ্ঞান পুত্রের ঠাঁই পরিচয় দাও।।
স্বপনে হেরিনু যাহা কেমনে বলিলে।
মানবী নহে ত মাগো তুমি কোন কালে।।
অধম সন্তান ব'লে করনা ছলনা।
সত্যভাষ কহ মাগো কাঁহার ললনা।।
শুনিয়ে ব'লেছে ধনী মাতা তব বটে।
দেশে গিয়ে লহ বার্ত্তা প্রভুর নিকটে।।
এমত বলিয়ে মাতা অদৃশ্য হইল।
মুহূর্ত্তেকে বাড়ীঘর সব লুকাইল।।
গুরুচাঁদ কৃপা শক্তি রমণী বেশেতে।
রত্নকে ধরিতে এল সুদুর দেশেতে।।
বাড়ীঘর নির্ম্মাইল করিয়ে করুণা।
নচেৎ এ মহারত্ন কিছুতে ফিরে না।
শূন্যময় স্থান হেরি অশ্বিনী তখন।
আকুল হইয়া তথা করিল রোদন।।
তিলার্দ্ধ থাকিতে নারে অশ্বিনী তথায়।
দেশ অভিমুখে ছুটে করি হায় হায়।।
কোন স্থানে সুস্থ নহে থাকে মনপ্রাণ।
অনুক্ষণ কাঁদে কোথা প্রভু গুরুচাঁদ।।
বহু কষ্টে উপনীত হইল দেশেতে।
প্রভু পদে প্রণমিল কাঁদিতে কাঁদিতে।।
প্রভু বলে ও অশ্বিনী কোথা গিয়েছিলে।
কোন দেশে কহ বাপ কিবা দেখে এলে।।
কেঁদে বলে সে অশ্বিনী মহাপ্রভু পায়।
কি আর বলিব প্রভু ওহে দয়াময়।।
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু কি বলিব আর।
কে বুঝিতে পারে প্রভু লীলা আপনার।।
এত বলি শ্রীঅশ্বিনী কাঁদিতে লাগিল।
সুধন্য কুমার এসে রত্নকে লইল।।
প্রভু বলে বাছাধন মম বাক্য ধর।।
তারকের সনে গিয়ে কবিগান কর।

গোপাল সাধুর উপাখ্যান

লক্ষ্মীখালী রামাচরণ হাওলাদার।
শ্রীগোপাল সাধু হয় নন্দন তাহার।।
ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করিল।
শ্রীমতি কাঞ্চন মালা সনে বিয়ে হ'ল।।
বিবাহ রাত্রির গতে প্রভাত সময়।
বাহ্যক্রিয়া করিবারে শ্রীগোপাল যায়।।
বাটীর পার্শ্বেতে গিয়ে বসিল গোপাল।
হেনকালে গোপালের ফিরিল কপাল।।
পিস্তাত শ্বশুর কন্যা কামিনী নামিনী।
সুমধুর স্বরে গান করে সেই ধনী।।

বিমলা কাঞ্চন মালা গীত গায় তথা।
তিনজনে করে গান বড় মধুরতা।।
মন প্রাণ কেড়ে নিল গানের স্বরেতে।
ধৈরয ধরিতে নারে আপন প্রাণেতে।।
বাহ্যক্রিয়া সমাধিয়ে এসে সেই স্থানে।
কামিনীকে ব'লে সাধু ব্যাকুলিত প্রাণে
শুন ভাই চল যাই আমাদের সনে।
মোহিত হ'য়েছি আমি এই গান শুনে।।
অতএব চল যাই আমাদের ঘরে।
শুনাইও মোরে তুমি এই গান করে।।
এত শুনি সে কামিনী করে অস্বীকার।
গৃহেতে চলিল সাধু দুঃখিত অন্তর।।
কিন্তু এই ভাব আর মনে না রহিল।
মায়াশক্ত হ'য়ে শেষ সকল ভুলিল।।
পুত্র কন্য জনমিল হইল সংসারী।
আরও যে কত করিল বলিতে না পারি।
জ্যোষ্ঠ পুত্র হরষিত মধ্যম কাশীনাথ।
কনিষ্ঠ নন্দন অল্প কালেতে নিপাত।।
তেরশত তের সালে সে পৌষ মাসে।
হরিলুট পূজাস্থানে সক্রান্তি দিবসে।।
গণেশ পড়েই রাজনগর নিবাসী।
সেই স্থানে উপনীত হইলেন আসি।।
রসনা রচিত পদ করিল কীর্ত্তন।
তাহাতে হইল মুগ্ধ সবাবার মন।
গান শুনে গোপালের পূর্ব্ব স্মৃতি হ'ল।
ব্যাকুল চিতে গোপাল কাঁদিতে লাগিল।
গোপালেরে কহে বাণী পাড়ই গণেশ।
চল তোমা দেখাইব প্রভু পরমেশ।।
গোপালের প্রাণে তাতে শান্তি নাহি হয়।
কি যেন কি ভাবি শুধু করে হায় হায়।।
বানরী গ্রামেতে বাস শ্রীদেব চরণ।
দক্ষিণ দেশেতে সদা করেন ভ্রমণ।
কিছুদিন পরে দেবীচরণ গোসাই।
দক্ষিণ দেশ গিয়ে ভ্রমে ঠাই ঠাই।।
হরিপ্রেমে অনুরাগী করে হুহুঙ্কার।
গুরুচাঁদ রূপ চিন্তা হৃদয় মাঝার।।
বেতকাটা ডৌওতলাবাসী ভক্তগণ।
গোস্বামীর সনে চলে আনন্দিত মন।।
গোপালের মামা নীলমণি হালদার।
মাধব নামেতে ভক্ত নন্দন তাহার।।
গোস্বামীর শিষ্য তিনি চলে অদ্য সাথে।
ঘরে ঘরে হরিনাম করে আনন্দেতে।।
লক্ষ্মীখালী গোস্বামীজী করিল গমন।
ভক্ত-গৃহে গোপালের সনে দরশন।।
দেখামাত্র মনপ্রাণ হরণ করিল।
বিহ্বল হইয়ে শুধু কাঁদিতে লাগিল।।
শ্রীদেবী চরণ বলে গোপালের প্রতি।
সুস্থ হ'য়ে শুন বাপ আমার ভারতী।।
বারুণীতে ওড়াকাঁদী যেও বাছাধন।
দেখিতে পাইবে সেই পতিত পাবন।
এখনে আপন গৃহে যাও বাছাধন।
শুনিয়ে গোপাল পুনঃ করেছে রোদন।।
গোস্বামী মধুর বাক্যে করিল সান্ত্বনা।
গোপাল চলিল গৃহে হইয়ে উন্মনা।।
গোপালের চিত্তখানি সদাই চঞ্চল।।
গোস্বামী কেমনে ক'রে চক্ষে বহে জল।।
ক্রমে বারুণীর দিন উদয় হইল।
শ্রীগোপাল তাহে বড় চিন্তায় মজিল।।
কেমনে যাইব আমি ঠাকুরে হেরিতে।
হেন দিন কবে মোর ঘটিবে ভাগ্যেতে।।
এইভাবে শ্রীগোপাল কাঁদে দিবানিশি।
লক্ষ্মীখালী উপনীত সে মাধব আসি।
গোস্বামী দেবী চরণ মাধবে পাঠায়।
গোপালে লইয়ে তুমি আসিবে ত্বরায়।।
গোপালের খুল্লতাত আসিতে না দেয়।
তাহাতে গোপাল বড় ঠেকিলেন দায়।।
মাধব আইল ফিরি গোসাই বসিল।
তবে আর কি করিব চল সবে চল।।
গোস্বামীজী দলবল লইয়ে চলিল।
ওদিকেতে শ্রীগোলোকে উন্মনা হইল।
বারুণী দিবসে গোপালের খুড়া বলে।
যেতে যদি পার তবে অদ্য যাও চ'লে।।
তাহার মনের ভাব যাইতে নারিবে।
অদ্য হ'ল সে বারুণী কেমনে যাইবে।
কিন্তু গোপালের প্রাণে বাড়িল উল্লাস।
রওনা হইল পথে করিয়ে সাহস।।
এদিকেতে বেতকাটাবাসী ভক্তগণ।
বারুণীতে চলে সবে উল্লাসিত মন।।
রামধন শ্রীমাধব আর ভোলানাথ।
রঙ্গে ভঙ্গে চলি যায় ভক্ত শ্রীশ্রীনাথ।।

পথিমধ্যে তাহাদের সঙ্গেতে মিশিল।
আনন্দেতে মত্ত হ'য়ে গোপাল চলিল।।
উপনীত হয় গিয়ে বড়বেড়ে গায়।
রাইচরণের গৃহে সেবা আদি হয়।।
তথা হ'তে চলি যায় আনন্দিত মন।
ক্রমে ওড়াকাঁদী গিয়ে দিল দরশন।।
শ্রীধামেতে গোস্বামীকে দেখিতে পাইল।
আনন্দেতে গোস্বামী পদে প্রণমিল।।
গোস্বামীর সনে যায় ঠাকুরের পাশ।
ঠাকুরে প্রণাম করে মনেতে উল্লাস।।
ঠাকুরের রূপ হেরি মোহিত হইল।
নয়নেতে প্রেমধারা বহিতে লাগিল।।
মনে ভাবে হেন রূপ না হেরি নয়নে।
নাহি জানি কোন্ বিধি গঠিল নির্জ্জনে।।
এইমত ভাবময় গোপলের প্রাণ।
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে গোস্বামীর স্থান।।
বলহে দেবী চরণ কোথা এর ঘর।
কাহার নন্দন হয় কি নাম ইহার।।
গোস্বামী বলেন হবে লক্ষ্মীখালী বাস।
কি যেন কি ভাবে এল আপনার পাশ।।
রামচরণ হাওলাদার হয় তার পিতা।
আপনাকে হেরিবারে বড় একাগ্রতা।।
ঠাকুর বলেন সেত বহু দুর হয়।
অতদূর হ'তে হেথা না এলে কি নয়?
শুন বাছাধন তুমি আমার বচন।
দেবী তোমা বলে যাহা করিও পালন।।
আমা সমভক্তি তুমি করিও দেবীকে।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বলিনু তোমাকে।।
অদ্য থাক ওড়াকাঁদী দেবীর সঙ্গেতে।
বারণীর মেলা দেখ আনন্দ হৃদেতে।।
এত শুনি সেইদিন শ্রীধামে রহিল।
শ্রীবিধু চৌধুরী এক কীর্ত্তন করিল।।
শুনিয়ে গোপাল যেন হলো মাতোয়ারা।
অবিরল ধারে তার চক্ষে বহে ধারা।।
সারা নিশি এইভাবে হইল কীর্ত্তন।
ভাবে মগ্ন অনুক্ষণ গোপালের মন।।
পরদিন বাহিরায় মেলা দেখিবারে।
আপনার মনে মেলা দেখে ঘুরে ফিরে।।
বাটীর উত্তর পার্শ্বে কদলীর বন।
সেই স্থানে দেখে এক মানুষ রতন।।
শ্রীঅঙ্গে নির্ম্মল ভাতি প্রকাশ হ'তেছে।
চারিদিকে বহুলোক ঘিরিয়ে র'য়েছে।।
মনে ভাবে এ মানুষ সামান্যত নয়।
ভক্তশ্রেষ্ঠ হ'বে ইনি মনে হেন লয়।
এত ভাবি জিজ্ঞাসিল এক ম'তো ঠাই।
তিনি বলে ইনি হয় তারক গোসাই।।
নাম শ্রবণেতে যেন হৃদয় পবিত্র।
প্রেম জলে পরিপূর্ণ হ'ল দুই নেত্র।।
ভক্তিভরে প্রণমিল তারকের পায়।
পদধুলি আনিবারে হস্ত যে বাড়ায়।।
হেনকালে রসরাজ বলে ক্রোধচিতে।
কেবা তুই কেন চাস্ পদধুলী নিতে।।
সে ক্রোধেতে গোপালের শঙ্কা উপজিল।
ভীতচিতে দুরে গিয়ে দাড়িয়ে রহিল।।
মনে ভাবে অভাজন আমি এ জগতে।
অযোগ্য হইনু সাধু পদ পরশিতে।।
এমত ভাবিয়ে হৃদে কাঁদিতে লাগিল।
পরদিন যাব চলে মনেতে ভাবিল।।
ভাগ্যবেশে পেল তথা একটি সন্ধান।
খোন্‌কারবেড়ে যাবে গাহিবারে গান।।
শ্রীতারক মনোহর দুইজনযাবে।
একুশে বৈশাখ তথা কবিগন হবে।।
সেইদিন ধরিবে বলে ভাবে মনে মন।
এতভাবি চলি যায় গোস্বামী সদন।।
পরদিন চলি যায় গোস্বামী স্থানেতে।
একুশে বৈশাখ মাত্র ধারণা মনেতে।।
বাকি কয়দিন ভ্রমে গুরুর সহিত।
একুশে বৈশাখ দিনে তথা উপনীত।।
অন্বেষণ করে গিয়ে গানের খোলায়।
রসরাজ না হেরিয়ে ইতি উতি চায়।।
বিসুচিকা রোগে বড় দুর্ব্বল ক'রেছে।
নিকটেতে নাই কেহ একাকী র'য়েছে।।
উঠিবার তরে রসরাজ চেষ্টা করে।
শরীর দুর্ব্বল ব'লে উঠিতে না পারে।।
হেনকালে সে গোপাল হাতটি ধরিল।
ক্রোধ ভরে রসরাজ হাত টান দিল।।
কর্কশ বচনে কত গোপালে বলিল।।
দুরে গিয়ে গোপাল কাঁদিতে লাগিল।
বড়ই দুর্ভাগ্য আমি অতি দুরাচার।
সাধু স্পর্শ না হইল ভাগ্যেতে আমার।।

এমত ভাবিয়া হৃদে চক্ষে বলে জল।
কিন্তু রসনার দেহ বড়ই দুর্বল।।
পুনরায় চেষ্টা করে সেই রসরাজ।
গোপাল দাঁড়িয়ে কাঁদে সেই গৃহ মাঝ।
কোলাবাসী ভোলানাথ আইল তখন।
গোপালে হেরিয়ে বলে মধুর বচন।।
তুমি কেন কাঁদিতেছ শুন ওহে ভাই।
তব প্রতি কর্ত্তা কভু রাগ করে নাই।।
আমার নিকটে কেহ নাই কোন জন।
সেকারণ বলে হেন ক্রোধিত বচন।
এত বলি কর্ত্তা ঠাই করিল বিনয়।
গানের আসরে চলি যায় পুনরায়।।
পুনরায় রসরাজ যাবেন বাহিরে।
এবার গোপাল গিয়ে ধরিলেন করে।
কিছু নাহি বলিলেন তাহে রসরাজ।
গোপাল আনন্দ পেল হৃদয়ের মাঝ।
মলত্যাগ করি পুনঃ এলেন সে ঘরে।
ক্ষুধা হইয়াছে বলি বলে গোপালেরে।
গোপাল বলেছে কিবা খাবেন আপনি।
পারি কিনা চেষ্টা করি দেখিব এখনি।।
রসরাজ বলে কাঁচা লঙ্কা আর ভাত।
আনারস কাঁচা আম্র অম্বলের সাথ।
শ্রুত মাত্র সে গোপাল করিল যোগার।
সুস্থ হ'ল রসরাজ করিয়া আহার।।
তখনেতে সে গোপাল অতি ব্যস্ত হ'য়ে।
কান্থা সহ উপাধান দিল যে আনিয়ে।।
বাটীর রমণীবৃন্দ বলে হেনকালে।
কোথা হতে এল এক কাড়ারের ছেলে।।
মল মূত্র ত্যাগ করি নোংড়া করিয়েছে।
বাড়ী ঘর একেবার দুর্গন্ধ হয়েছে।।
এমন দুর্গন্ধ মোরা কেমনে সহিব।।
পেট ফেফে সবে মোরা মরিয়ে যাইব।
এই মত বলে সেই পুরাবাসীগণ।
মৃদুভাষে কহে কর্ত্তা গোপাল সদন।।
বিসুচিকা রোগী যদি এই পথ্য পায়।
মরিতে পারেনা সেই জানহ নিশ্চয়।।
পুন জিজ্ঞাসিল কর্ত্তা গোপালের প্রতি।
বল বাছাধন তব কোথায় বসতি।।
কোথা হ'তে এলে তুমি কহ বাছাধন।
সাধু বলে ওড়াকাঁদী হতে আগমন।।

কর্ত্তা বলে এলে বাবা ওড়াকাঁদী হ'তে।
আর মোরে রবিসুতে পারিবেনা নিতে।।
বাবা তুমি ক্ষম মোরে অন্যায় করেছি।
না জেনে তোমাকে আমি দুর্বাক্য ব'লেছি।।
এবে তুমি কোন স্থানে করিবে গমন।
গোপাল ব'লেছে বাবা আপন ভবন।।
পুনঃ বলে শুন বাপ বলিহে তোমারে
কোঁদাল আনিয়ে তুমি দেহ ত আমারে।।
গৃহস্থেররা মন্দ কয় শুন শুন বার বার।
কোঁদাল আনিয়ে দাও করি পরিস্কার।।
শ্রুতমাত্র সে গোপাল করিল গমন।
কোঁদাল আনিল এক করি অন্বেষ।।
এসে দেখে রসরাজ নাহি সেই স্থানে।
ইতস্ততঃ করিতেছে আপনার মনে।।
নিজে পরিস্কার করি তাতে কিবা হ'বে।
পুনভাবে কোথা হ'তে কে এসে দেখিবে।।
মহা মান্যমান হয় আমার জনক।
যদি ইহা দেখিবারে পায় কোন লোক।
সমাজে করিয়ে ব্যক্ত আমাকে শাষিবে।
আমার পিতার মান লাঘব হইবে।।
পুনঃ ভাবে ইনি হ'ন সাধু মহাজন।
দেখুক বা না দেখুক নাহি প্রয়োজন।।
নিজে আমি পরিস্কার করিব এখনি।
তাতে যদি হয় হো'ক মম মান হানি।।
এত ভাবি চারিদিক করে নিরীক্ষণ।
পরিচিত লোক নাহি দেখে কোনজন।।
ব্যস্ত হ'য়ে সেই স্থান করে পরিস্কার।
হস্ত পদ ধৌত করিলেন অতঃপর।।
হেনকালে রসরাজ এসে সেই ঘাটে।
কোদাল হেরিয়ে বলে গোপাল নিকটে।।
কোদাল দেহত বাপ বলে হর্ষ চিতে।
গোপাল বলেছে প্রভু নিবেদি পদেতে।।
পরিস্কার করিয়েছি আমি সেই স্থান।
আলিঙ্গিয়ে বলে কর্ত্তা করিলেন কল্যাণ।।
সত্য মম এই বাণী শুন বাছাধন।
করিতে হবেনা আর সাধন ভজন।।
লোকে তোমা সাধু বলে ডাকিবে সবাই।
হরিধন প্রাপ্ত হ'বে তাতে শঙ্কা নাই।।
এত যদি রসরাজ বলেন বচন।
গোপাল পড়িয়ে পদে ক'রেছে রোদন।।

সুমধুর বাক্য দানে সান্ত্বনা করিল।
আনায়াস হরিপদ গোপাল লভিল।।

★★★★

গোপালের ভাবোন্মাদ

তথা হ'তে গান শুন চলিল আনন্দ মনে
উপনিত আপন ভবন।
মহাপ্রভু কৃপাবেশে পরিচিত নিজ দেশে
সাধু বলে ডাকে সর্ব্বজন।।
তেরশত ষোল সালে ক্রমে এসে দেখা দিলে
বিসুচিকা সংক্রামিক ব্যাধি।
বহু লোক মৈল প্রাণে দেশবাসী ভীত মনে
হায় হায় করে নিরবধি
সবে লোক দায় ঠেকে ডেকে লয় সাধুজীকে
অনুরাগে ফেরে ঘরে ঘরে।
রসরাজ খেল যাহা গোপাল জানিল তাহা
খাওয়াইলে ব্যাধি যায় সেরে।।
এক গৃহস্তের ঘরে ভক্তগণ সমিভ্যারে
করিতেছে নাম সংকীর্ত্তন।
সেই গ্রামে এক বাটী স্বামী স্ত্রী রয়েছে দুটি
রমণী ঘটিল মরণ।।
সেই নারীর ভাই ছিল দেখিল ভগিনী মৈল
কাঁদে সেই অতি মনোদুঃখে।।
ভগ্নি পতির সনে পুড়িতেছে শোকাগুণে
মৃত ভগ্নি বাহিরেতে রাখে।।
সাধুকে আনিব বলে অতি মন দুঃখে চলে
উপনীত গিয়ে সাধু ঠাঁই।
ব'লেছে বিনয় ক'রে ভগ্নী মোর যায় ম'রে
কৃপা করি চলুন গোসাই।।
সাধু অতি সমাদরে বলিলেন সবাকারে
শুন সবে আমার বচন।
না কর কীর্ত্তন এবে চল সেই গৃহে সবে
বাটী পরে উঠিল সবাই।
বিষম বিক্রম করি সবে বীর দর্প করি
কিসে মোর শমনে ডরাই।।
শুনিয়ে সাধুর বাণী থামিল কীর্ত্ত ধ্বনি
চুপে চুপে সবে যায় হে'টে।
বাটীর নিম্নতে থেকে হরি বলে রুকে রুকে
ভীম বেগে বাটী পরে ওঠে।।
কীর্ত্তনের মহাধ্বনি যেন গর্জ্জিছে অশনি
শুনে যেন কর্ণে লাগে তালী।
কেহ করে লম্ফ ঝম্ফ কার হয় গাত্র কম্প
কেহ নাচে দুই বাহু তুলি।।
মৃতপ্রাণী বাহিরেতে স্বামী তার বারেন্দাতে
তথা বসি করিছে রোদন।।
শুনিয়ে কীর্ত্তন রোল সেও বলি হরি বোল
লম্ফ দিয়ে নামিল তখন।।
ঘন ঘন কাপে অঙ্গ শেষে সে হল উলঙ্গ
লম্ফ ঝম্ফ করে কত মতে।
কি যেন হ'ল ভাব অপরূপ মহাভাব
ধয়ে গিয়ে রমণীর হাতে।।
ওঠ বলি দিল টান নারী পেল প্রাণ দান
কীর্ত্তনেতে নাচিতে লাগিল।
মুখে মারে চপেটাঘাৎ তার স্বামী তৎক্ষনাৎ
রঙ্গে ভঙ্গে নানা মতে নাচে।
নাচে সঙ্গে নিজ স্বামী হয়ে কিছু অগ্রগামী
বলে কথা সাধুজীর কাছে।।
কিবা খেতে দিব বল হইয়েছে যে দুর্বল
আজ্ঞা কর সাধু মহাশয়।
সাধু কয় ডাবের জল খেতে দেও হবে বল
ইহা ছাড়া অন্য না যুয়ায়।।
শুনিয়ে সাধুর বাণী সেই লোকে যে আমনি
কি যেন কি মহাশক্তি পেল।
আট হাত বৃক্ষ নারিকেল কর লক্ষ্য
লম্ফ দিয়ে পড়িয়ে আনিল।।
করি তার করাঘাৎ ভেঙ্গে দিল তৎক্ষনাৎ
সেই জল সেই নারী খাইয়ে।
আকুল হইয়ে কাঁদে হিয়ে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে
সাধু ঠাই পড়িল ঢলিয়ে।।
তার স্বামী কহে তারে এস ত্বরা স্নান করে
দিতে হ'বে সাধুর ভোজন।
শুনিয়ে স্বামীর বাণী স্নান করি সে রমণী
শুধু জল চাপিল তখন।
পুনঃ এসে সে রমণী স্বামীকে শুধায় বাণী
কি দিয়ে কি করিব রন্ধন।
গৃহেতে তন্ডুল শুন্য কিবা দিয়ে করি অন্ন
কি উপায় হইবে এখন।।
বলিতেছে তার স্বামী কি আর করিবে তুমি
পাতিলেতে দিয়েছত জল।

হরি হরি হরি বলে ভাসিয়ে নয়ন জলে
তুমি শুধু দিতে থাক জ্বাল।।
যার কর্ম্ম সে করিবে তাতে কিবা ক্ষতি হবে
সত্বরেতে যাও রান্না ঘরে।
এত বলি হুহুঙ্কারে কীর্ত্তনের ধুলী করে
নিয়ে ফেলে হাড়ির ভিতরে।
এমত করিলে পর অনেকেই অগ্রসর
কোতুহল করিতে দর্শন।
শুন্য হাড়ি মধ্যে জল আরো দুনয়ন জল
তার মাঝে এ ধুলী অর্পণ।
গৃহ স্বামী তাই দেখে ধেয়ে গিয়ে রুকে রুকে
সাধুজীকে মারে চপ্টাঘাত।
কাহার বাধরে গলা কাকে বা দিতেছে ঠেলা
কার প্রতি মারে মুষ্ট্যাঘাৎ।
হ'য়ে হরি ভাবাশ্রিত রঙ্গ করে নানা মত
তথা ছিল এক মাতুব্বর।
ধরি তার নামাবলি করে কত গালাগালি
নিক্ষেপিল অতি দুর তর।।
এত এক মান্যমান তার প্রতি ধাববান
হইলেন অতি দ্রুত বেগে।
মাতুব্বর রোড দিয়ে কিছু দুর আগু হ'য়ে
অপ্রতীভে চড় মারে রাগে।।
মাতুব্বর চড় মেরে পড়ি যায় ভুমি পরে
হস্তখানি ফুলিয়ে উঠিল।
শেষে তারে ধরি কাঁদিল বিনয় করি
যেন হাত তেমন হইল।।
ক্ষমা করে মাতুববরে বেদনা যাইল দুরে
পরে গালি দেয় সাধু প্রতি।
শমন করে বিশ্বাস তোর হয় অবিশ্বাস
আমাতরে হ'তেছে সম্প্রতি।।
শোন বোকা বলি তোরে কেহ না চিনিল মোরে
তোর আমি বলি সত্যভাষ।
অসৎ বজ্জাৎ সনে নাম কর নিশিদিনে
তাতে কেন মিলিবে সে রস।।
সাধু বলে হৃষ্ট দিতে না চিনি সতে অসতে
চিনাইয়া দেহ তুমি মোরে।
তুমি হও মহাজন আমি আতি অভাজন
যেন কৃপ কর আমা তরে।।
সাধু বুঝিলেক হরি এ মানুষে ভর করি
করিতেছে এই সব কান্ড।
ওদিকে সে ধূলী হ'তে ক্ষীর সম হ'তে তাতে
পরমান্নে পরিপূর্ণ ভান্ড।।
সাধু ঠাই সে লোক বলেছে অতি পুলকে
একদিন বেছে দেব তোরে।
এত বলি কিছুক্ষণ ক্রোধিত ভাবে ভ্রমণ
শেষে পড়ে মৃত্তিকা উপরে।।
যখন পড়িল লুটে মহাভাব গেল ছুটে
মুখ দিয়ে গোল্লা বাহিরিল।
কীর্ত্তন হইল ক্ষান্ত সে মানুষে করে শান্ত
কিছু পড়ে উঠিলে বসিল।।
পরে সাধু মহাশয় সবাকার ডেকে কয়
শুন যত হরিভক্তগণ
হইয়া পরমান্ন সেবিয়ে হও হে ধন্য
ধন্য হবে মানব জীবন।।
এতেক শুনিয়ে সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
ভক্তি ভরে সে অন্ন লভিল।
সামান্য হাড়ির দ্রব্যে শতাধিক লোক সেবা
তবু তাহা ফুরাতে নারিল।।
বিসুচিকা রোগী যত হ'য়ে ছিল মৃত বৎ
তা সবারে দিল খাইয়ে।
মহোৎসবের প্রসাদ খেয়ে ঘুচে পরমাদ
সব রোগী উঠিল বাঁচিয়ে।।
এ ভাবে পাইল ত্রাণ সাদু হল মান্যমান
সবে গুণ গাহে আনিবার।
ধন্য প্রভু হরিচাঁদ ধন্য ধন্য গুরুচাঁদ
ধন্য যত ভকত তাহার।।
ধন্য ওড়াকাঁদী ধাম ধন্য এই হরি নাম
ধন্য সাধু আনিল এদেশে।
মৃতদেহে প্রাণ পেল সবে হরি হরি বল
ডুবে হরি প্রেমসুধারসে।।

গোপালের প্রতি গ্রাম্যলোকের অত্যাচার বিবরণ

একদিন শুন এক অপূর্ব কথন।
গোপালেরে গ্রাম্য লোকে করে নির্যাতন।।
গোপালের গুরু হয় শ্রীদেবীচরণ।
দক্ষিণ অঞ্চল তিনি করেন ভ্রমণ।।
ওড়াকাঁদী হয় তার একমাত্র সার।
গুরুচাঁদ নাম ব্রহ্ম জগতে প্রচার।।

কেন ভাঙ্গা লক্ষীখালী বেতকাটা গ্রাম।
মাতাল দক্ষিণদেশ দিয়ে হরিনাম।
একদা চলিল স্বামী লক্ষীখালি গায়।
বহু শিষ্য সঙ্গে সদা হরিগুন গায়।
গোপাল সাধুর গৃহে উদয় হইল।
ক্রমে এসে বহু শিষ্য একত্র মিলিল।।
লুকড়ার তরণী পাগল অনুরাগী।
সমার্থ গাতি নিবাসী তারক বৈরাগী।।
বেতকাটা বাসী হয় শ্রীনাথ মন্ডল।
একসঙ্গে চলে সবে ব'লে হরিবোল।।
গোপালের গৃহে বসি ক'রেছে কীর্ত্তন।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়ার গণ।।
পড়িল ঝাপিয়ে যত পুরুষ রমণী।
সবাকার বহে ধারা যথা তরঙ্গিনী।।
সংজ্ঞাহনি হ'য়ে কোন রমণী তখন।
পুরুষের গাত্র পরে হ'য়েছে পতন।
পুরুষের গাত্র পরে হ'য়েছে পতন।
মহাপ্রেমে মত্ত সবে বাহ্যস্মৃতি হারা।
মেয়েদের গাত্র ঢলে পড়ে পুরুষেরা।।
এই মত মহাভাব হ'তেছে কীর্ত্তন।
শুনিয়া কম্পিত যত পাষন্ডীর গণ।।
দুরেতে থাকিয়া তারা গালাগালি করে।
ক্রোধযুক্ত হ'য়ে যায় সবে মারিবারে।।
শ্রীহরিচাঁদের গুন গরিমা প্রভাবে।
যতেক পাষন্ড এসে মজিত সেভাবে।।
যখনেতে দুরবর্ত্তী স্বদলে মিশ্রিত।
পূর্ব্বভাবে পুনরায় হৃদয় জাগিত।।
ক্রমে দলবদ্ধ হ'ল পাষন্ডীর গণ।
অশ্রাব্য ভাবেত গালি দেয় সর্বজন।
বিরক্তি হইয়ে সবে পরামর্শ করি।
নালিশ করিল সবে পশিয়ে কাছারী।।
কি বলিব ওহে বাবু আপনার ঠাই।
জাতি কুল মান গেল মনে ভাবি তাই।।
কোথা হ'তে এসে যত ভন্ড সাধু দল।।
আমাদের হিন্দু ধর্ম্মে ঘটাল জঞ্জাল।।
মেয়ে পুরুষেতে মিলি কীর্ত্তন করয়।
পুরুষ ঢলিয়া পড়ে মেয়েদের গায়।।
লাজ মান পরিহরি বলে হরিবোল।
পুরুষেরা নারীগণে ধরি দেয় কোল।।
আর কত মিথ্যাভাষ বলি বার বার।
নালিশ করিছে যত পাষন্ড দুর্ব্বার।।

বর্মিন্দিয়া নিবাসী নেপালচন্দ্র দাস।
পেস্কার কেশব ঘোষ বাড়ি পাড়া বাস।।
পেয়াদা মহুরী আদি ছিল যতজন।
কুট পরামর্শ করে ছিল সর্ব্বজন।।
পেয়াদা পাঠায় সেই গোপালের ঘরে।
কর্কশ বাণীতে কত বলে গোপালেরে।
নায়েবের হুকুম তুমি শুন মহাশয়।
তব গুরু সঙ্গে নিয়ে চল হে ত্বরায়।
গোপাল ব'লেছে কেন কহ অসম্ভব।
গুরুকে লইয়া কেন কাছারী যাইব।।
আমি একা যাব ব'ল গোপাল চলিল।
অবিলম্বে কাছারীতে উদয় হইল।
নায়েব জিজ্ঞাসা করে গোপালের প্রতি।
তব গৃহে কেবা এল কহ মহামতি।।
কোথাকার সাধু সেই রাখ তব ঘরে।
মেয়েলোকে নিয়ে কেন এত প্রেম করে।
জাতি কুল খোয়াইলে মেতে কোন প্রেমে।
স্ত্রী পুরুষে কান্নাকাটি কর কোন নামে।।
গোপাল বলিল অতি সুমধুর স্বরে।
শ্রীগুরুর পদ পুজি রেখে নিজ ঘরে।।
আপনি হিন্দুর ছেলে কেন রেষারেষি।
গুরুপদ পুজে আমি কিসে হই দোষী।।
যে নাম লইলে জীবে পায় মোক্ষধাম।
সে নাম করিলে কিসে হয় গো বদনাম।।
স্ত্রী পুরুষে নাম নিতে কিবা বাধা আছে।
শশুর শাশুরী বরং স্বামী রয় কাছে।।
দোষ যদি করে কেহ করে গোপনেতে।
কেমনে করিবে দোষ লোকের সাক্ষাতে।
হরিনাম নিতে কিশে কুলমান যায়।
যায় যাক কুলমান যদি পাওয়া যায়।
তথাপি গুরুকে আমি সাদরে পুজিব।
গুরুকে সেবিয়ে আমি রসাতলে যাব।।
বলিতে বলিতে কথা চক্ষে জল ঝরে।
নায়েবের সম্মুখে রহে যোড় করে।।
হেরে নায়েবের চিত্ত হল দ্রবময়।
অবাক হইয়া শুধু মুখপানে চায়।
গোপাল বলিল পুনঃ হইয়ে উন্মনা।
গুরুকে ত্যজিত বলে পাষন্ড যে জনা।।
এহেন নালিশ হেথা করে যেই জন।
মোর গুরু না যাইবে তাহার ভবন।

আমার উপাস্য গুরু মম গৃহে রবে।
কার সাধ্য আমার শ্রীগুরুকে তাড়িবে।।
নায়েব সন্তোষ হ'ল সাধুজীর প্রতি।
গ্রামীরা যুক্তি করে পেয়াদা সংহতি।।
কিছু অর্থ ঘুষ খেয়ে তুমি চলে যাও।
সাধুর গুরুকে গিয়ে এ কথা জানাও।।
ডেকেছে গোপাল তোমা কাছারী হইতে।
ফাকি দিয়ে একবার এনে দাও পথে।।
যবন পেয়াদা কিছু অর্থ খেয়ে পরে।
বলিল তখন গিয়ে দেবী গোস্বামীরে।।
গোপাল কাছারী গিয়ে রয়েছে হাজতে।
অনুরোধ করিয়েছে তোমা তথা যেতে।।
শ্রুত মাত্র স্বামী দ্রুত হাটিয়ে চলিল।
তারক তরণী দোঁহে সঙ্গে সঙ্গে গেল।।
পেয়াদা মনোভাব বুঝিতে পারিয়া।
বসিলেন পথমাঝে পেটে হাত দিয়া।।
পেয়াদাকে বলিলেন শ্রীদেবী গোস্বামী।
পেটেতে বেদনা চলিবারে নারি আমি।।
এত বলি বৈসে তথা পেটে হাত দিয়া।
দশ বার জন একত্র হইয়া।।
স্বামীকে প্রহার করে পাযন্ডিরা যত।
তরণী পাগল তাহে হল মর্ম্মাহত।।
লম্ফ দিয়ে গুরু পাশে হয়ে অগ্রসর।
বলে সবে মোর অঙ্গে কর রে প্রহার।
পাষন্ডিরা শুনে তাই অগ্নি অবতার।
একে একে করে তারা সবাকে প্রহার।
সবাকার অঙ্গে রক্তধারা বাহিরিল।
লোকে এসে গুরজীকে গৃহেতে লইল।।
গোপাল আসিল গৃহে কাছারী হইতে।
সকল বৃত্তান্ত শুনি লাগিল কাঁদিতে।।
বলে গুরু চল তোমা রেখে আসি বাড়ী।
উহাদের নামেতে করিব ফৌজদারী।।
হেন অপকর্ম্ম সহ্য নাহি হয় আর।
জেলে জরিমানা আমি করাব সবার
স্বামী বলে শুনহে গোপাল তোমা বলি।
শ্রীহরিচাঁদের ইচ্ছা মঙ্গল সকলি।।
পাষন্ডির প্রতি তুমি ক্রোধ ছেড়ে দাও।
দন্ডরোদ কর তুমি মম শিষ্য নাও।।
জগা মাধা মারে কাঁদা নিতায়ের শিরে।
নিত্যানন্দ প্রেমনন্দ ক'রে কর ধরে।।
প্রহার করেছে তাহে নাহি কোন কষ্ট।
তা সবাকে শাস্তি দিলে ধর্ম্ম হবে নষ্ট।।
শ্রীগোপাল গুরু ঠাঁই বিদায় মাগল।
গৃহে এসে মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
ফৌজদারী করিবারে গুরু করে মানা।
ডিপুটি কোর্টেতে দরখাস্ত করিব না।।
প্রবল প্রতপান্বিত মম জমিদার।
বৈশ্য বারুজীবিবংশে জনম তাহার।।
পরক ধার্ম্মিক তিনি দশানিতে বাস।
শ্রীযুক্ত বাবু আর শ্রীযদুনাথ বিশ্বাস।।
গৃহে আসিবার কালে দশানিতে গেল।
আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল বলিল।।
শুনে জমিদার বাবু থরহরি কাঁপে।
চিঠি লিখে জমিদার আসামী সমীপে।।
এদিকেতে যেইদিন করেছে প্রহার।
হইয়াছে সর্ব অঙ্গে বেদনা তাহার।
বাবু বলে ঝোড়াতে করিয়ে হোক আনা।
আজ্ঞামাত্র আনে তারে ধরি চারিজনা।।
জমিদার সম্মুখেতে এনে হ'ল রাখা
জরিমানা কৈল তারে তিন শত টাকা।।
পুনশ্চ গোপাল সাধু বানরী চলিল।
গোস্বামীর ঠাঁই গিয়ে সকল বলিল।।
শুনিয়ে দুঃখিত হ'ল স্বামী দেবীচন্দ্র।
বলে মান অপমান সমান সম্বন্ধ।।
পুনঃ বলে হরি মোর শ্রীপরমানন্দ।।
মোরে তারা মেরেছিল সে পরমান্দ।
ভেবে দেখ হরিপদে আছে যার ভক্তি।
তাহাকে শাসিতে ভবে কেবা ধরে শক্তি।।
বিশ্বমাঝে যেই জন সাধু হিংসা করে।
ক্রমে ক্রমে তাঁর বংশ যায় ছার খারে।।
সাধু হিংসা অপরাধী দন্ডনীয় হ'ল
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆
☆☆☆

গোপাল সাধুর নামে অপবাদ রটনা বা মুক্তি

বহুদিন বহুলোক গোপাল সাধুকে।
সমাদার করে সবে মাতিয়ে পুলকে।।
ব্যাধিদায় মুক্ত হয় মুখের কথায়।
সে কারণ যায় তার গৃহে সাধু যায়।।
যেবা ভক্তি করি সেবা করায় সাধুকে।
সাধুকে করেন সেবা হরি বলি মুখে।।
এই মত চলে সাধু শিষ্যদের ঘরে।
সামাজিক লোকে তাহে অপবাদ করে।।
সবে বলে জাতিনাশা গোপাল হ'য়েছে।
সমাজেতে কর বাদ জাতি যাবে পিছে।।
এত বলি সবে মিলি প্রমাদ ঘটায়।
সমাজে নালয় কেহ আরো মন্দ কয়।।
একদা আইল সাধু প্রভুর গোচরে।
লইলেন নিজবাসে অতি ভক্তি ক'রে।।
বহু ভক্ত সঙ্গে নিয়ে চলে দয়াময়।
গোপালের গৃহে এসে হইল উদয়।।
নাম সংকীর্ত্তন অন্তে বৈসে সভা করি।
সামাজিক লোক যত এল সারি সারি।।
স্বদেশ অঞ্চলবাসী যত মাতুব্বর।
একে একে সর্ব্বজন হ'ল অগ্রসর।।
সম্মানিত ব্যক্তিগণ প্রণাম করিল।
গোপালের সম্বন্ধেতে কথা আরম্ভিল।।
ওহে প্রভু আপনার সাধুজী গোপাল।
জাতিনাশা কর্ম্ম করি ঘটায় জঞ্জাল।।
জাতির বিচার ইনি করে না কখন।
যার তার অন্ন পেলে করিবে ভক্ষণ।।
এ কারণ আমাদের প্রাণে হয় ঘৃণা।
সমাজে গোপালে কেহ রাখিতে পারে না।।
মহাপ্রভু বলে তবে শুন সর্বজন।
মানিলাম সত্য বটেক'রেছে এমন।।
ভক্তি করি যেইজন করায় ভক্ষণ।
এ গোপাল সাধু তাহা ক'রেছে গ্রহণ।
গোপালে ডাকিয়ে তার প্রমাণ লইল।
খেয়েছি বসিয়ে সাধু স্বীকার করিল।।
মহাপ্রভু বলে তবে শুন সর্ব্বজন
গোপালের সাধু বলি ডাকে কি কারণ।
হেনকালে একজন দাঁড়িয়ে সভায়।
বলিতেছে সেই কথা করিয়ে বিনয়
একদা এদেশে এক বিসুচিকা ব্যাধি।
ভয়ে ভীত দেশ শুদ্ধ কাঁদে নিরবধি।।
এক গৃহে এক নারী জীবন ত্যাজিল।
পরীক্ষার তরে সবে সাধুকে ডাকিল।।
যদি নাকি মৃত প্রাণী বাঁচাতে না পারে।
উপযুক্ত দন্ড দিব গোপল সাধুরে।।
কিছু না গণিয়ে সাধু সঙ্গীগণ সনে।
মৃত প্রাণী মাঝে রাখি মাতিল কীর্ত্তনে।।
তাহে পেল প্রাণ দান সেই মৃত প্রাণী।
কীর্ত্তনের ধূলা ক্ষীর আশ্চার্য্য বাখানী।।
তাহে হয় পরমান্ন অতীব সুন্দর।
সব লোকে খেয়ে তাহা লাগে চমৎকার।।
যত রোগী সেই অন্ন করিল ভক্ষণ।
আপনার কৃপাযোগে লভীল যখন।।
সে কারণ সবে হ'য় পরম আহ্লাদ
গোপাল সাধুজী ব'লে করে ধন্যবাদ।।
প্রভু বলে মম বাক্য শুন সর্বজন।
যেই জনা দিতে পারে মৃতের জীবন।।
বল দেখি তাঁর কিবে হয় জাতিপাত।
পারে কিনা পারে খেতে সবাকার ভাত।।
যদি নাহি কবিচার করিয়ে ভাত খেত।
তাহ'লে কি মৃত প্রাণী বাঁচাতে পারিত।।
অন্যাজাতি রান্না নয় শুধু ভক্তিরান্না।
যে কারণ যমরাজ তারে করে মান্য।।
শমন যাহারে মানে তাকে দাও বাদ।
মিছিমিছি আপনারা ঘটাও প্রমাদ।।
এত বলিলেন যদি প্রভু দয়াময়।
সর্বজনে ক্ষমা ভিক্ষা মাগে প্রভু পায়।
এই ভাবে অপবাদ বিদুরিত হ'ল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর অত্যাশ্চার্য্য লীলা প্রকাশ

এই ভাবে ক্রমে ধন্য শ্রীগোপাল হয়।
সর্ব্বজন সমীপেতে সম্মান লভয়।।
টাটি বুনে গৃহে করে যাতায়াত।
তারাও ক'রেছে সাধুজীকে আত্মবৎ।।
গৃহস্বামী রামচন্দ্র মন্ডল উপাধি।
গোপালের অতি ভক্তি করে নিরবধি।
অল্পদিন লোকান্তরে ক'রেছে গমন।
একমাত্র কন্যা তার সর্ব্বস্ব রতন

একদিন শুন এক অপূর্ব ঘটনা।
বালিকার নাম হয় শ্রীমতী সুধন্যা।।
আজিমার সংসারেতে লইতে আশ্রয়।
মায়ের মনেতে দুঃখে করে কালক্ষয়।।
বিবাহ হইবে বলে ধার্য্য হইয়াছে।
একদিন মাত্র তার বাকী আর আছে।।
এই গ্রামে নিবারণ ঝাড় নামে হয়।
তাহার পুত্রের সনে হবে পরিণয়।।
পৃথকান্নে থাকে তার জেঠামহাশয়।
অতি দুঃখে দিন যায় ফিরিতে না চায়।।
ওড়াকাদী বলে তার না হয় বিশ্বাস।
অন্যপথ অবলম্ব নাম অবিশ্বাস।।
কিন্তু তিনি মনে মনে ক'রেছেন ধারণা।
এ ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিবাহ দিবে না।
অন্য বরে কন্যা দান করিবে ভেবেছে।
গোপনেতে এক বরে ধার্য্য করিয়েছে।।
বিবাহ দিনেতে এসে বলে মেয়েটিরে।
অদ্য মাগো একবার চল মম ঘরে
জ্যেটিমাতা তব করিয়েছে মিষ্ট অন্ন।
তোমাকে খাওয়াতে তার যে প্রসন্ন।।
বরং অদ্য যাবে তুমি শ্বশুরের ঘরে।
সে কারণ এই সাধ তাহার অন্তরে
এই মত বলে কত অতি সযতনে।
সম্মত না হ'ল কেহ তাহার বচনে।।
এতেক দেখিয়ে সেই পাষন্ডি দুর্ম্মতি।
রূঢ় ভাবে বলে কত অকথ্য ভারতী।।
অপমান করে কত করিয়ে প্রহার।
অনাথা রমণীদ্বয় করে হাহাকার।।
এভাবে সুধন্যাকে লইল গৃহেতে।
বিবাহ দিবেক সেই গুপ্তবর সাথে।।
সযতনে বসাইল নিয়ে পীড়ি পর।
দক্ষিণেতে হৃষ্ট চিত্তে বসিয়েছে বর।।
হেনকালে সে বালিকা পীড়ি ধার করে।
ব্রাহ্মণের প্রতি বলে অতি ক্রোধ ভরে।।
হায়রে বামুনেরে শোন্ বলি তোরে।
কা'র সনে বিয়ে তোর কোন্ মায়েরে।।
এতো বলি সে বালিকা ভীষণ মুর্ত্তিতে।
উপনীত হয় গিয়ে মায়ের কাছেতে।।
সে মুর্ত্তি হেরিয়ে সবে করে পলায়ন।
উগ্রচন্ডা মুর্ত্তি যেন ঘোর দরশন।।
যেন সেই বিশ্ব হন্ত্রী খাপর ধরিণী।
অসুর দলিতে যথা অসুর নাশিনী।।
যখনেতে ঐ মুর্ত্তি ধরিল বালিকা।।
জ্যেষ্ঠতাত হেরে যেন সম্মুখে কালিকা।।
আরো যতজন তথা করে পলায়ন।
মুচ্ছা প্রাপ্ত হ'য়েছিল ব্রাক্ষ্মণ নন্দন।।
চৈতন্য হইয়া তিনি চরিদিকে চায়।
ভয় ভীতে নিজবাসে ধায় উভরায়
কেঁদে বলে সেই ছেলে লভিয়ে চেতন।
ওরে বাপ একি ভাব করে দশরশন।।
এ বালিকা সে বালিকা প্রাখরা ভাষিণী।
পীড়ি হস্তে ছিন্নমতে কৈলাসবাসিনী।।
এই মতে ভয় ভীত করে পলায়ন।
মাতৃসনে এসে কন্যা দিল দরশন।
কন্যাবলে সবিনয়ে মায়ের গোচরে।
কাঁদিও না মাগো আমি বলি হে তোমারে।
কার সাধ্য ভবারধ্য থাকিতে সহায়।
কা'র সনে কেমনেতে বিয়ে দিতে চায়।
জগতে সতীর মান রাখে সদা সতী।
কিবা ভয় আছে বল থাকিতে পার্বতী।।
তার আজি মাতা সদা করিছে রোদন।
সুধন্যা ব'লেছে তুই শোন বুড়ী শোন।।
কেবা যেন কাছারীতে করেছে নালিশ।।
চেয়ে দেখ বুড়ি ওই আইসে পুলিশ।।
মোর স্বামী অগ্রগামী হয়েছে সবার।
পুলিশের মাঝে আছে শ্বশুর আমার।
দেখিতে দেখিতে এসে সবাই উদিল।
নিজ স্বামী সনে তার মিলন হইল।।
জ্যেষ্ঠতা পক্ষগত ছিল যত জন।
পুলিশের হাতে বন্দী ক্রমে সর্বজন।।
এইভাবে সে মেয়ের বিবাহ হইল।

★★★★★

গোস্বামীর রমণীর কাহিনী

রমণীকান্ত বিশ্বাস পুরমড়া নিবাসী।
হরিগুরু চাঁদ পদে সদা অভিলাষী।।
শ্রীতারকচন্দ্র হয় উপদেষ্ট গুরু।
গুরুচাঁদ সবাকার বাঞ্ছা কল্পতরু।
ভাগ্যক্রমে শ্রীরমণী মতুয়া হইল।
হরিনাম দিয়ে বহুলোক মাতাইল।।

পশ্চিম দক্ষিণ খুলনা দেশবাসী যত।
বহু বহু লোক তার হইয়েছে ম'ত।।
সেই সব দেশে গিয়ে রমণী সুজন।
ঠাকুরের নাম ধর্ম্ম করে বিতরণ।।
বীরবেশে ভ্রমে সদা নির্ভয় শরীর।
মহা অনুরাগী হয় চিত্ত নহে স্থির।।
এবে শুন যে ভাবেতে মতুয়া হইল।
শ্রীগুরু তারকচাঁদে যেরূপ পাইল।।
ঝলমলো পুকুরের পাড়ে কবিগান।
রসনা গাহিছে গান অমৃত সমান।।
শ্রবণেতে সবাকার চিত্ত দ্রবময়।
রমণী বিশ্বাস তথা উপস্থিত রয়।।
কি যেন হ'ল তথা সেই রমণীর।
দুনয়নে অবিরত বহিতেছে নীর।।
মনে মনে রসরাজের আত্মসমর্পণ।
কি যেন কি অপরূপ করিল দর্শন।।
মনে ভাবে মোরে যদি করেন গ্রহণ।
সফল হইত মম জনম ধারণ।।
যদি না করেন গ্রাহ্য নিশ্চয় মরিব।
প্রাত্যাখ্যান অপমন সহিতে নারিব।।
অন্তরের মাঝে শুধু হইল প্রকাশ।
রসরাজে বলিবারে নাহ'ল সাহস।।
শুধুমাত্র শুনিলেন কোন দেশে ঘর।
শ্রীতারকচন্দ্র নাম শুনিল তাহার
গান অন্তে চলি যায় আপনার ঘর।
বিরহ অনলে সদা দহে কলেবর।।
গৃহেতে রহিতে নারে প্রাণ উচাটন।
সদা যেন সেইরূপ করে দরশন।।
বরই চঞ্চল চিত্ত মতি নহে স্থির।
হাই ছাড়ে অনুক্ষণ চক্ষে বহে নীর।
এই ভাবে মাসাবধি গত হ'য়ে যায়।
ছুটিল রমণীকান্ত অস্থির হৃদয়।।
নাহি জানে জয়পুর হয় কোন দিকে।
প্রাণের আবেগে চলে হরি বলে মুখে।।
যারে যায় সম্মুখেতে তাহাকে সুধায়।
তিন দিনে উত্তরিলে জয়পুর গায়।।
অনাহারী অনিদ্রিত তিনটী দিবস।
রসরাজ বলে সদা বাড়ে হা হুতাশ।।
ভাদ্রমাসে জলমগ্ন হ'ল সর্বদেশ।
জয়পুরে গিয়ে তবু না পায় উদ্দেশ

জানুজলে বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।
নিশিযোগে কাঁদে সাধু আকুল হইয়ে।।
রজনী হইল তথা দ্বিতীয় প্রহর।
নয়নেতে অশ্রুবারি ঝরে অনিবার।।
ক্রমেই ব্যাকুল চিত্ত হ'ল রমণীর।
গুরুর লাগিয়ে দেহ হইল অস্থির।।
অস্পষ্ট স্বরেতে কাঁদে কেহ নাহি জানে।
সে কান্না পশিল গিয়ে তারকের কানে।।
চমকিত রসরাজ ভাবিয়ে না পায়।
হেনভাবে কেবা কাঁদে বালকের প্রায়।।
পরিচিত নহে স্বর তবু কেন টানে।
রহিতে না পারে ঘরে ভকতির গুণে।।
কোন দিকে কেবা কাঁদে কর্ণপাতি রয়।
নির্দ্দিষ্ট হইল আম্র বৃক্ষের তলায়।।
কেন যেন হৃদি মাঝে হইল উন্মনা।
ধীরে ধীরে চলিনে তারক রসনা।।
দেখে গিয়ে তথা বসে সুন্দর যুবক।
আখিজল বহে বলে তারক তারক।।
তারক রসনা বলে কেবা তুমি হও।
তারক আমার নাম আঁখি মেলি চাও।।
কোন তারকের তুমি কর অন্বেষণ।
বিবরিয়ে কহ তাহা ওহে বাচাধন।।
রমণী শুনিল যেন অমৃত সমান।
আঁখি মেলি হেরে রূপ সেই মতিমান।।
শঙ্কর সদৃশ কায় রূপ মনোহর।
সুদীর্ঘ নাশিকা শোভে সুন্দর অধর।।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম ত্যজি যেন পরেছে বসন।
ত্রিশুল ত্যাজিয়ে মুক্ত শ্রীকর শোভন।।
জটাজাল পরিবর্ত্তে সুদীর্ঘ কবরী।
মানব আকার বটে কিবা মরি মরি।।
সেই মুর্ত্তি শ্রীরমণী করিয়ে দর্শন।
পিতঃ পিতঃ বলি চায় হইত পতন।।
তারক রসনা তারে স্বস্নেহে ধরিল।
কোলে ধরি আপনার গৃহেতে আনিল।।
সমধুর বাক্য দানে সান্ত্বনা করিল।
কৃপা করি মহাশক্তি প্রদান কৈল।।
শক্তি প্রাপ্ত শ্রীরমণী হইল উন্মনা।
দেশেতে পাঠায় তারে তারক রসনা।।
অনুক্ষণ মুখে সদা বল হরিবোল।
সবে কয় শ্রীরমণী হইল পাগল।।

ক্ষণে কাঁদে শ্রীতারক ক্ষণে গুরুচাঁদ।
ক্ষণে বলেদীনহীনে দাও রাঙ্গাপদ।।
ক্রমান্বয় ভাবোন্মত্ত হইল রমণী।
হুঙ্কার করিয়ে ক্ষণে করে হরিধ্বনি।।
যথা তথা করে হরি নাম সংকীর্ত্তন।
ভাবের বিকার গ্রস্ত যেন সে লক্ষ্মণ।।
হেনভাবে হরিনাম করিয়ে বেড়ায়।
কেহ ভাল কেহ মন্দ নানামত কয়।।
ব্যাধিযুক্ত হ'য়ে আসে কোন কোন জন।
তার গৃহে গিয়ে করে নাম সংকীর্ত্তন।।
হরিনাম নিয়ে তার ব্যাধি সেরে যায়।
গুরুচাঁদ নাম দিয়ে কলেরা তাড়ায়।।
তারকের নাম দিয়ে জয় জয় বলে।
হরিগুরুচাঁদ বলে ভাসে আখি জলে।।
তাঁর এসে বহু লোক শিষ্য হ'ল তার।
বহু গ্রামে এইমত হইল প্রচার।
একদা বসিয়ে এক শিষ্যর আলয়।
করিতেছে হরিনাম আনন্দ হৃদয়।।
পুরুষ নারী কত একত্র হ'ল।
হরি প্রেম সিন্ধু নীরে ভাসিয়ে চলিল।।
নরনারী ভেদাভেদ আর না থাকিল।
কেহ কার গাত্র পরে ঢলিযা পড়িল।।
বড়ই অপূর্ব্ব ভাব কর দরশন।
পাষণ্ডীর প্রাণে তাহে বাড়িল বেদন।।
সমাজের কর্তা যেই জানাইল তারে।
মনের বেদনা বল বলি আর কা'রে।।
এদেশেতে না থাকিবে জাতির বিচার।
একত্র হ'য়েছে যত ভাই দুরাচার।।
মেয়ে পুরুষেতে বসি নাম পদ করে।।
পুরুষ কাঁদিয়ে কোন মেয়েটিকে ধরে।
বাবা বলে কাঁদে আর ভাসে আঁখি জলে।
রমণী ঢলিয়া পড়ে পুরুষের কোলে।।
বল এই কোন প্রেম মেয়ে নিয়ে করে।।
জাতিকুল জলাঞ্জলি দিল একেবারে।
অতএব এ সবাকে দাও তাড়াইয়ে।।
সমাজে দিবে গো গালি দেখ বিচারিয়ে।
এই মত পরামর্শ করি সর্ব্বজন।
দলপুষ্ট করে যত পাষেন্ডীর গণ।।
একদা চলিল সাধু শিষ্যগণ ল'য়ে।
সম্মুখে যাতে নারে দগ্ধ হয় হিয়ে।।
ধান্য ক্ষেতে থাকে লুকি দশবারোজন।
মনে ভাবে পথি মাঝে করিব শ্বাসন।।
অস্ত্র-সস্ত্র আমদনী করি রীতিমত।
ধান্য ক্ষেত্র মাঝে সবে র'য়েছে প্রস্তুত।।
ক্রমে ক্রমে হ'ল তথা বিশ ত্রিশ জন।
যেই পথে সেই রমণী সঙ্গে ভক্তগণ।।
এক শিষ্য এ ঘটনা পূর্বে জেনেছিল।
গোস্বামীর নিকটেতে প্রকাশ করিল।।
রমণী বলেছে তাতে কেন ভীত হও।
তারকে স্মরণ করি পথ চলি যাও।।
গুরুচাঁদ সর্বসার সহায় আমার।
বাসনা করুক পূর্ণ বাবা এইবার।।
মিছামিছি বাছাধন শঙ্কা কেন মনে।
হরিভক্ত নাহি ডরে সে কাল শমনে।।
শমনেও করে ভয় মতুয়া দেখিলে।
কি করিতে পারে আর পাষন্ডীর দলে।।
কোথা বল থাকে লুকী সে বান্ধবগণ।
দেখ অদ্য কেবা কারে করিবে দমন।।
এত বলি শ্রীরমণী ছাড়ে সিংহনাদ।
পাষভীরগণ তাহে গণিল প্রমাদ।
তারা যেন শুনে ধ্বনি মেঘের গর্জ্জন।
মুহুর্মুহু হয় যেন অশনি পতন।
ব'লেছে রমণী ভাই কেবা ধান্য ক্ষেতে।
আয় দেখি হরিনাম দিয়ে যাব পথে।।
মরিতে বাসনা যদি মার খেয়ে যাব।
তথাপি তোদের কানে হরি নাম দিব।।
মাধা মেরেছিল কাঁদা নিত্যানন্দ শিরে।
তথাপি সে নিত্যানন্দ না ছাড়ে মধারে।।
হরিনাম দিয়ে তারে করিল উদ্ধার।
তোদিগে উদ্ধারী নিব আগে খেয়ে মার।।
মা'র মা'র শব্দ করে রমণী গোসাই।
পাষন্ডীরা ভাবে বুঝি আর রক্ষা নাই।
ভয় পেয়ে সব ছেড়ে করে পলায়ন।
উচ্চরবে হরি বলে মতুয়ার গণ।।
ধরবে ধরবে ভাই মারবে মারবে।
হরিনাম দিয়ে সবে নিব ভবপারে।।
পথি মধ্যে হয় ঘোর শব্দ গন্ডগোল।
সবে মিলি এক মনে বলি হরিবোল।।
যে গৃহেতে শ্রীরমণী করিবে প্রয়াণ।
চেয়ে আছে সবে তারা ব্যাকুলিত প্রাণ।।

এই শব্দ শুনে তারা অনেকে ধাইল।
ক্রমে তথা বহু লোক একত্র হইল।।
তারা এসে এই কথা শুনিবারে পায়।
পাষন্ডীর গণ সবে ভয়েতে পলায়।।
নাহি আর শোর শব্দ নাহি গন্ডগোল।
ভীম রবে সবে মাত্র বলে হরিবোল।
দূরে গিয়ে একত্রিত পাষন্ডীর গণ।
সবে বলে ভাগো ভাই পাইনু জীবন।।
কালান্তক সামনের ন্যায় মাতুয়ারা।
যেন সবাকার তনু বীর রসে পোরা।।
হরিনাম করে তবু বীরত্ব প্রকাশ।
এভাব দেখিলে হয় শমনের ত্রাস।।
প্রধান প্রধান জ্ঞানী ছিল যারা যারা।
তারা কয় শমনে না ডরে মতুয়ারা।।
কি যেন কি শক্তি নামের ভিতরে।
সেই শক্তি লাভ হলে কাহারে না ডরে।
তাই এত বলিয়ান এত অহংকার।
মার খেতে করে সাধ বলে মার মার।।
পারিবে না গতি রোধ করিতে তোমরা।
এদেশ দখল করি নিবে মতুয়ারা।।
নিরস্ত হইবে এবে রহ সর্ব্বজন।
পারিবে না করিবারে মতুয়া শাসন।।
এত শুনি পাষন্ডীর নিরস্ত হইল।
কেহ গিয়ে রমণীর শরণ লইল।
সে হইতে দেশ যেন উঠিল নাচিয়া।
ক্ষমা ভিক্ষা মাগে তারা যাচিয়া যাচিয়া।।
দেশে দেশে মহোসব করিয়ে বেড়ায়।
অনুক্ষণ ভাসে হরি প্রেমের গোলায়।।
ওড়াকাঁদী যাতায়াত করে মাঝে মাঝে।
ক্ষণে গিয়ে দেয় দেখা গুরু রসরাজে।।
এই ভাবে শ্রীরমণী মতুয়া হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহেশ ব্যাপারীর মানবলীলা সম্বরনান্তে মহোৎসব

মহেশ ব্যাপারী হয় অতি গুণমান।
যাহার মস্তকে নরহরি শাল গ্রাম।।
তাহার চরিত্র গুণ বর্ণনা অতীত।
হরিলীলামৃত গ্রন্থে রয়েছে বর্ণিত।।
জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিশচন্দ্র কনিষ্ঠ ভজরাম।।
অনুক্ষণ ভজে তারা হরিচাঁদ নাম।।
হরিশচন্দ্র পুত্র হয় ভবে চারিজন।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাধাকান্ত সরল সুজন।।
মধ্য শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ছোট রূপচাঁদ।
তারা ভজে দিবানিশি গুরুচাঁদ পদ।।
ভজরামের তনয় হ'ল তিনজন।
তারাও শ্রীগুরুচাঁদের ভবে অনুক্ষণ।।
মহেশের পুত্র নাই হরি পুত্র তার।
নরহরি শালগ্রাম উপাধি যাহার।।
হেন রত্ন ধরা হ'তে অপহৃত হ'ল
গ্রামস্থ মতুয়াগণ শোকেতে মজিল।।
শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তথা মহোৎসব হয়।
বংশধরগণে সবে প্রফুল্ল হৃদয়।
আসিলেন গুরুচাঁদ এ মহোৎসব হয়
বংশধরগণে সবে প্রফুল্ল হৃদয়।
আসিলেন গুরুচাঁদ এ মহোৎসবে।
চারিদিকে হ'তে এল ম'তোগণ সবে।।
বহুলোক আমদানী নাম লব কত।
প্রধান প্রধান ম'তোগণ ভাবোম্মত।
একে একে তালতলা করিল গমন।
প্রেমানন্দে করে গুরুচাঁদে দরশন।।
ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ণচন্দ্র এ উৎসব করে।
ভ্রাতাগণ দিয়ে সদা ভাশে আখিনীরে।।
দেশবাসী গ্রামবাসী কিম্বা প্রতিবেশী।
সকলেই কর্ম্ম করে পরম উল্লাসী।।
কেহ করে অন্য কর্ম কেহ করে নাম।
হাতে কাম মুখে নাহিক বিরাম।।
এ বড় অপূর্ব্ব ভাব বড় মধুময়।
কোন জন আনন্দেতে নাচিয়ে বেড়ায়।।
বহুলোকে করে হরি নাম সংকীর্ত্তন।
হাসে কাঁদে নাচে কেহ ভুমেতে পতন।।
যেমন মহেশ তেমন হরিনাম হয়।।
চারিদিকে হ'ল যেন সংকীর্ত্তন ময়।।
অধে হরি উর্দ্ধে হরি নাম মাত্র রোল।
মনে হয় শুন্য স্থানে বলে হরিবোল।
কি দিব তুলনা কিছু না পাই ভাবিয়া।।
আকুল হইল সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
বাল বৃদ্ধ সমভাবে নারী কি পুরুষ।
কীর্ত্তন করিতে কেহ হারিয়েছে হুষ।।
অন্য জনে গিয়ে তারে সান্ত্বনা করেছে।
কেহ বা ভুমেতে পড়ি শুধু কাঁদিতেছে।

রান্নাঘরে কাঁদে রাঁধে যত মেয়েগণ।
সর্বঠাই ব্যাপ্ত যেন প্রেম সমীরণ।।
এভাবে হইর গান তুলনা অতীত।
শক্তি নাই এ আধারে করিতে বর্ণিত।।
মহাপ্রেম বন্যা বহি প্লাবিলত করিল।
কিন্তু তার মাঝে এক ঘটনা হইল।।
যষ্টি বাবু শ্রীকেদারী পরামর্শ করে।
আরো কেহ স্থানে সে কথা প্রচারে।।
ঠাকুরের সেবা লাগী মৎস্য দিতে হবে।
অধরের কাছ যায় তাই মনে ভেবে।।
অধর বলিছে তাহা না হয় কখন।
একথা অযোগ্য হয় শুণ সর্বজন।।
মহোৎসবে মাছ নহে আদেশ প্রভুর।
ইহার প্রমাণ তাই রয়েছে প্রচুর।।
এহেন সাধুরে সেই মহেশ ব্যাপারী।
সেই মহেৎসবে কভু মাছ দিতে নারি।।
তবু তারা গোপনেতে এ মাছ কিনিল।
মনে ভাবে এই কর্ম করিলাম ভাল।।
গোপনে কিনিয়া মাছ গোপনে বাঁধিয়ে।
আনন্দেতে রাখিয়াছে সে ভান্ড পুরিয়ে।।
যবে প্রভু গুরুচাঁদ ভোজনে বসিল।
ডাইল লাবড়া আদি ভোজন করিল।।
হেনকালে মৎস্য ঝোল আনিল তখন।
মাথাতুলি গুরুচাঁদ বলেন বচন।।
কি এনেছ বল দেখি প্রকাশ করিয়ে।
কেহ বলে মৎস্য ঝোল এনেছে রাঁধিয়ে।।
প্রভু বলে মহোৎসবে মাছ কে খাইবে।
দুর দুর দুর করে নিয়ে যাও এবে।।
কোন দুষ্ট হেন কর্ম্ম করিলি রে বল।
ঠাকুরের ধর্ম্ম বুঝি দিবি রসাতল।।
মহোৎসব দিনে মাছ কেহ না খাইবে।
মীন মহোৎসব তার পরদিন হ'বে।।
আর এক কথা বলি মনেতে রাখিস।
তুলিয়া রাখিস অগ্রে যে যাহা পারিস।।
অনুমান এক সন্ধ্যা হইবে সবার।
ঠাকুরের এক বাটী নিজ পারিবার।।
ঠাকুরের নামে এক তঙ্কা তার সনে।
নববস্ত্র এক জোড়া রাখিস আসনে।।
অভাবে পারে না তারে ধরিতে কখন।
সর্ব সিদ্ধ যদি তার সঙ্গে দিস্ মন।।

এই মত উপদেশ দেন গুরুচাঁদ।
অনেকের প্রাণে তাহে জন্মিল অহ্লাদ।।
অপ্রতিভ হ'ল সেই জ্ঞানী দুইজন।
মৎস্য নিয়ে অন্য বাড়ী করিল গমন।।
পরে সব মতুয়ারা একত্রিত হ'য়ে।
ভোজন করিল তারা হরিধ্বনি দিয়ে।।
তমঃ সন্ধ গেল দূরে হরি হরি বল।
পূর্ণানন্দে মহোৎসব সমাধা হইল।

ভক্ত বিপিন গোস্বামীর উপাখ্যান

কেনুয়াভাঙ্গা নিবাসী শ্রীবিষ্ণুচরণ।
সমাজেতে মান্যমান ব্যক্তি সেই জন।।
তাহার জ্যেষ্ঠ তনয় বিপিন বিশ্বাস।
গুরুচাঁদ যার সদা অভিলাষ।।
মাতুল বেদী চরণ গোস্বামী সুজন।
বাশরী গ্রামেতে যার বসতি ভবন।।
অনুক্ষণ ওড়াকাঁদী যাতায়াত করে।
হরিগুরুচাঁদ বলি সদা আঁখি ঝোরে।।
বিপিন দেখিল মাতুলেল সেই ভাব।
হৃদয় বহিছে যেন হরি প্রেমার্ণব।।
বিপিনের দেহে যেন কি ভাব উদিল।
ওড়াকাঁদী যাব বলে মনেতে ভাবিল।।
সদা ভাবে ওড়াকাঁদী কতদিনে যা'ব।
ঠাকুরের শ্রীচরণ কতদিনে পা'ব।।
কেমন ঠাকুর কবে হেরিব নয়নে।
তবে ত পাইব শান্তি এ পোড়া পরাণে।।
কেবা হেন বন্ধু আছে নিবে মোরে তথা।
কে আছে এমন ব্যথিত বুঝিবে এ ব্যথা।।
বড়ই ব্যাকুল হ'ল মন-প্রাণ তার।
ওড়াকাঁদী কবে যাব এই হ'ল সার।।
বাড়ীর পার্শ্বেতে হয় শ্রীগৌরচন্দ্র।
সে যাইবে হেরিবারে প্রভু গুরুচন্দ্র।।
তাহার সনেতে যেতে পরামর্শ করে।
ওড়াকাদি উপনীত কিছুদিন পরে।।
প্রভুর মূরতিখানি নয়নে হেরিল।
ভক্তিভরে প্রভুপদে প্রণাম করিল।।
ভুবনমোহন রূপ নয়নে দেখি।
না পারে বিপিন কভু পালটিতে আঁখি।।
অনিমিষে রূপখানি করিছে দর্শন।
পদ্মরাগ মণি জিনি অঙ্গের কিরণ।।

সুদীর্ঘ কবরী শোভে মস্তক উপর।
মেঘের বরণ কেশ কিবা চমৎকার।।
ঢর ঢর আঁখিজলে পূর্ণিত লোচন।
বিস্ময় হইয়ে করে রূপ দরশন।।
চৌরশা ললাট তাহে দেখিতে সুন্দর।
তিল ফুল জিনি নাসা সুন্দর সুধর।।
শ্রীচন্দ্র বদনখানি পূর্ণ হাসিমাখা।
দন্তপাতি মুক্তাহার হীরকেতে ঢাকা।।
আজানুলম্বিত বাহু অতি সুবলিত।
এ সব হেরিয়ে হৃদি হ'ল চমৎকৃত।।
মনে ভাবে হেন রূপ দেখিনি কখন।
কিবা প্রেমময় মূর্ত্তি ভুবনমোহন ।।
রূপে মুগ্ধ মন-প্রাণ এল নিজ ঘরে।
যেন সেই রূপরাশি সর্ব্বদা নেহারে।।
মনে ভাবে এবে মোর কি দশা হইল।
গুরুচাঁদরূপে প্রাণ হরণ করিল।।
কি করিবে কোথা যাবে ভাবিয়ে না পায়।
রূপের ফাঁদেতে পড়ি করে হায় হায়।।
মাতুল দেবী চরণ ভক্তশ্রেষ্ট হয়।
বিপিন উদয় হ'ল মাতুল আলয়।।
ভক্তি ভরে মাতুলেরে প্রাণাম করিল।
যেন এক নব ভাব মাতুল হেরিল।।
গোস্বামী আপন মনে বিচারে তখনে।
এভাবে ভাগিনী মোরে প্রণামিল কেনে।।
প্রকাশ্যে বলিল বাপ বৈসহে হেথায়।
কোন কার্য্য হেতু বল চলেছ কোথায়।
পড়া শুনা ভাল মত চলে'ত তোমার।।
পড়া ক্ষতি করা নহে যোগ্য ব্যবহার।।
নম্র হ'য়ে শ্রীবিপিন ক'রেছে উত্তর।
পড়ার না হয় ক্ষতি বিশেষ আমার।।
নূতনত্ব এক রোগে ধ'রেছে আমারে।
আপনার ঠাঁই এনু বলিবার তরে।।
রোগের বিকারে বিভীষিকা দেখা যায়।
বর্ত্তমানে তারে মামা দেখি যে সদায়।।
কারণ বুঝিতে নারি তাই হে হেথায়।
জ্বর নহে তবু মম হৃদি দগ্ধ হয়।।
শুনে হন চমৎকৃত ভাগিনার কথা।
মনে ভাবে কৃপা বুঝি করিলেন পিতা।।
জিজ্ঞাসা করিল পুন বিপিনের ঠাঁই।
কেমন মুরতিখানি বল দেখি তাই।।
বিপিন বলিছে মামা কি বলিব আর।
ওড়াকাঁদী দেখিয়েছি মুরতি সুন্দর।।
সেই মুর্ত্তি অহনিশি জাগিছে হৃদয়।
তুলনা নাহিক বুঝি কভু এ ধরায়।।
ভুবনমোহন রূপ কিবা চমৎকার।
হেন রূপ হেরি নাই নয়নে আমার।।
পাশরিতে নাহি পারি কি করি উপায়।
পদে ধরি ওগো মামা ঠেকিয়েছি দায়।।
গোস্বামী বলেছে বাপ শুন মন দিয়ে।
যার লাগি কাঁদে সবে আকুল হইয়ে।।
জগতজীবন হরি অগতির গতি।
গুরুচাঁদ নামে হয় শ্রীধামে বসতি।।
ভকত-হৃদি রঞ্জন ব্রহ্ম পরাৎপর।
আর কেহ নাই বাপ তাহার উপর।
গুরুচাঁদ সর্ব্বসার এ মহীমন্ডলে।।
ব্রহ্মা আদি যার নামে দীক্ষা পাপ্ত হ'লো।।
যোগী ঋষিগণ যা ধ্যানে নাহি পায়।
সেই ধন ওড়াকাঁদী হ'য়েছে উদয়।।
জগজ্জীব নিস্তারিতে এলেন শ্রীধামে।
ভাসাইলে ধরাধাম সুমধুর প্রেমে।।
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছলছল।
হেরিয়ে বিপিনচন্দ্র হইল চঞ্চল।।
যা দেখিল তা শুনিল মাতুলের ঠাঁই।
মাতুলের পদে পড়ে কেঁদে ছাড়ে হাই।।
তুমি উপদেষ্টা গুরু শুনহ মাতুল।
বলে দাও কিসে পাব চরণ রাতুল।।
যদি করিবে দয়া অবোধ বলিয়া।
ঠেকিবে বিষম দায় আমাকে লইয়া।।
কোন প্রকারেতে মামা গৃহে না ফিরিব।
যেই স্থানে যায় প্রাণ সেই স্থানে যাব।
এমত উদ্বিগ্ন প্রাণ হেরি ভাগিনার।।
বলে চিন্তা না করিও বাপরে আমার।
অবশ্য তোমাকে পুনঃ শ্রীধামেতে নিব।।
গুরুচাঁদ পদে তোমা অর্পণ করিব।।
চলি যাও নিজবাসে ওরে বাপ ধন।
লেখাপড়া কিছু দিন ক'রগে এখন।।
যেতে না হইবে কোন তীর্থ পর্য্যটনে।
সর্ব্বতীর্থ আছে গুরুচাঁদের চরণে।।
ওড়াকাঁদী ডুব দিলে মোক্ষ ফল ফলে।
মিলে অকামনা এল শ্রীকরুণাজলে।।

চিত্তসন্ধ কর্ম্মবন্ধ সব যায় দুরে।
অনুক্ষণ হৃদি মাঝে প্রেমানন্দ স্ফুরে।।
এমত প্রবোধ পেয়ে মতুয়া হইল।
গুরুচাঁদ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

*****

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঠাকুরের বিয়োগ।

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশশীভূষণ।
চাকরী করেন তিনি প্রফুল্লিত মন।।
পাবনা প্রদেশে যবে করেন চাকরী।
গুণে বাধ্য হ'য়েছিল সকল মহুরী।।
সর্বলোকে বহু ভাবে করিতেন মান্য।
সে দেশে সবার ঠাঁই হ'ন অগ্রগণ্য।।
ক্রমে এল নিজ দেশে গোপালগঞ্জেতে।
চাকরী করেন তথা অতি আনন্দেতে।।
কিছুদিন পরে দেহে হইল ব্যারাম।
কিছুতেই সেই ব্যাধি না হয় আরাম।।
কিছুদিন অন্তে তিনি কার্য্য না তেয়াগিয়ে।
আপন গৃহেতে এল রোগযুক্ত হ'য়ে।।
ব্যাধির কারণে দেহ হইল দুর্ব্বল।
আরোগ্য না হয় বাড়ে হইয়ে প্রবল।।
এইভাবে বহুদিন অতীত হইল।
কিছু না করিল প্রভু দুঃখ পরকাশে।।
সুমধুর ভাষে কথা কহে সবা পাশে।
মাতা মোর পুত্রশোক রাখিযে গোপন।
হাস্যমুখে কহে কথা লোকের সদন।।
আর দুই পুত্র ম'ল বয়স শৈশবে।
তবু না প্রকাশে দুঃখ নিজ মনে ভেবে।।
পরে এই জ্যেষ্ঠ পুত্র মৈল এতদিনে।
তথাপি মা সুবদনী সর্বলোকে স্থানে।।
তেরশ পঁচিশ সালে আটই তারিখে।
অগ্রহায়ণে এ দশা সবার সমক্ষে।।
পুরাবাসী সবে মিলি করে হাহাকার।
অন্তঃপুরে শোকবন্যা বহে খরতর।।
কাছারীতে মাহাপ্রভু আছেন বসিয়ে।
মতুয়ারা কেহ কাঁদে মুখ পানে চেয়ে।।
অটল হৃদয় বসি থাকে দয়াময়।
না বুঝি কারণ কেহ করে হায় হায়।।
কেহ বলে একি ভাব হেরিনু নয়নে।
নহে শোকাকুল প্রভু পুত্রের মরণে।।
হইার কারণে মোরা না পারি বুঝিতে।
পুত্রশোক কিসে পারে ধৈর্য্য ধরিতে।।
এইমত সবে মাত্র আলোচনা করে।
ইহার কারণ কেহ বুঝিতে না পারে।।
অপরেতে দাহকার্য্য সমাধা হইল।
কবি কহে দিন অন্তে হরি হরি বল।।

শোক উচ্ছ্বাস

অন্তপুর বাসীগণে   সবে শোকাকুল মন
করে বাস দিবস রজনী।
অনুক্ষণ শোকানলে   হৃদিমাঝে যার জ্বলে
দগ্ধ হয় সবার পরাণী।।
বাবুর অঙ্কশায়িনী   বড় মাতা ঠাকুরাণী
পতি শোকে কাঁদে নিরবধি।
নাজানি কি কর্ম ফেরে   বিধবা করিলি মোরে
হায়রে কি নিদারুণ বিধি।।
ক'রে মোরে অনাথিনী   ছেড়ে গেল গুণমনি
আর না হেরিব সে বদন।
কে বলিবে মিষ্ট কথা   ঘুচাবে প্রাণের ব্যাথা
কা'র ঠাঁই জানাব বেদন।।
না পুজিব সেই পদ   আমার আরাধ্য পদ
ছেড়ে গেল প্রাণপতি   কি মোর হইবে গতি
আর কেন জীবনেতে বাঁচি।।
দুই পুত্র দিয়ে মোরে   চ'লে গেল স্বর্গপুরে
তাহাদিগে কি দিয়ে বুঝাব।
তোমায় ডাকিবে যবে   কে বল উত্তর দিবে
তখনেতে আমি কি বলিব।।
কেমনে বলিব আমি   বেঁচে নাই ভবে তুমি
শ্রুতমাত্র কতই কাঁদিবে।
কৃপা করি বাক্য ধর   আমাকে সঙ্গিনী কর
কেন আমি বেঁচে রৈনু ভবে।।
আকুল হইয়া কাঁদে   হিয়ে ধৈরয নাহি বাঁধে
দশদিন এভাবে কাটিল।
একাদশ দিনে পরে   বিধিমত শ্রাদ্ধ করে
সমাজের ভাবে সব হ'ল।।
স্থির সত্যভামা দেবী   কাতরা নহে ত ভাবি
কে বলিবে মরিয়েছে।
বাহিরের ভাব যাহা   অতি অত্যাশ্চর্য্য তাহা

কত লোক আশ্চর্য্য হ'তেছে।।
কে বুঝিবে এই কথা কেন নহে বাকুলতা
কেন পুত্র শোকেতে অটল্য।
পুত্রশোক বুকে রাখি তবু কেন হ'ন সুখী
কে বুঝিবে অত্যাশ্চর্য্য লীলা।।
প্রভু গুরচাঁদ যিনি অটল রহিল তিনি
ঠিক যেন পাষণের ন্যায়।
সুখ-দুঃখ কিম্বা শোকে অটল অটুট থাকে
ঠাকুরের ভঙ্গি বোঝা দায়।।
বড় গুপ্ত এই তত্ত্ব কি বা তার পরমার্থ
কেন নাহি কাঁদে পুত্রশোকে।
তাই করে আলোচনা অনেকে তাহা বুঝি না
কহে কথা হাসি মুখে।।
কেহ যদি পেয়ে ব্যথা জিজ্ঞাসিত সেই কথা
তারে কহে প্রবোধ বচন।
একা আসি একা যাই কেবা কার বন্ধু ভাই
ভেবে তাহা দেখ বাছাধন।
কর্ম্মযোগে যাতায়াত কেহ পুত্র কেহ তাত
এই সব মায়িকের চিহ্ন।
যবে চ'লে যেতে হবে ভাই বন্ধু কোথা রবে
বন্ধু নাই হরিনাম ভিন্ন।।
এত ত শশী ক'রেছে কেবা তার সঙ্গে গেছে
পুত্র-কন্যা সব বর্ত্তমান।
আছি তার মাতাপিতা সে বা চলি গেল কোথা
একমাত্র করিল প্রস্থান।।
এইত ভবের খেলা যে দিন ডুবিবে বেলা
একা একা যেতে হ'বে চ'লে।
কবি কহে হরি বল অন্যান্য বিচার ফেল
স্থান মাগো ও পদ কমলে।।

******

মহাত্মা বিপিনের প্রতি পিতার নির্য্যাতন

তথা হ'তে গৃহে এসে হ'ল অন্য ভাব।
শিক্ষা সম্বন্ধেতে তার পড়িল অভাব।।
চৌদ্দ কি পনর হয় বয়স তখন।
হরিনাম প্রেমরসে থাকিত মগণ।।
মাঝে মাঝে এলে কোন মতুয়া সুজন।
তাহার সঙ্গেতে গিয়ে হইত মিলন।।
ভ্রমণ করিতে সেই মতুয়া সঙ্গে।
মহানন্দে ভাবিতেন প্রেমের তরঙ্গে।।
পড়াশুনা প্রতি লক্ষ্য ক্রমেই করিল।
প্রেমপথে ক্রমান্বয় ধাবিত হইল।।
তাহাতে অনেক লোক করিলেন সঙ্গ।
কেহ বিপিনের কত বলিতেন মন্দ।।
হা রে মুর্খ দুরাচার কি করিস তবে।
মতোদের সঙ্গে তুই ঘুরিস কি ভেবে।।
মান্য মান্য ধনবান পিতা তোর আছে।
সবাকার অগ্রগণ্য সমাজের কাছে।।
আভিজাত্য মেধাস্মৃতি হারিলি সকল।
ম'তো সঙ্গে চ'লে যাস ব'লে হরি বোল।।
পিতার উন্নত শির নত হ'ল তায়।
পুত্র হ'য়ে কি করিলি ওরে পাপাশয়।।
এই মত বলে যত মান্যমান ব্যক্তি।
তাহাতেও বিপিনের নাই কোন উক্তি।।
বাধাবিঘ্ন এইমত পড়ে বহুক্ষণ।
তাহে নহে শ্রীবিপিন টলিত কখন।।
ক্রমেই আকৃষ্ট যেন হয় মন প্রাণ।
সমাজ-বন্ধনে কভু নাহি ধরে টান।।
ম'তোদের সনে করে পরম আনন্দ।
নাম নিলে পায় যেন সুধা মকরন্দ।।
এই মত ম'তো সনে নাচিয়ে বেড়ায়।
সব লোকে এসে তাঁর পিতাকে জানায়।।
কত ভাবে নিন্দাবাদ করে কত লোক।
জ্বলিল বিষ্ণু বিশ্বাস জ্বলন্ত পাবক।।
বলে আমি সে দুষ্টের করিব শাসন।।
কেন সে এমন ভাবে করিবে শ্রবণ।
বাটী হ'তে একেবারে ক'রে দিব দুর।।
নমঃশূদ্র কুলে এল কোথায় ঠাকুর।
উত্তর দেশেতে যত নির্ব্বোধের গণ।
তাহারাই বলে যত অযুক্তি বচন।।
ঠাকুর আসিবে কেন ওড়াকাঁদি গায়।।
স্থান বুঝি পায় নাই কভু ধরায়।
বোকা যে বিশ্বাস করে কাহার কথায়।।
মিছিমিছি কেন বোকা লাফিয়ে বেড়ায়।।
হেনকালে শ্রীবিপিন গৃহেতে আইল।।
হেরিয়ে পুত্রের মুখ জ্বলিয়া উঠিল।
বলে আরে দুষ্টমতি কি বুদ্ধ পাইলি।।
আভিজাত্য খোয়াইতে জনম লভিলি।
কোথাকার হরি হল ওড়াকাঁদী গাঁয়।
এ হেন কুবুদ্ধি কোথা পেলি দুরাশয়।।

ম'তোদের সনে কেন বেড়াস নাচিয়া।
রৌদ্রতাপ না মানিয়া বেড়াস ঘুরিয়া।।
পুন যদি কোথা যাস্ বাটীর বাহির।
কোন মতে তোর স্কন্ধে নাহি রবে শির।।
সমাজের লোক যত নিন্দা করে মোরে।
জাতিনাশ কুসন্তান না রাখিব তোরে।।
সংহার করিব তোরে যদি কোথা যাস্।
চুপ ক'রে গৃহে থা'ক যদি ভাল চাস্।।
পুত্র হ'য়ে না মানিলে পিতার বচন।
সেই পুত্র হয় মাত্র নিন্দার ভাজন।।
অতএব অদ্য ক্ষমা করিলাম তোরে।
পুন যদি যাস্ তবে ফেলাইব মেরে।।
এইমত বলিলেন শ্রীবিষ্ণু চরণ।
অন্তরালে থেকে সাধু ক'রেছে রোদন।।
কোথা আছ গুরুচাঁদ প্রভু দয়ামত।
কতদিন প্রভু মোরে দিবে পদাশ্রয়।।
একবার দেহ মোরে যুগল চরণ।
ভকতি-বিহীন আমি অতি অভাজন।।
এই মত কাঁদে সাধু ঝরে আঁখিজল।
ক্রমেই প্রেমানুরাগ হ'তেছে প্রবল।
প্রভু যাকে কৃপা করি করেন স্মরণ।।
তাহাকে বাধিতে ভবে পারে কোন জন।
যে পেয়েছ শ্রীহরি প্রেমবিন্দু কণা।।
কোন বাধাবিঘ্ন সেই কিছুই মানে না।।
না মানে গন্ডিয়ে রেখা জাতি বিদ্যাভয়।
অনুক্ষণ ভাসমান প্রেমের গোলায়।।
গোঁসাই শ্রীসোনাতন স্বাক্ষী আছে তাঁর।
ক'রেছিল এক নদী কুন্তীরিণী পার।।
সঁপে হরিপদে মন সে অনুশীলন।
প্রেম কি ভুলিতে সে পারে রে কখন।।
এমনে প্রমাণ হয় প্রেমে যেবা ডুবে।
কোন বন্ধনেতে তারে রাকিত পারিবে।।
তেমনি ঘটিল দশা বিপিনের প্রতি।
প্রেমেতে আকুল প্রাণ ছন্ন করে মতি।।
পূর্ব্ব হ'তে প্রেমভাব দ্বিগুণ বাড়িল।
পিতার শাসনে প্রাণ কভু না টলিল।।
অবিলম্বে চলি যায় মামার নিকটে।
পিতার শাসন বাক্য বলে করপুটে।।
কি করিব কোথা যা'ব না রাখিব প্রাণ।
কি দিয়ে কি করিলেন প্রভু গুরুচাঁদ।।
ম'তোদের সঙ্গহীন হইতে নারিব।
তাই যদি ঘটে জীবন ত্যজিব।।
মধুর বাক্যেতে বলে শ্রীদেবী চরণ।
শান্ত হ'য়ে থাক বাপ শুনহ বচন।।
হরিভক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকেই হয়।
আপনা হইতে সব হবে পরাজয়।।
তব পিতা মহাজ্ঞানী জানি বাছাধন।
নিন্দা করিবার আছে অনেক কারণ।।
সে সব শুনিয়ে এবে নাহি প্রয়োজন।
অদ্য হেথা থাকি বাপ সুস্থ কর মন।।
এত শুনি শ্রীবিপিন সুস্থির হইল।
হরি পদে অনুরাগ ক্রমে বাড়িল।।
একদা আইল তথা স্বামী মহানন্দ।
এক সনে পায় কত বিমল আনন্দ।।
মহাত্মা বিপিন দৈবে উদিত তথায়।
ম'তোদের মনে মিলি হরিগুণ গায়।।
সমাজের লোকে পুনঃ হেরিয়ে ত্বরায়।
অশ্রাব্য বচন বহু বিপিনের কয়।।
সম্মানী লোকের তুই সম্মান মারিস।
হারে বেটা লক্ষ্মীছাড়া এ বা কি করিস।।
সম্মানী লোকের তুই সন্তান হইয়ে।
ম'তোদের সনে কেন বেড়াস লাফিয়ে।।
তাহাতেও নাহি কিছু বলিল বচন।
ম'তোদের সনে পুন করেন গমন।।
সমাজের লোক তব ক্রোধান্বিত হ'য়ে।
বিষ্ণু বিশ্বাসের তাঁরা নিলেন ডাকিয়ে।।
বলিতেছে রূঢ়ভাষে সমাজিক গণে।।
বাধ্য না করিলে তুমি আপন সন্তানে।
সমাজেতে তব সনে তাহারাদি বন্দ।
অসন্তোষ হও তাহে নাহি কোন সন্দ।।
যদি তব পুত্র ত্যাজে ম'তোদের সঙ্গ।
নচেৎ পুত্রকে ছেড়ে আসিতে হইবে।
কি করা উচিত তাহা দেখ গিয়ে ভেবে।।
এই মত বলে যত সমাজিকগণ।
ক্রোধ চিত্তে বলে বাণী শ্রীবিষ্ণু চরণ।।
কাপুরুষ সম বাণী বল সর্ব্বজন।
পারিব না করিতে এ সমাজ রক্ষণ।।
এত বড় স্পর্দ্ধা সহ বল সবে বাণী।
শ্রুতমাত্র অঙ্গে যেন বরিষে অগিনী।।

কত দিন হেন জ্ঞান হৈল আয়োজন।
সমাজ রক্ষিতে নারে শ্রীবিষ্ণু চরণ।।
একে একে জন্মিয়েচে চারিটি নন্দন।
মতুয়া হইল তাঁর মধ্যে একজন।।
সাধুসঙ্গ হেতু তারে করনু বর্জ্জন।
দেখি সবে কত শক্তি ক'রেছে অর্জ্জন।।
গৃহে নাহি দিব স্থান দিব তাড়াইয়া।
ম'তোদের সনে সদা বেড়াক নাচিয়া।
নাচিতে হাসিতে কিম্বা কাঁদিয়ে মরুক।
হরিপ্রেম-সিন্ধুনীরে যা ইচ্ছা করুক।।
তাহে নহে কোন দুঃখ ভাবিব কখন।
তথাপি সমাজ আমি করিব রক্ষণ।।
অদ্য হতে সর্বজন জেনে রাখ তাই।
মরুক বাঁচুক তাতে কোন ক্ষতি নাই।।
এত যদি বলে ভাষ শ্রীবিষ্ণু বিশ্বাস।
শ্রুতমাত্র সর্বজন গণিল হুতাস।।
অতি অসম্ভব কর্ম্ম বিশ্বাস করিলে।
সমাজ রক্ষিতে নিজ পুত্রকে ত্যাজিলে।।
কেহ না পেরেছে কভু এমত করিতে।
দেখে শুনে সবাকারভয় হ'ল চিতে।।
ধন্য ধন্য মহাশয় শ্রীবিষ্ণু চরণ।
হরিণ্যকশিপু সম করিলে এখন।।
পিতার বিরোধী পুত্র ভবে যেই জন।
পরিণামে তাঁর ভাগ্যে এমত শাসন।।
ভাল করিলেন কর্ম আপনি সজ্জন।
আশ্রয় নাহিক তারে দিবেন কখন।।
যথা ইচ্ছা তথা গিয়ে করুক ভ্রমণ।
ম'তোদের সনে মিশে করুক কীর্ত্তন।।
আপত্তি নাহিক তাতে কভু সমাজেতে।
সমাজ নাহিক ভগ্ন হবে কোন মতে।।
শ্রীবিপিনচন্দ্র এই শুনিল বারাতা।
তাজ্যপুত্র বলে পিতা করে নিষ্ঠুরতা।।
বানোরীতে সমাচার ক্রমেতে পৌছিল।
শুনিয়ে দেবীচরণ দুঃখিত হইল।
সৎপুত্র তরে জীবে করে গো বাসনা।।
পুত্র জন্ম নিলে সিদ্ধি হয় সে কামনা।
কি করিল এ বিশ্বাস না পাই ভাবিয়া।।
মর্ম্মান্তিক বাণী শুনি ফেটে যায় হিয়া।
এই মত বহুক্ষণ চিন্তিলেন মনে।
পুনশ্চ আনন্দ হ'ল আপনার প্রাণে।।
মঙ্গলালয় হয় গুরুচাঁদ আমার।
কাকে দিয়ে কিবা খেলে বোঝে সাধ্য কার।।
মঙ্গেলের হেতু হয় এ সব ঘটনা।
ত্যজ্যপুত্র বলে হল সমাজে রটনা।।
তা হ'লে ত বিপিনের হইল মঙ্গল।
হরিনাম নিতে তার ঘুচে গেল গোল।
নিরাপদে সাধুসঙ্গ করিবে এখন।।
হরিপ্রেম-রসে সদা তাকিবে মগন।
পিছনের চিন্তা দূর হ'ল একেবারে।
বাঁধিলেন মহাপ্রভু নিজকৃপা-ডোরে।।
ধন্য ধন্য মহামান্য শ্রীবিষ্ণু চরণ।
প্রেমসিন্ধু হৃদে ফেলে দিলেন নন্দন।।
বাহ্যভাবে নিঃসহায় বিপিনে করিল।
অন্তরেতে প্রভুপদে পুত্র সমর্পিল।।
তিনি জানেন সমাজে আমিত্ব গরিমা।
প্রকাশ না হয় কভু নামের মহিমা।।
মিথ্যা প্রঞ্চনা দিয়ে সমাজ গঠন।।
তাতে নাহি হয় কভু লাভ প্রেমধন।।
দিবানিশি মনে জাগে এতে কিবা হয়।
মুল বৈভবের বস্তু হ্রাস হ'য়ে যায়।।
জানিয়ে এ সব বার্ত্তা সন্তান রক্ষিল।
ত্যজ্য পুত্র বলে তাই স্বীকার করিল।।
অন্তরাত্মা জানিবার শক্তি কা'রো নাই।
সে কারণ বলে সবে ধানাই পানাই।।
মুখে বলে দুরাচার একবার ফের।
মনে বলে বাছাধন কাট কর্মফের।।
এ ভাবেতে নিজ পিতা পরিত্যাগ কৈল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

❊❊❊❊❊

গোস্বাবী দেবীচরণের বাক্যে বিপিনের সন্দেহ ভঞ্জন।

মনোদুঃখ জানাইতে আইলেন বানরীতে
অনুরাগী বিপিন সুজন।
মৃদু স্বরে কেঁদে কেঁদে বলিতেছেন মন-খেদে
বন্দি দেবীচাঁদের চরণ।।
তুমি মামা মম গুরু হও বাঞ্ছাকল্পতরু
সন্দিগ্ধ যে হয় মম প্রাণ।
ত্যজ্যপুত্র বলি পিতা বাড়ায়েছে মনোব্যাথা

এইবার কর কৃপা দান।।
গৃহে নহে স্থান পাব এবে আমি কোথা যাব
দাঁড়াইতে স্থান নাহি আর।
যদি দেহ পদে স্থান তবে ত রাখিব প্রাণ
জানিলাম কেহ না আমার।।
এমত বিনয় করি গোস্বামীর পদে ধরি
আঁখিজলে সিক্ত কলেবর।
আকুল হইয়া কাঁদে হিয়ে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে
যে ব্যথায় ব্যথিত অন্তর।
স্বামীজী বলেন বাণী শুন ও হে যাদুমণি
না কাঁদিও এমতকরিয়ে।
যখনেতে যাহা ঘটে সকলই মঙ্গল বটে
শুন এবে সুস্থির হইয়ে।।
গুরুচাঁদ দয়াময় নাম যে মঙ্গলময়
ভকতের চিত্তে সুমঙ্গল।
কাটিত মায়ার বাঁধ পাতি পুন মায়া-ফাঁদ
পথে ঘাটে বাধে গন্ডগোল।।
নিজ করুণাস্ত্র ধরি কেটে দেয় মায়াডুরি
বুঝিবার সাধ্য নহে কভু।।
কোন কর্ম্ম দিয়ে কারে আপন করম সারে
বিশ্ববন্ধু মোর মহাপ্রভু।।
অবলম্ব এক কর্ম তাতে ক'রে বহুকর্ম
নিজ কর্ম্ম করেন সাধন।
কতক করম বাহ্য কতক না বাহ্য গুহ্য
সর্ব্বপূজ্য আছে এক জন।।
এই তোমা বলে রাখি শুন হরিবোলা পাখী
সার মাত্র প্রভুর চরণ।
কে বুঝিবে তার কর্ম্ম কে জানিবে তার কর্ম্ম
কি দিয় কি করেন কখন।।
জীবের মঙ্গল হেতু পাতি লয় নানা সেতু
জীবগণে করিতে উদ্ধার।
এই কথা জেন প্রাণে ভক্তি দিতে ভক্তগণে
উন্মুক্ত সে প্রেমের ভান্ডার।।
তব পিতা ভাগ্যবান করিতে তব কল্যাণ
সমাজের যোগাইল মন।
শুনিয়ে এতেক বাণী শ্রীবিপিন গুণমণি
হরি বলি সুস্থকরে মন।।
চাণ্যক্যের সেই কথা মনে করি বুঝি পিতা
এ ভাবেতে করিল শাসন।
বুঝিনু এখন মনে আমর পিতার গুণে
প্রাপ্ত হব প্রভুর চরণ।।

এমত মনেতে ভেবে শ্রীহরির প্রেমার্ণবে
ভাসাইল নিজ কলেবর।
হরি হরি বল ভাই এমত হবার নাই
বিপিনের ঘুচে অন্ধকার।

মহাপ্রভুকে পাল্সী প্রদান।

শুন শুন ভক্তগণ মতুয়া আখ্যান।
প্রভুকে বিপিন সাধু পাল্সী করে দান।।
ক্রমে ক্রমে হ'ল তার পথ পরিষ্কার।
বহু গ্রামে নাম ধর্ম্ম করেন প্রচার।।
বহু শিষ্য বহু স্থানে মাতিল সবাই।
শ্রীবিপিনচন্দ্র শেষে হইল গোঁসাই।।
গুরুচাঁদ একমাত্র সর্ব্বস্ব রতন।
ধন জন পুত্র কন্যা জীবন যৌবনে।।
নিশি দিনে নাহি জানে গুরুচাঁদ বিনে।
রূপছবি যেন সদা হেরে দু'নয়নে।।
একমাত্র এক বাটী করিল বসতি।
গুরুচাঁদ বিনে আর নাহি অন্য গতি।।
পিতার বৈভব ছেড়ে দিল ভ্রাতাগণে।
হরিগুরুচাঁদ বলি ভাসে দুনয়নে।।
একদা মনেতে ডাকে শ্রীবিপিন চন্দ্র।
কত না করুণা কৈল প্রভু গুরুচন্দ্র।।
কত না বিপদ কৈল পরিত্রাণ।
কত যে করুণা শক্তি ক'রেছেন দান।
আমা লাগি প্রভু মোর কত না ক'রেছে।
শিষ্যগণ মাঝে মোরে গুরু সাজায়েছে।।
যত শিষ্যগৃহে আমি পাই কত মান্য।
ভক্তিভরে গুরু বলে সবে করে গণ্য।।
যাহার কৃপায় মোর হইল এমত।
কিছু নাহি দিনু তারে জনমের মত।।
কিবা আছে কিবা দিব কি আছে আমার।
যত কিছু আছে ভবে মম সব যে তাহার।।
ধন জন পুত্রকন্যা যত কিছু হয়।
কিছু পায় জীবে তাঁহার ইচ্ছায়।।
দিয়েছেন প্রভু মানবের ঠাঁই।
যার মোহিত হয়ে মূল ভুলে যাই।।
আমিও ভুলেছি সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে।
সে কারণ বাহ্য চিন্তা আমার শরীরে।।

সমর্পিতা তনু যার ধন্য সেই নর।
হৃদি মাঝে গুরুচাঁদ রহে নিরন্তর।।
এমত করিয়া চিন্তা ভাসে আঁখিজলে।
ভ্রমণ করিতে চলে সে পূর্ব অঞ্চলে।।
তরণী গঠিব ব'লে ভাবে মনে মন।
এই তরী গুরুচাঁদে করিব অর্পণ।।
ছুতারের ঠাঁই বলে শুনহ বচন।
আমাকে করিয়া দেহ তরণী গঠন।।
মহাপ্রভু স্থানে আমি এ তরী পাঠাব।
গঠহ যতন করি মনোনীত তব।।
শ্রীহরি গুরুচাঁদের পান্সী তরুণী।
দরজা সম্মুখে লিখ ধরিয়া লিখনি।।
মতুয়া ছুতার সেই তরণীগঠক।
গঠিল প্রভুর তরী হৃদয়ে পুলক।।
হরিগুরুচাঁদ নাম স্মরণ করিয়া।
তরণী গঠন করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
বড়ই সুন্দর ভাবে হইল গঠন।
ছাপ্পারাদি করি দেয় অতি সুশোভন।।
শ্রীবিপিন সাধু তাহে ভাবে মনে মন।
কৃপা করি কাষ্ঠতরী করুণ গ্রহণ।।
কি দিয়ে পুজিব পদ নাহি ভক্তিধন।
ভজন বিহীন আমি অতি অভাজন।।
সন্তোষিব তোমা ধনে হেন ধন নাই।
অনাথ শরণ তুমি ক্ষীরোদাব্ধীশায়ী।।
আপনার যোগ্য নহে এ তরী কখন।
তবু বাঞ্ছা ওহে প্রভু করিতে অর্পণ।।
এমত ভকতি চিতে তরণী গঠিল।
তরণী হেরিয়ে বড় মনোনীত হৈল।।
শিষ্যগণ নব তরী মেরামত করে।
অতীব সুন্দর কার্য্য তরণী মাঝারে।।
মেরামত অন্তে তরী জলমগ্ন কৈল।
কিছুদিন পরে পুনঃ সেচিয়া লইল।।
শিষ্যগণ প্রতি বলে শুনহ বচন।
তরী ল'য়ে শ্রীধামেতে করিব গমন।।
এত শুনি শিষ্যগণ সাজিল ত্বরিতে।
বলে অদ্য যাব মোরা তরীতে ত্বরিতে।
শিষ্য সনে শ্রীবিপিন তরী আরোহিল।
হরিধ্বনি দিয়ে তরী বাহিরে চলিল।।
মনোল্লাসে শ্রীধামেতে হইল উদয়।
প্রভুপদে প্রণমিল ভক্তি চিত্ত কায়।।
বিনয় বচনে বলে করি নিবেদন।
সামান্য তরণী কর ক'রেছি গঠন।।
আপনাকে দিতে মোর নাহি হেন ধন।
আনিয়াছি কাষ্ঠতরী করিয়ে গঠন।।
শ্রীপদে অর্পিব বলে মনের মানসা।
কৃপা করি রেখে তরী পুরাবেন আশা।।
কৃপা করি রাখিলেই চরিতার্থ হই।
আপনাকে দিতে কিছু মম শক্তি নাই।।
এই মত ভাবে কত বিনয় করিল।
আঁখিজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল।।
মহাপ্রভু বলিলেন বিপিনের প্রতি।
যে যাহা করিবে দান রাখিব সম্প্রতি।
যে যাহা করিবে দান সে তাহা পাইবে।
দান বিনিময় ফল অবশ্য ফলিবে।।
তরণী দানেতে পারে পাইবে তরণী।
কান্ডারী হইবে পারে হরি চিন্তামনি।।
মন দিলে বিনিময় পাবে প্রেমধন।
প্রাণ দিলে প্রাপ্ত হবে অমূল্য রতন।।
বড়ই সুযোগ হ'ল জীবের ভাগ্যেতে।
লঘু দানে গুরুফল ফলে অচিরাতে।।
এ মত ভাবেতে হয় দানের কর্ণণা।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী কাঁদে সব জনা।।
এই ভাবে কিছুক্ষণ গত যে হইল।
তরণী দেখিতে ঘাটে অনেকে ধাইল।।
কেহ কেহ তরী হেরে বলে প্রভু স্থানে।
শুনিয়ে সন্তোষ প্রভু হইলেন মনে।।
এ ভাবেতে মহাপ্রভু তরণী রাখিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি হরি বল।।

✪✪✪✪✪

গোস্বামী নকুলেশ্বরের উপাখ্যান

লক্ষীকাটি বাসী হয় শ্রীনকুলেশ্বর।
যে ভাবে ঠাকুর প্রতি ভকতি তাহার।।
পিতা শ্রীদুর্গাচরণ বুদ্ধে বিচক্ষণ।
শ্রীনকুলেশ্বর হয় তাহার নন্দন।।
পাল চৌধুরী উপাধি হয় যে তাহার।
বড়ই দুর্দ্দান্ড করে অধর্ম্ম আচার।।
দেবতা, বৈষ্ণব, সাধু মানে না কখন।
কালিকার প্রতি ভক্তি রাখে অনুক্ষণ।।

অত্যাচার প্রাণী হিংসা করে কত মতে।
দস্যুবৃত্তি করে কভু সদল সহিতে।।
বড়ই সৌভাগ্য তার হ'ল ক্রমে ক্রমে।
গোস্বামী উপাধী প্রাপ্ত মেতে হরিপ্রেমে।।
তাঁর মাঝে এক ভাব ছিল অনুক্ষণ।
বহু লোক সঙ্গে নিয়ে করিত কীর্ত্তন।।
কে জানে প্রভুর খেলা কত মধুময়।
দস্যু হয় মহাসাধু তাহার কৃপায়।।
একদিন কুলশুর চিনি উপলক্ষ্যে।
উপনীত সেই ভাবে সবার সমক্ষে।।
খোল কাঁশী করতাল সঙ্গেতে করিয়া।
করিছে নাম পদ অধৈর্য্য হইয়া।।
সারা নিশি তথা বসি গাহে সর্বজন।
রসরাজ বিরচিত সুমধুর পদ।।
শুনে নকুলের প্রাণে হ'ল প্রেমাস্পদ।
গান শুনি প্রাণকৃষ্ট হইল পদেতে।।
জিজ্ঞাসে গায়ক ঠাই অতি আনন্দেতে।।
কাহার রচিত পদ করিলে কীর্ত্তন।
পদ শুনি মন প্রাণ করে উচাটন।।
গায়ক বলিল ভাই তারক রসনা।
মহা সংকীর্ত্তন বহি করেন রচনা।।
তার মাঝে এই গান রয়েছে নিরুপণ।
ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত মহা মহাত্মন।।
শ্রুতমাত্র নকুলের কি যেন ঘটিল।
যেন তাঁর মন প্রাণ সকল হরিল।।
মনে ভাবে আমি তথা যাব কতদিনে।
সোনার মানুষ কবে হেরিব নয়নে।।
মহা সংকীর্ত্তন বহি মাগিল তথায়।।
সেই গায়কের বড় করিল বিনয়।
তাহার প্রাণেতে বড় দয়া উপজিল।
মহা সংকীর্ত্তন বহি নকুলের দিল।
দেশে গিয়ে অন্য গান ত্যাজিল সকল।
মহা সংকীর্ত্তন খানি করিল সম্বল।
সঙ্গেতে জুটিল লোক দুই তিন শত।
রসনা রচিত পদ গাহে অবিরত।।
অসৎ প্রবৃত্তি আর দেহে না রহিল।
গানের শক্তিতে তাহা অন্তহিত হ'ল।।
স্বপনে দেখিল প্রভু গিয়ে তার স্থান।
ভুবন মোহন রূপে হ'ল অধিষ্ঠান।।
নকুল ব'লেছে তুমি কেবা মহাশয়।
প্রভু বলে ওড়াকাঁদী আমার আলয়।।
সেই স্থানে তুমি দেখিতে পাইবে।
সবাকার ঠাঁই বাপ আদর লভিবে।।
যদি কা'রো ব্যাধি হয় ডাকিবে তোমারে।
কীর্ত্তন করিও তথা ব্যাধি যাবে সেরে।।
হরি বলি ফুৎকার করিবে যখন।
রোগমুক্ত হবে বাপ আমার বচন।।
এইমত বলি প্রভু হ'ল এদর্শন।
প্রভু কৃপা লাভ করি হইল সজ্জন।।
সেই হ'তে শ্রীনকুল হইল গোসাই।
ক্রমে বহু শিষ্য হ'ল শুন সবে তাই।।
বহু ব্যাধি সারে শুধু হরিনাম করি।
সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বলে হরি হরি।।
ক্রমে বহু গ্রামবাসী সংগৃহিত হ'ল।
ওড়াকাঁদী সম্প্রদায় আখ্যা প্রাপ্ত হ'ল।।
এক নিমন্ত্রণ এল কিছু দুর হ'তে।
মহেৎসব হবে তথা বৈরাগী বাড়িতে।।
খড়েলা গ্রামেতে হয় এই মসোহাৎসব।
উপস্থিত হ'ল তথা যতেক বৈষ্ণব।।
সে স্থানেতে শ্রীনকুল দল বল ল'য়ে।
আনন্দ হৃদয় পূর্ণ উদিলেন গিয়ে।।
গিয়ে দেখে তথা যত বৈষ্ণবের গণ।
সবে মিলি করিতেছে পাক আয়োজন।।
নকুল ব'লেছে ইহা হবে না কখন।
আমাদের মেয়েগণে করিবে রন্ধন।।
কোন বৈষ্ণবেতে বলে কেন মহাশয়।
আমারা করিলে পাক কিবা দোষ তায়।।
নকুল বলেছে তবে শুন হে বচন।
তোমার পিতা কি ছিল বৈষ্ণব কখন।।
বিবাহ করিল কোথা কাহার নন্দিনী।
সভ্যভাষ বল হেথা ওহে যাদুমণি।।
বৈষ্ণব বলেছে তাত অবশ্যক নয়।
বৈষ্ণবীর গর্ভে জন্ম বৈষ্ণব তনয়।।
নকুল ব'লেছে তবে শুনহ বচন।
হেথা হ'তে দূরে গিয়ে রহ সর্বজন।।
তোমাদের রান্না করা আমরা খাব না।
তোমাদের স্পর্শিত যা কিছু রাখিও না।।
বৈষ্ণবীর গর্ভে তুমি লভিয়াছ জন্ম।
একে কলে ডুবয়েছ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।।
কপিন পরিলে হয় প্রকৃতি আকার।
গৌরাঙ্গের ধর্ম্মগ্রন্থে রয়েছে প্রচার।

প্রকৃতি হ'য়ে করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
প্রভু বলে না হেরিবে তাহার বদন।।
তোমাদের হ'ল সেই ধর্ম্মমাত্র সার।
তাতে মিলি জলঞ্জলী আরে দুরাচার।।
গৌরাঙ্গের ত্যজ্য ধর্ম্ম করিস যাজন।
প্রকৃতি হইয়া কেন জন্মাস নন্দন।।
মাথে রেখে লম্বা চুল পরে মেয়ে সাজ।
ভন্ডামী করিয়ে শুধু বাড়া'স সমাজ।।
পরম বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রে তাহা কয়।
অধঃপতে দিলে তোরা আরে দুরাশয়।।
আত্মসুখ তরে তোরা বৈঞ্চব সাজিলি
করিলি মানব গণেরকে মজালি।।
আত্মসুখ নহে চায় বৈষ্ণবের গণ।
পরকীয় ধর্ম্ম তারা করেন যাজন।।
কভু নহে বৈষ্ণবের জন্মিবে নন্দন।
পিতৃধনে যত্ন তারা করে সর্ব্বক্ষণ।
বিধবা রমণী গণে বৈষ্ণবী করিলি।
ব্যভিচারে তার গর্ভে সন্তান জন্মালি।।
পচাগৃহি হ'য়ে গার্হস্থ্যে মজিলি।
গৌরাঙ্গের ধর্ম্মতোরা কলঙ্ক করিলি।।
তোরে দেখে যম কলি হাসে খল খল।
এমন নিম্মল ধর্ম্ম দিলি রসাতল।।
হেথা হ'তে দুরে গিয়ে কর অবস্থান।
আরো কহি শোন তবে শাস্ত্রের প্রমাণ।।
নাম ব্রহ্ম দান করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
মহাবেগে প্রেমবন্যা চারিদিকে ধায়।
ত্রস্ত চিত্তে চিত্রগুপ্ত খাতা ছেড়ে দিল।
দন্ড ছাড়ি দন্ডধর ভাবিতে লাগিল।।
যম বলে চিত্রগুপ্ত নাহিক উপায়।
আমাদের অধিকার বুঝি লুপ্ত হয়।।
পাপপুণ্য দুই মাত্র মোদের বিচার।
পাপ গেল পুণ্য গেল কি লিখিব আর।।
এত ভাবি দোহে রবে আকুল হৃদয়
ষড় ঋপু সহ কলি হইল উদয়।।
যম প্রতি কলি বলে শুন মহাশয়।
খাতা ছেড়ে দিয়ে কেন ভাবিত হৃদয়।
চিত্রগুপ্ত বলে খাতা ধরিব কি জন্য।
বিচার করিতে হয় পাপ আর পুণ্য।।
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রেম বিতরিল।
নাম ব্রহ্ম দান করি বিশ্ব মাতাইল।।
আমাদরে অধিকার র'ল কোথা বল।
পাপ পুণ্য এই ভাবে কিছু না রহিল।।
কলি বলে যাই নাই তব অধিকার।
আমি ভরি দিব তব দক্ষিণের দ্বার।
এবে গিয়ে আমি সেই দলভুক্ত হব।
গৌরাঙ্গের আত্মসুখি ভক্তে লোভাইব।।
মাথে রেখে লম্বা চুল মুখে রেখে দাড়ি।
ভেকধারী হ'য়ে ফিরিবে বাড়ী বাড়ী।।
তুলসী চন্দন বৃক্ষ মহাত্ম লোপাইব।
হিজলিকা সড়া গাছে বার সাজাইব।।
সে সব যাইবে কোথা বল শুন তাই।
তোদের সে বাসনা পুরাইবে সায়ী।।
এমত বলিয়ে সেই নকুল গোসাই।
বৈষ্ণবগণের স্থান দিল অন্য ঠাঁই।।
নিরোত্তর হইল যে বৈষ্ণব সকল।
নকুলের দলে সবে বলে হরি বোল।
গৃহেস্তের মেয়েগণে করিল রন্ধন।
তাহাতে সন্তোষ হ'ল সবাকার মন।
গান ক্ষান্ত করি সবে পরম উল্লাসে।
মনের আনন্দে ভোজ সমাপিল শেষে।।
এইভাবে সেইস্থানে মহোৎসব হল।
হরি গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆☆

নকুলে শ্রীধামে গমন

এইমত নানাস্থানে করে হরিনাম।
ক্রমেই আকৃষ্ট মন যাইতে শ্রীধাম।।
১২২৩ সালে বারুণী পূর্ব দিনে।
প্রভাতে উদ্যোগী হ'ল ল'য়ে বহুজনে।।
মনে ভাবে ওড়াকাঁদী চিনি না কখন।
ভাল হয় যদি পাই সঙ্গী একজন।।
শুনিয়েছি সৃষ্টিধর গুরুচাঁদ ভক্ত।
ওড়াকাঁদি ভাবাশ্রিত নামে অনুরক্ত।।
অতএব সঙ্গী করে লইবে তাহাকে।
নির্বিঘ্নেতে যাব সবে মনের পুলকে।।
তথা হ'তে পুনরায় করিল গমন।
শ্রীধামেতে উপনীত প্রভুর সদন।।
ভক্তিভরে বন্দিলেন প্রভুর চরণ
অনিমেষে প্রভুরূপ করে দরশন।।

স্বপ্নাযোগে যেইরূপ দরশন কৈল।
বর্ত্তমানে সেই মুর্ত্তি দেখিতে পাইল।।
মনে ভাবে সত্য বটে পূর্ণ ভগবান্।
আঁখিজলে নকুলের ভেসেছে বয়ান।।
প্রভু বলে কেবা বাপু কোথ তব ঘর।
কেবা তব পিতৃদেব কি নাম তাহার।।
নকুল ব'লেছে প্রভু করি নিবেদন।
লক্ষ্মীকাটী হয় মম বসতি ভবন।।
আমার পিতার নাম শ্রীদুর্গাচরণ।।
নকুল আমার নাম অতি অভাজন।।
সাধন ভজনহীন আমি দুরাশয়।
নিজগুণে দিতে হবে চরণে আশ্রয়।।
এত বলি নকুলের আঁখি ছল ছল।
কৃপা করি বলিলেন ভকত-বৎসল।।
দিয়েছি কি না দিয়েছি দেখ মনে ভেবে।
মধুমতী নদী পার হইয়াছ যবে।।
আরো এক কথা বাপ বলি হে তোমারে।
কি স্বপ্ন দেখেছিলে থেকে নিজ ঘরে।।
কা'র মুর্ত্তি হৃদিমাঝে ক'রেছ অঙ্কিত।
সে মুর্ত্তি নয়নে তব পড়ে কদাচিত।
এত শুনি সে নকুল হ'য়ে জ্ঞানহারা।
মৃত্তিকায় পড়ে লুটি বক্ষে প্রেমধারা।।
কেঁদে বলে মহাপ্রভু তুমি সর্ব্বময়।
তুমি বিনে নকুলের কে আছে ধরায়।।
স্বপ্নচ্ছলে করিলেন মনপ্রাণ চুরি।
গুরুচাঁদ বেশে তুমি অন্তর্য্যামী হরি।।
তারণ কারণ তুমি সর্বমুলাধার।
তুমি আদি গুণনিধি ব্রহ্ম পরাৎপর।।
চিনিতে শক্তি নাই ওহে দয়াময়।
অধম বলিয়ে মোরে দাও পদাশ্রয়।।
প্রভু বলে শুন বাপ আমার বচন।
নির্ভয়েতে সর্ব্বদেশ করিও ভ্রমণ।।
অনুক্ষণ আছি আমি তোমার সহায়।
রণে বনে কান্তারেতে নাহি কোন ভয়।।
শোনরে নকুল তোরে কি আর বলিব
যেজন আমার হবি নির্ব্বিঘ্নে রাখিব।।
যেই দেশে জন্ম ল'বে আমার যে জন
বাছিয়ে লইব তারে যেন বাছাধন।।
কিবা শুদ্র কিবা বিপ্র কিম্বা জোলা তাঁতী।
হাঁড়ি মুচি কালো মালো কি যবন জাতি।।

কামার কুমার সাহা আদি করি যত।
যে কুলে জন্মিবে হব আমার ভকত।।
থাকিতে পারিবে সেই গৃহেতে কখন।
জাতিকুল তেয়াগিয়ে হইবে মিলন।
এই ভাবে নানা কথা আলোচনা করি।
বহাইল গুরুচাঁদ প্রেমের লহরী।।
প্রেম রসে ভাসে যত মতুয়ার গণ।
প্রেমধারা নকুলের নয়নে পতন।
কেঁদে কেঁদে একেবারে হইল আকুল।
প্রভু বলে এবে শুন বাছারে নকুল।
অতি ব্যস্ত হ'য়ে এবে করহে গমন।
ঘেনাশুর গিয়ে পার হইও এখন।।
পারের মাশুল তব লাগিবে না তথা।
মিছামিছি বিলম্ব যে না করিও হেথা।
এত শুনি প্রণমিয়ে নকুল সুমতি।
দলবল সহ চলে অতি দ্রুতগতি।।
ওদিকেতে ঘেনাশুর ঘাটে মাঝিগণ।
জল ফেলিতেছে মৎস্য ধরিতে কারণ।
মৎস্য নাহি বাঁধে জলে মনঃক্ষুন্ন অতি।
সবে মিলি বসি এক করিল যুকতি।।
মোরা যদি এইবার জালে মাছ পাই।
পার করি দিব যত মতুয়া গোঁসাই।।
এত বলি ফেলে জাল হরিধ্বনি দিয়ে।
মৎস্য পেল পুন তারা সে জাল টানিয়ে।
পথপানে চায় আর ভাবে মনে মন।
কৃপা করি এস যত মতুয়ার গণ।।
হেনকালে মুখে বলি জয় হরিবল।
উপনীত হ'ল তথা নকুলের দল।।
হেরিয়ে আনন্দে ভাসে রাজ বংশীগণ।
উর্দ্ধ বাহু করি তারা ডাকে ঘন ঘন।।
আমাদের তরণীতে এস কৃপা করি।
আমরা করিব পার বল হরি হরি।।
আমাদের সমস্ত দিন বহু শ্রম করি।
কোন ক্রমে এক ধরিতে না পারি।
পরেতে সকলে মোরা মানসী করিয়ে।
ঠাকুর ভাবিয়ে জাল দিলাম ফেলিয়ে।।
এইবার বহু মাছ বাঁধিয়েছে জালে।
পার করি দিব মোরা হরি হরি বলে।
কৃপা করে দিতে হবে ওই পদ তরী।
আশা পূর্ণ করিয়েছে ক্ষীরোদ বিহারী।।

এমত বলেছে তারা বিনয় করিয়ে।
ম'তোগণে পার করে হরষিত হিয়ে।।
এভাবে নিজ মাহাত্ম প্রকাশ করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রতি হরি হরি বল।।

★★★★★

ক্ষেপা রাধানাথের বিবরণ।

শ্রীনন্দ কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়।
ক্ষেপা রাধানাথ হয় তাহার তনয়।
লেবুবেড়ে করে বাস সেই সে ব্রাহ্মণ।
ওড়াকাঁদী এসে করে ঠাকুর দর্শন।।
ঠাকুরের রূপ হেরি মানিল বিস্ময়।
ব্রহ্ম পরাৎপর বলে বিকাইল কায়।।
বিনয় বচনে বলে ওহে দয়াময়।
কৃপা করি দিতে হবে ও পদে আশ্রয়।।
প্রভু বলে কেবা তুমি কোন দেশে ঘর।
কাহার নন্দন তুমি কি নাম তোমার।।
রাধানাথ বলে জন্ম ব্রাহ্মণ কুলেতে।
শ্রীনন্দ কুমার নাম হয় মম পিতে।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি একি কথা কও।
বেদ গুরু ব্রাহ্মণ যে তোমরা সে হও।
কেন কর সবিনয় আমার নিকটে।
প্রণামিয়ে কেন তুমি রহ করপুটে।।
আমি জাতি নমঃশুদ্র তুমি ত ব্রাহ্মণ।
স্বীয় ধর্ম্ম কেন তুমি দাও বিসর্জ্জন।।
রাধানাথ বলে পিতা কি বলিব আর।
আপনি যে এই ভবে ব্রহ্ম পরাৎপর।।
ব্রহ্মার ব্রহ্মণ্য দেব আপনি ধরায়।
দারাও না ওহে প্রভু হেরে দুরাশয়।।
জাতিকুল আভিজাত্য যা ছিল আমার।
সপিনু জন্মের মত পদে আপনার।।
যত কন ওহে পিতঃ এড়াইতে ত্বরে।
চিনিয়েছি আপনাকে যবে কোথাকারে।।
বলিতে হইবে প্রভু করুণা করিয়ে।
মানুষ হইয়ে আছি আধারে পড়িয়ে।।
কেমনেতে ওহে প্রভু হইব মানুষ।
কা'র সঙ্গ লাভে আমি চিনিব মানুষ।
তারে আমি নাহি চিনি সে কোন মানুষ।
যার করুণাতে পাব অনাদি পুরুষ।
প্রভু বলে চিনি লও মনের মানুষ।
তার সঙ্গ ধরি তুমি হইবে মানুষ।।
রাধানাথ বলে আমি চিনিনা মানুষ।
মানুষ আকারে বটে আমি যে বেহুষ।।
এইমত বলাবলি করে বহুক্ষণ।
গুরুচাঁদ বলে তুমি ওহে বাছাধন।।
বর্ত্তমান আছে এক সোনার মানুষ।
মনের মানুষ তব আছে তার হুষ।।
এত বলি তারকেরে দিল দেখাইয়ে।
ঠাকুরের কৃপাযোগে নিলেন চিনিয়ে।।
তারকের পদে ধরি কাঁদিল বিহুষ।
রসরাজ বলে তুমি চিনেছ মানুষে।।
আমি যে কড়ার জাতি তুমি ত ব্রাহ্মণ।
কেন মোরে পাপ ভাগী কর মহাত্মন।।
বর্ত্তমান গুরুচাঁদ মনের মানুষ।
আমি অতি মুঢ়মতি সম্পূর্ণ বিহুষ।
এইভাবে বলাবলি হয় বহুক্ষণ।
প্রেম সাগরের মাঝে উভয় মগন।।
অতঃপর পল ধরা তারক রসনা।
বলে বাপ সুস্থ হও আমাকে মের না।।
যদি তুমি কোন কিছু করহে ধারণা।
মনেতে রাখিও তাহা কভু ভুলিও না।।
দেশে গিয়ে বিতরণ কর হরিনাম।
যাতায়াত কর সদা এই ত শ্রীধাম।
এইমত উপদেশ প্রদান করিল।
রসনাকে গুরু করি দেশেতে চলিল।।
ক্রমে ভাবোন্মত্ত হয় সে রাধা চরণ।
তারকের ছবিখানি হৃদয় অঙ্কণ।।
নামে তনু ডগমগ ক্ষেপিল পাগল।
অনুরাগে ফেরে সদা বলে হরিবোল।।
আসাম প্রদেশে চলে ক্ষেপা শিরোমণি।
হরিগুরুচাঁদ বলে করে হরিধ্বনি।।
বহুলোক মাতাইল দিয়ে হরিনাম।
শিষ্যগণ সঙ্গে নিয়ে আইসে শ্রীধাম।।
ময়মনসিংহ মাঝে মহিনন্দ গ্রাম।
অনেকের মাতাইল দিয়ে হরিনাম।।
সেই গ্রামে করিয়েছে শ্রীহরি মন্দির।
জাতির বিচার নাই প্রেমেতে অস্থির।।
প্রেম বিকারে রোগী সদা বলে হরি।
ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে আজীবন ভরি।।

কেশবগঞ্জেতে গ্রাম হয় রামদিয়া।
মাতাইল সেই দেশ হরিনাম দিয়া।
তথায় মন্দির করে যত ভক্তগণ।
প্রেমে মেতে হরিনাম করে বিতরণ।।
সাহেবের হাট কিম্বা আর জন্নাগ্রাম।
সেই স্থান মাতাইল দিয়ে হরিনাম।
এইমত বহুদেশ করে অধিকার।
তন্ত্রমন্ত্র নাই হরিনাম ব্রহ্ম সার।
পরুন বসনখানি নাহি ধোয়া কাচা।
যাহা পাবে তাহা খাবে কিছু নাই বাছা।।
মলিন বসনধারি দীনহীন বেশ।
কার প্রতি কোন দিন নাহি করে দ্বেষ।।
অনুরাগে পুর্ব্ববঙ্গ কর ভ্রমণ।
মাঝে মাঝে প্রভু সনে করে দরশন।।
জরিমানা যেখানেতে যাহা কিছু পায়।
গুরুচাঁদ পাশে এনে সে সব যোগায়।।
অনুক্ষণ গুরুরূপ ধ্যান করে হৃদে।
একাকী থাকায় সদা পরম আহ্লাদে।।
এইভাবে বহুদেশ মতুয়া করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

গোস্বামী পূর্ণচন্দ্রের

দীঘার কুলেতে বাস শ্রীহরিচরণ।
সরল স্বাভাবধারী হরি পরায়ণ।।
পরশমনি নামিনী তাহার রমণী।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা সজল নয়নী।।
সত্য গর্ভজাত হয় তিনটি নন্দন।
শ্রীউমেশ পুর্ণচন্দ্র শ্রীচক মোহন।।
আর হয় কন্যা ছয় এই গর্ভজাত।
ওড়াকান্দী ঠাকুরের ঠাঁই যাতায়ত।।
তারে মাঝে পূর্ণচন্দ্র হ'ল মহাজন।
মন দিয়ে শুন সবে সেই বিবরণ।
শিশুকালে বিদ্যাভ্যাস পরে কৃষিকার্য্য।
পুনঃ বিদ্যা শিক্ষা হেতু করিলেন ধার্য্য।।
মধ্য বাংলা করি পাশ ট্রেনিং পড়িল।
শিক্ষকের পদে শেষে নিযুক্ত হইল।।
ইতিপূর্বে বিবাহ করিল মহাশয়।
যোৎকুরা নিবাসী গদাধরের কন্যায়।।
কিছুদিন পরে দেহে হইল জ্বর।
নির্গত হইল ধাতু শীর্ণ কলেবর।।
যোৎকুরা নিবাসী শ্রীগোপাল বিশ্বাস।
রোগের আরোগ্য হেতু যায় তার পাশ।।
ক্রমে হ'ল রোগারোগ্য সুস্থ কলেবর।
নানাস্থানে ভ্রমে সদা হরিষ অন্তর।।
পুনরায় দেহে হয় সাংঘাতিক জ্বর।
মৃতবৎ হ'ল ক্রমে সবে সবে পায় ডর।
গোপাল বিশ্বাস ঠাই লোক পাঠাইল।
বাঁচিবে না বলে তিনি আর না আইল।।
এ সময় শ্রীনবীন বিশ্বাস সুজন।
ভাবোন্মত্ত হয়ে তিনি হ'ল মহাজন।।
ওড়াকাঁদি ভাবাশ্রিত মতো' বলে খ্যাত।
দীঘার কুলেতে ক্ষণে করে যাতায়াত।।
পুর্ণচন্দ্রের ভগিনী সহচরী ধনী।
নবীন বিশ্বাস ডাকে বলিয়ে জননী।।
তিনি কহে সকাতরে ধর্ম্মপুত্র ঠাঁই।
তোমার মামার জীবনের আশা নাই।।
গোপাল বিশ্বাস ঠাই লোক গিয়েছিল।
বাঁচিবে না বলে তিনি হেতা না আসিল।।
নবীন বলিছে মাগো শুন একবার।
নিকটেতে আসে নাই মৃত্যু যে মামার।।
এত যদি বলিলেন সেই মহাজন।
সহচরী বলে তবে শুন বাপধন।।
তোমার মামার ভার তোমার উপর।
ঠাকুরের নামে রোগ কর প্রতিকার।
মায়ের বচনে সেই নবীন বিশ্বাস।
হরি ব'লে চলে পূর্ণচন্দ্রের সকাশ।
ঠাকুরের নামে রোগ আরোগ্য করিল।
সেই হ'তে পূর্ণচন্দ্র মতুয়া হইল।।
সেই হ'তে ওড়াকাঁদী যাতাযাত করে।
কর্ম্ম করে ঠাকুরের আজ্ঞা অনুসারে।
ওড়াকাঁদী হাইস্কুলে শিক্ষকের পদে।
কিছুকাল কর্ম্ম করে মনের আহ্লাদে।।
তথা হ'তে চলি যায় ডুমুরিয়া গায়।
মধ্য ইংরেজি স্কুলে ত্রাপ বর্ষ রয়।।

তার মধ্যে হরিনাম করেন প্রচার।
ক্রমে ওই ভাবে লোক হ'ল অগ্রসর।।
দৈবযোগে কালকুটে দংশে একজনে।
তাহাতে আরোগ্য করে মুখামৃত দানে।।
সড়াবাড়ী বাস নাম শ্রীরাজবিহারী।
গুরুর বাক্যে চিরকুমার ব্রতচারী।।
পূর্ণচন্দ্রে বহুলোক গুরু বলে মানে।
প্রতিপত্তি হ'ল ঠাকুরের কৃপাগুণে।।
রোগযুক্ত হয়ে কেহ সংবাদ জানায়।
আরোগ্য করিতে তাহা মুখের কথায়।।
ওই দেশে বহুলোক নামেতে মাতিল।
পূর্ণচন্দ্র ক্রমে ক্রমে স্কুল ত্যজিল।।
একঠাঁই কভু আর পারে না থাকিতে।
অনেকেই নিয়ে যায় রোগের দায়েতে।।
কেহ বা ঠাকুর বলে কেহ বা গোঁসাই।
হরিগুরুচাঁদ বলে ছাড়িতেন হাই।।
একদা গেলেন পূর্ণ আপনার দেশে।
নানা গ্রামে ভ্রমে পূর্ণ পরম হরিষে।।
কেহ কেহ কালা কর্ত্তা বলিয়ে শুধায়।
বারণীতে শ্রীধামেতে হ'লেন উদয়।।
পূর্ণের পিস্তাত ভাই নামে নীলকান্ত।
তাহার গৃহেতে নিতে বাসনা একান্ত।।
তাহার বাক্যেতে পূর্ণ স্বীকার করিল।
ভক্তগণ সনে শেষে মাচকাঁদি গেল।।
হরিনাম হইতেছে সুমধুর ভাবে।
নরনারী অনেকেই ভাসে প্রেমার্ণবে।
ওই গ্রামবাসী হয় শ্রীগুরুচরণ।
শ্রীনাথ নামেতে তার দ্বিতীয় নন্দন।।
তাহার দেহেতে হ'ল সাংঘাতিক জ্বর।
দিন দিন হইতেছে শীর্ণ কলেবর।।
ডাক্তার বৈদ্যের বাটী কত খাইয়েছে।
ক্রমেই জ্বরের বৃদ্ধি দুর্বল হ'য়েছে।।
কোন মতে প্রতিকার নাহি হয় জ্বর।
প্লীহাযকৃতাদি হ'য়ে পূর্ণিত উদর।।
দুর্বল হ'য়েছে দেহ সদা ছাড়ে হাই।
সকলেই বলে বাঁচিবার আশা নাই।।
গৃহে থেকে শুনি ওই হরিনাম-ধ্বনি।
তাইতে হইল যেন আকুল পরাণী।।
নামের ধবনিতে যেন প্রাণ কাড়ি লয়।
কেমনে যাইবে তথা ভাবিয়ে না পায়।।
আর শুনিবার পেল কালাকর্ত্তা এল।
শুনা মাত্র প্রাণ যেন আকর্ষিত হ'ল।।
কর্ত্তার হেরিতে হয় প্রাণ উচাটন।
কাঁদিকে কাঁদিতে পথে ক'রেছে গমন।।
কিছুদূর যায় আর বৈসে ভূমিতলে।
তথায় বসিয়ে শুধু ভাসে আঁখিজলে।।
পুনঃ চলে পুনঃ বৈসে হেন ভাব করে।
উপনীত সেই বাটী বহুক্ষণ পরে।।
কেঁদে কেঁদে উপনীত কালাকর্ত্তা ঠাঁই।
পূর্ণচাঁদ চেয়ে দেখে খুল্লতাত-ভাই।।
দেখা মাত্র প্রাণ যেন করে আকর্ষণ।
শ্রীনাথ কর্ত্তার পদে হইল পতন।।
কোলে তুলি নিল তারে সেই কালাকর্ত্তা।।
ক্রমে ক্রমে শুনি লয় শ্রীনাথের বার্ত্তা।।
দুঃখিত হইল অতি সবিশেষ জানি।
বলে সুস্থ হও ভাই শুন মম বাণী।।
তোমাদের বাটী আমি যাইব এখন।
ভয় নাই মরিবে না সুস্থ কর মন।।
এমত বলিতে হয় ভাবের আবেশ।
আঁখিজলে সবাকার ভাসে বক্ষদেশ।।
কিছুক্ষণ পরে সবে সুস্থির হইল।
শ্রীনাথের নিজবাটী কর্ত্তাকে লইল।
শ্রীনাথের পিতা হয় সম্পর্কেতে খুড়া।
পূর্ণচন্দ্রে চাহি কথা কহে সেই বুড়া।।
শুন বাপ পূর্ণচন্দ্র আমার বচন।
বাঁচিবে না বলে এবে ভাবি মনে মন।।
বহু চেষ্টা করিয়াছি আর চেষ্টা নাই।
পার যদি বাচাইয়ে লহ তব ঠাঁই।।
নিত্যানন্দ রায় নামে ব্যক্তি একজন।
শ্রীনবীন বিশ্বাসের বংশের নন্দন।।
তিনি কন পূর্ণ চাঁদে করিয়ে মিনতি।
শ্রীনাথে লইয়ে রাখ আপন সংহতি।।
আর কহে শ্রীনাথের মাতা পিতা ঠাঁই।
স'পে দাও ওই পদে ঘুচিবে বালাই।।
এত শুনি বলিলেন শ্রীগুরুচরণ।
তব ঠাঁই শ্রীনাথের করিনু অর্পণ।।
শুনিয়ে শ্রীপূর্ণচাঁদ ভাবে মনে মনে।
কৃপা করি গুরুচাঁদ রাখিও চরণে।।
তারাও সপিয়ে দিল করিও গ্রহণ।।
আমিও তোমার পদে করিনু অর্পণ।।

এত বলি শ্রীনাথেরে সঙ্গেতে লইল।
বড়ই দুর্বল তবু সঙ্গেতে চলিল।।
পথ চলিবারে তার বড় কষ্ট হয়।
পূর্ণচন্দ্রে করিলেন সহজ উপায়।।
ধীরে ধীরে এস তুমি পশ্চাতে আমার।
নাম লিখে দিয়ে যাই থেক তার ঘর।।
এইভাবে গুরুসনে হইল মিলন।
একদিন পূর্ণচন্দ্র বলেন বচন।।
ছয় মাস নেংটী পরে থাক অদ্য হ'তে।
খেল্‌কা পরি ভিক্ষা-ঝুলি ধরহ কক্ষেতে।।
ভিক্ষা-লভ্য দিয়ে কর সাধুগণে সেবা।
যেই স্থানে থাক হরি বল রাত্রি দিবা।।
সেই ভাবে ছয় মাস ক্রমে গত হয়।
তাহাতে শ্রীনাথের লজ্জা নাহি যায়।।
একদিন পূর্ণচন্দ্র ক্রোধিত হৃদয়।
খেলকাদি কান্থাখান টানিয়ে ফেলায়।।
বলে তুমি অদ্য হ'তে এই ভাবে থাক।
উন্মুক্ত পাগল বেশে হরি বলে ডাক।।
লজ্জা-মান থাকিলে কি তারে পাওয়া যায়
নানা কথা বলিলেন ক্রোধিত হৃদয়।।
সেই হ'তে ক্রমে রোগ আরোগ্য হইল।
সবল হইল দেহ বিপদ ঘুচিল।।
অনুরাগ শক্তি ক্রমে দেহেতে বর্ত্তিল।
গুরুপদে আর্ত্তি তার ক্রমশঃ বাড়িল।।
গুরু সহ নানা স্থানে করেন ভ্রমণ।
একাকীও কোন গৃহে থাকিত কখন।।
কোন লোক মিথ্যাভাস বলে গুরু ঠাঁই।
লেংঠার চরিত্র দোষ শুনিবারে পাই।
বিশ্বাসী ভক্তের কথা শুনিয়ে গোসাই।
শ্রীনাথে বলিল তোরে দিয়ে কাজ নাই।
নানাভাবে কটু বলে বুঝিতে না পারে।
গুরু ঠাঁই বিদায় লইল অতঃপরে।।
নানাস্থানে ভ্রমে ওড়াকাঁদী আসে যায়।
শ্রীনাথেরে গুরুচাঁদে স্থান নাহি দেয়।।
বৎসরান্তে একদা শ্রীনাথ আসিল।
ভক্তিভরে গুরুচাঁদে প্রণাম করিল।।
যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসে প্রণামে যখন।
শ্রীনাথের প্রতি তিনি বলেন তখন
অদ্যহেথা অবস্থান কর মহাশয়।
লেংটাও থাকিল তথা আনন্দ হৃদয়।।
এইভাবে গুরুচাঁদপদে স্থান পেল।
গুরুচাঁদ-প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

শ্রীনাথের প্রতি মতোদের বিদ্বেষ

এইভাবে আসে যায় শ্রীধাম ওড়াকাঁদী।
গুরুচাঁদ রূপ চিন্তা করে নিরবধি।
এক দিন ঠাকুরের নিকটে দাঁড়িয়ে।
বিনয় বচনে বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
মন ভগ্ন তরী বাবা ভাল করি দাও।
কৃপাদানে দীনহীনে চেতন করাও।।
পদতলে স্থান যদি না দিবে আমায়।
এছার জীবন আমি ত্যজিব নিশ্চয়।।
প্রভু কন কত টাকা দিবি তুই মোরে।
বল আমি একে বারে ভাল করি তোরে।।
শ্রীনাথ বলিল আমি দিব যে পঞ্চাশ।
গুরুচাঁদ বলে তোর পূর্ণ হবে আশ।।
প্রভুপদে প্রণমিয়ে বাহির হইল।
বহুদিন নানাস্থানে ভ্রমণ করিল।।
কিছু টাকা এনে দিল ঠাকুরের ঠাঁই।
কিন্তু শ্রীনাথের পক্ষে ঘটিল বালাই।।
শব্দ হ'ল জরিমানা খেয়েছে শ্রীনাথ।
তাহে অনেকের প্রাণে পাইল আঘাত।।
একদা শ্রীধামে এসে হইল উদয়।
ঠাকুরের ঠাঁই বহু মতুয়া আছয়।
এই কথা আলোচনা সকলেই করে।
শ্রীনাথ মরিল প্রাণে কে রাখে তাহারে।।
ঠাকুরের ঠাঁই বহু মতুয়া আছয়
এই কথা আলোচনা সকলেই করে।
শ্রীনাথ মরিল প্রাণে কে রাখে তাহারে।।
ঠাকুরের ঠাঁই কেহ বলেছে তখন।
জরিমানা লেংটা তব ক'রেছে গ্রহণ।
গোস্বামী শ্রীপূর্ণচন্দ্র ছিলেন তথায়।
সে কথা শুনিয়ে আর বাঁচে না ব্যতায়।।
ডেকে আনি শ্রীনাথেরে জিজ্ঞাসে তখন।
তুমি নাকি করিয়েছ হাজত গ্রহণ।।
শ্রীনাথ গুরুর পাশে করে অস্বীকার।
প্রভু কন্ শুন সবে বচন আমার।।
আনিয়ে আমার টাকা আমাকে বিদায়।
এ দুঃখ বলিব কারে কেহ মহাশয়।।
এত বলি মহাপ্রভু নীরবে রহিল।।
তাহাতেও বহুজন ব্যথিত হইল।।
নিজের লাগিয়ে কর মানসা যখন।
বাটী হ'তে টাকা এনে করহ অর্পণ।।

হাজতের টাকা কেন ভিক্ষা করি দিবে।
কি দিতে র'য়েছে বাকী বল দেখি এবে।।
সে কথায় শ্রীনতের চৈতন্য হইল।
কেঁদে কেঁদে প্রভু ঠাঁই ক্ষমা চেয়ে নিল।।
পূর্ণচন্দ্র ক্ষমা চাহে ঠাকুর গোচর।
অভয় পাইল লেংটা কৃপায় তাঁহার।।
সে হইতে লেংটার বিপদ ঘুচিল।
গুরুচাঁদ-প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

পূর্ণচন্দ্রের নোড়া গ্রামে বসতি

দক্ষিণ অঞ্চল মাঝে বহু বহু গ্রামে।
বহুলোকে মাতাইল হরিচাঁদ নামে।।
তাহারা সকলে বলে যাইতে না দিব।
বাড়ী ঘর বেঁধে দিয়ে এদেশে রাখিব।।
কৃপা করি এই দেশ থাকুন গোঁসাই।
আমরা পাইব শান্তি চরণে জানাই।।
নাচিয়া কি নোড়া গ্রামবাসী যত জন।
বার বার সবে তারা করে নিবেদন।।
কাতর বচন শুনি বলেন গোঁসাই।
তোমাদের শান্তি হ'লে তাতে শান্তি পাই।।
এত বলি পূর্ণচন্দ্র নিজ দেশে গিয়ে।
বলিল সকল কথা নিজ পুত্র নিয়ে।
পরামর্শ করিলেন পুত্রকে লইয়া।
এবে আমি দিব বাপ চিকিৎসা ছাড়িয়া।।
মনে ভাবি গোপনেতে থাকা হয় ভাল
কিছুদিন সাধুগিরি গোপন রাখিল।।
পুনরায় স্কুলের কর্ম্মে হ'ল ব্রতী।
শিষ্য শাখা তাতে হয় দুঃখান্বিত অতি।।
বহিরঙ্গ লোকে ভাবে কি হইল ভাই।
সাধুগিরি ত্যাগ কেন করিল গোঁসাই।।
কিন্ত এর মূল মর্ম কেহ নহে জানে।
শুধু বলে হেন ভাব ধরিলেন কেনে।।
সবাকার ঠাঁই করে আপন গোপন।
মনে ভাবে প্রতিষ্ঠার নাহি প্রয়োজন।।
যে আসে গোসাইর পদে করে নিবেদন।
নাহি জানি কি ভাবিয়ে হ'লেন এমন।।
স্কুলেতে যেই টাকা হ'তেছে উপায়।
তা হ'তে অধিক দিব আমরা সবায়।।
গোস্বামী বলিল তাহে নাহি প্রয়োজন।
ঠাকুরালী করিব না শুন বাছাধন।।
ঠাকুরে খাটায়ে টাকা করি উপার্জ্জন।
তাই দিয়ে না করিব ভরণ-পোষণ।।
থাকিলে প্রভুর কৃপা তাহাতেই হ'বে।
যে ভাবেতে রাখে হরি সে ভাবে চলিবে।।
তাহা শুনি শিষ্যগণ ব্যথিত হইল।
ক্রমে তারা পূর্ব্বভাব অনেকে ভুলিল।।
কিন্তু তারা মনে মনে ভাবে অনুক্ষণ।
গোস্বামী আসিলে জুড়াইত এ জীবন।
গোস্বামীর প্রাণ মাঝে সে সব জাগিত।
মনে মনে গুরুচাঁদে স্মরণ করিত।
এই ভাবে কিছুদিন থাকিল দেশেতে।
দক্ষিণে ভক্তের টানে পারে না থাকিতে।।
প্রভু ঠাঁই জানাই সব বিবরণ।
ঠাকুর বলেন ইহা না কর কখন।।
প্রাণ দিতে নিতে চেঁলে যেতে হয় তথা।
তাদের ব্যথায় প্রাণে আমি পাব ব্যথা।।
তথা গিয়ে কর তুমি বসতি-ভবন।
ভক্তগণ হবে তাহে প্রফুল্লিত মন।।
ভক্তের রাখিতে মান ভকত বৎসল।
আদেশিল পূর্ণচাঁদে হয়ে কুতুহল।।
মাঝে মাঝে এসে তুমি দেখে যেও মোরে।
রায় ঠাকুর উপাধি যে দিলাম তোমারে।।
স্কুলে থাকিলে তবু ঠাকুর বলিবে।
তোমার এ মহতত্ত্ব প্রকাশ থাকিবে।।
এমত প্রভুর বাণী পেয়ে মহাত্মন।
নোড়া গ্রামে করিলেন বসতি ভবন।।
ভক্তগণে উল্লাসিত হ'ল সর্বজন।
অবিলম্বে পেল যে অমূল্য রতন।।
পুত্র শ্রীসতীশ চন্দ্র প্রাণে শান্তি পেল।
হরিগুরুচাঁদ প্রতি হরি হরি বল।।

স্বীয় গুরু সনে শ্রীনাথের পুনর্মিলন

যে দিনেতে শ্রীধামেতে পেল অব্যাহতি।
অনুক্ষণ বাড়ে হৃদে অনুরাগ-শক্তি।।
ঘুচিল মনের ধাঁধা মনে পেল বল।
অনুরাগ শক্তি দেহে হইল প্রবল।।
কিন্তু নিজ গুরু যিনি অসন্তুষ্ট তিনি।
সন্তুষ্ট করিতে যোগ ঘটেনি কখনি।।
বহুদিন এই ভাবে গত হ'য়ে যায়।
অনুরাগে নানা ঠাঁই ভ্রমিয় বেড়ায়।।

অসম্ভব ভাব কত জাগে ক্ষণে ক্ষণে।
আভাস প্রকাশ হ'ত কোন কোন স্থানে।।
ভৈরব নগরে পূর্বে যাতায়াত ছিল।
একদা তথায় গিয়ে উদয় হইল।।
বিষম বিপদ্গ্রস্ত দেশবাসী গন।
গ্রাম মাঝে লাগিয়েছে কলেরা ভীষণ।।
পূজা আদি যত কিছু মোটেই মানে না।
মরিয়েছে বহুলোক ঔষধে ধরে না।।
উপায় বিহীন হ'য়ে গ্রামবাসী নরে।
নিরাশ প্রাণেতে মগ্ন চিন্তার সাগরে।।
শ্রীনাথে পাইয়ে তারা করে নিবেদন।
রক্ষা কর আমাদিগে ওহে মহাজন।।
সংক্রামক ব্যাধি এসে ঢুকেছে গ্রামেতে।
ভরসা না আছে আর কারুর প্রাণেতে।।
বিপুল বিনয় করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
শ্রীনাথের হ'ল কৃপা সে ভাব হেরিয়া।।
পূর্ণ অনুরাগে তনু পুর্ণিত তখন।
বলে তোরা কর দেখি নাম-সংকীর্ত্তন।।
আমার ঠাকুরে, সেই কেন মানিবে না।
তা হইলে অদ্য রণে দিতে হবে হানা।।
এত বলি বীররসে হুঙ্কার করিল।
গ্রামের সকল লোক একত্র হইল।
লেংটার আদেশক্রম গ্রামবাসীগণ।
সাহসে নির্ভর করি ক'রেছে কীর্ত্তন।।
টলমল হ'ল গ্রাম মধুর কীর্ত্তনে।
গ্রাম উড়ে যেতে চায় হেন লয় মনে।।
অনুরাগে গর্জ্জে লেংটা ভেবে গুরুচাঁদে।
কলেরা পড়িল যেন বিষম বিপদে।।
এক একবার ধেয়ে আসে লেংটা প্রতি।
পুনরায় যায় ফিরি যেন ছন্নমতি।।
কীর্ত্তনের মাঝে হয় ভীষণ গর্জ্জন।
হেনকালে এক মুর্ত্তি দিল দরশন।
সম্মুখেতে উপনীন পরম কৌতুকে।
কি যেন করিল দান শ্রীনাথের মুখে।।
আরও বিপুল তেজ হৃদয়ে বাড়িল।
ঘোর রবে করিতেছে হিল্লোল কল্লোল।
দিবানিশি একভাবে কীর্ত্তন হইল।
সেই দিন হ'তে যেন কোথায় লুকাল।।
শান্ত হ'ল গ্রামবাসী ঘুচিল জঞ্জাল।
প্রেমানন্দে বলে সবে বলে হরিবল।।
সে অবধি শ্রীনাথের বাড়ল সাহস।
গ্রামবাসী সর্ব্বজন হইল সন্তোষ।।
তথা হতে নানা স্থানে করেন ভ্রমণ।
আদর করিয়ে ডাকে বহু বহু জন।।
ভয়ে কেহ নাহি যায় লেংটার নিকটে।
অনেকেই কিছু দূরে রহে করপুটে।।
অতঃপরে বারুণীতে করে আগমণ।
মহামেলা মিলিয়েছে শ্রীধামে তখন।।
করিতেছে হরিনাম ম'তোদের সনে।
হঠাৎ সে পূর্ব্বস্মৃতি পড়ে গেল মনে।।
গভীর কল্লোল -বারী উথলে উঠিল।
মহাবেগে সে কল্লোল চৌদিকে ছুটিল।।
স্বীয় রাগে করে নাম গভীর গর্জ্জনে।
ধেয়ে চলে মহাবেগে বহু লোক সনে।।
যথা আছে স্বীয় গুরু উপনীত তথা।
জড়িয়ে ধরিল গিয়ে গুরুপদলতা।।
পূর্ণচন্দ্র স্নেহভাবে শ্রীনাথে ধরিল।
আশীষ করিয়ে পরে বলিতে লাগিল।।
আজ হ'তে তব সনে হইনু মিলন।
যাহা কর আমি করি যেন সর্ব্বক্ষণ।।
বলিতে বলিতে হয় ভাবের উদয়।
নয়নেতে প্রেমধারা বরিষন প্রায়।।
বহুলোকে প্রেমাবেশে হইল পতন।
সবাকার মুখে শুধু করুন রোদন।
শ্রীনাথ গুরুর দেহ করিয়ে ধারণ।
নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া করিল রোদন।।
সেই হ'তে হ'ল শান্তি উভয় দিকেতে।
বাবা গুরুচাঁদ বুলি সবার মুখেতে।।
যার বস্তু সেই জন গ্রহণ করিল।
বিচরণ বলে ভাই হরি হরি বল।
সে হইতে ঘুচে গেল মনের মালিন্য।
হৃদয়ে পশিল ভাব ধন্য ধন্য ধন্য।।
বীর বেশে অনুক্ষণ ভ্রমিয়ে বেড়ায়।।
অনুরাগভরে সদা হরিগুণ গায়।।
নানা ঠাঁই নানা গৃহে করেন গমন।।
গোস্বামী বলিয়ে সবে বন্দে শ্রীচরণ।।
প্রভুর সকাশে থাকি করে হরিনাম।
ভাবের তরঙ্গ বৈত না দিত বিরাম।।
লক্ষীখালী যেতে প্রভু করিল মনন।
গোপাল সাধুর বাঞ্ছা করিতে পূরণ।।

সীতারামপুর গ্রামে লোক পাঠাইল।
তথা হ'তে শ্রীনাথেরে শ্রীধামে আনিল।।
বলে বাপ লক্ষ্মীখালী করিব গমন।
বহুস্থান হবে মোর করিতে ভ্রমণ।।
প্রহরী রাখিয়ে তোমা ভ্রমিতে যাইব।
যতদিন আমি নহে ফিরিয়ে আসিব।।
ততদিন এই বাটি থেক বাছাধন।
প্রাণ দিয়ে মম বাক্য করিও পালন।।
প্রভুর আদেশ ক্রমে রহে শ্রীধামেতে।
সদা করে হরিনাম প্রেমরসে মেতে।।
হরি কথা বিনে আর অন্য কথা নাই।
হরি গুরুচাঁদ বলি সদা ছাড়ে হাই।
মহাভাবে মগ্ন দেহ না দেয় বিরাম।
কখন বা মতোদের সঙ্গে গাহে গান।।
এইভাবে বহুদিন অতীত হইল।
পুনরায় গুরুচাঁদ গৃহেতে আইল।
প্রভুর আদেশ নিয়ে হলেন বাহির।
প্রেমাবেগে-তনুমন সর্ব্বদা অস্থির।।
একদা ভ্রমণ করে মাত্র একা একা।
হীরামণ সনে যেন হ'য়েছিল দেখা।।
ধরিবারে চায় তারে অতি বেগ ভরে।
যেন মিশে গেল আসি শ্রীনাথ শরীরে।।
কিহ'ল কি হ'ল তাহা ভাবিয়ে না পায়।
মনে ভাবে কেবা আসি মিশিল আমায়।।
ভাবের বিকার মাত্র এসব দর্শন।
দেখা যায় যার যে ভাবেতে ধায় মন।।
এই মত বিভীষিকা দেখে নানা মত।
ভাবাবেশে ক্রমান্বয় হইল উন্মত্ত।।
ক্ষণে এসে শ্রীধামেতে কিছুদিন থাকে।
নির্জ্জনে বসিয়ে নাম করে রুকে রুকে।
কভু ঠাকুরের ঠাই বসি করে গান।
বড় সুমধুর ভাব সুমধুর তান।।
ঠাকুরও বসিয়ে ভাল নানা কথা কয়।
কখন অনত্র পাঠাতেন দয়াময়।।
যা পারিত তা করিত ককন শ্রীধামে।
কভু প্রভু পাঠাতেন অন্য অন্য গ্রামে।।
কঠোর শাসন প্রভু দিলেন শ্রীনাথে।
বড় সাবধান লাগে সে বাক্য পালিত।
এইভাবে দিন দিন গত হ'য়ে যায়।।
অনুরাগ শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত যে হয়।
শ্রীনাথ গোঁসাই বলে আখ্যা প্রাপ্ত হল।
হরি গুরুচাঁদ প্রতি হরি হরি বল।।

ভক্ত তারিণী ডাক্তারের উপাখ্যান

কৃষ্ণপুর বাসী হয় বালা শ্রীঈশ্বর।
তারিণীচরণ হয় নন্দন তাহার।।
মহেশ বিপিন চন্দ্র আর বিরেশ্বর।
ত্রৈলক্য নামেতে হয় কনিষ্ঠ সবার।।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীতারিণী অতীব সরল।
বড় ভালবাসে তারে মতুয়া সকল।।
শিশুকালে ওড়াকাঁদী করে বিদ্যাভ্যাস।
শ্রীধামেই থাকে সদা পরম উল্লাস।
শেষে গিয়ে বিদ্যাভাস করিলেন ঢাকা।
ডাক্তারী পড়িতে লাগে ষড়বিংশ টাকা।।
বাটীতে লিখিল পত্র টাকার কারণ।
উত্তর না পেয়ে শুধু ভাবে মনে মন।।
ক্ষুন্ন মনে লিখে পুনঃ ঠাকুরের ঠাঁই।
তারিণীর উপায় প্রভু জানিবারে চাই।।
কেন মোরে ওড়াকাঁদী দিলেন আশ্রয়।
কেন রক্ষা করিলেন অধম তনয়।।
এবে আমি অর্থাভাবে পারি ন পড়িতে।
হেন বিদ্যা কেবা বলেছিল শিক্ষা দিতে।।
এমত আবেদ বাণী লিখিয়ে বিস্তর।
শ্রীধাম পাঠায় চিঠি প্রভুর গোচর।।
পাইয়ে সংবাদ পত্র প্রভু দয়াময়।
কৃষ্ণপুরে এ সংবাদ সত্বরে জানায়।।
সংবাদ পাইয়ে এল বালা শ্রীঈশ্বর।
প্রভুর চরণে এসে মাগে পরিহার।।
মহাপ্রভু বলিলেন ঈশ্বর বালাকে।
পড়িবার ব্যয় নাহি দাও তারিণীকে।।
যদি নাহি এই টাকা পার যোগাইতে।
পুত্রের দায়িত্ব ছেড়ে দাও অদ্য হ'তে।।
টাকা দিলে মম পুত্র নিশ্চয় জানিবে।
নহে দাও এই টাকা পুত্র তব হ'বে।।
ত্রয়োবিংশ টাকা প্রভু দিলেন তখনে।
শ্রীঈশ্বর বালা বলে প্রভু সন্নিধানে।
তারিণী তোমার পুত্র তুমি তাঁর পিতা।
তারে রক্ষিবারে মোর না হবে যোগ্যতা।
চতুবিংশ টাকা দিল স্বামী মহানন্দ।
সাহায্য করিল যত মতুয়ার বৃন্দ।।

এইভাবে সব টাকা দিল পাঠাইয়া।
পাশ করে শ্রীতারিণী হরতি হিয়া।।
বাটী আসিবার পূর্বে শ্রীধামে পৌছিল।
মহাপ্রভু পাদপদ্ম হৃদয় ধরিল।।
দয়াময় গুরুচাঁদ বলিলেন বাণী।
কিছুদিন এই স্থানে থাকহ তারিণী।।
প্রভু বলে করে দিব চাকরী নির্ণয়।
নিশ্চিন্তে থাকহে বাপু নাহি কোন ভয়।।
একবার কৃষ্ণপুরে যাহ বাছাধন।
পুনঃ এস সবাকারে করিয়ে দর্শন।।
প্রভুর আদেশ ক্রমে চলিল তারিণী।
পিতৃদেব বন্দিলেন করি যোড় পানি।।
পুনরায় শ্রীতারিণী আইল শ্রীধাম।
ভক্তি ভরে প্রভু পদে করিল প্রণাম।।
মিড়সনে মহাপ্রভু আলোচনা করি।
তরিণীকে বলিলেন চাকরি নির্দ্ধারি।।
বার্ম্মাদেশে যেতে হবে ওহে বাছাধন।
বহুদুর দেশ বাপু লয় কিনা মন।।
তারিণী ব'লেছে প্রভু ভরসা তোমার।
শুধুমাত্র হ'লে হয় স্থান স্বাস্থকর।।
গুরুচাঁদ বলে সেই স্থান মন্দ নয়।
বার্ম্মাদেশে তব যোগ্য স্থান বটে হয়।।
প্রভু বলে বেতনাদি হইয়াছে ধার্য্য।
একশত পচাত্তর বেতন নির্দ্ধার্য্য।।
প্রভুর আদেশে যাত্রা করিল তারিণী।
প্রভুপদ ধুলি নিল পারের বাহিনী।।
অক্ষয় কবজ সম ধরিলে সারে।
প্রভুও হস্ত প্রদানে তারিণীর শিরে।।
অপরে বন্দিল যত মতুয়া মন্ডলী।
প্রভুর আদেশে সবে দির পুষ্পাঞ্জলি।।
প্রভু বলে বাছাধন নাহি কোন ভয়।
অনুক্ষণ রক্ষা আমি করিব তোমায়।
মনে রেখ হরিনাম কর্ম্ম সিদ্ধি হবে।
মাঝে মাঝে আমাকেও দেখিতে পাইবে।।
এইভাবে শ্রীতারিণী চাকরী লভিল।
গুরুচাঁদ মহানন্দে হরি হরি বল।

তারিণী কর্তৃক দৈবাদেশে রোগী চিকিৎসা

একদা শুনহ এক অপূর্ব্ব কথন।
দৈব ব্যাধিযুক্ত এক সাহেব নন্দন।।
অত্যধিক জ্বরাক্রান্তে দুর্বল হ'য়েছে।
বড় বড় ডাক্তারেতে চিকিৎসা ক'রেছে।।
কোন ক্রমে রোগারোগ্য করিতে না পারে।
মনে হয় অদ্য কিম্বা কল্য যাবে ম'রে।।
পুত্রের জননী এক দেখিল স্বপন।
রেশম বরণ এক মানব রতন।।
শিরোদেশে বসি বার্ত্তা কহে স্বপ্নাদেশে।
শুনহে মাদার আমি বলি তব পাশে।।
বাঙ্গালী ডাক্তার এক আছে মাগো হেথা।
তাঁর ঠাঁই বল তব পুত্রের বারতা।।
অন্য ডাক্তারের দ্বারা আরোগ্য না হবে।
বাঙ্গালী ডাক্তার এলে এ পুত্র বাঁচিবে।।
অতএব মাগো তুমি আনো সে ডাক্তার।
বল তুমি মম বাক্য সাহেব গোচর।
স্বপন হেরিয়ে মেম সাহেবে জানায়।
শ্রুতমাত্র সে সাহেব বিস্মিত হৃদয়।
তারিণীর স্বকাশেতে করিয়ে গমন।
সম্ভাষিয়ে তারিণীকে বলেন বচন।।
মম গৃহে যেতে হবে শুন মহামতি।
রোগাক্রান্ত হইয়াছে আমার সন্ততি।।
মম গৃহে যেতে হবে এখনি নিশ্চয়।
চল বাপ ত্বরা করি বিলম্ব না সয়।।
আছে কিনা আছে পুত্র মনে ভাবি তাই।
বিলম্ব করনা বাপ চল ত্বরা যাই।।
এত শুনি শ্রীতারিণী চিন্তিত অন্তরে।
সাহেব ডাক্তার মোরে কেন যত্ন করে।।
বুঝিতে না পারি কিছু কারণ তাহার।
কিবা খেলে খেলিবেন প্রভু যে আমার।।
গুরুচাঁদ নাম স্মরি করিল গমন।
উপনীত হ'ল যথা সাহেব নন্দন।।
নেহারিয়ে সেই মেম অতীব যতনে।
তারিণীকে বসাইল উত্তম আসনে।।
স্বপনের কথা যত সমস্ত বলিল।
শুনিয়ে তারিণী অতি চমৎকৃত হ'ল।।
মনে মনে চিন্তিলেন আপন হৃদয়।
প্রভুর করম ইহা অন্য কিছু নয়।
অতএব বলিলেন ডাক্তার তারিণী।
শুনুন মাদার এবে এই মম বাণী।।
পঞ্চ তঙ্কা রেখে দিন করিয়ে মানসা।
অচিরাৎ মাগো পূর্ণ হইবেক আশা।।

শ্রুতমাত্র সে সাহেব তাহাই করিল।
গুরুচাঁদে হৃদে ভেবে ঔষধ দানিল।।
সুফল ফলিল তাহে অতীব সত্বর।
দুইদিন মধ্যে তাঁর সেরেগেল জ্বর।।
তাহা হেরি সে সাহেব মনে চিন্তা করে।
কি দিয়ে তোষিব আমি এ হেন ডাক্তারে।।
এতভাবি তারিণীকে নিল যত্ন ক'রে।
পরিতোষিকা দানিতে বাসনা অন্তরে।।
তিন সহস্র মুদ্রা যাচে দিতে পুরস্কার।
কোন মতে নাহি লয় তারিণী ডাক্তার।।
সুমধুর স্বরে কত বলে সুবচন।
আমি নহে রোগারোগ্য করেছি কখন।।
রোগারোগ্য করিয়েছে গুরুচাঁদ হরি।
কোন মতে এই মুদ্রা লইতে না পারি
এত বলি শ্রীতারিণী বাসায় ফিরিল।
সাহেব ডাক্তার তাহে ভাবিতে লাগিল।
এ মহাপুরুষ এই মুদ্রা নাহি নিল।
জনমের তরে ঋণে আবদ্ধ করিল।
এই মুদ্রা কিভাবেতে অর্পিব তাহারে।
মনের বাসনা পুরাইব কি প্রকারে।।
মম মুদ্রা উপেক্ষিয়ে ল'ব না কখন।
এই মুদ্রা দিব আমি বাড়া'য়ে বেতন।।
অপরে বেতন বৃদ্ধি করিতে প্রচেষ্টিল।
দুইশত টাকা বৃদ্ধি সাহেব করিল।।
একশত পচাত্তর যেখানেতে ছিল।
তিনশত পচাত্তর বেতন পাইল।।
প্রভুর কৃপায় হ'ল এইমত কান্ড
হরিগুরুচাঁদ লীলা অমৃতের ভান্ড।।

ব্যঘ্র হস্তে তারিণীর জীবন রক্ষা

একদা হস্তী পৃষ্ঠেতে শ্রীতারিণী আনন্দেতে
বনপথে করি গমন।
বহুপথে আগু হ'য়ে নিবীড় কাননে গিয়ে
হস্তিপদে বাড়িল বেদন।।
হস্তি পদে ক্ষত ছিল তাহাতে যন্ত্রণা হ'ল
চলিবার নাহি পারে আর।
দেখিবারে ক্ষতস্থান তারিণী অবতরণ
হইলেন মৃত্তিকা উপর।।
হস্ত দিয় ক্ষতস্থানে দেখিতেছে যতনে
হেনকালে শুন সমাচার
ব্যাঘ্র আসি অকস্মাতে আক্রমণ করি তাতে
পড়িল হস্তী বরাবর।।
হেনকালে সেই হস্তী হয়ে অতি ত্রস্ত মতি
চারিপদ চারিদিক দিয়ে।
ধন্য সে হস্তীর শিক্ষা তারিণিকে করে রক্ষা
গুড় দিয়ে ব্রাঘ্র তাড়াইয়ে।।
হেরিয়ে হস্তীর কার্য্য তারিণী হ'ল আশ্চর্য্য
কিবা কান্ড হইল হেথায়।
কেন হস্তি হেন মতে রক্ষে মোরে ব্যাঘ্র হতে
হেন বুদ্ধি পাইল কোথায়।।
এমত ভাবিয়ে মনে ধারা বহে দুনয়নে
পুনঃ চড়ি হস্তীর পৃষ্ঠেতে।
করে কত হায় হায় রক্ষা করে দয়াময়
বুদ্ধি দিয়ে হস্তীর হৃদেতে।।
প্রভুর অপর কীর্ত্তি তাহে হেন করে হস্তী
প্রভু অদ্য প্রাণ রক্ষা কৈল।
পূর্ব্বে বলিলেন যাহা অদ্য করিলেন তাহা
তাহে হস্তী এমত করিল।।
ভকত বৎসল প্রভু গুরুচাঁদ বিশ্ববিভু
আমা তরে করে হেন কর্ম্ম।
আমি নহে হই যোগ্য হই অতি অনভিজ্ঞ
প্রভুর এ মর্মান্তিক কর্ম্ম।
আমা সম অভাজন রক্ষিলেন নিজ গুণে
এত বলি হইল অস্থির।
এমত ভাবিয়ে হৃদে কাঁদিছে অতি বিচ্ছেদে
নয়নেতে বহে প্রেমনীর।।
নহিলে কি রক্ষা হ'ত নিশ্চয় জীবন যেত
আজ এই ব্যাঘ্রের কবলে।
নিজ গুণে কৃপা করি করী হৃদে ভর করি
তারিণীর জীবন বাঁচালে।।
কে বুঝিবে এই তত্ত্ব গুরুচাঁদের মহাত্ম্য
এক মুখে না যায় বর্ণন।
হরি হরি বল ভাই এমন হবার নাই
গুরুচাঁদ ভকত জীবন।।

নিঃস্বার্থ অর্থ দান

একদা ডাক্তার বাবু সম্পত্তি রাখিল।
তাহাতে লোকের সনে বিবাদ বাঁধিল।।
বহুদিনাবধি এক কমদ্দমা চলে।
আটিতে না পারে আর বিপক্ষের দলে।।

বৌলতলী বাজারেতে ডাক্তারের বাসা।
বিপক্ষগণের প্রাণে বাড়িল কু-আশা।।
একদিনে রজনীতে ঘটাল দুর্য্যোগ।।
বিপক্ষের গণ করে অগিনী সংযোগ।
নয় শত টাকা ছিল মালসহ তথা।
কোন কিছু না রাখিল পুড়ে বহি খাতা।
তাতে তারিণীর হয় উন্মাদ লক্ষণ।।
নয় শত টাকা মাত্র বলে সর্ব্বক্ষণ।
এমত হইল কেন কেহই জানে না।
শুধু মাত্র ভাব হেরে বলে সব জনা।।
আহারেতে রুচি নাই নিদ্রা ত্যজিয়েছে।
বিশেষ ভাবেতে মাথা বিক্রিত হ'য়েছে।
তাহা হেরি মহাসাধু শ্রীউমাচরণ।
দুঃখান্বিত চিত্তে সদা ভাবে মনে মন।।
বংশেতে জন্মিল ভাই সুজন সুমতি।
তাঁর হ'ল হেনভাবে মস্তক বিক্রিতি।।
মহাপ্রভু কৃপাযোগে পেয়ে হেন ভাই।
তুচ্ছ ধন লাগি বুঝি তাহাকে হারাই।।
কা'রো কথা নাহি শুনে না মানে তাহারে।
নয় শত টাকা শুধু মুখে বুলি ধরে।।
অন্য কেহ প্রতিকার নারিবে করিতে।
অনুক্ষণ যেন তাহা জাগে মম চিতে।।
অতএব যা'র ধন নিব তাঁর ঠাঁই।
নহে হারা হ'ব মোরা এ গুণের ভাই।।
শ্রীউমাচরণ ইহা ভাবে মনে মনে।
উপনীত হ'ল পরে তারিণীর স্থানে।
সযতনে বলিলেন তারিণীর প্রতি
শ্রীধামেতে প্রভু পাশে চল শীঘ্রগতি।।
তথা গিয়ে দিব টাকা জানিও নিশ্চয়।
অতএব দুই ভাই চলহ তথায়।।
এত শুনি তারিণীর নৌকায় চড়িল।
অবিলম্বে দুই ভাই উদয় হইল।।
প্রভু পদে প্রণমিয়ে শ্রীউমাচরণ।
বলিলেন তারিণীর উন্মাদ কারণ।।
মহাপ্রভু ডাকিলেন তারিণী তারিণী।
নয় শত টাকা বাপ পাইবে এক্ষুণি।।
শ্রীসুধন্য দুঃখচিত্তে শুনিল সকল।
তারিণীর ভাব হেরি হইল বিকল।।
মহাপ্রভু বলে সেই সুধন্যের প্রতি।
নয় শত টাকা বাপ আনহ সম্প্রতি।।
সেই টাকা তারিণীকে করহ অর্পণ।
মেজে কর্ত্তা সেই টাকা দিল ততক্ষণ।।
টাকা পেয়ে শ্রতারিণী প্রকৃতিস্থ হ'ল।
প্রভুপদে প্রণিময়ে গৃহেতে চলিল।।
প্রভুর অপার কৃপা বোঝে সাধ্য কা'র।
কি ভাব করেন প্রভু ভক্তে রক্ষিবার।।
ভকতের যথা ইচ্ছা প্রভুকে দেখিতে।
প্রভুর বাসনা সদ ভকতে হেরিতে।।
ভক্ত হয় কুলমান ভক্ত ধন প্রাণ।
যেই ভক্ত করিয়েছে আত্ম স্বার্থ দান।।
তারিণী নাহিক জানে গুরুচাঁদ বিনে।
গুরুচাঁদ ধ্যান জ্ঞান স্বপনে শয়নে।।
আপন বলিতে যদি কিছু থাকে ভেবে।
আপনই গুরুচাঁদে বলে সদাভাবে।।
ভক্তি ডোরে বাঁধিয়েছে ব্রহ্ম পরাৎপর।
রণে বনে গমনে শয়নে নাহি ডর।।
ভকতে করিতে রক্ষা এ কৃপা করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীমত্তারিণীর গৃহে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুর যুগল মূর্ত্তিতে আগমণ

পুনঃ গিয়ে বিদেশেতে চাকরি করিল।
বহু টাকা উপার্জ্জিয়ে গৃহেতে আইল।।
কোটাবাটী করিলেন প্রভুর আদেশে।
শ্রীহরি মন্দির করে পর হরিষে।।
মনে ভাব পূজিবারে মহামায়া পদ।
আরো বাঞ্ছা গৃহেতে আনিবে গুরুচাঁদ।।
এত ভাবি শ্রীধামেতে করেন গমন।
প্রভুর স্বকাশে গিয়ে কৈল নিবেদন।।
পূজিবারে মহামায়া করিয়েছি মন।
আপনার আজ্ঞা পেলে করিব পূজন।।
মহাপ্রভু জানে সদা অন্তর বারতা।
সম্মত করেন প্রভু এ পূজার কথা।।
প্রভুর আদেশ পেয়ে তারিণী ডাক্তার।
গৃহে গিয়ে করিলেন পূজার যোগাড়।
সেই বংশজাত ভক্ত উমাচরণ।
তারিণীর খুল্লতাত ভাই সেই জন।।
তারিণী বলছে দাদা ওড়াকাঁন্দী যাও।
পিতামাতা গৃহে এনে বাসনা পুরাও।।

শুনিয়ে আনন্দে ভাসে শ্রীউমাচরণ।
অবিলম্বে করিলেন শ্রীধামে গমন।।
মহাপ্রভু পদপ্রান্তে প্রণাম করিল।
তারিণীর মনোভিষ্ট সকল বলিল।।
আপনাকে গৃহে নিতে পাঠাইল মোরে।
কৃপা করে যেতে হবে সেই কৃষ্ণপুরে।।
প্রভু বলে আমি যদি না যাই তথায়।
তবে কি তাহার পূজা বিফলেতে যায়।।
শ্রীউমাচরণ বলে ওহে দয়াময়।
অখণ্ড বচন ইহা আপনার হয়।।
আমি আর কি বলিব হে জগৎ পিতা।
আপনি করুণ রক্ষা আপনার কথা।।
এত শুনি মহাপ্রভু আনন্দ লভিল।
যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসের প্রতি যে বলিল।
শুনিয়েছ কিবা এ বচন মধুর।
শ্রীউমাচরণ হয় বড় সুচতুর।।
বাক্যের প্রবন্ধে মোরে ক'রেছে বন্ধন।
কি করা কর্ত্তব্য এবে বলহ সুজন।।
বিশ্বাস ব'লেছে প্রভু যেতে হবে তথা।
বাঁধিয়েছে আপনাকে দিয়ে ভক্তি লতা।।
এ গৃহেতে পূজা আদি করব আমরা।
কৃষ্ণপুরে যেতে হবে চেয়ে আছে তারা।।
এমত বাক্যেতে প্রভু স্বীকার করিল।
পুনশ্চ উমাচরণ বলিতে লাগিল।।
মা'কেও লইব সঙ্গে করিয়েছি মন।
নহে পূজা সুসম্পন্ন নীরবে কখন।।
মা'না গেলে এই পূজা অঙ্গহীন হবে।
সব আশা আমাদের বিফলেতে যাবে।।
নিশ্চয় লইল সঙ্গে জননী আমার।
অনুমতি দিয়ে হয় ওহে সারাৎসার।।
অন্তরের বার্ত্তা জেনে বলে অন্তর্য্যামী।
তব মাতৃস্থানে বাপু গিয়ে দেখ তুমি।।
এহেন কালেতে মাতা ব'লেছে বচন।
আমার বচন শুন শ্রীউমাচরণ।।
প্রভুর স্বকাসে ব'লে আমার বচন।
প্রভু সনে কৃষ্ণপুরে করিল গমন।।
তারিণী আমার পিতা পূজা করিতেছে।
মোরে কি নিবে না ব'লে মনেতে ভেবেছে।।
এত শুনি পুনঃ গিয়ে শ্রীউমাচরণ।
প্রভুর স্বকাশ বলে মায়ের বচন।।
শুনি তাহা দয়াময় বলেন তখন।
নৌকা সুসজ্জিত কর ওহে বাছাধন।।
প্রভুর আদেশে নৌকা সজ্জিত হইল।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু তরী আরোহিল।।
মাতাসনে চলে যায় নামে রাধামণি।
মাতা মোর ভাবে তারে আপন নন্দিনী।
যেইত গিরি সুতা শিবের সংহতি।
পিতার আলয় চলে আনন্দিতা অতি।।
সেইমত কৃষ্ণপুরে করেন গমন।
আনন্দ সলিলে ভাসে শ্রীউমাচরণ।।
প্রেমানন্দ ভরে সবে তরী চালাইল।
ভক্তগণ হরিধ্বনি সঘনে করিল।।
মাতা পিতা এক সঙ্গে করিয়ে তখন।
হরিধ্বনি করিলেন শ্রীউমাচরণ।।
অবিলম্বে কৃষ্ণপুরে বাহিয়ে চলিল।
গুরুচাঁদ সত্যভামা প্রীতে হরি বল।।

তারিণীর গৃহসজ্জা ও মহাপ্রভু বা মহাদেবীর পূজা

কৃষ্ণপুর গৃহে থেকে বহুলোকজন।
সবে মিলি করিতেছে গৃহের সাজন।।
নানাবর্ণে মালাগাথি রাখে থরে থরে।
সুচিত্র বিচিত্রি ভাবে কারুকার্য্য করে।।
রাউৎখামার বাসী অন্নদা চরণ।
বালা বংশে জন্মোদ্ভব হরি পরায়ণ।।
শ্রীহরিচরণ বালা জনক তাহার।
শ্রীফটিক চন্দ্র বালা শ্বশুর ঈশ্বর।
ভ্রাতুস্পত্র অন্নবালা আইল সত্ত্বর।।
পূজা হেতু বহু দ্রব্য আনে নৌকা ভরি।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে এল ব'লে হরি হরি।।
তারিণী ব'লেছে সব রাখ অন্য ঘরে।
এ সবে হইবে পূজা বলে সবাকারে।।
পুনঃ বলে শ্রীঅন্নদা শুনহ বচন।
মাধবেন্দ্র সনে কর গৃহের সাজন।।
এত শুনি অন্নদা মাধবেন্দ্র সনে।
গৃহের সাজন করে আন্দিত মনে।।
সারানিশি করে সবে গৃহের সাজন।
হেনকালে শ্রীতারিণী ব'লেছে বচন।।
পারিলে না গৃহ সজ্জা করিতে পূরণ।
অগ্রভাগে সিংহদ্বার করহ বচন।।

এল এল প্রভু তরী বেশী দূরে নাই।
আজ্ঞা মাত্র দুইজনে করিলেন তাই।।
আশাপথে পানে চেয়ে র'য়েছে তারিণী
হেনকালে দেখা দিল প্রভুর তরণী।
রজনী প্রভাত হয় এহেন সময়।
প্রভুর তরণী এসে হইল উদয়।
ঘাটেতে প্রভুর তরী উদিল যখন
হরিধ্বনি করে সবে আনন্দিত মন।।
হুলুধবনি মুহুর্মুহু করি বামাগণ।
ভক্তি চিত্তে করে সবে তরণী বরণ।।
প্রেমানন্দ তারিণীর বয়ান ভাসিল।
আসিয়া প্রভুর পদে প্রণাম করিল।।
প্রেমানন্দ ভরে ধরিলেন প্রভুর হস্ত।
নামিলেন তীর পরে না হয় আশ্বস্ত।।
আঁখিজল দর দর ঝরে অনিবার।
বামাগণে বামাস্বরে দিল জয়কার।।
রামাগণে ভক্তি ভরে লইল মায়েরে।
যেমতি আনন্দ হয় দক্ষরাজ পুরে।।
আনন্দ ধরে না হৃদে কি বলিব আর।
ধন্য দন্য হয় সেই দর্শক মন্ডলী।
উদ্দেশেতে মাগী সবাকার পদধুলী।।
শ্রীতারিণী নিজ হস্তে চরণ ধোয়ায়।
হেরিয়ে হইল যেন মহাভাবোদেয়।।
প্রেমিক ভকত যত হ'ল দ্রবময়।
অবিরত প্রেমাবারি ধারা ব'য়ে যায়।।
হইল পরমান্দ সবার হৃদয়।
উত্তম আসন পরে প্রভুকে বসায়।
এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইল।
পূজার সময় ক্রমে ঘনিয়ে আইল।।
শ্রীতরিণী তৈল মাখে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
মতুয়ার গণ ভাসে প্রেমের তরঙ্গে।।
প্রভুকে করায় স্নান নিজে ঢালে জল
তা দেখয়ে সর্ব্বদজনে বলে হরিবল।।
অন্তঃপুরে রামাগণে পেয়ে ভগবতী।
সাদরে করায় স্নান যতেক যুবতী।।
বর্ণিতে অসাধ যাহা হইল তখন।
অনুভব করিবেন হরিভক্ত গণ।
পট্টবস্ত্র শ্রীতারিণী প্রভুকে পরায়।
রামাগণে নববস্ত্র পরাইবে মায়।।
যুগল মুরতীখানি আসন উপর।
পুজিবারে আনিলেন নানা উপহার।।
দীপ প্রজ্জলিত করি ধুপ পোড়াইল।
বাদ্যকরগণ ঢাক ঢোল বাজাইল।।
রামাগণে বামাস্বরে দিল হুলুধ্বনি।
মতোগণে শতমুখে করে হরিধ্বনি।
শ্রীগুরুচন্দ্রায় নমঃ নমঃ সত্যভামা।
ত্রাণং ধীনায় পূজ্য গুরু মনোরমা।।
তারিণী ভেসেছে সদা প্রেরে তরঙ্গে।।
স্বহস্তে চন্দন মাখে প্রবুর শ্রীঅঙ্গে।।
মাতৃপদে ভক্তি ভরে চন্দন মাখিল।
নেহারিয়ে সর্বজন দ্রবীভূত হ'ল।।
স্বহস্তে করেন পূজা দিয়ে বক্তিদল।
ভক্তিপুষ্প দিয়ে পুজে শ্রীপদ কমল।।
চন্দনে চর্চ্চিত করি দিয়ে ফুলহার।
কেঁদে কেঁদে দোলাইল প্রভু কণ্ঠপর।।
বহুবিধ দ্রব্য আনে থালা পূর্ণ করি।
প্রভুর সম্মুখে রাখিয়েছে সারি সারি।।
সেই দ্রব্য নিজ হস্তে প্রভুকে ভুজায়।
মতুয়ার গণ ভাষে প্রেমের গোলায়।।
ভক্তিবাধ্য গুরুচাঁদ ভকত রঞ্জন।
ক্রীড়ার পুতুল সম তারিণী সদন।
যেভাবে সাজান যেন সাজে সেইভাবে।
এমত করম কভু দেখি নাই ভবে।।
বর্ত্তমানে পুজিবারে পারে কি কখন।
তারিণী গৃহে আজি তাহাই সাধন।।
প্রভু বলে ওরে বাপ কি বলিব আর।
কেহ নাহি এই কর্ম্ম ক'রেছে এবার।
বড় শিক্ষা দেখাইলে অদ্যকার দিনে।
হেন কর্ম্ম নাহি কেহ জানে মতোগণে।।
এমন অমূল্য শিক্ষা দিলে নিজ করে।
দেখাইলে প্রতি জীবে ভকতি অন্তরে।।
এত যদি বলিলেন প্রভু দাময়।
মতুয়ার গণ সবে কাঁদে উভরায়।।
সবে মিলে ভেসে চলে প্রেমের গোলায়।
কেহ প্রেমসিন্ধু নীরে হাবু ডাবু খায়।
কেহ বলে শ্রীতারিণী মতোদের রাজা।
করিল সে বর্ত্তমানে মানুষের পূজা।।
কোন দিন কেহ নহে জানে এই ধর্ম্ম।
শিক্ষা পেল মতোগণ মর্ম্মান্তিক মর্ম।।

ধন্য ধন্য শ্রীতারিণী ধন্য কর্ম্ম তাঁর।
ভক্তি সুতে বাঁধিয়েছে ব্রহ্ম পরাৎপর।।
এ হেন ভাবেতে কেহ পারে না বাঁধিতে।
এইভাবে কেহ প্রভু পারেনি পুজিতে।।
প্রভু বলে শ্রীতারিণী বাপরে আমার।
করে এবে যাহা আসে প্রাণেতে তোমার।।
তব সনে নহে আমি পারি কোন দিন
তব ভক্তি বলে আমি তোমার অধীন।।
বর্ত্তমান যুগে কেহ না জানিত যাহা।
সর্ব্ব প্রথমেতে তুমি দেখাইলে তাহা।।
এ পুজার অগ্রগণ্য তুমি বাপধন।
এই কীর্ত্তি রথে ব্যপ্ত এ তিন ভুবন।।
দয়াময় প্রভু যবে এমত বলিল।
মতোগণে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।।
হেরিয়ে অমূল্য ভাব ভাবুকের গণ।
প্রেমনীরে সবাকার ভেসেছে বদন।।
বিহুষ হইয়া কেহ প'ড়েছে ঢলিয়া।
তারিণীর ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ হেরিয়া।।
স্ত্রী পুরুষ সমভাবে ক'রেছে রোদন।
কেহ কেহ হইতেছে ধুলায় পতন।
পুনঃ বলে মহাপ্রভু শুনহ তারিণী।
আদর্শ করম ইহা রহিল ধরণী।।
স্বর্ণাক্ষরে বিশ্বমাঝে রহিবে অঙ্কিত।
মম ভক্তগণে ইহা করিবে গ্রন্থিত।।
এইমত বলে যত মধুমাখা বাণী।
প্রবল বেগেতে ধায় প্রেম তরঙ্গিণী।।
কৃষ্ণপুরে হয় এই মধুমাখা ভাব।
ভাষায় লিখিতে নারি একি মহাভাব।।
যেই পদ ধ্যানযোগে পাওয়া না যায়।
যে চরণ বাঞ্ছে কত দেবতা নিচয়।।
যে চরণ করে বাঞ্ছা ব্রহ্ম ত্রিলোচন।
যে চরণ আশে যোগী করে যোগাসন।
যে চরণ বাঞ্ছে সদা বৈষ্ণবী পার্বতী।
যে চরণ ধ্যান করে সদা খগাপতি।।
তথাপি এহেন ভাবে পারেনি পূঁজিতে।
সে চরণ করে পূজা আনন্দ হৃদেতে।।
যত লোক সেই বাটী করে আগমন।
প্রতিমা না হেরে করে ঠাকুর দর্শন।।
শত শত তীর্থ যায় লুপ্ত চরণেতে।
পুজিল সে মহাপদ ভকতি দলেতে।।
সম্মুখেতে পেয়ে যথা লক্ষ্মীনারায়ণ।
সজীব মুরতি পূজে ভকত সুজন।
বর্ত্তমান পূজা করে তারিণী ডাক্তার।
নরোত্তম শ্রীতারিণী বিশ্বের মাঝার।।
কেহ বলে কি শোভা আহা মরি মরি।
আহা কিবা প্রেমমাখা মিলন মাধুরী।।
বৈকুণ্ঠ নগরী সম শোভা হইয়েছে।
শতকোটী চন্দ্র যেন চরণে উদিছে।।
বর্ণাতীত মহাভাব কৃষ্ণপুর গায়।
মহাবেগে প্রেমবন্যা প্রবাহিত হয়।।
প্রেমের সাগর মাঝে সবাই মগন।
থেকে থেকে মহাভাব হয় উদ্দীপন।।
হেন ভাবে এই পুজা সমাপ্ত হইল।
তারিণী প্রতি সবে হরি হরি বল।।

মহামায়ার মন্দিরে প্রভুর গমন

এ সময় শ্রীতারিণী প্রেমপূর্ণ হৃদিখানি
দান করিবারে হয় আশ।
আনিল সুবর্ণ ঝাপি যতনে রেখেছে ছাপি
খাঁটি রূপা নির্ম্মিত গেলাশ।।
থালা আদি ঘটি বাটী কিবা তাহা পরিপাটী
কারুকার্য্য শোভা করে কত।
গুরুচাঁদ পদপ্রান্তে প্রদান করি ঐকান্তে
হ'ল তাহে মহাভাবাশ্রিত।।
এইমত করি দান শ্রীতারিণী মতি মান
অপরেতে হ'ল সুস্থ মন।
সবে মিলি হরষিতে ভোজ করে আনন্দেতে
প্রভু ভোজ হ'ল সমাপন।
মহাপ্রভু অপরেতে গিয়ে পুজা মন্দিরেতে
তারিণীকে ডাকে ডাকে বারে বার।
তারিণী ব'লেছে পিতা যাইতে না পারি তথা
জাতে শৌচ আছয় আমার।।
প্রভু বলে ও তারিণী অশৌচ নাহিক গণি
তুমি বাপ জ্ঞাতি বর কারে।
হরিভক্ত হয় যেই আপন স্বজাতি সেই
তাহাদের অশৌচ কোথারে।।
জীবে দয়া নামে রুচি সেইজন সর্ব সূচী
এস বাপ মন্দির মাঝারে।
ব্রাহ্মণ বলে অশৌচে না আইসে পুজার কাছে
আছে বাঁধা শাস্ত্র অনুসারে।।

প্রভু বলে ও ঠাকুর শাস্ত্র ত জান প্রচুর
তারিণীর জ্ঞাতি বল কেবা।
হরিপদে আত্মসাৎ করে যেই ভাগবত
বল তার জ্ঞাতি কোথা পা'বা।।
হেন ব্যক্তি যেবা হয় অশৌচ কোথায় রয়
বল দেখি কিবা জান তাই।
যেবা এই বিশ্বধানে মাতিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমে
পূজা করে এভাবে গোসাই।।
জানি সে ভক্তির কর্ম বিশুদ্ধ প্রেমের মর্ম
তার অশৌচ কিছুই নাই।
কোন জনমেতে তার অশৌচ নাহিক আর
আমি এবে বলিলাম তাই।
প্রভু বলে এস বাপ না করিও মনস্তাপ
তব স্পর্শে শৌচ বিশ্বধান।।
কিবা শুদ্র কিবা মুচি তব নামে সর্ব্ব শুচি
এই বর এবে অর্পিলাম।।
কত না আদর করে তরিণীর হস্ত ধরে
নিল প্রভু মন্ডপে তুলিয়ে।
শ্রীতারিণী প্রেম ভরে ভাসিতেছে আখিনীরে
পড়ে বারি বয়ান বাহিয়ে।।
মহাপ্রভু সঙ্গে মাতা হ'য়ে হরষিতা
তারিণীকে দয়া প্রকাশিল।
পিতা মাতা দোহে মিলি হ'য়ে অতি কুতুহলী
একসনে অঞ্জলি ধরিল।।
অপরে আনন্দ মনে মহামায়া শ্রীচরণে
পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল।
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম বিশুদ্ধ বৈদিক কর্ম
নবভাবে ক্রিয়া সমাধিল।।
মতুয়ার গণ যত সবে হ'য়ে ভাবাশ্রিত
প্রেম ভরে দিল হরিধ্বনি।
রামাগণে বামাস্বরে কত না মধুর স্বরে
মুহুর্মুহু দিল হুলুধ্বনি।।
হেন পূজা সমাধানে সবে আনন্দিত প্রাণে
নাম গানে প্রমত্ত হইল।
বহিছে প্রেমের স্রোত ধারা য় অবিরত
কৃষ্ণপুর প্লাবিত করিল।।
প্রেমে মেতে সংকীর্ত্তন করে মতুয়ার গণ
মহাপ্রেম বন্যা উথলিল।
মহা পূজা হ'ল শেষ পূজিলেন পরমেশ
প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

তারিণীর অমৃত ফল ভক্ষণ

মহাপূজা সাঙ্গ করি তারিনী ডাক্তার।
বার্মা অভিমুখে চলে কিছুদিন পর।।
তথা গিয়ে প্রেমানন্দে করে ডাক্তরী।
গুরুচাঁদ নাম চিন্তা দিবস শর্ব্বরী।।
যথাতথা ভ্রমে সদা নাম মাত্র সার।
সাহেব মণ্ডলী সবে করে সমাদর।।
গুণে বাধ্য হয় যত বার্মাবাসীগণ।
কেহ কেহ গুরু জ্ঞান করিত কখন।।
একদা বাজরে গিয়ে দেখি আম্র ফল।
ফল নেহারিয়ে চিত্ত হইল চঞ্চল।।
মনে ভাবে আম কিছু কিনিয়া লইল।
উদ্দেশেতে গুরুচাঁদে অর্পণ করিব।।
এমত ভাবেতে সেই তারিনী ডাক্তার।
সুপক্ক দেখিয়া কিনে নিল অতঃপর।।
আপন আশ্রমে পশি কি যেন ভাবিল।
নয়ন জলেতে বক্ষঃ প্লাবিত হইল।।
আম্র হস্তে প্রেম স্বরে ক'রেছে রোদন।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু করহ গ্রহণ।।
কেঁদে বলে কোথা প্রভু ভকত বৎসল।
কৃপা করি তারিণীর লহ আম্রফল।।
তোমাকে অর্পিতে শক্তি নাহি দয়াময়।
তবু প্রাণে বাড়ে আশা কি করি উপায়।।
বাঞ্ছাপূর্ণ কর মোর ওহে দয়াময়।
বাঞ্ছাকল্প তরুনাম সর্বলোকে কয়।
এত বলি আঁখি জলে ভেসেছে বয়ান।
গুরুচাঁদ বলি করে নিজ মুখে দান।।
খে'ল কিবা নাহি খে'ল না জানে তারিণী।
নয়নে বহিছে ধারা যেন তরঙ্গিণী।।
এইমত ফল ভক্ষে তারিণী ডাক্তার।
এবে শুন শ্রীধামের শুভ সমাচার।।
এহেন সময় প্রভু বলে একজনে।
বাহিরে যাইব বাপ চল মোর সনে।।
সেই লোকে প্রভু হস্ত করিল ধারণ।
বাহির প্রাঙ্গণে করে শ্রীপদ চারণ।।
পুনঃ পুনঃ গুরুচাঁদ ছাড়েন উদ্গার।
অমৃতের ঘ্রাণ আসে হ'তে চারিধারে।
বুঝিতে না পারে সেই কারণ ইহার
কোথা কিছু না হেরিয়ে লাগে চমৎকার

বহুক্ষণ এই ভাবে করে বিচরণ।
হেনকালে জিজ্ঞাসে সে প্রভুর সদন।
বহুক্ষণ কোন কিছু না বলি বচন।
কেন প্রভু এভাবেতে করেন ভ্রমণ।।
কোথা হতে এল এই অমৃতের ঘ্রাণ।
না দেখি কোথাও কিছু না পাই সন্ধান।।
কহ প্রভু কৃপা করি এ কোন ব্যাপার।।
প্রভু কন্ কি বলিস ওরে দুরাচার।।
বিচরণ বলে তাহা কভু মিথ্যা নয়।
আমের ঘ্রাণ প্রভু কেন পাওয়া যায়।।
বলিতে হইবে সেই সত্য বিবরণ।
সুপক্ক আমের ঘ্রাণ পাই কি কারণ।।
প্রভু বলে গিয়েছিনু বার্মা হেরিবারে।
তারিণী ভুঞ্জিছে আম্র বসি তথাকারে।।
বারে বারে সে তারিণী ডেকেছে আমাকে।
আমিও দেখিয়ে এনু সেই তারিণীকে।।
বড় সুপক্ক আম্র খাওয়াইল মোরে।
এমন সুস্বাসুদ আম্র নাই কোথাকারে।।
শুনে অনুরাগী ভক্ত ছাড়ে আঁখিজল।
কি মধুর খেলা খেলে ভকত-বৎসল।।
তারিণী র'য়েছে কোথা বার্মা প্রদেশেতে।
তথা থেকে এই আম্র খাওয়ায় কি মতে।।
ধন্য ধন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ তারিণী ডাক্তার।
প্রতি কর্ম্মে হেরি তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাপার।।
শুনিয়েছি ত্রেতা যুগে গীত রামায়ণে।
এই মত খেয়েছিল পবন নন্দনে।।
হেনভাবে খায় ফল সে লঙ্কাভুবনে।
রামচন্দ্র খায় ফল থেকে মাল্যবনে।।
রামচন্দ্র খাও বলে ফল খেয়েছিল।।
দুরে থেকে রামচন্দ্র সে ফল সেবিল।।
উদ্‌গার ছাড়েন রাম থেকে মাল্যবনে।
এই ফল বল দেখি সেবিল কেমনে।।
সেই মত হ'ল এই অমৃত ভোজন।
ভেবে দেখ এ তারিণী ভকত কেমন।।
শুনিয়েছি ইতিহাসে ধ্রুবের কাহিনী।
এবে এসে সেই ধ্রুব সাজিল তারিণী।।
ভক্ত-হৃদি মাঝে গুরুচাঁদের বিরাজ।
প্রকাশিল মহালীলা ভকত-সমাজ।।
বিশুদ্ধ প্রেমের দেশে যদি নাহি যায়।
প্রেমের মানুষ সেই পাইবে কোথায়।।
সমুদ্র মাঝেতে রত্ন আছে চিরদিন।
তাহার সন্ধানে কিছু নাহি জানে মীন।।
গাভীর দেহেতে যথা থাকে গোরোচনা।
কোন দিন গাভী তার মর্ম্ম ত জানে না।।
নিষ্ঠাভাব পাত্র প্রতি না হ'য়েছে যার।
তার শুধু এই ভেবে আসা যাওয়া সার।।
পাত্র নিষ্ঠা হ'ল তার বস্তু মেলে পরে।
যেমন বকের ধর্ম্ম নিরীক না ছাড়ে।।
মানুষ না হ'লে রত্ন চিনিতে পারে না।
হেন্দলে জল গাধা খেলে চাতক ভোলে না।।
হায় হায় হেন রত্ন সম্মুখে সবার।
শুধুমাত্র চিনিলেন তারিণী ডাক্তার।।
গুরুচাঁদ কৃপা লাভ ক'রেছে যে জন।
দূরে থেকে বাবার সে করায় ভোজন
ধন্য যে মামা আমার ধন্য জন্ম তার।
কিছু না শিখিনু আমি অতি দুরাচার।।
কেমনে এহেন ধনে হৃদয়ে লভিব।
হৃদিমাঝে রেখে তার চরণ পুজিব।।
এমন মাণিক আর পাব না পাব না
এতেক বলিয়ে যেন হইল উন্মনা।।
অন্তর্য্যামী গুরুচাঁদ জানিয়ে তখন।
মৃদুস্বরে বলে তুই শোন বিচরণ।।
মিছে কেন অনুতাপ করিস হৃদয়।
তোর দেহ ছাড়া আমি এক তিল নয়।।
যুগে যুগে তোর সনে আছি ওরে বোকা।
মিছিমিছি কেন রে করিস আকাবাকা
চল সবে বসি গিয়ে ওরে বিচরণ।
এত বলি আসনে হয় উপবেশন।।
কত না প্রবোদ বাক্য বলিয়ে তখনে।
সুস্থির করিল সেই ভক্ত বিচরণে।।
এইভাবে খেলা করে আশ্বর্য্যময়।।
কবি কহে ওহে মন দিনে ব'য়ে যায়।।

কবি চুড়ামণি হরিবর সরকারের উপাখ্যান

শ্রীআনন্দ সরকার দুর্গপুরে ঘর।
মহাকবি হন তিনি এ বিশ্ব-মাঝার।।
কবিগানে যশঃকীর্ত্তি বাড়াল প্রচুর।
সর্বলোকে গুন গায় মধুর মধুর।।
তার নারী ময়নামতি অতি সুচরিতা
প্রতিপদ চিন্তে সদা হইয়ে পবিত্রা।।

ওড়াকাঁদী অবতীর্ণ ক্ষীরোদ বিহারী।
সম্বল ক'রেছে মাত্র সেই পদতরী।।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা আনন্দ ঘরণী।
ক্রমে ক্রমে জন্মে তার সাতটি নন্দিনী।
ত্রিপুরা জ্যৈষ্ঠ তনয়া দ্বিতীয় মোক্ষদা।
তৃতীয় সুখদা হয় চতুর্থে সারদা।।
পঞ্চমেতে মন্দাকিনী অপর দু'জন।
নাম রাখিবার পূর্বে ঘটিল মরণ।।
ইহার মধ্যেতে নাহি জন্মিল নন্দন।
সে কারণ দুঃখ চিত্ত বহে সর্বক্ষণ।।
করিয়ে পুত্র কামনা চলে ওড়াকাঁদী।
জানাইল মহাপ্রভু পদে কাঁদি কাঁদি।।
সাতটি দুহিতা হ'ল না জনেম নন্দন।
বংশ রক্ষা হবে কিসে ভাবি অনুক্ষণ।।
পুংনাম নরক হ'তে ত্রাণ কিসে হবে।
কি উপায় হবে প্রভু নাহি পাই ভেবে।।
এমত ভাবেতে দোঁহে কাঁদিতে লাগিল।
কৃপা করি মহাপ্রভু বিধান বলিল।।
স্ত্রী সনে এক বর্ষ কর ব্রহ্মচর্য।
তোমার বাসনা পূর্ণ হবে অনিবার্য্য।।
আমার বরেতে পুত্র জন্মিবে তোমার।
মহাকবি হবে পুত্র বরেতে আমার।।
এই মত রবি লভি হরিচাঁদ পাশে।
গৃহে চলিলেন দোঁহে পরম হরিষে।।
প্রভুবাক্য সযতনে করিল পালন।
এক বর্ষ পরে ক্রমে পাইল নন্দন।।
পুত্র হেতু হরি তারে দিল পুত্রবর।
হরির বরেতে জন্মে নাম হরিবর।
পুত্র পেয়ে দোঁহাকার বিপুল আনন্দ।
পুত্র ল'য়ে শ্রীধামেতে চলিল আনন্দ।।
আনন্দেতে প্রভুপদে প্রণমে আনন্দ।
মহাপ্রভ পদে পুত্র রাখিল আনন্দ।।
এই পুত্র লভিলাম বরে আপনার।
পিতা হরি বরে পাই পুত্র হরিবর।।
মহা মহাপ্রভু বলে হ'ল নাম।
হরির বরেতে হ'ল পূর্ণ মনস্কাম।।
হরিবর জনমের মধুর আখ্যান।
শ্রীহরি লীলামৃতে আছয়ে প্রমাণ।।
এইভাবে হরিবর জনম লভিল।।
কবি কহে হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল।।

হরিবরের কবি শিখিবার আদেশ বা শিক্ষা

যখনে যৌবন প্রাপ্ত হ'ল হরিবর।
বিদ্যাভাস করি গেল হইতে মোক্তার
পারিল না হরিবর কোন কারণেতে।
নিজ গৃহে সদা রহে অতি দুঃখচিতে।।
সেই গৃহে আইলেন স্বামী মহানন্দ।
হেরিলেন হরিবর চিত্ত নিরানন্দ।।
মোক্তার হইতে নার তাই বুঝি দুঃখ।
কবি গান কর শিক্ষা তাতে পাবে সুখ।।
তারকেরে গুরু করি শিক্ষা কর গান।
সবা ঠাঁই পাবে তুমি বিপুল সম্মান।।
স্বামী মহানন্দ স্থানে প্রাপ্ত হ'ল বর।
তারক চাঁদেরে গুরু করে হরিবর।।
এক গুরু মহানন্দ দ্বিতীয় তারক
দুই নাম স্বরণেতে হবে দুঃখ-শোক।।
প্রেমের সঞ্চার হয় নাম উচ্চারণে।
প্রেমধারা বক্ষঃপরে বহে অনুক্ষণে।।
প্রেমে উল্লাসিত সদা রহে তনুমন।
দোহে হয় ধরাধামে পতিত পাবন।।
ওড়াকাঁদী লীলাকল্পে এসে প্রভু সঙ্গে।
প্রেম বিতরণ করে দোহে পূর্ব্ব বঙ্গে।।
দোহে মিলে হরিবরে করুণা করিল।।
কবিগান গাইবারে শক্তি সঞ্চারিল।।
একদা শ্রীগুরুচাঁদ করুনা করিয়ে।
বলিলেন হরিবর শুন মন দিয়ে।।
তারক তোমার গুরু শুন হরিবর।
হেন গুরু বিশ্বমাঝে মিলিবে না আর।।
মম অংশে তারকের জনম গ্রহণ।
প্রেমধন অধিকারী মহা মহাত্মন।।
তারকেরে দেহ-মন করহ অর্পণ।
মম বাক্যে কর তারে গুরুত্বে বরণ।।
প্রভুবাক্য শিরে ধরি কবিগুণাকর।
তারক চাঁদের গুরু করে অতঃপর।।
রসনা সকাশে শিক্ষা করে কবিগান।
দিবানিশি শুনে কত মধুর আখ্যান
ক্রমে ক্রমে নিজে দল করিল গঠন।
গান করে যথা তথা হরষিত মন।

সর্ব্ব-আদি গুরুচাঁদ দয়ার আধার।
উপাধি দিলেন তাঁকে কবিগুনাকার।
রৌপের পদকোপরি করিয়ে লিখন।
হরিবরে কৃপা করি করে অর্পণ।।
যশস্বী হইল ক্রমে স্বদেশে বিদেশে।
বিপুল সম্মান পায় সবার সকাশে।।
একদিন বেতকাটা করিতেছে গান।
গানেতে হইল মুগ্ধ সবাকার প্রাণ।।
কমল-কামিনী নামে মালিক তথায়।
গানেতে হইল তার হৃদি দ্রবময়।।
রৌপের পদকে লিখে কবিরত্ন নাম।
হরিবরে দান করি পূর্ণ মনস্কান।।
এই মত বহু স্থানে বহু আখ্যা পায়।
কবিশিরোমণি হ'ল প্রভুর কৃপায়।
গান করি যেইটুকু পাইত সময়।
গুরুচাঁদ রূপছবি ভাবিত হৃদয়।।
মহানন্দ শ্রীতারক বলিয়ে রোদন।
বিন্দু বিন্দু প্রেমধারা হইত পতন।।
একদা গানের বায়না রসরাজ সঙ্গে।
দুই দল এক সঙ্গে চলি মনোরঙ্গে।।
খুলনা অধীনে সেই গ্রাম চুনকরি।
উপনীত মনুরাম বাওয়ালীর পুরী।।
সেই স্থানে গান সাঙ্গ করি দুইদল।
দেশ অভিমুখে চলে ব'লে হরিবল।।
জলপথে আসিতেছে তরী আরোহণে।
হরিকথা প্রসঙ্গেতে আনন্দিত মনে।।
পশর নদীর মাঝে বাহিছে তরণী।
হুঁ হুঁ শব্দ শোনা যায় বাতাসের ধনী।।
বিপরীত তার হয় আড়ে পরিসর।
সহজে ধরিতে নারে সে নদীর কিনার।।
মহাঝড় আরম্ভিল নদীর মাঝেতে।
তরী ধরে তীরদিকে যথা সাধ্যমতে।।
ভয়ে ভীত ব্যাকুলিত দোহারের গণ।
কেঁদে বলে নদীর মধ্যে ঘটিবে মরণ।।
ভীষণ তরঙ্গ হয় নদীর মাঝেতে।
কবি শিরোমণি বলে সবাকার প্রীতে।।
বাবা হরিচাঁদ বাবা গুরুচাঁদ বলে।
মন প্রাণ দিয়ে এবে ডাক হে সকলে।।
ভয়ে ভীতে সর্বজন হরি হরি বলে।
বলে বাবা রক্ষা কর পশরের জলে।।
কি যেন কি হল তথা বোঝা নাহি যায়।
সবে কহে কোথা গুরুচাঁদ দয়াময়।।
উত্তরে বাতাস বহে অতি ঘোরতর।
নদীর মাঝেতে তরী কাঁপে থর থর।।
কি যেন প্রভুর কৃপা প্রকাশ হইল।
উত্তর পারের দিকে তরণী ছুটিল।।
তাহা হেরি সর্ব্বজনে মানিল বিস্ময়।
দ্বিগুণ ভাবেতে কাঁদে হ'য়ে দ্রবময়।।
কেহ বলে পরে ভাই কর নিরীক্ষণ।
উত্তর বাতাস তরী উত্তরে গমন।।
এত বলি কেঁদে কেঁদে আকুল হইল।
প্রভুর করুণা ইহা সকলে বুঝিল।।
এইভাবে স্বদলেতে দেশেতে আইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

কবির অপরূপ রূপ দর্শন

এবে শুন ভক্তগণ অপূর্ব্ব কথন।
ক'রেছিল কবিবর শ্রীমুর্ত্তি দর্শন।
স্বামী মহানন্দ ঝরে অপার করুণা।
সেই হ'তে হরিবর হ'য়েছে উন্মনা।।
দিবানিশি মহানন্দ রূপ করে ধ্যান।
দেশে কি বিদেশে কভু করে কবিগান।।
অধিক সময় থাকে পাগলের সঙ্গে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন রঙ্গে।।
দশ বার দিন কিম্বা তার বেশী দিন।
পাগলের সঙ্গে ফিরে হ'য়ে প্রেমাধীন।
শ্রীআনন্দ সরকার কবি শিরোমণি।
যাহার ধুয়ায় তীরে ওঠে কুম্ভীরিণী।।
হরিবর পিতা এই কবি মহাশয়
হরিবর পিতা বড় অসন্তোষ রয়।।
অকর্ম্মণ্য ব'লে কত করে গালাগালি।
অপভ্রংশ ভাবে কত করে বলাবলি।
তাই শুনি হরিবর আনন্দ লভিল।
আশীর্ব্বাদ সম তাহা হৃদয়ে ধরিল।।
মহানন্দ নাম করি বলে কটুবাণী।
গুরুনাম শ্রবণেতে ভাসে গুণমণি।।
মহানন্দ নাম যবে করিত আনন্দ।
হরিবর হৃদিমাঝে লভিত আনন্দ।।
এইভাবে হরিবর নিজগৃহে রয়।
নির্জ্জনে বসিয়ে চিত্তে গুরুপদদ্বয়।।

গুরুসনে ভ্রমিবারে না পারে এখন।
পিতার কারণ পায় বহু নির্য্যাতন।।
তথাপি প্রাণের বেগ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমেই প্রবলভাবে হয় প্রেমাধীন।।
কোন দিন স্বামী যদি সংবাদ দানিত।
গোপনেতে হরিবর গুরু ঠাঁই যেত।।
এইভাবে কিছুদিন থাকে গুরুসনে।
পুনরায় আসিতেন আপন ভবনে।।
এবে আর নাহি দেয় যাইতে কোথায়।
গৃহে বসি হরিবর গুরুকে ভাবয়।।
গঙ্গাচর্ণাবাসী হয় শ্রীরাইচরণ।
মহোৎসব করিবারে করে আয়োজন।।
হরিবর সে বারতা শুনিল শ্রবণে।
যেতে না পারিয়ে তথা থাকে দুঃখ মনে।।
প্রভুর অপার কৃপা কে পারে বর্ণিতে।
কখন কি করে প্রভু কি কার্য্য সাধিতে।।
নিজ গৃহে একজন জ্বরে অচেতন।।
তাই হেরে চিন্তান্বিত আছে সর্বজন।।
আনন্দেতে ভ্রাতা হয় নামে নীলমণি।
সরল-হৃদয় তিনি সহজ সজ্ঞানী।
তার ঠাঁই শ্রী আনন্দ বলেছে বচন।
শ্রীধামেতে একবার করহ গমন।।
নীলমণি বলে তবে যাক হরিবর।
আমি না যাই কার্য্য আছে বহুতর।।
আনন্দ বলেছে তাহা না হবে এখন।
তথা গেলে গঙ্গাচর্ণা করিবে গমন।।
কোন মতে হরিবর যেতে না পারিবে।
ঠাকুর বাড়ীতে ভাই তুমি যাও এবে।।
এত শুনি নীল মনি করিল গমন।
শ্রীধামেতে গিয়ে দেখে অপূর্ব্ব ঘটন।।
মহাপ্রভু গিয়াছেন গঙ্গাচর্ণা গাঁয়।
নীলমণি হ'ল বড় ব্যথিত হৃদয়।।
পুনঃ এসে নিজ গৃহে বলে সমাচার।
গঙ্গাচর্ণা গিয়ে প্রভু করুণা-সাগর।।
শ্রীআনন্দ বলে ভাই যাহ পুনর্ব্বার।
নীলমণি বলে তবে যাউক হরিবর।।
হরিবর পাঠাইল ঠেকে ঘোর দায়।
হরিবর যায় ততা আনন্দ-হৃদয়।।
প্রেমানন্দে প্রভুপদে প্রণাম করিল।
অপরেতে মহানন্দের চরণ বন্দিল।।
প্রাণের আবেগে কাঁদে বসিয়ে তথায়।
অন্তরের বার্ত্তা জেনে বলে দয়াময়।।
গৃহে যাও বাছাধন শুনহ বচন।
তব গৃহে দিয়ে আমি করিব গমন।।
সবাশান্তি দূরে যাবে শুন বাছাধন।
অতএব যাহ চলি আপন ভবন।।
প্রভু পদে প্রণমিয়ে কবি হরিবর।
উপনীত হ'ল এনে আপনার ঘর।
রোগীর শরীরে জ্বর নাহিক এখন।
যাওয়ামাত্র সে জ্বর করে পলায়ন।।
হরিবর চেয়ে আছে আশাপথ-পানে।
অবিরত বারিধারা বহে দুনয়নে।।
অতঃপর বাবুগঞ্জ হাটেতে চলিল।
নানাবিধ দ্রব্য কত কিনিয়া লইল।
প্রভুর সেবার তরে মনে যাহা লয়।
উত্তম উত্তম দ্রব্য সম্মুকে না পায়।
এদিকেতে মহপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
উপনীত দুর্গাপুরে অতি মনোরঙ্গে।।
শ্রীআনন্দ সবকারে প্রভু কহে বাণী।
আমার বচন শুন কবি শিরোমণি।
হরিবরে না বলিও কটুক্তি বচন।
তার কর্ম্মে বাদ নহে সাধিও কখন।।
দধি একখানা করে আমার লাগিয়ে।
অতীব যতনে তাহা রেখেছে সারিয়ে।।
সেই দধি এনে দাও সেবিতে আমায়।
তা ব্যতীত নাহি কিছু সেবিব হেথায়
হরিবর হতে বংশ উজ্জ্বল হইবে।
বিনা সাধনায় তব সর্ব সিদ্ধ হবে।।
দধি সেবি মহাপ্রভু করেন গমন।
হরিবর নিজ গৃহে করে আগমন।
শুনিলেন প্রভু এসে গিয়াছে চলিয়ে।
মাত্র সেই দধিখানি গিয়াছে সেবিয়ে।।
বিষন্ন মনেতে কাঁদে কবি হরিবর।
নয়নেতে প্রেমধারা করে দর দর।
যত দ্রব্য এনেছিল প্রভুর লগিয়ে।
নৌকাতে রাখিল সব সাজিয়ে সাজিয়ে।।
অজ্ঞাতসারেতে করি তরী আরোহণ।
করিলেন প্রভুর পশ্চাদনুসরণ।।
রাউৎখামার গিয়ে উপনীত হয়।
বালাদের ঘাটে গিয়ে নৌকা দেখতে পায়

প্রভুর তরণী হেরী আনন্দ হৃদয়।
বালাদের গৃহমাঝে হইল উদয়।।
শ্রীঅক্রুর গুরুচরণ আর কোটিশ্বর।
প্রভুর প্রদান ভক্ত তিন সহোদর।।
তাহাদের পুত্রগণ সবে হরিভক্ত।
হরিগুরুচাঁদ নামে সবে অনুরক্ত।।
বালা বংশে প্রত্যেকেই পরম মহান।
মহা সৎ চিত্তবান তাহে জ্ঞানবান।।
তাহাদের গৃহমাঝে প্রভু দয়াময়।
বসিয়াছে ভক্তসনে আনন্দ হৃদয়।।
প্রণমিল হরিবর প্রভু পদতলে।
বসিলেন সেই ঠাঁই মতুয়া মিশালে।।
নাম-সংকীর্ত্তন করে বসিয়ে তথায়।
হেনকালে এক মুর্ত্তি দেখিবারে পায়।।
ঘরের পশ্চিমে হয় জানালা সুন্দর।
সুন্দর রমণী এক আছে তথাকার।।
জানালার উপরেতে রাখিয়ে বদন।
মহাপ্রভু পানে চায় স্থির দু'নয়ন।।
হরিবর মনে ভাবে বালাদের নারী।
বড় মধুময়ী মুর্ত্তি এই সে সুন্দরী।।
এত ভাবি আঁখি মুদে পুনঃ করে গান।
ওই রূপে হেরিবারে ব্যাকুলিত প্রাণ।।
পুন চাহে সেই দিকে কবি হরিবর।
ষোড়শী বয়সী কন্যা অতিব সুনদর।।
মনে ভাবে প্রভু অঙ্গে বাতাস করিবে।
তাই বুঝি প্রভু পাশে আছে হেন ভাবে।
পুনরায় আঁখি মুদে রহে হরিবর।
নাম-সংকীর্ত্তন করে পুলক অন্তর।।
পুনরায় সেই দিকে করে নিরীক্ষণ।
অপরূপ মুর্ত্তি তাহে হইল দর্শন।।
কৃষ্ণের মুরতিখানি সম্মুকে উদয়।
মস্তকে মোহন চুড়া কিবা শোভা তায়।।
চুড়া পরে শিখিপাখা রাধা নাম লেখা।।
হরিবর সেই মুর্ত্তি করে নিরক্ষণ।
দেখিতে দেখিতে মুর্ত্তি হ'ল অদর্শন।।
তিনবার এইমত করি দরশন।
কি যন কি মহাভাব হইল তখন।।
রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সনে।
যুগল রূপেতে আছে কদম্ব হেলনে।
বারে বারে সেই রূপ করে দরশন।
মহাপ্রভু হেনকালে বলেন বচন।।
যাহার ভাগ্যেতে যাহা রয়েছে লিখন।
সেই জন্য সেই মুর্ত্তি করে দরশন।।
মুর্ত্তি লুকাইল যবে প্রভাত রজনী।
নাহি সে জানালা শ্রীযুগল মুক্তিখানি।।
প্রেমভরে হরিবর কঁদিতে লাগিল।
শান্ত হ'য়ে ক্ষণ পরে প্রভুকে বলিল।।
আপনার সব দ্রব্য রয়েছে নৌকায়।
দয়া করি নিলে সেবা হৃদয় জুড়ায়
মহাপ্রভু বলে তুলে দাও তরী পরে।
সেবিব এসব দ্রব্য নিয়ে নিজ ঘরে।।
হরিবর সব দ্রব্য তুলিল নৌকায়।
প্রভুপদে প্রণমিয়ে হইল বিদায়।।
অপরূপ মুর্ত্তি হেরি প্রভুর কৃপায়।
ভক্তি ভাবে যে শুনিবে হবে পাপ ক্ষয়।

কবির হরিমন্দিরে যুগল মুর্ত্তির আবির্ভাব

একদিন শুন এক শুভ সমাচার।
দুর্গাপুরে হয় লীলা অতি চমৎকার।।
বারুণীর পূর্ব রাত্রে দুর্গাপুর বাটী
মতোগণ করে নাম ভুমিতলে লুটি।।
ভীষণ প্রতাপে যত মতুয়ার গণ।
সারানিশি করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।।
একদা আসিল সবে পূর্ব্ব উক্ত দিনে।
সন্ধ্যাকালে সবাগত হ'ল বহুজনে।।
হরি বলি নৃত্য করে মতুয়ার গণ।
মতুয়ার গণ সবে প্রেমেতে মগণ।।
শ্রীহরিবরের নারী কামিনী নামিনী।
তিন সন্ধ্যা করে পূজা পতিব্রতা ধনী।।
এইদিনে পূজা করে দেবী শ্রীকামিনী।
নয়ন অঝোরে ঝোরে যেন নির্ঝরিণী।।
ভক্তি ভরে করে পূজা দিয়ে প্রেমফুল।
প্রেমে মগ্না হ'য়ে ধনী হইল আকুল।।
প্রাঙ্গণেতে ম'তোগণে ক'রেছে নর্ত্তন।
মন্দিরেতে অপরূপ হয় দরশন।।
শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ সঙ্গে দেবী সত্যাভামা।
অপরূপ সেই মুর্ত্তি নাহিক উপমা।।
দেড় হস্ত পরিমিত রূপের মুরতি।
নৃত্য করে মাতা পিতা আনন্দিত অতি।।

ভুবনমোহন মুর্ত্তি বিশ্ব আলোকিত।
হেরিয়ে মোহন মুর্ত্তি দেবী বিমোহিত।।
যুগল মুরতিখানি আহা কি মধুর।
ঝলমল করে রূপ মন্দির মাঝার।
মন্দিরে জ্যোতি প্রকাশ মরি কি সুন্দর।।
বিস্মিত হইয়া রূপ করে দরশন।
ক্রমেই অবশ হ'য়ে হ'ল অচেতন।।
রূপ-রসে মগ্না হ'য়ে স্মৃতিশূন্য হয়।
কেহ নহে সেই ভাব বুঝিবারে পায়।।
বিগলিত বহে ধারা কমিনীর চ'খে।
শত ধারে বহি ধারা পড়িয়াছে বক্ষে।।
বহুক্ষণ হেন ভাবে রহে মন্দিরেতে।
মতুয়ারা মাতোয়ারা নাম কীর্ত্তনেতে।।
প্রহরেক রাত্রি হ'ল এ হেন ভাবেতে।
পরে ধনী হ'ল সুস্থ আপন মনেতে।।
অতঃপর করিলেন পাক আয়োজন।
ডাউল অম্বল আদি করিল রন্ধন।।
আহারাদি করে যত মতুয়ার গণ।
পাঁচ ছয় শত লোক করেন ভোজন।।
চাল মাত্র দুই মন লাগিল তাহাতে।
নেহারিয়ে হরিবর লাগিল কাঁদিতে।।
আহা রে গুণের নিধি প্রভু গুরুচাঁদ
কৃপা করিলেন অদ্য নিয়ে মহাপদ।।
এই অন্নে এত লোক সমাধা না হয়।।
শুধুমাত্র হ'ল অদ্য প্রভুর কৃপায়।।
নহে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না।
দুই মন চাউল দিয়ে ইহাতে সারে না।
ন্যূনকল্পে চারি মন লাগে ভোজ দিতে।
দুই মণে কুলাইল প্রভুর কৃপাতে।।
প্রভুর করুণা স্মরি কান্দে উভরায়।
মতুয়ারগণ যত সবে মুগ্ধ হয়।।
এভাবে প্রতি বৎসর মতুয়ার দল।
দুর্গাপুরে গিয়ে সবে বলে হরি বল।।
বারুণীর পূর্ব নিশি করি অভিসার।
প্রভুর শ্রীবারুণীতে করে অগ্রসর।।
এইমত করে খেলা প্রভু দয়াময়।
তুলনাবিহীন কর্ম্ম দুর্গপুরে হয়।।
ধন্য ধন্য হরিবর কবি শিরোমণি।
ধন্যা ধন্যা হয় তাঁর গৃহিনী কামিনী।।

মহাকবি হরিবর প্রেম-রত্নমনি।
বহু গ্রন্থ সুরচনা ক'রেছেন তিনি।
প্রভুর আদেশ নিয়ে সদ্বক্যসংগ্রহ।
মুদ্রিত করেন কবি শাস্ত্রাদি সংগ্রহ।।
শ্রীমহাবারুণী নামে গ্রন্থ রচিয়াছে।
প্রভুর দ্বাদশ আজ্ঞা মুদ্রিত ক'রেছে।।
হেন সুরচক ভবে বড় ব্যাখ্যা তার।
সুপ্রেমিক সুপন্ডিত সু-আখ্যা যাহার।।
ভাষায় বর্ণিতে নারি তাঁর গুণগান।
দিবানিশি জপে হৃদে হরিগুরু নাম।।
পরিবারসহ সপিয়াছে কায়।
ধন মান দেহ প্রাণ গুরুচাঁদ-পায়।।
ভরসা ক'রেছে গুরুচাঁদের চরণ।
গুরুচাঁদ ধ্যানজ্ঞান কুল-মান ধন।।
গুরুচাঁদে হৃদি মাঝে দিয়েছে আসন।
নাম উচ্চারণ মাত্র ঝরে দুনয়ন।।
প্রেমে ডগমগ হয় ভাবে ঢলঢল।
সুমধুর ভাব দৃশ্য অচল চঞ্চল।।
হেন সুপ্রেমিক হয় কবি শিরোমণি।
মহাপ্রভুর লীলাতত্ত্বে হয় তত্ত্বজ্ঞানী।।
যদি কেহ কোন কথা করেন জিজ্ঞাসা।
বুঝাইয়া দেন বলি সুমধুর ভাষা।।
গৌরব নাহিক করে কাহার নিকটে।
যে যাহা জিজ্ঞাসে তাহা বলে অকপটে।।
কবিগান করিবারে যথা তথা যায়।
অনেকেই নিজ নিজ গৃহে নিত চায়।
অসম্ভব হ'লে কা'কে মধুর বচনে।
বলিয়া কহিয়া তাঁকে পাঠায় ভবনে।।
কিম্বা যদি কারো কারো গৃহে যেতে পারে
তার বাঞ্ছা পূর্ণ করে সরল অন্তরে।
এইভাবে অনুক্ষণ ভ্রমে দেশে দেশে।
মহানন্দ করে দান থেকে কা'রো বাসে।।
হেন মহাজন হয় এই হরিবর।
হরিচাঁদ বরে জন্ম নাম হরিবর।
হরিবর সরকার প্রেম-মহাজন।
ভক্তিভরে যে পঠিবে পাবে প্রেমধন।।

শিষ্য পুভীর দৃষ্টি-মোক্ষণ

মহাকবি হরিবর প্রেম-মহাজন।
কবি-গান করি সদা করেন ভ্রমণ

ময়মনসিংহ ঢাকা কি বাখরগঞ্জ।
ত্রিপুরা যশোর আদি নীলগঞ্জ।
স্বীয় জিলা ফরিদপুর করে কবিগান।
খুলনা শহরাধীন করেন পয়াণ।।
সন্যাসী গ্রামেতে যান গান গাহিবারে।
উপনীত হ'ন গিয়ে স্বীয় শিষ্যঘরে।।
মহিমা চরণ নামে হয় শিষ্যবর।
সেই গৃহে রহে নিয়ে যতেক দোহার।।
মহিমাচরণ অদ্য নিজ গুরু পেয়ে।
আনন্দ-সলিলে ভাসে স্ববান্ধব নিয়ে।।
প্রণমিল গরুপদে ভক্তি সহকারে।
নিবেদিল মনোব্যথা গুরুর গোচরে।।
বিপদে প'ড়েছি বড় কি কহিব আর।
মরমর অবস্থায় ভগিনী আমার
অচেতন হ'য়ে আছে ধরি তিন দিন।
সে চিন্তায় মম তনু প্রাণ হ'ল ক্ষীণ।।
ভগ্নীপতি শশীবাবু নাহিক হেথায়।
নেয়াবতী কার্য্য করে অন্য জায়গায়।।
স্যাড়ে চারি আনি নামে কাছরিতে রয়।
এ সংবাদ সেইজন কভু নহে পায়।।
কি করি উপায় গুরু বলুন এবার
পূজার এদিনে কিবা ঘটিল আমার।
পূজা দেখিবার তরে ভগ্নীটি আইল।
না জানি কি দুর্বিপাকে এখনে পড়িল।।
বহুচেষ্টা করিয়াছি ভগিনীর তরে।
প্রতিকার না হইল এবে যাই ঘরে।।
এমত বিনয় বাক্য বলিতে বলিতে
দু'নয়নে বহে ধারা অঝোর ভাবেতে।।
হরিবর বলে বাপ শুনহ বচন।
তন্ত্র-মন্ত্র কোন দিন না জানি কখন।।
মতয়া বলিয়ে লোকে ভাবে মনে মন।
সেই উপযুক্ত আমি নহে ত কখন।।
প্রাণ দিয়ে গুরচাঁদে ডাকিতে না জানি।
বাহিরেতে থেকে করি তাঁর নাম ধ্বনি।।
গুরুচাঁদ-পদে ভক্তি না হ'ল আমার
এমত বলিতে আঁখি করে দর দর।।
মহিমাচরণ বলে তাহা নহে জানি।
কৃপা করি বাঁচাইতে হ'বে এই প্রাণী
আপনার কৃপা হ'লে অবশ্য বাচিবে
কৃপা করি আপনার বাঁচাতে হইবে।।
শিষ্যস্থানে মহাকবি ঠেকিলেন দায়।
হরিগুরুচাঁদ বলে ডাকে সে সময়।।
একবার কৃপা করি এস মহাপ্রভু।
সাধন-ভজন তব নাহি জানি কভু।।
এত বলি শিষ্যবরে বলেন বচন।
এক কর্ম্ম বাছাধন করহ এখন।।
গুরুচাঁদ-নামে মানসিক কিছু দাও।
মানসিক নিয়ে সেই রৌগীস্থানে যাও।।
বাবার দোহাই দিয়ে বলহ তাঁহারে।
রোগীকে ত্যজিয়ে তুমি এবে যাও সরে।।
দোহাই গুরুচাঁদ বাবার দোহাই।
তোমাকে বলেছে যেতে ছেড়ে এই ঠাঁই।।
যেই মাত্র মহাকাব্য উচ্চারণ কৈল।
আখি মেলি সেই ধনী বলেছে তখন
বড় ক্ষুধা হ'ল মোর কি খাব এখন।
সেই লোক এলো ধেয়ে হরিবর পাশে।
সংবাদ বলিল এসে পরম হরিষে।।
শ্রুতমাত্র সর্ব্বজন হ'ল চমকিত।
হরিধ্বনি করে সবে হ'য়ে আনন্দিত।।
মহাকবি-পদ ধরি মহিমা চরণ
সকাতর হ'য়ে তথা ক'রেছে রোদন।।
ওহে গুরু তুমি মম সর্ব্ব সারাৎসার।
অন্তিমেতে ভবার্ণবে করিবে উদ্ধার।
গতি মতি ধন প্রাণ জাতি কুল মান।
আপনার শ্রীচরণে সব সম্প্রদান।।
এই মত স্তুতিবাদ করে ভক্তি ভরে।
হরিবর মিষ্টবাক্য সান্তায় তাহারে
দোহারের গণ সবে বিস্ময় মানিল।
নানাভাবে যশঃকীর্ত্তি করিতে লাগিল।।
প্রভুর পরম ভক্ত ধন্য হরিবর।
কি লিখিব গুণাবলি কি শক্তি আমার।।
প্রভুর নামেতে এই দৃষ্টি মুক্তি কৈল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

ভক্ত তারাকান্তের উন্মাদ অবস্থা

বরিশাল জিলা মাঝে কারফা গ্রামেতে।
তথা বাস করে শ্রীতারাকান্ত নামেতে।।
দুর্গাপুরে এল সেই বালক সুমতি।
কবিগান শিখিবার হইয়াছে মতি।।

হরিবর সরকার বলে সকাতরে।
কৃপা করি রাখিবেন চরণ আগারে।।
কবিগান শিখিবার করিয়াছি আশ।
কৃপা করি পুরাবেন মম অভিলাষ।।
এত শুনি হরিবর আশ্রয় দানিল।
বালক সরলমতি নিশ্চিন্তে রহিল।।
জৈষ্ঠ্যমাস গত হ'ল আষাঢ় আগত।
শ্রীধামের রথ দিন ক্রমে সমাগত।
শ্রীহরিচাঁদের রথ হয় শ্রীধামেতে।
বহু ভক্তগণ আসে সে মেলা দেখিতে।।
দক্ষিণ দেশের ভক্ত আসে বহুজন।
বহুগ্রাম হ'তে সবে করে আগমন।।
দুর্গাপুরে এসে সবে হ'য়েছে উদয়।
নাম গান করে হরিবরের আলয়।।
প্রেমে মত্ত ভক্তগণ করে হরিণাম
উঠেছে তরঙ্গমালা নাহিক বিরাম।।
হাসে কান্দে নাচে গায় মতুয়ারগণ।
ধুলায় ধুসর হয় কোন কোন জন।।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ নাম ধবনি করি।
মুর্চ্ছিত হইয়ে পড়ে ভুমির উপরি।।
শ্রীগোলক মহানন্দ তারক বলিয়া।
অধৈর্য্য হইল কেহ কান্দিয়া কান্দিয়া।।
উল্লম্ফ প্রলম্ফ করে কীর্ত্তনে মাতিয়ে।
প্রেমধারা বরিষয় বয়ান বাহিয়ে।।
জয়ঢাক ঝাঁজ শিঙ্গা কংস করতাল।
মধুর মৃদাঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।।
বাদ্যের নিনাদে পৃথ্বী হয় কম্পিতি।
বহু নরনারীগণ হারায় সম্বিত।।
এইভাবে প্রেমে মত্ত নরনারীগণ।
তারাকান্ত করিতেছে মধুর কীর্ত্তন।।
দেখিতে দেখিতে সেই বালক তখন।
বাবা বাবা বলে শুধু ক'রেছে রোদন।।
পূর্ব্বদিকে বর দিল কান্দিতে কান্দিতে
মুর্চ্ছিত হইয়ে পরে পড়িল ভুমিতে।।
পুনরায় কান্দে শিশু আকুল হইয়া।
বাবা মোরে দেখা দাও বালক বলিয়া।
অধম হেরিয়ে বুঝি নিদয় হইলে।
পুনরায় এস বাবা হেরি আখি মেলে।
এমত বলিয়ে শিশু পুনঃ বর দিল।
কেহ কেহ গিয়ে সেই বালকে ধরিল।।

কিছুতে না হয় শান্ত বালক সুমতি।
বাবা বাবা বলি কান্দে হ'য়ে ছন্নমতি।।
অশ্বিনী গোঁসাই যিনি প্রেম-শিরোমণি।
সস্নেহেতে সে বালক ধরিলেন তিনি।
মস্তকে কমল হস্ত অর্পণ করিল।
তখনেই সে বালক শান্ত ভাব হ'ল।।
কিন্তু বালকের কান্না থামে না তখন।
আকুল হইয়া শুধু ক'রেছে রোদন।।
বাবা বাবা বলি কান্দে বিলাপ করিয়া।
অবিরত বরি তাঁর প'রেছে বাহিয়া।।
কেহ গিয়ে জিজ্ঞাসিল কারণ ইহার।
বালকের হেরি কেন উন্মাদ আকার।।
বড়বেড়ে বাসী রাচরণের মাতা।
পবিত্র রমণী ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিতা।।
রায়ের দুহিতা বলে ডাকে সর্ব্বজন।
সেই মাতা বলিলেন মধুর বচন।।
উন্মাদ নহে ত এই বালক সুমতি।
মম পাশে শুন সেই মধুর ভারতী।।
স্বামী মহানন্দ ছিল গৃহের মাঝারে।
এইমাত্র চলি গেল না দেখি বাবারে।।
এ বালক সেই রূপ করে দরশন।
আকুল হইয়ে তাই করেছে রোদন।
মহাভাগ্যবান শিশু হেরিল পাগলে।
তাই কাঁদে এ ভাবেতে ভাসে আঁখিজলে।।
এই বাক্য রায়সুতা যখনে বলিল।
শ্রীঅশ্বিনী গোঁসাই শুনি বিহ্বল হইল।।
পুনরায় কান্নাকাটি আরম্ভ হইল।
কেহ বা বালক পানে চাহিয়া রহিল।
এইভাবে প্রেম বন্যা উথলে উঠিল
নরনারী সর্ব্বজন আকুল হইল।।
শুধুমাত্র শুনা যায় রোদনের ধ্বনি।
তার মাঝে হুলুধ্বনি করে কোন ধনী।।
বড়ই আকুল হয়ে কাঁদিছে সবায়।
সবার সমান দশা কে কারে সান্ত্বায়।।
বহুক্ষণ হেনভাবে অতীত হইল।
ক্রমে সবে শান্ত ভাব ধারণ করিল।।
বড়ই মধুর লীলা করে মহানন্দ
কে জানে কি ভাবে দান করে মকরন্দ।।
যে শুনিবে তার তত্ত্ব যে জন পঠিবে।
মহানন্দ কৃপাবলে প্রেমধন পাবে।।

গুরুচাঁদ পদে কর আত্ম-সমর্পণ।
মহানন্দ বাঞ্ছে কবি বিচরণ।।

বিষাদে মিলনানন্দ

বড়বেড়ে গ্রামে হয় রায়ের দুহিতা
মহানন্দ পাগলেরে বলে গুরুপিতা।।
পাগলের বিরহেতে সদা দহে প্রাণ।
পাগল পাগল বলি ভাসিত বয়ান।।
যদি মতো সেই গৃহে যায় কোন জন।
শুধুমাত্র হরিকথা করে আলাপন।।
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন।
এ সময় মহানন্দ করেন ভ্রমণ।
বহু ভক্তে সঙ্গে সদা করে যাতায়াত।
মহানন্দ লীলাসাঙ্গ করিল হঠাৎ।।
সে অবধি দহে হৃদি মহানন্দ বলে।
পাগল পাগল বলি ভাসে আঁখিজলে।।
একদিন কতিপয় মতুয় সুজন।
আনন্দ হৃদয় যায় করিতে ভ্রমণ।।
দেবাসুরবাসী শ্রীকৈলাশ বিশ্বাস।
শ্রীমতী বিশ্বাস হয় তালতলা বাস।।
বাগুড়িয়াবাসী হয় ভক্ত পঞ্চানন।
এইমত সঙ্গে তারা একাদশ জন।।
অন্য গ্রামে মহোৎসব করি সর্বজন।
বড়বড়ে উপনীত হইল তখন।।
হেরিয়ে রায়ের মেয়ে আনন্দিতা অতি।।
আরো কত বলিতেছে মধুর ভারতী।।
বসিতে আসন দিয়ে বলে বারে বারে।
তোরা যেন কারা এলি না চিনি সবারে।।
পাগলের মহোৎসব হয় কি না হয়।
অনুক্ষণ তাই মাত্র ভেবেছি হৃদয়।
এই মত বলে আর নানা কর্ম্ম করে।
বিন্দু বিন্দু বারিধারা দু'নয়নে ঝরে।।
তার মাঝে পঞ্চানন ভাবে মনে মন।
এই মাতা কেন বলে এ সব বচন।
পুনরায় রায় কন্যা বলেছে বচন।
আরে রে কাঁঠাল তোরে কি বলি এখন।।
কেবা তোরে খাবে তুই যখন পাকিবি
মাটিতে পড়িয়ে কত পচিয়ে থাকিবি।।
গরুতেও খাবে কত মানুসে খাইবে।।
তুই রলি কাচা গাছে কিবা করি এবে।।
এই মত বার বার বলেছে বচন।
তাহার মাঝেতে বুড়ী সারিল রন্ধন।
তৈল দিল সবাকারে স্নান করিবারে।
তৈল মাঝে ম'তোগণে হরিষ অন্তরে।।
আর সবে ওই কথা করে আলোচনা।
ইহার পরম অর্থ বুঝিতে পারে না।।
পঞ্চানন সত্য বটে মতুয়া সুজন।।
তার প্রাণে ওই কথা করে আন্দোলন।।
স্নান করিবার তরে চলে সর্ব্বজন।।
হেনকালে শ্রীকৈলাসে বলে পঞ্চানন।।
যেই পথে যাব ভাই স্নান করিবারে।
বহুত কাঁঠালগাছ আছে দুই ধারে।।
চল ভাই দেখি গিয়ে ঠাকুর কি করে।
বুড়ী কেন হ'ল ব্যস্ত কাঁঠালের তরে।।
পাকিবার কাল নহে হ'য়েছে এখন।
তবু বুড়ী কেন বলে এহেন বচন।।
এত বলি চলে সবে হরষিত মন।
কাঁঠালগাছের তলে রহে সর্বজন।।
মনে হয় অন্বেষণ করে পঞ্চানন।
কাঁঠালের পাকাঘ্রাণ না পায় তখন।।
সে কাঁঠাল অন্বেষণ করিয়ে না পায়।
মনোদুঃখে স্নান করি এল পুনরায়।।
কঁঠালগাছের তলে আইল যখন।
কৈলাশ বিশ্বাস বলে কি হ'ল এখন।।
কাঁঠালের পাকা ঘ্রাণ যেন এবে পাই।
পঞ্চানন বলে ওরে কি কহিলি ভাই।।
কৈলাশ বিশ্বাস বলে কর অন্বেষণ।
নিশ্চয় পেকেছে ভাই সত্য এ বচন।।
কেহ বলে সে গাছ দেখেছি তখনে।।
মিছামিছি এবে বল গাছ বাবো কেনে।।
পঞ্চানন বলে মোরা পাইব নিশ্চয়।
অন্বেষণ করি তুই দেখ পুনরায়
এত বলি গাছে উঠে পাইল তখন।
দাও আনিবারে গেল বুড়ীর সদন।।
বলে মাগো পাকিয়াছে তোমার কাঁঠাল।
বুড়ী বলে কি বলিলি আমার দুলাল।।
এত বলি বুড়ী যেন আনন্দে মাতিল।
দাও নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আসিল।।
বলে বাবা পাগলের মহোৎসব হবে।
কক্ষবাদ্য করে বুড়ী কত না উৎসবে।।

হেরিয়ে ছোট কাঁঠাল পেল যেন শোক।
এতে কি হইবে বল এতগুলো লোক।।
পঞ্চানন বলে দেখ আরো পাকিয়েছে।
মায়ের মনের আশা বাকী রহিয়াছে।।
পুনরায় খুজে আরো দুইটা পাইল।
প্রেমানন্দে মেতে বুড়ী নাচিতে লাগিল।।
বলে জানিলাম তোরা পাগলের লোক
দু'নয়নে বারি ধারা অন্তরে পুলক।
পাগলের নানা কথা কহিতে কহিতে।
বড় প্রেমানন্দ হয় সবাকার চিতে।।
সবাকার অশ্রুধারা হয় বরিষণ।
প্রেমসাগরের মাঝে খেলে সন্তরণ।।
পরে সবে ভোজ নিতে বসিল উৎসাহে।
প্রেমানলে যেন সবাকার হৃদি দহে।।
খেয়ে দেয়ে এমন আস্বাদ তাতে পায়।
বলিবারে সেই কথা ভাষা না যুযায়।।
ঠাকুরের কর্ম্ম ইহা তখনে বুঝিল।
বর্ণনা-অতীত স্বাদ যেন সবে পেল।।
কেহ বলে সুনিশ্চয় ঠাকুর আসিল।
গুরুচাঁদ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

ঃ উপাখ্যান-গীতি সমাপ্ত ঃ

☆☆☆☆

শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা

প্রবাস-গীতি

বন্দনা

জয় হরিগুরুচাঁদ করুণা- সাগর।
আদি অন্ত মহালীলা পূর্ণ অবতার।।
জয় শ্রীশশী ভুষণ শ্রীসুধন্য চন্দ্র।
জয় শ্রীউপেন্দ্র জয় শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র।।
জয় জয় ভগবতি অগ্রজ সবার।
জয় শ্রীশ্রীপতি জয় কনিষ্ঠ তাহার।
জয় জয় প্রমথ মন্মথ জয় জয়।
গুরুচাঁদ পৌত্র হয় ভ্রাতা চতুষ্টয়।।
পতিত তারিতে হয় জনম সবার।
ধন্য ধন্য ওড়াকাঁদী মানুষাবতার।।
জয় শ্রীতারক চন্দ্র কবি রসরাজ।
যার কণ্ঠে বীণাপাণি করেন বিরাজ।।
সংসার মাঝারে যত মতুয়ার গণ।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দি সবার চরণ।
হ'য়েছে হবে যত শ্রীধামের ভক্ত।।
সবার চরণ বন্দী হয়ে অনুরক্ত।।
সবকার শ্রীচরণে এই অভিলাষ
বিচরণে রেখ সবে শ্রীচরণে দাস

বিলাল যাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের আলোচনা

গুরুচাঁদ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশশীভুষণ।
মধ্যম সুধন্য হয় সর্ব সুলক্ষণ।।
দু'ভায়ের হয় মাত্র চারিটি নন্দন।
বিদ্যাবন্ত হইলেন ভাই চারিজন।।
এহেন সময় এক শুনহ বারতা।
শশীবাবু ভাবিতেন বিলাতের কথা।।
জাতির দুর্গতি সদা চক্ষেতে নিরখি।
নীরবে করেন চিন্তা বসিয়ে একাকী।।
কি প্রকার এই জাতি হইবে উদ্ধার।
না পাই ভাবিয়ে কিছু সুযোগ তাহার।।
আমা হ'তে এই কর্ম্ম হ'ল না সাধন।
চিন্তা স্রোতে কেটে গেল আমার জীবন।।
এই বংশে জন্মিয়েছে ভাই চারিজন।
হ'তে পারে বিদ্যাবন্ত হেন লয় মন।।
এর মধ্যে যদি কেহ যাইত বিলাত।
এ জাতি উদ্ধার তবে হ'ত ভবিষ্যত।।
এইরূপে চিন্ত করে বহু দিনাবধি।
জাতির লাগিয়া দেহে হ'ল চিন্তা ব্যাধি।
আহারে নাহিক রুচি কর্ম্মে নাই মন।
চিন্তানলে হি'য়ে দগ্ধ হ'ত সর্ব্বক্ষন।
অনুক্ষণ জাগে হৃদে জাতির দুর্গতি।
হতাশ প্রাণেতে দেহ ক্ষণ হয় অতি।।

জাতি জাতি ব'লে শেষে ত্যাজিল জীবন।
অমর নগর ধামে করিল গমন।।
এদিকেতে চারি ভাই উন্নতি সোপানে।
অগ্রসর হইতেছে অনন্দিত মনে।
চারি ভাই কেহ এম-এ, কেহ বি-এ, করি।
প্রফুল্ল হৃদয় সবে এল পাশ করি।।
এ সময় বিলাত বার্তা কেহ নহে জানে।
তথাপি ঘোষণা হয় সর্বলোক স্থানে।।
কেবা কহে কেবা শুনে নাহি জানাজানি।
অপরূপ বাক্য সবাকার মুখে শুনি।।
অনেকেই জিজ্ঞাসিত মহাপ্রভু স্থানে
সুদুর প্রদেশে সবে যাইবে কেমনে।
প্রভু বলে কোথা সবে শুনিবারে পাও।
কাহার নিকট শুনে মম ঠাঁই কও।।
এই মত বলাবলি করি কেহ কেহ।
বাবুদের দরশনে ঘুচিত সন্দেহ।।
অতঃপর শুন সবে হ'য়ে একমন।
যেভাবে বিলাত যায় ভাই দুইজন।।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি বিচরণ।।
বাবুদের প্রতি হরি বল সর্ব্বজন।।

বাবুদের বিলাত যাত্রায় প্রভুর আদেশ

পূজার ছুটীর কালে বাড়ীতে আসিল।
বিলাতে বার্ত্তা ক্রমে শুনিলে পাইল।
ওড়াকাঁদী করে বাস শ্রীঅমূল্য দাস।
কমলাকান্তের সুত বি,এস,সি পাশ।।
করিতে বিলাত যাত্রা করিয়েছে মন।
তাহা জানিলেন বাবু প্রমথরঞ্জন।।
গৃহে এসে জানাইল মহাপ্রভুর ঠাঁই।
বিলাত যাইতে দাদা অনুমতি চাই।।
প্রভু বলে বিলাতেতে নাহি প্রয়োজন।
সুস্থ হ'য়ে থাক ভাই প্রমথ রঞ্জন।।
সপ্ত সাগরের পার সে বিলাত ভুমি।
তথা যেতে অনুমতি দিতে নারি আমি।।
দেশে থেকে যাহা হয় কর চারি ভাই।
সুদুর প্রদেশে গিয়ে কোন কাজ নাই।।
সে বাক্যে প্রমথবাবু শান্তি নাহি পায়।
অবশ্য যাইব তথা প্রাণে যেতে চায়।।
আপনার নিকটেতে কিছুই না চাই।
বিলাতে যাইব আমি যদি আজ্ঞা পাই।।
আপনার হ'য়ে যদি না পারি যাইতে।
তবে কেন জন্মিলাম ঠাকুর বংশেতে।।
এমত আক্ষেপ বাণী অনেক বলিল।
মন জেনে মহাপ্রভু সম্মত করিল।
শুনিয়ে আশ্বাস বাণী প্রফুল্ল হৃদয়।
শুভদিন ধার্য্য করা বাকী মাত্র রয়।।
বিলাত যাইবে বাবু প্রমথ রঞ্জন।
জাতির মালিন্য বাঁধা করিতে ভঞ্জন।।
এমত ভাবিয়ে হৃদে সুধন্য ঠাকুর।
প্রমথকে আশীর্ব্বাদ করেন প্রচুর।।
ক্রমে তাহা শুনিলেন বাবু ভগবতি।
প্রথম বিলাত যেতে পেল অনুমতি।।
প্রভুর সম্মুকে গিয়ে হ'লেন উদয়।
বিলাত যাইবে ব'লে অনুমতি চায়।।
প্রভু বলিলেন শুন ভাইটি আমার।
কেমনে যাইবে দোহে না বুঝি ব্যাপার।।
বিলাত পাঠাতে দোহে টাকা পাব কোথা।
অগণিত অর্থ ব্যায় যেতে হ'লে তথা।
তেমনি সম্বল ভাই নাহি মোর ঠাঁই।
কেমনেত তোমা দোহে বিলাত পাঠাই।।
এতেক শুনিয়ে বলে বাবু ভগবতি।
প্রমথকে যাইতে দিলেন অনুমতি।
বিলাত যাইতে ব্যয় লাগিবেক যাহা
আপনি দিবেন নাকি শুনলাম তাহা।
এইমত বার বার বলে ভগবতি।
পুন পুন নিষেধয় অখিলের পতি।।
হেন ভাবে মাসাবধি গত হ'য়ে যায়।
তথাপি সম্মত নাহি হ'ন দয়াময়।।
এহেন সময় এল শ্রীগোপাল সাধু।
দিবানিশি করে পান নামামৃত মধু।।
শ্রীধামেতে উপনীত হরিষ হৃদয়।
ভক্তি ভরে প্রণমিল মহাপ্রভু পায়।।
মহাপ্রভু বলে বাণী সাধুর নিকটে।
শুন বাপ আমি বড় প'ড়েছি সঙ্কটে।।
সাধু কহে আপনি যে সঙ্কটভঞ্জন।
আপনার এ আশঙ্কা সে আর কেমন।।
আপনার নামে হয় সর্বত্র বিজয়।
রণে বনে গমনে নাহিক যম ভয়।।
নাম নিলে দুরে যায় ত্রিতাপ যতনা।
আপনার এ বিপদ আশ্চর্য্য ধারণা।

আপনার এই খেলা না পাই ভাবিয়ে।
কখনে করেন কিবা না পাই বুঝিয়ে।।
প্রভু বলে শুন বাপ আমার বচন।
বিলাত যাইতে চাহে ভাই দুইজন।।
দুজনার ব্যয় আমি কেমনে বহিব।
একের যে ব্যয় তাহা নয় হয় সম্ভব।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী সাধু মহাশয়।
প্রভুর সকাশে বলে করিয়ে বিনয়।।
কত টাকা লাগে প্রভু একের পশ্চাতে।
শুনিতে বাসনা মম জাগিয়েছে চিতে।।
প্রভু বলে শুন বাপু বলি সমাচার।
একের পশ্চাতে লাগে চৌদ্দ হাজার।
এত টাকা বল বাপু দিব কোথা হ'তে।
বার্দ্ধক্য সময় আমি যোগাব কি মতে।।
গোপাল ব'লেছে প্রভু তাতে কিবা ভয়।
লক্ষ্মীখালী হ'তে নিন একজনের ব্যয়।।
আমাদের কুলদ্বীপ ভাই দুইজন।
দুরে নিবে অজ্ঞানের মোহ আবরণ।
নমঃ কুল দীপ্ত হবে দোহার আলোকে।
আনন্দের ধ্বনি সবে করিব পুলকে।।
ভাসিব আনন্দ নীরে নমঃ কুলে যত।
এহেন সুযোগে কেন হইব বিরত।।
অতি শুভদিন দেখা দিয়েছে এবার।
সে কারণ হেন মতি হ'য়েছে দোহার।।
কোন দিন কেহ নহে স্বপনে ভাবিত।
নমঃকুলে হেন দিন হইবে আগত
ধারণা অতীত দিন এ যুগে এসেছে।
ক্ষীরোদের পূর্ণচন্দ্র দর্শন দিয়েছে।।
সে কারণ আগম হইল এবার
শুধু এই কলিজীবে করিতে উদ্ধার।।
এহেন সুযোগ কেন পশ্চাৎ করিব।
আপনার কৃপা কণা কেন তেয়াগিব।।
এত যদি বলিলেন সাধু মহাশয়।
অন্তরেতে অত্যানন্দ পান দয়াময়।।
পরেতে হইল ধার্য্য দিন শুভক্ষণ।
দুই ভাই বিলাতে করিবে গমন।
প্রভুপদে প্রণমিয়ে ভাই দুইজন।
বিদায় মাগিয়ে চলে হ'য়ে হৃষ্ট মন।।
ক্রমে গিয়ে কলিকাতা উদয় হইল।
ভবানী হোটেলে গিয়ে দরশন দিল।
দ্বিজ নমঃশুদ্র ছাত্র যতজন ছিল।
প্রেম সম্ভাষণে সবে আনন্দ লভিল।
অপরেতে বাবুদের জেনে অভিলাষ।
সবে মিলি হ'ল তারা পরম উল্লাস।।
তারা কহে বড় সুখী হ'লেন সবাই।
এক সঙ্গে বিলাত যাইবে দুটি ভাই।
দুইদিন বিলম্ব হেথা করিতে হইবে।
পরে বিলাতের পথে যাত্রা যে করিবে।।
এত শুনি বাবুদ্বয় স্বীকার করিল।
রওনার পূর্ব্ব দিন মানপত্র দিল।।
যখনেতে ভাই দুটি হ'লেন বিদায়।
বালকের গণ সবে করে জয় জয়।।

(পাইব বিজয় বাদ্য)

যার কম্বু নিনাদেতে সুপ্ত অচৈতন্য।
ঘুম ভেঙ্গে যাবে মোরা লভিব প্রাধান্য।।
ছুটে যাবে সবে সেই আলোকের দিকে।
তব চোখে সে আলোক নেহারিব চোখে।।
হেরিব সত্য জ্ঞানের জ্বলন্ত পাবক।
তোমরা মোদের আদি আমরা সেবক।।
তীব্র উজ্জ্বল শিখায় সমস্ত অসত্য।
অত্যাচার ব্যভিচার হবে ভষ্মীভুত।।
গুরুচাঁদ পদে মোরা করি এ প্রার্থনা।।
বিশ্বমাঝে রজ্জুহার হও দুই জনা।
বাণীভবন হোষ্টেলে যত ছাত্রগণ।
হেনভাবে মানপত্র দিল সর্ব্বজন।।

(জয়বিশ্বপিতা)

জয় জয় হরিগুরুচাঁদ জয় জয়।
করিলে অপার কীর্ত্তি এসে এ ধরায়।।
নমঃশুদ্র জাতি ছিল নিপীড়িত ভবে।
এতদিন পরে বুঝি জাগ্রত হইবে
তাহাতে এ পৌত্রদ্বয় পাঠাও বিলাত।
সেই জাতি সুজাগ্রত হইবে অচিরাৎ।।
অফিসার রেজিষ্টার শ্রীশশীভুষণ।
আপনার ইচ্ছা কল্পে জাতি জাগরণ।।
আপনার বংশ হ'তে চলে দুইজন।
অনুক্ষণ প্রার্থী মোরা কল্যাণ সাধন।।
এইভাবে জয় নাদ করি একে একে।
বিদায় করিল সবে পরম কৌতুকে।।
এইভাবে দুই ভাই বিলাত চলিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দ হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর প্রবাস যাত্রা উপলক্ষ্যে কথোপকথন

দুটি ভাই আনন্দেতে করিল গমন।
গোপালের প্রতি প্রভু বলেন বচন।।
বল বাপ কেমনেতে এভার বহিব।
এত টাকা বল আমি কোথায় পাইব।।
গোপাল ব'লেছে প্রভু কি চিন্তা তাহাতে।
যাহা লাগে দিব আমি একের পশ্চাতে।।
এতেক শুনিয়ে বলে প্রভু দয়াময়।
বড়ই সন্তুষ্ট বাপ করিলে আমায়।।
গোপাল ব'লেছে প্রভু কি ছার এ দায়।
লক্ষ্মীখালী গেলে মাত্র ঘুচিবে সংশয়।।
আপনার ধন আমি দিব আপনাকে।
কত সুখ পাব তাহে রাখিয়ে সম্মুখে।।
তথা রেখেছেন প্রভু গোপাল প্রহরী।।
যার ধন তাঁকে দিব বলিয়ে শ্রীহরি।।
এতেক শুনিয়ে প্রভু বলেন বচন।
এক কথা বলি আমি ওহে বাছাধন।।
গৃহে গিয়ে একবার এস তুমি ফিরি।
এ বিষয় একবার দেখি চিন্তা করি।।
এখন হয়েছে মোর বার্দ্ধক্য সময়।
লবণাক্ত দেশে যাব কত বড় দায়।।
এ সময় যেতে বাপ প্রাণে আসে ডর।
কি জানি কি ঘটে পিছে তাই ভাবিবার।।
গোপাল ব'লেছে পিতা যেতে হবে তথা।
নইলে মরমে মম র'য়ে যাবে ব্যথা।।
এতেক বলিয়ে সাধু বিদায় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর লক্ষ্মীখালী যাত্রা

গৃহে গিয়ে মহা সাধু ভাবে নিরবধি।
কৃপ কি করিবে মোরে করণার নিধি।।
এতেক ভাবিয়ে হয় জীবন চঞ্চল।
দিবানিশি করে সদা আঁখি ছল ছল।।
পুরবাসী সবাকারে ব'লেছে বচন।
শ্রীধামাভিমুখ হ'য়ে করহ রোদন।।
কাঁদহ আকুল হ'য়ে করহ রোদন।।
কাঁদহ আকুল হ'য়ে বলে হরি হরি।
গুরুচাঁদে হৃদে ভেবে থাক অনাহারী।।
শয়নে স্বপনে ডাক কোথা হরিচাঁদ।
নিজগুণে এস কোথা বাবা গুরুচাঁদ
আকুল হইয়ে সবে ডাক কাঁদি কাঁদি।
ক্রন্দনে ঢেউ যেন পশে ওড়াকাঁদী।।
যাত্রা করিলাম আমি ওড়াকাঁদি যেতে।
কৃপা করি আ'সে যদি প্রভু কোন মতে।।
তবেত জানিব সবে তোমরা আমার।
নহে বুঝে নোব আমি কেহ নহে কাঁর।।
বলিতে না পারে সাধু আঁখি ছল ছল।
গুরুচাঁদ বলে হাই ছাড়িছে কেবল।।
হেনভাবে চলে সাধু আনিতে প্রভুকে।
চ'লেছে প্রফুল্ল মনে ধারা বহে চ'খে।।
বাটী হ'তে চলে সাধু তরী আরোহণে।
ব্যাকুল হইয়ে কাঁদে পুরবাসীগণে।।
সবাকারে প্রেমধারা হ'তেছে পতন।
চাতকিনী সম করে বারি আকিঞ্চন
হেনকালে শুন এক অপুর্ব্ব কথন।
গুরুচাঁদ প্রভু থেকে আপন ভবন।
কোন কোন ভক্ত আসে প্রভু সন্দিধানে।
মহাপ্রভু কহে ভাষা ভক্তের সদনে।
খরতর বেগে বহে ভাদ্দরে বাণ।
উজান বহিয়া চলে বাদাবুনে টান।।
সে বড় প্রবল বেগে শুন ভক্তগণ।
তাহে মন প্রাণ মম হয় উচাটন।।
লক্ষ্মীখালী গোপালের পুরবাসীগণে।
আমা লক্ষ্মীখালী নিতে কাঁদে সর্ব্বজনে।।
স্ত্রী-পুরুষ সবে তারা হইয়ে মিলিত।
কেঁদে কেঁদে সবাকার চিত্ত বিচলিত।।
হাতে করে গৃহ কাম মুখে বলে হরি।
আকুল হইয়া কাঁদে দিবা বিভাবরী।।
আমাগত প্রাণ যেন হ'ল সবাকার।
ওড়াকাঁদী পানে চেয়ে করে হাহাকার।।
হেনভাবে গুরুচাঁদ বলিতেছে বসি।
হেনকালে ভক্তবীর উপজিল আসি।।
সকলে নেহারি প্রাণে হইল বিস্ময়।
গোপাল প্রণাম করে মহাপ্রভু পায়।।
কেহ কেহ ধন্যবাদ করে গোপালেরে।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ কহে ধীরে ধীরে।।
এসেছ কি মহাশয় দক্ষিণে শিকারী।।
বড় শক্ত হয় তোমাদের জাল দড়ি।।
সে দড়ি লঙ্ঘন করা বড়ই সঙ্কট।
শিকার-পড়িয়ে ধরা করে ছটফট।।।।

গোপাল বলেছে প্রভু কিছুই না জানি।
শিকারী শিকার করে একমাত্র শুনি।।
প্রভু বলে হয় হয় তাহাই ক'রেছি।
শিকারী স্বীকার করে তাই হে ব'লেছি।।
ভাল শিকারীর ঠাঁই হয় এই শিক্ষা।
সদ্‌জ্ঞানী সুসন্ধানী দিল বুঝি দীক্ষা।।
এতেক বলেন যদি ভকত বৎসল।
গোপালের আঁখিতারা করে ছল ছল।।
মহাসাধু বলে প্রভু লক্ষ্মীখালী নিব।
তাই প্রভু গোপালের হয় মনোভাব।।
সে বাসনা পুরাইতে হবে দয়াময়।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু চলুন ত্বরায়।।
প্রভু বলে শুন বাপ আমার বচন।
দক্ষিণ দেশেতে বল যাব কি কারণ।।
লবণাক্ত দেশ বাপু তোমাদের হয়।
শরীরে না হবে সহ্য হেন মনে লয়।।
একবার আসিয়েছি দেখে তব গৃহ।
কেন বাপু পুনরায় করেছ আগ্রহ।।
সুধন্য নিষেধ করে কি করি এখন।
বৃদ্ধ হ'য়েছি বৎস্য এই সে কারণ।।
প্রভু যদি বলিলেন এ নিষ্ঠুর বাণী।
গোপালের শিরে যেন পড়িল অশনি।।
আকুল হইয়ে কাঁদে সাধু মহাশয়।।
প্রভুর চরণপ্রান্তে ধরণী লোটায়।।
অনাহারে আছে সাধু তিন দিনাবধি।।
তাহে আর হেন বাক্য বলে শুন নিধি।।
শুনিয়ে নিঠুর বাণী জীবন চঞ্চল।।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনর্গল।।
ঠাকুর সুধন্য পাশে উদয় হইল।
চরণে প্রণাম করি কহিতে লাগিল।।
অধম জানিয়ে কৃপা করুন আপনি।
আজ্ঞা দিলে গৃহে নিব সাধনের মণি।।
বিপুল বিনয় করে সাধু মহাশয়।
নেহারিয়ে শ্রীসুধন্য হন্ দ্রবময়।।
কোন কোন মতুয়ার ঝোরে আঁখিজল।।
আন্তরিক ভাবে চিত্ত হইল চঞ্চল।।
সবাকার প্রাণে বলে লক্ষ্মীখালী যাব।
সাধুর গৃহে গিয়ে আনন্দ লভিব।।
এই মত ভাব হয় সবাকার মনে।
জলধারা গোপালের বহে দু'নয়নে।।
সুধন্য ঠাকুর বলে শুন ভাই কথা।
ঠাকুর নহে তো শুধু সে সবার পিতা।।
ভক্তিবাধ্য পিতা মম জানে সর্বজন।
তিনি গেলে আমাদের নাহি অন্য মন।।
এত বলি বলিলেন সুধন্য ঠাকুর।
শ্রবণেতে গোপালের আনন্দ প্রচুর।।
তথায় বসিয়ে থাকে সবাকে লইয়া।
হেনকালে গুরুচাঁদ বলেন ডাকিয়া।।
ওখানেতে বসি সবে কিবা করিতেছে।
লক্ষ্মীখালী যেতে বুঝি যোগাড় ক'রেছে।
বুঝিতে পেরেছি সব এস মম ঠাঁই।
আমি যাহা বলি এসে শুন সবে তাই।
এত শুনি পুনরায় এসে প্রভুস্থানে।
কেঁদে কেঁদে মহাসাধু নিবেদে চরণে।।
অনুমতি দিয়েছেন যেতে লক্ষ্মীখালী।
অপরে হইল ধার্য্য নানা কথা বলি।।
গোপালের ভক্তি হেরে স্বীকৃত হইল।
সবাকারে ল'য়ে সাধু উদ্যোগ করিল।
প্রভুর তরণী সবে সাজায় ত্বরিতে।
ভক্তগণ নানাবর্ণে শয্যা রাখে পেতে।।
সে তরণী পরে প্রভু করি আরোহন।
ঠাকুর শ্রীপতি চলে আনন্দিত মন।।
অপরেতে সাজিলেন মতুয়ার গণ।
শ্রীরাজকুমার আর শ্রীশ্যামাচরণ।।
শ্রীকেদার মিস্ত্রি বালা বিপিনচন্দ্র।
সনাতন ষষ্টিবাবু আর মাধবেন্দ্র।।
শ্রীঅশ্বিনী বাবুরাম আর বিচরণ।
শ্রীকেশব কুঞ্জ মৃধা আদি ভক্তগণ।।
ক্রমে গিয়ে উলপুর উদয় হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু কহিতে লাগিল।।
শুনহ বিপিন আর ভক্ত সনাতন।
এইখানে নেমে থাক তোমরা দু'জন।।
সনাতন তুমি হও বয়সেতে বৃদ্ধ।
লোনা জল খাইবারে হইবে অসাধ্য।।
এতেক বলিয়ে প্রভু দু'জনে রাখিয়ে।
হরিধ্বনি করি সবে চলিল বাহিয়ে।
মিত্রডাঙ্গা-বাসী ভক্ত শ্রীকালীচরণ
উপনীত হইলেন তাহার ভবন।।
ভক্তিভরে পূজা করে প্রভুর চরণ।
প্রেমে মত্ত মতুয়ারা করে সংকীর্ত্তন।

হাসে কাঁদে নাচে গায় দিয়ে করতালী।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে কেহ মাখে ধুলী।।
টুংগীপাড়াবাসী ভক্ত শ্রীতপস্বী বালা।
জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র হয় শ্রীদেবেন্দ্র বালা।।
তিনি এসে কীর্ত্তনেতে করে যোগদান।
আঁখিজল সে জনার ভেসেছে বয়ান।।
নাম ক্ষান্ত করি এল প্রভুর নিকটে।
বিনীত ভাবেতে বালা রহে করপুটে।
টুঙ্গিপাড়া যেতে হবে ওহে দয়াময়।
কৃপা করি অনুমতি করুন ত্বরায়।।
মহাপ্রভু বলে তবে বিলম্বে কি কাজ।
ত্বরায় চলহ যত মতুয়া সমাজ।।
এত শুনি কালী রায় করিয়ে ভকতি।
প্রভুকে করান সেবা হয়ে হৃষ্টমতি।।
মতুয়ার গণ সবে ভোজন করিল।
হরিধ্বনি করি সবে তরণী বাহিল।
শ্রীদেবেন্দ্র অগ্রভাগে করেন গমন।
পিছে পিছে বেয়ে চলে মতুয়ার গণ।
প্রভু আগমন হেরে আনন্দ না ধরে।
নয়নে আনন্দ-অশ্রু বহে শতধারে।।
তপস্বী বালার গৃহে আনন্দ লহরী।
সবাকার মুখে শুধু হরি হরি হরি।।
এ সময় বেঁচে নাই শ্রীতপস্বী বালা।
ইতিপূর্ব্বে সম্বরণ করিয়েছে লীলা।।
দুই নারী আছে মাত্র জীবিতা তাহার।
পতি শোকে দুই নারী করে হাহাকার।।
পুত্রবধূ পতিহারা কাঁদে নিরবধি।
হৃদে পূর্ণ সদা তার শোকের বারিধি।।
প্রভুর চরণতলে ধরণী লোটায়।
মহাপ্রভু মিষ্টবাক্যে সবাকে সান্ত্বায়।।
কথার প্রসঙ্গে কেহ ধ'রেছে কীর্ত্তন।
সে ধ্বনি উঠিল যেন ভেদিয়ে গগন।।
ধেয়ে এল গ্রামবাসী নরনারীগণ।
বহুলোক আমদানী হইল তখন।।
এদিকেতে নারীবৃন্দ হয়ে সুস্থ মন।
ব্যস্ত হ'য়ে করিলেন পাক আয়োজন।।
রন্ধন করিল তার যথাসাধ্যমত।
ওদিকেতে মতোগণ নামেতে প্রমত্ত।।
প্রেমেরে তরঙ্গ হয় কীর্ত্তনের মাঝে।
কেহ বা সিংহের সম কীর্ত্তনে গরজে।।
হেনভাবে প্রেম বন্যা বহে খরতর।
ব্যাপিয়ে প'ড়েছে সবে কীর্ত্তন মাজার।।
বাতাহত বৃক্ষবৎ লোটায় ধরণী।
স্ত্রী-পুরুষ নাহি হুষ জ্ঞানী কি অজ্ঞানী।।
এইভাবে বহুক্ষণ হ'ল সংকীর্ত্তন।
ক্রমে সুস্থ হ'ল যত মতুয়ার গণ।
অপরেতে মহাপ্রভু সেবা সমাধিল।
প্রেমানন্দে ম'তোগণে ভোজন করিল।
কিছুক্ষণ থাকি তথা প্রভু দয়াময়।
রসিক মিস্ত্রীর ঘরে হ'লেন উদয়।।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকরি প্রভু গুরুচাঁদ।
পুনরায় চলিলেন সঙ্গে পরিষদ।।
হেনকালে বলে কথা বালা দামোদর।
তপস্বীর ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ গ্রামে ঘর।।
সমাজের কর্ত্তা ব্যক্তি বুদ্ধে বিচক্ষণ
প্রভু পাশে বলিলে বিনয় বচন।
বাগিয়ার কুলে যেতে হবে দয়াম।
না গেলে তথায় বড় হইবে অন্যায়।
শ্রীপতি ঠাকুর বলে যুক্তিযুক্ত হয়।
এদেশে এসেছি সবে না গেলে অন্যায়।
নহে তারা অন্তোষ হইবে নিশ্চয়
ম'তোগণে সেই বাক্যে সবে দিল সায়।।
অপরেতে প্রভু তাহে সম্মত করিল।
হৃষ্টচিত্তে সেই দিকে তরণী বাহিল।।
পাটগাতীবাসী শ্রীজগন্নাথ মন্ডল।
মহামান্যমানী হয় খ্যাত ভূমন্ডল।
দ্বারকানাথ মন্ডল তস্য জ্যেষ্ঠ পুত্র।
খ্যাতনামা হ'ন তিনি বড়ই পবিত্র।।
দ্বিতীয় নন্দন লয় প্রসন্ন ঠাকুর।
সর্বগুণে গুণান্বিত সবার গোচর।।
হিন্দু যবনাদি বংশ ছিল বুদ্ধি বলে।
সদাচারী সৎজ্ঞানী বিখ্যাত ভূতলে।।
তাহার নন্দন হয় শ্রীচন্দ্রমোহন।
বিপুল সম্পত্তিশালী বিখ্যাত ভুবন।
মদনমোহন হয় এই বংশধর।
রাজেন্দ্র মন্ডল হয় নন্দন তাহার।।
সবে হয় মান্যমান বুদ্ধে বিচক্ষণ।
বিপুল সম্মান পায় লোকের সদন।।
এই গৃহে উপনীত প্রভু গুরুচন্দ্র।
সঙ্গেতে র'য়েছে যত ভকতেরবৃন্দ

প্রভুর তরণী যবে হ'লেন উদয়।
পুরবাসীগণ সবে করে জয় জয়।।
মন্ডলের গণ দিল সবে জয় জয়।
শ্রীপতি ঠাকুর হয় আনন্দিত কায়।।
সবে এসে অভ্যর্থনা করিল বিশেষ।
প্রভুকে লইল গৃহে ভক্ত সমাবেশ।।
অতি সমাদর করে আনন্দ অন্তরে।
বসিতে দিলেন স্থান পালঙ্ক উপরে।
নিম্নতরে বৈসে যত মতুয়ার গণ।
প্রভুকে হেরিয়ে এল লোক অগণন।।
প্রভুপদে প্রণমিয়ে বসিল তথায়।
কেহ বা বাহিরে গিয়ে অন্য প্রতি কয়।।
দিখ গিয়ে কিবা শোভা গৃহের মাঝারে।
দেবেন্দ্র শোভিত যেন অমর নগরে।।
যে জন নেহারে গিয়ে ঠাকুরের রূপ।
এসে বলে রূপ যেন সুধারস কূপ।।
বড়ই মধুর শোভা শোভিত হ'য়েছে।
স্বর্গ শোভা যেন অদ্য ভুতলে নেমেছে।
এইমত বলাবলি করে বহুক্ষণ।।
অশ্বিনী গোসাই ধরে মধুর কীর্ত্তন।।
কীর্ত্তন মাঝারে বহে প্রেমের তুফান।
নরনারী সবাকার ব্যাকুলিত প্রাণ।
প্রেমবন্যা পাক পড়ে কীর্ত্তন মাঝার।
অভিমানী কর্ম্মিজ্ঞানী সব একাকার।
আড়ালে থাকিয়ে কাঁদে কোন বা যুবতী।
প্রেমানলে হৃদি জ্বলে ফেটে যায় ছাতি।।
এইভাবে বহুক্ষণ হয় নাম পদ।
আনন্দ সাগরে ভাসে প্রভু গুরুচাঁদ।।
অন্তঃপুরে রান্না করে কোন কোন নারী।
কেহ ঝাল বাটে কেহ কাটে তরকারী।।
এইভাবে রান্না কার্য্য হ'ল সমাপন।
কীর্ত্তান্তে করে সবে আনন্দে ভোজন।।
সারানিশি নাম রসে হ'ল জাগরণ।
প্রভাতে পূর্ব আকাশে উদিত তপন।।
সেই স্থানে এসেছিল মাঝি ভাগ্যধর।
রাজবংশী হয় করে ডুমুরিয়া ঘর।।
অনেক মতুয়া ঠাঁই ক'রেছে প্রকাশ।
প্রভুকে লইতে চাহে আপন আবাস।।
রাজবংশী হই আমি না জানি ভকতি।
প্রভুকে লইতে মোর না আছে শকতি।।
বলিতে প্রভুর পাশে সাহস না পাই।
কেমনে লইব গৃহে মনে ভাবি তাই।।
এতেক বলিয়ে কাঁদে ভকত সমাজে।
কেমনে লইব গৃহে গুরুচাঁদ রাজে।।
এত শুনি শ্রীগোপাল সাধু মহাশয়।
মহাপ্রভুস্থানে বলে করিয়ে বিনয়।।
ভাগ্যধর নামে মাঝি ডুমুরিয়া রয়।
কেঁদে কেঁদে সবা ঠাঁই ক'রেছে বিনয়।।
আপনাকে নিতে তার বাসনা একান্ত।।
কৃপা করিবেন তারে ওহে প্রাণকান্ত।
এত শুনি মহাপ্রভু দয়া প্রকাশিল।
ভাগ্যধর শুনে তাহা নিজবাস গেল।।
জানাইল সবাকারে প্রভু আগমন।
শ্রবণেতে হ'ল সবে আনন্দে মগন।।
এদিকেতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
তরী পরে আরোহণ করে মনোরঙ্গে।।
চালাইল হরি বলে প্রভুর তরণী।
দুইকূল দিয়ে চলে পুরুষ রমণী।।
ব্যস্ত হ'য়ে ঘাটে গিয়ে কেহ চেয়ে রয়।
কতক্ষণে আসিবেন প্রভু দয়াময়।।
প্রভুর তরণী যবে দেখিতে পাইল।
ওই এল ওই এল বলে চীৎকার করিল।।
বহুলোক এল ধেয়ে পুরুষ রমণী।
হেনকালে ঘাটে এল প্রভুর তরণী।
হুলধ্বনি করে যত রমণীর গণ।
প্রেমে মত্ত ভাগ্যধর ক'রেছে রোদন।।
প্রভুর তরণী পার্শ্বে দণ্ডাইয়ে রয়।
নয়ন জলেতে তাঁর বক্ষ ভেসে যায়।।
কৃতাঞ্জলি পুটে কহে গদগদ বাণী।
কৃপা করি তীরে এস প্রভু চিন্তামণি।।
প্রভু বলে ভাগ্যধর শুনহে বচন।
শ্রীপতিকে সঙ্গে নিয়ে করহ গমন।।
এত শুনি ভাগ্যধর কহে পুনরায়।
আপনাকে গৃহে নিতে মম অভিপ্রায়।।
পুনঃ বলে মহাপ্রভু শুন ভাগ্যধর।
বিপুল করুণা মম তোমার উপর।।
এ বাটী আমার বটে শুন মহাশয়।
যখন হইবে ইচ্ছা যাব সে সময়।।
মিছামিছি কেন বাপ কর উপরোধ।
শ্রীপতিকে লও তীরে শুনহ সুবোধ।।

ভাগ্যধর প্রতি বলে মতুয়ার গণ।
প্রভুবাক্য সযতনে করহ পালন।।
বাবুকে সংহতি করি করহ গমন।
তাহাতে হইবে তব অভীষ্ট পূরণ।।
কেঁদে কহে ভাগ্যধর কি বলিব আর।
মম সম নাই কেউ ভবে দুরাচার।।
নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে দয়াময়।
কৃপা করি ভাগ্যধরে রেখ রাঙ্গা পায়।।
এত বলি সঙ্গে করি মতুয়ার গণ।
শ্রীপতি ঠাকুরে নিল করিয়ে যতন।।
ভক্তিভাবে বসাইল আসন উপরে।
ম'তোগণে বসিলেন হরিষ অন্তরে।।
পুরবাসীগণ এসে প্রণাম করিল।
কেহ গিয়ে প্রভু ঠাঁই কাঁদিতে লাগিল।।
প্রভু বলে বিলম্ব না করিব এখন।
এতেই হইবে তব অভীষ্ট পূরণ।।
এত শুনি ব্যস্তচিত্তে করিয়ে যোগাড়।
ভক্তিভরে করাইল জল ফলাহার।।
প্রভুর লাগিয়ে শেষে নৌকায় আনিয়ে।
বলিছে ভাগ্যধর কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
কি বলিব ওহে প্রভু দয়ার আধার।
শ্রীচরণে দাস যেন রহে ভাগ্যধর।।
সাধন ভজন প্রভু কিছু নাই মোর।
জন্মে জন্মে থাকি যেন চরণে নফর।।
প্রবোধ বাক্যেতে প্রভু সান্ত্বনা করিল।
হরিবলি ম'তোগণ তরণী বাহিল।।
তথা হ'তে উপনীত সে রাজনগর।
শ্রীশশীভূষণ পাড়ে যায় তাঁর ঘর।।
তার গৃহে মহাপ্রভু বৈসেন আসনে।
অপরে বসিল যত মতুয়ার গণে।।
কেহ কেহ করিতেছে হরি সংকীর্ত্তন।
প্রেমাবেশে মত্ত হ'ল মতুয়ার গণ।।
এদিকেতে রান্না কার্য্য করে সমাপন।
সেই গৃহে মহাপ্রভু করেন ভোজন।।
ম'তোগণকরে ভোজ বলে হরি হরি।
তারপরে করিল ভোজ যত নরনারী।।
সেই গৃহ হ'তে প্রভু করেন গমন।
হরি বলি বাহে তরী মতুয়ার গণ।।
উপনীত হয় গিয়ে কেনুয়া ভাঙ্গায়।
কিনারে লাগায় তরী দিয়ে জয় জয়।।
বিপিন বিশ্বাস ছিল কিনারেতে বসি।
সে জনার প্রভুপদ সদা অভিলাষী।।
প্রভুর তরণী পরে উদয় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর কেনুয়াভাঙ্গা ভ্রমণ

নৌকাতে উদয় হ'য়ে প্রভুপদে প্রণমিয়ে
আঁখিজলে ভাসায় বয়ান।
জ্ঞানহারা শ্রীবিপিন হ'য়ে অতি প্রেমাধিন
ভক্তিভরে বন্দে গুরুচাঁদ।।
ভক্তের মিনতি হেরি গুরুচাঁদ কৃপা করি
বলিলেন মধুর বচনে।
শুন ওহে বাছাধন সবার হ'য়েছে মন
আসিবারে তোমার ভবনে।
প্রভুর বচন শুনি হরিভক্ত চুড়ামণি
একেবারে হ'ল দ্রবময়
আহা প্রভু গুণনিধি ভকত হৃদয়নিধি
জগত রঞ্জন কৃপাময়।।
বুঝিয়ে ভক্তের মন কর কৃপা বিতরণ
আমি হই ভজন বিহীন।
ভক্তিশূন্য দীন দৈন্য নিজগুণে কর ধন্য
দীনদাস অধম বিপিন।।
প্রকাশে নির্ম্মল ভক্তি করে সুমধুর উক্তি
বড় শান্তি লভে ম'তোগণ।
পরেতে লইতে গৃহে প্রেমানন্দে উৎসাহে
তাহে এক করিল মনন।।
টানিয়ে লইল তরী মুখে বলি হরি হরি
আপন ঘাটেতে লয় টানি।
অতঃপর তাঁর নারী আখিপূর্ণ প্রেমবারি
পূজে তরী ধান্য দুর্বা আনি।
ক'রেছে গৃহের সাজ অপরূপ সেই সাজ
চারিদিকে করে ঝলমল।
অপরূপভাবে শোভা আমরি কি মনোলোভা।
নানাবর্ণে শোভে ফুলমাল।।
রাস্তার উপর তাতে ফরাস চাঁদর পেতে
তাহে দেয় চন্দনের ছড়া।
সিংহদ্বারে নানা ফুল মালতী, বেলী, বকুল
আরো তাহে শোভে গঞ্জবেড়া।।
সে গৃহের চারিদিকে রাখিয়েছে মনঃসুখে
কাগজে রচিত ফুলহার।

ঝলমল করে পুরি আহা কিবা মরি মরি
হেন গৃহে দয়ার আধার।।
স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে গুরুচাঁদে সযতনে
গৃহে নিল করিয়ে ভকতি।
উত্তম আসন পরে বসাইল সমাদরে
গুরুচাঁদ ভকতের পতি।।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ মধ্যে অকলঙ্ক চন্দ্র
শ্রীপতি ঠাকুর বৈসে তথি।
প্রভুগলে ফুলহার বিচিত্র শোভা তাহার
বেলী বকুল মল্লিকা মালতী।।
করি রূপ দরশন বিমোহিত সর্বজন
আরো এল বহু নরনারী।
নেহারিয়ে গুরুচাঁদে হিয়া ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।
দু'নয়নে বহে প্রেমবারি।।
অপরে মতুয়াগণ আরম্ভিল সংকীর্ত্তন
প্রেমসিন্ধু উঠে গরজিয়ে।
সবে ভাসে প্রেম নীরে অবিরত আঁখি ঝরে
স্নিগ্ধ হ'ল সবাকার হিয়ে।।
কেহ প্রেমসিন্ধু মাঝে রয়েছে মকর সেজে
ভীমনাদে ক'রেছে গর্জন।
বীর বেশে কেহ কেহ গর্জ্জিতেছে মুর্হুমুহ
পনঃ পুনঃ করে আস্ফালন।।
কেহ ধরি করতাল আনন্দে দিতেছে তাল
খমকেতে কেহ ধরে তান।
গান করে হরি বলি কেহ মাখে অঙ্গে ধুলি
গোপীযন্ত্রে কেহ দেয় সান।।
এইভাবে মতোবৃন্দ ধরি নানা বাদ্যযন্ত্র
সবে মিলি মাতিল কীর্ত্তনে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভুমে গড়াগড়ি যায়
প্রেমধারা সবার নয়নে।।
মহাধ্বনি কীর্ত্তনেতে উঠেছে গগনভীতে
কম্পিত করিয়ে ধরাতল।
শুনিয়ে মধুর রোল যেন বলে হরি বোল
শুন্যমার্গে দেবতা সকল।।
শুন্যমার্গে হরিবোল মরতেও হরিবোল
আহা কিবা সুমধুর কাণ্ড।
শুন্যে থেকে দেবগন সুধা করে বরিষণ
ভেঙ্গে যেন অমৃতের ভাণ্ড।।
এইমত হরি নাম হইতেছে ধুমধাম
ধৈর্য্যহারা যেন মতুয়ায়।

কেহ বা বেহুষ হ'য়ে মাটিতে রয়ে লুটিয়ে
কেহ কেহ কাঁদে উভরায়।।
শুনিয়ে নামের ধ্বনি ধেয়ে আসে বহু প্রাণী
গ্রামবাসী নরনারী যত।
তৃষিত হরিণী সমা ধেয়ে আসে কত রামা
নাম শুনে সবে বিমোহিত
কেহ কেহ অন্তঃপুরে রান্না করে প্রেমভরে
হরি বলে ঝরে দু'নয়ন।
নানাবিধ দ্রব্য কত তাহাতে ভক্তি মিশ্রিত
তুলনা বিহীন সে রন্ধন।।
মহাপ্রভু সুবচনে বলে যত ম'তোগণে
নাম ক্ষান্ত করহ এখন।
হইয়ে সুস্থির এবে নাম ক্ষান্ত কর সবে
ভোজকর্ম্ম কর সমাপন।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী ব্যস্ত হ'য়ে সব ধনী
কহে সে বিপিনের নারীকে।
আর কেন ব'সে কাঁদ ক্ষুধা পেল গুরুচাঁদ
খেতে দাও সোনার মানিকে।।
অপরেতে সেই ধনী এতেক বচন শুনি
সেবিলেন শ্রীগুরুচাঁদেরে।
মতুয়ার গণ যত সবে হ'য়ে হরষিত
প্রাঙ্গণেতে বসি ভোজ করে।।
প্রবু বলে হে বিপিন আছ সবে প্রেমাধীন
নৌকাতে রয়েছে ষষ্ঠজন।
শুন ওহে বাছাধন সত্বরে কর গমন
তাহাদের করাও ভোজন।
প্রভুর বচন শুনি হরিভক্ত শিরোমণি
অন্ন দিয়ে অন্যকে পাঠায়।
কি যেন ভাবিয়ে মনে চলি যায় অন্য স্থানে
সেই অন্ন তাহার না পায়।।
অনাহারে ছয়জন রহে আনন্দিত মন
সেই নিশি উপবাসী রয়।
কেহ নাহি জানি তাহা এ বা কিকরম আহা
নাহি জানি কি খেলা খেলায়।।
এদিকেতে বিপিন চন্দ্র পান করি মকরন্দ
স্মৃতিহারা উন্মাদের প্রায়।
নাহি কোন হিতাহিত জীবিত কি নির্জীবিত
ধারণা অতীত ভাবময়।।
ভোজনান্তে ম'তোগণ পুন করে সংকীর্ত্তন
প্রেমরসে ডুবিয়ে সবাই।

ভাবেতে বিভোর হ'য়ে আত্মস্মৃতি হারা হ'য়ে
হরি ব'লে কেঁদে ছাড়ে হাই।।
এইমত ভাবাশ্রিত হ'য়ে যায় নিশিগত
কোথা হতে এল পিকগণ।
গানের স্বরেতে স্বর মিলাইয়ে কণ্ঠে স্বর
যেন তারা করেছে কীর্ত্তন।।
শুনে মতুয়ার গণ প্রেমাবিষ্ট তনু মন
পুনরায় উঠিল গর্জ্জিয়ে।
হইল মধুর ভাব ভাবরে উপরে ভাব
প্রেম বন্যা চলিল বাহিয়ে।।
প্রহরেক হয় বেলা করে কীর্ত্তনের খেলা
হ'ল বাল্যভোজের সময়।
ফলাহার আয়োজন করিয়েছে কোন জন
পরে গিয়ে প্রভুকে জানায়।।
প্রভু বলে ফলাহার নানাবিধ উপচার
শ্রীপতি ঠাকুর সেবে রঙ্গে।
অপরে মতুয়াগণে আনন্দিত সর্ব্বজনে
ফলাহার করে রঙ্গে ভঙ্গে।।
নৌকাতে প্রহরী যারা বাকি মাত্র আছে তাঁরা
সেই বার্ত্তা কেহ নাহি লয়।
কে জানে প্রভুর লীলা কোন ছলে করে খেলা
কবি কহে বোঝা বড় দায়।।

উপবাসিগণের সেবা

আনন্দেতে সবে মিলি করে ফলাহার।
নৌকায় ছ'জন মাত্র না করে আহার।।
সেই সংবাদ কেহ প্রভু না জানে কখন।
নাম রসে সবে মাত্র র'য়েছে মগন।।
গত নিশি একবাভে আছে অনাহারে।
অদ্যও বঞ্চিত তারা এই ফলাহারে।।
নৌকায় বসিয়ে তারা ভাবে মনে মনে।।
না জানি কি অপরাধে বঞ্চিত ভোজনে।।
না জানি হে কত দোষী আমরা ছ'জন।
প্রসাদে বঞ্চিত মোরা এই সে কারণ।।
ষষ্টি বাবু বলে শুন হে রাজকুমার।
গৃহেতে যাইয়ে এবে জান সমাচার।।
মনে হয় প্রেমে মগ্ন র'য়েছে সবাই।
বিপিন সাধুর অদ্য বাহ্য স্মৃতি নাই।।
এই সে কারণ মোরা র'য়েছি বঞ্চিত।
বিপিন সাধুর দোষ নিও না ক্কচিৎ।।

এত শুনি চলে তীরে শ্রীরাজকুমার।
গিয়ে দেখে মহাভাব অতি চমৎকার।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় বাহ্য স্মৃতি হারা।
সবাকার দু'নয়নে বহে প্রেমধারা।।
দেখে শুনে বুঝিলেন সেই মতিমান।
কা'রো প্রতি দ্বেষ করা না হয় বিধান।
প্রেম রসে মগ্ন যত মতুয়ার গণ।
আহার্য্য না পাই মোরা এই সে কারণ।।
এত ভাবি আখিজল করে ছলছল।
উপনীত হ'ল যথা ভকত বৎসল।।
শ্রীরাজকুমারে হেরে চকিতের প্রায়।
সুমধুর বাক্যে প্রভু কুমার শুধায়।।
গত নিশি সবে বুঝি আছ অনাহারী।
তাই বুঝি মনক্ষুন্ন ভাব তোমা হেরি।।
এত যদি বলিলেন করুণার নিধি।
শুনে রাজ কুমারের ফেটে যায় হৃদি।।
শ্রীরাজকুমার কেঁদে পড়িলেন পদে।
মৃদুস্বরে কহে ভবে প্রেমের বিচ্ছেদে।।
করুণা-সাগর তুমি প্রভু গুরুচন্দ্র।
কৃপাদানে কর দূর ভক্ত চিত্ত সন্ধ।।
ফুকারিয়ে নাহি কাঁদে ভকত সুজন।
মরমে আকুল অতি ভাসে দু'নয়ন।।
মনে ভাবে হেন বন্ধু আর না মিলিবে।
এইভাবে ভক্তগণে কে আর শুধা'বে।।
হায় হায় কে বুঝিবে মরমের ব্যথা।
কে রাখিবে হেনভাবে ভক্তের বারতা।।
পুনরায় বলে ভাব ভকত রঞ্জন।
কোন কিছু নাহি বল ওহে বাছাধন।।
বল বা না বল আমি সব বুঝিয়েছি।
সেই হেতু তব ঠাঁই জিজ্ঞাসা ক'রেছি।।
এতেক বলিতে প্রভু ক্রোধিত হইল।
সত্বরে ডাকিয়ে বিপিনে আনাইল।।
প্রভু বলে তরণীতে যাহারা প্রহরী।
কেন বল তারা সবে রৈল অনাহারী।।
এরা যদি উপবাসী থাকিল নৌকায়।
সে দুঃখেতে মম হৃদি দগ্ধীভূত হয়।।
সকলি বিফল হয় আমার ভোজন।
মহোৎসব হয় তব বিফলে মগন।।
যদিচ আমার সেবা কভু নাহি হয়।
তাহাদের সেবা হ'লে মোর সেবা হয়।।

এত যদি বলিলেন প্রভূ দয়াময়।
বিপিনের হৃদি যেন দগ্ধ হয়ে যায়।।
কেঁদে বলে ক্ষমা কর ওহে মহাপ্রভু।
এ সব সংবাদ আমি নহে জানি কভু।।
আমার বলিতে প্রভূ কিবা আছে আর।
ঘর দ্বার যাহা কিছু সবই আপনার।।
যতজন আসিয়াছে মতুয়া সুজন।
এই বাটী সবাকার আপন ভবন।।
আমি মাত্র রহিয়াছি প্রহরি সদৃশ।
সব গৃহস্বামী প্রভু তুমি জগদীশ।।
বড় অপরাধী আমি না ল'য়ে বারতা।
অপরাধ ক্ষম মোরে ওহে বিশ্বপিতা।।
আপনি যে অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা হরি।
আপনি হে সারাৎসার পারের কাণ্ডারী।।
আপনি অনাথ বন্ধু ব্রহ্ম সনাতন।
অজ্ঞানের অপরাধ করুন মার্জ্জনা।।
আমি অতি দীনহীন অধম অজ্ঞান।
অপরাধী নাহি কেহ আমার সমান।।
এত বলি ভূমে পড়ি কাঁদে উভরায়।
মহাপ্রভু নিজগুণে বিপিনে সান্ত্বায়।।
উঠিল ব্যাকুল চিতে কাঁদিতে কাদিতে।
বিপিনের নারী পড়ে প্রভুর পদেতে।।
ক্ষমা কর অপরাধ হৃদয়ের ধন।
তুমি অগতির গতি পতিত পাবন।।
তারণ কারণ তুমি সর্ব মূলাধার।
তুমি বিনে দুঃখিনীর কেবা আছ আর।।
আকুল হইয়ে কাঁদে এমত করিয়ে।
আখিজল পড়িতেছে বয়ান বহিয়ে।।
প্রভু বলে ক্ষান্ত হও কাঁদিও না আর।
কভু যেন নাহি হয় হেন ব্যবহার।।
তা সবার লাগি এবে আহার্য্য পাঠাও।
না হয় দু'জনে গিয়ে সবাকে খাওয়াও।।
এত শুনি শ্রীবিপিন রমণী সংহতি।
প্রভুর তরণী পার্শ্বে চলিল ঝটিতি।।
উপনীত হয় গিয়ে তরীর নিকটে।
বিনীত ভাবেতে রহে দোহে করপুটে।।
শ্রীরাজকুমার ত্বরা আসিয়ে নৌকায়।
প্রকাশিয়ে সব কথা বলে সবাকায়।।
শুনিয়ে সবার হ'ল ভাবের উদয়।
আহা গুরুচাঁদ বলে কাঁদে উভরায়।।

আহা রে করুণানিধি কি আর বলিব।
তোমা হেন গুণনিধি কোথা গিয়ে পাব।।
আমাদের তরে আর কে ল'বে সংবাদ।
কেবা বল কৃপা করে পাঠাবে প্রসাদ।।
পুত্র সম কেবা আর ভক্তকে পালিবে।
মুখ চেয়ে দুঃখ আর কেইবা বুঝিবে।।
এ হেন দয়াল বল কে হইবে আর।
এমত বলিয়ে সবেকরে হাহাকার।।
হেনকালে বিপিন রমণী সংহতি।
অন্ন নিয়ে উপনীত সকাতর অতি।।
কেঁদে কহে ধন্য হরি ভকত সুজন।
না গাহিয়ে মম দোষ প্রেমেতে মগন।।
হায় হায় হেন ভক্তগণ অনাহারী।
কিবা করিতেছি আমি মহাপাপচারী।।
হেন ভক্তগণ তত্ত্ব লইনি কখন।
মম সম নাই কেউ ভবে অভাজন।।
এত ভাবি দোঁহে মিলি আকুল হৃদয়।
কেঁদে গিয়ে ধরিলেন তা সবার পায়।।
বলিতেছে আমি হই বড়ই অজ্ঞান।
অপরাধ ক্ষমা কর যতেক মহান।।
বড়ই অন্যায় আমি করিয়েছি ভাই।
সত্য বটে তোমাদের তত্ত্ব লই নাই।।
আত্মগ্লানি করি করে দন্ত কটমট।
অসহ্য যাতনা সম করে ছটফট।।
নৌকা পরে হেনভাবে করে হায় হায়।
কেঁদে কেঁদে ধরে দোঁহে প্রতি জন পায়।।
বিপিনের প্রতি ষষ্ঠি ব'লেছে বচন।
তব দোষ নাহি কিছু শুন মহাজন।।
আমাদের কর্ম্মদোষ র'য়েছে প্রচুর।
তাহাতে বঞ্চিত মোরা প্রসাদে প্রচুর।।
তুমি ছিলে মত্ত গুরুচাঁদ প্রেমরসে।
মকর সাজিয়ে তাহে বেড়িয়েছ ভেসে।।
আত্মহারা হয়ে তুমি ছিলে দ্রবময়।
প্রভুর এ মহালীলা বোঝা বড় দায়।।
অবশ্য হইবে ইহা মঙ্গল কারণ।
তেকারণ ঘটিয়েছে এ শুভ ঘটন।।
সকলি প্রভুর খেলা বোঝে সাধ্য কা'র।
মঙ্গলের তর মোরা আছি অনাহার।।
এই মত যত বলে তত বাড়ে সুখ।
তাতে হেন বিপিনের ফেটে যায় বুক।।

পুনরায় বলে অতি বিনয় করিয়ে।
অপরাধ ক্ষমা কর আমাকে চাহিয়ে।।
সেবা কর সর্ব্বজনে শুন ওহে ভাই।
নহিলে আমার স্থান কোন দেশে নাই।।
প্রভু মোর চিরতরে করিবে বর্জ্জন।
মহৎ গুণেতে সবে করহ ভোজন।।
তোমরা বিহনে বল কে আছে আমার।
কেন বা হইল প্রভু দয়ালাবতার।।
এমত বলিতে পুনঃ কাঁদে উভরায়।
শান্ত হল সর্ব্বজন বসিল সেবায়।।
ভোজন করিল তারা হ'য়ে হৃষ্টমন।
শ্রীবিপিন চলিলেন প্রভুর সদন।।
স্ত্রী-পুরুষে প্রভু পদে কহে সমাচার।
হইলেন তাহে শান্ত দয়ার আধার।।
প্রভু বলে হ'ল ভাল মনদুঃখ গেল।
না করিলে এই কর্ম্ম ঘটিত জঞ্জাল।।
প্রভুর অপর লীলা কে পারে বুঝিতে।
কহি কহে হরি বল গুরুচাঁদ প্রীতে।।

মহাপ্রভুর শৈলদাহ গমন

যখনেতে দোহে মিলি হইয়ে সে কৃতাঞ্জলী
বলিলেন নৌকার বারতা।
প্রভু বলে হরি বল করম হইল ভাল
এবে বল যার যেবা কথা।।
এতেক শুনিয়ে বাণী করি কেহ যোড়পানি
বলিলেন নিজ মনোব্যাথা।
এভাবে বহুত জন যার যেবা হয় মন
বলে সবে সে সব বারতা।।
যেতে হবে শৈলদাহ ম'তোগণ প্রেমোৎসাহ
প্রভু সনে চলিল তরণী।
বন্দিয়ে প্রভুর পদ হ'য়ে কেহ প্রেমাসম্পদ।
রামাগণে করে হুলুধ্বনি।।
পরে ম'তোগণ সহ চিনলেন শৈলদাহ
তথাআছে সুধন্য কুমার।
জ্যেষ্ঠ সুধন্যকুমার মধ্যম শ্রীঋতু বর
বিধুভূষণ কনিষ্ঠ সবার।।
প্রভুর তরণী যবে ঘাটেতে উদয় হ'বে
ম'তোগণে করে হরিধ্বনি।
শুনিয়ে মধুর বাণী নদীতীরে সব ধনী
ছুটে এসে করে হুলুধ্বনি ।।

সঙ্গে ছিল শ্রীসুধন্য আপনাকে মানী ধন্য
বলে ধন্য মতুয়াগণ।
ধন্য ওড়াকাঁদী ধাম ধন্য ধন্য হরি নাম
গুরুচাঁদ ভকত রঞ্জন।।
পুরাইতে ভক্ত সাধ ল'য়ে নিজ পারিষদ
মম গৃহে হ'লেন উদয়।
প্রেমদাতা বিশ্বগুরু ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু
আর কেবা হেন দয়াময়।।
ঘাটেতে লাগিল তরী সবে বলে হরি হরি
শ্রীসুধন্য গিয়ে প্রভু পাশে।
গললগ্নি কৃতবাসে ব'লেছে করুণ ভাষে
কৃপাকরি চলুন এ বাসে।।
কৃপা করি বিতরণ করেন ভাবতরণ
দয়াময় গুরুচাঁদ বিভু।
হরি হরি হরি বলি সবে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি
ভক্তগণ সঙ্গে চলে বহু।।
বসিলেন গৃহ মাঝে প্রভু গুরুচাঁদ রাজে
চারিদিকে বৈসে ভক্তগণ।
কেহ বা পিড়র পরে কেহ বা বৈসে বাহিরে
হেন ভাবে যার যেথা মন।।
কিবা সে মোহন শোভা, আমার কি মনোলোভা
অকলঙ্ক চাঁদের উদয়।
শ্রীসুধন্য ঋতুবর শ্রীবিধু কনিষ্ঠ আর
প্রভুপদে ধরণী লোটায়।।
প্রবাসী নরনারী এসে সবে সারি সারি
প্রভুরূপ করে দরশন।
কেহ বা গৃহেতে যায় কেহ বা রইল তথায়
হেত মতে যার যেবা মন।।
তিন ভ্রাতা অনুক্ষণ প্রেমাবিষ্ট তনু মন
কাঁদিতেছে গুরুচাঁদ বলি।
গিয়ে ম'তোদের ঠাঁই কেঁদে কেঁদে ছাড়ে হাই
মাখে মতুয়ার পদধূলি।
এইভাবে কিছু কাল বিগত হইল কাল
মতুয়ারা ধরেছে কীর্ত্তন।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
মহাভাব হইল উদ্দীপন।।
কেহ গুরুচাঁদ বলি হাতে দিয়ে করতালি
পুনঃ নাচে বাহু উর্দ্ধে করি।
কা'রো হয় গাত্রকম্প কেহ বা মারে উল্লম্ফ
কেহ কাঁদে করে হরি হরি।।

প্রেমবন্যা খরতর বহে বেলা দ্বিপ্রহর
সবে মগ্ন প্রেমের পাথারে।
কেহ করে রান্নাবান্না হৃদে বহে প্রেম-বন্যা
রামা-কার্য্য যায় গো পাগুরে।।
ডাকিয়ে সুধন্য বলে অন্নভুক্তা মামী স্থলে
বলে হেথা কি কর বসিয়া।
উঠে যাহ ত্বরা করি মেয়ে দিকে সঙ্গে করি
রান্না কার্য্য এস সমাপিয়া।।
অতিরিক্ত হ'ল বেলা ঘটিবে বিষম জ্বালা
কষ্ট পাবে প্রভু দয়াময়।
এত শুনি সব ধনী সর্বনাশ মনে গণি
উঠে গেল ত্রাসিত হৃদয়।।
সঙ্গে করি রামাগণে দুই চারি ছয় জনে
রান্নাকার্য্য করে সমাপন।
ডাল ডাল্না আদি যত ঘৃত পক্ক দ্রব্য কত
নানাবিধ করিল ব্যঞ্জন।।
রান্না-কার্য্য হ'ল শেষ ভোজ নিবে পরমেশ
শ্রীসুধন্য স্নান করাইল।
এনে সুশীতল বারি যোগাইল কোন নারী
মহাপ্রভু স্নান সমাপিল।।
অপরে মতুয়াবৃন্দ অন্তরে অতুলানন্দ
স্নান করে মধুমতী নীরে।
মুখে বলে হরি হরি জলকেলি পরিহরি
সবে এসে উঠিলেক তীরে।।
গৃহ মাঝে মনোরঙ্গে ঠাকুর শ্রীপতি সঙ্গে
মহাপ্রভু করেন ভোজন।
সুখাদ্যের দ্রব্য যত সেবিলেন মনোনীত
দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন তেমন।।
প্রাঙ্গণে মতুয়াগণ করে ভোজ সমাপন
হরিগুরুচাঁদ বলি দুখে।
কেহ হরি হরি বলে ভীড় দিল গলি গলি
মত্ত হ'য়ে প্রেমানন্দ সুখে।।
গ্রামবাসীগণসব ত্যজিয়ে বিমর্ষ ভাব
সেই গৃহে করিল ভোজন।
পূর্বে ছিল গণ্ডগোল শুনে এই হরিবোল
তারা হয় প্রেমের ভাজন
সব জ্বালা দুরে গের কোন কিছু না রহিল
প্রভু গুরুচাঁদ আগমনে।
কে যেন কি ক'রে গেল কেহ তাহা না বুঝিল
হেন ভাব হইল কেমনে।।

কেহ বলে ওহে ভাই এমত হ'বার নাই
শান্তিময় দিল দরশন।
পূর্ণ শক্তি প্রদায়ক কলিজীব নিস্তারক
গুরুচাঁদ বিপদ ভঞ্জন।।
এইমত বলাবলি করিতেছে সবে মিলি
প্রভু বলে সুধন্যের প্রতি।
শুন ওহে বাছাধন সঙ্গে করি ম'তোগণ
লক্ষ্মীখালী চ'লেছি সম্প্রতি।।
এত শুনি তিন ভাই আসিয়ে প্রভুর ঠাঁই
ভক্তিভরে প্রণাম করিল।
পুরবাসী নারীগণ একে একে সর্ব্বজন
পদধুলি মস্তকে লইল।।
পরে প্রভ ভক্ত সঙ্গে চলিলেন মনোরঙ্গে
মতোগণ দিল হরিধ্বনি।
তীর থেকে নারী বৃন্দ অন্তরে বিপুলানন্দ
সবে মিলি দিল হুলুধ্বনি।।
মতোগণে বাহে তরী মুখে বলে হরি হরি
পিছে পিছে বহু লোক ধায়।
বাবুগঞ্জের বাজারে নিকটে তরণী ধরে
পরে সেই বাজারেতে যায়।।
খগেন্দ্র পোদ্দার যিনি বাজারেতে ছিল তিনি
সেই স্থানে আছে বাসাঘর।
তরীর নিকট এসে গললগ্নি কৃতবাসে
প্রভুকে লইল তারপর।।
বিপুল ভাবেতে ভক্তি করিয়ে মধুর উক্তি
সবাকে করান ফলাহারা।
থাকি তথা কিছুক্ষণ নানা কথা আলাপন
প্রভু যান তরণী উপর।।
ম'তোগণে হরি ব'লে দিলেন তরণী খুলে
ধীরে ধীরে চালায় তরণী।
রুদিদাস বংশধর বাজার উত্তর পার
ধেয়ে এল তাদের রমণী।।
ব'লেছে বেওনা নাও এপার ঘাটে লাগাও
ঠাকুরকে করিব দর্শন।
তাহা কেহ নাহি শুনে কহিছে আনন্দ মনে
হরি হরি বল সর্বজন।।

প্রভুর সামন্তগাতী ভ্রমণ

যখনেতে মতোগণ বাহিল তরণী।
অপর তীরেতে ছিল কুলের কামিনী।।

আসড়িয়া বাসী ভক্ত শ্রীনীল রতন।
তার হৃদে ব্রজভাব হয় উদ্দীপন।।
আনন্দে ধ'রেছে গান সমুধুর তানে।
যেন অক্রুরের রথ এল বৃন্দাবনে।।
নিওনা অক্রুর মানু প্রাণ কৃষ্ণধনে।
গোকুল ডুবাইও না আকুল জীবনে।।
ব'ধ না অবলা প্রাণ ব'ধ না ব'ধ না।
ব্রজের জীবন ধন নিও না নিও না।।
পদ শুনি ম'তোগণে প্রেমে ঢল ঢল।
প্রেমরসে ডগমগ আঁখি ছল ছল।।
তাহাতে মজিল যেন কুলের কামিনী।
তাদের প্রণেতে যেন লাগে সেই ধ্বনি।।
কেঁদে বলে তরী রাখ মতুয়ার গণ।
নিও না অবলা বধি ব্রজের জীবন।।
রাখ রাখ তরী রাখ হেরিব নয়নে।
তোমরা নিও না মোর প্রাণ কৃষ্ণধনে।।
এমত আকুল রুহীদাসের নন্দিনী।
প্রভুর লাগিয়ে যেন হ'ল পাগলিনি।।
দুগ্ধ পৌষ্য পুত্র কন্যা রাখিয়ে তীরেতে।
ঝাপিয়ে পড়িল সেই নদীর জলেতে।।
অক্রুরের রথ যথা ধরে গোপীগণে।
তেমতি প্রভুর তরী ধরে রামাগণে।।
ভয়ানক কোলাহল তাহাতে হইল।
উর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে এল যেখানে যে ছিল।।
শুধু রব ধর ধর ছেড়না কখন।
দুইকূলে লোকসংখ্যা হ'ল অগণন।।
প্রভু বলে কিবা হ'ল কহ ম'তোগণ।
কেন বল কোলাহল হতেছে এমন।।
বিচরণ বলে প্রভু তরণী না চলে।
রুহীদাস্য নারীবৃন্দ নামিয়েছে জলে।।
কেঁদে কেঁদে বলে এসে ধ'রেছে তরণী।
তাহে প্রভু হয় এই কোলাহল ধ্বনি।।
প্রভু বলে তরী রাখ ওহে বিচরণ।
মেয়েদের মনোবাঞ্ছা করিব পূরণ।।
ভকত বৎসল এসে বাহিরে দাঁড়িয়ে।
মেয়েদের প্রতি বলে করুণা করিয়ে।।
কেন বল মাতাগণ ক'রেছ এমন।
নদী মাঝে এসে তরী ক'রেছ ধারণ।।
এই মত বলিলেন ভকত বৎসল।
রোহিদাস কন্যাগণে মুছে আঁখিজল।।

কেহ বলে ওহে প্রভু কিছুই না চাই।
দরশন পেলে মোরা জীবন জুড়াই।।
অন্য ধনে অভিলাষ নহে করি কভু।
শ্রীচরণে স্থান দিও ওহে বিশ্ব বিভু।।
মহাপ্রভু কৃপাদানে সবাকে সান্ত্বায়।
সুস্থ হয়ে তারা সবে গেল কিনারায়।।
অশ্বিনী গোসাই হ'ল ভাবেতে মগন।
ধৈরয ধরিতে নারে প্রাণ উচাটন।
প্রেমসিন্ধু নীরে যেন হইল মগন।
নেহারিয়ে ম'তোগণে মত্ত সর্বজন।।
বলিবার লিখিবার না আছে শকতি।
কিবা ভাব দেখাইল যতেক যুবতী।।
মাধবেন্দ্র বিচরণ বাহিল তরণী।
বীরবেশে মাঝে মাঝে দিল হরিধ্বনি।।
বর্ণনা অতীত ভাব কে পারে বুঝিতে।
কা'কে দিয়ে কেবা ক'রে এ বিশ্ব জগতে।।
বাল্য বৃদ্ধ গুণে বাধ্য হইল যাহার।
ত্রিতাপ বিদগ্ধ জীবে করেন উদ্ধার।।
কেবা বল হেন নিধি ধরণী মাঝারে।
বালবৃদ্ধ নরনারী সবাকারে হরে।।
মন হরে প্রাণ হরে জাতি কুল হরে।
ত্রিতাপ যাতনা হরে যম ভয়ে হরে।।
এইমত বলি কাঁদে মতুয়ার গণ।
সামন্ত গাতিতে গিয়ে দিল দরশন।।
উপনীত হ'ল গিয়ে তরণীর ঘাটে।
ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত সে তারিণী বটে।।
প্রভুর তরণী যবে উদয় হইল।
মতুয়াগণ সানন্দে হরিধ্বনি দিল।।
তারিণী মণ্ডল এসে প্রভুর গোচরে।
সবিনয় ভাবে কথা কহে ধীরে ধীরে।।
ছলছল দুটি আঁখি কাঁদিছে কেবল।
কৃপা করিলেন তারে ভকত বৎসল।।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে চলিলেন তীরে।
পিছে চলে ভক্তগণ হরিষ অন্তরে।।
বসিলেন গৃহ মাঝে প্রভু দয়াময়।
গৃহ আলোকিত হ'ল রূপ জ্যোৎস্নায়।।
সে আলোকে মুগ্ধ নরনারী গণ।
অনিমিষ নেত্রে রূপ করে দরশন।।
কেহ বলে ওগো দিদি কিরূপ সুন্দর।
রূপের উপমা নাই ত্রৈলোক মাঝার।।

বারেক হেরিলে রূপ না যায় পাশর।
এমন মধুর রূপ কিবা মনোহর।।
কোন মেয়ে বলে দিদি কি বলিব তোরে।
জাতি কুল গেল বুঝি গুরুচাঁদে হেরে।।
আঁখি না ফিরা'তে পারি রূপ নিরখিয়ে।
কেমনে যাইবে গৃহে কুলমান নিয়ে।।
না হেরিয়ে ছিনু ভাল গৃহমাঝে বসি।
বিদ্যুতের প্রায় প্রাণ কেড়ে নিল আসি।।
এমত বলি কোন ধনী ক'রেছে রোদন।
ম'তোগণে আরম্ভিল মধুর কীর্ত্তন।।
ব্রজভাবে মত্ত ছিল সবাকার মন।
কীর্ত্তন ধরিবা মাত্র ঝোরে দু'নয়ন।।
প্রবল বেগেতে বন্যা বাহিয়ে চলিল।
নরনারী সবে যেন তলিয়ে পড়িল।।
বহুক্ষণ প্রেমে মত্ত মতুয়ার গণ।
অন্তঃপুরে রান্না কার্য্য হ'ল সমাপন।।
সেবা অন্তে মহাপ্রভু রওনা হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক আঁধারমানিক গমন

এইভাবে মহাপ্রভু কারুণ্যের নিধি।
প্রতিজনে করে কৃপা নাহিক অবধি।।
তথা হ'তে চলিলেন ভকত রঞ্জন।
নানা স্থানে ভ্রমিলেন ল'য়ে ভক্তগণ।।
চর বানরী উমাজুরী শ্রীকৃষ্ণ নগর।
আনন্দে ভ্রমণ করে ভকতের ঘর।।
সব গৃহে নাম পদ করে ভক্তগণ।
অনুক্ষণ প্রেমাবিষ্ট থাকে তনু মন।।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাতে প্রভু গুরুচাঁদ।
নানা স্থানে ভ্রমিলেন নিয়ে পারিষদ।।
শ্রীরাই চরণ পোদ্দার মহাজন।
উপনীত হন প্রভু তাহার ভবন।।
মহাপ্রভু সে জনার পুরাইল সাধ।
যে ডাকে সে গৃহে যায় মরি কি আহ্লাদ।।
শ্রীনাথ চাটার্জ্জির হয় কৃষ্ণ নগরেতে।
সে গৃহ ভ্রমণ করে অতি আনন্দেতে।।
লক্ষ্মীনামে এক নারী অন্য বাড়ী ঘর।
সে গৃহেতে যান প্রভু করুণা সাগর।।
ফলাহার করিলেন প্রভু দয়াময়।
প্রসাদ লভিল পরে মতুয়া নিচয়।।

এইমত নানা গৃহ করিয়ে ভ্রমণ।
হরি বলি বাহে তরী মতুয়ার গণ।।
প্রেমভরে উদ্দীপন রহস্য কৌতুক।
বিশুদ্ধ ভাবের ভাব বাড়ে প্রেমসুখ।।
ক্রমেই প্রমত্ত হয় মতুয়ার গণ।
আঁধারমানিক দিকে করেন গমন।।
আঁধারমানিকে অদ্য মাণিক উদিল।
হরিগুরু প্রেলানন্দে হরি হরি বল।।

আঁধারামাণিক হ'তে নানা গৃহে ভ্রমণ

আঁধার মাণিক গ্রামে শ্রীনাগর মাত্তা নামে
এক ভকত করেন বসতি।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ সঙ্গে ভক্ত পারিষদ
আনন্দেতে উদিলেন তথি।।
হেরে সাধনের মণি মাত্তা করে হরিধ্বনি
হুলুধ্বনি করে রামাগণ।
উঠিল আনন্দ রোল সবে বলে হরিবোল
গ্রামবাসী করে আগমন।।
লোকারণ্য তথা হয় হেরিবারে দয়াময়
ঠেলাঠেলি করে বহুলোকে।
মাতা পদতলে পড়ি কতনা বিনয় করি।
প্রেমধারা বহিছে দ'চোখে।।
তুমি অগতির গতি তোমা বিনে নাই গতি
তুমি প্রভু সর্ব সারাৎসার।
কৃপা কর অধীনেরে চল অধীনের ঘরে
প্রেমদাতা দয়ার আধার।।
এইমত বলে বাণী শ্রীনগর গুণমণি
আঁখিজল করে ছল ছল।
সেইভাব নেহারিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে
চলিলেন ভকত বৎসল।।
নাগরের গৃহ মাঝে প্রভু গুরুচাঁদ রাজে
বসিলেন হরিষ হৃদয়।
চারিদিক ভক্তবৃন্দ মধ্যে অকলঙ্ক চন্দ্র
রূপে আলোকিত হয়।।
শুনিয়ে প্রভুর বার্ত্তা বহু লোকে এল তথা
যুবা বৃদ্ধ নারী কি পুরুষ।
গুরুচাঁদে দেহারিয়ে সবাই অবাক হ'য়ে
আছে যে হইয়ে বিহুষ।
মাছরাঙ্গা পাখি প্রায় পলক বিহীন রয়
আর করে প্রেমময় ভঙ্গি।

কেহ বা প্রলাপ বকে করাঘাত করি বুকে
বিমোহিত হ'ল যত সঙ্গী।।
তাহে মতুয়ারগণে বিমোহিত সর্ব্বজনে
ভক্তিভরে করি দরশন।
জয় হরি বল ব'লে প্রেম পূর্ণ কুতূহলে
প্রেমাবেশে ধ'রেছে কীর্ত্তন।।
এল এক ব্রহ্মচারী ম'তোদের ভাব হেরি
দেখে যেন প্রেমের তরঙ্গ।
হরি বলে পড়ে ঢলি করিতেছে কোলাকুলি
আর করে ভাবময় রঙ্গ।।
ক্রমে হ'ল মাতোয়ারা দু'নয়নে বহে ধারা
কভু অঙ্গ উঠেছে শিহরী।
ভেবে গুরুচাঁদ পদ কেহ করে সিংহনাদ
ঠিক যেন উন্মত্ত কেশরী।।
এইমত নাম রসে মতোগণ চলে ভেসে
করে কত প্রেমের প্রলাপ।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
কেঁদে বলে কোথা মোর বাপ।।
তুমি হে গুরুর গুরু ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু
তুমি প্রভু অগতির গতি।
দান করি কৃপাবিন্দু পার কর ভব সিন্ধু
নাশ কর মোদের দুর্গতি।।
এইমত কাঁদে যত ধারা বহে অবিরত
পড়ে ধারা বক্ষের উপর।
প্রেমের সাগর মাঝে সর্বজনে আছ ম'জে
বেলা হ'ল দ্বিতীয় প্রহর।।
অন্তঃপুরে রামাগণ করে রান্না সমাপন
প্রেমাবেশে মত্ত সর্বজন।
মিশ্রিত যে ঘৃত গব্য উত্তম উত্তম দ্রব্য
নানাভাবে করিল রন্ধন।।
চোর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য দ্রব্য উপাদেয়
প্রস্তুত ক'রেছে ভারে ভার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি করি কত আমদানী
গৃহ মাঝে রেখেছে বিস্তর।।
কেহ বলে প্রভু ঠাঁই ভোজের হ'য়েছে ঠাঁই
ভোজন করুন দয়াময়।
শুনিয়ে ভক্তের বাণী গুরুচাঁদ গুরুমণি
সেবা করে আনন্দ হৃদয়।।
অপরেতে ম'তোগণ ভোজ করি সমাপন
হরি বলি বাহিল তরণী।

তাঁরা চাঁদের ভবনে উদিত আনন্দ মনে
রামাগণে দিল হুলুধ্বনি।।
কিছুক্ষণ থাকি তথা বলিলেন হরিকথা
পুনরায় করে গমন।
ভাষার হাটের পার্শ্বে ভক্তগণ মনোল্লাসে
হরিধ্বনি করে ঘনে ঘন।।
হাটুরিয়া যত লোক সবাই হ'য়ে পুলক
নদী তীরে হইল উদয়।
কেহ বলে কূলে ধর ক্ষণেক বিলম্ব কর
চক্ষে নেহারিব দয়াময়।।
হাটের বেসাতি ফেলে বহু লোক ধেয়ে চলে
ডেকে বলে ফিরাও তরণী।
দোকানী পাশরী যত সবে হ'ল চমকিত
এমত যে না দেখি না শুনি।।
কেবা এল এ মানুষ হেরিতে যত মানুষ
কেন সবে ধায় উভরায়।
কোন দেশে হ'তে এল কোন দেশে যাবে বল
কেন বল হাট ভেঙ্গে যায়।।
কেহ বলে ওহে ভাই এ মানুষ তুল্য নাই
ওড়াকাঁদী করেন বসতি।
এল গুরুচাঁদ প্রভ ত্রিজগত বিশ্ববিভু
জগজ্জীব সবাকার গতি।।
হরিচাঁদ পুত্র ইনি গুরুচাঁদ গুণমণি
দয়াময় ভকত রঞ্জন।
আপনার কৃপাবলে এসেছেন এই দেশে
ভক্তাশ্রমে করিতে ভ্রমণ।।
এম শুনি সেই জনা হইল যে উন্মনা
দরজায় চাবি দিল এঁটে।
পরুন বসন ছেড়ে ধাইল সে উভরোড়ে
রণাঙ্গনে যথা সৈন্য ছুটে।।
বলে রাখ তরীখানি হেরিব পরশমণি
নহে ভাই ত্যজিব জীবন।
নাম শুনে এনু ধেয়ে বেচাকেনা বন্ধ দিয়ে
হেরিবারে ভকত রঞ্জন।।
বার বার পদে ধরি বলিছে বিনয় করি
এই আশা নৈরাশ ক'রনা।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আমাদের বাক্য ধর
শুন শুন যত সাধুজনা।।
আর না বাহিও নাও আমাদের মাথা খাও
গুরুচাঁদ প্রভুর দোহাই।

অনুরোধ জনে জনে করিতেছে কায়মনে
হেন ভাব কভু দেখি নাই।।
শুনে সে কাতর বাণী গুরুচাঁদ গুণমণি
বলে শুন মতুয়া নিচয়।
কেন শুনি গোলযোগ মনে হয় বহুলোক
বল এরা কি করিতে চায়।।
বলিতেছে বিবরণ হাটুরিয়ে লোকজন
করিতেছে বিনয় ভকতি।
হেরিবারে আপনাকে বাঞ্ছা করে সব লোকে
দেখা দাও অগতির গতি।।
প্রভু বলে ক্ষণ মাত্র তরণী রাখহ অত্র
অনুরোধ করে সব লোকে।
এত শুনি রাখে তরী উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি
ম'তোগণে মনের পুলকে।।
প্রভু এল বাহিরেতে সবাকারে দেখা দিতে
কৃপা করি তৃষিতের প্রতি।
মধুর মুরতীখানি যেন পদ্মরাগ মণি
অঙ্গ হ'তে বাহিরায় জ্যোতি।।
ছাপ্পর হেলান দিয়ে দাঁড়াল বঙ্কিম হ'য়ে
আহা মরি কিবা শোভা তায়।
যেন সেই ব্রজ সখা হইয়ে ত্রিভঙ্গ বাকা
দাঁড়িয়েছে শ্যাম রসময়।।
সবে বলে আহা মরি কিবা এরূপ মাধুরী
কভু নহে হেরিয়েছি মোরা।
না জানি কোথা বা ছিল ভুবন করেছে আলো
রসময় মূর্ত্তি মনহরা।।
অঙ্গ করে ঝিকিমিকি উড়ু উড়ু প্রাণ পাখী
নেহারিয়ে হইনু পাগল।
আহা মরি দয়াময় বল দেখি কোথা যায়
কার জন্ম করিতে সফল।।
এবে আমি কিবা করি পিছাইয়ে যেতে নারি
যাব আমি এ মানুষ সাথে।
গৃহেতে না যাব ফিরি হেরিব রূপ মাধুরী
জাগিয়েছে যেন বাঞ্ছা চিতে।।
এইমত বলাবলি করিছে অনেকে মিলি
হেনকালে কহে দয়াময়।
শুন এবে সর্ব্বজন এখনে করি গমন
সবা ঠাঁই মাগীনু বিদায়।।
এত শুনি মতুয়ারা প্রেমানন্দে মাতোয়ারা
হরি বলি বাহিল তরণী।

আনন্দে পূর্ণিত হ'য়ে নদী তটে দণ্ডাইয়ে
কেহ কেহ করে হরিধ্বনি।।
হাটুরিয়া লোক যত হয়ে নিরুৎসাহিত চিত
নদীতটে রহে দাঁড়াইয়ে।
কেহ রহে ক্ষুণ্ন মনে কেহ চাহে তরীপানে
কেহ রহে ভূতলে বসিয়ে।।
এই মত সর্ব্বজন থাকি তথা কিছুক্ষণ
অপরেতে চলিল বাজার।
পাশরিতে নারে কেহ মনে পড়ে অহরহ
গুরুচাঁদ রূপ মনোহর।।
এদিকে পরম সুখে মিত্রিডাঙ্গা অভিমুখে
প্রভুর তরণী চালাইল।
গণেশ মণ্ডল নাম হরিভক্ত গুণধাম
সেই ঘাটে উপনীত হ'ল।।
ম'তো করে হরিধ্বনি শুনে সবে সেই ধ্বনি
ধাইয়ে আইল বহুজন।
বাল্য বৃদ্ধ নরনারী এল সবে সারি সারি
সবাকার প্রফুল্লিত মন।।
ছুটে এল সে গণেশ যথা প্রভু পরমেশ
পদপ্রান্তে পতিত সুমতি।
ব'লেছে বিনয় ক'রে উঠ প্রভু কৃপা ক'রে
ভক্তগণ করিয়ে সংহতি।।
গণেশের নারী এসে দাঁড়িয়ে তরীর পাশে
ভক্তি চিতে ক'রেছে রোদন।
আঁখিকরে ছল ছল প্রেমরসে ঢল ঢল
প্রেমবারি হ'তেছে পতন।।
তীরে এস প্রাণধন নেহারিব শ্রীচরণ
তুমি প্রভু অনাদি ঈশ্বর।
তুমি হেঅনাথবন্ধু দান কর কৃপা সিন্ধু
তোমা বিনে কেহ নাহি আর।।
এই মত কাঁদে ধনী বলি সুমধুর বাণী
নয়নেতে বহে অশ্রুধার।
ভক্তি সূতে প'লটান রইতে নারে গুরুচাঁদ
বলে বাণী অমৃতের ধার।।
চল সবে ত্বরা করি ভক্ত গণেশের বাড়ী
পিতা মাতা ক'রেছে আদর
এ যত্ন রাখিতে হয় ত্যাগ করা ভাল নয়
এরপরে পাব অনাদর।
এ যত্ন রাখিতে হয় ত্যাগ করা ভাল নয়
এরপরে পাব অনাদর।।
এত বলি গুরুচাঁদ ল'য়ে নিজ পারিষদ
নামিল আনন্দ হৃদয়।

মহাপ্রভু হর্ষান্তরে গিয়ে গণেশের ঘরে
বসিলেন আনন্দ হৃদয়।।
হ'ল তাহে মহাভাব কিবা মধুমাখা ভাব
সেই ভাব তুলনা বিহীন।
পেয়ে সাধনের ধনে স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে
পূজে পদ হ'য়ে প্রেমাধীন।।
হে'রে মতুয়ার গণে আনন্দিত সর্ব্বজনে
নাম রসে হইল মগন।
নরনারী সবে মিলি করিতেছে প্রেমকেলী
আঁখিজলে ভেসেছে বদন।।
এইভাবে বহুক্ষণ করে নাম সংকীর্ত্তন
বর্ণনা অতীত সেই দশা।
প্রেমসিন্ধু উথলিল কি যেন কি হ'য়ে গেল
বর্ণিবার না যুয়ায় ভাষা।।
পরে হ'য়ে সুস্থ মন যতেক রমণীগণ
ব্যস্ত হ'য়ে রান্না সমার্পিল
সুখাদ্যের খাদ্য যত তাহা বা বর্নিত কত
মহাপ্রভু ভোজন করিল।
পরে মতুয়ার গণে সবাই বসি প্রাঙ্গণে
আনন্দেতে ভোজ সমাধিল।
ভক্তিবাধ্য গুরুচাঁদ পুরাইল ভক্ত সাধ
শয্যাপরে বিশ্রাম লভিল।
হরি নাম সংকীর্ত্তন করে নিশি জাগরণ
প্রাতঃকালে বাহিল তরণী।
প্রভুর এ লীলা কাজ ব্যকত ভকত মাঝ
করি কহে ধন্য মানি।

মহাপ্রভুর বেতকাটা গমণ

প্রভাত সময় সবে বাহির তরণী।
আনন্দে পূর্ণিত হ'য়ে করে হরিধ্বনি।।
দাড় বাহে বিচরণ তরণী বাহক।
মাধবেন্দ্র বাহে হা'ল তরণী চালক।।
তীর বেগে চলে তরী দক্ষিণ দেশেতে।।
বেতকাটা উপনীত হ'লেন ত্বরিতে।।
সোনাতন হালদার বেতকাটাবাসী।।
তাহার ঘাটেতে তরী বাঁধিলেক আসি।
ম'তোগণে হরিধ্বনি করে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনে সোনাতন ধায় অতি উভরোড়ে।
চাতকিনী পেল যথা নব ঘন বারি।
তিমনি ভাবেতে পেল অকুল কান্ডারী।
প্রেমানন্দে ভরপুর হ'ল সোনাতন।
ভক্তিভরে গৃহে নিল সাধনের ধন।
মনে ভাবে অদ্য মম জীবন সফল।
কৃপা করি দিল দেখা ভকত বৎসল।।
আহারে করুণা নিধি ভকত রঞ্জন।
অগতির গতি প্রভু পরম কারণ।।
তোমা সম দয়াময় নাহি এ ধরায়।
ভকতে করহ ধন্য দিয়ে পদাশ্রয়।।
এই মত মনে ভেবে ক'রেছে রোদন।
সন্ত্বনা হইল পরে ভেবে শ্রীচরণ।
মহাপ্রভু ব'সেছেন গৃহের মাঝারে।
বহু নরনারী এসে প্রভুকে নেহারে।।
কেহ বলে কেহ এই সোনার মানুষ।
রূপ নেহারিয়ে যেন হ'যেছে বিহুষ।।
অকলঙ্ক পূর্ণ শশী উদয় হ'য়েছে।
জাতিকুল মনপ্রাণ সকল হ'য়েছে।।
এইমত বলাবলি করে কোন লোক।
মুখেতে কাতর বাণী অন্তরে পুরক।।
হেরিয়ে মতুয়ার গণ আনন্দে মগন।
সুমধুর স্বরে কেহ ধ'রেছে কীর্ত্তন।।
কীর্ত্তনে হইল মহাভাবের তরঙ্গ।
অভিমান বৃক্ষ আদি কুল করে ভঙ্গ।।
মহা ঝড় উঠিল সে কীর্ত্তন মাঝারে।
আমিত্ব গৌরব কোটা কম্পে থরে থারে।
মহাবাতে পড়ে যথা কদলীন বন
সেইমত ভুমে পড়ে মতুয়ার গণ।।
কাঁদাকাঁদি ঢলাঢলি কতই হইল।
বহু নরনারী বসি কাঁদিতে লাগিল।।
কেবা কা'রে ধরে তোলে সবাই সমান।
আত্মহারা হ'য়ে করে নামামৃত পান।।
এইমত হ'ল নাম দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ কেহ কাঁদে বসি ভুমের উপর।।
কেহ বলে কৃপা কর ওহে গুরুচাঁদ।
অধমে করেন ধন্য দিয়ে রাঙ্গাপদ।।
তুমি হে অনাথ নাথ দেব দীনবন্ধু।
নিস্তার করহ প্রভু এই ভবসিন্ধু।।
এইভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল।
ক্রমে মতুয়ারগণ নাম ক্ষান্ত দিল।
পরেতে হইল সেবা হরষিত মনে।
নৌকাতে পাঠায় অন্ন অতি সযতনে।।

প্রেমানন্দে ছয়জন করেন ভোজন।
বিনয় করিতে গিয়ে কাঁদে সোনাতন।।
ষষ্টিবাবু বলে বাপ কাঁদিও না আর।
মানব জনম ধন্য হ'য়েছে তোমার।।
প্রভুর করুণা ধারা হ'য়েছে বর্ষণ।
ভাব হৃদে দুরে গিছে ত্রিতাপ যাতন।।
সেজন ব'লেছে আমি না জানি সাধন।
কৃপা যেন থাকে ব'লে দীনহীন জন।।
পুনরায় মিষ্ট বাক্য তাহাকে সান্ত্বায়।
সে জন আইল গৃহে হরিষ হৃদয়।।
এইভাবে সেই গৃহে মহোৎসব হ'ল।
কেহ গিয়ে প্রভুপদে প্রণাম করিল।।
লক্ষীখালী যাইবারে উদ্যোগ করিল।
হরষিত চিত্ত সবে নৌকায় চলিল।।
প্রভুপদে প্রণমিল পুনজন আসি।
পদধুলী নিয়ে হয় পরম উল্লাসী।।
অতঃপর মহাপ্রভু করিল গমন।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি বল মন।।

মহাপ্রভুর লক্ষীখালী গমন

তরণী বাহিল যত মতুয়ার গণ।
নৌকাতে রয়েছে সবে আনন্দিত মন।।
অগ্রভাগে মহাসাধু সংবাদ পাঠায়।
আসিতেছি নিয়ে আমি প্রভু দয়াময়।।
প্রভুর তরণী নিয়ে ঘুরিয়ে না যাব।
বহুলোক এলে তরী মাঝে করি নিব।।
এবে দেখ অপরাহ্ন হ'য়েছে সময়।
ঘুরে যেতে বহু রাত্রি হইবে নিশ্চয়।।
অতএব হরষিতে বলিবে বচন।
সত্বরে আইসে যেন ল'যে লোকজন।।
এতশুনি বার্ত্তাবাহ চলিল সত্বর।
লক্ষীখালী গিয়ে জানাইল সমাচার।।
বার্ত্তা শুনি সবে হয় আনন্দে পুর্ণিত।
সবাকার দক্ষিণাঙ্গ হ'তেছে স্পন্দিত।।
কই কোথা কোন দিকে বল ত্বরা বল।
কোথায় আছেন মোর ভকত বৎসল।।
কতক্ষণে নেহারিব হৃদয়ের মণি।
কতদুরে আছে প্রভু বর বাপ শুনি।।
যে সংবাদ আনিয়াছ কি দিয়ে তোষিব।
তোমার এ ঋণ বাপ কেমনে শোধিব।
এইমত ভাবোন্মত হয়েছে সবাই
বড়ই মধুর ভাব তুল্য দিতে নাই।।
গুরুচাঁদ লাগি সবে হ'য়েছে পাগল।
সবাকার আঁখিতারা করে ছল ছল।।
যাও যাও হরষিত বলেছেন মাতা।
মাথে করি আন গিয়ে জগতের পিতা।।
বিলম্ব কর না বাপ শুন বাছাধন।
লোকজন নিয়ে ত্বরা করহে গমন।।
এত শুনি হরষিত সাধুর নন্দন।
শতাধিদক লোক নিয়ে করিল গমন।।
বড় বড় বাঁশ নিল স্কন্ধেতে করিয়ে।
কাঁছির সাহায্যে তরী লইবে বাঁধিয়ে।।
হেনভাবে উপনীত লোক শতজন।
হেরিয়ে সবার হয় সবিস্ময় মন।।
পরেতে শুনিল কেহ সাধুর সকাশে।
তরণী লইবে বেঁধে এই সব বাঁশে।।
শুনিয়ে সবার মুখে উপজিল হাস।
কেহ বলে ওরে ভাই একি সর্ব্বনাশ।।
প্রভু বলে হেন কর্ম্ম যুক্তিযুক্ত নয়।
ঘুরিয় যাউক তরী তা'তে কিবা ভয়।।
হেথা থাকিয়ে আর নাহি প্রয়োজন।
সত্বরে চালাও তরী ওহে বিচরণ।।
গোপাল ব'লেছে প্রভু নিবেদি চরণে।
দুইখানী পাল্কী প্রভু এসেছে এখানে।
পাল্কীতে চড়িযয়ে প্রভু চলুন দু'ভাই।
ঘুরে যা এতে তরী ততে ক্ষতি নাই।।
বলিতে বলিতে পাল্কী সম্মুকে আইল।
অবিলম্বে পৌত্রসহ তাহাতে চড়িল।।
যে পাল্কীতে চলিলেন শ্রীপতি সুন্দর।
কিছুদুর গিয়ে পাল্কী করে মর মড়।।
ব্যস্ত হ'য়ে শ্রীশ্রীপতি নামিল তখন।
পদব্রজে চলিলেন সহ ম'তোগণ।।
শ্রীঅশ্বিনী বাবুরাম কানাই কৈলাশ।
শ্রীবিপিন শ্রীদেবেন্দ্র মনেতে উল্লাস।।
এইমত বহু ভক্ত সঙ্গেতে গমন।
পিছে পিছে ধেয়ে চলে ভক্ত অগণন।।
যখনেতে লক্ষীখালী হইল উদয়।
চারিদিকে সবলোকে করেশ জয় জয়।।
প্রভু এল প্রভু এল ঘোষণা পড়িল।
মুহুর্ত্তেকে লোকারণ্যময় হ'য়ে গেল।।

প্রেমেতে উন্মত্ত সাধু বলে হরি হরি।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমবারি।।
শুধু একা নয় সাধু প্রেম অধিকারী।
পরিবার বর্গ সবে সেই ভাবধারী।।
সবার অন্তরে বহে প্রেমের লহরী।
আঁখিজল অবিরত বহে বক্ষোপরি।।
পুলকে মাতিয়ে করে গৃহের সাজন।
সুচিত বিচিত্র তাহা না যায় বর্ণন।।
ফুলের আসর করে ফুলের বাসর।
থরে থর রাখিয়েছে অতি মনোহর।।
নানাবর্ণ চিত্র করি ক'রেছে সাজন।
ঝুলন ঝুলন কত অতি সুশোভন।।
শ্বেত পীত সবুজাদি বর্ণ নানা জাতি।
যাতি যুতি শেফালিকা মল্লিকা মালতী।।
গোপাল টগর চাপা সে বেলী বকুল।
রক্তজবা শ্বেত জবা কৃষ্ণকলি ফুল।।
নানাবর্ণে মালা গাঁথি রেখেছে যতনে।
ফুলশয্যা করি রাখে ভক্তিযুকত মনে।।
সে আসনে বসিলেন কৃপার সাগর।
অঙ্গ ঘ্রাণ নেয় কত ভ্রমরি ভ্রমর।
অপরূপ হ'ল শোভা বর্ণনা অতীত।
নানাবিধ বর্ণ ফুলাহার চারিভিত।।
গোপাল সাধুর নারী প্রণমি চরণে।
ম'তোগণ পদ বন্দে ভক্তিযুক্ত মনে।।
অপরেতে স্বামীপদ করিয়ে বন্দন।
সবে মিলি করে পূজা প্রভুর চরণ।।
ভকতি চন্দনে ফুল করিয়ে মিশাল।।
প্রভুর চরণে দান করিল গোপাল।।
সঙ্গে সঙ্গে সাজাইল শ্রীপতি ঠাকুরে।
পুষ্পাঞ্জলী করে দান কত না আদরে।।
সবে মিলি ফুলহার করিল অর্পণ।
ঝলমল করিতেছে অতি সুশোভন।।
কণ্ঠোপরি শোভে হার অতি চমৎকার।
আকর্ণ বেষ্টিত হার মস্তক উপর।।
অপরূপ হ'ল শোভা বর্ণনা অতীত।
করিতে না পারিলাম ভাষায় রচিত।।
এমনি মোহন সাজে সাজিল গোপাল।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইল ভকত বৎসল।।
ভক্তিভাবে দ্রব্যময় হ'ল তনুখানি।
সেইভাবে সাজাইল সাধনের মণি।।

এতেক প্রভুর হয় অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়।
আলোতি হ'ল পুরী রূপের ছটায়।।
মনমুগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ রূপ দরশনে।
বিদ্যুৎ ঝলিলে যেন রূপের কিরণে।।
উপমা নাহিক দিতে ত্রিলোক মাঝারে।
গোপালের গৃহে প্রভু হেন রূপ ধরে।।
বারে হেরিলে রূপ না যায় পাশরা।
আহা মরি কিবা এই রূপ মনোহরা।।
বহুলোক সেই রূপ কর দরশন।
ফিরায়ে আনিতে নারে আপন নয়ন।।
এহেন ভাবের দশা অনেকের হয়।
সে সব বর্ণিতে গেরে পুঁথি বেড়ে যায়।।
হেন অপরূপ রূপ তুলনা বিহীন।
বর্ণিতে অযোগ্য আমি অতি দীনহীন।।
ভুবনমোহন রূপে প্রভু গুরুচাঁদ।'
কৃপা করি পূর্ণ করে ভক্ত মনোসাধ।।
গলাগলি ধরাধরি করি লোকজন।
বলে কিবা অপরূপ করিনু দর্শন।।
পাইয়েছে বর্ত্তমানে অমূল্য রতন।
চরণ পুজিল সাধু মনের মতন।
প্রভুকে আনিয়ে গৃহে ভকতে শিক্ষায়।
কর বর্ত্তমান পূজা মানুষের পায়।।
চেয়ে দেখ বর্ত্তমান মানুষাবতার।
মানুষে মানুষ মিশে র'য়েছে এবার।।
মানুষ স্বরূপ মিশে করে অবতার।
মানবে চিনেছে তাঁরে শুদ্ধ চিত্ত যার।।
শ্রীগোলক হীরামন শ্রীলোচন চন্দ্র।
দশরথ মৃত্যুঞ্জয় আর মহানন্দ।।
মৃত্যুঞ্জয় কৃপাযোগে শ্রীতারক চন্দ্র।
মন মানুষের পেয়ে বাড়িল আনন্দ।
মানুষের আগমেন অসংখ্যা মানুষ।
সমাগত হ'য়ে সবে নেহারে মানুষ।।
গুরুচাঁদ রূপে সেই মনের মানুষ।
মানুষ করিতে এল কলির মানুষ।।
মানুষে মানুষে আর্ত্তি বিশুদ্ধ মানুষ।
যার হবে হেন দশা সে পাবে মানুষ।।
মানুষের লাগি কাঁদে সকল মানুষ।
মানুষের রূপ হেরি মানুষ বিহুষ।।
এইভাবে কহে ভাষ ভক্তির মানুষ।
মানুষের আগমনে বিহুষ মানুষ।।

মহাভাব উথলিল মানুষের হৃদে।
মানুষ মানুষ বলি ডুবে প্রেমহ্রদে।।
সময় বহিয়ে গেলে পাব না মানুষ।
মানুষের পদ পূজা করিল মানুষ।।
মানুষ মানুষ বলি চলিল মানুষ।
নরনারী কা'রো যে না রহিল হুষ।।
বহুক্ষণ হেনভাবে অতীত হইল।
প্রেম সাগরেতে সব মানুষ ডুবিল।।
বর্ণনা অতীত হয় মানুষের ভাব।
কা'র প্রাণে না রহিল ভাবে অভাব।।
মহাভাবে হ'ল মত্ত সাধুজী গোপাল।
প্রভুর লাগিয়ে যত এনেছিল ফল।।
গণনা অতীত তাহা বর্ণনা অতীত।
তুলনা অতীত তাহা কে করে নির্ণিত।।
আনিল প্রভুর ঠাই দিতে ফলাহার।
গোপাল করায় সেবা মরি কি বাহার।।
অন্তরে আনন্দ আর ধরে না কাহার।
প্রেমে মেতে করে সবে এই ফলাহার।
অপরে আইল তথা দেশবাসী গণ।
তৃষিত চকর সব করে দরশন।।
কেহ বলে একি হেরি চাঁদের বাজার।
কে দিখিবি আয় তোরা রূপ মনোহার।।
যেন কোটী পূর্ণ শশী ভূতলে উদয়।
কৃতার্থ হইনু অদ্য সাধুর কৃপায়।।
ধন্য ধন্য আমাদের সাধু মহাশয়।
যার গৃহে হ'ল কোটীর চাঁদের উদয়।।
দক্ষিণ দেশের বন্ধু তিনি এক মাত্র।
প্রভুকে আনিয়ে দেশ করিল পবিত্র।।
এহেন বান্ধব ভবে না মিলিবে আর।
সাধুর কৃপায় হ'ব ভব সিন্ধু পার।।
এমত ব'লেছে কেহ ডাকিয়ে হাকিয়ে।
প্রেমধারা পড়িতেছে বয়ান বাহিয়ে।।
হেরিয়ে মতুয়া গণ আনন্দে মাতিল।
অশ্বিনী গোসাই হরিনাম আরম্ভিল।।
ভূতলে নেমেছে চাঁদ কে দেখিবি আয়।
শতকোটি চাঁদ তাঁর চরণে উদয়।।
ওড়াকাঁদী অকলঙ্ক চাঁদ পরকাশ।
দেখে যারে সেই চাঁদ ভক্তের আবাস।।
এইমত পদ ধরি পড়িল ঢলিয়া।
বিমোহিত সর্বজন সে ভাব হেরিয়া।।

প্রেমসিন্ধু উথলিল প্রবল বেগেতে।
চলিল প্রেমের বন্যা ছুটে চারিভিতে।।
ভাসাইয়ে নিল যত কুলের কামিনী।
আকুল হয়ে তথা কাঁদে সব ধনী।।
কুল ভেঙ্গে প'ল ঢলে যত অভিমানী।
ভেসে যায় আমিত্বের গৌরবের খনি।।
রাধামণি স্রোতে ভেসে করে সবিনয়।
ধন্য লীলা কর বাবা লক্ষ্মীখালী গায়।।
অপার মাহিমা তব কে পারে বুঝিতে।
সাধুকে করিলে ধন্য করুণা দানেতে।।
রাধামণি প্রতি বলে সুহাস্য বদনে।
সুস্থ হ'য়ে বৈস গিয়ে মেয়েদের সনে।।
রাধামণি বুঝিলেক তাহার কারণ।
ধেয়ে গিলে বলে শুন যত রামাগণ।।
সুস্ত হ'য়ে যাও সবে করিতে রন্ধন।
ক্ষুধার পীড়িতে শেষে হবে সর্বজন।।
এত শুনি কেহ কেহ সুস্থির হইল।
রন্ধন করিতে শেষে উদ্যোগী হইল।।
রন্ধনের দ্রব্য যত করে আয়োজন।
তার মাঝে বারি ধারা হ'তেছে পতন।।
কেহ ঝাল বাটে কেহ কাটে তরকারী।
তার মাঝে পড়িতেছে বিন্দু বিন্দু বারি।
কেঁদে কেঁদে রান্না কার্য্য করে সমাপন।
অদ্ভুত হইল কর্ম্ম না যায় বর্ণন।।
স্মৃতিহারা সব করে রান্না সমাপন।
কেহ গিয়ে জানাইল সাধুর সদন।
সাধু বলে আন তবে সুবাসিত বারি।
যতন করিয়ে তাহা রাখ কুম্ভ পুরি।
এত বলি করাইল প্রভুকে সেনান।
সবে মিলে স্নান কার্য্য করে সমাধান।।
ভোজনে বসিল প্রভু পৌত্রের সংহতি।
গোপালের নারী যেন হ'ল যশোমতী।।
বাৎসল্য ভাবেতে সেবা করা প্রভুকে।
বিন্দু বিন্দু প্রেমধারা বহিছে দু'চোখে।।
অত্যানন্দে হ'ল সেই ভোজ সমাপন।
অপরে ভোজন করে মতুয়ার গণ।।
কেহ কেহ দেয় ভীর মনের পুলকে।
গলি গলি ঘুরিতেছে অতি মন সুখে।।
জয় জয় হরিচাঁদ ক্ষীরোদ বিহারী।
জয় বিশ্বরূপ কৃষ্ণদাস রূপধারী।

জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ।
জয় শ্রী স্বরূপ দাস তাহার কনিষ্ঠ।
সবার কনিষ্ঠ হয় শ্রীস্বরূপ-দাস।
ভ্রাতৃগণ আজ্ঞাবহ যেন কৃতদাস।।
পঞ্চ সহোদর হয় পতিত পাবন।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদের একত্র মিলন।।
হয় নাই হবে নাকো হেন অবতার।
ধন্য কলিযুগ এই মানুষাবতার।।
এইমত ভীর দিল বহু বহু জন।
শ্রবণেতে অনেকের বিমোহিত মন।।
সেজন উঠিয়ে বলে জয় জয় জয়।
জয় ওড়াকাঁদী জয় লক্ষ্মীখালী জয়।
জয় জয় হল দেশ জয় জয় বল।
দক্ষিণ দেশ হয় ধন্য হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর আড়ংঘাটা গমন

পরে একজন হইয়ে ধীর।
প্রেমানন্দে সেই দিতেছে ভীর।।
জয় গুরুচাঁদ পতিতের বন্ধু।
অধম তারণ করুণা সিন্ধু।।
তস্য জ্যোষ্ঠ পুত্র শ্রীশশী ভুষণ।
নমঃকুলে হয় শিরের ভুষণ।
জয় জয় শ্রীসুধন্য ঠাকুর।
লোক প্রতি যার দয়া প্রচুর।।
জয় শ্রীউপেন্দ্র মধ্যম পুত্র।
শিক্ষার সেপামোহে হয় সুত্র।।
জয় শ্রীসুরেন্দ্র সর্ব্ব কনিষ্ঠ।
ভ্রাতৃ ভক্তি ছিল যাহাই ইষ্ট।।
শ্রীতারক চন্দ্র আশাবতার।
লীলাগুণ যার বিশ্বে প্রচার
জয় শ্রীগোপাল সাধুর শ্রেষ্ঠ।
গুরুচাঁদ পদ যার ইষ্ট।
দক্ষিণে দেশের তরী বাহক।
আমা সবাকার আদি নায়ক।।
দেখাইল পথ শ্রীধামে যেতে।
ভাসাইল দেশ প্রেমের স্রোতে।।
কে আছে এমন নিদান বন্ধু।
দেখাইল অদ্য জগত বন্ধু।।
তাহার চরণে শরণে দাও।
গুরুচাঁদ নাম সকলে গাও।।

এ পণ করিয়ে মতুয়া গণ।
প্রেমানন্দে হরি বলে সর্বজন।
ভোজ সমাধিল হরিষ হৃদে।
ভেসেছে সবাই প্রেমের হ্রদে।।
হরিধ্বনি করি উঠে সবাই।
আনন্দের আর সীমা যে নাই।।
হেনকালে এক শুন বচন।
আড়ংঘাটার কালী চরণ।
প্রভুর সকাশে উদিত গিয়ে।
বলে আপনার দুঃখ কাঁদিয়ে।।
ওহে দয়াময় কি বলি আর।
অতি ভাগ্যহীন হৈনু এবার।।
আমার কুটির করিয়ে পিছে।
লক্ষ্মীখালীতে সবাই এসেছে।।
আমার হয় বহু অপরাধ।
তাহা দয়াময় এহেন বাদ।।
এতেক বলিয়ে কাঁদিল কত
প্রকাশিয়ে দুঃখ মনের মত।।
মহাপ্রভু বলে কালী চরণ।
শুনহে বাপ আমার বচন।।
তোমার আশ্রম কোথা র'য়েছে।
বলনা কেমনে রহিল পিছে।।
হেন কালে কহে মতুয়াগণে।
কালীর আশ্রয় রহে পিছনে।।
তরী বেয়ে এলে অগ্রেতে হয়।
সে কারণ এবে এরূপ রয়।।
প্রভু বসে ইহা না হয় ভাল।
দেখ দেখি গোপাল কোথা গেল।।
কেন বা এরূপ ভাব দেখাল।
আত্ম স্বার্থ ভাব কেন করিল।।
উচিত নহেত এহেন কাজ।
কেন হেন ভাব হৃদয় মাঝ
এখনই যাব আমি কালীর গৃহে।
অন্যায় একত্ম কভু না সহে।।
চলহ সক মতুয়ার গনে
না ফিরির আর কবি বচনে।।
এতেক বলিয়ে করুণা হয়।
সঙ্গেতে করি ভকত নিচয়।।
উঠিলেন গিয়ে নৌকার পর
উপনীত হয় কালীর ঘর।।

পুরবাসী গণ শুনিত পায়।
কই গুরুচাঁদ কোথা বা রয়।
শুনিয়ে ব'লেছে কালীচরণ।
ওই এসেছে সাধানের ধন।
হেরিয়ে সেই হৃদয় রতনে।
প্রেমধারা বয় নয়ন কোণে।।
হুলুধ্বনি দিল রমণীগণে।
মতুয়ারা হরি বলে সঘনে।।
এ ভাবেতে গিয়ে উদয় হইল।
উত্তম আসনে প্রভু বসিল।।
কালীর হৃদে আনন্দ না ধরে।
ভেসেছে কালী আখির নীরে।।
কেঁদে কহে কত সুদিন হ'ল।
গুরুচাঁদ প্রতি হরি হরি বল।।

লক্ষ্মীখালী পুর্নগমণ

মহাপ্রভু বলে কালী শনহ বচন।
লক্ষ্মীখালী পুনরায় করিব গমন।
এত শুনি সেই কালী হইল কাতর।
ফলাহার আয়োজন করিল সত্বর।।
প্রেমে মেতে ফলাহার করায় প্রভুকে।
মতোগণে নিল পরে পরম কৌতুকে।
আসিয়ে সবার ঠাঁই শ্রীকালীচরণ।
ভক্তিভরে করে কত প্রেম সম্ভাষণ।।
অপরেতে নানা কথা বলিয়ে কহিয়ে।
উঠিলেন সবে মিলে হরিধ্বনি দিয়ে।
প্রভু সনে কেহ করে তরী আরোহণ।
কে কেহ পদব্রজে করিল গমন।।
পুনঃ এসে নাম রসে সবাই মমন।
কেহ কেহ ভুমিতলে হয় অচেতন।।
বহুক্ষণ হেনভাবে নাম গান হয়।
ভোজন করিল সবে হ'য়ে সুস্থ্যকায়।।
পুনরায় নাম করে মতুয়ার গণ।
প্রেমে মত্ত হ'য়ে করে নিশি জাগরণ।।
প্রভাতে প্রভাতী গীতি গাহিল অশ্বিনী।
তাহাতে বিমুগ্ধ হ'ল সাধনের মণি।
ক্রমেতে প্রেমে উন্মত্ত হইল সকল
হাসে কাঁদে নাচে গায় বলে হরিবোল।
এইভাবে হ'ল নাম প্রহরেক প্রায়।
সবাকারে বলিলেন প্রভু দয়াময়।।

উদ্যোগ কর সব মতুয়ারগণ।
নাম ক্ষান্ত দিয়ে সবে হও সুস্থ মন।।
এত শুনি মতুয়ারা সুস্থির হইল।
হরষিতে সর্বজন ফলাহার কৈল।।
সাধুর ভকত বহু তথা এসেছিল।
প্রভুকে প্রণামি দিয়ে বিদায় মাগিল।।
পুরবাসীগণ সবে এসে একে একে।
প্রণাম করিলে পদে মেতে প্রেমসুখে।।
বিদায়ের কথা মনে পড়িল যখন।
আকুল ব্যাকুল চিত্তে আইল ক্রন্দন।।
কেহ কেহ বিনয়েতে ব'লেদেছ বচন।
কোথা যাবে ওহে প্রভু সাধনের ধর।।
যাইতে না দিব তোমা অঞ্চলে বাঁধিব।।
হৃদয়ে ধন তোমা হৃদয়ে রাখিব।।
কেহ বলে যেও না হে প্রাণের রতন।
তোমা বিনে এ দেহেতে না রবে জীবন।।
এমত বিনয় করি কাঁদে উভরায়।
মহাপ্রভু মিষ্টবাক্যে সবাকে সন্তায়।।
মনে হয় শুনিয়েছি শাস্ত্রের বচন।
ভক্ত ছেড়ে ভগবান থাকে না কখন।।
ভক্ত যে আমার হয় জীবন অধিক।।
তাই হয় ভক্তগণ মম প্রাণাধিক।।
ভক্ত তরে পারি কিছু অনেক করিতে।
ভক্ত হেতু নানা বেশ পারি যে ধরিতে।।
ভক্ত মম পিতা মাতা ভক্ত বন্ধু ভাই।
ভক্তের অন্নেতে প্রতিপালিত সদাই।।
যে থাকে আমাকে ভেবে আমি যে তাহার।
কেহ নাই ভক্ত সব ত্রৈলোক্য মাঝার।।
এমত মধুর বাক্য বলি দয়াময়।।
ভক্ত সনে চলিলেন আনন্দ হৃদয়।।
পিছে পিছে চলি যায় লোক অগণন।
মাদুর পাল্টাতে সবে করিল গমন।।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে তথায় চলিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর মাদুর-পাল্টা গমন

মাদুর-পাল্টা গ্রামে উপনীত হ'ল ক্রমে
সখীচরণ কবিরাজ মাঠে।
হরিধ্বনি দিয়ে সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
প্রভু তরী লাগাইল তটে।।

শ্রীসখীচরণ অতি করিয়ে ভকতি স্তুতি
গৃহে নিল প্রভু গুরুচাঁদে।
ভক্তগণ সবে মিলি, মনে হ'য়ে কুতুহলী
বসিলেন সবে মহানন্দে
কেহ বা প্রভু পাশে কেহ বা বাহিরে বৈসে
কেহ কেহ রহিল নৌকায়।
পুরবাসীগণ যত হইয়া ভকতি চিত
প্রণমিল মহাপ্রভু পায়।
ধেয়ে এল বহুলোক অন্তরে হয়ে পুলক
প্রভু রূপ করে দরশন।
প্রভু রূপ নিরখিয়ে বলেছে অন্যেকে চেয়ে
হেন রূপ না দেখি কখন।।
কেহ বলে ওহে ভাই এসেছে ক্ষীরোদ শায়ী
শুনিয়েছ সাধুগণ পাশে।
এইমত বলাবলি করিতেছে চলাচলি
প্রেমকেলী করে সর্ব্বজন।
বহিতেছে প্রেমের ধারা সবে হ'ল মাতোয়ারা
হরি হরি করে ঘনে ঘন।।
বহুক্ষণ হেন মতে উন্মত্ত নামে প্রেমেতে
কেহ কেহ হারাল চেতন।
ক্রমে সবে হ'ল শান্ত নাম গান হল ক্ষান্ত
রান্না কার্য্য হ'ল সমাপন।।
সবাই অস্থির চিত ভোজ কর্ম সমাপিত
করি প্রভু ভকত লইয়া।
বিশ্রাম করিল সবে কেহ বলে সভা হবে
বহুলোক উদিল আসিয়া।।
হ'ল সভা অপরাহ্ন বৈসে সবে মহানন্দে
আলোচনা হইল তথায়।।
জাতির উন্নতি কথা হে কেহ বলে তথা
অপরেতে কহে দয়াময়।।
শুন সবে সর্ব্বজন আমার এ নিবেদন
পুত্র কন্যা শিক্ষা দিতে হবে।
প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করি সবায়
তারপর সুদৃষ্টি রাখিবে।।
সত্যকে আশ্রয় করি মিষ্টভাষী সদাচারী
পরদোষ না ক'রে গ্রহণ।
তার দরশন হ'লে তীর্থের সুফল ফলে
ফরে ফল যেন সর্ব্বজন।।
করে পর উপকার করে নাকো অবিচার
পরদুঃখে হৃদয় কাতর।
স্বার্থ শূন্য হৃদয়েতে থেকে এই সংসারেতে
যেবা করে সে পায় আদর।।
এইমত করে বাণী গুরুচাঁদ গুণমণি
কেহ কেহ সমাজ উন্নতি।
শুনে যত সভাজন সবে হরষিত মন
অতএব শুনহে সম্প্রতি।
সভা সাঙ্গ হ'ল স্থির কারো চক্ষে বহে নীর
প্রভু যাবে চরিয়ে এখন
এতেক ভাবিযে মনে কেহ বা আকুর প্রাণে
বলে প্রভু দিও শ্রীচরণ।
এর সে সখীচরণ প্রেমাবিষ্ট তনু মন
প্রণামী স্বরূপ করে দান।
করিয়ে বিনয় ভক্তি ক'রেছে কাতর উক্তি
আঁখিজলে ভেসেছে বয়ান।।
প্রভু কহে বাছাধন কেন বিষাদিত মন
বাষ্পপুর্ণ হ'য়েছে তোমার।
হরি কথা সদা কও শ্রীধাম ওড়াকাঁদী যাও
কোন ভয় না রহিবে আর।

মহাপ্রভুর ভুড়ভুড়িয়া যাত্রা

ভক্তগণে সাত্বইয়ে ভক্ত প্রাণধন।
ভুভুড়িয়ার দিকে করেন গমন।।
অভয়চরণ নামে প্রভুপ্রিয় ভক্ত।
সর্বদাই গুরুচাঁদ নামে অনুরক্ত।
জীবনে মরণে মাত্র গুরুচাঁদ সার।
গুরুচাঁদ নাম গান করে নিশিদিনে।
গুরুচাঁদ রূপ স্মরি ভাসে দু'নয়নে।।
সেই গৃহে চললেন প্রভু দয়াময়।
মাধবেন্দ্র আনন্দেতে তরণী চালায়।।
অতুল আনন্দ তার নাহি ধরে হৃদে।
বিচরণ বাহে দাড় মানের আনন্দে।।
শ্যামচন্দ্র মাঝে মাঝে বলে হরিবোল।
এ তিনের প্রাণে সদা আনন্দ হিল্লোল।।

এইভাবে তরী বেয়ে বলে তিনজন।
ভুড়ভুড়িয়া উদিত হলেন যখন।।
আশাপথ পানে আছে অভয়াচরণ।
প্রভুর তরণী হেরী আনন্দিত মন।।
আনন্দ না ধরে হৃদে চিত্ত যে বিকল।
বয়ান বহিয়ে তার ঝরে আঁখিজল।।
প্রভুর তরণী ঘাটে গিয়ে উদয় হ'য়।
প্রেমানন্দে মতুয়ারা হরিধ্বনি দিল।।
সে ধ্বনি পশিয়ে সেই গ্রামের মাঝারে।
ধেয়ে এল বহু লোক আনন্দ অন্তরে।।
হরিধ্বনি হুলুধ্বনি পড়ে ঘনে ঘন।
প্রভুর সকাশে এল অভয়চরণ।।
আঁখিজলে বহে তার অবারিত ধারে।
হেরিয়ে মতুয়াগণ ভাসে সুখ নীরে।।
প্রেমে ডগমগ হ'য়ে বলিতে না পারে।।
চলিলেন মহাপ্রভু ভকতের ঘরে।।
করিল উত্তম শয্যা গৃহের মাঝার।
বসিলেন মহাপ্রভু দয়ার আধার।।
ভক্তগণ বসিলেন প্রভুর স্বকাশে।
নরনারী এল সবে আনন্দ উচ্ছাসে।।
পুরবাসীগণ সবে পদে প্রণমিল।
কেহ ফুলহার গেঁথে প্রভুকণ্ঠে দিল।।
শ্রীপতি ঠাকুরে কেহ আনন্দে পরায়।
অপরে মতোয়াদের কণ্ঠেতে দোলায়।।
কেহ বা সে রূপ হেরে হ'ল বিমোহিত।
অপরের প্রতি কহে হ'য়ে চমকিত।।
ঝলমল করে এই শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি।
আহা কিবা মরি মরি মোহন মুরতি।।
ঠাকুরের রূপ হেরে মনে হেন লয়।
মানুষেতে হেন রূপ শোভে না কোথায়।
শত কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জল।
নেহারিয়ে পরাজয় মাগে অখিগুল।।
এইমত বলাবলি করে বহুজন।
অপরেতে নাম রসে হইল মগন।।
কীর্ত্তনেতে উঠিয়েছে প্রেমের লহরী।
ঢলিয়ে পড়েছে তাহে পুরুষ কি নারী।।
অম্বর নাহি সম্বরে যতেক রমণী।
কাঁদিতে কাঁদিতে যেন হ'ল পাগলিনী।।
নয়নেতে প্রেমবারি হ'তেছে পতন।
হরিগুরচাঁদ বলি ক'রেছে রোদন।।

বহিছে প্রেমের বন্যা প্রবল হইয়া।
প্রেমের পাথারে সবে চ'লেছে ভাসিয়া।।
এই মত হয় বহুক্ষণ ধরি।
ভুমেতে র'য়েছে কেহ আপন পাশরি।।
যারা ছিল অন্তঃপুরে করিতে রন্ধন
উড়উড় করে প্রাণ মন উচাটন।।
আসিতে নারিয়ে কেহ ক'রেছে রন্ধন।
ভক্তিভরে রান্নাকার্য হ'ল সমাপন।।
পরেতে করিল সবে ভোজনের ঠাঁই।
নাম ক্ষান্ত করিলেন যতেক গোঁসাই।।
ভোজন করিল প্রভু হ'য়ে হৃষ্ট মন।
অপরে সেবিল যত মতুয়াগণ।।
নৌকাতে যাহারা ছিল লভিল প্রসাদ।
মতোগণ সবাকারে দানিল আহ্লাদ।।
সেবা অন্তে বৈসে সবে হরিষ অন্তরে।
কেহ কেহ বলে সাজ সভা করিবারে।।
রাত্রিকালে সভা করে ভকত নিচয়।
জাতির উন্নতি কতা কহে দয়াময়।।
নিজমুখে মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
অমৃত সমান সেই মধুমাখা ভাষ।।
সর্ব্বলোকে শুনে তাহা অবাক হলি।
কাহারো বা আঁখিজলে বয়ান ভাসিল।।
কেহ বলে ওরে ভাই এমত না শুনি।
শীতল হইল শুনে মধুময় বাণী।।
এমত বান্ধব কেহ না মিলিবে ভবে।
অধম জনারে আর বল কে তরাবে।
নিপীড়িত পতিত যে আছে যতজন।
গুরুচাঁদ বিনে কেবা করিবে তারণ।।
নিপতিত ছিনু মোরা বহুকালবধি।
লঙ্ঘিতে না পারি সেই অজ্ঞান বারিধি।।
কর্ণধার বিয়ানেতে ঘুরিয়ে বেড়াই।
পরপদলেহি হ'য়ে কত দুঃখ পাই।।
সেই দুঃখ ঘুচাইল প্রভু গুরুচন্দ্র।
একেবারে করে দুর চিত্ত তমঃসন্ধ।।
এভাবে বক্তব্য করি সভা ভঙ্গ কৈল।
হরিভক্ত প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

মহাপ্রভুর হল্‌দিবুনে গমন

সভা সাঙ্গ করিলেন ব'লে হরি হরি
প্রেমাবেশে মত্ত সবে সারানিশি ভরি।।

প্রভাতে চলিল সবে তরণী বাহিয়ে।
হল্‌দিবুনে উপনীত হইলে গিয়ে।।
তথায় করেন বাস শ্রীপুর্ণ মহলী।
আঁখিজল ঝরে সদা গুরুচাঁদ বলি।
নাহি জানে অন্য কিছু গুরুচাঁদ বিনে।
শ্রীগোপাল জ্ঞানদাতা কহে সর্বজনে।।
দক্ষিণ দেশের গুরু শ্রীগোপাল সাধু।
নিজে খেয়ে করে দান নামামৃত মধু।
অকাতরে প্রেম মধু করে বিতরণ।
প্রমত্ত হয়েছে তাহে ভক্ত অগনণ।
প্রেমে মত্ত ভক্তগণ যায় নাম শুনে।
মুল রত্ন নিয়ে ফেরে ভক্তের ভবনে।
মনে বাঞ্ছা সবাকার পুরাইব সাধ।
সে কারণ সব গৃহে নির গুরুচাঁদ।
যার নাম শুনে সবাকার আঁখি ঝোরে।
বর্ত্তমান পেয়ে ধন নির দ্বারে দ্বারে।
পুরাতে ভক্তের বাঞ্ছা প্রভু দয়াময়।
ভক্তের দ্বারে দ্বারে ভ্রমিয়ে বেড়ায়।।
ভকত করিল ধন্য উদয় হইল।
শ্রীপূর্ণ মহলী এসে পদে প্রণমিল।
বিপুল ভক্তির ভাব হৃদয় তাহার।
গৃহেতে হইল পরে দয়ার আধার।।
প্রভুর আসার আগে করে সুসজ্জিত।
ঝলমল করে গৃহ অতি সুশোভিত।
উত্তম আসন দান করিল প্রভুকে।
প্রণমিল প্রভুপদে অতি মনোসুখে।
দু'নয়নে বহে ধারা নহে নিবারণ।
ক্ষণে দিয়ে খরে নৃত্য প্রেমাবিষ্ট মন।
বন্দনা করিল যত মতুয়ার পদ।
গোপাল সাধুর হয় পরম আহ্লাদ।
মহাপ্রভু বসেছেন গৃহের মাঝারে।
মতুয়ারা আছে বসি ঘরে কি বাহিরে।।
বহুলোক সমাগম হইল তথায়।
প্রভুকে দেখিতে নারে বড় দুঃখ পায়।।
তাহা হেরি মতুয়ারা বলেছে তখন।
শুনহে পূর্ণ মহলী মোদের বচন।।
বেড়া খসাইয়ে দেহ অতীব সত্বরে।
নইলে অপার দুঃখ সবার অন্তরে।।
মেয়েগণ নাহি পারে হেরিতে প্রভুকে।
সে কারণ বড় দুঃখ সবাকার বুকে।।
শ্রুতমাত্র করে তাহা মহলী মশায়।
বাল বৃদ্ধ নিরাপদে প্রভুকে হেরয়।।
হেরিয়ে প্রভুর রূপ সকলে অবাক্
স্পন্দহীন বহে সবে নাহি স্বরে বাক্।
বহুক্ষণ হেনভাবে করেন দর্শন।
নয়নেতে প্রেমধারা হতেছে পতন।।
কেহ বলে ওগো দিদি দেখেছ কিরূপ।
বয়োবৃদ্ধ তবু যেন সুধা রস কুপ।।
তপত কাঞ্চন মনি বরণ উজ্জ্বল।
রক্তিম বরণ রূপ অতি সুনির্ম্মল।।
ঝলমল করে অঙ্গ রূপ ঢল ঢল।।
কত বা সুন্দর হের শ্রীমুখমন্ডল।।
হেন প্রেমময় মুর্ত্তি না হেরি কখন।
নাহি জানি কোথা ছিল এহেন রতন।।
কোন বিধি পাঠেছিল হেন রূপখানি।
ধন্য সেই মাতা যেবা গরভ ধারিণী।
এমত বলিতে দু'নয়নে বহে বারি।
এমন মোহন রুপ পাশরিতে নারি।।
এমতো ভাবের বন্যা হেরি মতোগণ।
কেহবা মধুর স্বরে ধ'রেছে কীর্ত্তন।।
এ সময় এল এক পতিব্রতা সতী।
গাঁথি ফুলহার এক মল্লিকা মালতী।
কেঁদে কেঁদে সেই ফুল ক'রেছে গ্রন্থন।
করুনা করে কি প্রভু করিবে গ্রহণ।।
পারি কিনা পারি দিতে প্রভুর গলেতে।
পর কিনা পর প্রভু আমার হাতেতে।।
আমি যে অবলা নারী ভক্তিহীন অতি।
কোন দিন নাহি জানি স্তুতি বা মিনতি।।
এত বলি সেই ধনী আকুল হৃদয়।
বহিছে প্রেমের ধারা বক্ষঃ ভেসে যায়।।
মহাভাবে ডগমগ সেই সে রমণী।
উপনীত হ'ল যথা সাধনের মণি।।
স্বভয় অন্তর অঙ্গ কাঁপে ঘন ঘন।
সজল নয়নে মাল্য করিল অর্পণ।
মাল্য দিয়ে প্রভু পদে লোটায় ধরণী।
প্রভু গুরুচাঁদ কহে সুমধুর বাণী।।
প্রভু বলে শুন মাতা আমার বচন।
অচিরাৎ তব গর্ভে জন্মিবে নন্দন।।
সে ধনী কাঁদিয়ে বলে ওহে দয়াময়।
সে ভরসা করিবারে নাহিক উপায়।।

স্বামী মোর রোগাক্রান্ত ওহে দয়াময়।
অদ্য মরে কল্য মরে হেন অবস্থায়।।
কেমনেতে বাক্য প্রভু হইবে সফল।
আম হ'তে তব বাক্য হইবে বিফল।।
প্রভু বলে মম বাক্য হবে লঙ্ঘন।
শুন মা উপায় তার বলেছি এখন।।
কল্য প্রাতে তুলে এনে তেঁতুলেল তা।
লবণে সংযোগ করে খেতে দিও মাতা।
অপরে তেতুল গুলে দিও খাওয়াইয়ে।
আনিয়ে মুগের ডাল দিও মা মাখিয়ে।।
সরিষার তৈল মেখো অঙ্গেতে তাহার।
মিশ্রিত করিয়ে দিও সুরস আদার।।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে রোগের আরাম।
জানিলাম তোমা বিনে বন্ধু নাই আর।
তুমি প্রভু একমাত্র অবলার প্রাণ।
দুঃখিনী কন্যারে পিতঃ কর কৃপাদান।।
তব নাম নিয়ে যেন মম প্রাণ যায়।
মম মতি বহে যেন তব রাঙ্গা পায়।।
এমত বিনয় করি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
গৃহে চলে প্রভু পদে প্রণাম করিয়ে।
পদধুলি অঞ্চলেতে করিল বন্ধন।
কাঁদিতে কাঁদিতে করে গৃহে গমন।।
গৃহে গিয়ে দেখে ধনী অপরূপ কর্ম্ম।
স্বামীর শরীর দিয়ে বাহিরায় ঘর্ম্ম।।
সর্বাঙ্গে প্রবল বেগে বাহিরায় ঘাম।
মুখে মাত্র জপিতেছে গুরুচাঁদ নাম।।
নেহারিয়ে হেন ভাব সেই সে রমণী।
গুরুচাঁদে স্মরি হ'ল আকুল পরাণী।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু অধম তারণ।
স্বামীকে করহ কৃপা দিয়ে ভক্তি ধন।।
মম স্বামী তব নাম কভু না লইত।
তব ভক্ত প্রতি কত বিদ্বেষ করিত।।
অদ্য শুনি সেই মুখে নাম উচ্চারণ
তব কৃপা বিনে ইহা না হয় কখন।।
কৃপা যদি করিলে হে প্রভু দয়াময়
স্বামীকে সঁপিয়ে দিনু তব রাঙ্গা পায়।।
উত্থান শকতি দাও স্বামীরে আমার।
হেটে গিয়ে দরশন করুক তোমায়।।

এত বলি সেই ধনী কাঁদে উভয়রায়।
শতধারে বহে ধারা তরঙ্গিনী প্রায়।।
ধনীর ক্রন্দনে যেন কৃপাপত্র ঝরে।
মনে হয় তাতে যেন পাষাণ বিদরে।।
অন্তর্য্যামী গুরুচাঁদ জানিল সকল।
রুগ্ন দেহে যেন সঞ্চারিল নব বল।।
অপার করুণাময় শক্তি সঞ্চারিল।
আস্তে আস্তে সেই ব্যক্তি উঠিয়া বসিল।
স্বামী কহে রমণীরে বল শুনি তাই।
কিবা নিয়ে বল এবে প্রভু পাশে যাই।
রমণী ব'লেছে ঘরে আছে পাঁচ পাই।
যা আছে তা নিয়ে যাও মহাপ্রভু ঠাঁই।।
ধীরে ধীরে সে মানুষ হাটিয়ে চলিল।
পঞ্চ পাই নিয়ে প্রভু পদে প্রণমিল।।
কেঁদে কহে ওহে প্রভু চরণে জানাই।
জনমের মত পদে এদেহ বিকাই।।
তুমি অগতির গতি সর্ব্ব মূলাধার।
তুমি বিনে করিবে কে পাপীর নিস্তার।
জন্মাবধি তব ভক্তে কত যে নিন্দেছি।
তাঁর বিনিময়ে ফল ভালই পেয়েছি।
এবে মোরে কর কৃপা ওহে দয়াময়।
জনমে জনমে যেন পদে মতি রয়।।
সাধু মহতের পদে এই অভিলাষ।
থাকি যেন সবা ঠাই হ'য়ে কৃতদাস।।
এইমত বলি কেঁদে হইল অস্থির।
অবারিত ধরে তার বক্ষে বহে নীর।।
মতোদের পদে ধরি ধরণী লোটায়।
হেনকালে বলিলেন প্রভু দয়াময়।।
অপরাধ ক্ষমা কর ওহে ম'তোগণ।
তোমাদিকে আর নহে নিন্দিবে কখন।
এত যদি বলিলেন করুণার নিধি।
উথলে উঠিল তাহে প্রেমের বারিধি।।
প্রেমস্বরে কহে ভাষ মতুয়ার গণ।
ভয় নাই হ'ল তব পাপ বিমোচন।।
প্রভু যা'কে করে কৃপা তার কিসে ভয়।
অন্যের প্রতীক্ষা তাহে লাগে না তথায়।।
সর্ব্বজন একজনে তখনে বলিল।
অদ্য হতে তোমাদের বিপদ ঘুচিল।।
বামাগণে সবিস্ময়ে দিল হুলুধ্বনি।
মতোগণে প্রেমভরে দিল হরিধ্বনি।।

মহাপ্রভু মহালীলা প্রকাশ করিল।
কবি কহে দিন যায় হরি হরি বল।

মহাপ্রভুর কাম্‌মারী যাত্রা

প্রাতকালে উঠিলেন প্রভু গুরুচাঁদ।
আনন্দে চলিল যত ভক্ত পরিষদ।।
কাম্‌মারী অভিমুখে সবার গমন।
পথি মধ্যে হরিকথা করে আলাপন
মহিম মন্ডল হয় কম্‌মারী বাস।
গোপাল সাধুর পদে একান্ত বিশ্বাস।
সাধু সঙ্গে আসে যায় শ্রীধামের বাটী।
বিশুদ্ধ ভকতিময় তাহার দেহটি।
এমত ভাবেতে রহে মহিম মন্ডল।
সেই গৃহে উপনীত ভকত বৎসল।।
যখনে প্রভুর তরী উদয় হইল।
মতুয়ার গণ সবে হরিধ্বনি দিল।
সত্বরে আইল যত রমণীর গণ।
হুলূধ্বনি করে সবে আনন্দিত মন।।
গ্রাম্যলোক ছুটে গেল নদীর কিনারে।
তরী পানে আছে চেয়ে হরিষ অন্তরে।
মহিম মন্ডল এসে প্রভুর নিকটে।
গললগ্নি কৃতবাসে রহে করপুটে।।
নয়নেতে প্রেমবারি করে ছল ছল।
কাঁদিয়ে না পারে শুধু আঁখি ঢল ঢল।।
হেরিয়ে প্রভুর দয়া হইল অন্তরে।
ভক্ত সনে মহাপ্রভু চলিলেন তীরে।।
মহিমের বাটীখানি অতি চমৎকার।
কোটা বাড়ী করিতেছে অতি মনোহর।
বিচিত্র ভাবেতে কোটা ক'রেছে বচন।
চৌদিকে বেষ্টিত কোটা মধ্যেতে প্রাঙ্গণ।।
সেই গৃহে মহাপ্রভু খট্টার উপরে।
বসিলেন পৌত্র সহ হরিষ অন্তরে।।
গ্রাম্যলোক এসেছিল বহু নরনারী।
প্রভুকে নেহারে সবে করি ধরাধরি।
অন্তরালে থেকে হেরে যতেক যুবতি।
অনিমেষে নেহারিছে অগতির গতি।।
কেহ করে মহানন্দে রূপের বর্ণনা
মানব দেহেতে হেন রূপত সাজেনা।।
ভুবন মোহন রূপ কিবা মনোহর
দরশন মাত্র যেন বিস্মিত অন্তর।
বড় মধুময় রূপ হেরিলাম ভাই।
হেনরূপ কভু মোর চোখে দেখি নাই।
কনক জিনিয়ে রূপ অতি চমৎকার।
ধন্য ধন্য ওড়াকাঁদি দয়ালবতার।।
এই মত বহু জন করে আলাপনা।
অশেষ বিনয় বাক্য কহে কত জনা।।
পুলকে পুর্ণিত অন্তর হইল সবার।
আরম্ভিল হরি কথা যেন সুধাকার।।
মহাপ্রভু বলেছেন মহিমের প্রতি।
শুন বাছাধন এবে আমার ভারতি।।
উপযুক্ত খাঁচাখানি প্রস্তুত ক'রেছ।
খাচা উপযুক্ত পাখী তাহা কি পুষেছ।।
যদ্যপি এ পুরী তব করে ঝলমল।
বিদ্যাবান না থাকিলে সকল বিফল।।
বৃথা হয় টাকা কড়ি বৃথা বাড়ীঘর
শিকারীর নাম ব্যর্থ না পেয়ে শিকার
এই মত নানা কথা বলে দয়াময়।
শুনিয়ে সবার চিত্ত হ'ল দ্রব্যময়।।
বহু ভদ্র নমঃশুদ্র তথা এসেছিল।
কেহ বা বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিল।।
অবিদ্যার প্রপীড়িত মোরা সর্ব্বজন।
আপনি যে আমাদের অজ্ঞান ভঞ্জন।।
কলি জীবে নিস্তারিতে লীলা অবতরী।
জন্মিছেন নমঃকুলে আপনি কান্ডারী।।
অজ্ঞান বারিধি পার করে দেন প্রভু।
এ মিনতি রাঙ্গাপদে ওহে বিশ্ববিভু।।
মোরা বুঝিলাম এবে করিয়ে বিচার।
আপনি হে হর্ত্তাকর্ত্তা সর্ব মুলাধার।।
আপনি হে সারাৎসার এ মহী মণ্ডলে
অকুলে পড়েছি মোরা তুলে নেন কুলে।।
এমত বিনয় করি কহে বহুলোকে
নয়নেতে বহে বারি ঝলকে ঝলকে।
এইভাবে সভা সাঙ্গ করি দয়াময়।
ভোজক্রিয়া সমাপন আনন্দ হৃদয়।।
তথা হ'তে লীলাচল করেন ভ্রমণ।
অনুক্ষণ হরিপ্রেমে সবাই মগন।।
ম'তোগণ প্রেমভরে হরিধ্বনি দিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

☆☆☆☆☆

মহাপ্রভুর দ্বিগ্‌রাজ যাত্রা

দ্বিগ্‌রাজ, চলে আজ, প্রভুর তরণী।
প্রেমানন্দে, মতোবৃন্দ করে হরিধ্বনি।।
পিছে পিছে, বাহিতেছে, ভক্তগণ তরী।
কুতহলি, সবেমিলি, বলে হরি হরি।।
শ্রীঅভয়, এসময় জানিলেন মনে।
গতকল্য, এসেছিল লোক এক জনে।।
হৃষ্ট হ'য়ে, করে গিয়ে, পুরীর সাজন।
সারি সারি, রাখে করি, কদলী রোপন।।
কাগজেতে, সুবেষ্টিতে করে ঝলমল।
স্থানে স্থানে, নানা বর্ণে শ্বেত-পীত দল।।
সুবিচিত্র, শোভা অত্র; দৃশ্য সুখময়।
নাহি হয়, বর্ণনায়, কত মধুময়।।
প্রভু তরী, ব'লে হরি, ঘাটেতে উদয়।
হরিধবনি, শুনেধ্বনি, সবাই তাহায়।।
গ্রাম্যলোক; হ'য়ে পুলক, এল দলে দল।
রামাগণে, বহুজনে, তথায় আইল।
প্রভু পাশে, প্রেমোচ্ছাসে, অভয় চরণ।
বলিতেছে, মৃদু ভাষে, কাতর বচন।।
কৃপা করি, তিরোপরি, চল দয়াময়।
পদ প্রান্তে এই ভ্রান্তে, রেখ হে সদায়।।
এই মত, বলে কত, অভয় চরণ।
সবিনয়, কেহ কয়; অমিয় বচন।।
মহাপ্রভু, বিশ্ববিভু, বসিলেন গিয়ে।
সর্ব্বজনে, ম'তোগণে, হরষিত হিয়ে।।
ম'তোগণে সর্বজনে, বৈসে সারি সারি।
কিবা শোভা, মনোলোভা মধুর মাধুরী।।
সবে মলি ঠেলাঠেলি, করিতেছে দ্বারে।
সারি সারি, নরনারী, প্রভুকে নেহারে।।
মরি মরি, কি মাধুরী, হেরিলাম চ'খে।
জাতি কুল, মজাইল, গুরুচাঁদে দেখে।।
কভু ভাই, হেরি নাই, হেন অপরূপ।
গুণমণি, রস খনি, যেন সুধাকুপ।।
এই মত বলে কত নরনারীগণ।
ম'তোগণে, সুবচনে, বলে ততক্ষণ
দেখ. চেয়ে, ঘর্ম্ম, হ'য়ে পড়িতেছে জল।
কষ্ট পাবে, দেখ এবে, ভকত বৎসল।।
তাহা শুনি, সব ধনি, দুরেতে দাঁড়ায়।
পুরুষেরা, মতোয়ারা. বিস্মিত হৃদয়।।
কেহ কেহ মুহুর্মুহু দিতেছে বাতাস।
হরষিত, ম'তো যত, রহে প্রভু পাশ।।
অপরেতে, মালা গেঁথে, অভয় চরণ।
হৃষ্ট মনে, সচন্দনে, পুজেছে চরণ।।
ছল ছল, আঁখিজল, পুর্ণিত হৃদয়।
অতঃপর ফুলাহার গলেতে দেখায়।।
অপরূপ, সুধা কুপ, মরি কি বাহার।
অকলঙ্ক, শ্রীশশাঙ্ক উদিল এবার।।
ভক্ত সাথে, প্রেমে মেতে করে প্রেমখেলা।
ভবার্ণবে, কর এবে হরিনাম ভেলা।।

সভা

অপরে ক'রেছে সবে পাক আয়োজন।
ঘৃতপক্ক নানা ভক্ষ্যদ্রব্য অগণন।।
উত্তম উত্তম দ্রব্য বিবিধ প্রকারে
সব ধনী কুতুহলে আয়োজন করে।
অপরেতে মহাপ্রভু করেন ভোজন।
হুলুধ্বনি করে যত রমণীর গণ।।
প্রাঙ্গণে বসিয়ে সেবে মতুয়ার গণ।
কেহ কেহ ভীর দেয় আনন্দিত মন।
সুস্থ হয়ে সর্বজন বসিল সজ্জায়।
আয়োজন করে সভা দেশস্থ সবায়।।
অপরাহ্নকালে সভা করে দয়াময়।
জাতির উন্নতি কথা সর্ব্বস্থানে হয়।।
গ্রামে গ্রামে পাঠশা... করিতে স্থাপন।
শিক্ষালাভ প্রাপ্ত হোক্ পুত্র-কন্যাগণ।।
বিলাত যাত্রার কথা হয় আলোচনা।
যেভাবে বিলাতবাসী ভাই দুইজনা।।
পুরাকালে নমঃশুদ্র বিদ্যান ছিল না।
শিক্ষা যে কি মহারত্ন কেহ বুঝিত না।।
হরিচাঁদ আনমনে চাঁদের বাজার।
নমঃশূদ্র কূলে এল ব্রহ্ম পরাৎপর।।
সেই হ'তে এই বংশ ধন্য যে সবাই।
পাগল গোস্বামী সাধু ঠাকুর গোঁসাই।।
মহাত্মা মহান কবি মুণি ঋষিগণ।
নমঃশূদ্র কূলে সবে জন্মেছে এখন।।
তাই তিনি সুশিক্ষিত করিতে সবারে।
প্রথম পন্থায় পথি দুই সহোদরে।।
প্রথমেই ধন্য ধন্য দুই মহামতি।
আনিতে গিয়েছে সেই বিলাতের ভাতি।।

দুই ভাই হয় নমঃকূল শিরোমণি।
ধন্য ধন্য রত্নগর্ভা দোহার জননী।।
ধন্য এ দোহার পিতা, এ মহীমন্ডলে।
নব সুর্যোদয় তারা এই নমঃকুলে।।
এইরূপে ঐকান্তিক করিয়ে ভকতি।
সভাস্থানে বহুলোক ব'লেছে ভারতী।।
যেন দোহে বিদ্যাধন করিয়ে সঞ্চয়।
নিরাপদে দেশে ফিরি আসে পুনরায়।।
হরিগুরুচাঁদ পদে বিনতি সবার।
বিদ্যা শিরোমনি নাম হউক দোহার।।
আমাদের শিরোপরে হোক দোহে বৃক্ষ।
ছায়ায় জুড়াব প্রাণ পঞ্চবিংশ লক্ষ্য।।
অবিদ্যা অজ্ঞান ভ্রান্তি হইবেক দুর।
এই আশা পুর্ণ কর দয়াল ঠাকুর।।
এত বলি কেহ কেহ পড়েছে কাঁদিয়ে।
আঁখিজলে পরিতেছে বয়ান বাহিয়ে।।
এমত ভাবেতে বহে প্রেমের তরঙ্গ।
মহানন্দে সবে মিলি করে সভা ভঙ্গ।।
প্রণমিয়ে প্রভু পদে মুদ্রা করে দান।
কেহ বলে কিছু নাই দানিতে সম্মান।।
এ ভাবে বিনয় বাক্য বলি কোন জন।
আপন ভবনে সবে করিল গমন।।
এইমত গুরুচাঁদ করে নানা খেলা।
কবি কহে সেই পদ ভবার্ণকে ভেলা।।

মহাপ্রভুর হুকড়া গমন

এ সময় পারগুলার হরি বিশ্বাস
প্রভুকে লইতে গৃহে করে অভিলাষ।।
হরিবর সরকার উপদেষ্টা তার।
হরি করিয়েছে গুরুচাঁদ পদ সার।।
অতুল বৈভব হয় মেতে হরিনামে।
মাঝে মাঝে আসে যায় ওড়াকাঁদী ধামে।।
নিজ অভিলাষ তাঁর রহিয়েছে মনে।
আনন্দে রয়েছে মত্ত ম'তোদের সনে।।
দ্বিগরাজ হ'তে যাবে প্রভু দয়াময়।
ভক্ত সনে তরীপরে আরোহিত যায়।।
হরি এসে প্রভু পদে করি দণ্ডবৎ।
বলেছে বিনয় বাক্যে জুড়ি দুই হাত।।
পারগুলা যেতে হবে ওহে দয়াময়।
একবার দিতে হবে ও পদে আশ্রয়।।

এ প্রস্তাবে মহাপ্রভু সম্মত না হয়।
তরীপরে চলিলেন আনন্দ হৃদয়।।
ম'তোগণে হরি বলি বাহিল তরণী।
শ্রীহরির মনঃক্ষুন্ন নাহি সরে বাণী।।
চলিল প্রভুর তরী অতি বেগভরে।
হুকড়া যাইতে তরী বলে সবাকারে।।
অবিলম্বে প্রভু তরী বাহিয়ে চলিল।
হুকড়ার ঘাটে গিয়ে উদয় হইল।।
তথায় রমণী সাধু প্রভু প্রিয় ভক্ত।
অব্যর্থ সন্ধান তার দৃষ্টি বড় শক্ত।
প্রভুর চরণে তার একান্ত বিশ্বাস।
গুরুচাঁদ পদ যার হৃদে সদা আশ।।
শ্রীতারকচন্দ্র তার উপদেষ্টা গুরু।
বড় কৃপা করে তাদের বাঞ্ছা কল্পতরু।।
গুরুচাঁদ নামে করে রোগের আরাম।'
বীর বেশে মত্ত থেকে করে হরিনাম।।
বেদবিধি নাহি মানে গুরুচাঁদ বিনে।
গুরুচাঁদ ধ্যান জ্ঞান শয়নে স্বপনে।।
হে মহান রহিয়েছে প্রভুর সংহতি।
নিজ ঘাটে এল নিয়ে অগতির গতি।।
আনন্দেতে হরিধ্বনি ক'রেছে সঘনে।।
শুনিয়ে আইল ধেয়ে পুরবাসীগণে।।
কি যেন কি হ'ল তথা বোঝা বড় দায়।
অগ্রভাগে নামিলেন ম'তো কতিপয়।।
শ্রীবিপিনচন্দ্র সাধু বালা শ্রীদেবেন্দ্র।
দাঁড়াইল দোহে তথা হৃদয় আনন্দ।।
চেয়েদেখে চারিদিকে লোকারণ্য ময়।
বাল বৃদ্ধ নরনারী কে করে নির্ণয়।।
সকলেই মতোয়ারা নাম সংকীর্ত্তনে।
উভরায় ধায় সবে প্রভু আগমনে।।
বিজয় নামের ডঙ্কা বাজায় সঘনে।
মেঘ আড়ম্বর শব্দ যেমত গগনে।।
খোল কাঁসি করতাল ঝাঁজ সিঙ্গা ঢোল।
বাদ্যযন্ত্র সহ সবে বলে হরিবোল।।
নিশান ধ'রেছে যেন বিজয় সৈনিক।
যুদ্ধ জয়ী হ'য়ে যেন আনন্দ অধিক।।
প্রভু আগমণে অদ্য আনন্দ না ধরে।
ধেয়ে এল সবে মিলি অতি বেগভরে।।
অভ্যর্থনা করিয়ে লইবে গুরুচাঁদে।
সেই আশা করি সবে এল প্রেমানন্দে।।

রূপচাঁদ নামাঙ্কিত প্রতি নিশানেতে।
হেরিয়ে হইল ক্রোধ বিচরণ চিতে।।
ক্রোধবশে কহে কত কটূত্তর বাণী।
স্বনাম জাহিরী তোর ভাঙ্গিব এখনি।।
করি নিশানেতে দিলি কা'র নাম লিখে।
কাহারে লইতে তোরা এসেছিলে রুকে।।
হরিগুরুচাঁদের এ বিজয় -নিশান।
বিজয়-পতাকা বলি গোস্বামী বাখান।।
জয় ডঙ্কা কেন বলে ওরে দুরাশয়।
কেন বাজে অনুক্ষণ বলে জয় জয়।।
শ্রীগুরুচাঁদের সেনা মতুয়ার গণ।
শুনিয়ে যাহার নাম ত্রাসিত শমন।।
লেখা থাকে প্রভুনাম জয় পতাকায়।
রণে বনে কি মরণে সর্বত্র বিজয়।।
পৃষ্ঠভঙ্গ নাহি দেয় মতুয়ার গণ।
শমনে আসিয়ে করে চরণ বন্দন।।
বিজয়-দুন্দুভি হয় এই জয়-ডঙ্কা।
হস্তেতে ধরিলে দূরে যায় মৃত্যুশঙ্কা।।
হেন নাম পরিবর্ত্তন নিজ নাম লিখে।
হাসিল বিপক্ষ দল তোর কান্ড দেখ।।
কে দিল এহে বুদ্ধি কেবা সে সদ্‌জ্ঞানী।
ভাবে নেহারিয়ে দেহে বরিষে অগিনী।।
এত বলি বিচরণ আরক্ত নয়নে।
নিশান লইল কেড়ে সবাকার স্থানে।।
নেহারি শ্রীপতি বাবু বলে ধীরে ধীরে।
এ বুদ্ধি রমণী বল কে দিল তোমারে।।
স্বনামে হইতে ধন্য যদি প্রাণে আশ।
তবে কেন আসিয়েছ আমাদের পাশ।।
যার ধনে মহাজন না চিনিলে তারে।
নিজ নাম কারবার চাহ করিবারে।।
লিখিয়ে দেউলা নাম যদি দাও ভবে।
এ জন্মে স্বনামধন্য হইতে নারিবে।।
এমত ভাবের বাণী বলেন শ্রীপতি।
অতঃপরে কহে ভাষ অগতির গতি।।
কোথা বা কি দেখিয়েছ কহ মম পাশ।
কেন বা জঘন্য ভাব করিলে প্রকাশ।।
আহা রে অবোধ তোরে আর কি বলিব।
মুলেত ব্যাঘাত বুঝি হ'ল আজি তব।।
তোর গুরু শ্রীতারক আবিষ্কার করে।
এ নিশান সে কারণ ব্যক্ত এ সংসারে।।
তার অপমান হ'ল সুক্ষ্ম বিচারেতে।
কি করিলি বুঝে দেখ আপন হৃদেতে।।
এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
শুনে মতুয়ার গণ গণিল সংশয়।।
সবে বলে হেন কর্ম্ম কেন বা করিল।
মতুয়া-সমাজে সবাকারে হাসাইল
কেহ বলে ভাল বই মন্দ কিছু নয়।
প্রভুর অপার লীলা বোঝা বড় দায়।।
ঝিটি মেরে বৌটি শিক্ষা দেন মহাপ্রভু।
জগত নিন্দার খেলা ইহা নহে কভু।।
একের দ্বারায় করি বহুকে শিক্ষায়।
এ বড় আশ্চর্য্য খেলা বোঝা বড় দায়।।
এইভাবে নানা কথা বলে সর্ব্বজনে।
রমণী কাঁদিয়ে পড়ে প্রভুর চরণে।।
নয়নের জলে সিক্ত হইল বসন।
কেঁদে বলে অপরাধ করুন মার্জ্জন।।
আকুল হইয়ে কাঁদে বাক্য নাহি স্বরে।
অধৈর্য্য হইয়ে পড়ে চরণ উপরে।।
নেহারিয়ে কাঁদে তার শিষ্য সভা যত।
সে ভাব হেরিয়ে সবে হয় দ্রবীভূত।।
কে বুঝিবে এই খেলা কত মধুময়।
কোন উদ্দেশ্যে এই খেলা খেলে দয়াময়।।
কাহার শক্তি আছে বুঝিবে সে তত্ত্ব।
আপনি জানেন প্রভু আপন মহাত্ম্য।।
করুণার সিন্ধু গুরুচাঁদ দয়াময়।
রমণী সাধুর প্রতি হলেন সদয়।।
ভক্তগণ সঙ্গে করি চলিলেন তীরে।
সবে মিলে বৈসে গিয়ে রমণী ঘরে।।
অগণিত লোক তথা করে আগমন।
স্থানে স্থানে হইতেছে মধুর কীর্ত্তন।।
কেবা শুনে কেবা গায় নাহি নিরুপণ।
প্রেমরসে ডগমগ সবাকার মন।।
প্রভু পার্শ্বে বসিয়েছে লোক অগণন।
বিলাত যাত্রার কথা ক'রেছে বর্ণন।।
কেহ কেহ হইতেছে আনন্দে মগন।
কহে করে হরিনাম প্রেমাবিষ্ট মন।
সভাসদগণ সবে হ'য়ে কুতুহলী।
বহুভাবে নানা কথা ক'রে বলাবলি।।
এদিকেতে রান্না কার্য্য হ'ল সমাপন।
ডাল ডালনা শাক শুক্তা সংঘৃত ব্যঞ্জন।।

প্রভুর সকাশে তথা এল একজন।
ফটো-ব্যবসায়ী ব্যক্তি বুদ্ধে বিচক্ষণ।।
ব'লেছে রমণী সাধু ফটোআলা প্রতি।
এক কথা বলি আমি শুন মহামতি।।
সুমধুর এই দৃশ্য ফটো তুলে দাও।
দিব উপযুক্ত মুল্য যাহা তুমি চাও।।
শুনে সেই ফটোআলা অতি সযতনে।
তুলিলেন সেই ফটো ভক্তিযুক্ত মনে।।
সবে মিলি উৎসাহেতে সে ফটো দেখিল।
সবে বলে এই ফটো মনোনীত হ'ল।
অপরেতে করে সবে ভোজ আয়োজন।
সানন্দে ভোজন করে সাধনের ধন।।
নৌকায় প্রেরিত হ'ল প্রভু প্রসাদান্ন।
লভিয়ে সবার হ'ল অতুল আনন্দ।।
মতুয়ার গণ করে ভোজ সমাপন।
কেহ গায় কেহ খায় যার যেবা মন।।
কেহ কেহ ভীর দিল হরিচাঁদ বলি।'
নেচে নেচে ফেরে সেই সব গলি গলি।
বহুক্ষণ কেটে যায় ভোজ সমাপনে।
শয্যায় বসিল সবে আনন্দিত মনে।।
কেহ বা প্রভুর পার্শ্বে কেহ বা বাহিরে।
যেথা সেথা বসি কেহ কেহ নাম করে।।
হেনকালে বলিলেন প্রভু দয়াময়।
উদ্যোগ করহ যত মতুয়া নিচয়।।
এত শুনি এক ঠাঁই হ'ল সর্ব্বজন।
পুরবাসীগণ আসি প্রণামে তখন।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করিল গমন।
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় ভকত অগণন।।
প্রেমানন্দে মতুয়ারা তরণী বাহিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর বড়দিয়া গমন ও অন্যান্য ভক্তাশ্রমে ভ্রমণ

অতঃপর শুন সবে হ'য়ে এক মন।
বড়দিয়া অভিমুখে বাহে সবর্বন।।
সেই গ্রামবাসী ভক্ত নামে কেনারাম।
গোপাল সাধুর শিষ্য ভকত সুঠান।।
অতিশয় নিষ্ঠা তার গোপালের প্রতি।
হরিনাম অনুক্ষণ হয় নিষ্ঠা রতি।
প্রভু আগমনে হ'ল প্রেমেতে বিহ্বল।
স্মৃতিহারা হ'ল সাধু চক্ষে পড়ে জল।।
বলিতে না পারে ভাষ বাহ্য স্মৃতিহারা।
ভাব হেরে দ্রবময় হ'ল মতুয়ারা।।
কৃপার সাগর মোর বৈসে হৃষ্ট চিতে।।
বহুলোক এল ধেয়ে প্রভুর কাছেতে।
প্রভুকে নেহারে সবে আনন্দিত কায়।
সব গৃহে এক দশা যেন দীপ্তিময়।।
বারে বারে লিখে তাহা কি জানাব আর।
রূপ হেরে ঝরে আঁখি তুল্য নেই তার।
হয় নাই হবে নাকো এরূপ মাধুরী।
চক্ষে বহে প্রেমবারি সেইরূপ হেরি।।
মনহরা ছবিখানি করিলে দর্শন।
জাতিকুল মন প্রাণ করহ হরণ।।
বসিয়েছে ভক্ত মাঝে অপরূপ ছবি
পুষ্পবন্ত যুগে এল এ অক্ষয় রবি।।
সমাদর করি কেহ পুষ্পাঞ্জলি দেয়।
কেহ বা ফুলর হার কণ্ঠেতে দোলায়।
নানাভাবে পুজে পদ করিয়ে ভকতি।
কেহ প্রভু সন্নিধানে করে নানা স্তুতি।
কেহ করে মধুস্বরে নাম সংকীর্ত্তন।
অনেকে ওরঙ্গ মাঝে খেলে সন্তরণ।।
হাবুডাবু খায় প্রভু ভকতের সনে।
কেহ কেহ ভেসে চলে প্রেমের তুফানে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মেতে প্রেমরসে।
বহিছে প্রবল বন্যা সে দক্ষিণ দেশে।
গৃহে কি বাহিরে ছুটে অতি বেগভরে।
বাল্য বৃন্দ ভাসাইল প্রেমের সাগরে।।
অন্তঃপুরে রান্না করে যত সব নারী।
সবার চক্ষেতে প্রবাহিত প্রেমবারি
গৃহে কি বাহিরে সবে বলে হরিবোল
প্রবল বেগেত চলে প্রেমের হিল্লোল।
বহুক্ষণ হেনভাবে গত হ'য়ে যায়।
মহাপ্রভু করে ভোজ আনন্দ হৃদয়।
বিলাত যাবার কথা করে আলোচনা।
মনপ্রাণ দিয়ে তাহা শুনে সর্বজনা।।
প্রতি গৃহে মহপ্রভু করে মহোৎসব
বিপুল আনন্দ পায় দেশবাসী সব।
চলিলেন তথা হ'তে রোমজানপুর।
গুরুচরণ তাখালি ভকত প্রভুর।।

তাহাকে করিল কৃপা কৃপার সাগর।
কীর্ত্তনেতে মত্ত যত ভকত চকোর।।
সুধাপানে মত্ত হ'য়ে করে হরিনাম।
ধাইল প্রেমের বন্যা নাহিক বিরাম।।
ভাসাইয়ে নিল যত পুরুষ-রমণী।
ঢলিয়ে পড়িল সব কুলের কামিনী।।
বাল্য বৃদ্ধ বাকী নাই সব একাকার
প্রেমের পাথারে সবে দিতেছে সাঁতার।।
পরে সবে সুস্থ চিত্তে ভোজন করিয়ে।
যাত্রা করিল সবে হরিধ্বনি দিয়ে।।
বাঁশতলী গ্রামে গিয়ে দির দরশন।
প্রেমানন্দে হরিবলে মতুয়ার গণ।
বাঁশতলী গ্রামে হয় আনন্দ বিশ্বাস।
প্রভুকে পাইয়ে হৃদে বাড়িল উল্লাস।।
শ্রীগোপাল সাধু হয় উপদেষ্টা গুরু।
তাহার কৃপায় এল বাঞ্ছা কল্পতরু।।
আনন্দ না ধরে আর আনন্দের প্রাণে।
অবিশ্রান্ত প্রেমবারি ঝোরে দু'নয়নে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভুমে দেয় গড়ি।
ক্ষণে ক্ষণে হরি বলে উর্দ্ধবাহু করি।।
ম'তোগণে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।।
সেই সঙ্গে শ্রীআনন্দ নাচে অনুক্ষণ।।
ক্ষণে গিয়ে ধরে নিজ শ্রীগুরুর পদ।
বলে যেন প্রতি জন্মে পাই রাঙ্গাপদ।।
ক্ষণে গিয়ে ম'তোদের চরণে লোটায়।
ক্ষণে গুরুচাঁদ বলি করে হায় হায়।
বড়ই মধুর ভাবে হইল কীর্ত্তন।
প্রেমার্ণবে ভাসে সব মতুয়ারা সুজন।।
হেনভাবে হ'ল নাম আন্দের গৃহে।
রামাগণে করে রান্না পরম উৎসাহে।।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু করেন ভোজন।
হরি বলি করে ভোজ মতুয়ার গণ
ভোজন সমাপ্ত করি ব'লে হরি হরি।
বিশ্রাম করিল সবে বসি শয্যাপরি।
শ্রীহরি বিশ্বাস এল প্রভুর গোচরে।।
ভক্তিভরে বলিতেছে গদগদ স্বরে।।
কৃপা করি যেতে হবে হরির আবাসে।
মম নিবেদন প্রভু শ্রীচরণ পাশে।।
প্রভু বলে এ সময় নহে বাছাধন।
অন্য সময়েতে যাব তোমার ভবন।।
বহুদিন আসিয়েছি দক্ষিণ অঞ্চলে।
সকলেই উচাটন দেশে যাব ব'লে।।
এবে তুমি নিজ গৃহে যাও বাছাধন।
সে কারণ না হইও কভু ক্ষুন্নমন।।
এতেক শুনিয়ে বাণী শ্রীহরি বিশ্বাস।
হতাশ হ'য়ে শেষে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু কি বলিব আর।
আপনাকে নিতে শক্তি না আছে আমার
ভজন বিহীন আমি ওহে দয়াময়।
কৃপা করি অধীনের দেন পদাশ্রয়।
এমত বলিয়ে কত করিল রোদন।
তথাপি সম্মত নহে সাধনের ধন।।
হরি কাঁদে হরি বলে কহে গুরুচাঁদ।
আর না করিও বাপ এমত বিষাদ।।
পুনরায় যখনেতে এদেশে আসিব।
তখনে তোমার গৃহে অবশ্য যাইব।।
চেয়ে দেখ শ্রীপতিকে সঙ্গে আনিয়েছি।
বড়ই উদ্বিগ্ন ভাব তাহার বুঝেছি।।
এক গর্ভে দুই ভাই জনম লভেছে।
এক ভাই দেখ তার বিলাত গিয়েছে
সেই কারণেতে ওর প্রাণ উচাটন।
সত্বরে স্বদেশে আমি করিব গমন।।
অতএব নিজবাসে যাহ বাছাধন।
পুন এসে পুরাইব তব আকিঞ্চন।।
এমত বলিয়ে প্রভু তাহাকে সান্ত্বায়।
প্রবোধ না মানে তাহে হরির হৃদয়।।
ভক্তগণ সনে প্রভু এহেন সময়।
তরণী পৌছিল এসে খাগড়া ঘাটায়।।
প্রভুর বাক্যেতে হরি গণিয়ে হুতাশ।
নৌকা হ'তে তীরে নামে ছাড়ি অভিলাষ।।
আকুল হইয়ে কাঁদে তীরেতে দাঁড়িয়ে।
নয়ন জলেতে বক্ষ যেতেছে ভাসিয়ে।।
হায় হায় নাহি জানি কিবা অপরাধে।
গৃহেতে লইতে পারি প্রভু গুরুচাঁদে।
কেন বা জীবন রাখি কিসের লাগিয়ে।
প্রভু যদি চ'লে গেল কি কাজ বাঁচিয়ে।।
এমত বলিয়ে কাঁদে বালকের ন্যায়।
পলকবিহীন হ'য়ে দাঁড়াইয়া রয়।।
যখনে প্রভুর তরী অদর্শন হ'ল।
বাতাহত বৃক্ষবৎ ঢলিয়ে পড়িল।।

কিছুকাল মুর্চ্ছাপ্রাপ্ত থাকিল তথায়।
মুচ্ছা অন্তে পুন কাঁদে আকুল হৃদয়।
কঁদিতে কাঁদিতে হরি নিজ গৃহে চলে।
বক্ষঃস্থলে সিক্ত হয় নয়নের জলে।।
এদিকে প্রভুর তরী চলিল বাহিয়ে।
উপনীত হইলেন ক্রমে বড়দিয়ে।।
লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ শান্ত বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সেই গৃহে উপনীত জগতের পতি।।
গ্রাম্যলোক ছুটে এল যে যেখানে ছিল।
সেই গৃহে এস সবে প্রভুকে দেখিল।
কেহ বলে কে দেখিবে আয় তোরা আয়।
অকলঙ্ক গুরুচাঁদ হ'য়েছে উদয়।
চিত্তসন্ধ দুরে গেল চাঁদের কিরণে।
জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ হবি আয় সর্ব্বজনে।।
বিমল আলোক ভাতি হ'তেছে প্রকাশ।
চিত্তসন্ধ দুরে গেল তিমির বিনাশ।
এমত ভাবেতে কেহ গাহে নাম গান।
আকুল হইল তাহে সবাকার প্রাণ।।
রুপ শশী দরশনে বিমোহিত হিয়া।।
আঁখিজল কা'রো ঝরে বয়ান বাহিয়া।
প্রেমেতে মগন হ'য়ে করে হরিনাম।
বহুক্ষণ পরে নাম হইল বিরাম।
পরে বহু আলোচনা হইল তথায়।
গ্রামবাসী শুনে সবে বিস্মত হৃদয়।।
প্রভু বাক্যে সর্বজন আনন্দ লভিল।
নানা কথা নানা জনে বলিতে লাগিল।
পরে বৈসে সর্বজনে ভোজ করিবারে।
কেহ কেহ রহিলেন পরিচর্য্যা তরে।।
প্রভুর সকাশে লক্ষ্মী নামে এক নারী।
পরিচর্য্যা করে তার ঝরে অশ্রুবারী।।
ভক্তি চিত্তে সব দ্রব্য প্রভুকে যোগায়।
পৌত্রের সংহতি প্রভু সেবেন তথায়
মহানন্দে সর্ব্বজন ভোজন করিল।
তথা হইতে উঠিবারে উদ্যোগি হইল
পুরবাসীগণ প্রভুপদে প্রণমিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

☆☆☆☆☆☆

মহাপ্রভুর চাপাতলা ভ্রমণ পূর্ব্বক কাতইল যাত্রা

চলিল প্রভুর তরী দেশ অভিমুখে।
মাধবেন্দ্র শ্যামচন্দ্র বাহে মনোসুখে।।
বেলা অপরাহ্ন কাল রবি ডুবে যায়।
সায়রে জোয়ায় দিয়ে কেহ গীত গায়।।
কীর্ত্তনের ধ্বনি যেবা শুনিতে পাইল।
পিছে পিছে বহুলোক ছুড়িয়ে চলিল।
চাপাতলা দিয়া নৌকা যাইবে বাহিয়ে।।
তরী বেয়ে যেতে কালে ধরিবে আসিয়ে।।
এত বলি নীরবেতে তরণী বাহিল
সেই চাপাতলা ক্রমে উদয় হইল।।
হালদার বাটী এসে রজনী বঞ্চিল।
নিশিযোগে সব বস্ত্র ধৌত করে দিল।।
বহুদিন ভ্রমণেতে মলিন বসন।
পরিস্কার করে দিল ভক্তিযুক্ত মন।।
বড়ই আশ্চর্য্য কর্ম হইল তথায়।
সারানিশি মহানন্দে সবাই কাটায়।
প্রাতঃকালে বাহে তরী মতুয়ার গণ।
হুলুধ্বনি করিলেক যত রামাগণ।।
হরি বলে বাহে তরী মতুয়ার গণ।
কাতলী গ্রামেতে এসে দিল দরশন।।
নিবারণ সাধু হয় কাতলীতে বাস।
প্রভুকে পাইয়ে হ'ল পরম উল্লাস।।
বসিলেন মহাপ্রভু গৃহের মাঝারে।
মতুয়রগণ সবে নাম গান করে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
বহুক্ষণে নাম গান করিলেন সাঙ্গ।।
রন্ধন করিল যত রমণীর গণ
ক্রমে সব মতুয়ারা করেন ভোজন।।
মহাপ্রভু করে সেবা ঘরের মাঝারে।
রামাগণে যোগাইল হরিষ অন্তরে।।
বহুলোগ আমদানী হইল তথায়।
সভা করিবারে সবে ভেবেছে হৃদয়।।
অপরেতে করিলেক সভা আয়োজন।
সে সভায় সভাপতি ভকত-রঞ্জন।।
স্কুলের বালকগণ মনের আনন্দে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পুজে প্রভু গুরুচাঁদে।।

গাঁথিয়ে ফুলের হার প্রভুকে সাজায়।
মহাপ্রভু সাজিলেন আনন্দ হৃদয়।।
জয়নাদে চারিদিকে মুখরিত হ'ল।
প্রভুপদে দানপত্র আনন্দে অর্পিল।।
মহানন্দে হরি বলে বালকের গণ
প্রেমানন্দে সর্ব্বজন হইল মগন।
বহু কথা আলোচনা তথায় হইল।
সভা সাঙ্গ হ'ল সবে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর নানা স্থানে ভ্রমণ

তথা হ'তে চলিলেন ঠাকুরের তরী।
বিচরণ বাহে তরী ব'লে হরি হরি।।
আনন্দে মগন হ'য়ে তরণী চালায়।
পিছে পিছে চলে বেয়ে মতুয়া-নিচয়।।
মাটীয়ার গাতী ভক্ত নাম মৃত্যুঞ্জয়।
সদাচারী মিষ্টভাসী পবিত্র হৃদয়।
পর ছিদ্র এ জীবনে কভু দেখে নাই।
হরিগুরুচাঁদ ব'লে সদা ছাড়ে হাই।
প্রভু আগমণ জেনে আশাপথ পানে।
চেয়ে আছে অনুক্ষণ তৃষিত নয়নে।।
হেনকালে ঠাকুরের তরণী দেখিল।
এসেছে দয়াল বাবা ডাকিয়ে বলিল।।
প্রেমানন্দ ভরে শুধু কাঁদিতে লাগিল।
ভক্তি ভরে গুরুচাঁদে গৃহেতে লইল।।
বসিলেন সর্ব্বজনে হ'য়ে আনন্দিত।
তাহার মাঝেতে কেহ ধরিলেন গীত।।
গ্রাম্যলোক নাহি ধরে বাটীর উপর।
ঠাকুরে হেরিয়ে হ'ল আনন্দ অন্তর।।
সবাকার হইয়েছে প্রাণ-উচাটন।
বহুদিন করিতেছে দেশ পর্য্যটন।
প্রভু বলে মৃত্যুঞ্জয় বাছা রে আমার।
উচাটন হইয়েছে প্রাণ সবাকার।।
যাহা হয় বাছাধন কর হে সত্বরে।
এখনও যাইতে হবে অনেকের ঘরে।।
এত শুনি মৃত্যুঞ্জয় এনে ফলাহার।।
প্রভুর সম্মুখে রাখে আঁখি দর দর।
শ্রীপতি ও শ্রীঠাকুর সেবে ততক্ষণ।
পরেতে মতুয়ারগণ করিল সেবন।।
পরে মৃত্যুঞ্জয় দিল প্রণামিও যাহা।
শ্রীপতে ঠাকুর হস্তে তুলে নিল তাহা।
প্রণমিল প্রভুপদে করিয়ে রোদন।
ঠাকুর বলেন আছি সঙ্গে বাছাধন।
পরে প্রভু নৌকা পরে আসিয়ে বসিল।
হরিধ্বনি দিয়ে সবে তরণী বাহিল।
কেন্দুয়া ভ্রমণ করি চলিল হরিষে।
শেষে উপনীত হ'ল বালাদের বাসে।।
শ্রীপূর্ণচরণ বালা সুড়িগাতী বাস।
অশ্বিনী গোঁসাই পুর্ণ করে তার আশ।।
ছয় ভাই হয় তারা সবে জ্ঞানবান।
কর্ত্তা ব্যক্তি সমাজের মধ্যে মান্যমান।।
সেই ঘাটে ঠাকুরের তরণী উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।
গৃহের মাঝারে নিয়ে ঠাকুরে বসায়।
সপ্ত বধু প্রণমিল ঠাকুরের পায়।।
ফলাহার করাইল কত ভক্তি ভরে।
প্রাঙ্গণেতে কেহ গীত গায় ঘুরে ফিরে।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করিল গমন।
হরিধ্বনি দিল যত মতুয়ার গণ।।
নানা গৃহে ভ্রমে প্রভু ভকত-আশ্রমে।
উচাটন সর্বজন পশিতে শ্রীধামে।।
এত বলি বাহে তরী অতি বেগভরে।
বড় গাওলা ঘাটে তরী লাগাইল ধরে।।
রমণী সাধুর ভক্ত বহু সেই দেশে।
পথ আগুলিল তারা সবে ভাবাবেশে।।
কেঁদে কেঁদে সবা ঠাঁই করিছে বিনয়।
স্বীকার করিল সব মতুয়া নিচয়।।
শ্রীউদয়চাঁদ হয় নিষ্ঠাভাব ধারী।
ভালমন্দ নাহি জানে মুখে বলে হরি ।।
রামচন্দ্র নামে হয় প্রমথ রঞ্জন।
মধ্যম শ্রীজলধর তৃতীয় ভজন।।
রমণীর প্রিয় শিষ্য ছোট শ্রীঅমৃত।
হরিচাঁদ নাম গানে থাকে যেন রত।।
সেই বাটী করে বাস এক মহাজন।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম তারা ভাবে সর্বজন।।
রমণী গোঁসাই বড় ভালবাসে তারে।
গুরুর আদেশ ক্রমে থাবে এ সংসারে।
চৈতন্যের বাক্য মেনে চলে ভ্রাতাগণ।
উদয়ও ভাবিত তারে আপন নন্দন।।
সেও এসে প্রভুপদে করি দন্ডবৎ।
কহিছে বিনয় করি ক'রি জোড়হাত।।

মহাপ্রভু গুরুচাঁদ বলেছে বচন।
সবাকার হইয়েছে প্রাণ উচাটন।।
এত শুনি শ্রীঅমৃত কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
প্রতি মতুয়ার পদ ধরে জড়াইয়ে।।
ভাব হেরি সবাকার দয়া উপজিল।
হরিধ্বনি দিয়ে সবে তীরেতে নামিল।।
রামচরণের নারী পাতিয়েছে ঠাঁই।
তথা বসিলেন প্রভু মিলি দুই ভাই
বলে মোরা দুই ভাই এসেছি এবার।
যত্ন পাইয়েছে প্রতি গৃহে মতুয়ার।।
কেন প্রভু বলিলেন কেহ নাহি জানে।
শুধুমাত্র সর্ব্বজন রাখিলেক শুনে।।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়ার গণে।
হুলুধবনি দিল সবে আনন্দিত মনে।।
প্রভু আগমন বার্ত্তা জানিয়ে অনেকে।
প্রভুকে হেরিতে সবে আইল পুলকে।।
বহু লোক সমারোহ হ'ল সেই গৃহে।
প্রভুকে নেহারে সবে পরম উৎসাহে।।
কিছুই না লাগে ভাল মতোদের প্রাণে।
উচাটন ভাবে তারা উঠে বৈসে ক্ষণে
হেরিয়ে অমৃত হয় শঙ্কিত জীবন।
ব্যস্ত হ'য়ে ফলাহার করে আয়োজন।।
বিনয়-বচন কহে প্রভুর গোচরে।
বড় ব্যথা পাই প্রভু অস্থিরতা হেরে।।
আমার বাসনা অদ্য থাকি এই স্থান।
সুশীতল করিবেন অধমের প্রাণ।।
তাহে হেন ভাবি হেরি প্রাণে পাই তাপ।
নাহি জানি প্রভু মোর আছে কত পাপ।।
এত বলি সে অমৃত পড়িল কাঁদিয়া।
প্রভু বলে বাছা ধন ধৈর্য্য ধর হিয়া।।
বহুদিন আসিয়েছে দেশ-পর্য্যটনে।
তাই উচাটন ভাব সবাকার প্রাণে।।
কি ভয় তোমার শুন বাছা রে আমার।
তোমার গৃহেতে এবে হ'ক ফলাহার।।
এত শুনি শ্রীঅমৃত তাহাই করিল।
ব্যস্ত হ'য়ে ফলাহার যোগাড়ে যাচ্ছিল।।
এনে দিল প্রভু ঠাঁই কাঁদিতে কাঁদিতে।
ঠাকুর করেন সেবা আনন্দিত চিতে।।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধু কাঁদে দাঁড়ায়ে তথায়।
বলে বাবা অদ্য নিশি থাকুন হেথায়।।
প্রভু বলে কি করিব বল মা আমার।
মতুয়ারা রৈতে নারে দোষ দিব কার।।
এত শুনি সেই ধনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
সবাকারে বলিলেন বিনয় করিয়া।।
উদয় আসিয়ে কাঁদে ম'তোদের পাশে।
কৃপা করি থাক অদ্য অধীনের বাসে।
ভক্তি স্তুতি নাহি জানি শুন বাপ সব।
থাকলে হইল মম প্রাণেতে উৎসব।।
রমণী গোসাই যত দিন ছিল ভবে।
আসিলে করিত মলো মতোগণ সবে।।
পাইতাম মনে শান্তি হ'ত সংকীর্ত্তন।
তিনি চলে গেলে আর না হয় তেমন।।
আজ তাই মনে পড়েছিল যে আমার।
এমত বলিতে তার ঝরে আঁখিধার।।
আর কয় চেয়ে দেখ বেলা এবে নাই।
অন্ধকার রাত্রিমধ্যে গিয়ে কাজ নাই।।
এভাবে বিনয় করে বুড়ো বার বার।
তথাপি থাকিতে মত না হয় সবার।।
পুনঃ গিয়ে প্রভু ঠাঁই ক'রেছে বিনয়।
অপরাহ্নকালে বাবা যাবেন কোথায়।।
প্রভু বলে উচাটন হ'য়েছে সবাই।
বিলম্ব করিতে নারি অন্য গৃহে যাই।
এতেক শুনিয়ে তবু অশেষ বিশেষে।
কেঁদে কেঁদে সবিনয় করে প্রভু পাশে।
মহাপ্রভু সান্তাইল মধুর বাক্যেতে।
ভক্তগণ সবে যায় তরীতে ত্বরীতে।।
মহাবেগে ধায় তরী উত্তরাভিমুখে।
প্রাণপণে বাহে তরী মতোগণ রুকে।।
দুইকুল দিয়ে চলে লোক অগণন।
কেঁদে বলে তরী রাখ ওহে ম'তোগণ।।
গ্রাহ্য না করিল তাহা চলিল বাহিয়ে।
পিছে পিছে ধায় সবে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
কেহ বলে তরী রাখো ওরে ম'তোগণ
বারেক মাত্র প্রভুকে করিব দর্শন।।
তবু বেগে বাহে তরী মতুয়া বাহিনী।
তীরস্থ সকল লোকে কহে কটু বাণী।
কেঁদে কেঁদে গালি পাড়ে কোন কোন জনে।
মার রে মার রে যত মতুয়া-দুর্জ্জনে।
কেহ নাহি রাখে তরী শুনেও না শুনে।
নিশ্চয় মারিব অদ্য মতুয়ার গণে।।

এইভাবে কহে বাণী হ'য়ে উতরোল।
শুধু মাত্র শোনা যায় সেই গণ্ডগোল।।
রাজকুমারের প্রতি বলে দয়াময়।
কোন দিকে বল এই চীৎকার শুনায়।।
শ্রীরাজকুমার বলে বহু লোকজন।
আপনারে রাখিবারে ক'রেছে এমন।
প্রভু বলে ত্বরা তরী দাও চালাইয়ে।
বিলম্ব করিতে নারি বলহে ডাকিয়ে।।
শ্রীরাজকুমার বলে সকরুণভাষে।
কৃপা করি বসুন এবে বাহিরেতে এসে।।
কৃপার সাগর প্রভু বাহিরে বসিল।
মিষ্ট বাক্যে সবাকারে বলিতে লাগিল।
কেন সবে হেন ভবে ডাক উভরায়।
দেশেতে যাইব বাপু বিলম্ব না সয়।।
এত শুনি বলে কেহ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
ক্ষণেক বিলম্ব কর মোদের লাগিয়ে।।
শুধুমাত্র ওই পদে প্রণাম করিব।
মহানন্দে সবে মোরা প্রণামি যে দিব।
প্রভু বলে এত যদি তোমাদের আশ।
ওড়াকাঁদী গিয়ে পূর্ণ কর অভিলাষ।।
প্রভুবাক্যে সবে তারা গৃহেতে চলিল।
মতুয়ার গণ সবে তরী চালাইল।।
মহাপ্রভু বইসে গিয়ে তরীর মাঝারে।
তীরস্থ সকল লোকে ভাসে আঁখিনীরে।।
মনক্ষুন্ন হ'য়ে সবে গৃহেতে চলিল।
এদিকে প্রভুর তরী বেগেতে ধাইল।।
হাড়িদাহবাসী ভক্ত মথুর বিশ্বাস।
প্রাচীন বয়স অতি ঘন বহে শ্বাস।।
কাতলীর নিবারণে গুরু করিয়েছে।
প্রভুকে লইতে বাসে মনেতে ভেবেছে।।
খুলনা হইতে আনে নানাবিধ ফল।
কুম্ভ পুরী রাখিয়েছে সুবাসিত জল।।
মনে আশা ভুঞ্জিবেন হৃদয়ের মণি।
যাহা লাগে চ'ক্ষে ভাল তাই আনে কিনি।।
নগরকাঁদী বন্দর তাঁর পূর্ব্ব স্থানে।
বসে আছে সে মথুর আশাপথ পানে।।
বালকের প্রায় কাঁদে আকুল হইয়ে।
আসিবেন মহাপ্রভু এই পথ দিয়ে।
ক্ষণে কাঁদে উচ্চৈস্বরে বালকের প্রায়।
সেই ধ্বনি মহাপ্রভু শুনিবারে পায়।
সব ঠাঁই জিজ্ঞাসা করেন দয়াময়।
কেবা কাঁদে হেনভাবে বল মহাশয়।।
শ্রীরাজকুমার বলে ওহে দয়াময়।
আপনার লীলা খেলা বোঝা নাহি যায়।।
ভক্তকে কাঁদায়ে পুন করেন জিজ্ঞাসা।
বুঝিতে না পারি প্রভু এবা কি তামাসা।।
প্রভু বলে কেন বাপু বেশী বল মোরে।
কোন জন কাঁদে আমি জানি কি প্রকারে।।
কেনই বা কোন দুঃখে ক'রেছে রোদন।
সত্যভাষ কহ বাপু বল কোন জন।।
শ্রীরাজকুমার বলে পুন প্রভু পাশ।
মথুর বিশ্বাস নাম হাড়িদাহ বাস।।
আপনাকে লইবার ক'রেছে মনন।
তাই হেন ভাব হয় ভক্তি প্রদর্শন।।
প্রভু বলে এখানেতে বাঁধিও না নাও।
আমার সকাশে মথুরে ডাকি দাও।।
শুনিয়া প্রভুর বণী তরণী থামায়।
মথুরে ডাকিল যথা প্রভু দয়াময়।
প্রভুর সকাশে এসে মথুর বিশ্বাস।।
কেঁদে পড়ে প্রভুপদে ঘন বহে শ্বাস।
মুখে না নিস্বরে বাণী কাঁদে উভরায়।
মতুয়ার গণ সবে হ'ল দ্রবময়।
মধুর বাক্যেতে প্রভু তাহাকে সান্তায়।
বর্তমানে যেতে নারি তোমার আলয়।।
যবে আমি পারগুলা করিব গমন।
সেইকালে যাব আমি তোমার ভবন।।
অতএব এবে তুমি গৃহে চলি যাও।
কোন চিন্তা নাই গিয়ে সবাকারে কও।।
ব'লেছে মথুর তাহে করিয়ে বিনয়।
সত্য বটে যাইবেন হাড়িদাহ গায়।।
জীবিত থাকিতে আমি যাওয়ানা হইবে।
নিশ্চয় ভাবেতে তাহা বুঝিলাম এবে।।
এত বলি পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।
সে ভাব হেরিয়ে কেহ অধৈর্য্য হইল।।
পুনঃ বলে মহাপ্রভু শুন মহাশয়।
তাহাতে বিশেষ কিছু ভেব না হৃদয়।।
এইমত নানা বাক্যে দানিল সান্ত্বনা।
বিরত হইল বটে প্রাণে ত' মানে না।।
চালাইল ম'তোগণ ঠাকুরের তরী।
মথুরের দু'নয়নে ঝরে প্রেমবারি।।

কেঁদে কেঁদে চলি যায় আপন ভবন।
মনে ভাবে আর না পাইব দরশন।।
জীবনের শেষ দেখা হ'ল এত দিনে।
গৃহেতে নারিনু দিতে দুঃখ রৈল মনে।।
এদিকেতে চলিতেছে ঠাকুরের তরী।
মতোগণে প্রেমানন্দে বলে হরি হরি।।
পাতলা নিবাসী হয় ভক্ত ধনঞ্জয়।
সেই ঘাটে, উপনীত প্রভু দয়াময়।।
ভক্তগণ কেহ কেহ রহিল নৌকায়।
কেহ কেহ তীরে গিয়ে পশিল ত্বরায়।।
তথা হ'তে শেষ রাত্রে নৌক চালাইল।
নদীতে ভাটার গণ বেগন বাধিল।।
গুণ ধরি বাহে তরী মতুয়ার গণ।
ইন্দুহাঁটি গ্রামপার্শ্বে দিল দরশন।।
সেই গ্রামবাসী মতিলাল সিক্‌দার।
আশাপথ পানে চেয়ে আছে ভক্তবর।।
দূরবর্ত্তী দেখিলেক প্রভুর তরণী।
আনন্দে মগন যত পুরুষ-রমণী।
গৃহে মাঝারে গিয়ে পাতিল আসন।
পুনরায় নদী তটে এল সেইক্ষণ।
হেনকালে প্রভু-তরী ঘাটেতে উদয়।
ঘাট ছাড়াইয়া যায় দেখিবারে পায়।
উচ্চৈঃস্বরে বলে মতি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
তরণী রাখুন হেথা দয়া প্রকাশিয়ে।
মহাপ্রভু বলে তরী দেহ চালাইয়ে।
না কর বিলম্ব আর যাওগে বাহিয়ে।।
মহাবেগে মতোগন বাহে গুণ ধরি।
পিছে পিছে ধেয়ে যায় পুরুষ কি নারী।
কেঁদে কেঁদে সবিনয় কতই করিল।
কোন মতে সেই আশা পূর্ণ না হইল।।
মহাবেগে ধায় তরী দেশ অভিমুখে।
হরিদাসপুরে পৌছে অতি মনোসুখে।।
শ্রীগুরুচরণ মালী ঘাটেতে পৌছিল।
ভক্তিভরে গুরুচাঁদে গৃহেতে লইল।
ব্যস্তচিতে রামাগণে বলে রাঁধিবারে।
শুনিয়ে রমণী তার রান্না করে ঘরে।।
নানা দ্রব্য আয়োজন করে মুহূর্ত্তেকে।
রন্ধন করিল ধনী পরম কৌতুকে।।
সেই গৃহে হরিনাম অধিক না হইল।
ব্যস্তচিত্তে সবে মিলি ভোজন করিল।।
ভক্তগণে বলে ক'য়ে উঠিল নৌকায়।
তরণী বাহিল সবে আনন্দ হৃদয়।।
কেহ কেহ শ্রীধামেতে রজনী বঞ্চয়।
ক্রমে গিয়ে উপনীত আপন আলয়।।
তথা থাকি কেহ কেহ ক'রেছে কীর্ত্তন।
কেহ বা বিশ্রাম করে কেহ অন্যমন।।
হেনভাবে শ্রীপ্রভুর প্রবাস ভ্রমণ।
বুঝিতে শকতি নাই এ বিশ্ব ভুবন।।
অপার অনন্ত লীলা সলীন্দ্র-অজ্ঞাত।
কি লিখিয়ে তাহা আমি করিব ব্যকত।।
শ্রীগুরুর কৃপাযোগে যাহ কিছু হয়।
সমাপ্ত প্রবাস-গীতি এই ত সময়।।
বলিতে অযোগ্য আমি হই মূঢ়জন।
গুরুচাঁদ ভাবি কহে বিচরণ।।
প্রবাসী আনন্দ হয় বড়ই মধুর।
ধন্য লীলা সুপ্রকাশ হইল প্রভুর।।

==প্রবাস-গীতি সমাপ্ত ==

শ্রীধামে হরিমন্দির স্থাপন

শুন শুন ভক্তগণ অপূর্ব কথন।
শ্রীধামে হরিমন্দির হইল স্থাপন।।
ক্ষীরোদ বিহারীমূর্ত্তি অনন্ত শয্যায়।
ধবল বরণ রূপ অতি শোভাময়।।
ঝলমল করে রূপ অতি মনোহর।
যে গড়েছে এই মূর্ত্তি ধন্য সেই নর।।
মন্দিরে প্রণাম করি সে রূপ হেরিলে।
ভক্তির উদয় হয় ভাসে আঁখিজলে।।
কিবা প্রেমময় ছবি রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
নেহারিলে হেন রূপ নন জুড়ায়।।
লক্ষ্মীমাতা পদপার্শ্বে চরণ সেবিকা।
মন্দির সম্মুখে থেকে রূপ যায় দেখা।।
এ হেন যুগল রূপ নয়নে না ধরে।
ঝলমল করে রূপ শ্রীহরিমন্দিরে।।
আর আর কত মূর্ত্তি তথা বিদ্যমান।
হেরিলে সবার হয় সুশীতল প্রাণ।।
সেবক মতুয়া করে নিত্য নিত্য সেবা।
বলিব তাদের নাম হয় যেবা যেবা।।
বর্ত্তমান মানুষের লীলা চমৎকার।
মানবের কিবা সাধ্য দেবে বোঝা ভার।।
জীবহিতে করে প্রভু সুমধুর কাণ্ড।
প্রকাশে মধুর লীলা অমৃতের ভাণ্ড।।
যত যত মতুয়ারা আইসে শ্রীধামে
মন্দিরে মানসা করে পূর্ণ মনস্কাম।।
যেবা যেই ব্যাধি দায় ঠেকিলে কখন।
আসিলে সেজন গুরচাঁদের সদন।।
রোগের ব্যবস্থা দেন রোগ মুক্ত হ'তে।
যে রোগের বৃদ্ধি যা'তে তাই দেন খেতে।।
আর বলে মন্দিরেতে করগে মানসা।
সেই স্থানে ভক্তি কর পূর্ণ হ'বে আশা।।
শ্রীহরি-মন্দিরে ঠাকুর বর্ত্তমান।
ক্ষীরোদবিহারী মূর্ত্তি আছে অধিষ্ঠান।।
মন্দিরের প্রান্তভাগ হ'তে লও ধূলী।
রোগীর গাত্রেতে মেখে দিও হরি বলি।।
পাঁচ সিকা জরিমানা ঠাকুরে দানিয়ে।
মন্দিরে মানসী করে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
বিপুল ভাবেতে কর সবিনয় করে।
মন সই হ'লে তার রোগ যায় সেরে।।
যেবা দায় ঠেকে যেবা করেন মানসা।
ভক্তি অনুসারে তার পূর্ণ হয় আশা।।
কেহ সোয়া পাঁচ আনা কহ পাঁচ সিকা।
কেহ কেহ এনে দেয় দশ বিশ টাকা।।
যাহার যেমন মন সে দেয় তেমন।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করে ভকত-রঞ্জন।।
কেহ এক পয়সার চিনি কিনে দেয়।
কেহ সোয়া পোয়া সোয়া সের কা'র হয়।।
নিত্য পর্বেতে প্রভুর ভক্ত আগমন।
মন্দিরেতে চিনি দেয় যার যেই মন।।
বারুণী দিবসে বহু আমদানী হয়।
চিনি মণ্ডা বাতাসাদি বহু লোকে দেয়।।
দশ বিশ মণ তাহে হয় আমদানী।
বড়ই অদ্ভুত লীলা আশ্চর্য্য বাখানী।।
মূল কথা যার হয় ভাবের উদয়।
একান্ত প্রাণেতে ডাকে ভকতি হৃদয়।।
মুহূর্ত্তেকে পূর্ণকামী হয় সেই জনা।
ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ কহে সাধু জনা।।
মন্দির-মাহাত্ম্য কিছু হইল বর্ণন।
মন্দিরেতে পূজা দেয় মতুয়া সুজন।।
নেপাল গোসাই হয় কলাতলাবাসী।
তাহার গুরু যে হয় বালা শ্রীতপস্বী।।
সর্ব্বত্যাগী স্বার্থশূন্য জিতেন্দ্রিয় হয়।
স্বীয় গুরুসনে তিনি বহুদিন রয়।।
প্রাণাধিক জানি বলে সে তপস্বী বালা।
অল্প দিনে হবে সাঙ্গ মম নরলীলা।
পরে তুমি ওড়াকাঁদি কর গিয়ে বাস।
প্রভুও করিবে কৃপা পূর্ণ হবে আশা।।
গুরুবাক্যে ওড়াকাঁদী স্থান পেল পরে।
প্রাণ দিয়ে ঠাকুররে পরিচর্য্যা করে।।
যষ্টিসম শ্রীনেপাল হ'ল ঠাকুরের।
প্রভু বলে বাপ তোর গেল কর্ম্ম ফের।।
ওড়াকাঁদী এই বাড়ী তোমার যে হয়।
এই বাড়ী চিরদিন থেক মহাশয়।।
ঠাকুরের বাক্য মেনে রহে সে হইতে।
কোন দোষ নাই তার জীব চরিত্রেতে।।
স্বার্থত্যাগী অনুরাগী অতি সদাশয়।
প্রভু মুখাপেক্ষী হয় থাকিত সদায়।।
প্রভুপার্শ্বেকভু থাকে কভু কার্য্যান্তরে।
ভক্তিভরে করে পূজা শ্রীহরিমন্দিরে।।

ক্ষণে ক্ষণে করে পূজা শ্রীনীলরতন।
স্বার্থত্যাগী অনুরাগী পুরুষ রতন।।
তিনি ও পরম ধন করেছে সঞ্চয়।
অশ্বিনী গোঁসাই তার উপদেষ্টা হয়।।
সাজিল চিরকুমার হইল গোঁসাই।
অধিকক্ষণ থাকে তিনি ঠাকুরের ঠাঁই।।
শ্রীধামে থাকিয়ে পূজা করে মন্দিরেতে।
প্রভুর আদেশ নিয়ে যাইত ভ্রমিতে।।
পুনঃ এসে শ্রীধামেতে এই পূজা করে।
শ্রীধামেতে থাকে সদা আনন্দ অন্তরে।।
কিছুদিন পূজা করিতেন দীনবন্ধু।
প্রভুকে জানিত সদা জগজীববন্ধু।।
কখন করিত পূজা রামকৃষ্ণ নামে।
যেইদিন উপস্থিত থাকিত শ্রীধামে।।
এইভাবে করে পূজা ভকতের গণ।
আর এক কথা এবে শুন সর্বজন।।
পর্ব্ব উপলক্ষ্যে আসি ভক্তগণ যত।
এক ঠাঁই উপনীত হ'ত অগণিত।।
তার মাঝে কেহ কেহ মন্দিরেতে রয়।
মন্দিরের প্রাপ্ত দ্রব্য রক্ষণ করয়।।
গোঁসাই শ্রীসনাতন বাবু ষষ্ঠি চন্দ্র।
কেদারী বিপিন বালা শ্রীবিহারী চন্দ্র।।
কৃষ্ণপুরবাসী ভক্ত সঙ্গেতে মিলন।
ঠাকুরের সব দ্রব্য করিত রক্ষণ।।
এইভাবে করে সবে মন্দিরের কার্য্য।
অন্য কথা কারো কিছু না করিত গ্রাহ্য।।
প্রাণ দিয়ে সব কর্ম্ম করে সমাপন।
সবাকার পদ বাঞ্ছে দীন বিচরণ।।

শ্রীধামে দুর্গা পূজা প্রচার

শ্রীধামেতে দুর্গাপূজা হইল প্রচার।
প্রকাশ করিব তাহা সবার গোচর।।
ঠাকুরের মহালীলা বোঝে সাধ্য কার।
যাহার মহিমা হয় জলধি অপার।।
কখনেতে কোন লীলা করেন ব্যাকত।
মানবে তা কি বুঝিবে শূলীন্দ্র-অজ্ঞাত।।
মাধুর্য্য রাখিয়ে লুপ্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
নানা ভাব ধরে প্রভু মানবের পাশ।।
অন্তরঙ্গ বিনে নহে বলে কার ঠাঁই।
জ্ঞানে কি বিজ্ঞানে ভাবনায় নহে পাই।।

ঐশ্বর্য্যের মত ধরি পূজে মহামায়া।
তাহাতে সন্তোষ বড় হ'ন হরজায়া।।
এবে দেবী ভালবাসে থকিতে শ্রীধাম।
শুনিতে বাসনা চিতে সুমধুর নাম।।
ষষ্ঠী হ'লে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়ে।
দশমী পর্য্যন্ত থাকে সে ভাব লইয়ে।।
বড় আনন্দিতা পরম বৈষ্ণবী।
প্রেমোন্মত্ত হইতেন হরিপদ ভাবি।।
ভক্তগণ দরশনে বাড়ে প্রেম-সুখ।
আনন্দে হেরিত হরিভক্তগণ-মুখ।।
কিছুদিন সেইভাবে হেন পূজা হয়।
মহামায়া থাকে সদা সন্তুষ্টা হৃদয়।
তেরশ ছাব্বিশ সালে আশ্বিন মাসেতে।
মহাঝড় আরম্ভিল পূর্বদিক হ'তে।।
যেন প্রলয়ের ভাব হইল প্রকাশ।
বহু স্থানে বহু প্রাণী হ'য়েছে বিনাশ।।
ঘর-দ্বার চুরমার কতই হ'য়েছে।
মুহুর্মুহুঃ উল্কাপাত কতই প'ড়েছে।।
দুঃখের নাহিক সীমা পায় জীবগণ।
শোকে দুঃখে সবাকার বিষাদিত মন।।
মাতা হন্ পুত্রহারা স্বামীহীন নারী।
বৎসহীনা গাভী কাঁদে হাম্বারব করি।।
দুঃখের তরঙ্গে ভাসে জীব-জন্তুগণ।
সংখ্যাতীত জীব হয় অকাল-মরণ।।
কত গৃহে উঠিয়াছে দেবী দশভূজা।
কত না উৎসাহ প্রাণে আসিতেছে পূজা।
সে সব উৎসব হ'ল নিরুৎসব ময়।
প্রতি গৃহে সর্বলোক করে হায় হায়
দশভূজা প্রতিমুর্ত্তি হল ছারেখার।
সময় না আছে আর পুনঃ গঠিবার।।
শ্রীধামেও দুর্গামুর্ত্তি ভগ্ন হ'য়েছিল।
তাহাতে প্রভুর মনে বিরক্তি জন্মিল।।
ভগ্ন প্রতিমার পূজা না দিব কখন।
পূজা না হইবে আর আমার ভবন।।
এভাবেতে পূজা করা বন্ধ হ'য়ে গেল।
তাহাতে দেবীর প্রাণে দুঃখ উপজিল।।
সে বৎসর আর না হইল দুর্গাপূজা।
মানবীর মূর্ত্তি ধরি এল দশভূজা।।
নিশিযোগে একদিন করিছে রোদন।
সেথায় উদিত মোর ভকত-রঞ্জন।।

জিজ্ঞাসেন মহাপ্রভু সে মেয়ের পাশ।
কেন তুমি কাঁদিতেছ কোথা তব বাস।।
কাহার নন্দিনী বল কাহার ঘরণী।
কেন বা কাঁদিছ তুমি কহ দেখি শুনি।।
কেঁদে বলে মহামায়া ঠাকুরের ঠাঁই।
আমার মরম-ব্যথা তোমাকে শুধাই।।
মম পরিচয় এবে শুন দয়াময়।
তোমাদের গৃহে এনু লইতে আশ্রয়।।
আশ্রয় দানিয়ে পুনঃ হ'য়েছ নিদয়।
তেঁই মনদুঃখে কাঁদি ওহে দয়াময়।।
নাহি জানি কিবা দোষ করিনু শ্রীপদে।
কেন আমি হৈনু বাদ হরি প্রেমাস্বাদে।।
প্রভু বলে কেবা তুমি কহ সত্য ভাষ।
কেন বা আশ্রয় তুমি মাগ মম পাশ।।
অনুমানি স্বামী পুত্র বর্ত্তমান আছে।
কোন দুঃখে ঠাঁই মাগ তুমিমম কাছে।।
মহামায়া বলে প্রভু চরণে জানাই।
নহে কোন দোষী আমি স্বামী পুত্র ঠাঁই।।
স্বামী মোর ভোলানাথ পুত্র গজানন।
আর এক পুত্র তার নাম ষড়ানন।।
লক্ষ্মী সরস্বতী দুই তনয়া আমার।
স্থান চাই তব পদে মাগি পরিহার।।
মম প্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়ে দর্শন।
নিদারুণ বাক্যবাণ করিছ বর্ষণ।।
তাহাতে আমার প্রাণে শেলসম বাজে।
এই বাটী সম আর নাই ধরা মাঝে।।
এই বাটী হ'তে যদি যাই উপেক্ষিয়ে।
কেহ না তুষিবে মোরে এভাবে পূজিয়ে।।
এত শুনি গুরুচাঁদ বিস্মিত হইল।
সে মহামায়ার প্রতি কহিতে লাগিল।।
সত্য বটে বলিয়েছি পূজা না করিব।
তাহার মরম-কথা তোমাকে বলিব।।
উপযুক্ত স্থান নাই আমার বাটীতে।
তব পূজা হয় দেখ সামান্য ঘরেতে।।
মহাঝড়ে সেই ঘর পড়ে ধরাপরে।
তাই তব প্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন হ'য়ে পড়ে।।
পুনঃ গঠিবার আর নাহিক সময়।
বল দেখি তব পূজা কেমনেতে হয়।।
ভগ্ন মূর্ত্তি পূজিব না এ কথা নিশ্চয়।
এইমত সত্য ভাষ কহিনু তোমায়।।

দেবী বলে হেন কথা শুনিতে না পারি।
শেল সম বাজে বুকে কি উপায় করি।
নিদয় হইলে প্রভু, চরণে জানাই।
এই বাটী সর্বসুখ হেন আর নাই।।
জগতে অনেকে মম পূজা করে পটে।
কেহ গড়ে প্রতিমূর্ত্তি কেহ পূজে ঘটে।।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন যে স্থানে না হয়।
কভু নাহি শান্তি পাই আপন হৃদয়।।
প্রভু তব এই গৃহে যত সুখ পাই।
এই মত নাহি পাই অন্য কোন ঠাঁই।।
দিবানিশি ভক্তগণ ভাসে প্রেমানন্দে।
প্রেমস্রোত ভাসি আমি পরম আনন্দে।।
প্রেমসুধা করি পান ভক্তের সমীপে।
আনন্দেতে নৃত্য করি থাকিয়ে মণ্ডপে।।
হেন সুখ কেন প্রভু করিবে বঞ্চিতা।
তুমি বিনে কেবা ঘুচাইবে মম ব্যথা।।
শুন বলি ওহে প্রভু পূর্ব্ব সমাচার।
ভোলানাথ পেয়ে ছিল প্রসাদ তোমার।।
একদা নারদ যায় কৈলাশ-শিখরে।
ল'ভেছে প্রসাদ তব বলিল শঙ্করে।।
নারদের বাক্য শুনি বলে পঞ্চানন।
প্রসাদ পাইলে তুমি আমি অভাজন।।
পুনঃ বলে আমারে ত দিলে না কিঞ্চিত।
প্রভুর প্রসাদে মোরে করিলে বঞ্চিত।।
নারদের নখাগ্রে প্রসাদ-কণাছিল।
আনন্দেতে হরের বদনে তুলে দিল।।
প্রেমে পুলকিত হয় নারদ শঙ্কর।
বঞ্চিতা হইয়া আমিকরি অঙ্গীকার।।
আমি যদি সতী নারী হই তবে ঘরে।
এ প্রসাদ বিকাইব বাজারে বাজারে।।
যদ্যপি কুকুরে তাহা করিলে ভোজন।
তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাইবে সাধুজন।।

শ্লোক

কমলা রন্ধনযুক্ত ভোজনে চ জনার্দ্দন।
কুকুরেণ মুখোভ্রষ্ট দেবতা! দুর্লভামপি।।
দারুব্রহ্ম অবতার হইবে যখন।
আমার মনের বাঞ্ছা পুরাব তখন।।
সে বাসনা পূর্ণ করিলাম উৎকলে।
এবে দেখি ওড়াকাঁদি কর সেই লীলে।।

ক্ষেত্রসম সেই অন্ন এবাটী বিকায়।
ছত্রিশ জাতিতে মিশি একপাতে খায়।।
নামব্রহ্ম সেইমত বিকায় বাজারে।
তাই হে'রে মম হৃদে আনন্দ না ধরে।।
নাম রস পান করে মতুয়া সকল।
প্রেম ভরে উচ্চৈঃস্বরে বলে হরিবোল।।
সুধা হ'তে সুধাময় তব নাম-রসে।
পান করি কত জন ভবক্ষুধা নাশে।।
আমি কেন হেন সুখে বঞ্চিতা হইব।
কোন মতে এই বাটী কভু না ত্যজিব।।
যেভাবে দানিবে পূজা সেভাবে লইব।
এইমাত্র ভিক্ষা চাই শ্রীচরণে তব।।
প্রভু বলে এত যদি বাসনা তোমার।
করে লও গিয়ে তব পূজার যোগাড়।।
দেবী বলে তাহা আমি করিয়া লইব।
তবু এই বাটী আমি ত্যজিতে নারিব।।
এইমত বলাবলি করিয়ে তখন।
এক রাত্রে তিনজনে দেখায় স্বপন।।
প্রভু বলে যদি তুমি থাক চিরদিন।
পূজা তব করিবারে না হইব ক্ষীণ।।
দেবী বলে চিরদিন রব এই ঘরে।
কৃপা করি যদি স্থান দাও প্রভু মোরে।।
সে বাক্যে সন্তুষ্ট প্রভু দয়াময়।
তথা হতে মহামায়া অন্তর্হিত হয়।।
সেই হতে পুনঃ পূজা আরম্ভ হইল।
পাল, চাকি, ব্রাহ্মণ সকলে মিলিল।।
পরে প্রভু একদিন ভাবিলেন মনে।
মন্দির করিতে হয় দেবীর কারণে।।
এভাবে সামান্য ঘরে পূজা না করিব।
দেবীর লাগিয়ে এক মন্দির সৃজিব।।
পরে শ্রীদুর্গা মন্দির করে গুরুচাঁদ।
পূর্ণ করিবার তরে ভবানীর সাধ।।
শ্রীচণ্ডী মণ্ডপ বলি কহে সর্ব্বজন।
বিরচিল এ মন্দির করিয়ে যতন।।
বর্ত্তমানে সে মন্দিরে হয় দেবীপূজা।
তাহাতে সন্তোষ বড় হন দশভূজা।।
দেবগণ প্রতিজন পূজা দেখিবারে।
সেইকালে আসে তারা প্রভুর গোচরে।।
এ ভাবেতে দেবীপূজা প্রচার হইল।
মহামায়া প্রতি সবে হরি হরি বল।।

শ্রীধামে রথযাত্রা

একদা প্রভুর মনে জাগে অকস্মাৎ।
কেবা যেন বলে প্রভু কর দেখি রথ।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি হও কোন জন।
রথ করিবারে বল কিবা প্রয়োজন।।
তিনি কন রামকান্ত নাম যে আমার।
আমার বরেতে জন্ম তোমার পিতার।।
বাসু মোর একদিন উঠে বংশরথে।
শান্তি না পাইল বাসু তাহার প্রাণেতে।।
রথে চড়িবার তার বড় সাধ হয়।
করিতে হইবে রথ কহিনু তোমায়।।
আমি রব আর রবে জগা বাসু রথে।
শান্তিমাতা সেই রথে রবে সাথে সাথে।।
আর এক কথা বলি করহে শ্রবণ।
উৎকলে হইবেএক অপূর্ব্ব ঘটন।।
শ্রীধামের এই রথ যবে হ'বে টান।
তাহার পশ্চাতে জগন্নাথ অধিষ্ঠান।।
এ রথ টানের পরে সে রথ চলিবে।
তার পূর্বে সেই রথ অচল থাকিবে।।
ওড়াকান্দি কিম্বা সেই ক্ষেত্র যে উৎকল।
ব্যবধান না হইবে যেন চিরকাল।।
এই সেই উৎকল-ভূমি আমি জানি তাই।
রথ করিবারে তাই তোমাকে শুধাই।।
তব রথে রবে সেই প্রভু জগন্নাথ।
যেইজন ভক্তিভরে করে দণ্ডবৎ।।
ভক্তির নয়নে যদি কোন ভক্তে দেখে।
অপরূপ জ্যোতি সেই দেখিবে যে চোখে।।
শ্রীক্ষেত্র যাবার ফল অনেকে পাইবে।
এই রথ মর্ম্মতত্ত্ব যেজন জানিবে।।
গুরুচাঁদ বলে তুমি রবে কি হেথায়।
তিনি কন্ মোর বাসু তব দেহে রয়।।
আমি যে তোমার দাস জাননা কি তাই।
তব দেহে বিরাজেন ক্ষীরোদের শায়ী।।
তার বাঞ্ছা জেনে আমি বলি এইমত।
রথ করি আমার পুরাও মনোরথ।।
কত দীন-দুঃখী আছে ভকত তোমার।
আসিয়াছ সবাকরে করিতে উদ্ধার।।
রথ করি সর্ব্বজনে দান সেই ফল।
তারা যেন মনে করে এই সে উৎকল।।

এইভাবে রামাকান্ত বহু কথা কয়।
অত্যানন্দ লাভ করে প্রভু রসময়।।
সূতার ডাকিয়ে সে রথ নির্মাইল।
সে হ'তে রথের মেলা ওড়াকাঁদি এল।।
হল সে উৎকল ভূমি ক্ষেত্র জগন্নাথ।
হরি বলে করে নৃত্য যতেক ভকত।।
আর কহে একখানা রথে না চলিবে।
এর পিছে রথ আর করিতে হইবে।।
গুরুচাঁদ হাসি হাসি করেন উত্তর।
আমার আপত্তি নাই যে ইচ্ছা বাবার।।
এইভাবে হ'ল রথ শ্রীধামে সৃজন।
রথের দিবসে হবে নাম সংকীর্ত্তন।।
প্রেমে পুলকিত হ'বে মতুয়ার প্রাণ।
বাড়িবে প্রেমের বন্যা বহিবে তুফান।।
জগা বাসু এক সনে আনন্দ পাইবে।
যাহা কভু হয় নাই সেই লীলা হ'বো।।
সেই লীলা প্রকাশিল প্রভু গুরুচাঁদ।
জগা বাসু রামকান্তের পরম আহ্লাদ।।
সেই রথ মনোরথ পুরে মনোরথ।
ভক্ত সনে করে কেলী প্রভু জগন্নাথ।।
রথের দিবসে বহু বহু ভক্তগণ।
হরিপ্রেম-সিন্ধুনীরে হইবে মগন।।
হয় নাই হবে নাকো হেন দিন আর।
পতিত তারিতে এল দয়ার আধার।।
শ্রীধামের রথে গেলে ক্ষেত্র যাওয়া হবে।
কবি কহে হরি বল আর নাহি পাবে।।

রথের মাহাত্ম্য কথা

রথে এল জগন্নাথ, পুরে ভক্ত মনোরথ,
আর শুন মহাত্ম্য তাহার।
কেবা যেন বসি হৃদে ব'লেছে পরমাহ্লাদে,
সেই কথা করহে প্রচার।।
প্রভু হরিচাঁদ যিনি, জগা বাসু সব তিনি,
তিনি সর্ব্বরূপের আধার।
একা সাজে বহুরূপে, ভক্তগণের সমীপে,
কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব তার।।
হেরিবারে ভক্তগণে, অতি আনন্দিত মনে,
নানাভাবে করেন সংকল্প।
কলিজীব উদ্ধারিতে, করে খেলা নানামতে,
মনে সাধ নহেত অত্যল্প।।
ভক্তগণে হেরিবারে, পূর্ব্ব উপলক্ষ্য ক'রে,
মিটাইতে প্রাণের পিপাসা।
তাই করে হেন ভাব, পর্বে নাহিক অভাব
তবু পূর্ণ নাহি হয় আশা।।
এই রথে যে আসিবে, হরি বলে যে কাঁদিবে,
তার হবে হৃদয় পবিত্র।
ভাবোদয় হ'বে তার, ঘুচে যাবে অন্ধকার,
তার দেহ হইবে শ্রীক্ষেত্র
পা'বে সেই জগন্নাথে, থাকিবে ভক্তির পথে,
প্রেমধন অধিকারী হ'বে।
তার স্পর্শে কতজন, প্রাপ্ত হ'বে হরি ধন,
তার সব কেহ নাই ভবে।।
রথেতে পাইবে দেখা, জগা বাসু প্রাণ সখা,
কিম্বা সেই সাধু রামকান্তে।
পতন নাহিক তার, হবে ভবসিন্ধু পার,
রবে গুরুচাঁদ পদ প্রান্তে।।
জানাইবে প্রেমতত্ত্ব, এ রথের পরমার্থ,
হেন রথ কভু হয় নাই।
কলি জীবগণ হিতে, সূক্ষতত্ত্ব জানাইতে,
আইলেন ক্ষীরোদ শায়ী।।
ওরে ভাই শুন সবে, এমত আর না হইবে,
চল সবে যাই ওড়াকাঁদী।
দেখিব কোথা সে রথ, পুরাইব মনোরথ,
কোথা সে কৃপার বারিধি।।
মিলেছে চাঁদের মেলা, তিনে লব হরিবোলা,
হরিবোলা আমরা হইব।
দেখা দিবে জগন্নাথ, বাসু রামকান্ত সাথ,
প্রেমার্ণবে ডুবিয়ে রহিব।।
ঘটিয়েছে শুভ দিন, বৃথা গেলে সেই দিন,
দীননাথে হারাব নিশ্চয়।
আর ত সময় নাই, এস হে ত্বরায় যাই,
ম'তো হ'য়ে রব তার পায়।।
ঘুচে যাবে সব জ্বালা, যদি হই হরিবোলা,
শমনের ত্রাস না থাকিবে।
গুরুচাঁদ কৃপাযোগে, যদি কিছু ঘটে ভাগ্যে,
সব আশা সফল হইবে।।
না মিলিবে এইদিন, ত্বরাইতে দীনহীন,
এল সেই দীনের কাণ্ডারী।
করিলেন এই লীলা, ভক্তগণ সন খেলা,
প্রেমধন আপনি বিতারি।।

মায়া মোহ অন্ধকার, নাশিবারে এইবার,
পূর্ণাকারে দিল দরশন।
ভক্তগণে মজাইতে, খেলা করে নানা মতে,
পর্ব উপলক্ষ্য নিরদর্শন।।
এই কলি কালে প্রভু, কেউকে না ছাড়িবে কভু,
সর্বজনে করিতে তারণ।
এই সব পবর্ব করে, ভক্তগণ সমিভ্যরে,
তমোরাশি করিতে বারণ।।
বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ, সবাই পাইবে সঙ্গ,
যেবা যেই বাসনা করিবে।
ওড়াকাঁদী নিত্য ধামে, মত্ত হ'য়ে হরিনামে,
সেই জন সে ফল পাইবে।।
হরি হরি হরি বল, এল দুর্বলের বল,
গুরুচাঁদ পারের কাণ্ডারী।
নিজে হ'য়ে কর্ণধর, নিতে এল ভব পার,
কবি কয় ধর পদতরী।।

মোল্লাকাঁদী কীর্ত্তনীয়াদের বাটীতে প্রভুর আগমন

মোল্লাকাঁদী গ্রামে ছিল শ্রীরঘুকীর্ত্তুনে।
তাহার নন্দন শ্রীগোলোক কীর্ত্তুনে।।
তস্য পুত্র গিরিধর কনিষ্ঠ মথুর।
দু'ভায়ের চরিত্র হয় পবিত্র মধুর।।
গিরিধর পরলোক ক'রেছে গমন।
অশ্বিনী যাদব হয় তাহার নন্দন।।
মথুরের তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ দামোদর।
মধ্যম যে হয় ধ্রুব ছোট দিগম্বর।।
মহোৎসব করিবারে হ'য়েছে মনন।
সেই উপলক্ষ্যে করে প্রভু আগমন।।
বহু ভক্ত সঙ্গে করি এল দয়াময়।
তালতলা যবে এসে হ'লেন উদয়।।
পাগল শ্রীবিচরণ পথ রুদ্ধ ক'রে।
তীরেতে র'য়েছে বসি অনুরাগ ভরে।।
তাতলাবাসী যত মতুয়ারগণ।
ঠাকুরের নীতি বিনে না মানে কখন।।
নিমন্ত্রণ না লইল বলিল বচন।
নীতির বিরুদ্ধে মোরা চলি না কখন।
না মান তোমরা সেই ঠাকুরের নীতি।
নিমন্ত্রণ না লবই এই সে যুকতি।।
একারণ পাগল যেভাবে মনে মনে।
আমার ঠাকুর তথা যেতে দিব কেনে।।
এত বলি খাল মধ্যে বাঁশ ফেলে রাখে।
গভীর বীরত্ব ভাবে তীরে বসে থাকে।।
যখনে প্রভুর তরী তালতলা এল।
পথরুদ্ধ মাধবেন্দ্র বুঝিতে পারিল।।
ঠাকুরে বলেছে বাবা কর্ম্ম ঘটিয়েছে।
আপনার পাগল পথ রুদ্ধকরিয়েছে।।
বাঁশ দিয়ে পথ রুদ্ধ করি বসি আছে।
কার শক্তি হ'বে যেতে সে বাঁশের কাছে।
যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস শ্রীবিধু চৌধুরী।
বলে কেন রাখিয়েছে পথ রুদ্ধ করি।।
মাধবেন্দ্র বলে, আছে অবশ্য কারণ।
বুঝি তালতলা হয় নাকি নিমন্ত্রণ।।
অন্তর্য্যামী গরুচাঁদ সকল বুঝিল।
শ্রীউমাচরণে চাহি বলিতে লাগিল।।
বাবা তুমি পাগলের বুঝাইয়া বল।
তারই ঠাকুর আমি আছি চিরকাল।।
এত শুনি সেইকালে শ্রীউমাচরণ।
পাগলের ঠাঁই গিয়া বলিল বচন।।
তোমার ঠাকুর আর কোথা যাবে বল।
চল বাপ ঠাকুরের নৌকা পরে চল।।
পাগল ব'লেছে যদি আমার ঠাকুর।
নৌকা আটকা'য়ে কেন করিব কসুর।।
এত বলি বাঁশ তুলি তখনে ধরিল।
পরে ঠাকুরের তরী মোল্লাকাঁদী গেল।
ভক্তিভরে সবে এসে চরণ বন্দিল।।
বসিল উত্তমাসনে প্রভু দয়াময়।
ডাকিয়ে কির্ত্তুনেগণ সবাকে সুধায়।।
তালতলা একজনে সত্বরেতে যাও।
যাদব বিশ্বাস আদি সবাকে আনাও।।
কেহ যেন বাদ নাহি থাকে কোন ক্রমে।
সবাকে আনিতে হবে অতি সসম্ভ্রমে।।
এতশুনি একজন চলিল ত্বরায়।
সবে যেন আসে পুনঃ বলে দয়াময়।।
বলিও তাদের ঠাঁই আমি ডাকিয়েছি।
তবেত বুঝিতে পারে কেন পাঠাতেছি।।
এত শুনি সেইজন বেগে চলি যায়।
ঠাকুর ডেকেছে কথা সবাকে জানায়।।

দ্বিরুক্তি না করি তারা এল সর্ব্বজন।
ঠাকুরের শ্রীচরণে হইল পতন।।
ঠাকুর বলেন তবে শুনহ যাদব।
তুমি কেন কর হেন কর্ম্ম বেয়াদব।।
আমি জানি যেখানেতে তোমরা আসিবে।
আমার কাছে কি নিমন্ত্রণ নিতে হ'বে।।
আমি আসিলাম তুমি কেন আসিলে না।
তাহলে আমারে তুমি বাবা ত বলনা।।
যাদব ব'লেছে বাবা করেছি অন্যায়।
অবোধ পুত্রের দোষ ক্ষম দয়ময়।।
এত বলি শ্রীযাদব পৈল পদতলে।
বক্ষস্থল করে সিক্ত নয়নের জলে।।
বিচার বুঝিতে পেল সব ভক্তগণে।
কাঁদাকাঁদি ঢলাঢলি হইল তখনে।।
হিংসা দ্বেষ দূরে গেল বাড়িল তরঙ্গ।
কে বুঝে কখন কভু করে কিবা রঙ্গ।।
উঠিলে কীর্ত্তন ধ্বনি প্রবল হইয়া।
মহাপ্রেম বন্যা যেন চলিল ধাইয়া।।
অশ্বিনী গোঁসাই ছিল কীর্ত্তন মাঝারে।
হাবু ডাবু খাইতেছে প্রেমের পাথারে।।
তাহা হেরি বিচরণ উঠিল গজ্জিয়া।
সিংহ বীর্য্য সম গর্জ্জে উন্মত্ত হইয়া।।
শেষে এল ব্রজভাব দোহাকার মনে।
লুকালুকি খেলে দোহে কেহ নাহি জানে।।
একে হয় লুকাইতে অন্যে খুঁজে লয়।
এ ভাবেতে শ্রীঅশ্বিনী সংজ্ঞা হারা হয়।।
ডুবিল প্রেমের হ্রদে আর উঠা নাই।
বিচরণ ভাবে তুই কি করিলি ভাই।।
খেলিতে আশায় করিলাম তোর সনে।
অল্পক্ষণে জ্ঞানহারা হলি তুই কেনে।।
এত বলি বিচরণ ক্রোধভরে অতি।
দক্ষিণ পোতায় ধয়ে মারে গিয়ে লাথি।।
বাহির হইল এক ভীষণ গোক্ষুরে।
বিচরণ ক্রোধভরে ধরিল তাহারে।।
গলে পেচাইয়ে গেল ঠাকুরের পাশ।
কেহ বলে ওরে বাবা একি সর্বনাশ।।
ঠাকুর বলেন তোরা ধরে সে বোকারে।
সাপ দিয়ে খাওয়াবে নহেত আমারে।।
ওরে দুষ্ট পাজি বেটা সর্প ছেড়ে দে।
কে আছিস আমার তোরা ওরে ধরে নে।।
ও গোপাল তুমি ওকি বুঝিতে না পার।
ধরে নাও ও দুষ্টের সর্প নাহি মার।।
এইমত অস্থিরতা করে ঠাকুর।
তাহার মাঝেতে লীলা বড়ই মধুর।।
ধরাধরি ক'রে শেষে পাঠালে আমায়।
দূরে গিয়ে সেই সর্প ছেড়ে দেওয়া হয়।।
প্রেমানন্দ ভরে সাঙ্গ হ'ল মহোৎসব।
বড় শান্তি পেল তাহে মতুয়ারা সব।।
নরনারী প্রেমভরে করিল ভোজন।
শ্রীধামে যাইবে সবে করে আয়োজন।।
প্রভু কয় বিচরণ মোর সঙ্গে চল।
পদ ব্রজে চলি যাব অন্যান্য সকল।।
এত বলি মতুয়ারা বিদায় হইল।
কেহ কেহ সেই গৃহে অবস্থান কৈল।।
ঠাকুরের তরী যায় হরিধ্বনি দিয়ে।
বামা দেয় হরিধ্বনি তীরেতে দাঁড়িয়ে।।
তরী বাহে বিচরণ মাধবেন্দ্র হাসে।
শ্যামচরণ কাঁদিছে হরি হরি বলে।।
দোলায়িল অতিপ্রেম করিল যখন।
তালতলা খাল মুখে পৌঁছিল তখন।।
কচুড়ীতে বদ্ধ সেই তালতলা খাল।
নৌকা নাহি চলে তাহে ঘটিল জঞ্জাল।।
সবে মিলে ঠেলাঠেলি সোরা সুরু করে।
নৌকা ঢুলাঢুলী করে তবু নাহি ল'ড়ে।।
ঠাকুর ব'লেছে ওবে কি করিস তোরা।
নৌকা ঢুলাইয়ে দেখি হলি দফাসারা।।
ওরে বোকা বিচরণ কি বলিব তোরে।
সর্প দিয়ে খাওয়াইতে চাহিলি হে মোরে।।
পারিলি না কচুড়ীর সঙ্গেতে এখন।
হেরে গেলি কচুড়ীর কাছে রে দুর্জ্জন।।
পাগল ব'লেছে তুমি চিন না আমারে।
তাই তুমি কটুকথা বল এ প্রকারে।।
ঠাকুর বলেন তোরে কেবা চিনে আর।
বল দেখি প্রকাশিবে আরে দুরাচার।।
পাগল বলেছে কিবা ক'ব সে কাহিনী।
মোরে চিনেছে বাবাগে বাড়ীর অশ্বিনী।।
হাহা করি হাসে সবে পাগলের বোলে
পুনরায় অত্যানন্দে গুরুচাঁদ বলে।।
বাবাগে বাড়ীর অশ্বিনী হয় কোন জন।
সেই কথা বল দেখি ওরে বাছাধন।।

পাগল ব'লেছে রয় গোপালগঞ্জেতে।
কি যেন লিখেন তিনি দলিল পৃষ্ঠেতে।।
ঠাকুর বলেন সেই জ্ঞানী যজ্ঞেশ্বরে।
বল দেখি এ ভক্তির ছিদ্র কোথাকারে।।
বুঝেছ কি ক'ার কথা বলে বিচরণ।
গোপালগঞ্জেতে রয় শ্রীশশীভূষণ।।
সেও নাকি ওর বাবা শোন দেখি তাই।
বাবার বেটা যে সেও হ'য়ে থাকে ভাই।।
পাগল ব'লেছে ওই বংশে যেবা যেবা।
বাবার বংশেতে যত সব হ'বে বাবা।।
স্তব্ধ হ'ল যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিধু চৌধুরী।
বলে শুনি নাই হেন বচন মাধুরী।।
বাবার সন্তান বাবা দৌহিত্রও বাবা।
এ বিচার বুঝি নাই আমরাই হাবা।।
হেরে গেনু এ ভক্তির ছিদ্র মোটে নাই।।
বিচরণ বলে আমি হারি নহে মানি।
অবিলম্বে বাহির যে করিব তরণী।।
এত বলি নেমে গেল জলেতে তখন।
পথ পরিষ্কার করে করিয়ে গর্জ্জন।।
ভীমবেগে সে কচুরী করিল লঙঘন।
পরিষ্কার পথে গিয়ে উঠিল তখন।।
এইভাবে উপনীত তালতলা ঘাটে।
বহু লোক সমবেত হইতেছে তটে।।
সবে করে নিবেদন থাকিতে তথায়।
ঠাকুর ব'লেছে তাহা কভু নাহি হয়।।
পাগল বলিল তবে আমি নেমে যাই।
ঠাকুরে বলেন এবে হবে নারে তাই।।
পথে যদি পুনরায় বাধেরে কচুরী।
কে করিবে পরিষ্কার কেবা নেবে বাড়ী।।
পারিব না নেমে যেতে চররে সঙ্গেতে।
আমাকে রাখিয়ে আয় তোর সে বাড়ীতে।।
এখন এখানে তুই নেমে রবি যদি।
কেমনে জানিবি তুই ভজনের বিধি।।
পাগল শুনিয়ে বাণী বুঝিল তখন।
বলে বাবা নামিব না বুঝিছি এখন।।
এত বলি পুনরায় বাহিল তরণী।
মাধবেন্দ্র পুনঃপুন দিল হরিধ্বনি।।
নানা কথা আলোচনা করি দয়াময়।
নৌকা মাঝে যত ছিল সবাকে কাঁদায়।।
অতি প্রেমানন্দ চিতে রহে সর্ব্বজন।
মাধবেন্দ্র বাহে তরী আনন্দিত মন।।
এইভাবে শ্রীধামেতে উদয় হইল।
হরিধ্বনি দিয়ে পরে সকলে নামিল।।
পরে সবে ঠাকুরের পদে প্রণমিয়ে।।
স্বস্থানে চলিল সবে হরিষ হইয়ে।।
এইভাবে করে খেলা প্রভু দয়াময়।
কবি কহে হরি বল দিন বয়ে যায়।।

মোল্লাকাঁদী গোপালের গৃহে মহোৎসব

মোল্লাকাঁদী মহাধনী শ্রীগোপাল রায়।
মহাৎসব করিবারে করিল আশায়।।
মধ্যম নেপালচন্দ্র তৃতে কর্ণধর।
সবার কনিষ্ঠ হয় সুধন্য কুমার।।
ভ্রাতৃগণে করে সায় ঠাকুরে আনিতে।
রাজেন্দ্র বিশ্বাসে সবে পাঠায় ত্বরিতে।।
জানাইল প্রভু পাশে সব বিবরণ।
সম্মত করিলে তাহে ভকত রঞ্জন।।
সাজিল মতুয়াগণ মোল্লাকাঁদী যেতে।
শ্রীবিধু চৌধুরী চলে অতি আনন্দেতে।।
বিশ্বাস শ্রীযজ্ঞেশ্বর সঙ্গেতে চলিল।
মাধবেন্দ্র শ্যামচাঁদ তরণী বাহিল।।
অবিলম্বে মোল্লাকাঁদী হইল উদয়।
রামাগণে মুহুর্মুহু দিল জয় জয়।।
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভ্রাতাগণ সহ।
ঠাকুরে পাইয়ে করে পরম উৎসাহ।।
সারা নিশি হরিনামহয় মহোল্লাসে।
অগণিত লোক এসে জুটিল প্রত্যুষে।।
হরিনাম সংকীর্ত্তন ক'রেছে সবাই।
মধুর মধুর হয় তুল্য দিতে নাই।।
মতোগণ ভাসমান প্রেমের হিল্লোলে।
কাহার বা বক্ষ ভাসে দু'নয়ন জলে।।
বাল্য সেবা আয়োজন করিল প্রভুর।
নানাবিধ দ্রব্য আদি আনিল প্রচুর।।
মহাপ্রভু বাল্যভোজ আনন্দে করিল।
পর সবে একসনে প্রসাদ লভিল।।
পুনরায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।
সে কীর্ত্তনধ্বনি যেন গগনে পশিল।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়ারগণ।
প্রেমের পাথারে যেন সবাই মগণ।।

বেলা হ'ল দ্বিপ্রহর কীর্ত্তন-আনন্দে।
কোন কোন ধনী আড়ালেতে বসি কাঁদে।।
বাল্য বৃদ্ধ যত ছিল প্রেমে পুলকিত।
শ্রীভুবন চন্দ্র বালা নেচে গায় গীতা।।
বড়ই অপূর্বভাবে করিল কীর্ত্তন।
এমন কীর্ত্তন মোরা শুনিনু কখন।।
পরে প্রভু স্নান করিবার ইচ্ছা করে।
ভিন্ন আসনেতে নিয়ে বসাইল পরে।।
শ্রীঅঙ্গেতে শ্রীঅম্বিকা তৈল মেখে দিল।
কেহ সুশীতল বারি আনিয়ে রাখিল।।
সরস্বতী নাম্নী হয় রাউৎখামারে।
এসেছিল ওই গৃহে হেরিতে ঠাকুরে।।
নবকৃষ্ণসূতা নিবারণের রমণী।
প্রভুকে করায় স্নান অত্যানন্দে ধনী।।
অভিমন্যু নামে এক বালক ধীমান।
ওই বাটী পরে তার হয় বাসস্থান।।
তাহার প্রাঙ্গণে স্নান করে দয়াময়।
এখানেও হবে কোঠা প্রভু মনে লয়।।
শুনে হুলুধ্বনি দিল সেই সে রমণী।
পরে কোন মহাজন দিল হরিধ্বনি।।
অত্যানন্দে স্নানকার্য্য সমাধা হইল।
পরে মতুয়ারগণ স্নান সমাপিল।
ঠাকুরের সেবাকার্য্য হয় সমাধান।
প্রেমে পুলকিত হয় রায়দের প্রাণ।।
পরে মতুয়ারগণ ভোজন করিল।
ভীর দিয়ে সবে মিলি হরিধ্বনি দিল।।
এইভাবে মহেৎসব সমাধা হইল।
ঠাকুরের ঠাঁই কেহ বিদায় লইল।।
কতিপয় ভক্ত সনে উঠিল ঠাকুর।
তাতে এক কাণ্ড হয় মধুর মধুর।।
মহিমাচরণ-সূচত নাম শশধর।
রূপচাঁদ নিরঞ্জন আর নটবর।।
যখনেতে প্রভু মোর তরীতে উঠিল।
ওই চারিজন এক পদ ধরি দিল।।

(পদ)

(অক্রুর রথ রাখ হেরি জীবন কেলেসোনা)

গাইতে গাইতে হয় ব্রজভাব উদয়।
অস্থির হইল সবে বক্ষ ভেসে যায়।।
যেন সেই শ্রীঅক্রুর কৃষ্ণধন নিল।
সেইভাবে চলিল প্রভু হরি হরি বল।।

গোস্বামী নীলরতনের কাহিনী

আমড়িয়া বাসী হয় মুনিরাম রায়।
ক্রমে জন্মে তিন কন্যা চারিটি তনয়।।
হরিনাথ জগবন্ধু শ্রীনীলরতন।
কনিষ্ঠ নগেন্দ্র নামে এই চারিজন।।
তৃতীয় নন্দন এই শ্রীনীলরতন।
ভাগ্যবশে প্রাপ্ত গুরুচাঁদের চরণ।।
গোঁসাই অশ্বিনী তাঁর উপদেষ্টা হয়।
অশ্বিনীর শ্রীচরণে বিকাইল কায়।।
নিজ সঙ্গে রাখিতেন শ্রীনীলরতনে।
যথা-তথা ভ্রমিতেন ভকত-ভবনে।।
অপরেতে শুন যাহা হইল ঘটনা।
সংক্ষেপেতে এবে তাহা করিব বর্ণনা।।
গুরুচাঁদ আইলেন মোল্লাকাঁদী গ্রামে।
মতুয়ার গণ সবে মত্ত আছে প্রেমে।।
শ্রীনীলরতন হ'ল প্রেমেতে উন্মত্ত।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ নামে হল রত।।
বড়ই মধুর ভাব হয় নিদর্শন।
সে ভাব হেরিলে হয় দ্রবীভূত মন।।
বহুদিন প্রাণ দিয়ে গুরুসেবা করে।
অশ্বিনী হইল মুগ্ধ সেই ভাব হে'রে।।
মোল্লাকাঁদী করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।
মনে মনে ভাবিলেন শ্রীনীলরতন।।
কেমনে গৃহেতে নিব প্রভু দয়াময়।
কত দিনে সেই দিন হইবে উদয়।।
কবে আমি গৃহে নিয়ে পূজিব চরণ।
তবে ত হইত পূর্ণ ম আকিঞ্চন।।
এত ভাবি আখিঁতারা করে ছল ছল।
বক্ষ বেয়ে পড়িতেছে নয়নের জল।।
নাম-সংকীর্ত্তন হয় পরম উৎসবে।
প্রেমানল বাড়ে হৃদে সেই মহোৎসবে।।
গৃহে গিয়ে রহিলেন আপনার মনে।
অনুক্ষণ দহে হৃদি প্রেমের আগুণে।।
পিতার বিয়োগ হ'লে বলে ভ্রাতৃগণে।
প্রভুকে আনিতে হয় মোদের ভবনে।।
এত শুনি বলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিনাথ।
সম্ভব না ইহা হয় ভাইয়ে হঠাৎ।।

ঠাকুরে আনিতে যাবে বহু টাকা ব্যয়।
বল দেখি সেই অর্থ পাইব কোথায়।।
অর্থহীন অবস্থায় সম্ভব না হয়।
অতএব শান্ত হও ভাই এ সময়।।
নিরস্ত হইল বটে শ্রীনীলরতন।
অন্তর মাঝেতে বড় রহিল বেদন।।
অর্থাভাবে গুরুচাঁদে না পারি আনিতে।
মম সম অভাজন নাহি এ জগতে।।
অগ্রে গিয়ে করি আমি অর্থ-উপার্জন।
পারি যদি আনিবারে হৃদয়ের ধন।।
এত ভাবি অনুক্ষণ করে হায় হায়।
মরম বিদরে সদা সুস্থ নহে কায়।।
মরমের ব্যথা নিয়ে রহে অনুক্ষণ।
পিতৃশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সব হ'ল সমাপন।।
অর্থের লাগিয়ে আমি স্বদেশ ছাড়িব।
অর্থ উপার্জন করি প্রভুকে আনিব।।
এত ভাবি চলি যায় অশ্বিনী সকাশ।
প্রণমিয়ে মনো ব্যথাকরেন প্রকাশ।।
গোস্বামী অশ্বিনী বলে কোন ভয় নাই।
এবে চলি যাও তুমি মহাপ্রভু ঠাঁই।।
যে আজ্ঞা করেন প্রভু কর বাপ তাই।
তা ব্যতীত আমাদের অন্য গতি নাই।।
শুনি গুরুমুখ বাক্য শ্রীনীলরতন।
উপনীত হ'ল গিয়ে প্রভুর সদন।।
মহাপ্রভু মন জেনে দিল অনুমতি।
পুনরায় গঙ্গাচর্ণা চলে শীঘ্রগতি।।
প্রভুর আদেশ বাণী সকল বলিল।
অশ্বিনী একখানা ছোটা প্রদানিল।।
আরো বলিলেন নীলরতনের প্রতি।
আছি আমি অনুক্ষণ তোমার সংহতি।।
নির্ব্বিঘ্নেতে চলি যাও বসরা প্রদেশে।
সর্ব্বদা থাকিও মেতে হরিপ্রেমরসে।।
হাতেতে করিও কর্ম্ম মুখে হরিনাম।
অচিরাৎ পূর্ণ হবে তব মনস্কাম।।
এই মত আজ্ঞা পেয়ে গুরুর সকাশে।
নীলরতন চলিল বসরা প্রদেশে।।
পথিমধ্যে নানা ক্লেশ পাইতে হইল।
সপ্ত রাত্রি সপ্তদিন জাহাজেতে ছিল।।
অনাহারী অনিদ্রিত এই সপ্তদিন।
স্বাভাবিক ভাবে তনু হইল যে ক্ষীণ।।
যখনে জাহাজখানা তীরেতে লাগিল।
ধরাধরি করি সবে তীরেতে নামিল।।
প্রভুর করুণা-শক্তি বায়ুরূপে গিয়ে
নীলরতনের দেহে প্রবেশ করিয়ে।।
মৃত দেহ যেন তারে প্রাণ দান কৈল।
তথা হ'তে বহুদূর হাঁটিয়ে চলিল।।
সেইস্থানে বহুদিন নানাকার্য্য করে।
সুতার মিস্ত্রির কর্ম করে অতঃপরে।।
চারিটি বৎসর তথা করে কত আয়।
বহু অর্থ নিয়ে দেশে হইল উদয়।।
সর্ব অগ্রে গুরুপদ বন্দনা করিয়ে।
গুরুসনে শ্রীধামেতে উদিলেন গিয়ে।।
অবশেষে চলি যায় আপন আবাসে।
প্রভুকে লইবে ব'লে কহে ভ্রাতৃপাশে।।
সে কথায় ভ্রাতাগণ সম্মত না হ'ল।
তাহাতে মনের ব্যথা দ্বিগুণ বাড়িল।।
গুরুসনে বহুদিন ভ্রমিয়ে বেড়ায়।
প্রাণের আবেগানল সদা বৃদ্ধি পায়।
ব'লেছে আবেগভরে মরমের ব্যথা।
মম সনে ছিল গুরু পূর্ব্বে সেই কথা।।
আমড়িয়া কই হ'ল প্রভুর গমন।
আপনার মহাবাক্য হইল লঙ্ঘন।।
ভক্তিহীন অতি দীন তাহে দেন দশা।
অসম্পূর্ণ থেকে গেল প্রাণের পিপাসা।।
এমত বলিয়ে কাঁদে আকুল হৃদয়।
ভুমে গড়াগড়ি দিয়ে করে হায় হায়।।
অশ্বিনী গোঁসাই বলে শুন বাছাধন।
প্রভু করিবেন তব বাসনা পুরণ।।
শ্রীহরিমন্দির তুমি কর অধিষ্ঠান।
লইব প্রভুকে আমি শুন মতিমান।।
গুরুর বচন শুনি নিরস্ত হইল।
পুনরায় গুরুসনে ভ্রমিতে লাগিল।।
এভাবে নীলরতন প্রেমাকৃষ্ট হ'ল।
হরি গুরুচাঁদ প্রতি হরি হরি বল।।

ভক্ত নগেন বিশ্বাসের বাটী মহোৎসব

নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বাঘাজুড়ী ঘর।
শ্রীমৎ অশ্বিনী হয় ইষ্টগুরু তাঁর।।
বড় ভালবাসে তারে অশ্বিনী গোঁসাই।
খগেন্দ্রও তৎসুল্য বলিহারি ভাই।

দুই ভাই এক প্রাণে যেন ভালবাসে।
একদা মহোৎসব হ'ল সেই বাসে।।
বহুলোক-সমাগম তাহার আলয়।
সবে মিলি প্রেমানন্দে হরিগুণ গায়।।
প্রেমের তরঙ্গে ভাসে মতুয়ারগণ।
সিন্ধুনীরে ডুবে রহে অশ্বিনী সুজন।।
কীর্ত্তন ভজন সমভাবে চলিতেছে।
বড় অপরূপ কান্ড তথায় হ'তেছে।।
কীর্ত্তনে প্রমত্ত হ'য়ে নাচে ম'তোগণ।
কে নাচে কেহ হাসে কেউ করে রোদন।।
কেহ বা বিহুষ হ'য়ে রহে ভুমিতলে।
কেহ বা আকুল স্বরে হরি হরি ব'লে।।
এইমত সংকীর্ত্তন দিবা বিভাবরী।।
ভীমনাদে সর্ব্বজন বলে হরি হরি।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কেহ মারে লম্ফ।
মনে হয় অদ্য যেন হয় ভুমিকম্প।।
অদ্ভুত কীর্ত্তনানন্দ নগেনের বাড়ী।
অশ্বিনী গোঁসাই ফিরে লাহিড়ি লাহিড়ি।।
মহোৎসব সাঙ্গ করি মতুয়ার গণ।
কেহ কেহ চলি যায় আপন ভবন।।
কেহ কেহ থাকিলেন নগেনের ঘরে।
পরদিন প্রাতে মীন-মহোৎসব করে।।
মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মতুয়া পশার।
অদ্য ভাঙ্গিবেনন তথা দদির পশার।।
অশ্বিনী গোঁসাই বলে নগেনের প্রতি।
ব্রজলীলা করিব হে শুন মহামতি।।
এত বলি বসিলেন প্রাঙ্গণে অশ্বিনী।
ম'তোগণে করিলেন হরি হরি ধ্বনি।।
দধির পশার মাথে নারীবৃন্দ কত।
একে একে বাহিরিল হ'য়ে ভাবাশ্রিত।।
যেন সবে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লাগিয়ে।
বনে প্রবেশিল সবে আকুল হইয়ে।।
আঁখিজলে সবাকার ভেসেছে বদন।
হরি হরি বলি কেহ করিছে রোদন।।
ভাব হেরী সর্বলোক হইল উন্মত্ত।
হইলেক নর-নারী ভাবেতে প্রমত্ত।।
নারীবৃন্দ কেহ কেহ কৃষ্ণ বলে মুখে।
কোন নারী হা বলাই বলিয়ে যে ডাকে।।
হইল মধুর লীলা বর্ণনা-অতীত।
অশ্বিনী গোঁসাই হ'ল মহাভাবশ্রিত।।
সবাকার পাশে যেন সাজিলেন কৃষ্ণ।
নারীবৃন্দ গোপনারী সমান সতৃষ্ণ।।
ক্ষীর সর মাথে নিয়ে কোন কোন জন।
বলে এই ননী খাবে শ্রনন্দ-নন্দন।।
বড়ই মধুর ভাবে ক'রেছে কীর্ত্তন।
প্রেমে মত্ত যেবা এসে করে দরশন।।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা নরনারীগণ যত।
কৃষ্ণের সেবায় যেন সবে হয় রত।।
কেহ বলে ব্রজবুলি হারে রে রে রে রে।
বলে ভাই হেন দিন কভু হবে না রে।।
ননী খাও ও কানাই আমরা গোপিনী।
তোমা লগি মাথে করি এনেছি রে ননী।।
ভ্রাতা সহ শ্রীনগেন প্রমত্ত প্রেমেতে।
আকুল হইয়া কাঁদে পড়িয়া ভুমেতে।।
নগেনের নারী কাঁদে আকুল হইয়া।
গোস্বামীর পদতলে পড়েছে লুটিয়া।।
কেহ বলে নন্দোৎসব কে দেখিবে আয়।
যশোদার কোলে কোটি চাঁদের উদয়।।
তখনেতে নগেনের ভগিনী আসিয়ে।
অশ্বিনীকে কোলে নিল কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
হয় নাই হবে নাকো এমন মধুর।
বড়ই মধুর কান্ড অতি সুমধুর।।
বর্ণিতে না পারি আমি সে ভাব কেমন।
নগেনের গৃহে অদ্য হ'ল বৃন্দাবন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়ার গণ।
এমন কীর্ত্তন হয় দ্বিতীয় প্রহার।
পরেতে ভাঙ্গিল সেই দধির পশার।।
দরশনে সর্ব্বলোকে লাগে চমৎকার।
সবে বলে হেন লীলা না হইবে আর।।
অশ্বিনী গোঁসাই নহে সামন্য কখন।
মহাভাগবত হয় প্রেমিক-রতন।।
দেখাইল মহাভাব নগেনের গৃহে।
ধন্যবাদ দেয় সবে পরম উৎসাহে।।
কাঁদিকাঁদি ঢলাঢলি অনেক হইল।
পুনঃ বহুলোক এসে সমবেত হ'ল।।
মতুয়ার গণ চাহে অশ্বিনীর পানে।
কিবা যেন অপরূপ হেরে দু'নয়নে।।
অঙ্গ হ'তে উঠে যেন সুনির্মল জ্যোতি।
সুকান্তি বিমল আভা অকলঙ্ক ভাতি।।

ক্ষণে ক্ষণে সে নগেন চেতন হারায়।
শুধু তার মুখে রব হায় হায় হায়।।
কেহ কেহ বাহ্যহারা বলি হরিবোল।
চারিদিকে হতে হবে বলে হরিবোল।
হরি হরি ময়ময় চারিদিকে শুনি।
আকুল হইয়া কাঁদে যতেক রমণী।।
এভাবে দধি পশার তথায় হইল।
মহুর্মূহুঃ সবে মিলি হরিধবনি দিল।।
আনন্দের মহোৎসব পুরণ হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

প্রেমিক-রত্ন অশ্বিনীর মানম লীলা সম্বরণ

একদা মহোৎসব বইবুনে গায়।
একঠাঁই হ'ল বহু মতুয়া নিচয়।।
সে দিকে চলিলেন প্রেমিক অশ্বিনী।
হরিগুরুচাদ-চিন্তা দিবস-যামিনী।।
শৈলদাহ উপনীত মহাভাগবত।
পথিমধ্যে এক পদে পাইল আঘাত।।
চলিতে নাহিক শক্তি পদ-যন্ত্রণায়।
থাকিলেন শৈলদাহ কাতর হৃদয়।।
ক্রমেই যন্ত্রনা বাড়ে-করে হায় হায়।
ফুলিয়া উঠিল পদ কাতর যে হয়।।
মহোৎসবে গিয়েছিল ভকত কার্ত্তিক।
অশ্বিনীর প্রিয় শিষ্য পরম নৈষ্ঠিক।।
কথা ছিল মহোৎসবে হইবে মিলন।
গুরুকে না হেরী তথা প্রাণ উচাটন।।
বারে বারে যারে তারে জিজ্ঞাসা ক'রেছে।
আমার গোঁসাই বল কত দূরে আছে।।
কেহ বলে হে কার্ত্তিক শুন সমাচার।
পথিমধ্যে ঘটিয়েছে অদ্ভুত ব্যাপার।।
শৈলদাহে আসিয়েছে তোমার গোঁসাই।
পথ চরিবার শক্তি সে দেহেতে নাই।
পদেতে আঘাত পেয়ে কাতর হ'য়েছে।
যন্ত্রনা অধিক পেয়ে তথায় র'য়েছে।।
এত শুনি শ্রীকার্ত্তিক রওনা হইল।
শৈলদাহ এসে সব দেখিতে পাইল।।
দেখিল যাতনা পেয়ে কাতর হ'য়েছে।
যাতনায় সদা ছটফট করিতেছে।।
তথা হ'তে নৌকাযোগে গোস্বামীকে নিয়ে।
গঙ্গাচর্ণা উপনীত হইলেন গিয়া।।

শ্রীনীলরতন ছিল গঙ্গচর্ণা বাটী।
গুরুর যন্ত্রণা হেরী করে ছটফটি।।
গুরুর সনেতে চলে হইয়ে কাতর।
নারিকেলবাড়ী যেতে কাঁদে অনিবার।।
যবে গিয়ে তরীখানা ঘাটেতে লাগিল।
অশ্বিনীর কথা শুনি সবাই আসিল।।
দশা হেরী সবাকার বিদরে হৃদয়।
অশ্বিনীর তরে যেন প্রাণ বাহিরায়।।
ওড়াকাঁদী নিয়ে যেতে ব'লেছে সবাই।
প্রভু কৃপাবলে যদি বাঁচে এ গোঁসাই।।
এইমত বলে যত নরনারীগণ।
শ্রীধামেতে যাত্রা করেন মাত্র তিনজন।
শ্রীধামেতে উপনীত ত্বরা তরী বেয়ে।
দুঃখে যেন সবাকার ফেটে যায় হিয়ে।।
শ্রীনীলরতন যায় প্রভুর নিকটে।
রত্নের নাহিক শক্তি যাইবারে তটে।।
কার্ত্তিক রহিল একা গোস্বামীর ঠাঁই।
কেঁদে কেঁদে অনুক্ষণ ছাড়িতেছে হাই।।
আপনার মহারত্ন অর্দ্ধমৃত প্রায়।
উঠিতে রহিত শক্তি র'য়েছে নৌকায়।।
কৃপা করি' একবার দিয়ে দরশন।
রত্নের ঘুচাও প্রভু মনের বেদনা।।
আমার উপায় কি বা হবে দয়াময়।
গোঁসাই চলিয়ে গেলে দাঁড়াব কোথায়।।
অকুল সাগর-মাঝে ভাসিতে হইবে।
এ অধমে বল প্রভু কেবা স্থান দিবে।।
এতেক বলিয়ে কেঁদে হইল আকুল।
নয়নেতে জলে তার ভাসিল দুকুল।।
পতিত হইল মহাপ্রভু-পদতলে।
কোন চিন্তা নাই তব মহাপ্রভু বলে।।
তোমাকে দেখিব বাপ নাহি কোন ভয়।
চল দেখি কোথা মম মহারত্ন হয়।।
এম বলি মহাপ্রভু করেন গমন।
হস্ত ধরি' চলিলেন শ্রীনীলরতন।।
মহাপ্রভু ডাকিলেন অশ্বিনী অশ্বিনী।
'আজ্ঞা' মাত্র উচ্চারণ করিল অশ্বিনী।।
দেশে যেতে যাত্রা করিবে এবার।
শেষ দেখা দেখিবার বাসনা তোমার।।

দেখ তবে ওরে বাপ আমি আসিয়াছি।
মনের মতন দেখা দেখ আমি আছি।।
এত বলি গুরুচাঁদ করুণা-সাগর।
কৃপা দান করিলেন অশ্বিন উপর।।
আশ্বিনীর ছলছল প্রেমপূর্ণ আঁখি।
নিরীখ ধরিয়া রহে হরিবোলা পাখী।।
পালকবিহীন হ'য়ে প্রভুকে নেহারে।
দাঁড়াইল মহাপ্রভু বিশ্বরূপ ধ'রে।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভূজধারী।
পরিধান পীতাম্বর মুকুন্দ মুরারী।।
কটিদেশে পীত ধরা বনমালা গলে।
সৌদামিনী শোভে যথা জলদের কোলে।।
কোটি সূর্য্য-বিনিন্দিত রূপের কিরণ।
ঝলমল করে রূপ ভুবনমোহন।।
বর্ণিতে শকতি যন নহিল আমার।
কিবা যেন রূপ ধরে দয়ার আধার।।
কোন রূপ নহে তার সমতুল হয়।
রূপের ছটায় চারি দিক্ দীপ্তিময়।।
হেন রূপে দাঁড়াইল প্রভু দযাময়।
শুধুমাত্র শ্রীঅশ্বিনী দেখিবারে পায়।
আভা মাত্র হেরিলেন শ্রীনীলরতন।
অবিরত ধারে তার ঝোরে দু'নয়ন।।
দেখা দিয়ে মহাপ্রভু রূপ লুকাইল।
সবে দেখে গুরুচাঁদ বসিয়া পড়িল।।
মহাপ্রভু বলিলেন চাঁদসীতে যেতে।
সুধন্য ঠাকুর এল এহেন কালেতে।।
তরীর নিকটবর্ত্তী আসিয়ে দাঁড়ায়।
কাতর নয়নে অশ্বিনীর পানে চায়।।
গোঁসাই গোঁসাই বলে ডাকে দুইবার।
অশ্বিনীও চেয়ে দেখে রূপ মনোহর।।
ছল ছল করিতেছে নয়নের জল।
হেরিয়ে সুধন্য অতি হইল চঞ্চল।।
স্নেহপূর্ণ ভাবে বলে শুনহ গোঁসাই।
স্বদেশে যাইবে বুঝি প্রাণ মম ভাই।।
মহারত্ন রচিলেন এই মহাপদ।
যন্ত্রনায় হৃদি ফাটে তথাপি আহ্লাদ।।
জনমের মত আমি হইনু বিদায়
প্রভু সনে দেখা যেন জন্মে জন্মে হয়।।
এতেক বলিয়ে কেঁদে হইল অধীর।
সুধন্য বলে ভাই হও হে সুস্থির।।

চাঁদসী হইতে পুনঃ ফিরিও স্বদেশে।
বেশী দিন না থাকিও কখন বিদেশে।।
এত বলি অশ্বিনীকে বিদায় করিল।
পুনরায় তরী নারিকের বাড়ী গেল।।
বাবুরমে সঙ্গে করি' নৌকা চালাইল।
কেহ কেহ তীরে থেকে চাহিয়া রহিল।।
ব্যস্ত চিত্তে তরী বেয়ে চলিল সকলে।
সবে মিলি ভাসিতেছে শুধু আঁখিজলে।।
জানাইল ডাক্তারেরে সব বিবরণ।
নৌকাতে আসিয়ে তিনি করে দরশন।।
দেখিয়ে বলেন বড় অদ্ভুত ব্যাপার।
বাঁচে কি না বাঁচে প্রাণে তাই মাত্র ডর।।
এভাবে নৌকার মাঝে চিকিৎসা না হবে
বাড়ী পরে নিতে হবে নিশ্চয় জানিবে।।
তখনেতে ঝড় বৃষ্টি প্রবল ভাবেতে।
কার্ত্তিক ব'লেছে তাহা হইবে কি মতে।।
বৃষ্টি মধ্যে কভু মোরা নিতে না পারিব।
বৃষ্টি গত হ'লে শেষে যা হয় করিব।
ডাক্তার ব'লেছে তবে মম কথা লও।
ঔষধ দিবার হেতু থুয়ে রেখ যাও।।
শ্রীনীলরতন চলে ডাক্তারের সাথে।
কার্ত্তিক গোস্বামী পাশে রহিল নৌকাতে।।
অনুক্ষণ চেয়ে থাকে গুরুমুখ-পানে।
বহিতেছে বারিধারা অঝোরে নয়নে।।
চেয়ে দেখে গুরু বুঝি যায় নিত্যধাম।
মুখে বলে শুধু হরি গুরুচাঁদ নাম।।
কার্ত্তিক বুঝিল এত ভাব বিপরীত।
শ্রীনীলনতর ডেকে পাঠায় ত্বরিত।।
নৌকাতে এসরে ভাই কপাল পুড়িল।
পিঞ্জর ছাড়িয়ে প্রাণ-পাখী উড়ে গেল।।
শ্রুতমাত্র দুইজ নৌকাতে চলিল।
শ্রীনীলরতন এসে শিয়রে বসিল।।
কর্ণমূলে হরিনাম মুহুর্মুহু দিল।
শ্রীঅশ্বিনী নিত্যধামে গমন করিল।।
বাবুরাম কেঁদে বলে এই কারণেতে।
আমাকে আনিল বুঝি করিয়ে সঙ্গেতে।।
এখনে কোথায় গিয়ে জীবন জুড়াই।
এতেক বলিয়ে কেঁদে ছাড়িলেন হাই।
কার্ত্তিক কেঁদেছে অতি মর্ম্মান্তিকভাবে।
হেন দয়াময় গুরু নামিবে কবে।

এহেন প্রেমের ছবি অন্তর্হিত হ'ল।
কার্ত্তিকের হৃদাকাশ আঁধারে ঘিরিল।।
কেঁদে বলে কোন সুখে দেশেতে ফিরিব।
এহেন গুনের নিধি কোথা গিয়ে পা'ব।।
শ্রীনীলরন ভাসে শোকের সাগরে।
হারাইনু মহারত্ন জনমের তরে।।
হায় হায় করি সবে কাঁদিতে লাগিল।
শ্রীধামাভিমুখে পুনঃ তরণী বাহিল।।
নারিকেল বাড়ী এসে প্রভুকে জানায়।
প্রভু বলে অশ্বিনীকে নিও না কোথায়।।
মহানন্দ পাগলেল নিকটে রাখহ।
ভক্তি ভরে তার দেহ সমাধি করহ।।
আমার রতন মণি মনি আমি আনিয়েছি।
শোক না করিও এবে সবে মিছামিছ।।
প্রভুর আদেশ পেয়ে তাহাই করিল।।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি ব'ল।।

নীলরতনের গৃহে মহাপ্রভুর আগমন

অশ্বিনী গোসাই যবে লীলা সাঙ্গ কৈল।
নীলরতনের দেহ সে হ'তে দহিল।।
মনে ভাবে শ্রীহরির মন্দির করিব।
অপরেতে দয়াময় চরণ পুজিব।।
কাকে দিয়ে সেই বাঞ্ছা করিব পুরণ
কেবা মোর ঘুচাইবে মনের বেদন।।
এই মত কাঁদে বহু করিয়ে বিনয়।
হা গুরু অশ্বিনী বলি করে হায় হায়।।
শ্রীধামেতে গিয়ে কাঁদে ক্ষণে অন্য ঠাই।
হরিগুরুচাঁদ ব'লে সদা ছাড়ে হাই।
শ্রীহরি মন্দির করে গিয়ে নিজ গৃহে।
শ্রীগুরু বিচ্ছেদানলে অনুক্ষণ দহে।।
মন্দির প্রতিষ্ঠা হেতু কহে ভ্রাতাগণে।
ঠাকুরে আনিতে হয় মোদের ভবনে।।
মাধবেন্দ্র সবাপ্রতি বলে সুবচন।
তাহাতে সম্মতি দান করে ভ্রাতাগণ।।
মাধবেন্দ্র বলে তুমি আর কিবা চাও।
প্রভুকে আনিতে এবে যত্নবান হও।।
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় খুল্লতাত হয়।
আর চলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিনাথ রায়।।
প্রেমানন্দ চলিলেন এ সবার সনে।
শ্রীধামেতে উপনীত আনন্দিত মনে।।

প্রভু পদে প্রণমিল ভক্তিযুক্ত চিতে।
বলে প্রভু আসিয়েছি আপনাকে নিতে।।
গোপাল রায়ের প্রতি কহে দয়াময়।
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত তুমি হও মহাশয়।।
মহাবংশে করিয়াছ জনম ধারণ।
শুদ্ধাচারী শিষ্টাচারী তুমি মহাত্মন।।
অভ্যর্থনা গ্রাহ্য করি লইলাম তব।
তোমাদের গৃহে আমি অবশ্য যাইব।।
নীলরতনেরে রাখি যাও সবে ঘরে।
নীলরতনেরে নিয়ে যাব আমি পরে।।
সাতই ভাদ্রেতে হয় দিন বুধবার।
উপনীত হব আমি গিয়ে তব ঘর।।
সে কথা শুনিয়ে রায় বিদায় লইল।
প্রভু আগমন বার্ত্তা সবাকে বলিল।।
বহু ভক্ত সনে প্রভু করেন গমন।
শ্রীগোপাল সাধু চলে আনন্দিত মন।।
নিবারণ বলরাম আর বিচরণ।
শ্রীগদাই গাইন নরেন্দ্র নারায়ণ।।
মল্লকাঁদী বাসী হয় শ্রীগোপাল রায়।
শ্রীরাজেন্দ্র জগবন্ধু অনুরুদ্ধ হয়।
রাউৎখামার বাসী শ্রীফটিক বালা।
প্রভুর সঙ্গেতে তিনি চলেছে একেলা।।
নারিকেল বাড়ী বাসী ভক্ত চারিজন।
নিশ্চিন্তপুরের শশধর নিবারণ।।
এইমত বহু ভক্ত সঙ্গেতে গমন।
আমতিয়া উপনীত ভকত রঞ্জন।।
ঘৃতকাঁদী বাসী ভক্ত হয় রাধানাথ।
শ্রীকুঞ্জ মজুমদার চলে প্রভু সাথ।।
হরিবর সরকার নগেন্দ্র সুমতি।
ষষ্টি বাবু শ্রীবিপিন উপনীত তথি।।
রাজকুমার শ্রীকেদারী সেই সঙ্গে রয়।
হরিধবনি দিয়ে সবে তরণী লাগায়।।
রামাগণে বামা স্বরে মঙ্গলাচরণ।
হরিধবনি করে যত মতুয়ার গণ।।
ধুপ দীপ প্রজ্জ্বলিত করি মনোসুখে।
রামাগণে বয়ে তরী পরম পুলকে।।
ভক্তি ভরে সবে এসে অভ্যর্থনা কৈল।
মহাপ্রভু কৃপা করি তীরেতে নামিল।।
প্রভুর আগমনে সবে হ'ল ধন্য ধন্য
হরিনাথ দেখাইল বড়ই সৌজন্য।।

ভ্রাতাগণ সঙ্গে পূজে প্রভুর চরণ।
পরেতে করিল পূজা পুরবাসী গণ।।
পুষ্পদানে পুজে সবে প্রভুর চরণ।
হেনকালে মহাপ্রভু বলেন বচন।।
এত ফুল কোথা পেলে ওহে বাছাধন।
'নীল' বলে শ্রীধামেতে এ ফুল সৃজন।।
কোথা আর পাব প্রভু কি আছে আমার।
ধরা মাঝে যত কিছু সব যে তোমার।।
বলিতে না পারে ভাষ শ্রীনীলরতন।
অবারিত অশ্রুধারা হ'তেছে পতন।।
মহাপ্রভু ভক্তগণ এ গৃহেতে ছিল।
নেহারিয়ে সব মাতা প্রেমেতে মাতিল।।
গোফাডাঙ্গা বাসী ভক্তা দেবী সে সাধনা।
প্রেমে তনু ডগমগ হইল উন্মনা।।
মাতা চিন্তামনি কবি রসরাজ নারী।
অঝোরে নয়নে বহে হরিপ্রেম বারি।।
দাড়িয়ার নেয়ে আর ভক্তা রাধামণি।
আর ভক্তা হয় মাধবেন্দ্রে জননী।।
সবে মিলি ভাসিতেছে প্রেম সরবরে।
মতুয়ারগণ সবে ভাসে প্রেমনীরে।।
এইভাবে সেই পূজা হ'ল সমাধান।
আমড়িয়া বাসী করে মানপত্র দান।।
আগচ্ছ ভগবান এ দীনের কুটীরে।
দয়াময় হ'য়ে গোরে উড়ো এ আসরে।।
গ্রহণ করুণ প্রভু অযোগ্য আসন।
কি দিয়ে তোষিব তোমা মোরা দীন জন।।
মানস কুসুমে মেখে বিবেক চন্দন।
মনঃসাধে পূজে তব রাতুল চরণ।।
শ্রীতারক মহানন্দ অশ্বিনী গোপাল।
আমাদের আছে শুধু দুঃখ অশ্রুজল।।
সুচীর না রয় মগ্ন নমঃশূদ্র জাতি।
হেন দান জনে দিলে ব'লে দ্বিজ খ্যাতি।।
পতিত তারিতে ধর নব কলেবর।
সাধ করি ত্যজিয়েছ ক্ষীরোদ সাগর।।
সুদরিদ্র পরভৃত্য পরিশ্রান্ত ক্লান্ত।
চীর নিরক্ষয় তারা হ'ল বিদ্যাবন্ত।।
উকিল ডিপুটি মোক্তার ব্যারিষ্টার।
সুশিক্ষিত হ'ল যত অশিক্ষিত নর।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ এল যতজন।
ক্ষুদ্র নমঃশূদ্র বলে না কৈল গ্রহণ

যে দেব! নাহিক তব গুণের তুলনা।
মহা উদ্ধারণ তুমি অশেষ করুণা।।
জাতি বর্ণ নির্বিবশেষে তরাল জগত।
স্পর্শে স্পর্শে লৌহ সোনা 'অসৎ' মহৎ।।
অকামনা প্রেমভক্তি করিয়ে অর্পণ।
ঘরে ঘরে যারে তার কৈলে বিতরণ।।
গয়া কাশী বৈদ্যনাথ আর বৃন্দাবন।
মহাতীর্থ ভবে যত আছে অগনন
ত্রিবেণী সঙ্গম মহাতীর্থ হরিদ্বার।
সর্বশ্রেষ্ঠ ওড়াকাঁদী তীর্থ রাজ্যেশ্বর।।
মোরা অতি অল্পমতি নাহি সূক্ষ্ম জ্ঞান।
স্বগুণে হে গুণময় করুণ কল্যাণ।
নাহি চাহি ভক্তি মুক্তি পুন্য মহাধন।
লহ অযোগ্য দাসের আত্ম সমর্পণ।।
এইভাবে মানপত্র প্রদান করিল।
ম'তোগণে প্রেমভরে হরিধ্বনি দিল।।
অপরেতে ভোজ ক্রিয়া সমাধা করিয়ে।
হরিসংকীর্ত্তন করে প্রেমেতে মাতিয়ে।।
প্রেমসিন্ধু নীরে ভাসে শ্রীনীলরতন।
আখিজল দর দর করে অনুক্ষণ।।
শ্রীহরি মন্দির ঘিরে হ'তেছে কীর্ত্তন।
উল্লম্ফ প্রলম্ফ কারে শরীর কম্পন।।
ধুলায় ধুসর অঙ্গ বক্ষে প্রেমাধার।
কাহারো হতেছে অষ্ট স্বাত্তিক বিকার।।
মুহর্মূহ মুচ্ছা প্রাপ্ত হয় কোন জন।
কেহ করে ভীম রবে নর্ত্তন কীর্ত্তন।।
দিগন্ত ব্যাপীয়ে চলে সেই কোলাহল।
উচ্চৈঃস্বরে বলে সবে বল হরি বল।।
ধেয়ে চলে প্রেমবন্যা প্রবল বেগেতে।
নরনারী সবে যেন মাতিল প্রেমেতে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় উৰ্দ্ধপানে চায়।
আঁখিজলে সবাকার বক্ষ ভেসে যায়।।
হেনভাবে বহুক্ষণ হইল কীর্ত্তন।
মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ তখন।।
পুন ভোজ করিলেন প্রভু দয়াময়।
কীর্ত্তনান্তে বৈসে যত মতুয়া নিচয়।।
হেনকালে কালমেঘ দিল দরশন।
মুহুর্মুহু করিতেছে ভীষণ গর্জ্জন।।
মাতৃদেবীগণ সবে ক'রেছে রোদন।
সেই সঙ্গে কাঁদিতেছে শ্রীনীলরতন।।

বৃষ্টিধারা কিছু দুরে প্রবল বেগেতে।
বরিষণ হইতেছে দেখে নয়নেতে।।
ধুলায় পড়িয়ে কাঁদে শ্রীনীলরতন।
আছাড়ী পাছাড়ী খেয়ে হ'তেছে পতন।।
অন্তর্য্যামী গুরুচাদ করুণা করিয়ে।
সেই বৃষ্টি চালাইল অন্যদিক দিয়ে।।
মুষলের ধারে বর্ষে বাটীর নিম্নেতে।
বাধা না ঘটাইল ইন্দ্র সাধু সেবা দিতে।।
হেনভাবে নির্বিঘ্নেতে ভোজ সমাধিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর রাউৎখামার গমন

নীলরতনের বাঞ্ছা করিয়ে পুরণ।
তরী পরে আরোহিল সাধাকের ধন।।
সে বাটীর দক্ষিণেতে নামে জয়চাঁদ।
তারে কৃপা করিলেন প্রভু গুরুচাঁদ।।
তথা হতে সোনাসুর করেন গমন।
তথায় করেন বাস নামে জনার্দ্দন।।
সেই গৃহে কিছুক্ষণ করিয়ে বিশ্রাম।
ম'তোগণে করিলেন তথা হরিনাম।।
পুনরায় তরী পরে করি আরোহণ।
রাউৎখামার এসে দেন দরশন।।
রাউথখামর বাসী শ্রীঅক্রূর বালা।
তাহার পৌত্র অন্নদাচরণ বালা
বসিয়ে রয়েছে তিনি আশাপথ পানে।
মহাপ্রভু প্রত্যাগমন করে কতক্ষণে।।
হেনকালে উপনীত প্রভুর তরণী।
শ্রীফটিকচন্দ্র বালা দিল হরিধবনি।।
দিবসেতে করিয়েছে দ্রব্য আয়োজন।
অন্নদা হৃদয় মাঝে চিন্তা অনুক্ষণ।।
প্রভুর তরণী হেরী আনন্দ হৃদয়।
ডেকে বলে ওরে ভাই আছ কে কোথায়।।
গৃহের মাঝারে কর উত্তম আসন।
অন্তঃপুর করে দাও পাক আয়োজন।।
তরণী আসিয়ে ঘাটে লাগায় যখন।
হুলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণ।।
অন্নদা উঠিল গিয়ে তরণী উপরে।
কেহ কেহ নিষেধয় সুমধুর স্বরে।।
বলিবার থাকে কিছু বল থেকে তীরে।
বিলম্ব হবে না হেথা জানিও অন্তরে।।
ওড়াকাঁদী যাব মোরা জানিও নিশ্চয়।
ব্যস্ত হ'য়ে যাবে প্রভু রবে না হেথায়।।
কৃপা করি গুরুচাঁদ ব'লেছে তখন।
অদ্য না যাইব আমি আপন ভবন।।
তোমার গৃহেতে মোরা বিলম্ব করিব।
আসিতে হবে না হেথা বুঝিয়েছি সব।।
কাতলা মৎস্য এক মারিয়েছ তুমি।
তাহা না সেবিয়ে বুঝি ফিরে যাব আমি।।
এত শুনি ম'তোগণে বিস্ময় মানিল।
মনে মনে সবে বড় অপ্রভিত হ'ল।।
তীরেতে নামিল প্রভু অতি আনন্দেতে।
অন্নদার গৃহ মাঝে বৈসে হর্ষচিতে।।
সারা নিশি হরিনাম হবে হেন গণি।
বলাবলি করে যত মতুয়াবাহিনী।।
ওদিকেতে রামাগণে ক'রেছে রন্ধন
শাক শুক্তা ডাল ডালনা বিবিধ ব্যঞ্জন।।
কাতলা মৎস্যের ঝোল করিয়ে সাদরে।
প্রভু তরে রাখিয়েছে অতি যত্ন ক'রে।।
কিছুক্ষণ হ'ল তথা নাম সংকীর্ত্তন।
অপরেতে মহাপ্রভু করেন ভোজন।।
মতুয়ারগণ সবে ভোজন করিল।
আনন্দে পুর্ণিত হ'য়ে হরিধবনি দিল।।
সারা নিশি প্রেমাবিষ্ট মতুয়ারগণ।
প্রাতঃকালে সব গৃহ করেন ভ্রমণ।।
বালারা হইল তাহে আনন্দিত অতি।
মুহুর্মুহু জয় দিল জতেক যুবতি।।
এইভাবে সব গৃহ ভ্রমণ করিয়া।
অন্নদার গৃহে পুনঃ বসিলেন গিয়া।।
অন্নদার পিতা হয় শ্রীহরি চরণ।
এল এক নব বস্ত্র করেতে ধারণ।।
প্রভুপাদ প্রণমিল করে সম্প্রদান।
প্রভু বলে অন্নদার হউক কল্যাণ।।
পুরবাসী সবে আসি প্রণাম করিল।
তথা হ'তে মহাপ্রভু নৌকাতে চলিল।।
রামাগণে বামাস্বরে দিল হুলুধ্বনি।
বলিল মতুয়াগণে দিয়ে হরিধবনি।
এইভাবে ভক্ত গৃহ ভ্রমণ করিল।
হরিভক্ত প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

☆☆☆☆☆

মহাপ্রভুর নানা গৃহে ভ্রমণ পূর্ব্বক নিজলয়ে গমন

মোল্লাকাঁদী শ্রীগোপাল রায় মহাশয়।
প্রভুর তরণী গিয়ে সে ঘাটে উদয়।।
সেই বাটী অভিমন্যু নামে একজন।
প্রভুর তরণী পাশে করিয়ে রোদন।।
মনে ভাবে হেন স্থান আমি কোথা পাব।
প্রভুকে লইয়ে আমি তথায় বসাব।।
সকাতরে অভিমন্যু কাঁদে উভরায়।
অন্তরের ব্যথা বুঝিলেন দয়াময়।।
নৌকা হ'তে তীরে গিয়ে অভিমন্যু ঘরে।
চলিলেন মহাপ্রভু হরিষ অন্তরে।।
দৌড়ে গিয়ে অভিমন্যু পাতিল আসন।
তথা বসিলেন প্রভু ভকত রঞ্জন।।
সেই স্থান হ'তে প্রভু জল সেবা করি।
পুনঃ গিয়ে চড়িলেন আপনার তরী।।
পরে যায় শ্রীরাজেন্দ্র বিশ্বাসের ঘরে।
ভ্রমণ করেন তথা হরিষ অন্তরে।।
তথা হ'তে নানা গৃহে করিয়ে ভ্রমণ।
পুনরায় তরী পার করে আরোহন।।
প্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীউমাচরণ।
প্রভু সনে এ তারিখ করেন ভ্রমণ।।
নারিকেল বাড়ী গিয়ে করেন ভ্রমণ।
আনন্দিত নারিকেল বাড়ী ভক্তগণ।।
মাধবেন্দ্র গৃহে হয় পাক আয়োজন।
নানা দ্রব্য ভক্তিভরে করেছে রন্ধন।।
প্রতি ভকতের গৃহ ভ্রমণ করিয়া।
মাধবেন্দ্র গৃহেতে হ'ল ভোজ ক্রিয়া।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করেন গমন।
তরণী বাহিল যত মতুয়ার গণ।।
শ্রীনীলরতন বড় আনন্দ লভিল।
পথি মধ্যে নৌকা পরে নাচিতে লাগিল।
চারিদন্ড রজনী হইবে এ সময়।
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে প্রভু দয়াময়।।
নারী কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনিয়ে নৌকায়
কেবা সে রমণী সবে দেখহ ত্বরায়।।
কেহ বলে নারী নহে শ্রীনীল রতন।
কি যেন ভাবিয়ে হৃদে ক'রেছে এমন।।
প্রভু বলে ডেকে দাও সকাশে আমার।
কেন করে হেন ভাব নৌকার উপর।।
নীলরতন প্রভু পাশে ব'লেছে কাঁদিয়ে।
আশা পূর্ণ নদী স্রোতে চ'লেছে ভাসিয়ে।।
কিন্তু প্রভু বড় দুঃখ হৃদয় মাঝারে।
প্রাণের পুতলি ছেড়ে গিয়াছেন মোরে।
সেই মত কেবা আর স্নেহ দেখাইবে।
পুত্রসম কেবা আর আমাকে রাখিবে।
আপনি বিহনে আর ভবে কেহ নাই।
বল প্রভু কোথা গেল আমার গোসাই।।
এইমত বলি কাঁদে শ্রীনীরতন।
প্রভু বলে শুন বাপ আমার বচন।।
যার কেহ নাই থাকে তার নারায়ণ।
মম বাক্য মনে রেখ ওরে বাছাধন।।
তোমার গুরুর কথা রাখিও শরণ।
ত্রিভুবনে না মিলিবে তেমন রতন।।
আমার স্বকাশে বাপ থেক অনুক্ষণ।
তব দুঃখ না থাকিবে আমার বচন।।
এইভাবে শ্রীধামেতে উদয় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

দেবী বিলাসিনীর কাহিনী

বিলাসিনী নামে এক আছিল রমণী।
পিতৃদেব গিরিধর অতীব সদ্‌জ্ঞানী।।
কাড়ার বংশেতে হয় জনম ইহার।
অনুক্ষণ করে তিনি অতি সদাচার।।
ঈশান নামেত হয় জয়পুরে বাস।
হরি প্রেমে তনু মাখা পরম উল্লাস।।
তারকের অনুগত হয় সদা রয়।।
অনুক্ষণ ওড়াকাঁদী আসে আর যায়।।
গুরুচাঁদে করে জ্ঞান সর্ব্ব সারাৎসার।
গুরুচাঁদ নাম মাত্র সম্বল তাহার।।
মতোগণে পেলে ভক্তি করিত প্রচুর।
বলিতেন কত দয়া আমার প্রভুর।।
তাহার রমণী হয় এই বিলাসিনী।
হৃদি মাঝে পুজে সদা পতিপদখানি।।
পতিবাক্য অনুক্ষণ করিত পালন।
বেদ বাক্য সম মানে পতির বচন।।
পঞ্চ পুত্র এক কন্যা জন্মিল তাহার।
শ্রীবঙ্কবিহারী হয় অগ্রজ সবার।।
শ্রীগণেশচন্দ্র হয় মধ্যম কুমার।

তৃতীয় মধুসুদন চতুর্থ মনোহর।।
শ্রীরসিকলাল হয় কনিষ্ঠ সবার
কাঞ্চনমালা নামিনী একটি নন্দিনী।
লোহাগড়া প্রাণনাথ ভু'য়ার গৃহিনী।
সেনোপাধি ইহাদের সর্ব্বলোকে বলে।
আনন্দিতা বিলাসিনী পেয়ে পঞ্চ ছেলে।।
কিছুদিন পরে স্বামী যায় পরলোক।
স্বামীর কারণে ধনী নাহি করে শোক
অন্তরে জানিল স্বামী এ দেহ ত্যজিয়ে।
হরিগুরুচাঁদ পদে গিয়েছে মিশিয়ে।
তাহে বাধা কেন আমি মরিব কাঁদিয়ে।।
কাঁদিল না বিলাসীনী এমত ভাবিয়ে।।
শুধুমাত্র গুরুচাঁদ পদ করি সার।
পঞ্চ পুত্র নিয়ে করে আনন্দে সংসার।।
অনুক্ষণ ওড়াকাঁদী করে যাতায়াত।
প্রভুকে প্রণাম করে পদে দিয়ে হাত।।
তেরশ সাতত্রিশ সাল যবে হয়।
যাইবেন ওড়াকাঁদী রাসের সময়।।
একেএকে বুঝাইল পুত্র বধুগণে।
সংসার নির্বাহ তারা করিবে কেমনে।।
মেজ পুত্রবধু হয় সরলা সুমতি।
মতোদের পদে ছিল একান্ত ভকতি।।
তাহাকে বলিল যেবা বলিবার মত।
শুনিয়ে শাশুড়ী বাণী হইল চিন্তিত।।
এইভাবে উপদেশ সবাকে দানিল।
রাসের পূর্ব দিনেতে বঙ্ককে ডাকিল।
চল বাপ ওড়াকাঁদি বাসনা আমার।
রাসলীলা দরশন করিব এবার।।
মায়ের বচন বঙ্ক স্বীকার করিল।
ওড়াকাঁদী যাইবার উদ্যোগী হইল।।
শ্রীবঙ্কবিহারী আর রসিক তারিণী
খুল্লতাতা শ্রীকেদারী উঠিল তরণী।।
রাধানাথ এই সঙ্গে করেন গমন।
সবে চলে শ্রীধামেতে আনন্দে মগণ
নিশিযোগে পথিমধ্যে বঞ্চিল রজনী।
উচাটন হল তাহে দেবী বিলাসিনী।।
জীবন রাখিতে নারে না দেখ প্রভুকে।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বলে শুধু মুখে।
হরিচাঁদ বলি পুনঃ পুনঃ ছাড়ে হাই।
মহারাস দেখিবারে বুঝি সাধ্য নাই।।

এমত বলিতে দেহে আসিল কম্পন।
নেহারিয়ে কেহ কিছু না বোঝে কারণ।।
বক্ষস্থল ধড়পড় ঘন বহে শ্বাস।
শ্রীরসিক মাতৃ অঙ্গে দিতেছে বাতাস।।
বঙ্ককে বলিল বাপ কর হরিনাম।
শ্রবণেতে হবে পুর্ণ মম মনস্কাম।।
এত শুনি সবে মিলি নাম আরম্ভিল।
হরিনাম শুনে দেবী দেহ তেয়াগিল।।
কাঁদিছে রসিকচন্দ্র আকুল হৃদয়।
শ্রীবিপিন পোদ্দার করে হায় হায়।।
পথিমধ্যে এইভাবে ত্যজিল জীবন।
পরামর্শ করে সবে কি কি এখন।
অপরেতে দুই ভ্রাতা মধুমতী জলে।
মাতৃ দেহ সমার্পি গুরুচাঁদ বলে।।
কেঁদে কেঁদে নিজ ধামে করিল গমন।
শুনে পুরবাসীগণ করেছে রোদন।
এদিকেতে প্রভু পাশে সংবাদ জানায়।
ভক্তগণ পাশে বলে প্রভু দয়াময়।।
শ্রীযাদবচন্দ্র ঢালী প্রতি প্রভু কয়।
বল দেখি হেন দিন কার ভাগ্যে হয়।।
মহারাস দরশনে বিলম্ব না সয়।
মায়াপাশ মুক্ত হ'য়ে আইল তথায়।।
মম রাসে এসে ধনী পাইল মুকুতি।
গোলোক ধামেতে পরে লভিয়েছে গতি।।
এই মত বলে যদি প্রভু দয়াময়।
যাদব ব'লেছে প্রভু বলিবার নয়।।
এমত মরণ ধন্য এ দিন ভুবনে।
আপনি নিলেন তারে আপনার স্থানে।।
একে নিজ ভক্তি বল তাহে কৃপা বল।
নিত্যধামে চলি গেল লভিতে সম্বল।।
কিবা হয় পুণ্য বলে কিম্বা ধর্ম্ম বল।
সব হতে শ্রেষ্ঠ আপনার কৃপা বল।
আপনি যে সারাৎসার অগতির গতি।
কৃপ করি দানিলেন নির্বা মুকুতি।।
আপনার কৃপা হ'লে সব হ'তে পারে।
খঞ্জ হ'য়ে উঠে সেই উচ্চ শৃঙ্গ পরে।।
পঙ্গু দেহধারী হ'য়ে সাগর লঙ্ঘয়।
আপনার কৃপা হলে সব সাধ্য হয়।।
এভাবেতে বিলাসিনী জীবন ত্যজিল।
হরিগুরু চাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

কেশব পাটনির কাহিনী

জয়পুরে করে বাস মাধব পাটনি।
ত্রেতাযুগে ছিল যেবা মাধব পাটনি।।
সাধুগণ মুখে তাহা শুনেছি শ্রবণে।
বড়ই ভকতি করে প্রবুর চরণে।।
খেয়া দিতে লক্ষ্মীপাশা বাজারের ঘাটে।
নৌকায় রহিত ক্ষণে ক্ষণে রয় তটে।
গুণ গুণ স্বরে গাহে হরিগুণ গায়।
বিন্দু বিন্দু প্রেমবারি নয়নে ঝরয়।।
ম'তো যদি কভু উঠিত নৌকায়।
প্রেমানন্দে সে মাধব হ'ত দ্রবময়।।
ইচ্ছামত বেয়ে তরী ওপারে না যেত।
আকা বাকা করি শুধু ঘুরিয়া বাহিত।।
ওপারে যাইতে তরী যাইত ঘুরিয়া।
ম'তোগণ বলে যাও কোথায় বাহিয়া।
এত শুনি তাড়াতাড়ি দিত পার করি।
আনন্দে বলিত হরি থেকে নৌকাপরি।।
তাহার নন্দন হয় কেশব পাটনি।
কাদম্বিনী নামে হয় তাহার ভগিনী।।
তাহার বিবাহ হয় পটুয়া গ্রামেতে
শ্রীবঙ্কবিহারী দত্ত তাহার সনেতে।।
অতি বড় দানশীল কেশব পাটনি।
দীন দুঃখী প্রতি দয়া করিতেন তিনি।।
ওড়াকাঁদী যাতায়াত করে বার মাস।
প্রভুর পদেতে ছিল একান্ত বিশ্বাস।।
মতোগণে করে ভক্তি বিপুল ভাবেতে।
ভোজনের কালে ধারা বহিত চক্ষেতে।।
এক কালে বিচরণ অতি দৈন্য ছিল।
প্রভুর কৃপায় ক্রমে ভাবোন্মত্ত হ'ল।।
জমাজমি গেল সব অভাব কারণ।
অতীব দুঃখেতে কাল করিত যাপন।।
দুই আনা করে আয় করি চারি আনা ব্যয়।
এইভাবে কোন মতে দিন গত হয়।।
তাহা দেখি মহাপ্রভু দয়া প্রকাশিল।
মতোগণ প্রতি প্রভু সাগ্রহে বলিল।।
বিচরণে রক্ষিবারে হয় যে এখন।
কিছু কিছু চাঁদা দাও মিলি সর্বজন।।
সে কথায় মতোগণ সম্মত করিল।
সে বিপদ বিচরণে সবে উদ্ধারিল।।
যখনেতে এই টাকা হইল আদায়।
কেশবেরে সেই কথা কেহ না জানায়।।
তাহাতে কেশব বড় প্রাণে পেল ব্যাথা।
একদা তাহাকে দেখে বলে সেই কথা।।
আরো দশ টাকা দিয়ে তখন বলিল।
অযোগ্য বলিবে মোরে কেহ না কহিল।।
এই টাকা নিতে হবে চাঁদার বাবুত।
নহে প্রাণে দুঃখ আরো পাইব বহুত।।
বিচরণ তার ঠাঁই লজ্জিত হইল।
কাপড়ে বাঁধিয়ে টাকা সে কেশব দিল।।
এইমত করে দান কেশব পাটনি।
পর দুঃখে দুঃখী হেন না দেখি না শুনি।।
বিপুল বিনয় করি কাঁদিলেন কত।
তাহা হেরে বিচরণ হ'ল দ্রবিভূত।।
বিচরণ পরিহার মাগে তাঁর ঠাঁই।
বলে আর লজ্জা নাহি দিও মোরে ভাই।।
এমত পারহ তুমি তাহা নহে জানি।
এবে বুঝিলাম তুমি দাতা শিরোমণি।।
একে হও হরিভক্ত তাহ দানশীল।
সৎ বুদ্ধি ধারি তুমি স্বভাব সুশী।।
অদ্য এ মহৎ দানে মহাসুখ পেল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

রতনমণির কাহিনী

বড় বেড়ে করে বাস ভজন মণ্ডল।
মাঝে মাঝে আসে তথা গোলক পাগল।।
পাগল করিত ভক্তি মন প্রাণ দিয়ে।
অনুক্ষণ থাকে তার প্রেম পূর্ণ হিয়ে।।
তাহার রমণী হয় শ্রীআদর মণি।
পুত্র সম পাগলের ভাবিত সে ধনী।।
ক্ষণে ক্ষণে পিতৃতুল্য করিতেন জ্ঞান।
গোসাই ভাবিয়ে ক্ষণে করিতেন ধ্যান।।
ভক্তি ভরে ভুঞ্জাইতে করিয়ে রন্ধন।
কখন বা পাগলের পূজির চরণ।।
স্বামীসহ করে সেবা আনন্দিত মনে।
দম্পতির প্রেমধারা বহিত নয়নে।।
পাগল পাইত শান্ত দোহাকার স্থানে।
ক্ষণে ক্ষণে নাচিতেন আনন্দিত প্রাণে।।
এই ভজনের হয় দুইটি নন্দিনী।
প্রথমা কন্যার নাম শ্রীরতন মণি।।

যতন মনি নামিনীকনিষ্ঠা নন্দিনী।
পাগরে কৃপাবলে হইল পাগলিনী।।
অনুক্ষণ ঝোরে আঁখি গুরুচাঁদ বলি।
নাম নিতে হয় যেন অতি কুতুহলী।।
জ্যেষ্ঠা কন্যা বিয়া দিল গ্রামের মাঝেতে।
পুত্র নাই ব'লে রাখে নিজ সংসারেতে।।
অপরেতে পাগলীর হইনু বিবাহ।
তাহাকে করিব সবে বিপুল উৎসাহ।।
রাম মাঝি গ্রামে হয় শ্রীনবীন রায়।
তাহার সনেতে বিয়া পাগলীর হয়।।
শ্বশুর-শ্বাশুড়িপদে ভকতি করিত।
পুত্রবধু পেয়ে দোহে অতি সন্তোষিত।।
শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এবে ত্যাজিলেন কায়।
পুত্রশোক সম তার শোকাদ্র হৃদয়।।
কিছুদিন পরে হয় স্বামীর বিয়োগ।
দেবী করে হায় হায়একি কর্মভোগ।।
স্বামী শোকে নিশিদিন করিত রোদন।
শান্তিহীন প্রাণে ধনী রহে সর্ব্বক্ষণ।।
কোন মতে শান্তি নাহি হৃদয় মাঝারে।
বহুতীর্থ ভ্রমি পরে এল নিজ ঘরে।।
অপরেতে শুন যাহা হইল ক্রমেতে।
মতুয়ার আসা যাওয়া হয় সে গ্রামেতে।।
গাছ বেড়ে বাসী সে মাধব সিকদার।
পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী কালিয়াতে ঘর।।
এ দোহার যাতায়াত মজুমদার বাটী।
ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত এ মতুয়া দুটি।।
আটলিয়া পারোকালী রামমাঝি গ্রাম।
এ কয় গ্রামেতে দোহে করে হরিনাম।।
আটলিা হরিনাম করে দুইজন।
ঠাকুরের ভক্ত ক্রমে হ'ল বহুজন।।
পরে সেই গৃহে এল গোলোকচন্দ্র।
সঙ্গে আছে প্রাণাধিক শ্রীতারকচন্দ্র।।
যতন পাগলী দোহে করি দরশন।
সেইপদে করিলেন আত্ম সমর্পণ।।
সাহস নাহিক পায় বলিবারে কিছু।
দুই চারি ঘর এসে থাকে কিছু পিছু।।
বহুদিন এইভাবে যাতায়াত হয়।
পাগলীর হ'ল ক্রমে ভাবাবিষ্ট কায়।।
কেঁদে কেঁদে সে পাগলী হইল আকুল।
বলে আমি কতদিনে পা'ব হরিকুল।।
মনের মানুষ করে নয়নে হেরিব।
আর কতদিনে আমি ওড়াকাঁদী যা'ব।।
আর কবে গুরুচাঁদ করুণা করিবে।
অভাগিনী দেখে মোরে আশ্রয় দানিবে।।
এইমত নিশিদিবা কাঁদে অনুক্ষণ।
নয়নেতে বারিধারা সতত পতন।।
পুন তথা এল শ্রীমাধব সিকদার।
তাহার চরণে ধনী মাগে পরিহার।।
ওড়াকাঁদী নিতে হবে আমাকে গোসাই।
আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই।।
মাধব স্বীকার তারে ওড়াকাঁদী নিল।
শ্রীগুরুচাঁদের কৃপা পাগলি লভিল।।
ক্রমে ক্রমে সে ভাবোন্মত্ত হ'ল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

পাগলীর মহোৎসব

একদা পাগলীর মনে জন্মিল উৎসব।
মনে ভাবিলেন করিবারে মহোৎসব।।
আমার গোসাই যদি আসিত এখন।
করিতাম শ্রীচরণে এই নিবেদন।।
এইভাবে কিছুদিন বিগত হইল।
একদা মাধব তথা আসিয়ে উদিল।।
বলিলেন মনোকথা প্রকাশিয়ে সব।
মাধব ব'লেছে তবে কর মহোৎসব।।
সেইদিন তথা বসি দিন ধার্য্য হ'ল।
দ্রব্য আয়োজন ম'তো নিমন্ত্রণ দিল।।
ধার্য্য দিনে আসিলেন মতুয়ারা সব।
প্রেমানন্দে ভরে তথা করে মহোৎসব।।
সেই হ'তে প্রাণাকৃষ্ট দ্বিগুণ হইল।
গুরুচাঁদ রূপ ছবি হৃদয়ে আঁকিল।।
মতুয়া পাইলে হয় অতি আনন্দিত।
ভক্তি ভরে মতোদিগে ভোজন করাত।।
ওড়াকাঁদী হয় তার সর্বস্ব রতন।
যাতায়াত করে সদা প্রফুল্লিত মন।।
মতুয়ার গৃহে গৃহে করেন ভ্রমণ।
আপন আবাসে নিত দুই চারিজন।।
এইভাবে ভ্রমে সদা এদেশ সেদেশে।
ক্রমেই যে পাগলীর হয় ভাবাবেশে।।
পরেত আইল বৃদ্ধ কালের লক্ষ্মণ।
পর্বকারে মহোৎসব করিতে মনন।।

তেরশ ছত্রিশ সালে বারুণী আগত।
পাগলীর ভাবখানি কত রসামৃত।।
বারুণীর পূর্ব্বদিনে উদয় হইল।
রাত্রিকালে ওড়াকাঁদী থেকে কথা হ'ল।।
প্রাতে গিয়ে পদ বন্দে বলিয়ে শ্রী হরি।
বিনয় বচনে কহে প্রভু বরাবরি।।
আপনার নিমন্ত্রণ রৈল দয়াময়।
কৃপা করি রাম মাঝি যেন যাওয়া হয়।।
নিমন্ত্রণ করে ধনী কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
প্রভু বলে হরি মন্দিরেতে কহ গিয়ে।।
বাবাকে বলিয়ে যাও ওগো মেয়ে তুমি।
ব'লে কয়ে পাঠাইয়ে দিব তথা আমি।।
এতেক বলিল যদি প্রভু দয়াময়।
পাগলীও নিমন্ত্রণ করে সে কথায়।।
ব'লে ক'য়ে পাঠাইব তব মহোৎসবে।
পাইবে বিপুল শান্তি মহতেরা সবে।।
এতেক বলিল যদি প্রভু দয়াময়।
যেবা ছিল শুনে সেই হ'ল দ্রবময়।।
মনে ভাবে কত দয়াএ মেয়ে উপর।
ধন্যা ভাগ্যবতী তুমি এ বিশ্ব মাঝার।।
কত দয়া তোমা প্রতি প্রকাশ করিল।
অগাধ জলদি কৃপা তোমাকে অর্পিল।।
একবিন্দু কৃপা যদি পায় কোন জন
বিশ্বমাঝে সেই নর হয় মহাজন।।
আহা রে দয়াল মম প্রভু গুরুচন্দ্র।
নিজ গুণে তরাইল ভকতের বৃন্দ।।
ভকতের তরে মোর পূর্ণানন্দ হরি।
রহিয়েছে গুরুচাঁদ দেহ ভর করি।।
এ হেন দয়াল ভবে না মিলিবে কভু।
আহা রে দয়াল মোর গুরুচাঁদ প্রভু।।
এইমত ভক্তগণ বলে অনিবার।
আঁখিজলে সবাকার সিক্ত কলেবর।।
কেহ প্রেমানন্দে মেতে ধরিল কীর্ত্তন।
অশ্বিনী গোঁসাই যাহা ক'রেছে রচন।।
গুরুচাঁদ হেন চাঁদ ভবে কে আনিল।
কিবা গুণে জগমন, বাঁধিয়া লইল।।
বাল-বৃদ্ধ গুণে বাধ্য রূপেতে পাগল।
জাতিকুল উদ্ধারিল ব'লে হরিবোল।।
এইমত পদ করে মতুয়ারগণ।
প্রেমভরে দ্রবীভূত সবাকার মন।।
পরেতে পাগলী গিয়ে শ্রীহরি মন্দিরে।
কেঁদে কেঁদে নিমন্ত্রিল শ্রীহরি ঠাকুরে।।
অপরে প্রভুর পদে মাগিল বিদায়।
চলিল পাগলী বুড়ী হরিষ হৃদয়।।
বহু বহু মতোগণে করে নিমন্ত্রণ।
উপনীত হইলেক আপন ভবন।।
মহোৎসব আয়োজন করিলেক পরে।
ক্রমে ম'তোগণ এল বুড়ীর বাসরে।।
মহোৎসব দিনে এসে হইল উদয়।
বাড়ী ঘর রাস্তাঘাট লোকারণ্যময়।।
নেহারিয়ে গ্রামবাসী মানিল বিস্ময়।
এতচাল ডাল বুড়ী পাইবে কোথায়।।
কোনক্রমে যদি পরিচর্যা নাহি হয়।
জাতি কুল সব যাবে কত বড় দায়।।
এত লোক নিমন্ত্রণ কেন বা করিল।
এই বুড়ি জাতি কুল সব মজাইল।।
অদ্য মোরা দেখে নোবো মতুয়ার বল।
কিবা বলে বলিয়ান মতুয়া সকল।।
ম'তোনাম ডুবাইব নদীর জলেতে।
এই সব লোক যদি নাহি পায় খেতে।।
এইমত সর্ব্বলোকে বলিতে লাগিল।
গুরুচাঁদ স্মরি হরিনাম আরম্ভিল।।
পথে ঘাটে করে নাম মতুয়ারগণ।
প্রেমের সাগর মাঝে হইল মগন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় গুরুচাঁদ বলি।
ভূমিতলে পড়ে কেহ মাখে গায় ধুলি।।
কেহ কেহ বীরবেশে মারিতেছে লম্ফ।
কেহ দেয় অঙ্গ ঝাঁকি মারিয়ে উলম্ফা।।
কেহ মেতে বীররসে করে বীর দাপ।
করুণা রসেতে কেহ ব'কেছে প্রলাপ।।
বানবেড়া পাক সম ভ্রমর কীর্ত্তনে।
কেহ বা হুঙ্কার ছাড়ে বিপুল গর্জ্জনে।।
আঁখিজলে কা'রো বক্ষ প্লাবিত হইল।
কেহ বা আকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিল।।
এইমত হ'ল নাম পাগলীর ঘরে।
গ্রাম মাঝে কোন লোক গৃহে রৈতে নারে।।
আবাল বৃদ্ধা বণিতা সবে এল ধেয়ে।
বক্ষ ভাসাইল সবে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
স্ত্রী পুরুষ নাহি হুষ ঢলিয়ে প'ড়েছে।
রামাগণে হুলুধ্বনি সঘনে ক'রেছে।।

এমত ভাবের নাম হইতে লাগিল।
বিচরণ স্থানে বুড়ি কাঁদিয়ে বলিল।।
কি হইবে কি করিব ওহ বাছাধন।
গ্রাম্য লোকে গালি দেয় কি হবে এখন।।
সবে বলে মতুয়ারা অপমান হবে।
এত লোক পরিচর্য্যা কিছুতে নহিবে।।
কি করিব কিবা হবে ওরে বাপধন।
গ্রাম্যলোকে মতোগণে করিবে ওজন।।
দুঃখ দিতে আনিয়াছে মতুয়ারগণ।
কিঃ দিয়ে মতুয়াগণে ক'রাবে ভোজন।।
গ্রাম্যলোক বাক্যে বুড়ি কাঁদিয়ে বেড়ায়।
গুরুচাঁদ বলি সদা করে হায় হায়।।
লোহার গাতি নিবাসী শ্রীযাদব ঢালী।
বুড়িকে বলিল তিনি হ'য়ে কুতুহলী।।
সুমধুর স্বরে বলে শোন্ বুড়ি শোন্।
গুরুচাঁদ প্রভু মোর ভকত রঞ্জন।।
আসিয়েছে তোর এই মহোৎসবে তিনি।
কেন ভয় পাস বুড়ি কা'র কথা শুনি।।
রান্না ঘরে অন্নপূর্ণা মাতা অধিষ্ঠান।
কেন বুড়ি হয় তোর ব্যাকুলিত প্রাণ।।
পিতামাতা আসিয়েছে আর নাহি ভয়।
গুরুচাঁদ ভেবে তুই কাঁদগে সদায়।।
বিচরণ বলে মগো শোন্ তোরে বলি।
শ্রীতারক মহানন্দ এসেছে সকলি।।
গোলোক পাগল সঙ্গে এল হীরামন।
মতুয়ার সনে তাঁরা হয়েছে মিলন।।
হিল্লোল কল্লোলে দেখ কুল ভেঙ্গে যায়।
প্রেমের তুফান লেগে করে হায় হায়।।
কটোয়ার ঘাটে যথা হইল কীর্ত্তন।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সহ ভক্তগণ।।
প্রেমের স্ফুরিত বায়ু লেগে গোদাবরী।
বাড়িল প্রবল বেগে প্রেমের লহরী।।
ভেঙ্গে যায় উচ্চ কুল মান বৃক্ষ আদি।
প্রেমের তরঙ্গ বাড়ে নাহিক অবধি।।
সেইমত হ'ল অদ্য তোমার আলয়।
কি কারণ মাতা তব প্রাণে এত ভয়।।
যাহা হয় করিবেন প্রভু গুরুচাঁদ।
ভরসা কেবল মাত্র সে যুগল পদ।।
এমত বলিয়ে পুনঃ নামেতে মাতিল।
প্রেমের প্রবল বন্য বাহিরে চলিল।।

তার মাঝে কেহ কেহ করেছে ভোজন।
পুনঃ আসি নাম রসে হ'তেছে মগন।।
কীর্ত্তন ভোজন করিতেছে অবিশ্রান্ত।
সারানিশি করে নাম নাহি করে ক্ষান্ত।।
অপরাহ্নকালে সবে হ'য়ে একত্তর।
গ্রাম্য লোক দেখে গিয়ে পাকের যোগাড়।।
দেখিয়ে রন্ধন দ্রব্য ব'লেছে বচন।
এই অন্নে এত লোক হবে না ভোজন।।
যাহা মোরা অনুমানে পাই বুঝিবারে।
অর্দ্ধেক লোকের সেবা হইবারে পারে।।
এত শুনি সর্বলোকে গণিল হুতাশ।
পারিব না কুলাইতে হবে সর্বনাশ।।
এ পাগলী আমাদিগে নিশ্চয় ডুবাবে।
কলঙ্কের ডালী আমাদের শিরে দিবে।।
ভেবে দেখ কিবা আছে ইহার উপায়।
চাল ডাল চেষ্টা করি আনহ ত্বরায়।।
এমত বলিয়ে সবে বলে মন্দবাণী।
মতুয়ার দলে কেহ করে কানাকাণি।।
কি হ'ল উপায় আছে বল সে বিধান।
কেমনে বজায় র'বে জাতি কুলমান।।
এইভাবে বলাবলি করে বহুলোকে।
ম'তোগণ নাম ক্ষান্ত করিলেন সুখে।।
নাম অন্তে সেই কথা সকলে শুনিল।
ম'তোদের মধ্যে কেহ বলিয়া উঠিল।।
কেন সবে ভাব মিছে কিসের লাগিয়া।
সব লোক এক সঙ্গে দেহ বসাইয়া।।
এই অন্নে সব লোক সঙ্কুলান হ'বে।
গুরুচাঁদ কৃপাযোগে অভাব না রবে।।
এত শুনি গ্রাম্য লোক আততায়ী হ'য়ে।
এক সঙ্গে সব লোক দিল বসাইয়ে।।
কেহ বলে দেখা যাবে ম'তোদের বল।
কিবা বলে বলিয়ান মতুয়া সকল।।
অল্প অন্নে বহুলোক করিবে ভোজন।
কেমনেতে এই কর্ম করে সমাপন।।
ভাল মতে আজ মোরা বুঝিয়া লইব।
যদি পারে উদ্ধারিত তবে সে মানিব।।
এত বলি সব লোক দিল বসাইয়ে।
প্রত্যেকের অন্ন জল দিলেক আনিয়ে।।
অপর্যাপ্ত ভাবে দ্রব্য সবাকে দানিল।
ফুরাইতে নারে সবে চমৎকৃত হ'ল।।

অল্প অন্নে বহু লোকে করায় ভোজন।
ফুরাইতে নারে কেহ হইল এমন।।
ডাল ডালডা লাবড়া কি সুমিষ্ট অম্বল।
অল্প দধি অল্প চিনি ছিল যে সম্বল।।
তাহাতে পরিবেশন হইল সবার।
দেখে শুনে সর্ব্বলোকে লাগে চমৎকার।।
সবে বলে অদ্য কিবা হইয়েছে রান্না।
মনে হয় এই রান্না করে অন্নপূর্ণা।।
তা ব্যতিত হ'তে নরে কভু হেন পাক।
কি সুন্দর ডাল ডালনা শুক্ত আদি শাক।।
হরিগুরুচাঁদ সবে বলিয়ে মুখেতে।
ভোজ সমাপিল তারা আনন্দ চিত্তেতে।।
অপরে বসিল সবে হয়ে এক ঠাই।
গ্রামলোক যারা আনন্দের সীমা নাই।।
ধন্য ধন্য ওড়াকাঁদী ধন্য গুরুচাঁদ।
যাহার কৃপায় অদ্য লভিনু প্রসাদ।।
অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম অদ্য হেরিনু নয়নে।
কভু হেন কর্ম মোরা শুনি না শ্রবণে।।
ধন্য ধন্য মতুয়ারা মহাশক্তিবান।
অদ্যকার কর্ম্ম হেরে মোরা হত জ্ঞান।।
কেহ বলে গুরুচাঁদ সর্ব সারাৎসার।
তিনি হন একমাত্র সহায় সবার।।
মতোদের দেহে তিনি থাকে অধিষ্ঠান।
তাই হয় মতোগণ এত বলবান।।
এইভাবে মহোৎসব সম্পন্ন হইল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরি বল।।

বড় গামলা মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য নামে ভক্ত, হরিপ্রেমে অনুরক্ত,
জোহা গ্রামে জনম ধারণ।
রমণীর শিষ্য হ'য়ে বাড়ী ঘর তেয়াগিয়ে,
করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।।
শ্রীউদয় মড়াদার, থাকে শেষে তার ঘর,
আপনার গৃহ সম তথা।
উদয়ের চারি পুত্র, ক্রমে শুন তার সূত্র,
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচরণ।
মহা অনুরাগী হ'য়ে রমণীর বাক্যে নিয়ে,
চৈতন্যের সঙ্গেতে মিলন।।
গোস্বামী রমণী যিনি, ভাল বাসিতেন তিনি,
সম প্রাণ রহে দুইজন।
বিধিরবিধান যাহা, কে বল খণ্ডাবে তাহা,
কিছু পরে ত্যজিল জীবন।।
সেই হ'তে শ্রীচৈতন্য, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম গণ্য,
অন্য ভ্রাতাগণ পাশে হ'য়ে।
সে গৃহের সর্ব্বজন, বাক্য মেনে অনুক্ষণ,
হেনভাবে যায় দিন বয়ে।।
দ্বিতীয় শ্রীজলধর, পূর্ণচন্দ্র অতঃপর,
কনিষ্ঠ যে শ্রীঅমৃত হয়।
আছে সবে এক মেয়ে, শৈশবে বিধবা হ'য়ে,
পিতৃ গৃহে রহে চিরদিন।
ভালবাসে হরি কথা, হরিপ্রেমে অনুরক্তা,
রহে ভ্রাতাগণের অধীন।।
উদয় ত্যাজিল প্রাণ, জীবলীলা অবসান,
অগ্নিকাণ্ড নাকরিল তার।
চৈতন্যের বাক্য নিয়ে, ভ্রাতাগণ এক হ'য়ে
পুতে রাখে গৃহের মাঝার।।
সামাজিক লোক যত, হ'ল সবে ক্রোধান্বিত,
বলে ইহা কভু ভাল নয়।
হিন্দু ধর্ম্ম তেয়াগিয়ে, গৃহেতে রাখে পুতিয়ে,
এই কর্ম বড় মন্দ হয়।।
দুষ্ট বেটা শ্রীচৈতন্য, তারে সবে করে মান্য
ওই বেটা অনর্থের মূল।
বাটী পরে মড়া রাখে, শাসন করহ তাঁকে,
ও সবাকে করিব নির্ম্মূল।।
তাড়াও এদেশ হ'তে দিও না বাহিরে যেতে,
জাতি কুল মজাইল সব।
শ্রাদ্ধ ও করিবে বাদ, ঘটায় কি পরমাদ,
প্রেথিত যে করে মৃত শব।।
কিসের মতুয়া ওরা, কর্ম্ম বেদ বিধি ছাড়া,
সমাজের করে অপমান।
ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিল, হিন্দুকুলেকালী প'ল,
নাশ এবে সবাকার প্রাণ।।
অসহ্য এ সব কর্ম, নাহি মানে ধর্মাধর্ম
এত বড় লোক হ'ল কিসে।
জুঠিয়ে দুষ্টের দল, কোথা পেল হেন বল,
হেন কর্ম করে কি সাহসে।।
উদয়ের পুত্রগণ, জ্ঞানহীন সর্বজন,
চ'তে যাহা বলে তাই করে।

আর নাহি সহ্য হয়, শুন যত মহাশয়,
অদ্য হ'তে কর এক ঘরে।।
দেখি আজ কোন বেটা, বিপক্ষে দাঁড়ায় কেটা,
হেন শক্তি ধরে কোন জন।
এত বৃদ্ধি পেলে কোথা, ভাঙ্গিল সবার মাথা,
না রাখিব তার একজন।।
ব্রাহ্মণেও বাদ দিবে, শ্রাদ্ধ আদি না করিবে,
মহোৎসব হবে ম'তো নিয়ে।
এই যুক্তি করে সার, চ'তে বেটা দুরাচার,
কেমনে তা দেখিব চাহিয়ে।।
বাধা দিতে হবে তাতে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাতে,
রাখ সব সুসজ্জিত তরী।
চারিদিকে বেড়া দিয়ে, থাকহে প্রস্তুত হ'য়ে,
কোমর বাঁধিয়ে দৃঢ় করি।।
আসে যদি ম'তোগণ, বাধা দিব সর্ব্বজন,
মিষ্ট বাক্যে সবাকে বুঝাব।
যদি তাহা নাহি শুনে, ফিরে যাবে কোনজনে,
সবাকার জীবন নাশিব।।
পরামর্শ অনুক্ষণ, সুসজ্জিত সর্বজন,
মতুয়ারা গণিল ত্রাস।
গৃহে বসি চিন্তে সবে, নাহি জানি কিবা হবে,
গোসাইকরিল সর্ব্বনাশ।।
বাটীর বাহিরে যেতে, নাহি পারি কোন মতে,
নাহি জানি আর কিবা হ'বে।
সামাজিক লোক যারা, বড়ই ক্ষেপেছে তারা,
আমাদিকে নিশ্চয় শাষিবে।।
যুধিষ্ঠির নামে ভক্ত, হরিপ্রেমে অনুরক্ত,
হ'ল যেন উন্মাদ লক্ষণ।
সদা বলে হরি হরি, দু'নয়নে বহে বারি,
অন্ন আদি না করে ভক্ষণ।।
রক্তবর্ণ আঁখি তারা, অনুরাগে তনু পোরা,
একমাত্র আসে আর যায়।
চারিপার্শ্বে ম'তো যত, সবে হ'ল ভীত চিত,
গৃহে বসি করে হায় হায়।।
হৃদয় নাহিক বল, সবাই হ'ল দুর্বল,
ভয়ে কেহ না হয় বাহির।
সামাজিক লোক যত, সবে থাকে সুসজ্জিত,
ক্রোধে কাঁপে সবার শরীর।।
চৈতন্য ভাবিছে মনে, কেহ নাই তোমা বিনে,
তুমি প্রভু পতিত পাবন।
অগতির গতি তুমি, তুমি প্রভু অন্তর্য্যামী,
তুমি বাবা অধম তারণ।।
তোমা বিনে কেহ নাই, যা করে ক্ষীরোদশায়ী,
যাহা কর গুরু শ্রীরমণী।
সাধন ভজন হীন, চিন্তানলে তনু ক্ষীণ,
অমৃত নামেতে যেইজন।
রজনী কালেতে হাটি, চলি যায় ইন্দুহাটি,
ম'তোগণে করে নিমন্ত্রণ।।
ত্রায়োদশ দিনে সবে, জুটিয়ে মতুয়া সবে,
যাত্রা করে হরি হরি বলে।
এদিকেতে অল্প লোক, গৃহের মাঝেতে থেকে,
হরি ব'লে ভাসে আঁখিজলে।।
রমণীর শিষ্যগণ, পার্শ্ববর্ত্তী যতজন,
আপনার গৃহে লুকি রয়।
সমাজের চাপ পেয়ে, কর্ত্তব্য বিমুঢ় হ'য়ে,
চৈতন্যের নিকটে না যায়।।
ইন্দুহাটি বাসী ম'ত, হয়ে সবে একত্রিত,
হরিনাম করিতে করিতে।
বিপুল বিক্রম করি, হস্তেতে নিশান ধরি,
মহাবেগে চলি যায় পথে।।
সমাজের নেতাগণে, বাধা করে সর্বজনে,
ওবাটীতে যাইতে না দিব।
যদি না শুনিবে কথা, পাইবে মরমে ব্যথা,
তাহে দোষী মোরা না হইবব।।
আমাদের বাক্য শুনে, ফিরে যায় সর্ব্বজনে,
কেন জাতি কুল মজাইবে।
হিন্দু ধর্ম্ম বিসর্জ্জন, দিলওই দুষ্ট মণ,
কেন বল সে দলে মিশিবে।।
তারা কয় শুন ভাই, জাতিকুল কিছু নাই,
সপিয়েছি গুরুচাঁদ পদে।
প্রাণে মরি সেও ভাল, তাতে পাব পরকাল,
এই মোরা ভাবিয়েছি হৃদে।।
যাইতে মহোৎসবে, কেন বাধা দাও সবে,
কোন বাধা না মানিব মোরা।
সামাজিক লোকে বলে,হবে না তা কোনকালে,
তোদের করিব দফা সারা।।
কটুক্তি বচন শুনে, তার মাঝে দুইজনে,
লম্ফ দিয়ে বলে সবে আয়।

ভীমরবে হরি বলি, যেন সবে মহাবলী,
বীরবেশে ধাইল সবায়।।
নির্ভর হৃদয় হ'য়ে, বাটীপরে উঠে গিয়ে,
করি সবে ভীম কোলাহল।
করে যেন সিংহ রব, যতেক মতুয়া সব,
উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি বল।।
গৃহমাঝে ছিল যারা, বাহিরে আইল তারা,
মৃত দেহে যেন পেল প্রাণ।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি, কম্পিত হ'ল ধরণী,
কাহর বা ভেসেছে বয়ান।।
যেবা ছিল যেখানেতে, সমাজের ভয় ভীতে,
তারা এসে জুটিল তখনে।
ধেয়ে এল নরনারী, সবে বলে হরি হরি,
আর বলে না ডরি শমনে।।
সামাজিক লোক যত, সবে যেন জ্ঞান হ'ত,
বুদ্ধি স্থির করে তারপরে।
যাহার বংশের যেই, তারে ধরে আন সেই,
শাসন করহ ভালমতে।
এত বলি সেইজন, ডাকিবারে নিজ জন,
ধেয়ে যায় অতি ক্রোধচিতে।।
কাহারো বা ধ'রে এনে, বলিতেছে সযতনে,
কেন যাও বিধর্ম্মীর দলে।
বেদবিধি নাহি মানে, যতেক মতুয়াগণে,
জাতিকুল দিল রসাতলে।।
সেজন ব'লেছে বাণী, জাতি কুল নাহি গণি,
বেদবিধি হয় কোন ছার।
হরি ব'লে মরে যাব, তাতে পরকাল পাব,
নাহি শুনি এ বাক্য তোমার।।
এত বলি পুনরায়, কীর্ত্তনের দিকে ধায়,
হরি হরি হরি বলে মুখে।
সমাজের লোকে সব, হেনভাবে পরাভব,
জ্বলিতেছে মরমের দুঃখে।
মল্লিক পদ্মানন্দ, পায় সে পরমানন্দ,
তার খুল্লতাত মাতুব্বর।
ধরিয়ে আনিল তারে, বলিছে ক্রোধিত স্বরে,
শোন্ তুই আরে বর্ব্বর।।
বাড়ী যা এ দল ছাড়ি, নহে দিব মাথা ছিঁড়ি,
পুনরায় কীর্ত্তনে পশিলে।
আমার বচন মানি, চলে যাও যাদুমণি,
নহে মন্দ আছে তোর ভালে।।

পরম ব'লেছে ভাষ, ক'রে অতি দুঃখোচ্ছাস,
আমার বচন শুন তাত।
হরিনাম ল'ব আমি, যা পার তা কর তুমি,
নহে মোরে করিবে নিপাত।।
বাগুড়িয়া আশ্রমেতে, পিতা নাহি দেয় যেতে,
সৎসঙ্গ করিতে নিষেধ।
না শুনিনু সেই কথা, খুল্লতাত জানত তা,
কি দিয়ে রাখিতে চাও বেঁধে।।
হরিনাম যেইজন, বাধা দেয় অনুক্ষণ,
সে জন আমার শত্রুবৎ।
এইমাত্র যবে কয়, অন্য এক দুরাশয়,
পরমেরে করে চপ্টাঘাত।।
সমাজের কর্ত্তা যিনি, নিত্যানন্দ মহামানী,
তার ভ্রাতুষ্পুত্র তথা ছিল।
সে কয় একি ব্যবহার, হরিভক্ত অত্যাচার,
আরে আরে ব'লে লাগি দিল।।
পরমের গলা ধরে, বলিতেছে ক্রোধ ভরে,
মারিলিরে দাদারে আমার।
চলিলাম তারে ল'য়ে কে ঠেকারিব আয় ধেয়ে,
তারে আমি দিব যম ঘর।।
এত বলি সে বালক, অন্তরে হ'য়ে পুলক,
জলন্ত পাবক সম ধায়।
শ্রীমতি তাহার নাম, বলে আমি চলিলাম,
তোরা সবে আয় ছুটে আয়।।
এত বলি ধেয়ে চলে, ধরি পরমের গলে,
হরি বলে করেছে কীর্ত্তন।
সামাজিক লোক যারা, ঠেকাতে না পারে তারা,
তবু চায় করিতে শাসন।।
কেহ বলে ধ'রে এনে, চক্ষু তার হ'ল লাল,
ওই হ'ল ভূমেতে পতিত।।
এত বলি এক জন, ধেয়ে যায় ততক্ষণ,
ম'তগণ মারিতে আশায়।
কীর্ত্তনে পশিলে তার, সে ভাব না থাকে আর,
হরি ব'লে ধূলায় লোটায়।।
হিতে হয় বিপরীত, সামাজিক লোক ভীত,
কি করিবে ভাবিয়ে না পায়।
যেইজন ধেয়ে যায়, তার সেই দশা হয়,
ফিরে না আইসে পুনরায়।।

কেহ বলে ওরে ভাই, এমত ত দেখি নাই,
যেন যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে।
লঙ্কা হ'তে যেবা যায়, না আইসে পুনরায়,
মরে সেই শ্রীরামের বাণে।।
অতএব যে যাইবে, পুন ফিরি না আসিবে,
ওইভাবে ও দলে মিশিবে।
কি করা কর্ত্তব্য ভাই, ভেবে সবে দেখ তাই,
জাতিকুল সমূলে নাশিবে।
লুকাইয়ে যারা ছিল, সবে এসে মিশে গিলে,
বাকি না রহিবে একজন।
সত্বরে থানায় যাও, পুলিশের ঠাঁই কও,
নিয়ে এস পুলিশেরগণ।।
এত শুনে ততক্ষণ, ধেয়ে গিয়ে কোনজন,
থানা হ'তে পুলিশ আনিল।
দেখাইয়ে সংকীর্ত্তন– ব'লে কত কুবচন,
পুলিশের বুঝিয়ে বিলল।।
সেই পুলিশেরগ, হবে দশবার জন,
তারা কয় কি ক্ষতি ইহাতে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন, করে যত সাধুগণ,
মন্দ কর্ম্ম কিবা হ'ল তাতে।।
শ্রীউদয় মড়াদার হইয়েছে লোকান্তর,
তার দেহ ক'রেছে প্রোথিত।
যদি সাধু লোক মরে, রাখিবে সমাধি ক'রে,
হিন্দু শাস্ত্রে আছে যে বিহিত।।
কেহ বলে সবিশেষে, এই মড়া পচে শেষে,
সে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়িবে।
শেষে হবে সর্ব্বনাশ, বহু প্রাণী হবে নাশ,
তাহে গ্রাম উজড় করিবে।।
বলে পুলিশেরগণ, বুঝিলাম বিবরণ,
তাতে কিবা তোমাদের ভয়।
আগে ত মরিবেওরা, তার পশ্চাতে তোমরা,
মর যদি বলিও থানায়।।
হরিনাম মহাযজ্ঞ, এহতে কি আছে ভাগ্য,
সর্ব্ব শান্তি ঘটে নাম নিলে।
শ্রাদ্ধশান্তি আদি যত না হয় নামের মত,
শ্রাদ্ধ হ'ল নাম ব্রহ্ম জলে।।
যে নামেতে মোক্ষ ফলে সর্বশান্তি নামে ফলে,
তন্ত্র মন্ত্র সব পরাজয়।
এ হ'তে কি চাও আর, মাগী মোরা পরিহার,
মতুয়া গোসাইদের পায়।।

কাঁদে যারা হরি বলে, ভাসে দুনয়ন জলে,
তারা হয় চির শুচি ভবে।
কেন কর বৃথা রোষ, মোরা হইনু অসন্তোষ,
কি করিবে দেখ সবে ভেবে।।
এবে মোরা বুঝিলাম, নিজ স্থানে চলিলাম,
যাহা কর করগে তোমরা।
এই যজ্ঞ সমাপন, করিবে মতুয়াগণ,
তাহাদের প্রেমে তনু জ্বারা।।
এত বলি সর্ব্বজন, সেই পুলিশেরগণ,
স্বস্থানেতে গমন করিল।
সামাজিক লোক যত, হ'ল যেন মৃতবত,
সেই স্থানে বসিয়ে রহিল।।
হ'ল সবে পরাভব, কি আর করিবে সব,
কেহ গিয়ে কীর্ত্তনে মাতিল।
কেঁদে বলে গুরুচাঁদ ক্ষমা কর অপরাধ,
মম ভ্রম সকল ঘুচিল।
ক্রমে এসে জনে জনে, মিশে গেল সর্বজনে,
মহাবেগে বন্যা উথলিল।
কেহ কেহ মারে লম্ফ, যেন হয় ভূমিকম্প,
বহু জনা ঢলিয়া পড়িল।।
হরি বলে কোলাহল, গ্রাম হ'ল টলমল,
ধেয়ে এল বহু নরনারী।
ঠেকাতে না পারে আর, কেবা কথা শুনে কার,
সবাকার চক্ষে বহে বারি।।
দুর্দ্দণ্ড পাষণ্ড যারা; ঢলিয়ে পড়িল তারা,
হ'ল ঠিক পাষণ্ড দলন।
কেঁদে কহে কোনজনে, শুনহে মতুয়াগণ,
অপরাধ করহে স্খলন।।
ভূমে দেয় গড়াগড়ি, মুখে বলে হরি হরি,
পূর্বভাব আর মনে নাই।
ম'তোদের নাম ধরি, কাঁদিছে বিনয় করি,
গুরুচাঁদ বলে ছাড়ে হাই।।
মৃত প্রাণী সম কেহ, নিশ্চল হইছে দেহ,
ভূমিতলে স্পন্দহীন রয়।
হেরিয়ে এ মহাভাব, যতেক মতুয়া সব,
বাবা বলে কাঁদে উভরায়।।
বর্ণনা অতীত ধ্বনি, হুলুধ্বনি সব ধনী,
করে সবে মাঝে মাঝে তার।
কি যেন কি হ'য়ে যায়, কেহ না বুঝিয়ে পায়,
প্রেমার্ণবে খেলিছে সাঁতার।।

ক্ষণে ক্ষণে উঠে ধ্বনি, যেন গরজে অশনি
শুনে যেন কর্ণে লাগে কালী।
যেন থাকি শূন্যমার্গে, যতেক দেবতাবর্গে,
নাচিতেছে হরি হরি বলি।।
পশি ধ্বনি কীর্ত্তনেতে, পুন পশে সে শূন্যেতে,
তার মাঝেম'তুয়া হুঙ্কার।
মিশে যবে তিন রব হয় মহা কলরব
শোনা যায় শুধু হাহাকার।।
জ্ঞান নাহি থাকে আর, কেহ কার গাত্র পর
জ্ঞান হারাইয়ে পড়ে ঢলি।
কেহ মত্ত বীর রসে সে বলেছে হেসে হেসে
আয় আয় দলিব সকলি।।
আজ নাহি দিব বাদ ঘুচাইব পরমাদ
চেয়ে দেখ কত মহাজন।
নাচে ওই রঙ্গে ভঙ্গে এসে মতুয়ার সঙ্গে
কোন যুগো পাবি না দর্শন।।
এমত প্রলাপ বকে দ্রুত গিয়ে ধরি কাকে,
বলে ভাই হরি হরি বল।
ঘরে নহে ফিরে যাব আজ হ'তে ম'তো হব
এই নাম পারের সম্বল।।
ধন্য ধন্য ওড়াকাঁদী বলিয়ে পড়িছে কাঁদি
আর কিছু বলিতে না পারে।
শুধুমাত্র বাবা বলে ভূমেতে প'ড়েছে ঢলে
আঁখিজল ঝরে শত ধারে।।
এইমত বহুক্ষণ হল নাম সংকীর্ত্তন
তুলনা নাহিক দিতে তার।
কে বুঝিবে এই তত্ত্ব কতই বা পরমার্থ
অপার জলধি এ পাথার।।
বুঝিবার সাধ্য নাই কি করে ক্ষীরোদসায়ী
দেহ ধারী গুরুচাঁদ বেশে।
প্রেম বন্যা বোহাইয়ে নিল সব ভাসাইয়ে
কোন ব্যথা না রহিল শেষে।।
শান্ত হ'ল ম'তোগণ থামিল সে সংকীর্ত্তন
ভোজনের আয়োজন হ'ল।
সামাজিক লোক যারা আগেই বসিল তারা
আনন্দেতে ভোজন করিল।।
মিলি মিশি সর্ব্বজন আনন্দে হ'য়ে মগন
মহোৎসব করে সমাপন।
ভীরুদেয় হরি বলি নাচে দুইবাহু তুলি
আরো বলল ধন্য ম'তোগণ।।
গুরুচাঁদ অবতীর্ণ ভকতে করিতে ধন্য
কিবা দিয়ে দিব ধন্যবাদ।
আমি অতি অভাজন পাষণ্ডীর শ্রেষ্ঠ জন
পাব কিহে ওই রাঙ্গা পদ।।
আছে যার ভক্তি বল কে তারে ঠেকাবে বল
তার মহাবল হরি বল।
কেবা আছে হেন জন ছলিতে মতুয়াগণ
তার শক্তি সতত দুর্বল।।
সব জ্বালা দূরে গেল মহোৎসব সাঙ্গ হ'ল
প্রেমভরে বল হরি হরি।
যার আছে প্রেম ভক্তি সে ঘটাবে দুর্গতি
গুরুচাঁদ যাহার কাণ্ডারী।।

খাসিয়ালী কণ্ঠহারের মর্ম্ম কথা

খাসিয়ালী গ্রামে ভক্তা যশোদার মাতা।
হরিভক্তি পরায়ণা পালের দুহিতা।।
পিতা কি স্বামীর নামে নহে পরিচয়।
যশোদার মাতা বলে ডাকে মতুয়ায়।।
গুরুচাঁদ বিনে নহে জানে এ জীবনে।
গুরুচাঁদ ধ্যান জ্ঞান শয়নে স্বপনে।।
মাতা সত্যভামা দেবী করুণা দায়িনী।
যশোদার মাকে দেখে আপন নন্দিনী।।
কড়য়ার ভগ্ন মালা বহু বহু ছিল।
হাড়ী মাঝে শান্তি মাতা রেখে গিয়েছিল।
একদিন সত্যভামা করুণা করিয়ে।
যশোদার মাকে মালা দিলেন আনিয়ে।।
গৃহে নিয়ে সেই মালা রাখে যত্ন ক'রে।
বহুদিন সেই মালা থাকেতার ঘরে।।
কত বার কত জন বলে বারে বারে।
উহার একটি মালা দেহত আমারে।।
যশোদর মাতা কয় পারি নাকো দিতে।
পাবে না আমার ঠাঁই জীবন থাকিতেব।।
বিলাইতে সে আদেশ আমারত নাই।
কেমনেতে দিব তাহা কহ দেখি ভাই।।
বিপুল বিনয় করে বহুদিন ধ'রে।
তথাপিও এই মালা না দেয় তাহারে।।
একদিন নিশিকালে এসে একজন।
গোপনেতে বালা হাড়ি করিল হরণ।।
রাখিল আপন ঘরে করিয়ে যতন।
মনে ভাবে লভিয়েছি অমূল্য রতন।।

কতবার তোষামোদ দিল না মালা।
এখন বুঝহে এই মালার কি জ্বালা।।
এতভাবি সেই জন আনন্দিত অতি।
এদিকে প্রভাত হ'ল সেই কালরাতি।।
প্রভাতে যশোদার মা দেখে মালা নাই।
হারি শুদ্ধ হ'ল চুরি কেঁদে ছাড়ে হাই।।
উন্মত্তা হইল সেই মালার লাগিয়া।
যথা তথা ভ্রমে যেন দিশা হারাইয়া।।
ঘরে কি বাইরে শুধু কাঁদে অনিবার।
মরম দুঃখেতে সদা করে হাহাকার।।
হায় হায় মা আমারে করুণা করিয়ে।
দিয়েছিল এই মালা কত না বলিয়ে।।
এবে মোর সেই ধন হ'য়ে গেল চুরি।
মনে বলে বিষ খেয়ে জীবন সংহারী।।
এইভাবে সারাদিন কাঁদিয়ে বেড়ায়।
শুধু তার মুখে রব হায় হায় হায়।
অতঃপর শুন এক অপূর্ব কথন
গুরুচাঁদ ঘটা'ল অঘটন ঘটন।।
দিন মনি অস্তাচলে সন্ধ্যা সমাগত।
হেসেই মালা ঘর ভরি হয় সর্পবত।।
কেহ না যাইতে পারে সে ঘরের দ্বারে।
কাল কুটে গর্জ্জনেতে মাটি যায় ফেড়ে।।
ভয়ে কেহ নাহি যায় ঘরের নিকটে।
মালা নিয়ে পড়িয়েছে বিষম সঙ্কটে।।
সারানিশি বাহিরেতে থাকিয়ে সবাই।
বলে একি দশা হ'ল বড়ই বালাই।।
পরেতে বুঝিল যবে প্রভাত হইল।।
গৃহের দুয়ারে গিয়ে দেখিতে পাইল।।
সারা গৃহে সেই মালা ছড়িয়ে র'য়েছে
তার নারী বলে যাও সে দিদির কাছে।।
তার মারা তুমি তারে ফিরাইয়া দাও।
কেঁদে কেঁদে তার ঠাঁই ক্ষমা ভিক্ষা চাও।।
এত শুনি মালা নিয়ে সে বাড়ীতে গেল।
মালা হাড়ী রেখে শেষে পদে লোটাইল।।
বলে মোর ক্ষমা না করিলে ত্রাণ নাই।
অপরাধ করিতেছি আমি তব ঠাঁই।।
মালা পেয়ে সে জনারে অভয় দানিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

✪✪✪✪

ছদ্মবেশে ভক্তকে দর্শন দান

তালতলাবাসী শ্রীঅধর বিশ্বাস।
গুরুচাঁদ পদে তার একান্ত বিশ্বাস।।
তার প্রতিবাসিগণ যত জন হয়।
এক পরামর্শ তারা করিয়াছে সায়।
নন্দ কবিরাজ গোপীনাথপুরে ঘর।
তালতলা আসিয়েছে চাহিতে বেগার।।
দীঘাধান্য পাকিয়েছে কাটিবার তরে।
বেগার চাহিলে সবে স্বীকার যে করে।
পাড়া শুদ্ধ সর্বজন একই সম্মত।
তার মাঝে তিনজন করে অসম্মত।।
শ্রীপ্রসন্ন শ্রীঅধর আর নারায়ণ।
বলে মোরা এ বেগার দিব না কখন।
কিন্তু সবে গিয়ে তার ধান কেটে দিল।
এ তিনের কথা তথা প্রকাশ করিল।
তারা কহে আমরা একেরে দিতে নারি।
অন্য জনে দিব ইহা কভু নহে পারি।
ঠাকুরের লোক মোরা আছি চিরকাল।
অপরে বেগার দিতে ঘটিবে জঞ্জাল।।
এইমাত্র বলাবলি হতেছিল তথা।
গ্রাম্যলোক অনেক পায় বড় ব্যথা।।
কিছুদিন ঈর্ষাভাবে চলে জনে জনে।
কথা নাহি বলে কেহ এ তিনের সনে।।
জ্ঞানদা নামেতে সেই অধরের মেয়ে।
কলেরা ব্যারামে তারে ধরিল আসিয়ে।।
মধ্যম নন্দিনী হয় তার হ'ল ব্যাধি।
অধর ভাবিছে এবে কি ঘটাল বিধি।
ঠাকুরের কাছে গিয়ে সংবাদ জানায়।
গুরুচাঁদ বলে তোর নাই কোন ভয়।।
গৃহে বসি হরিনাম করিস যতনে।
অন্য গতি নাই আর হরিনাম বিনে।।
ঠাকুরে আজ্ঞা নিয়ে এল নিজ ঘরে।
দিবানিশি কেঁদে কেঁদে হরিনাম করে।।
প্রতিকার নাহি হয় বাড়ে অত্যাধিক।
হেরিয়ে অধর যেন হইল বিদিক।
পরদিন প্রাতে গিয়ে ঠাকুরের ঠাঁই।
বলে বাবা কি হইবে ভাবিয়ে না পাই।।
ঠাকুর অভয় দান করি পুনরায়।
নানাকথা বলি তারে করিল বিদায়।।

সেই দিন বিকালেতে শুন সমাচার।
বৈরাগী আছিল এক ওই বাটী পর।।
সেজন দিতেছে ধুপ প্রতি ঘরে ঘরে।
পাঁচসিকা নেয় ওই ধুপ দেওয়া তরে।।
অধরের ঠাঁই কহে ধুপ দাও ঘরে।
অধর ব'লেছে তাহা কভু হবে নারে।
মেয়ের অসুখ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িল।
ক্রমে অধরের প্রাণে শঙ্কা জনমিল।।
নন্দ কবিরাজ আছে বিরূপ যখন।
নাহি জানি কিবা সেই করিবে কখন।।
পুনরায় ভয়ে ভীতে ঠাকুরে জানায়।
আরোগ্য না হয় বাবা ক্রমে বৃদ্ধি হয়।।
ঠাকুর বলেন তোর এত ভয় কেনে।
মেয়ে যদি মরে তবে মেয়ে দিব এনে।।
পুনরায় এর ঘরে ভয়ে ভীত মন।
ভরসা গুরুচাঁদের অক্ষয় বচন।।
বিশ্বাস করিতে নষ্ট কত যে বিপদ।
কেহ বলে খ'সে যাবে ঠাকুরালী পদ।।
কাহার রিরুদ্ধে থেকে বাঁচিবে কদি।
গৌরব করিয়ে কতা বয় চিরদিন।
সে গর্ব হইবে খর্ব জানিও নিশ্চয়।
তাহা শুনি অধরের অঙ্গ জ্বলে যায়।
মেয়েও বাঁচেনা প্রাণে হেন মনে লয়।
তাহাতে বিরুদ্ধ কথা সহন না যায়।।
পরদিন চলি যায় ঠাকুরের ঠাঁই।
বলে বাবা কি করিব ভাবিয়া না পাই।।
নন্দ কবিরাজ এল বেগার চাহিতে।
তিন জনে অসম্মত করিয়েছি তাতে।।
ব্যাপার ঘটেছে এই কি করি এখন।
ঠাকুর বলেছে তাতে ভীত কেন মন।।
কি করিবে কোন দুষ্ট আমার ঘরেতে।
কোন নর হেন শক্তি ধরে এ জগতে।।
এইমত নানা কথা বলি দয়াময়।
পুনরায় সে অধরে করিল বিদায়।
প্রভু বাক্যে অধরের সাহস বাড়িল।
উর্দ্ধশ্বাসে আপনার গৃহেতে আসিল।।
গৃহে এসে দেখে মেয়ে মর মর প্রায়।
জ্ঞান শুন্য হয়ে কাঁদে বসি দরজায়।।
হেনকালে তার নারী বলে স্বামী পাশ।
বড় সুখী হল তাই একি সর্বনাশ।।

কনিষ্ঠ নন্দিনী যেবা মোক্ষদা নামেতে।
ভেদ করে অপ্রমতি বলি সম্মুখেতে।।
দেখে শুনে যেন শিরে বজর পড়িল।
আকুল হইয়ে শুধু ঠাকুরে ডাকিল
বলে বাবা এ বিপদে আর কেহ নাই।
কি কেলা খেলাও তাহা ভাবিয়া না পাই।।
এত বলি কাঁদিতেছে গণি সর্ব্বনাশ
হৃদয় মাঝারে শুধু বাড়ে হা হুতাশ।।
হেনকালে শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন।
ছদ্মবেশে এল সেই বিপদ বারণ।।
সেই বাটী রামানন্দ সিকদার হয়।
তাহার জননী পাশে ঠাকুর শুধায়
ছদ্মবেশ ধারী সেই শ্রীহরি ঠাকুর।
ফকিরের বেশধারী বড়ই মধুর।
কেশ পাশ জটাজাল বিকৃতি লক্ষণ।
দেখিলে মনেতে হয় যেমন তেমন।।
তবু তার মাঝে রূপ অতীব সুন্দর।
ভস্মামৃত বাবে যথা আছে বৈশ্যানর।।
মেঘেতে আবৃত যথা থাকয় মিহির।
মেঘ ভেদি যে কিরণ যেমত বাহির।।
সেইমত রূপ বটে লক্ষ্য নাহি হয়।
রামানন্দ মাতৃপাশে আসিয়ে শুধুয়।
অধরেরকোন ঘর দেখাইয়া দাও।
কিম্বা মাগো সেই গৃহে মোরে লয়ে যায়।
তাহাই করিল বুড়ি সঙ্গে ল'য়ে এল
অধরের গৃহপাশে মাটিতে বসিল।।
অধরের প্রতি বুড়ি বলেছে বচন
এই বেটা তোমাদের যে করে অন্বেশষ।।
এই অধর ব'লেছে কেন তল্লাস আমায়।
বড়ই বিপদগ্রস্থ ঠেকিয়েছি দায়।।
সব বিবরণ ক্রমে খুচলিয়া বলিল।
ফকির ব'লেছে সব হ'য়ে যাবে ভাল।।
কালো সুতা দে আমারে ফড়ে দিয়ে যাই।
আর না থাকিবে তোর এসব বালাই।।
শ্রুতমাত্র সে অধর তাহাই করিল।
সুতা বা'ড়ে দিয়ে শেষে অদৃশ্য হইল।।
সে বুড়ি ও সুতা নিয়ে এল পুনরায়।।
এসে বলে সে ফকির গেল বা কোথায়।
অধর বলেছে এই মাত্র চলি গেল।
ব্যস্ত হ'য়ে সেই বুড়ি খুঁজিতে লাগিল।।

না পেয়ে সন্ধান পুনঃ অধরে জানায়।
শ্রুতমাত্র সে অধর করে হায় হায়।।
প্রাণ মাঝে কেবা যেন কহে সমাচার।
এসেছিল শ্রীঠাকুর আরে দুরাচার।।
সম্মুখে পাইয়ে রত্ন চিনিতে নারিলি
পড়িয়ে মায়ার ফাদে রত্ন হারাইলি।।
তাহাতে অধর যেন হ'ল ধৈর্য্যহারা
হায় হায় করি কাঁদে চক্ষে বহে ধারা।।
বলে আমি কি করিলাম হায় হায় হায়।
দেখা দিয়ে হরিচাঁদ লুকালে কোথায়।।
আকুল হইয়া কাঁদে ধৈরয না মানে।
শতধারে বহে ধারা দু'নয়ন কোণে।।
বহুত বিলাপ করি সুস্থির হইল।
দুই মেয়ে তখনই আরোগ্য লভিল।
পরে সুস্থ মেঝে মেয়ে ঘুচিল বিপদ।
ছদ্মবেশে করে রক্ষা এসে হরিচাঁদ।।
দয়ার সাগর প্রভু ভক্তে রক্ষিবারে।
ছদ্মবেশে উপনীত ভকতের দ্বারে।।
হয় নাই হবে নাক হেন অবতার।
ধন্য প্রভু হরিগুরুচাঁদ যে আমার।।
অপার মহিমা তার কে পারে বর্ণিতে।
অপার করুণা তার কে পারে বুঝিতে।।
এভাবেতে ভকতের বিপদ নাশিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর সিঙ্গা গমন

সিঙ্গা নিবাসীয় ভক্ত বনমালী হয়।
প্রভুকে লইতে গৃহে করিল আশয়।।
তারিণী নামেতে ভক্ত ওই গ্রামে ঘর।
বনমালী কহে গিয়ে তাহার গোচর।।
শ্রীধামে চলহ এবে শুন মোর বাণী।
গৃহেতে আনিতে হবে গুরুচাঁদ মণি।।
এত শুনি শ্রীতারিণী সঙ্গেতে চলিল।
দেবাসুরগিয়ে পরে উদয় হইল।।
কৈলাস বিশ্বাস হয় প্রভুর ভকত।
নিষ্ঠাবান ম'তো ব'লে আছয় ব্যাকত।।
তাহাকে করিয়ে সঙ্গে করিল গমন।
তিন জনে ওড়াকাঁদি দিল দরশন
প্রভুর শ্রীপদ প্রান্তে প্রণাম করিল।
আপনার মনোকথা প্রকাশি' বলিল
সিঙ্গা গ্রামে যেতে হবে ওহে দয়াময়।
কৃপা করি' দিতে হবে ওপদ আশ্রয়।।
প্রভু তাহে কোন মতে না হয় স্বীকার।
প্রভু ঠাই বনমালী কাঁদিল বিস্তর।।
হতাশ হইয়া প্রাণে গৃহেতে চলিল।
বহুদিন এই ভাবে বিগত হইল।।
কি করিব কি হইবে ভাবে বনমালী।
অনুক্ষণ কাঁদে সেই গুরুচাঁদ বলি'।।
একদিন মনে মনে করিল ভাবনা।
পূর্ণ না হইল মোর মনের কামনা।
এবে আমি ক'াকে নিয়ে শ্রীধামে যাইব।
কাহার সাহায্যে মোর প্রভুকে আনিল।
সেই গ্রামবাসী বলরাম সরকার।
বনমালী উপনীত তাঁহার গোচর।।
কেঁদে বলে মম সনে যাইতে হইবে।
প্রভুকে আনিতে যদি পারি কোন ভাবে।।
বহু বার চেষ্টা করি' না হইল ফল
এত বলি বনমালী ছাড়ে আঁখিজল।
বলরাম সরকার এ ভাব দেখিয়ে।
সম্মত করিল তাতে দয়া প্রকাশিয়ে।।
বনমালী বলরাম তারিণীকে লৈয়ে।
কৈলাস বিশ্বাস চলে আনন্দিত হ'য়ে।।
সবে মিলি বসিলেন প্রণমি' প্রভুকে।
বলিতেছে নানা কথা মনের পুলকে।।
সিঙ্গা আনিবার তরে বলেন বচন।
সম্মত না হয় প্রভু তাহাতে কখন।।
বলরাম সরকার অতিব পবিত্র।
গায় নাহি লাগিয়াছে কলির কলত্র।।
সেইভাবে বীরবাক্যে বলে কত ভাষ।
বলিতেছে বহু কথা মনেতে উল্লাস।।
বিফল হইল সব বাক্য আলাপন।
তা' বুঝিয়ে বলরাম ভাবে মনে মন।।
এরূপ বাক্যেতে বুঝি কার্য্য না হইবে।
কারুণ্য রসেতে বশ বুঝি প্রভু হবে।।
এতো ভাবি বলরাম করিল রোদন।
কারুণ্য রসেতে মুগ্ধ হ'ল তনু মন।।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমনীর।
কেঁদে কেঁদে চারি জন হইল অস্থির।।
এমত হেরিয়ে পরে প্রভু দয়াময়।
সিঙ্গা গ্রামে যাইবারে স্বীকৃত যে হয়।।

দিন ধার্য্য করি দেন প্রভু অতঃপর।
শুনিয়ে যে সবাকার হরিষ অন্তর।।
গৃহে এসে সবাকারে বলিল সংবাদ।
আসিবেন সিঙ্গা গ্রামে প্রভু গুরুচাঁদ।।
শুনে সকলের প্রাণ যেন আনন্দে ভরিল।
মৃতদেহেসবে যেন জীবন লভিল।।
আয়োজন করে সবে বিপুল উৎসাহে।
এই মত আয়োজন হ'ল বহু গৃহে।।
নির্দ্ধার্য্য দিনেতে সবে শ্রীধামে চলিল।
তাহাতে শ্রীপতি ঠাকুর নিষেধ করিল।
তাহাতে নারিবে দাদা তোমাদের সনে।
আমরা গৃহেতে বল থাকিব কেমনে।।
বলরাম সরকার বলিল তখনে।
দিনের মধ্যেতে মোরা রাখিব ভবনে।।
শুধুমাত্র পদার্পণ করিবেন প্রভু।
বিলম্ব করিতে মোরা না বলিব প্রভু।।
তাহা শুনি ম'তোণ দুঃখিত হইল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কেহ কাঁদিতে লাগিল।।
সিঙ্গা দেবাসুর হয় অনেকের আশ।
একদিনের কথায় বাড়িল হতাশ।।
প্রতি গৃহে লইবার বাসনা রয়েছে।
দিন মধ্যে হ'লে তাহা নাহি ঘটে পিছে।
এইমত ভেবে সবে কাঁদিতে লাগিল।
পুনরায় সবে মিলি সুস্থির হইল।।
যাহা হ'ক প্রভু যদি স্বীকার করিল।
পরেতে হইবে যাহা সেই হবে ভাল।
এইমত ভেবে সবে গৃহেতে আইল।
পুনরায় দিন ধার্য্য প্রভু করে দিল।।
সেই দিনে চলিলেন এই চারিজন।
সঙ্গে চলে আর যত মতুয়া সুজন।।
দেবাসুর বাসী হয় শ্রীরাজ কুমার।
কৈলাস বিশ্বাস সুত কুঞ্জ চলে আর।
শ্রীনরবাসী জগবন্ধু হয় আর।
শ্রীবিষ্ণু চরণ ধনঞ্জয় সঙ্গে তার।।
এইমত বহু ভক্ত শ্রীধামে চলিল।
সবে গিয়ে প্রভু পদে প্রণাম করিল।।
অতঃপর প্রভু মোর বলিল সবায়।
সিঙ্গা গ্রামে যাইবারে সাজহ ত্বরায়।।
এত শুনি বহু ভক্ত সাজিল তখন।
প্রভুর তরণীখানি করিল সাজন।।
প্রভু সনে চলিলেন ভক্ত বহু জন।
পণ্ডিত শশীভুষণ ঠাকুর সুজন।।
নেপাল গোসাই আর শ্রীনীলরতন।
শ্রীষষ্টি চরণ বাবু দাস রাই চরণ।।
সেই নৌকা পরে চলে শ্রীরামকুমার।
পাড়ে উপাধি হয় সরল অন্তর।।
চিরকুমার ব্রত করে পবিত্র স্বভাব
ম'তোগণ পেলে হয় মনেতে উৎসব।।
ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রতি অমায়িক স্নেহ।
কর্ম করিবার তরে নাহি বলে কেহ।।
কৈলাশ বিশ্বাস সনে বড়ই প্রণয়।
জন্মাবধি ওড়াকাঁদি আসে আর যায়।।
মহাপ্রভু ঠাঁই কিছু না বলে কখন।
প্রভু মোর অন্তর্য্যামী হৃদয় পোষণ।।
তাই জেনে মনোস্থির করেন সুমতি।
জানে মাত্র গুরুচাঁদ অখিলের পতি।।
তিনি চলিলেন মহাপ্রভু নৌকা পর।
অনুক্ষণ থাকে অতি হরিষ অন্তর।।
জগবন্ধু মন্ডল শ্রীনগর বাসী।
প্রভুর তরণী বাহে পরম উল্লসি।।
হরিধ্বনি করি সবে তরণী বাহিল।
চারিদিকে জয়নাদে মুখরিত হ'ল।।
অমিয় নিমাই চরিত শ্রীষষ্টি চরণ।
সুমধুর স্বরে পঠিলেন ততক্ষণ।।
মহাভাব উদ্দীপন তাহাতে হইল।
মতুয়ারগণ যত প্রেমে মুগ্ধ হ'ল।।
নয়ন নীরেতে ভাসে প্রভু দয়াময়।
কেঁদে কেঁদে মাতোয়ারা মতুয়া নিচয়।।
প্রেমের তরঙ্গ উঠে প্রবল বেগেতে।
সম্বরিতে নারি কেহ পারে কোন মতে।।
বড়ই মধুর বাবে সবে মাতোয়ারা।
সবাকার দুনয়নে বহে প্রেমধারা।।
স্মৃতিহারা হ'য়ে কেহ বলেছে তখন।
আহারে দয়াল প্রভু পতিত পাবন।।
তোমাসম কেহ নাই অদিনের বন্ধু।
আসিয়াছ ত্বরাইতে এই ভবসিন্ধু।।
এইভাবে ভাবাবেশে তরণী চালায়।
নয়ন জলেতে তার বক্ষ ভেসে যায়।।
এইভাবে চলিলেন তরণীর গৃহে।
তরণী লাগায় সবে পরম উৎসাহে।।

তারিণীর গৃহে ছিল যতেক রমণী।
প্রফুল্লিতা হয়ে সবে করে হুলুধ্বনি।
নরনারী সবে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে।
প্রভুকে নামিতে বলে ভক্তি রসে মেতে।।
প্রভু বলে এ সময় যাব না তীরেতে
মনমালী গৃহে মোরা যাইব ত্বরিতে।।
পুনঃ যদি এই পথে আসিহে ফিরিয়া।
তব বাটী বেড়াইব তখনে নামিয়া।।
এত শুনি পুনরায় তরণী বাহিল।
রামাগণ মুহুর্মুহু হুলুধ্বনি দিল।।
প্রভু আগমনে গ্রাম হ'ল টলমল।
শতকোটি চন্দ্ররাশ্মি করে ঝলমল।।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি করয় উৎসাহে।
ভাবের তরঙ্গ বহে প্রতি গৃহে গৃহে।।
এইমত হ'ল সিঙ্গা আঁধার কোটা গ্রাম।
সবাকার মুখে শুধু গুরুচাঁদ নাম।।
এ ভাবেতে প্রফুল্লিত সিঙ্গাবাসীগণ।
বনমালীর ঘাটে তরী করিল গমন।।
প্রভুর তরণী যবে উদয় হইল।
হরিধ্বনি হুলুধ্বনি কতই করিল।।
পুরবাসীগণ এসে তরণী নিকটে।
কেহ কেহ দাঁড়াইল কৃতাঞ্জলি পুটে।
ধান্য দুর্ব্বা দিয়ে তরী বরণ করিল।
অতঃপরে মহাপ্রভু তীরেতে নামিল।।
উত্তম আসন পরে বৈসে দয়াময়।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়া নিচয়।।
প্রভু বলে বলে খেতে দাও অতীব ত্বরিতে।
ভ্রমিতে হইতে মোর বহুত গৃহেতে।।
রাধামণি এসেছিল সিঙ্গা বেড়াইতে।
ওই বাটী হ'ল মিশ মতুয়া সনেতে।।
নীলরতনেরে তিনি সঙ্গেতে করিয়া।
পাক আয়োজন করে অতি ব্যস্ত হৈয়া।।
বহুবিধ ভাবে দ্রব্য হইল রন্ধন।
ঘট প্রতিষ্ঠার তরে করে আয়োজন।।
লক্ষ্মী নারায়ণ হেতু নব বস্ত্র এনে।
নানা উপচার রাখে প্রভু সন্দিধানে।।
থাল গ্লাস শয্যা ছাতা দিল প্রমানন্দে।।
নব বস্ত্র দিয়ে পরে শ্রীচরণ বন্দে।।
বিশ টাকা দিয়ে পরে ভক্ত বনমালী।
পদপ্রান্তে লোটাইয়া গায় মাখে ধুলি।।

তাঁহার নন্দন হয় জ্যেষ্ঠ নিরঞ্জন।
ভ্রাতাগণ সহ পদে হইল পতন।।
এইভাবে পদ পূজা করিয়া তখন।
সে ঘট প্রতিষ্ঠা করে আনন্দিত মন।।
অতঃপর মহাপ্রভু ভোজন করিল।
শ্রীকুঞ্জ বিহারী তীরে নামিতে চাহিল।।
মহাপ্রভু নিষেধিল তাহাকে নামিতে।
শ্রীরাই চরণ দাস ছিল কুঞ্জ সাথে।।
প্রভু আজ্ঞা পেয়ে দোহে নৌকায় রহিল।
শ্রীনগর প্রসাদান্ন লইয়া চলিল।।
বলিল তোমরা দোহে প্রসাদান্ন লও।
স্নান দান করি এসে সুস্থির যে হও।।
এত শুনি দোহে মিলি ভোজন করিল।
পুনরায় প্রভু মোর নৌকাতে চলিল।।
তথা হ'তে নিবারণ বিশ্বাসের ঘাটে।
এই নিবারণ হয় ভাগ্যবান বটে।।
কুবের বিশ্বাস হয় এই বংশধর।
জ্যেষ্ঠতাত নন্দন যে জ্যেষ্ঠ সহোদর।।
অতীব ভকতি করে প্রভুর সকাশে।
পদার্পণ করুন এবে অধীনের বাসে।।
প্রভু বলে দিন মধ্যে ভ্রমিয়ে যাইব।
ইহাতেই সুমঙ্গল হইবেক তব।।
তথা হ'তে চলি যায় দক্ষিণ দিকেতে।
ম'তোগণ বাহে তরী অতি পুলকেতে।।
বলরাম সবাকার এই সঙ্গে ছিল।
তাহার বাটীর দিকে তরণী বাহিল।।
বলরাম সবাকার অতি ধনবান।
সুসম্মানী ব্যক্তি তিনি মহাজ্ঞানবান।।
তাঁর ঘাটেতে গিয়ে উদয় হইল।
রমণীর গণ সবে হুলূধ্বনি দিল।
মহাপ্রভু সেই গৃহে করে ফলাহার
পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়ে মাগে পরিহার।।
তথা হ'তে কৈলাস সরকারের গৃহে।
ভ্রমণ করেন প্রভু পরম উৎসাহে।।
সেও দিল পঞ্চ মুদ্রা প্রণামী প্রভুকে।
তথা হ'তে চলিলেন পরম পুলকে।।
এ সময় চার দণ্ড রজনী হইল।
অযোধ্যা রামের ঘাটে তরণী উদিল।।
রাসবিহারী অযোধ্যা সতীশ নারায়ণ।
ইত্যাদি সকল ভাই হরিপরায়ণ।।

তরী পাশে এসে সবে রহে দাঁড়াইয়া।
আঁখিজল সবাকার পড়েছে বাহিয়া।।
হুলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণ।
হেনকালে মহাপ্রভু বলেন বচন।।
নামিব না বাছাধন শুনহ এখনে।
আমার যাইতে হইবে আপন ভবনে।।
এত শুনি সবে মিলি অতি ব্যস্ত চিতে।
প্রণামী করিয়ে দান প্রণামে পদেতে।।
তথা হ'তে দত্তদেব ঘাটেতে উদয়।
রামাগণ বামাস্বরে করে জয় জয়।।
কিছুক্ষণ সেই ঘাটে তরণী রাখিল।
সব দত্ত প্রভু পদে প্রণাম করিল।।
নারীগণে প্রভু তরী বরণ করিল।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি সঘনে পড়িল।
তথা হ'তে যাত্রা করে দয়াল ঠাকুর।
নৌকা মধ্যে হরিনাম হ'তেছে মধুর।।
চন্দ্রদীপ বাসী ভক্ত কানাই সুজন।
প্রেমে মেতে করিতেছে মধুর কীর্ত্তন।।
বিপুল ভাবেতে তাহে তরঙ্গ বাহিল।
প্রতি গৃহে হুলুধবনি পড়িতে লাগিল।।
মধুর ঝঙ্কার তাহে পশিয়ে কীর্ত্তনে
কীর্ত্তনেতে মহারস বাড়ে শত গুণে।।
ষষ্টিবাবু নামে প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে।
নাচিতে লাগিল পরে ছাপুরে উঠিয়ে।।
নাম ধবনি শুনে সিঙ্গা বাসী যতলোক।
হরিধবনি করে সবে হইয়ে পুলক।।
এইরূপে সিঙ্গা গ্রামে অতিক্রম করি।
দেবাশুর উপনীত বলে হরি হরি।
দেবাশুর শ্রীরাজেন্দ্র মন্ডল যে হয়।
তাহার ঘাটেতে প্রভু হলেন উদয়।।
হরিধ্বনি হুলুধবনি কতই পড়িল।
ঝাঁজ সিঙ্গা জয় ঢাক বাজিতে লাগিল।।
ষষ্টিবাবু ডেকে বলে ওরে ভাই সব।
এমন সুখের দিনে আর নাহি পাব।
নাম প্রেমের বাতাসে উঠিয়াছে ঢেউ।
অতল সাগরে ডুবো জেগনারে কেউ।।
এ সময় সবে মিলি নাম ক্ষান্ত দিল।।
প্রভুকে নামাতে কেহ যোগাড় করিল।।
কেহ বলে রাত্রি এবে অধিক হইল।
প্রভুকে নামিতে নহে বার বার বল।।

রামামণি কৈলাশ বিশ্বাস গিয়ে নায়।
মনো কথা কেঁদে কেঁদে প্রভুকে কহয়।।
রাধা বলে দাদা বড় মনেতে ভেবেছে।
সে কারণ মনে মনে যোগার ক'রেছে।।
রাজেনের বাড়ী কিম্বা কুঞ্জদের বাড়ী।
না যাইবে বাবা নহে ক'র তাড়াতাড়ি।।
বিশ্বাস দাদার শুধু বহে আঁখিজল।
বলিতে পারে না প্রভু জানত সকল।।
মন প্রাণে গুরুচাঁদ দানিল অভয়।
নামিতে আদেশ দেন যত মতুয়ায়।।
মহাপ্রভু কৃপা করি তীরেত নামিল।
কাছারীতে গিয়ে প্রভু আসন লভিল।।
মতুয়ারগণ গিয়ে বসিল তথায়।
কৈলাস বিশ্বাস ভাসে আনন্দ গোলায়।।
এসে যত পুরবাসী প্রণাম করিয়ে।
পাক আয়োজন হেতু চলিল ধাইয়ে।।
কানাই সাধুজী প্রভু ভক্ত রঞ্জন।
গান গাহিবার তরে বলেন বচন।।
এত শুনি শ্রীকানাই নাম আরম্ভিল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
কীর্ত্তনান্তে বলিলেন প্রভু দয়াময়।
শুনহ কৈলাস এক কথা মনে হয়।।
মল্লাকান্দীবাসী মেয়ে সুপর্ণা নামিনী।
দেবাসুর বিয়ে হয় এই কথা জানি।
কোন বাড়ী কিংবা হয় কাহার ঘরণী।
কিম্বা কার কেবা হয় বল সেই ধনী।।
অনুক্ষণ সেই মেয়ে ওড়াকাঁদী যেত।
ঠাকুর তাহাকে বড় ভালই বাসিত।।
কৈলাস বিশ্বাস কহে সুললিত স্বরে
সে মেয়ের বিয়ে হয় ইহাদের ঘরে।।
রাজেনের পিতা রাধাচরণ মন্ডল।
কনিষ্ঠ ঠাকুর মাতা স্বভাব সরল।।
প্রভু বলে এক কথা হইল স্মরণ।
বলিতেছি শুন এই কথা পুরাতন।।
একদিন পিতা মোর সিঙ্গা এনেছিল।
তথা হ'তে যবে তিনি বাড়ীতে ফিরিল।।
এ বাড়ী উত্তরে এসে হইল উদয়।
উত্তর দিকেতে মেঘ সঘনে গর্জ্জয়।।
সুপর্ণা হেরিয়ে তাহা বলেছে ঠাকুরে।
এস হে ঠাকুর তুমি আমাদের ঘরে।।

উত্তরেতে যেই মত মেঘের গর্জ্জন।
অনুমানী ঝড় বৃষ্টি হইবে এখন।।
অতএব এস হরি আমাদের বাটী।
মেঘ গেলে যেও তুমি নিজ বাসে হাটি।।
এত শুনি পিতা মোর তখনি ফিরিল।
এই বাটী থেকে শেষে বাটীতে চলিল।।
এইভাবে যে প্রস্তাব সমাপন হ'ল।
অপরেতে প্রভু মোর ভোজ সমাধিল।।
শ্রীরাজেন্দ্র নব বস্ত্র করেতে লইয়া।।
দশ টাকা সহ পদে প্রণমিল গিয়া।।
রাজেনের কাকীমাতা এক টাকা দিল।
আশীর্ব্বাদ করি' প্রভু নৌকায় উঠিল।।
শ্রীকৈলাস বিশ্বাসের ঘাটেতে উদিল।।
হুলুধ্বনি জয়ধ্বনি সকলে করিল।
নামাইব বলে সবে মনেতে ভাবিল।।
ঠাকুর বলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি।
নামা-উঠা বড় কষ্ট তাই বলিতেছি।।
বিলম্ব অধিক হ'ল রাত্রি বেশী নাই।
তব গৃহে হয় বাপ মম নিজ বাস।
মিছে নহে বলি তুমি গণিও হুতাশ।।
এত শুনি কেঁদে কহে কৈলাশ বিশ্বাস।
কি কহিব প্রভু তব পূর্ণ কর আশ।।
প্রভু তব কুঞ্জ কাঁদে হইয়ে নৈরাশ।
মাতা কাঁদে নারী কাঁদে আর কাঁদে ভাই।
যে হয় বিধান প্রভু এবে কর তাই।।
এত শুনি কুঞ্জ প্রতি বলে দয়াময়।
এস তুমি বাছাধন ত্বরিতে নৌকায়।।
লইয়ে এসেছ মোরে গৃহে রেখে এস।।
মিছামিছি আঁখিজলে কেন ভাসিতেছে।।
তোমাদের মনে আমি আছি অনুক্ষণ।
মম বাক্য মেনে সবে তোমার ক্রন্দন।।
এত শুনি সবে মিলি প্রণম্য দানিল।
ভক্তি ভরে প্রভুপদে প্রণাম করিল।।
কুঞ্জ গিয়ে তরীপরে হইল উদয়।
বাহিল প্রভুর তরী দিয়ে জয় জয়।।
এ ভাবেতে প্রভু তরী শ্রীধামেতে চলিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরিধ্বনি বল।।

মহাপ্রভুর নিজালয় গমন

তথা হ'তে মহাপ্রভু ভক্তগণ লয়ে।
গৃহ অভিমুখে চলে প্রেমে মগ্ন হিয়ে।।
মতুয়ার গণ সবে বলে হরি হরি।
মনোল্লাসে বাহি যায় ঠাকুরের তরী।।
চন্দ্রদ্বীপে হয় সাধু নামেতে কানাই।
প্রভু সনে সে মানুষ রয়েছে এ ঠাঁই।।
হরি সংকীর্ত্তন করে ঝোরে দুনয়ন।
প্রেমরসে ডগমগ আছে তার মন।।
তাহার ঘাটেতে সবে পৌছিল তরণী।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।
প্রভু বলে কোনখানে এসেছি এখন।
কেহ বলে শ্রীকানাই সাধুর ভবন।।
তাই শ্রীকানাইয়ের বাটী চন্দ্রদ্বীপ হয়।
এই বাক্য কানাই শুনিবারে পায়।।
প্রেমেতে আকুল তনু প্রভু পানে চায়
অন্তরের বার্ত্ত জেনে কহে দয়াময়।।
শুন বাছাধন তুমি আমার বচন।
তব বাটী পরে নহে করিব গমন।।
তাহা শুনি শ্রীকানাই কাঁদিতে লাগিল।
মনে ভাবে প্রভু বুঝি মোর নিদয় হ'ল।।
পুনঃ বলে মহাপ্রভু শুনহে কানাই।
তব ঘর মম ঘর ভিন্ন ভেদ নাই।।
তুমি যদি হও আমার বাটী ঘর কার।
এ বাটী তোমার হলে আমি হই পর।।
কি করিব এবে আমি কহ মহাশয়।
কি কার্য্য করিলে তোমার ভাল হয়।।
যাহা কহ তাহা আমি করিব এখন।
কানাইয়ের পানে চাহে মতুয়ারগণ।।
কানাই ব'লেছে প্রভু আর নহে ঠাঁই
জন্মে জন্মে তোমা যেন হেনভাবে পাই।
মহাপ্রভু এই বাক্য যখনে বলিল।
আনন্দে মতুয়ারগণ হরিধ্বনি কৈল।।
কেহ বলে ধন্য সাধু তুমি মহাজন।
তুমিই চিনেছ এই অমূল্য রতন।।
কেহ বলে কি সাধনা ক'রেছে কানাই।
ভক্তি সুতে বাঁধিয়েছে ক্ষীরোদের সাই।।
মতুয়ার মাঝে তুমি প্রেম মহাজন
তুমিই করেছ পদে আত্মসমর্পণ।

এইভাবে প্রেমভাব উদয় হইল।
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি হুলুধবনি পৈল।।
এদিকেতে কানাইয়ের ছিল যতযন।
তরীর নিকটে ক্রমে এল সর্ব্বজন।।
ধান্যদুর্ব্বা আমি আর তুলসী চন্দন।
ঘট কুলা সহতরী করির বরণ।।
হরিধ্বনি হুলুধ্বনি মুহুর্মুহু করি।
সবাকার দুনয়নে বহে প্রেমবারি।।
পরেতে সকল কথা শুনিয়ে সকলে।
সকলেই ভাসিলেন প্রেমের সলিলে।।
তথা হ'তে কেহ অতি দ্রুতপদে গিয়ে।
ফলাহার দ্রব আনে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
প্রভু তরণী পরে করিল অর্পণ।
হরিধ্বনি করে পুনঃ মতুয়ার গণ।
তথা হ'তে ম'তোগণে বাহিল তরণী।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।।
প্রেম রসে ডগমগ মতুয়ারগণ।
মধুর স্বরেতে করে নাম সংকীর্ত্তন।।
উঠিল প্রেমের বন্য তরণী মাঝার।
প্রেমের পাথারে সবে খেলিতেছে সাঁতার।।
হরি হরি হরি হরি হরি হরি বোল
প্রেম সরবরে উঠি হিল্লল কল্লোল।।
যে যে গ্রাম দিয়ে যায় প্রভুর তরণী।
প্রতি গৃহে রামাগণে দেয় হুলুধ্বনি।
মনে হয় হরি ময় হইল ভুবন।
চারিদিকে শোনা যায় মধুর কীর্ত্তন।।
এইভাবে শ্রীধামেতে উদয় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

রাজেন্দ্র বিশ্বাসের গৃহে গুরুচাঁদের আগমন

মল্লকাঁদী করে বাস রাজেন্দ্র বিশ্বাস।
গুরুচাঁদ পদে হল একান্ত বিশ্বাস।।
শিশুকালে তিনি হারাইল নিজ পিতা।
ভরসা রহিল তার একমাত্র মাতা।।
দুই ভাই বহু কষ্টে কাটায় জীবন।
পিতার বিয়োগে সদা করিত রোদন।।
বহু কষ্টে অল্প বিদ্যা অভ্যাস করিল।
কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে মরিল।।
একাকী হইল শেষে আর আছে মাতা।
স্বামী পুত্র বিয়োগেতে হ'লেন ব্যথিতা।।
বাটী পার্শ্বে ধনবান শ্রীগোপাল রায়।
কারবার হেতু দিল তাহার বাসায়।।
ভরসা কেবল মাত্র গুরুচাঁদ পদ।
দুঃখে সুখে তাই মাত্র তাহার সম্পদ।
ক্রম তার আর্ত্তি যায় ঠাকুরের প্রতি।
প্রভুর কৃপায় শেষের বাড়িল সম্পত্তি।।
দিবারাত্রি করে কর্ম মনে হরিনাম।
গুরুচাঁদ পদ চিন্তা না দেয় বিরাম।
তেরশত সাইত্রিশ সালে কোঠা দিল।
অতুল ঐশ্বার্য্যশালী প্রকাশ হইল।।
মাঝে মাঝে ওড়াকাঁদী করে যাতায়াত।
ভক্তিভরে প্রভুপাদ করে প্রণিপাত।।
ঠাকুরের আজ্ঞা নিয়ে সদা কর্ম্ম করে।
মনস্থ করিল সে প্রভুকে আনিবারে।।
প্রতিষ্ঠা করিবে কোটা. এহেন আশায়।
মহাজন শ্রীগোপাল রায়কে পাঠায়।।
নানাভাবে সবিনয় বাক্য যে বলিল।
রায়ের সঙ্গেতে এক ভৃত্য পাঠাইল।।
এ দিকেতে বন্ধুবর্গ ছিল যারা যারা।
গৃহ সুসজ্জিত করে আনন্দে তাহারা।।
দালানের সম্মুখেতে কদল রোপন।
নানারূপে সাজসজ্জা করে জনে জন।।
বড়ই উৎসাহ প্রাণে আসিবে ঠাকুর।
দ্রব্য আমদানি তাহে কলিল প্রচুর।।
দধি দুগ্ধ গৃত চিনি মন্ডা আদি কত।
প্রভুর সেবার তরে দ্রব্য মনোনীত।।
ওদিকে গোপাল রায় মহাশয়।
ভৃত্য নিয়ে ওড়াকাঁদী হ'লেন উদয়।।
গুরুচাঁদে প্রণমিয়ে বসিল তখন।
নানাভাবে নানা কথা করে আলোচন।।
প্রভু ভাবে একি করে রায় মহাশয়।
পাঠিয়েছে সে রাজেন্দ্র লইতে আমায়।।
সে কথা না বলিয়ে বলে অন্য কথা।
অনেকের প্রাণে তাহে পেল বড় ব্যথা।।
মনে মনে সর্বজন সাজিয়ে রয়েছে।
রায়ের বাক্যেতে যেন প'ড়ে গেল পিছে।।
সর্ব্বজন মনো দুঃখে হয় জ্বর জ্বর।
কাহার অসহ্য হ'ল আঁখি দর দর।।
বলিতে না পারে তারা প্রভুর ভয়েতে।
অন্তর্য্যামী গুরুচাঁদ বুঝিলেন চিতে।।

রায়ের বাক্যেতে প্রভু ব'লেছে তখন।
অন্য ঠাঁই আছে নাকি কোন প্রয়োজন।।
সত্বর আইস তাহা করিয়ে পুরণ।
অবশ্যই মোল্লাকাঁদী করিব গমন।
কথা প্রসঙ্গেতে ক্রমে বিষম ঘটিল।
মহাপ্রভু ক্রমে তাহে বিমুখ হইল।।
সবে বলে হায় হায় কি কহিল রায়।
বড়ই দুঃখিত হ'ল প্রভু দয়াময়।।
অন্তরে থাকিয়ে সবে কত মন্দ বলে।
আমরা যাইব তথা রায় যা'ক চলে।।
অভিমন্যু শ্রীধামেতে বাসা করিয়েছে।
সকল শুনিল থেকে মহাপ্রভু কাছে।।
শুনিয়ে সকর বার্ত্তা করে হায় হায়।
সকরুণ স্বরে বলে যথা দয়াময়।।
মোল্লাকাঁদী যেতে হবে ওহে কৃপাসিন্ধু।
রাজেন্দ্রকে দিতে হবে চরণার বিন্দু।।
প্রভু বলে অভিমন্যু নাহি যাব তথা।।
কথার প্রসঙ্গে বড় পাইয়েছি ব্যথা।।
হেনকালে কহে কথা শ্রীপতি ঠাকুর।
রাজেন্দ্র বিশ্বাস প্রতি করুণা প্রচুর।।
বলে দাদা যদি তথা যাওয়া না হয়।
শ্রীরাজেন্দ্র অবশ্যই ত্যজিবেক কায়।।
দাড়িয়ার মেয়ে নামে ভক্তা একজন।
সংবাদ শ্রবণে তিনি ত্যজিবে জীবন।।
ভক্তঘাতি হ'বে কেন রায়ের জন্যেতে।
তারা নহে দোষী কভু এই চরণেতে।।
এত যদি বলিলেন শ্রীপতি ঠাকুর।
কৃপাবারি বরিষণ হইল প্রভুর।।
অভিমন্যু প্রতি বলে সঙ্গে যেতে হবে।
নহে আমি নাহি যাব নিশ্চয় জানিবে।।
অভিমন্যু মৃতদেহে পাইল জীবন।
বলে প্রভু যথাদেশ করিব পালন।।
পরে প্রভু নিজ তরী করি আরোহন।
যাত্রা করে মোল্লাকাঁদী সঙ্গে ভক্তগণ।।
রায়ের তরণী পরে কেহ নাহি যায়।
ভৃত্য সনে আপনার বাসে চলে যায়।।
মতুয়ারগণ সবে করি হরিধবনি।
বিষাদে হরিষ হ'য়ে বাহিল তরণী।।
ক্রমে গিয়ে মোল্লাকাঁদী হইল উদয়।
নেহারিয়ে শ্রীরাজেন্দ্র হরিষ হৃদয়।।

করজোড়ে গলবস্ত্র রাজেন্দ্র তখন।
চেয়ে আছে পথ পানে ঝরে দুনয়ন।।
সে ভাবে হেরিয়ে সবে হরিধ্বনি দিল।
প্রভুর তরণী গিয়ে ঘাটেতে লাগিল।।
শ্রীরাজেন্দ্র নীরবেতে র'য়েছে তখন।
অবারিত ধারে শুধু ভেসেছে বদন।
অন্তর্যামী বুঝিলেন ভক্তের মনন।।
আপনি তীরেতে চলে ল'য়ে ভক্তগণ।।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুরুধ্বনি।
মতুয়ারা প্রেমানন্দে করে হরধ্বনি।
প্রভু গিয়ে বসিলেন কোঠার মাঝারে।
মতুয়ারা সবে বৈসে প্রভু চারিধারে।।
ক্রমে এসে সন্ধ্যাকাল হ'ল সমাগত।
চারিদিকে জ্বলে বাতি অতি চমৎকৃত।।
একেত প্রভুর রূপ হয় জ্যোতির্ময়।
চারিদিক হ'ল দীপ্ত কিবা শোভাময়
আরম্ভিল ম'তোগণে মধুর কীর্ত্তন।
প্রেমাবেশে মগ্ন সবে দ্রবীভুত মন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মুখে হরিবোল।
তাহাতে হইল যেন হিল্লল কল্লোল।।
ভক্তি ভরে রামাগণে ক'রেছে রন্ধন।
উত্তম উত্তম দ্রব্য করি আয়োজন।
নাম ক্ষান্ত করি প্রভু লয়ে ভক্তগণ।
মহানন্দ ভরে শেষে করেন ভোজন।।
বিশ্রাম করেন প্রভু বসিয়ে শয্যায়।
ম'তোগণে কীর্ত্তনেতে মত্ত পুনরায়।।
বহুলোক এসে তথা করে যোগদান।
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে করে নামগান।।
এতেক কোটার মাঝে হ'তেছে কীতর্তন।
দুর হ'তে শোনা যায় অতীব ভীষণ।।
মনে হয় শুন্যে যেন গরজে অশনি।
সেই মত শোনা যায় কীর্ত্তনের ধ্বনি।
গ্রাম্য লোক এল, কত ত্যজিয়ে বাসর।
সতৃষ্ণ হরিণ সম হইয়ে কাতর।।
প্রণমিয়ে প্রভুপদে কীর্ত্তনে মিশিল।
প্রেমের সাগর মাঝে ভাসিয়ে চলিল।।
এইমত সারানিশি হইল কীর্ত্তন।
প্রভাতে গাহিছে সবে প্রভাতি বর্ণন।।
মধুর মধুর হয় প্রভাত সময়।
প্রেমে মেতে ম'তোগণ হাবু ডাবু খায়।।

প্রাঙ্গণেতে বাহিরিল মতুয়ার গণ।
ঘোর রবে পুনরায় করিল কীর্ত্তন।।
হেনকালে বলিলেন ভকত রঞ্জন।
দাড়িয়ার মেয়ে মোরে লইবে এখন।
সেই গৃহে চল যত মতুয়া মণ্ডলী।
তথা গিয়ে হও মত্ত হরি হরি বলি।
অগ্রভাবে সেই গৃহে লোক পাঠাইল।
পরে প্রভু ভক্ত সনে সে গৃহে চলিল।।
তথা গিয়ে মহাপ্রভু করেন ভোজন
অপরে সেবিল যত মতুয়ার গণ।।
নামগান হ'ল তথা মধুর মধুর।
তাহাতে লভিল শান্তি সবাই প্রচুর।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু উঠিল নৌকায়।
হরিগুরুচাঁদ বল আনন্দ হৃদয়।।

ভক্তা অম্বিকার কাহিনী

পুনঃ রাজেন্দ্রের ঘরে, বৈসে প্রভু হর্ষান্তরে,
চারিদিকে ল'য়ে মতোগণ।
বলিলেন দয়াময়, শুন যত মহোদয়,
অভিমান্যে [illegible] এইখানে।।
শ্রুত মাত্র একজনে, গিয়ে অভিমন্যু স্থানে,
বলিলেন সব সমাচার।
অভিমন্যু ব্যস্ত মনে, আইল প্রভুর স্থানে,
দাঁড়াইল প্রভু বরাবর।।
প্রভু বলে শুন কথা, তুমি আনিয়েছ হেথা,
অন্য কেহ আনে নাই মোরে।
ত্বরিতে উদ্যোগী হও, আর কোথা নাহি যাও
আমাকে রাখিয়ে এস ঘরে।।
যদি না থাকিতে তুমি, নহে আসিতাম আমি,
সবে ইহা জানিও নিশ্চয়।
প্রভুর বচন শুনি ছিল যত মহাজ্ঞানী,
সবে মিলি হইল বিস্ময়।।
সবে বলে একি শুনি ঠাকুরের এই বাণী,
অভিমন্যু আনিল ঠাকুরে।
গেল রায় মহাশয়, প্রভু তাহা নাহি কয়,
কিবা যেন ইহার ভিতরে।।
এইমত আলোচনা, করিলেন সর্বজনা,
পরে তাহা সকলে শুনিল।
পরে প্রভু মনোরঙ্গে, ভক্তগণ নিয়ে সঙ্গে,
শ্রীধামেতে রওনা হইল।।

শুন শুন অতঃপর উপাখ্যান অম্বিকার
সিঙ্গাবাসী সূর্য্য নারায়ণ।
দত্ত বংশেতে উৎপত্তি ছিল তার ব্যুৎপত্তি
আরো হয় হরি পরায়ণ।।
অম্বিকা নামিনী কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা
হরি ভক্ত বটে সে নন্দিনী।
মোল্লাকাঁদী করে বাস শ্রীকোদাই বিশ্বাস
হইলেন তাহার যামিনী।।
বহুকাল স্বামী সনে থাকিল আনন্দ মনে,
পরে স্বামী হ'ল লোকান্তর।
বিধির লিখন যাহা কেবা খন্ডাইবে তাহা
পতি শোকে কাঁদে নিরন্তর।।
দিন যায় কাঁদি কাঁদি শেষে যায় ওড়াকাঁদী
গুরুচাঁদ পদে নিল ঠাঁই।
অবলা-দেখিয়ে হরি নিজগুণে কৃপা করি
স্থান দিল ক্ষীরোদের সাঁই।।
হরিভক্ত পরায়না জানে তাহা সর্বজনা
ছিল বড় সল প্রাণ।
ম'তোগণ করে ভক্তি করিয়ে মধুর উক্তি
সুযশ সুচিল সর্ব্বস্থান।।
গুরুচাঁদ বিনে আর কেহ নাহি ধরাপর
শ্রীঅম্বিকা বুঝিল হৃদয়।
প্রেমোম্মত্ত হ'য়ে ধনী গৃহে বসি একাকিনী
আনন্দেতে হরিগুণ গায়।।
ছিল তার দুই ভাই গোপাল মদন তাই
তারা এসে সে ভাব দেখিত।
ভাই ভগ্নি এক প্রাণে মত্ত হরিগুণ গানে
গুরুচাঁদ বলিয়ে কাঁদিত।।
এইমত করে ধনী পেয়ে প্রেম রত্নখানি
আর করে আশ্চর্য্য ব্যাপার।
পুত্র বলি ভাবে ক্ষণে কভু পিতা ব'লে জানে
কভু ভাবে ব্রহ্ম পরাৎপর।।
বাৎসল্য ভাবেতে ধনী ক্ষণে লয়ে ক্ষীর ননী
চলি যায় শ্রীধামে ওড়াকাঁদি।
বলি নিজ মনোকথা ঘুচাবে প্রাণের ব্যথা
পরে ধনি বরে কাঁদি কাঁদি।।
শুন ওহে যাদুমণি আনিয়েছি ক্ষীর ননী
কৃপা করি সেব একবার।
ভক্তহীনা কন্যা ব'লে শ্রীপদে ফেল না ঠেলে
আর কে নাহি যে আমার।।

এমত বলিয়ে ধনী কেঁদে হ'ল পাগলিনী
প্রেমনীরে ভাসাইতে কায়।
বস্ত্র সিক্ত অশ্রু জলে প্রেমানলে হৃদি জলে
ধৈর্য্য হারা পড়ে মৃত্তিকায়।।
ভক্তি বাধ্য দয়াময় হইতেন দ্রবময়
দে মা ব'লে পাতি নিজ কর।
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইত ভক্ত হৃদি জুড়াইত
সেবিতে সেই ক্ষীর সর।।
প্রভু মোর গাহে গান ধরিয়ে মধুর তান
ব্রজভাব হ'ত উদ্দীপন।
শুনে সুমধুর ধ্বনি কাঁদিত অম্বিকা ধনী
প্রেম ধারা হইত পতন।।
হইত মধুর ভাব প্রেম পূর্ণ মহাভাব
সে ভাবের নাহিক তুলনা।
এভাবে অম্বিকা ধনী প্রেমে মগ্ন তনুখানি
মহাভাবে হইত উন্মনা।।
ক্রমেতে অম্বিকা ধনী গুরুচাঁদ মুর্ত্তিখানি
এঁকেছিল হৃদয় মাঝারে।
ত্যজি যাপ তপ ধ্যান সব করি সম্প্রদান
প্রভুর রূপ সর্বদা নেহারে।।
ধন্য এই হরিভক্তা শ্রীহরি প্রেমে উন্মত্তা
প্রভু পদ মাত্র যে সম্বল।
গুরুচাঁদ প্রেমানন্দে যতেক মতুয়াবৃন্দে
প্রাণ ভরে হরি হরি বল।।
পায়স-মিষ্টান্ন কত করি নিজ মনোনীত
ভক্তি যুতা হইয়ে সে মাত।
হাড়ীর মাঝেতে পুরি দুনয়নে বহে বারি
লোক সঙ্গে ওড়াকাঁদী যেত।।
প্রেমে পুলতি কায় গুণ গুণ স্বরে গায়
সদা হরি গুরুচাঁদ গুণ।
বাৎসল্য রসেতে মত্তা হ'ত যেন প্রেমোম্মত্তা
হৃদিমাঝে জ্বলে প্রেম্যগুণ।।
প্রভুর স্বকাশে গিয়ে বলিত কাতর হ'য়ে
ওহে বাবা এর কিছু খাও।
আর মোর কেহ নাই সকলিত জান ভাই
তুমি মোর সর্ব্বসার হও।।
ভাসিতে নয়ন নীরে দিতেন বাহির ক'রে
প্রভু মোর আনন্দে সেবিত।
তাহে হ'ত ভাবোদয় মরি কিবা মধুময়
ব্রজ তত্ত্ব মনেতে পড়িত।।
যেন সে যশদারাণী কোলে রেখে নীলমণি
ক্ষীর স্বর করাত ভোজন।
তদ্ অনুরুপ হ'ত প্রেমে গদগদ চিত
হরি বলনা হবে এমন।।

গঙ্গাধর বাকচীর কাহিনী

বহুগ্রামবাসী হয় নামে গঙ্গাধর।
বাক্‌চী বংশেতে হয় জনম তাহার।।
পিতা তার শ্রীমধুসূদন নাম ধরে।
মাতা ব্রহ্মাদেবী তার ব্যকত সংসারে।।
শৈশব হইতে গঙ্গাধর বড় দুষ্ট।
বহু কর্মে বহু জন প্রাণে দেয় কষ্ট।।
যৌবন কালেতে হয় বলবান অতি।
সবে বলে, গঙ্গাধর বড়ই দুর্ম্মতি।।
নর হত্যা গো হত্যার নাহি করে ভয়।
ভয় করে সদা কাল গঙ্গাধরে ভয়।
পাপ কর্ম্ম কত করে কে করে নির্ণয়।
অনুক্ষণ নিন্দাবাদ সব লোকে গায়।।
কেহ বলে গঙ্গাভুত ভুতের মতন।
অসীম সাহসী করে না করে গণন।।
বংশে যারা জন্ম পুত্র কন্যা আদি ক'রে
শৈশবকালেতে তারা প্রত্যেকেই মরে।।
পদ্মবিলা বাস করে শ্রীস্বরূপচন্দ্র।
যাহার মধ্যম ভ্রাতা প্রভু হরিশ্চন্দ্র
স্বরূপের পুত্র সে ঠাকুর যজ্ঞেশ্বর।
দেবেন্দ্র ঠাকুর হয় তনয় তাহার।
পদ্মবিলা যাতায়াত করে গঙ্গাধর।
পুত্রকন্যা বাচাইতে বাসনা তাহার।।
দেবনাথ ঠাকুরের বাক্য মেনে চলে।
নাহি বাঁচে পুত্র কন্যা নিজ কর্ম্ম ফলে।।
হতাশ প্রাণেতে সদা যাতায়াত করে।
দেবনাথ ঠাকুর বলে কিছুদিন পরে।।
আমার শক্তিতে আর এবে না কুলায়।
অন্য ঠাঁই কর চেষ্টা শুন মহাশয়।।
এত শুনি গঙ্গাধর হতাশ হৃদয়।
শ্রীধামেতে প্রভু ঠাঁই হলেন উদয়।।
প্রভু পদে প্রণমিয়ে নিজ দুঃখ বলে।
মনোদুঃখে গঙ্গাধর ভাসে আঁখিজলে।।
গুরুচাঁদ বলে আমি জানি বাছা ধন।
ভুলেছিলে এতদিন না বুঝে কারণ।।

ঠাকুরের বাক্য শুনি কি যেন কি হ'ল।
পূর্বের স্বভাব যেন কোথা লুকাইল।।
নবভাব যেন দেহে হইল বিকাশ।
হৃদিমাঝে হয় অনুরাগ প্রকাশ।
ক্রমে গুরুচাঁদ পদে আকৃষ্ট পরাণ।
গুরুচাঁদ মুর্ত্তি যেন সদা তার ধ্যান।।
এইভাবে ওড়াকাঁদী যাতায়াত করে।
গুরুচাঁদ বলে সদা হৃদে প্রেমস্ফুরে।।
একদা স্বপনাবেশে হেরে গঙ্গাধর।
শ্রীধামেতে উপনীত প্রফুল্ল অন্তর।।
বাটীর বাহিরে হেন রয়েছে বসিয়া।
যেন শান্তিমাতা তথা উদিল আসিয়া
কৃপা করি গঙ্গাধরের করেতে ধরিয়া।
ভিতর বাটীতে যান তাহাকে লইয়া।।
বলে তুই চেয়ে দেখ ওরে গঙ্গাধর।
পূর্ব্বেতে এই বাটী ছিল খেড়ী ঘর।।
অল্পকাল মধ্যে কোটাবাড়ী হয়েছে।
ওই তোর ঠাকুর বসিয়ে রয়েছে।।
যেন সেই অপরূপ ভুবন মোহন।
পদ্মরাগ মণি জিনি অঙ্গের কিরণ।।
কি যেন কি ভাব তার হৃদয় জাগিল।
স্বরূপ দর্শনে প্রাণে কি যেন ঘটিল।।
প্রভাতে জাগিয়ে ভাবে সেই রূপচ্ছবি।
হৃদে বাড়ে অনুরাগ সেইরূপ ভাবি।।
হেন অবস্থার মাঝে ঘটিল বিপদ।
শ্রীমদন দাস সহ বাধিল বিবাদ।।
বিষয় পশার নিয়ে মকোর্দ্দমা হয়।
তাহাতে হইল যেন উন্মাদের প্রায়।।
বিকারের লক্ষণাদি ক্রমেই ঘটিল।
মকোর্দ্দমা তদ্‌বীর কভু না হইল।।
সেই হেতু মকোর্দ্দমায় হারিল তথায়।
চল্লিশ টাকা ডিগ্রি করে দাস মহাশয়।।
কেহ ভাল কেহ মন্দ বলে গঙ্গাধরে।
কি করিলে বল দেখি আমা সবাকারে।।
গোপালগঞ্জেতে নাহি গেল একবার।
সে কারণ এই দশা ঘটিল তোমার।।
গঙ্গাধর বলে তাতে কিবা আছে ভয়।
যাহা করে হরিচাঁদ প্রভু দয়াময়।।
পরেতে মিটাতে চেষ্টা বহুত করিল।
মদন দাসের পদে বহুত ধরিল।।
বিফল হইল তাহা কিছু না হইল।
কোর্ট হ'তে এক কার্ড আসিয়ে পৌছিল।।
ঠাকুরের নিকটতে আসি কহে সমাচার।
ঠাকুর বলেন আমি কি করিব তার
নিজ বুদ্ধিমতে গিয়ে কর বাছাধন
আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে আছি অনুক্ষণ।।
এত শুনি গঙ্গাধর নিজ গৃহে এল।
পরেতে গোপালগঞ্জ উদয় হইল।।
উকিলের ঠাঁই গিয়ে পরামর্শ নিল।
মিথ্যা কথা বলিবারে উকিল বলিল।।
গঙ্গাধর বলে আমি তাহা না পারিব।
ভাগ্যে যাহা থাকে আমি অবশ্য ভুঞ্জিব।।
প্রাণ যায় সেও ভাল না বলিব মিথ্যা।
শিখাইও না কভু মোরে তুমি হেন কথা।
এত শুনি সে উকিল চমৎকৃত হ'ল।
কিবা যেন ভাব তার হৃদয় জাগিল।।
বলে শুন ওহে সাধু আমার বচন।
মুক্ত কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ বলি সে কারণ।।
গোপালগঞ্জেতে পুনঃ আসিতে না হ'বে।
তোমার মঙ্গল হেতু ঈশ্বর করিবে।।
আমি যবে জানাইব সেকালে আসিও।
নচেৎ নিশ্চিন্তে চিত্তে গৃহেতে থাকিও।।
এত বলি সে উকিল বিদায় করিল।
হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাধর গৃহেতে ফিরিল।।
ঠাকুর ভাবিয়ে সদা রহে গঙ্গাধর।
উকিল পাঠায় চিঠি কিছুদিন পর।।
গোপালগঞ্জেতে গিয়ে জানে সমাচার।
শুভফল ফলিয়েছে নাহি কোন ডর।।
প্রাপ্ত হ'য়ে শুভফল গৃহেতে ফিরিল।
শ্রীমদন দাস পুনঃ আপিল করিল।।
তাহাতেও শুভ ফল পেল গঙ্গাধর।
কেহ কেহ হেন কর্ম্মে লাগে চমৎকার।।
অনেকেই গঙ্গাধরে গণিল সাবাস।
মতুয়াগণের প্রাণে বাড়ি সাহাস।।
এইভাবে গুরুচাঁদ করুণা করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।।

অপরূপ প্রদর্শন

তাঁর মাঝে আরও কত হইল ঘটনা।
বড়ই অদ্ভুত কর্ম শুন সর্ব্বজনা।।

একদিন ওড়াকাঁদী করিল গমন।
সঙ্গেতে ছিলেন মাত্র সঙ্গী পঞ্চজন।।
নিরাঞ্জন নগরবাসী আর কানাই।
সঙ্গে চলে কোটীশ্বর আর শ্রীনিতাই।।
ওড়াকাঁদী উপনীত হ'ল ছয়জন।
প্রভুর সনেতে নাহি করে দরশন।
গঙ্গাধর রহে হরি মন্দিরের কাছে।
পঞ্চজন উপনীত প্রভু যথা আছে।।
জানাইল সব কথা প্রভুর গোচর।
মন্দিরের কাছেরহে একা গঙ্গাধর।।
কোনমতে আপনার নিকটে না এল।
কি করিব করুণা করিয়ে তাহা বল।
প্রভু বলে গঙ্গাধরে নিয়ে যাও ঘর।
মাধবেন্দ্র তুমি গিয়ে পাঠাও সত্বর।।
এত শুনি মাধবেন্দ্র মন্দিরেতে গেল।
বলিয়া কহিয়া গঙ্গাধরে পাঠাইল।।
উন্মাদ লক্ষণ ক্রমে বর্দ্ধিত হইল।
উন্মাদের ভাব কত প্রকাশ করিল।
বলে আমি হারিচাঁদে এনেছি বাঁধিয়া।
চেয়ে দেখ গামছা মাঝে আছে লুকাইয়া।।
এইভাবে পাগলামী করিতে করিতে।
উপনীত হইলেন আপন গৃহেতে
নিজ রমণীর ঠাঁই ব'লেছে তখন।
গামছাতে বাঁধিয়ে এনেছি হরিধন।।
ঘটিতে পুতিয়ে রাখি প্রভু হরিচাঁদে।
আর না যাইতে দিব কোথা মোর চাঁদে।।
আর এক কথা তুমি শুনহ এখন
গামছাখানি রেখ তুমি করিয়ে যতন।।
এই গামছা যতদিন রাখিতে পারিবে।।
ততদিন মম মৃত্যু কভু না ঘটিবে।
এত বলি সেই গামছা ঘটিতে পুরিয়ে।
রাখিলেন নিজ গৃহে প্রোথিত করিয়ে।
সেই হ'তে অনুরাগ ক্রমেই বাড়িল।
নানাভাবে নানামুর্ত্তি দেখিতে লাগিল।।
পুনঃ বলে শুন প্রিয়ে আমার বচন।
দৈবাঘাতে ব্রজঘাতে না হবে মরণ।।
আমার মরণ নাই এ গামছা থাকিতে।
অতএব রেখ তুমি অতি যতনেতে।।
হেনকালে গ্রামবাসী নামে মহাদেব।
বলে তুমি মম বাক্য শুন অতএব।।

এই লহ পঞ্চ টাকার নোট একখানা।
সত্বরেতে এক টাকার চিনি কিনে আন্।।
মহাদেব নিল নোট চিনি না আনিল।
পরদিন সেই নোট ফেরত যে দিল।।
গঙ্গাধরের মেয়ে সেই নোট পাইয়ে।
নোটের পৃষ্ঠেতে লেখে তৈল কালী দিয়ে।।
সেই নোটখানা নিয়ে শ্রীধামে পৌছিল।
প্রভু ঠাই দিবে বলে মনেতে ভাবিল।।
অনেকে হেরিয়ে নোট বলে তখনেতে।
প্রভু নহে এই নোট নিবে কোন মতে।।
ক্রমে তাহা বহুজন জানিতে পারিল।
এক কথা গঙ্গাধরে সবাই বলিল।।
গঙ্গাধর বলে যদি না লইবে প্রভু।
বাড়ীতে ফিরিয়ে ইহা না লইবে কভু।।
হরি মন্দিরের গায় লট্‌কায়ে রাখিব।
তাহাতেই মম আশা পুরণ করিব।
শ্রীষষ্টিচরণ বাবু আর বিচরণ।
উভয়েতে হেনকালে ব'লেছে বচন।।
এই নোট দাও তুমি আমাদের হাতে
মহাদেব এল ভবে অচল চালাতে।।
এত বলি দুইজন সেই নোট লইল।
ক্রমে এই কথা মহাপ্রভু পাশে গেল।
নোট পৃষ্ঠে কালী ছিল বলে সর্বজন।
আপনাকে দিতে তাহা করিল বারণ
ষষ্টিবাবু বিচরণ পাগল দুইজনে।
কালী উঠাইবে ব'লে বলেছে বচনে।।
তখনেতে ডাকাইয়ে বলে দুইজনে।
প্রভু ঠাই বলে দোহে বিনয় বচনে।।
সত্য বটে এই নোট লইয়েছি দোঁহে
অচল চালাব মোরা পরম উৎসাহে।।
প্রভু সেই বাক্যে কহে পুনঃ দুজনায়।
আশীর্বাদ করি আমি তাই যেন হয়।
গঙ্গাধর বলে যদি তোমরা না পার।
দাও তব মম হাতে এই বাক্য ধর।।
যাহা হয় আমি তাহা করিব নিশ্চয়।
পার যদি নিয়ে যাও তাতে নাহি দায়।।
পাগল ব'লেছে কভু ফেরত না দিব।
প্রভুর কৃপায় মোরা অচল চালাব।।
এত বলি সেই টাকা গ্রহণ করিল।
কালী উঠাইয়া পরে প্রভু ঠাঁই দিল।।

আর দিল মানসিক পূজা নারায়ণ।
গ্রহ পূজা পুজিবার ছিল সে মনন।।
উভয় পূজার পরিবর্ত্তে টাকা দিল।
প্রভু বলে মানসিক পরিশোধ হ'ল।।
এইভাবে অনুরাগ ভরে গঙ্গাধর।।
গুরুচাঁদে ভাবে সদা হৃদয় মাঝার।।
এক দিন হয় এক আশ্চর্য্য ঘটন।
দৈবকার্য্য সবাকারে করায় দর্শন।।
কতিপয় লোক দিয়ে নিজ গৃহে বসি।
গঙ্গাধর বলে শুন যত প্রতিবেশী।
হরিনাম সংকীর্ত্তন কর সবে ভাই।
নামের সমান বন্ধু এ জগতে নাই।।
অপরূপ কর্ম আজ দেখাব সবারে।
হরিনাম কর সবে মাতিয়ে পুলকে।।
এত শনি কেহ কেহ করেছে বিদ্রূপ।
ঠাকুর দেখাবে অদ্য সবে অপরূপ।।
সাক্ষাৎ ঠাকুর বুঝি হ'ল গঙ্গাধর।
খেলিবেন বুঝি অদ্য লীলা চমৎকার।।
যে যাহা যাচিবে তাহা সবাকেই দিবে।।
আমাদের কোন চিন্তা আর নাহি রবে।
এইভাবে কেহ কেহ দিল টিটকারী।
ওরে ভাই সবে তোরা বল হরি হরি।।
গঙ্গাধর বলে কথা সত্য বটে হয়।
যে যাহা বলিবে তাহা দেখাব নিশ্চয়।।
এত শুনি কেহ কেহ কটুক্তি বলিয়া।
সে স্থান ত্যাজিয়ে তারা গেলেন চলিয়া।।
কৌতুহল জানিবারে কেহ কেহ রয়।
কেহ বলে কি দেখাবে কহ মহাশয়।।
গঙ্গাধর বাম কর মৃত্তিকায় রেখে।
কি দেখিতে চাস তোরা দেখাব সবারে।।
এই মম বাম কর যদি উচু করি।
ভীষণ গর্জ্জন হবে নাহি যাস ডরি।
ঘরের বাহিরে যদি যাস কোন জন।
জেনে রেখ সে জনার নিশ্চয় মরণ।।
এত বলি গঙ্গাধর হাত করে উঁচু।।
কি যেন গর্জ্জিছে থেকে গঙ্গাধর পিছু।।
গর্জ্জনেতে সবাকার কম্পিত হৃদয়।
ত্রাসিত ভাবেতে সবে ইতি উতি চায়।।
গঙ্গাধর বলে কেহ ত্যজনা এ স্থান।
বাহির হইলে তাঁর নিবে কিন্তু প্রাণ।।
ভয়ে জনসড় হ'য়ে ব'লেছে সবাই।
শান্ত কর মনসায় শুনহ গোঁসাই।।
আর না বলিব মোরা বিদ্রুপ বচন
শক্তি লাভ করিয়েছ বুঝিনু এখন।।
এইমত বলে সবে করিয়ে বিনয়।
গঙ্গাধর বলে তবে নাহি কোন ভয়।।
শুন মা মনসা তুমি আমার বচন।
শান্ত হও মাগো এর সবে ভীত মন।।
গঙ্গাধর বাক্যে শান্ত মানসা হইল।
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে অহি সে স্থান ত্যাজিল
পরে সবে শান্ত হ'ল পাইয়ে আশ্বস্ত।
একজন এল তথা হ'য়ে মহা ব্যস্ত।
রোগের নালিশ করে কি হবে গোসাই।
বেদনাতে বাচিবার আশা মম নাই।
গঙ্গাধর বলে কত কীর্ত্তন সবাই।
জরিমানা ঠাকুরের আগে আমি চাই।
রোগী বলে পাঁচ টাকা দিব জরিমানা।
গঙ্গা ধর বলে তোর নাহি রে বেদনা।।
হয়ে গেছে তোর এই বেদনা আরাম।
প্রেমানন্দে ভরে সবে কর হরিনাম।।
এতেক শুনিয়ে সবে নাম আরম্ভিল।
গ্রামবাসী বহুলোক ক্রমে তথা এল।।
হরিনাম করে সবে আনন্দে মতিয়ে।
বাল্য বৃদ্ধ নরনারী জুটিল আসিয়ে।।
হরিধবনি হুলুধ্বনি মুহুর্মুহু হয়
কেহ বলে জয় জয় হরিচাঁদ জয়।।
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় জয় জয়।
জয় জয় ওড়াকাঁদী ম'তোগণ জয়।।
এইমত জয়নাদ করে সর্ব্বজন।
বিস্ময় মানিল যত পাষণ্ডীর গণ।
দুরে থেকে তারা সবে নানা কথা কয়।
কেহ নাহি গ্রাহ্য করে তাদের কথায়।।
বহুক্ষণ হরিনাম করে সর্বজন।
গঙ্গাধর বলে সবে সুস্থ কর মন।।
গঙ্গাধর বাক্যে সব তাহাই করিল।
রোগী প্রতি গঙ্গাধর বলিতে লাগিল।।
টাকা যদ নাহি দেও ঘটিবে বিপদ।
অপার করুণা তোমা কৈল গুরুচাঁদ।।
সবে বলে ছিল তব বিষম বেদনা।
আরোগ্য হ'য়েছে গিয়ে যেও জরিমানা।।

নানা কথা প্রসঙ্গেতে সবে গৃহে গেল।
গোসাই বলিয়ে ডাকিতে লাগিল।।
রোগের দায়েতে সবে ডাকে গঙ্গাধরে।
হরিগুরুচাঁদ নামে ব্যাধি যায় সেরে।।
সে অবধি গঙ্গাধর নানা রূপ হেরে।
অবিলম্বে ফলে যাহা মনে চিন্তা করে।।
আশ্চার্য্য অনেক কথা বলে গঙ্গাধর।
তাহা শুনি বহুলোকে লাগে চমৎকার।।
সে অবধি গঙ্গাধর ঠাকুর হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

গঙ্গাদেবীর পূজা

একদিন রাত্রিকালে নিজ নারী প্রতি বলে
শুন এসে আমার বচন।
মহাদেব নৌকা নিল এখনও নাহিক দিল
বাক্য মম করিল খন্ডন।।
নাহি দেয় রাত্রে যদি মনে করিয়াছি বিধি
প্রাতঃকালে পুজিব গঙ্গায়।
মঙ্গল হইবে মম না হইবে ব্যতিক্রম
সেই কথা জানিও নিশ্চয়।।
রজনী প্রভাত হ'ল নৌকা নাহি দিয়ে গেল
গঙ্গা পূজা দিতে আগুসার।
মনেতে হইয়ে হর্ষ কৌমুদী আর তিলপুষ্প
তুলিয়া লইল গঙ্গাধর।।
চা'ল মাত্র সোয়া সের পত্র এনে তুলসীর
দুই আনা পয়সা মাত্র আর।
হরিগুরুচাঁদ-মন্ত্রে জপিয়ে হৃদয় যন্ত্রে
পূজা করে হরিষ অন্তর।।
গঙ্গাধর বলে বাণী দেখা দিবে তরঙ্গিণী
অদ্য এ দিবস মধ্যেতে।
গঙ্গাধর বলে বাণী দেখা দিবে তরঙ্গিণী
অদ্য এ দিবস মধ্যেতে।
গঙ্গাধরের জননী বলেছে মধুর বাণী
কি হেরে কি বলিস রে ধন।
গঙ্গাধর বলে বাণী শুন মাগো সে কাহিনী
মম বাক্য না হবে লঙ্ঘন।।
যবে হ'ল সন্ধ্যাকাল জলেতে উঠে কল্লোল
ধীরভাবে বহে সমীরণ।
করি হরিনাম ধ্বনি দেখা দির তরঙ্গিনী
ম্যাতা, বধু করিল শ্রবণ।।
চীৎকার করিয়ে বলে রক্ষা নাই আজি জলে
ওরে বাবা মরিব এবার
কে বা যেন নাকি সুরে হরিনাম ধ্বনি করে
বাচ্চা নাই ওরে গঙ্গাধর।।
গঙ্গাধর বলে বাণী সুস্থ হও হে জননী
আমি গিয়ে সান্তাব এখন।
গললগ্নি কৃতবাসে গঙ্গাধর ঘাটে এসে
বলিতেছে বিনয় বচন।।
শুন মাতা তরঙ্গিণী ভীত সে মম জননী
শান্ত ভাব ধর মা আমার।
আমি তব অবোধ ছেলে রেখ মোরে পদতলে
এই ভিক্ষা চরণে তোমার।।
শুনে গঙ্গাধর বাণী অদৃশ্য জাহ্নুনন্দিনী
অপরেতে শুন বিবরণ।
সে অবধি ব্রাহ্মাদেবী সদা হেরে গঙ্গাদেবী
মাঝে মাঝে ফুকারিয়ে বলে।
ওই দেখ গঙ্গাধর গঙ্গা এল বাটী পর
সকলে ভাসায়ে নিবে জলে।।
নিল নিল ওরে গঙ্গা ওই দেখ মাতা গঙ্গা
আমাকে লইতে বুঝি এল।
রক্ষা করা এইবার ওরে বাবা গঙ্গাধর
এই বুঝি মোরে নিয়ে গেল।।
পুনঃ বলে বধুমাতা শুনহ আমার কথা
মোর গঙ্গাধর কোথা র'ল।
বাড়ী ঘর সব নিবে কিছু না বাকী রাখিবে
মহাতরঙ্গিণী রূপে অই।
ওই ওই ওই এল ওরে মা আমায় নিল
তুই একা বাবা মোর কই।।
একদিন চৈত্র মাসে চলিল মনের হর্ষে
মাচকাঁদীবাসী মনোহর।
ইন্দুহাটি গ্রামবাসী সুরেন্দ্র সরকার আসি
সেইখানে হয় একত্তর।।
সুরেন্দ্র পবিত্র ছেলে প্রাণ কাঁদে হরি ব'লে
পিতা সরকার বাবুরাম।
পিতা পুত্র হরিবলে ভাসে দুনয়ন জলে
বলে হরি কর পূর্ণকাম।।
গোসই শ্রীমনোহর সদা আসে সেই বর
তাকে ল'য়ে যায় ওই বাড়ী।
হরি বলে দোহে মিলি প্রাণে হ'য়ে কুতুহলী
বিশ্রাম ক'রেছে শর্য্যাপরি।।
ক্রমে মত্ত নিদ্রাবেশে ব্রহ্মদেবী অন্য পার্শ্বে
উচ্চৈঃস্বরে বলেছে ডাকিয়ে।।

ওঠ ওঠ ওঠ তোরা ওরে আমার বাবারা
গঙ্গা নিবে সবাকে ভাসিয়ে।।
ব্যস্ত হ'য়ে সর্বজন উঠিলেন ততক্ষণ
চেয়ে দেখে অতি চমৎকার।
অভ্র দেখে সর্বঠাই কোন স্থান বাকী নাই
কি যেন কি হইল সবার।।
পরেতে মন্ত্রণা করি মাতাকে রাখিল ঘিরি
খাঁচা এক প্রস্তুত করিয়ে।
হরি হরি হরি বলি মনে হয় কুতুহলী
গঙ্গাধর বেড়ায় নাচিয়ে।।
একদা সে গঙ্গাধর নাহি ছিল নিজ ঘর
মতুয়ার গৃহে গিয়ে রয়।
মাতা ছিল খাঁচা মাঝ কিন্তু তথা নাহি আর
শুন্য খাঁচা রহে বারান্দায়।।
মাতা যেন কোন কালে ম'রেছে পড়িয়ে জলে
কি ভাবেতে কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাধরের গৃহিণী প্রভাতে জাগিয়ে ধনী
কাঁদে শাশুড়ীর অদর্শনে।।
এদিকে ওদিকে ডাকে ডেকে বলে অন্য কাকে
মম স্বামী আছে কোন ঘর।
আমার বান্ধব হও স্বামীর নিকটে যাও
সত্বরেতে কহ সমাচার।।
একজন শুনে তাই যথা আছে সে গোসাই
জানাইল মাতার মরণ।
শ্রুতমাত্র গঙ্গাধর নিয়ে নিজ সহচর
গৃহে এসে দিল দরশন।।
অতি ত্রস্তচিত হ'য়ে জল মধ্যে অন্বেষিয়ে
মাতৃদেহ উঠায় ত্বরিত।
যা হয় হ'য়েছে ভাল মুখে হরি হরি বল
সৎকার করাই বিহিত।।
জল বিন্দু উদরেতে প্রবেশেনি কোনমতে
যেন দেহ তেমন রয়েছে।
বড়ই বিচিত্র কার্য্য এ লীলার এ মাধুর্য্য
কতলোকে অবাক হ'য়েছে।।
কেহ বলে ওহে ভাই এমত ত দেখি নাই
জলে মৈলে সবে খায় জল।
এবে দেখি বিপরীত এত বড় অচরিত
একি ভগবানের কৌশল।

পরে বহুলোক এসে শ্রীগঙ্গাধরের বাসে
শুনে সবে আশ্চর্য্য গণিল।
শুনিয়েছি কর্ণে যাহা প্রত্যক্ষ হেরিনু তাহা
সত্য গঙ্গা এ বুড়িকে নিল।।
আমরাও হেরি নাই জলবিন্দু খায় নাই
যেন দেহ তেমন র'য়েছে।
হরি হরি বলি সবে সৎকার করহ এবে
বড় ভাল মৃত্যু যে হ'য়েছে।।
পরেতে মিলিয়ে সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
মৃতদেহ সৎকার করিল।
পরেতে শ্রীগঙ্গাধর গিয়ে প্রভুর গোচর
অদ্যপান্তে সকলে বলিল।।
শুনে প্রভু দয়াময় গঙ্গার প্রতি কয়
মাতা তব গেছে স্বর্গ বাসে।
হরি হরি বল এবে লইয়া মতুয়া সবে
বেড়াইও প্রেমার্ণবে ভেসে।।
শ্রীহরি মন্দির মাঝে শ্রীহরি সদা বিরাজে
আমিও রয়েছি সেই স্থান।
তোর বাড়ী আছে তাই আর তোর শঙ্কা নাই
সদা কর হরি গুণগান।।
যদি কেহ দায় ঠেকে কখন তোমাকে ডাকে
তার গৃহে কর হরিনাম।
শ্রীহরি নামের জোরে ব্যাধি তার যাবে সেরে
ভব ব্যধি হইবে আরাম।।
প্রভু বাক্যে গঙ্গাধর হ'য়ে হরষিতান্তর
মতুয়ার গৃহে সদা ভ্রমে।
যদি কেহ ব্যাধি দায় ঠেকিয়ে এসে জানায়
রোগারোগ্য করে হরিনামে।।
প্রায়ই মতুরা দলে বাক্‌চী ঠাকুর ব'লে
কেহ বলে বাক্‌চী মশায়।
নিস্বার্থ ভাবেতে ভ্রমে মত্ত থাকে হরিনামে
নির্মল হৃদয় সদাশয়।।
গুরুচাঁদ কৃপাবশে বহুত মতুয়া এসে
নিয়ে যায় আপনার ঘর।
হরি হরি বল ভাই এমত হবার নাই
গুরুচাঁদ করুণা সাগর।।

কাহিনী-গীত সমাপ্ত

-ঃ ভ্রমণ গীতি ঃ-

মহাপ্রভুর পুনরায় ভক্তাশ্রমে গমন

তেরশ চৌত্রিশ সালে সাতই আশ্বিনে।
শ্রীধামেতে আইলেন বহু ভক্তগণে।।
প্রভুর সমীপে সভা করি ম'তোগণে।
ভ্রমণ উপলক্ষে কথা বলে প্রতি জনে।।
এইস্থানে ছিল ভক্ত নকুল সুমতি।
আর হ'ল শ্রীহরি বিশ্বাস মহামতি।
দোহাকার হয় অতি সরল হৃদয়।
শ্রীহরি বিশ্বাস হয় পারশুলা ঘর।।
গুরুচাঁদ পদে মাত্র করিয়াছে সার।।
নাম মাত্র করি সার এল ওড়াকাঁদী।
ভাসাইতে বক্ষঃস্থল হরি হরি কাঁদি।।
অনুক্ষণ ওড়াকাঁদী আসে আর যায়।
গোসাই উপাধি পেল প্রভুর কৃপায়।।
সেই সে পরম সাধু এ সভায় ছিল।
ভ্রমণ সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিল।।
একবার চল প্রভু মোদের দেশেতে।
বিলাতের ব্যয় যদি পারি কিছু দিতে।।
অবশ্যই আশা হয় দানিতে পারিব।
অন্যথা না হয় প্রভু হৃদয়ের ভার।।
শ্রীহরি বিশ্বাস হয় সরল অন্তর।
আসিয়াছে শ্রীধামেতে প্রভু বরাবর।।
প্রভুর নিকট বলে করিয়া বিনয়।
কৃপা করি পারশুলা চল দয়াময়।।
আখিজল ছল ছল করে শ্রীহরির।
ভক্তি স্রোতে ভাসায়েছে আপন শরীর।।
কেঁদে বলে একবার দিয়েছেন ফাঁকি।
এইবার কর কৃপা ওহে কমলাখি।।
অবশ্যই যেতে হবে পারশুলা ধামে।
নহিলে গৃহেতে নহে যাব কোনক্রমে।।
এইমত বলে যদি শ্রীহরি বিশ্বাস।
কৃপা করি মহাপ্রভু দিলেন আশ্বাস
নকুলের প্রতি বলে প্রভু দয়াময়।
পারশুলা যেতে হবে শুন মহাশয়।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দক্ষিণ দেশেতে।
বিনয় করিল হরি বহুবিধ মতে।।
যাওয়া না হইল এই শ্রীহরির গৃহে।
গৃহে যায় এই হরি অতি নিরুৎসাহে।।
তখনে হরিকে আমি দিয়েছি কড়ার।
অন্য তারিখেতে আমি যাব তব ঘর।।
এত বলি শ্রীহরিকে কৈল কৃপাদান।
উদদ্যোগ করিতে প্রভু করে আজ্ঞা দন।।
এই শুনি শ্রীহরি বিশ্বাস মহামতি।
আনন্দ ধারায় সিক্ত করে বসুমতী।।
মহাপ্রভু আদেশিল সাজাইতে তরী।
প্রত্যেকে উদ্যোগ করে অতি ত্বরা করি।।
বহু ভক্ত হ'য়ে ছিল শ্রীধামে উদয়।
সবাকারে বলিলেন প্রভু দয়াময়।।
পারশুলা যেহে হবে শুন ভক্তগণ।
শ্রীহরি বিশ্বাস নিবে করিয়ে যতন।
আর বহু যত্ন করে নকুল কুমার।
পশ্চিমে লইতে বড় বাসনা তাঁহার।।
অতএব সবে মিলি সাজিল সত্বর।
তরণী সাজায় সবে হরিষ অন্তর।।
গাথিয়ে ফুলের মালা সাজায় তরণী।
সারি সারি যেন কত মুকুতা গাথনী।।
ছাপ্পরে নিশান দিল মনের কৌতুকে।
সাজাইল তরীখানি পরম পুলকে।
মহাপ্রভু সাজিলেন কিবা মনোহর।
ভক্তগণে সাজিয়েছে হরিষ অন্তর।।
বেথুরিয়া বাসী শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস।
প্রভু সনে সাজিলেন পরম উল্লাস।।
শ্রীমোহনলাল মিস্ত্রী ঠাকুর সুমতি।
চলিলেন হৃষ্টচিতে প্রভু সংহতি।।
শ্রীকেদারী মিস্ত্রী আর বাবু ষষ্টি চন্দ্র।
গোসাই শ্রীসনাতন আর মাধব চন্দ্র।।
শ্রীবিপিনচন্দ্র বালা শ্রীরাজ কুমার।
শ্রীশ্যামা চর আর ভক্ত কর্ণধর।
ফাট্কেল বাটী বাসী ভক্ত যত জন।
কৃষ্ণপুর বাসী ভক্ত একত্র মিলন।।
নারিকেলবাড়ী বাস এল ভক্তগণ।
প্রভুর সংহতি চল হরিষে মগন।।
বাবুর রাম এল আর তারক বণিক।
কৈলাশ বিশ্বাস চলে পরম নৈষ্ঠিক।।
চন্দ্রদ্বীপ বাসী হয় বনমালী ভক্ত।
কানাই সাধুজী চলে নামে অনুরক্ত।।
তালতলা বাসী ভক্ত এল তিন জন।
শ্রীবলাই নারায়ণ আর বিচরণ।।

ইছামতি নিবাসীর ছিলেক লক্ষণ।
এই মতে বহু ভক্ত একত্র মিলন।।
সাজিল মতুয়াগণ পভুর সংহতি।
ভ্রমণ করিতে চলে অখিলের পতি।।
হরিধ্বনি করি সবে প্রফুল্লিত চিতে।
বাহিল প্রভুর তরী অতি যতনেতে।।
গোপীনাথপুরে ধাম শ্রীদুর্গা চরণ।
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকালী চরণ।।
মহাপ্রভু পদে রয় একান্ত ভকতি।
অনুক্ষণ করে চিন্তা প্রভুর মুরতি।।
গুরুচাঁদ বিনে নহে জানে এ জীবনে।
গুরুচাঁ ধ্যান জ্ঞানশয়নে স্বপনে।।
বারুণীর পূর্ব্ব দিনে ডাকি ম'তোগণে।
সবাকারে ভোজ দেয় পরম যতনে।।
ওই পথে শ্রীধামেতে আইসে যতজন।
প্রাণ দিয়ে সবাকারে করয় যতন।।
মিনতি করয় যত ম'তোদের পায়।
অনুক্ষণ আখিজলে বক্ষ ভেসে যায়।।
এ বংশেযে যতজন জনম লভয়।।
তোমাদের পদধুলী যেন তারা পায়।।
এই ভিক্ষা ম'তোদের শ্রীচরণ পাশ।
কৃপা করি রেখ সবে করি নিজ দাস।।
অতি সুনির্ম্মল সাধু শ্রীকালী চরণ।
উদিত হলেন প্রভু তাঁহার ভবন।।
প্রভু যবে উপনীত ভক্তগণ নিয়ে।
আনন্দে পুর্ণিত সাধু আইল ধাইয়ে।।
রামাগণে কুতুহলে করে জয়কার।
ম'তোগে হরিধবনি করে অনিবার।।
তুলসী চন্দন তিল ধান্য দুর্বা দিয়ে।
পুজিল প্রভুর তরী পুলকিত হিয়ে।।
প্রেমে পুলকিত অতি শ্রীকালী চরণ।
অবিরত প্রেমধারা বক্ষেতে পতন।।
প্রভুর সমীপে এল দুই ভ্রাতা মিলি।
সর্বাঙ্গে ধারণ করে প্রভু পদধুলি।।
প্রণামান্তে সকাতরে ভাই দুইজন।
গললগ্নি কৃতবাসে ব'লেছে বচন।।
বাটী পরে কৃপা করি চলুন একবার।
ভক্তিহীন পুত্র দুটি মোরা আপনার।।
পুত্রের কুঠির মাঝে চলুন ত্বরীতে।
পবিত্র হইবে পুরী ওপদ রেণুতে।।

এত বলি দুভা'য়ের আঁখি ছল ছল।
বিন্দু বিন্দু পড়ে ধারা বেয়ে বক্ষস্থল।।
হেরিয়ে প্রভুর কৃপা হইল অন্তরে।
তারপরে চলিলেন অতি ধীরে ধীরে।।
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় মতুয়ার গণ।
তরণীতে রহিলেন ভক্ত পঞ্চজন।।
শ্রীকেদারী মিস্ত্রী হয় আর মাধবেন্দ্র।
যষ্টি বাবু বিচরণ আর শ্যামচন্দ্র।।
এ সভাবে মহাপ্রভু ব'লেছে বচন।
নৌকা হ'তে কোথাও না যাবে কদাচন।।
এমত প্রভুর বাক্য করিতে পালন।
অনুক্ষণ নৌকা মাঝে রহে পঞ্চজন।।
মহাপ্রভু বৈসে গিয়ে গৃহের মাঝারে।
মতুয়ার গণ তথা বৈসে চারি ধারে।।
কেহ বা পীড়ার পরে কেহ বা প্রাঙ্গণে।
এইমত বৈসে যত মতুয়ার গণে।।
ধেয়ে এল প্রতিবাসী পুরুষ রমণী।
অনিমিষ নেত্রে সবে হেরে গুণমণি।।
শ্রীদুর্গা চরণ আর শ্রীকালী চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজে প্রভুর চরণ।।
অন্তঃপুরে করে সবে পাক আয়োজন।
ডাল ডাল্না শাক শুক্তা বিবিধ ব্যঞ্জন।।
কিছুক্ষণ থাকি প্রভু কথার প্রসঙ্গে।
ম'তোগণে ভাসাইল প্রেমের তরঙ্গে।।
দুই ভাই অনুক্ষণ নাচিয়ে বেড়ায়।
প্রেমধারা দুনয়নে বরিষার প্রায়।।
হেনকালে সমাচার এল এক তথা।
নারিকেল বাড়ী হ'তে আইল বারতা।।
অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানে নিজ প্রাণে।
তথাপি জিজ্ঞাসে প্রভু মাধবেন্দ্র স্থানে।।
কেন বল মাধবেন্দ্র তীরে আগমন।
কি কারণে হেরি তব মলিন বদন।।
মাধবেন্দ্র বলে প্রভু জানেন সকলি।
শুনিতে বাসনা যদি তবে আমি বলি।।
নারিকেল বাড়ী হ'তে এল একজন।
বলিয়াছে ভয়াবহ সংবা বচন।।
প্রভু বলে ডাক তাঁকে শুনি তাঁর ঠাঁই।
কেমনেতে তব গৃহে ঘটিল বালাই।।
সংবাদ বাহক এসে প্রভুর গোচরে।
প্রণমিয়ে বলে বার্ত্তা অতি ধীরে স্বরে।।

আপনার সকাশেতে মাধব হেথায়।
ভয়ানক অসুখেতে তাঁহার তনয়।।
অতি অল্প বয়ঃক্রম অতিরিক্ত জ্বর।
বাঁচে কি না বাঁচে প্রাণে এইমাত্র ডর।।
মর মর সেই শিশু অবস্থা এমত।
কৃপা করি কর প্রভু যে হয় বিহিত।।
প্রভু বলে মাধবেন্দ্র শুনহ বচন।
বারেক তাঁহাকে দেখে এস বাছাধন।।
মাধবেন্দ্র মনে মনে ক'রেছে ধারণা।
মরে যদি তবে আমি দেখিতে যাব না।।
জানিয়ে অন্তর বার্ত্তা বলে অন্তর্য্যামী।
পুত্র যদি মরে তোর পুত্র হব আমি।।
আর কিবা চাস বল ওহে বাছাধন।
সত্বরে দেখিয়ে আয় আপন নন্দন।।
নিশিযোগে শুচিডাঙ্গা মিলিত হইবে।
তোর চিন্তা নিয়ে রৈল ম'তোগণে সবে।।
এত শুনি মাধবেন্দ্র প্রণমিল পায়।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়া নিচয়।।
ম'তোগণে প্রণমিয়ে মাধব তখন।
প্রভুকে করিয়ে সাথে করিল গমন।।
কালী বলে প্রভু হেথা হ'য়েছে রন্ধন।।
মহাপ্রভু বলে তবে আনহ ত্বরিতে।
এত শুনি ম'তোগণে উঠে ব্যগ্রচিতে।।
প্রভুকে করায় সেবা অতীব যতনে।
ভোজ করিলেন পরে মতুয়ার গণে।।
নন্দ কবিরাজ হয় সেই বাটী পর।
বিনয় বচনে বলে প্রভু বরাবর।।
মম গৃহে যেতে হবে ল'য়ে ভক্তগণ।
করিতে হইবে মম বাসনা পুরণ।।
কালী সাধু প্রতি সদা ছিল দ্বেষাদেষী।
সে ভাব লুকা'য়ে অদ্য হ'ক মিশামিশি।
ম'তোগণে অনুক্ষণ ক'রেছে মনন।।
যুক্তিযুক্ত হয় এই গৃহেতে গমন।।
সবার অন্তর বার্ত্তা জানি মহাপ্রভু।
নন্দ কবিরাজ গৃহে চলে বিশ্ব বিভু।।
চৌকির উপরে বৈসে প্রভু দয়াময়।
পুরবাসী সবে আসি প্রণমিল পায়।।
প্রতি জেনে মুদ্রা দিয়ে করে প্রণিপাত।
কেহ নিল পদধুলি পদে দিয়ে হাত।।
এইভাবে কিছু মুদ্রা তথায় পাইল।
সবাকে সন্তোষ করি গমন করিল।।
বহু যত্ন করিলেন বিলম্ব কারণে।
প্রভু বলে হয় যদি হবে অন্য দিনে।।
ম'তোরা আসিলেন হয় মম আগমন।
তা সবাকে সদাকালে করিও যতন।।
ম'তোগণে ভোজ দিল মম ভোজ হয়।
ভোজ অগ্রে ম'তোগণ আমাকেই দেয়।।
আমার প্রসাদ অন্ন ভুঞ্জে ম'তোগণ।
এ কারণ কালী দেয় মতুয়া ভোজন।।
এইমত সুপ্রণালী বলি দয়াময়।
উঠিলেন তরী পরে হরিষ হৃদয়।।
প্রভুর অপার কীর্ত্তি কে পারে বর্ণিতে।
কার দর্প করে চুরকিবা ছল পেতে।।
মতোগণ প্রতি ছিল প্রাণে অবিশ্বাস।
নানা ভাবে ম'তো প্রতি করে উপহাস।
সকল হইল দুর প্রভু আগমনে।
ম'তোগণ প্রতি দ্বেষ না রহিল মনে।।
জীবের কলুষ নাশ করে দয়াময়।
দ্বারে দ্বারে প্রেম ভক্তি যাচিয়া বেড়ায়।।
প্রভুর এ মহালীলা কে বুঝিবে বল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

শুচিডাঙ্গা জানকীরগৃহে মহাপ্রভুর গমন

অপরেতে ম'তোগণে বাহিল তরণী।
রামাগণে বামা স্বরে করে হুলুধ্বনি।।
শ্রীজানকী মজুমদার শুচিডাঙ্গা ঘর।
প্রভুর তরণী বাহে সেই বরাবর।।
শ্রীযোগীন্দ্র নাম ধরে জানকীর ভ্রাতা।
ম'তোদের প্রতি তাঁর ছিল একগ্রতা।।
তালতলা বিচরণে করিয়াছে গুরু।
গুরুচাঁদ সবাকার বাঞ্ছা কল্পতরু।।
একান্ত প্রাণেতে ভক্তি করে বিচরণে।
বিচরণ বাক্য মানে জীবন মরণে।।
তাঁহার গৃহেতে প্রভু করেন গমন।
আনন্দ হৃদয়ে তরী বাহে বিচরণ।।

যবে মোর প্রভু তরী নিকটস্থ হ'ল।
প্রেমানন্দে বিচরণ হুঙ্কার করিল।।
জানকী জানিল মহাপ্রভুর আগমন।
আশু হ'য়ে দাঁড়াইল প্রফুল্লিত মন।।
সাজিয়েছে গৃহখানি অতি চমৎকার।
কদলীর বৃক্ষ রোপি কর সিংহদ্বার।
হরিগুরুচাঁদ নাম করিয়ে অঙ্কিত।
রাখিয়েছে সিংহদ্বারে অতি চমৎকৃত।।
দরশনে বাড়ে সুখ ভকতের প্রাণে।
এইমত সাজিয়েছে অতীব যতনে।।
আর কত পশুপক্ষী অঙ্কিত করিয়ে।
গৃহ মাঝে সর্বস্থানে রেখেছে সাজিয়ে।।
কাগজে রচিত মাল্য শিকল আকার।
চারিদিকে রাখে ঘিরি অতি চমৎকার।।
এইমত গৃহখানি ক'রেছে সজ্জিত।
মনোহর পুষ্প কত কাগজে নির্মিত।।
রাখিয়াছে থরে থরে অতি চমৎকার।
চারিদিকে ঝরমল মরি কি বাহার।।
বাটীর অপর ঘাটে লাগিল তরণী।
রামাগণে মুহুর্মুহু দিল হুলুধ্বনি।।
জানকি পুলকে মেতে করে হরিধ্বনি।
নয়নে না ধরে ধারা যতা তরঙ্গিণী।।
নয়নে না ধরে পড়ে বক্ষপর বারী।
প্রেমে তনু ডগমগ কাঁপে থর থরী।।
আনন্দ না ধরে হৃদে প্রেমের লক্ষণ।
গৃহ বসি পেল দেখা সাধনের ধন।।
আহা রে দয়াল মোর শ্রীগোপাল চাঁদ।
মোরে ধন্য করিতে আনিল গুরুচাঁদ।।
কি হেরিনু কি হইনু ভেবে নহে পাই।
ধন্য মোর বিচরণ পাগল গোসাই।।
গৃহে এনে দেখাইল হৃদয়ের নিধি।
এহেন কৃপার প্রভু দয়ার জলধি।
এইমত ভেবে হৃদে ক'রেছে রোদন।
প্রভুর তরণী পরে করিল গমন।।
রামাগণে এসে তরী বরণ করিল।
ধান্যদুর্বা সহ তাহে ভক্তি সমর্পিল।।
গলগ্নি কৃতবাসে র'য়েছে জানকী।
মুখে নাহি বাণী প্রেমপূর্ণ আখি।।
আখিজল বক্ষপর অবিরত ঝরে।
কেঁদে কেঁদে কহে বাণী প্রেমপূর্ণ স্বরে।।

একবার কর কৃপা প্রভু দয়াময়।
অধম বলিয়ে প্রভু না ঠেলিও পায়।।
আপনার বিচরণ ক'রেছে এ ঘর।
আমার বলিতে কিছু ভবে নাহি আর।।
পাগলের গৃহ মাঝে করিয়ে গমন।
অধমে করুন ধন্য অধম ত্বারণ।।
অগতির গতি প্রভু সর্ব সারাৎসার।
আপাকে চিনিবারে কি শক্তি আমার।।
এইমত বলে কত করিয়া বিনয়।
নয়ন জলেতে তার বক্ষ ভেসে যায়।।
প্রভু বলে শান্ত হও ওহে বাপধন।
চল মোরা যাইতেছি তীরেতে এখন।।
এত বলি মহাপ্রভু ভক্তগণ নিয়ে।
জানকীর গৃহে চলে দয়া প্রকাশিয়ে।।
হেনকালে বলিতেছে বিজয় ডাক্তার।
মম গৃহে কৃপা করি বসুন একবার।।
প্রভু বলে জানকীর গৃহেতে বসিব।
আপনি আসুন তথা একত্র হইব।।
বলিতে বলিতে প্রভু জানকীর গৃহে।
ম'তোগণ নিয়েবৈসে পরম উৎসাহে।।
বড় মধুময় দৃশ্য জানকীর ঘরে।
ব'সেছে অখিল পতি ভক্ত সমিভ্যারে।।
চৌদিকে ভকত বৃন্দ মধ্যে গুরুচন্দ্র।
নির্ম্মল গগনে শোভে অকলঙ্ক চন্দ্র।।
এ শোভার তুল্য শোভা কভু নাহি হয়।
এ শোভা অতুলনীয় এ বিশ্ব ধরায়।।
তাঁর মাঝে শ্রীজানকী হ'য়ে প্রেমাকুল।
মালা গেথে আনিলেক দিয়ে নানা ফুল।।
প্রেমেতে পুর্ণিত হ'য়ে প্রভুকে সাজায়।
কণ্ঠ পরে দুই সারি আনন্দে দোলায়।।
আর এক মাল্য দিল মস্তক উপর।
অকর্ণ বেষ্টিত তাহা ঝুমকা আকার।।
একে জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাহে ফুলহার।
এ রূপের তুল্য নাই ধরণী মাঝার।।
হেনভাবে সোভিয়াছে প্রভু দয়াময়।
আনন্দ সাগরে ভাসে ভকতি নিচয়।।
বর্ণিতে শকতি নাই রূপের মহিমা।
কোন রূপ নাহি পাই করিতে উপমা।।
বহুলোক হেরে সেই রূপের মাধুরী।
অপরূপ রূপ কিবা আহা মরি মরি।।

দুই চারি গ্রাম্য লোক হ'ল আমদানী।
অনিমিষ নেত্রে সবে হেরে গুণমণি।।
কেহ দেখে কৃষ্ণরূপ সুন্দর সুঠাম।
ফুল সাজে সাজে যথা কঞ্জবন ধাম।।
কেহ দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ গুরুচাঁদে ঢাকা
সুবরণ তনুখানি দুনয়ন বাঁকা।।
এইমত হেরে অঙ্গ সুন্দর সুঠাম।
কেহ দেখে যেন সেই দাশরথী রাম।
কেহ হেরে সর্ব রূপ একাধারে রয়।
এইরূপ হেরে সবে হইল তন্ময়।।
হেরিয়ে মোহন রূপ আছি ছল ছল।
বয়ান বাহিয়া পড়ে প্রেম অশ্রুজল।।
মৎস রাঙ্গা সম সবে হেরে রূপরাশি।
কেহ বলে কে আনিল অকলঙ্কশশী।।
নির্ম্মল জ্যোৎস্না রাশি উজ্জ্বল কিরণ
দরশন মাত্র হয় তমঃ বিমোচন।।
এমন মধুর রূপ না হেরি কোথায়।
শ্রীপদ পরশে হয় প্রেমভক্তুদয়।।
পদরেণু সর্ব্ব অঙ্গে করিল ধারণ।
মোক্ষফল তুচ্ছ ব'লে গণে সেইজন।।
কৃপাগুণে পায় জীবে নির্ব্বান মুমুতি।
একান্ত প্রণেতে যেবা করে গো ভকতি।।
এহেন অমূল্য নিধি আর না পাইব।
জনমের তরে পদে দাস হ'য়ে রব।।
জগজীব গতি এই প্রভু গুরুচাঁদ।
বিশ্ব মোহিত করে পেতে প্রেমফাঁদ।।
এহেন রূপেতে শোভে জানকীর ঘরে।
এরূপ উপমা নাই ত্রৈলক্য মাঝারে।।
অপরে হইল তথা মধুর কীর্ত্তন।
প্রেমরসে মাতোয়ারা মতুয়ারগণ।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
প্রবল বেগেতে বহে প্রেমের তরঙ্গ।।
লম্ফ ঝম্ফ গাত্র কম্প ক'ার বা হতেছে।
গুরুচাঁদ বলি কেহ ধুলায় লুটিছে।।
কেহ কেহ কীর্ত্তনেতে ঘনদেয় পাক।
দ্রুতগতি ছোটে যথা বান বেড়াপাক।।
নানাবিধ বাজে বাদ্য কীর্ত্তন মাঝে।
মেঘের মন্ডলে যথা অশনি গরজে।।
সেইমত করে নাম মতুয়ার গণ।
প্রেমসিন্ধু নীরে সবে হইবে মগন।।

বহুক্ষণ হ'ল এই মধুর কীর্ত্তন।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি প'ল অগণন।।
অপন্তঃপুরে যত রামা ক'রেছে রন্ধন।
আঁখিজলে সবাকার হয়েছে পতন।।
কেঁদে কেঁদে করে সবে রান্না সমাপন।
হলুদ দানিতে কেহ দিয়েছে লবণ।।
এইমত বিপরীত কর্ম্ম সমুদায়।
বিস্তারি লিখিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়।।
প্রভুর অপার কীর্ত্তি বোঝে সাধ্যকার।
দেবেতে বুঝিতে নারে মানব কি ছার।।
এদিকেতে শুন যাহা হইল ঘটন।
মাধবেন্দ্র নিজ গৃহে করিল গমন।।
পুত্রকে হেরিয়ে হয় বিস্মিত অন্তর।
প্রভুর কৃপায় তাঁর দেহে নাই জ্বর।।
দুর্বল হ'য়েছে বড় দেখিবারে পায়।
প্রভুর কৃপার বাণী বলিল সবায়।।
শুনিয়ে সবার হ'ল সুস্থির জীবন।
স্মরিয়ে প্রভুর কৃপা ক'রেছে রোদন।।
সবাকারে প্রবোধিয়ে মাধবেন্দ্র চলে।
বক্ষস্থল ভাসে তাঁর নয়নের জলে।।
কেঁদে বলে হা হা প্রভু ভকত জীবন।
অন্ধের নয়ন মণি দুঃখিনীর ধন।।
আত্ম স্বার্থ যার হয় বাবা গুরুচাঁদ।
কোন কালে নাহি তাঁর ঘটয় বিষাদ।
অপরেতে মাধবেন্দ্র চলির সত্বরে।
মিলিত হইল গিলে জানকীর ঘরে।।
প্রভু ঠাঁই শুভবার্ত্তা বলিল সাদরে।
শুনিয়ে সকল ভাসে আনন্দ সাগরে।।
মহাপ্রভু বলে আর কোন ভয় নাই।
সুস্থ হ'য়ে থাক বাপ ঘুচিল বালাই।।
মাধবেন্দ্র অন্তরেতে প্রকৃতিস্থ হ'ল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

জানকীর গৃহে প্রভুর সেবা

পুরে মহপ্রভু ত্রিজগত বিভু
ভক্তগণ করি সঙ্গে।
বসি গৃহ মাঝে রত সেবাকাজে,
ভুজিছে পরম রঙ্গে।।
ভোজ দ্রব্য যত সেবে মনোনীত
যোগাইল রামাগণে।

পয়স পিষ্টক ক্ষীরের লড্ডুক
চিনি মিশ্রী কত দানে।।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আদি ভোজ্য
দ্রব্য দিল ভারে ভার।
মনের পুলকে সেবয় প্রভুকে
করি কত সমাদার।।
ভোজ সমাপিয়ে হরিষ হইয়ে
বসিলেন শয্যা পরে।
মতোগণ যত হ'য়ে একত্রিত
ভোজন সমাধা করে
নৌকা মাঝে যারা সেবিল তাহারা
সবাই আনন্দ চিতে।
ভোজ সমাপিল মতুয়া মন্ডল
ধ্বনি করি গুরু-প্রীতে।।
বসিয়ে শয্যায় তাম্বুল সেবায়
আরো করে ধুম্র পান।।
শান্তি দূর করি বলে হরি হরি
গাহিতেছে মধুর গান।।
প্রেমেতে মাতিয়ে যেতেছে ভাসিয়ে
প্রেমেরসাগর মাঝে
হ'ল দিশেহারা কেহ পড়ে ধরা
ডেকে গুরুচাঁদ রাজে।।
বহে প্রেম-নদী নাহিক অবধি
তরঙ্গ বাড়িল তায়।
মতুয়ারগণ প্রেমেতে মগন
হাসে কাঁদে নাচে গায়।।
এইমত করি সারা নিশি ভরি
প্রেমেতে উন্নত্ত সবে।
করে হরিনাম নাহিক বিরাম
মাতিয়াছে মহাভাবে।।
শেষ নিশিকালে অতি কুতুহলে
বিজয় ডাক্তার বাবু।
করে আয়োজন করায় রন্ধন
ভুঞ্জাইতে মহাপ্রভু।।
এসে প্রভু পাশে বলে মৃদু ভাষে
অতি সুমধুরবাণী।
আমার গৃহেতে হবে ভোজ দিতে
শুন ওহে গুণমণি।।
প্রভু বলে তবে ভাল হ'ল এবে
ভুঞ্জিব শ্বশুর গৃহে।
পাইব আনন্দ আটিবে সম্বন্ধ
পরম উৎসাহ তাহে।।
এই মত বলি হ'য়ে কুতুহলী
মতুয়া লইয়া সঙ্গে।
ডাক্তার ঘরে হরিষ অন্তরে
ভুঞ্জিলেন মনোরঙ্গে।।
পাইল আনন্দ মুতয়ার বৃন্দ
মাতুলের গৃহেতে খেয়ে।
বলে ভাল হ'ল মাতা খেতে দিল
আনন্দে যাইব বেয়ে।।
এই মত সবে পরম উৎসবে
করে কত হরিধ্বনি।
রমণীর গণে আনন্দিত মনে
করিলেক হুলুধ্বনি।।
প্রভু গুরুচাঁদ সঙ্গে পরিষদ
ভোজকর্ম সমাধিল
মতুয়ার গণে অত্যানন্দ মনে
হরি হরি হরি বলে।

মহাপ্রভুর বড়দিয়া গমন

যাত্রা করিবেন প্রভু ব'লেছে সবাকে
উদ্যোগী হইল যত মতুয়া প্রত্যেকে।।
এ সময় শ্রীজানকী মনের আহ্লাদে।
দানিলেন অর্থ কিছু মহাপ্রভু পদে।
নিঃস্বার্থ এ অর্থদান মনের আনন্দে।
দান আরম্ভিল ক্রমে মতুয়ার বৃন্দে।।
জানকী কাঁদিয়ে বলে মহাপ্রভু পায়।
তব পাদপদ্মে যেন মম মতি রয়।।
পতিতের বন্ধু তুমি অগতির গতি।
পতিত তারিতে প্রভু এ হেন মুরতি।।
এমত বলিতে চোখে বহে অশ্রুজল।
কাঁদিতে না পারে প্রেমে হয়েছে বিহ্বল।।
প্রভু বলে শান্ত হও ওহে বাছাধন।
তোমাকে করিবে রক্ষা মোর বিচরণ।।
বিচরণে কর ভক্তি একান্ত প্রাণেতে।
অনুক্ষণ আছি আমি তাঁহার সহিতে।।
এমত বলিয়ে প্রভু হলেন বিদায়।
হরিধবনি করলেন মতুয়া নিচয়।।
জানকী কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান যোগেন্দ্র।
তাহাকে লইল সঙ্গে মতুয়ার বৃন্দ।।

অতি বেগে বেয়ে চলে প্রভুর তরণী।
রামাগণে মহুর্মুহু করে হুলুধ্বনি।।
উপনীত বড় দিয়া অতীব সত্বর।
তথায় করেন বাস হৃদয় ডাক্তার।।
তাহার রমণী হয় অতি সুলক্ষণা।
রূপবতী বুদ্ধিমতী গুণ সুসম্পনা।।
সাজিয়েছে গৃহখানি অতীব সুন্দর।
কদলীর বৃক্ষ রোপী করে সিংহদ্বার।।
নানা বর্ণে করি কত পশু পক্ষিগণ।
মকর কুম্ভীর মীন জলজন্তুগণ।।
ঠাঁই ঠাঁই করিয়াছে মনুষ্য আকৃতি।
কাগজে নির্ম্মিত কত পুষ্প নানা জাতি।।
হরিগুরুচাঁদ নাম করিয়ে লিখন।
মুকুতা গাথনী সম ক'রেছে গ্রন্থন।।
ঝলমল করে পুরী অতি চমৎকার।
হেন ঘাটে উপনীত ব্রহ্ম পরাৎপর।।
যবে মোর মহাপ্রভু ঘাটেতে উদয়।
মতোগণে প্রেমানন্দে করে জয় জয়।।
সেই ধ্বনি শুনে ধায় পুরুষ রমণী।
মুহুর্মুহু সব ধ্বনি করে হুলুধ্বনি।।
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে হৃদয় ডাক্তার।
নম্রভাবে আসিলেন প্রভু বরাবার।।
গলেতে বসন দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে।
ভক্তি ভরে বলিতেছে প্রভুর নিকটে।।
অধমের গৃহমাঝে চলুন ত্বরায়।
ভকত বৎসল ওহে প্রভু দয়াময়।।
ভজন পূজন আমি কিছু নাহি জানি।
কৃপা করি দিতে হ'বে চরণ-তরণী।।
এইমত বলে কত হৃদয় ডাক্তার।
কৃপা করিলেন তাঁকে কৃপার সাগর।।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু তীরেতে নামিল।
দ্রুত গিয়ে সে হৃদয় আসন পাতিল।।
মহাপ্রভু বৈসে গিয়ে আসন উপরে।
মতুয়ারগণ সবে বৈসে চারিধারে।।
কেহ বা গৃহের মাঝে কেহ বারেন্দায়।
কেহ বা প্রাঙ্গণে পদ চারণা করয়।।
এইমত রহে যত মতুয়ার গণ।
হেনকালে গ্রাম্যলোকে এল বহুজন।।
আশ্চর্য্য মানিল সবে নেহারি প্রভুকে।
কেহ কেহ বলিতেছে মনের পুলকে।।

অতি কমনীয় রূপে শোভে এ মানুষ।
রূপ দরশনে সবে হইনু বেহুষ।।
সামান্য মানব বলে না হয় ধারণা।
অবশ্য দেবতা মাঝে হবে কোন জনা।।
এইমত সব দাস করে বলাবলি।
আনন্দে পূর্ণিত হল দাস বংশে মিলি।।
প্রভু পার্শ্বে আইলেন ডাক্তার ঘরণী।
পতিব্রতা সতী হয় সেই সে রমণী।।
প্রণমিল প্রভুপদে ভকতি হৃদয়।
আনন্দের ধারা বাহি বক্ষঃ ভেসে যায়।।
কি করিতে কি করিবে ভাবিয়ে না পায়।
মনে ভাবে কোলে করি প্রভু দয়াময়।।
হৃদি মাঝে বাৎসল্যের ধারা প্রবাহিল।
লোক লজ্জা ভয়ে তাহা করিতে নারিল।।
বাৎসল্য ভাবেতে ডুবে ডাক্তার রমণী।
প্রভুকে অঙ্গুরী দানে পুত্র জ্ঞানে গণি।।
হেরিয়ে মতুয়াগণ প্রেমেতে মগন।
কেহ বলে দাস কন্যা হয় কোন জন।।
সামান্য নহে ত হবে ডাক্তার ঘরণী।
বাৎসল্য ভাবেতে বেঁধে নিল চিন্তামণি।।
এমত বলিতে কেহ কীর্ত্তণ ধরিল।
কি তপস্যা নন্দ যশোমতি করেছিল।।
তাহে হলে মহাভাব বন্যা প্রবাহিল।
মহাভাবে সেই বন্যা ছড়িয়ে পড়িল।।
হেরিয়ে মধুর ভাব সবে চমকিত।
দাস বংশ মিলি সবে হইল স্তম্ভিত।।
কেহ বলে একি ভাব হেরিনু নয়নে।
মহাভাব উদ্দীপন ক'রে ম'তোগণে।।
এমত বলিতে দাস ভাবে আঁখিজলে।
ম'তোদের সনে কেহ কীর্ত্তনে মিশিলে।।
কেহ কেহ রূঢ় ভাবে ব'লেছে বচন।
নমঃকূলে কেন হবে হরি আগমন।।
নমঃশূদ্র কূলে কেন আসবেন হরি।
উহাকে সাজায় মাত্র ক'রে বাহাদুরী।।
ডাক্তারের বুদ্ধি লোপ হ'য়েছে এবার।
নমঃশূদ্র প্রতি কেন হেন ব্যবহার।।
স্বয়ং বলিয়ে কেন এত টানাটানি।
নমঃশূদ্র হ'ল হরি কি মতে না জানি।।
কেন বা করিল ভক্তি পুরুষ রমণী।
মজাইল জাতিকূল সেই ভয় গণি।।

বড়ই অন্যায় কর্ম্ম ডাক্তার করিল।
নমঃশূদ্র ঠাকুরের মান বাড়াইল।।
নিজ নিজ আবাসেতে চল ভাই সবে।
নমঃশূদ্র গণ করে এই মহোৎসব।।
এইমত বলে যত পাষণ্ডির গণ।
অন্তর্য্যামী প্রভু মোর জানিল কারণ।।
ম'তোদের পরে প্রভু করে কৃপাদৃষ্টি।
প্রবল বেগেতে বহে নাম ব্রহ্ম বৃষ্টি।।
মহাঝড় বহে সেই কীর্ত্তন মাঝারে।
দাস বংশ সবে মিলি হিংসা পেনা ধরে।।
সে পেনায় নাহি হয় প্রতিকার কভু।
মনে মনে কৌতুহল দেখিতেছে প্রভু।।
দাসদের ধৈর্য্য গৃহ করে কড়মড়।
অন্তরে অন্তর ভয় বুক ধড়ফড়।।
মহাবেগে বহে ঝড় কীর্ত্তনের ভীতে।
দাসগণ ধৈর্য্য গৃহে না পারে থাকিতে।।
মহাঝড়ে ভাঙ্গে যথা কদলীর বন।
সেইমত দাস বংশ হইল পতন।।
কীর্ত্তনের মাঝে সবে পড়িয়াছে ঢলি।
কেহ কেহ কাঁদে জয় গুরুচাঁদ বলি।।
হেরিয়ে মতুয়াগণ বিপুল উৎসাহে।
ভীমনাদে গর্জ্জে সবে প্রেমের প্রবাহে।।
উঠিল প্রেমের ঢেউ কীর্ত্তনের মাঝে।
সিংহের বিক্রমে যত মতুয়া গরজে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কেহ মারে লম্ফ।
মনে হয় যেন অদ্য হয় ভূমিকম্প।।
এইমত মত্ত যত মতুয়ার গণ।
এদিকেতে দাস কন্যা ক'রেছেরন্ধন।।
উত্তম উত্তম দ্রব্য অতি সুখাদ্যেয়।
সর্বোৎকৃষ্ট করে চর্ব্ব চোব্য লেহ্য পেয়।।
বহুভাবে বহু দ্রব্য করিল রন্ধন।
সাজিয়ে রেখেছে করি অতীব যতন।।
বিপুল ভকতি করি করিয়াছে রান্না।
ভক্তিতে মিশ্রিত করি প্রেমরস কান্না।
ক্ষণে থাকে রান্না স্থানে ক্ষণে প্রভু পাশ।
ক্ষণে এসে প্রভু অঙ্গে দিতেছে বাতাস।।
অঞ্চল পুরিয়ে মুদ্রা রাখিয়াছে ধনী।
ব্যগ্র হ'য়ে করে দান যথা চিন্তামণি।।
যতবার আসে ধনী দেয় ততবার।
বড়ই অদ্ভূত কর্ম্ম মরি কি বাহার।।

রন্ধন সমাপ্ত করি এসে প্রভু পাশে।
বিনয় বচনে বলে অতি মৃদু ভাষে।।
রন্ধন হ'য়েছে বাপ করুন ভোজন।
প্রেমপূর্ণ ভাবখানি অতি সুলক্ষণ।।
ওদিকেতে নামে মত্ত মতুয়ার গণে।
দাস বংশে আছে মিশি ম'তো'দের সনে।।
জাতীয় গৌরব আর এবে মনে নাই।
ভূমেতে পড়িয়া কেহ ছাড়িতেছে হাই।।
এদিকেতে মহাপ্রভু বৈসেন ভোজনে।
দাস কন্যা আনে দ্রব্য অতি সযতনে।।
বহুবিধ দ্রব্য প্রভু করেন ভোজন।
প্রভু বলে হ'ল মতো ভোজ সমাপন।।
এইভাবে মহাপ্রভু ভোজন করিল।
অন্য দ্রব্য এনে ধনী বলিতে লাগিল।।
এর কিছু ওহে বাপ করহে ভোজন।
এই দ্রব্য তোমা লাগি ক'রেছি রন্ধন।।
বারে বারে এনে দ্রব্য ভুঞ্জাইল ধনী।
দাস কন্যা হ'ল অদ্য প্রভুর জননী।।
মনোনীত হয় সেবা তবু বরে খাও।
এই দ্রব্য রাঁধিয়াছি ইহা কিছু লও।।
এইমত করে ধনী বাৎসল্য প্রেমেতে।
মহাপ্রভু করে ভোজ অতি হরষিতে।।
বহুদিন গতে যথাপাইলে নন্দন।
মাতৃদেবী হয় অতি আহ্লাদিত মন।।
অপার স্নেহের ভাব করেন প্রকাশ।
হৃদিমাঝে হয় কত প্রেমের উচ্ছাস।।
পুত্রকে করায় ভোজ হরষিত চিতে।
মনোনীত দ্রব্য যাহা রাখে যেখানেতে।।
সেইমত দাস কন্যা সারিয়ে জননী।
আনন্দে করায় ভোজ হৃদয়ের মণি।।
বড়ই আনন্দ প্রভু পাইল অন্তরে।
প্রভুকে করিল মুগ্ধ শুধু ভক্তি জোরে।।
এইমত মহাপ্রভু ভোজ সমাধিয়ে।
শয্যা পরে বসিলেন হরিষ হইয়ে।।
সযতনে দাস কন্যা তাম্বুল সাজিয়ে।
প্রভুকে করিল দান ভকতি করিয়ে।।
বলে লহ ওহে প্রভু তুমি ভগবান।
ভক্তিহীনা মাতা তব আনিয়েছে পান।।
এমত বলিতে করে আঁখি ছল ছল।
বাৎসল্য রসেতে দেহ সদা টলমল।।

প্রভু বলে দেহ মাতা করিব চর্ব্বন।
আনন্দেতে দাস কন্যা করিল অর্পণ।।
ম'তোগণে ভোজ নিয়ে করে আয়োজন।
ক্ষান্ত করিয়াছে সবে নাম সংকীর্ত্তন।
দাস কন্যা বলিতেছে হ'য়ে কুতূহলী।
আমার বচন শুন দাস বংশ মিলি।।
সবে আছ সমাজেতে মত্ত কড় চায়।
জাতির গৌরব এবে ত্যাজ গো সবায়।।
প্রভুর প্রসাদে কেহ দ্বিধা না করিয়ে।
অনুগ্রহ করি সেবা কর সব ভেয়ে।।
এত শুনি নব দাস ম'তোদের সনে।
প্রাঙ্গণেতে সবে মিলি বসিল ভোজনে।।
হরিগুরুচাঁদ বলি ভীর দিয়ে সবে।
ভোজ শেষ করিলেন পরম উৎসাহে।।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ে দ্রব্য আদি করি।
ভোজন করিল সবে বলে হরি হরি।।
দাস বংশ ম'তোদের সঙ্গেতে মিশিয়ে।
এক সনে ভোজন করে হিংসা তেয়াগিয়ে।।
দ্বেষাদ্বেষি ভাব মনে না আছে কাহার।
ভোজনান্তে জাগে প্রাণে জাতীয় বিচার।।
উপযুক্ত নহে করিয়াছি এই কর্ম।
কেন সেবিলাম ল'য়ে মতুয়ার ধর্ম।।
নমঃশূদ্র মাঝে ইনি হ'য়েছে ঠাকুর।
কুলের গৌরব শুধু বাড়ায় প্রচুর।।
মোদের ত জাতি প্রথা বিশেষ র'য়েছে।
তবে নত হই কেন এ ঠাকুর কাছে।।
ডাক্তার ত্যজিল নিজ জাতির গৌরব।
নমঃশূদ্র নিয়ে কেন এমত উৎসবে।।
আভিজাত্য মেধা স্মৃতি সকল হারিয়ে।
কি করিতে কিবা করে না পাই ভাবিয়ে।।
কুলমান জলাঞ্জলি দিযে মহাশয়।
স্ত্রী-পুরুষ কেন ভজে এ মানুষ পায়।।
আভিজাত্য হারিয়েছে জনমের মত।
এই বাটী মোরা নহে কর কদাচিত।।
এত বলি সব দাস দলবদ্ধ হ'য়ে।
জাতির গৌরবে মেতে চলিলেক ধেয়ে।।
অন্য বাটী গিয়ে সবে করে আনাগোনা।
ডাক্তারের এই কর্ম সঙ্গত হ'ল না।।
বড়ই গর্হিত কর্ম্ম করিল ডাক্তার।
একত্র মিলিয়া সবে করহ বিচার।।

এমত ভাবেতে করে সবে বলাবলি।
ম'তোগণে করে ধ্বরি গুরুচাঁদ বলি।।
দিগন্ত ব্যপিত করি মতুয়ার গণ।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রফুল্লিত মন।।
বীর রসে মাতি কেহ করে বীরদাপ।
প্রেম রসে মাতি কেহ বকেছে প্রলাপ।।
কেহ বা আকুল হ'য়ে ক'রেছে রোদন।
প্রেমধারা দু'নয়নে বহে অনুক্ষণ।।
কেহ বা ভীম গর্জ্জনে করে সিংহধ্বনি।
হুঙ্কার করিয়া কেহ কাপায় ধরণী।।
এইমত হ'ল নাম সারানিশি ভরি।
থাকিতে না পারে গৃহে যত নরনারী।।
উর্দ্ধশ্বাসে এল ধেয়ে দাস বংশ যত।
পুনরায় নাম রসে হ'ল দ্রবীভূত।।
ঢলিয়া পড়িল সবে কীর্ত্তনের মাঝে।
প্রণত হইল সবে প্রভু পদাম্বুজে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়ার সনে।
কেঁদে বলে গুরুচাঁদ রাখিও চরণে।।
জাতীয় গৌরব আর কভু না করিব।
জনমের মত পদে দাস হ'য়ে রব।
এমত বলিয়ে কাঁদে দাস বংশ সবে।
হেরিয়ে মতুয়াগণ ভাসে প্রেমার্ণবে।।
দ্বিগুণ উৎসাহে করে নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমের পাথার মাঝে হইয়ে মগন।।
এদিকে তনয়া সেজে দাসের নন্দিনী।
প্রভুর সকাশে বসি কাঁদে যত ধনী।।
বাৎসল্য রসেতে ম'জে ডাক্তার ঘরণী।
প্রভুর সকাশে থেকে কাটায় রজনী।।
ভক্তি রসে ডগমগ প্রেম ঢল ঢল।
দু'নয়নে প্রেমবারি করে ছল ছল।।
ভক্তি সুতে বাঁধা মোর প্রভু অর্ন্তয্যামী।
ক্ষণে বলে শোন মাতা পুত্র তোর আমি।।
অতুলনীয় ভকতি অপূর্ব কাহিনী।
ধন্য ধন্য সে ধনীর ভকতি বাখানী।।
হেন ভকতির আর নাহি সমতুল।
প্রভুকে সাজায় ধনী প্রেমের পুতুল।।
নেহারিয়ে ম'তোগণে সবে চমকিত।
হেন ভক্তি কভু নহে হেরি কদাচিত।।
এ বড় নির্ম্মল ভক্তি হ'ল নির্দশন।
অতীব সরল হয় এ মোদের মন।।

ধন্যা ধন্যা দাস কন্যা জানে শুদ্ধ ভক্তি।
এ মেয়ের জন্য হবে দাস বংশ মুক্তি।।
ধ্যানযোগে মুনিগণ না পায় যাহারে।
তাহাতে করিল বশ প্রেম-ভক্তি ডোরে।।
দাস কন্যা বলে যাহা প্রভু সন্নিধানে।
মহাপ্রভু শুনে তাই আনন্দিত মনে।।
যেমত মায়ের বাক্য মানে জ্ঞানীজনে।
সেই মত করে প্রভু ভকত রঞ্জনে।।
গর্ভজ নন্দন সম ডোরে সেই সতী।
স্নেহপূর্ণ নানা বাক্য বলে প্রভু প্রতি।।
সুনির্ম্মল ভাবে কত করে নানা উক্তি।
তাহাতে প্রকাশ পায় শুদ্ধ প্রেম-ভক্তি।।
এইমত সারানিশি বলে ভক্তি বাণী।
অতীব আনন্দ পেল হৃদয়ের মণি।।
প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম করিলেক ধনী।
পুনরায় প্রবু স্থানে এলেন জননী।
মনে মনে দাস কন্যা ক'রেছে চিন্তন।
কি দিয়ে তুষিব আজ এহেন নন্দন।।
সবদাই ভাবে ধনী আকুল পরাণে।
অঞ্চলে পুরিয়া মুদ্রা রাখে সর্বক্ষণে।।
প্রভু স্থানে এই ধন করিবে অর্পণ।
ইহা ভেবে অনুক্ষণ আনন্দিত মন।।
গৃহেতে রাখিয়া ধন কি কাজ আমার।
ভাগ্যফলে পাইয়েছে উত্তম কুমার।।
পিতা-মাতা বহু কষ্টে ধন উপার্জ্জয়।
থাকিলে সুযোগ্য পুত্র তাহাকে ভুঞ্জয়।।
অতএব পাইয়াছি সুযোগ্য নন্দন।
এই পুত্রধনে ধন করিব অপূর্ণ।।
এইমত ভেবে হৃদে ডাক্তার ঘরণী।
পুনঃ পুনঃ আসে যথা প্রভু চিন্তামণি।।
অঞ্জলী সদৃশ করি ধন পূর্ণ হস্ত।
প্রভুকে করেন দান হ'য়ে অতি ব্যস্ত।।
সোনার অঙ্গুরী ধনী ধরি ভক্তিভরে।
স্বস্নেহেতে পরাইল প্রভুর শ্রীকরে।।
পুনরায় চলি যায় কর্ম করিবারে।
ক্ষণ পরে আসে ধনী প্রভুর গোচরে।।
পূর্ববৎ ধন দিয়ে চলি চায় বেগে।
কেহ না জানিতে পারে কর্ম অনুযোগে।।
এইমত বহুবার ধন দান কৈল।
প্রভু বিনে অন্য কেহ জানিতে নারিল।।

এইমত করিল শুধু ভক্তির কারণে।
ভক্তি বাধ্য ভগবান ভনে সাধুগণে।।
জীব মাত্র শ্রীপ্রভুর ক্রীড়ার পুতুল।
অনুক্ষণ খেলে জীবে বাজী সমতু।।
যেমত নাচায় জীবে নাচে সেইমত।
অজ্ঞানন্ধ হ'য়ে নাহি বুঝি কদাচিত।।
কেউ বা নাচায় জীবে কা'র সূত্রে নাচি।
কার কৃপাবলে মোরা সর্ব্ব প্রাণী বাচি।।
কাহার বা সৃষ্টিরথে নিয়মাশ্ব চলে।
চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্ত গগন মণ্ডলে।।
কৃপাডুরি হস্তে রেখে জীবেরে নাচায়।
যার যোগ্য যেবা সাজ তাঁকে তা সাজায়।।
যারে ইচ্ছা অনুক্রমে এ বিশ্ব গলিত।
সেই মহাপদ হয় ব্রহ্মার বাঞ্ছিত।।
তাঁর মাঝে শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
সংগ্রহ ক'রেছে সেবা ভকতি রতন।।
ভক্তি ডুরি যার আছে সেই মহাত্মন।
প্রভুকে মজাতে পারে মনের মতন।।
তাঁর ইচ্ছা অনুক্রমে চলিবেন প্রভু।
ভকতের রাখে মান ভক্তাধীন বিভু।।
যেমত নাচায় ভক্তে নাচে সেইমত।
ভকতের ইচ্ছা কভু না করে বঞ্চিত।।
এমনই প্রবল হয় ভকতি রতন।
ভকতি দুরি নাহি পারে করিতে ছেদন।।
বাৎসল্য ভক্তিতে অদ্য দাসের নন্দিনী।
ইচ্ছামত ভুঞ্জাইল হৃদয়ের মণি।।
ভকতের ইচ্ছামত প্রভু ভোজ নিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

দাস কন্যা উপলক্ষ্যে ম'তোদের কথোপকথন

সে ভাব হেরিয়ে যত মতুয়াগণ।
প্রেমেতে বিহ্বল হ'ল সবাকার মন।।
আরম্ভিল ভক্তি তত্ত্ব তব প্রেমেতে মাতিয়ে।
কেহ কেহ ভক্তি স্রোতে যেতেছে ভাসিয়ে।।
কেহ বলে শুন ভাই কি বলিব আর।
ধন্য মহাপ্রভুর এ পূর্ণ অবতার।।
হয় নাই হেন লীলা হবে নাকো আর।
দাস কন্যা দেখাইল অদ্ভুত ব্যাপার।।

করিয়ে বিপুল ভক্তি প্রভুকে ভুঞ্জয়।
ভক্তি রসে দ্রবীভূত হন দয়াময়।।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে দাসের নন্দিনী।
ক্ষণে ক্ষণে সাজে ধনী প্রভুর জননী।।
ক্ষণেক নন্দিনী সেজে করে কত ভক্তি।
তুল্যহীন ভাবে কত সুমধুর উক্তি।।
সে ভক্তিতে মহাপ্রভু মুগ্ধ অনুক্ষণ।
ঠিক যেন সে ধনীর গর্ভজ নন্দন।।
ক্ষণে ক্ষণে হয় কত মহা ভাবোদয়।
প্রভুর চরণ তলে মিশে যেতে চায়।।
কখন বা হেন ভাবে ভাবে বোঝা যায়।
নিজ হস্তে গুরুচাঁদে ভুঞ্জাইতে চায়।।
অন্তরেতে করে তাহা হয় অনুমান।
দাস কন্যা হস্তে সেবা করে ভগবান।।
এমনই মধুর ভাব হ'ল ভোজনেতে।
হেরিয়ে সে মহাভাব নারিনু ভুলিতে।।
এইমত বলি যত মতুয়ার গণ।
প্রেমরসে ডগমগ সবাকার মন।।
আত্মসমর্পণ যেবা ক'রেছে প্রভুকে।
তার তুল্য ধনী কেহ নাহিক ত্রিলোকে।।
সর্বস্ব করেছে দান প্রভুর চরণে।
গুরুচাঁদে করে ধ্যান নিশি আর দিনে।।
ক্ষণে ভাবে পুত্র তুল্য ক্ষণে ভাবে পিতা।
ক্ষণে ভাবে গুরুচাঁদ বিধাতার ধাতা।।
ক্ষণে ভাবে হও তুমি হৃদয় রঞ্জন।
হেন মধুময় ভাব জাগে অনুক্ষণ।।
আছি কিনা আছি বেঁচে ভেবে নহে পায়।
অনুক্ষণ প্রাণ বাঁধা গুরুচাঁদ পায়।।
সর্ব্বদাই ভাবে হৃদে গুরুর মঙ্গল।
ভক্তি পুষ্প দিয়ে পূজে শ্রীপদ কমল।।
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান করেন সদাই।
মান অপমান যার আদৌ জ্ঞান নাই।।
নিস্বার্থ ভাবেতে সদা ভ্রমে বিশ্ব পরে।
আত্মস্বার্থ করে ত্যাগ পর উপকারে।।
গুরুচাঁদ যন্ত্রী মোর আমি যন্ত্র হই।
যে ধুন্ বাজায় প্রভুর তাতে বাধ্য রই।।
এইমত হয় ভেবে ভক্তের লক্ষণ।
কামনা হইয়ে শূন্য ভজে নারায়ণ।।
নিস্বার্থ ভাবেতে যেবা ভজে গুরুচাঁদে।
প্রভুকে বাঁধিতে পারে ভকতির ফাঁদে।।

রক্ষা করে প্রভু তাঁকে সাজিয়ে প্রহরী।
ছায়ারূপে থাকে প্রভু আজীবন ভরি।।
প্রভুর আশ্চার্য্য খেলা বোঝা বড় দায়।
একেরে করায়ে কর্ম্ম বহুকে শিখায়।।
দাস কন্যা দ্বারা অদা এমত করিয়ে।
ভক্তিতে থাকেন বাধ্য দিলেন দেখিয়ে।।
এহেন দয়াল ভাবে না মিলিবে কভু।
গুরুচাঁদ সর্ব্বসার ত্রিজগতের বিভু।।
তাহাকে পাবার পন্থা ভক্তি অকামনা।
বারে বারে সাধুগণে ক'রেছে বর্ণনা।

শ্লোক

স্বকর্ম নিছকং ফল নিদৃষ্ট যোনী যাং যাং ব্রজ-মোহন। তস্মাং তস্মাং হৃষিকেশ ত্বয়ার্ভক্তি দৃঢ়া রুমে। সুখং দুখং সর্বসারং তং হি প্রভু জনার্দ্দন। তৎ বাঞ্ছা পুরণার্থে যত্র কর্ম করিশ্মতিঃ।।

এইমত বলি যত মতুয়ার গণ।
প্রেম সাগরের মাঝে হইল মগন।।
অবিশ্রান্ত বহে ধারা বয়ান বাহিয়া।
আকুল হইল কেহ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
ধন্যা এই দাস কন্যা সতী শিরোমণি।
ভক্তিতে করিল বাধ্য সাধনের মণি।।
যোগী গণে ধ্যান যোগে না পায় যাহারে।
ভক্তি ডোরে দাস কন্যা বাঁধিল তাহারে।।
ইচ্ছামত ভুঞ্জইল করিয়ে যতন।
প্রভুকে সাজায় অদ্য আপন নন্দন
ভব-নাট্য রঙ্গ মঞ্চ যাহার র'চঃ
তাহাকে নাচায় সতী করিয়ে ইঙ্গিত
যাহার ইঙ্গিতে নাচে এ বিশ্ব সংসার।
যার ইচছা অনুক্রমে আহার বিহার।।
চন্দ্র সূর্য উদয়াস্ত যাহার ইচ্ছায়।
অকাতরে ধন দান ক'রেছে তাহায়।।
এইমত কহে কত মধুর ভারতি।
মহাপ্রভু বলিলেন ডাক্তারের প্রতি।।
শুনহ হে হৃদয় আমি করিব গমন।
উদ্যোগী হও হে যত মতুয়ার গণ।।
এত শুনি সে হৃদয় অঞ্জলি পুরিয়ে।
প্রণাম করিল অর্থ প্রভু ঠাঁই দিয়ে।।
হইল পঞ্চাশ মুদ্রা ডাক্তারের দান।
দাস কন্যা করে দান আশ্চার্য্য বাখান।।

দেড় শত মুদ্রা ধনি দানিল গোপনে।
দুই শত মুদ্রা হ'ল প্রভুর সদনে।।
এইমত মুদ্রা প্রভুর পেলেন তথায়।
সযতনে রাখিলেন যত মতুয়ায়।।
হেনকালে শ্রীযাদব ঢালী মহাশয়।
যাদব মল্লিক সনে হ'লেন উদয়।।
মহাপ্রভু পদপ্রান্তে প্রণাম করিল।
নেহারিয়ে মহাপ্রভু বলিতে লাগিল।।
শুন শুন ম'তোগণ পূর্ব্ব ইতিহাস।
সুবর্ণ অঙ্গুরী ব'লে আছে উপন্যাস।
অঙ্গুরীর গুণ বলি সবার সাক্ষাতে।
বাধা রহে যে জনার থাকিত হস্তেতে।।
সে জনা চাহিত যাহার অঙ্গুরীর ঠাঁই।
অবিলম্বে শ্রীঅঙ্গুরী পুরাইত তাই।।
সেইমত দেখ মোর যাদব দু'জন।
দোহার অঙ্গুরী সম হ'য়েছি এখন।।
দোহে যা বলিবে মোরে তাহাই করিব।
যে দিকেতে নিয়ে যায় সে দিকে যাইব।।
কার কথা না শুনিব জানিও সবাই।
যা বলিবে দু'যাদব করিব হে তাই।।
এত যদি বলিলেন ভকত রঞ্জন।
আনন্দেতে হরিধ্বনী করে মতোগণ।।
যে যে ভক্ত লইবারে ক'রেছে আশায়।
তৃষিত নয়নে যাদবের পানে চায়।।
যাদব বলেছে হবে পদুমায় যেতে।
শেষে যাহা হয় প্রভু হবে তথা হ'তে।।
কৃপা করি মহাপ্রভু স্বীকার করিল।
হরিগুরু প্রীতে সবে হরিধ্বনি দিল।।

মহাপ্রভুর পদুমায় যাত্রা

অপরের মতুয়া মিলি মনে হ'য়ে কুতূহলী
চালাইল প্রভুর তরণী।
যতেক মতুয়া সবে প্রেমানন্দে উৎসবে
মুহুর্মুহু করে হরিধ্বনি।।
যত বেগে তরী যায় যাইতে সে পদুমায়
ম'তোগণে মনেতে উল্লাস।
যাদব মল্লিক অতি হইল আনন্দ মতি
হৃদিমাঝে হ'ল প্রেমোচ্ছাস।।
লোহার গাতিতে ধাম শ্রী যাদব গুণ ধাম
বসিয়ে শ্রীমহাপ্রভু পাশ।
মনে মনে গৃহে গিয়ে আনন্দে পূর্ণিত হ'য়ে
মহাভাব করেন প্রকাশ।
যেন রহি নিজ ঘরে বলিতেছে সবাকারে
আসিতেছে প্রভু দয়াময়।
শুন এবে মোর বাক্য সবে মিলি হ'য়ে ঐক্য
গৃহ সজ্জা করহ ত্বরায়।।
যেন শুনে সেই ভাষ মনেতে হ'য়ে উল্লাস
গৃহ সাজ আরম্ভিল সবে।
আনিয়ে কদলী বৃক্ষ প্রতি সারী করে ঐক্য
পুতিলেক পরম উৎসবে।
বাটী হ'তে কিছু দূরে ঘাট হয় নদী তীরে
উচু নীচু সমতল কৈল।
কদলীর বৃক্ষ সনে নানাবর্ণের কাগজ এনে
সযতনে বেষ্টন করিল।।
অপরে সাজায় গৃহ অন্তরে অনন্তোৎসাহ
প্রেমশস্যা করে সযতনে।
হরিগুরুচাঁদ নাম লিখিলেন গুণধাম
প্রেমধারা বহে দু'নয়নে।।
গৃহের সম্মুখে রাখে শ্রী যাদব মনোসুখে
দরশনে জুড়ায় পরানী।
ক্রমে হয়ে প্রেমাকুল রচি কত ভক্তি ফুল
থরে থরে রাখে গুণমণি।।
এইমত করে সাজ শ্রী যাদব হৃদি মাঝ
কেহ তাহা নাহি জানে কভু।
ভকতের হৃদিমাঝে সে সাজায় হেন সাজে
জানে এই অন্তর্য্যামী প্রভু।।
সে সাজ কি অন্যে জানে যাকে সাজায় সে জানে
আর জানে যেজন সাজায়।
আমি তাঁর জানি বা কি জেনেছিল সে জানকী
সাজাইল ভক্তি লতিকায়।।
প্রভু থাকে ওড়াকাঁদীসে জানকী মোলাকাঁদী
কাঁদী কাঁদী হইল মিলন।
আরোপে ত্যজিয়ে ধাম পহুঁছিয়ে শ্রীশ্রীধাম
ভক্তিমালা করিল অর্পণ।।
লীলামৃত গ্রন্থমাঝে লিখিছেন রসরাজে
ভক্তিধন এমনই প্রবল।
যেখানে সেখানে থেকে আরোপে প্রভুকে
ভক্তি ভরে দিল ভক্তিদল।।
অন্তরেতে কাঁদা কাঁদী প্রেমরসে বাঁধা বাধি
করে শুধু ভক্তে আর হরি।

শ্রীযাদব গুণিমণি সাজাইল হৃদিখানি
বসাইতে পারের কাণ্ডারী।।
অপরেও পুরজনে সবাই আনন্দ মনে
করিতেছে গৃহের সাজন।
দেবদারু পত্র এনে গ্রন্থি করি সযতনে
সিংহদ্বারে ক'রেছে বেষ্টন।।
নানা বর্ণ কাগজেতে নানা পুষ্প রচি তাতে
রাখিয়াছে সবে ঠাঁই ঠাঁই।
অতি সুনির্ম্মল সাজ যাদবের গৃহ মাঝ
সে সাজের তুল্য দিতে নাই।
বিস্তারিয়ে লিখিব কি এ সাজের জানি বা কি
যেবা সাজে এ গৃহ শোভিত।
ভক্তের ভক্তি সাজ সাজিয়েছে হৃদিমাঝ
যাদবের দেহে যাঁর স্থিতি।।
সে সাজার হেন সাজ যাদবের গৃহে আজ
মরি মরি লইয়া বালাই।
যাদবের প্রেমানন্দে হরি বল ম'তোবৃন্দে
গুরুচাঁদ পদে নিয়ে ঠাঁই।।

প্রভুর ভাউড়িচরে ভ্রমণ পূর্ব্বক পদুমায় গমন

ম'তোগণে বাহে তরী আনন্দিত হ'য়ে।
পদুমার দিকে সবে চলিয়াছে বেয়ে।।
পথে ভাউড়ির চরে থামিল তরণী।
তথায় বিলম্ব কিছু করে গুণমণি।।
এ সময় মাধবেন্দ্র যাদবের পাশে।
আনন্দিত হৃদে কহে সুমধুর ভাষে।।
কেহ কেহ অগ্রভাবে যাক্ পদুমায়।
কর্ম্মাদি করুক তাঁরা যাইয়ে তথায়।।
শ্রীযাদব ঢালী বলে মাধবেন্দ্র ঠাঁই।
ভাল কথা বলিয়াছ করা হ'ক তাই।।
কৃষ্ণপুরবাসী হয় শ্রীশ্যামা চরণ।
তাঁর ঠাঁই মাধবেন্দ্র ব'লেছে বচন।।
অগ্রে তুমি পদুমায় করহ গমন।
দৈবকী দিদিকে বল সংবাদ বচন।।
পাক আয়োজন গিয়ে করহ তথায়।
পশ্চাতে যাইব মোরা ল'য়ে দয়াময়।
শ্রুত মাত্র শ্যামচাঁদ চলে উভরায়।
দৈবকীর ঠাঁই গিয়ে সংবাদ জানায়।।
ওগো দিদি আসিতেছে প্রভু দয়াময়।
পাক আয়োজন তুমি করহ ত্বরায়।।
শ্রুত মাত্র দৈবকিনী মনের আনন্দে।
ভাসাইল বক্ষস্থল দাদা ব'লে কেঁদে।।
কি কথা শুনালি তুই দাদা শ্যামাচাঁদ।
কতক্ষণে আসিবেন হৃদয়ের চাঁদ।
বিন্দুমতি নাম হয় যাদবের নারী।
তিনি বলে এই মোর ভক্তাধীন হরি।।
কই কই শ্যামাচাঁদ প্রভু গুরুচন্দ্র।
কতক্ষণে আসিবেন ল'য়ে ভক্তবৃন্দ।।
এত বলি ভাসে মাতা আনন্দ গোলায়।
কোথা হে ভক্ত বৎসল প্রভু দয়াময়।।
মোরা যে ভজন হীন এ বিশ্ব মাঝারে।
আসিবে কি কৃপা করি পূর্ণ কুঠিরে।।
বল বল বাছাধন রেখে এলি কোথা।
কোন ঠাঁই আছে মোর ত্রিজগত পিতা।।
কিবা আছে ভগ্ন গৃহে আয়োজন তরে।
কিবা দিয়ে ভুঞ্জাইব কৃপার সাগরে।।
হায় হায় কি করিব কোথা বা কি পাব।
প্রভুর শুশ্রুষা আমি কি দিয়ে কিরব।।
নিত্য নিত্য কুঞ্জে প্রভু নানা উপচারে।
অদ্য মোরা কিবা দিয়ে ভুঞ্জিব তাঁহারে।।
বলিতে না পারে আর বিন্দুমতি সতী।
কি দিয়ে ভুঞ্জিব বলি দুঃখে ফাটে ছাতি।।
মৎস্য ডাল আয়োজন কে করিবে বল।
কি করিবে কেবা এবে সেবিতে দুলাল।।
শ্যামাচাঁদ বলে মাতা কোন চিন্তা নাই।
সংগ্রহ করিয়ে ল'বে শ্রীগুরু গোসাই।
ভাউরিয়া চরে কিছু বিলম্ব হইল।
মনে হয় তথা হ'তে তরী চালাইল।।
দৈবকিনী বলে দাদা যাহা হয় কর।
কৃপা করি যাহা করে কৃপার সাগর।।
আমাদের যাহা আছে জানে তা সকল।
জেনে যাহা করে মোর ভকত বৎসল।।
এত বলি দৈবকিনী রান্না চড়াইল।
হেনকালে সব দ্রব্য আসিয়া মিলিল।।
কেহ আনে চাল ডাল আর তরকারী।
কেহ বা ধাইল কোথা দেখি চেষ্টা করি।।
এইভাবে আয়োজন হৈল পদুমায়।
প্রভু পার্শ্বে শ্রীযাদব অটল হৃদয়।।

প্রভুকে পাইয়ে হয় আত্ম স্মৃতি হারা।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেম ধারা।।
নিজ গৃহ ব'লে আর কিছু মনে নাই।
কি দিয়ে করিবে সেবা শ্রীগুরু গোসাই।।
গৃহে কিছু আছে কিনা পাব কোন স্থানে।
তাঁর লেশ মাত্র নাই যাদবের প্রাণে।।
যাদব মল্লিক মনে জানে অনুক্ষণ।
যার কর্ম সে করিবে আমি কোন জন।।
যদি থাকে পদুমায় ভোজ নিতে সাধ।
সে যোগাড় করিয়াছে প্রভু গুরুচাঁদ।।
কাকে কি করেন প্রভু বোঝা বড় দায়।
কেমন অটল ভক্তি যাদব হৃদয়।।
এ কারণ প্রভু ঠাঁই বসিয়ে যতনে।
রূপ সুধা করে পান আনন্দিত মনে।।
মতুয়ার গণ সবে প্রফুল্লিত কায়।
তরণী বাহিয়া গিয়ে পৌঁছে পদুমায়।।
উচ্চরবে ম'তোগণে বলে হরি হরি।।
প্রতি গৃহে হুলুধ্বনি করে যত নারী।
ক্রমে গিয়ে প্রভু তরী ঘাটেতে পৌঁছিল।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি কৈল।।
ধান্য দুর্বা এনে সেই যাদব রমণী।
ভক্তি ভরে পুজিলেন প্রভুর তরণী।
পরে ধনী গৃহে গিয়ে পাতিল আসন।
তীরেতে নামিল মোর ভকত রঞ্জন।।
বসিলেন গৃহ মাঝে প্রভু দয়াময়।
চারিদিকে বসিলেন ভকত নিচয়।।
পরম উল্লাসে বৈসে মতুয়ার বৃন্দ।
সবা মাঝে সুশোভিত অকলঙ্ক চন্দ্র।।
সুবর্ণ আকার হয় বরণ উজ্জ্বল।
তপন কাঞ্চন যথা করে ঝলমল।।
ভক্তগণ সনে আছে প্রভু দয়াময়।
বাহিরেতে শ্রীযাদব নাচিয়ে বেড়ায়।।
অন্তরে অনন্তোৎসাহ আখি ছল ছল।
হৃদিমাঝে পূর্ণ মাত্রা উক্তি সুনির্ম্মল।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মুখে বলে হরি।
ক্ষণে ক্ষণে করে নিত্য বাহু উর্দ্ধ করি।।
মাধবেন্দ্র পরিচর্য্যা করে অনুক্ষণ।
শ্রীযাদব ঢালী সদা করে দরশন।।
এইভাবে দেহে তথা পরিচর্য্যা করে।
শ্রীযাদব মল্লিক নাচিছে প্রেম ভরে।।

এইমত হ'ল তথা ভাব উদ্দীপণ।
প্রেমানন্দে নাম গায় মতুয়ার গণ।।
প্রেমরসে মাতোয়ারা মতুয়া সকল।
হরিগুরুচাঁদ বলে ছাড়ে আখিজল।।
লম্ফ ঝম্ফ গাত্র কম্প করো বা হ'তেছে।
হরিচাঁদ ব'লে কেহ ধুলায় প'ড়েছে।।
কা'রো বহে আখিজল বয়ান বাহিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে বলি হরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
কাহারো ঘটেছে অষ্ট স্বাত্বিক বিকার।
বিভৎস্য পুলক অঙ্গ কম্পে থর থর।।
যাদব মল্লিক হ'য়ে প্রেমে মাতোয়ারা।
দুনয়নে অনুক্ষণ বহে প্রেমধারা।।
এইমত হয় নাম প্রহরেক কাল।
কাঁদিতে কাঁদিয়ে সব চক্ষু করে লাল।।
পুরুষ রমণী কাঁদে আকুল হইয়া।
সব মিলি এক মনে পড়েছে ঢলিয়া।।
ওদিকেতে দৈবকিনী করিতেছে রান্না।
তাহাতে মিশ্রিত করি ভক্তি রস কান্না।।
ক্ষণে এসে হুলুধ্বনি করয় সঘনে।
আঁখিজল অনুক্ষণ বহেছে নয়নে।।
যাদবের ভ্রাতুস্পুত্র শীতল মল্লিক।
শ্রীযাদব বাসে ভাল পুত্রের অধিক।।
যে জন আনিল মৎস্য বহু চেষ্টা পেয়ে।
সবাই সন্তোষ হল সে মৎস্য হেরিয়ে।।
বহুবিধ মতে তথা হইল যোগাড়।
রন্ধন করিয়ে সবে রাখে ভারে ভার।।
ঘৃত পক্ক দ্রব্য আদি করিল বহুত।
প্রভুর কৃপায় বহু হইল মজুত।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি সন্দেশ মিছরি।
প্রভুর সেবার তরে আনে ভক্তি করি।।
এইভাবে বহু দ্রব্য হ'ল আমদানী।
ভুঞ্জিবেন মহাপ্রভু হৃদয়ের মণি।।
যাদব রমণী থেকে মহাপ্রভু পাশ।
প্রেমানন্দে প্রভু অঙ্গে দিতেছে বাতাস।।
রান্না সারী দৈবকিনী এসে প্রভু পাশে।
ভক্তি ভরে বলিতেছে অতি মৃদু ভাষে।।
রন্ধন হ'য়েছে প্রভু করুন ভোজন।
অপরে প্রসাদ লভে মতুয়ার গণ।।
প্রভু বলে শুন যত মতুয়া সকলে।
সমাপ্ত করহে সেবা সবে হরি ব'লে।।

এত যদি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
নাম ক্ষান্ত করে সবে আনন্দ হৃদয়।।
ভোজ লভিবারে সবে করেছে উদ্যোগ।
গৃহ মাঝে হইতেছে জগন্নাথ ভোগ।।
যাদব মল্লিক গিয়ে প্রভুর স্বকাশে।
দাঁড়াইয়া রহে গললগ্নি কৃত বাসে।।
বয়ান বাহিয়া পড়ে বিন্দু বিন্দু ধার।
হৃষ্টচিতে মহাপ্রভু করেন আহার।।
ভক্তি ভরে দৈবকিনী প্রভুকে যোগায়।
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় যেবা যত হয়।।
দধি দুগ্ধ মিষ্ট আদি পরমান্ন সব।
সেবিলেন মহাপ্রভু মনেতে উৎসব।।
সমাধা করিল ভোজ অতি হৃষ্ট মনে।
প্রাঙ্গণে বসিল যত মতুয়ার গণে।।
হরিগুরুচাঁদ বলি দিয়ে নাম ভীর।
ভোজন কলিল যত মতুয়া সুধীর।।
সবে বলে অদ্য হইয়াছে রান্না।
মনে হয় রান্না করিয়াছে অন্নপূর্ণা।।
ভোজন সমাধা করে মুতয়ার গণ।
ঠাই ঠাই বসিয়াছে আনন্দিত মন।।
এইমতে মহাপ্রভু ভোজন করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীমৎ যাদব মল্লিকের আত্ম নিবেদন

যখনে আনন্দ মনে কত মতুয়ার গণ
করিলেন ভোজ আয়োজন।
হরিগুরুচাঁদ বলে ভীর দিয়ে কুতূহলে
প্রসদান্ন করিল গ্রহণ।
যাদব মল্লিক যিনি হরি ভক্ত গুণমণি
প্রেমে মত্ত আছে অনুক্ষণ।
আসিয়ে সবার ঠাঁই হরি বলে ছাড়ে হাই
প্রেমধারা নয়নে পতন।।
কেঁদে বলে শ্রীযাদব শুনহে মতুয়া সব
নিবেদন সবাকার পায়।
আমার শেষের কোলে হরিগুরুচাঁদ ব'লে
মম প্রাণ যেন বাহিরায়।।
আর এক নিবেদন শুনহে মতুয়া গণ
কর্ম্ম গুণে যথা জন্মে লই।
মনে মোর এই সাধ পাই যেন গুরুচাঁদ
তোমাদের যেন দাস হই।।
যেন পাই সাধু সঙ্গ নহে যেন হয় ভঙ্গ
হরিগুরুচাঁদ বলি কাঁদি।
নাম রসে থাকি মেতে যেন মহতের সাথে
কেঁদে যেন আসি ওড়াকাঁদি।।
এমত শুনিয়ে বাণী যত সব মহাজ্ঞানী
বুঝিলেন শেষ নিবেদন।
ছোট বড় যেবা ছিল সবাই আকুল হ'ল
শুধু থাকে তাকিয়ে বদন।।
ক্রমে ভাব শান্ত হ'ল ভোজ কর্ম সমর্পিল
হরিগুরুচাঁদ বলি সুখে।
মুখ প্রক্ষালণ করি বৈসে সবে শয্যাপরি
ভক্তি তত্ত্ব কহে মনোসুখে।।
প্রভু বলে শ্রীযাদব পূর্ণ হ'ল মহোৎসব
চল এবে সে লোহারগাতী।
শুনিয়ে যাদব বলে যাব সেথা সবে মিলে
তাতে প্রভু আছে কিবা ক্ষতি।।
শ্রুতমাত্র দৈবকিনী পিতার মুখের বাণী
বলিলেন নিজ মাতা প্রতি।
এস মাগো ত্বরা করি প্রভুকে প্রণাম করি
এবে চলে সে লোহারগাতী।।
এত বলি মায়ে ঝিয়ে প্রেমেতে পূর্ণিত হিয়ে
প্রভু পদে প্রণাম করয়।
ছল ছল আঁখিতারা দু'নয়নে বহে ধারা
দোহাকার বরিষার প্রায়।।
কেঁদে বলে দেবকিনী কি বলিব গুণমণি
কেহ নাই আমার বলিতে।
ভক্তিহীনা দাসী ব'লে রাখিও চরণ তলে
যেন পাই ও পদ সেবিতে।।
তুমি প্রভু দয়াময় পদে রেখ অবলায়
কৃপণতা ক'র না কখন।
অগতির গতি তুমি তুমি হে জগত স্বামী
এ দাসীকে দিও শ্রীচরণ।।
এমত বলিয়ে ধনী হইয়ে আকুল প্রাণী
কাঁদে ধনী প্রভুপদ পাশে।
বিন্দুমতি ঠাকুররাণী যাদব অঙ্কশায়িনী
ডগমগ হ'ল ভক্তি রসে।।
কেঁদে কহে সেই ধনী শুন মোর গুণমণি
তুমি হও সংসারেতে সার।
তুমি প্রভু অন্তর্য্যামী সকলই জান তুমি
ওহে প্রভু কি বলিব আর।।

রাখ মার যাহা কর তব বাঞ্ছা পূর্ণ কর
তুমি হও ভকত বৎসল।
তুমি অনাদির আদি গুরুচাঁদ গুণনিধি
বাঞ্ছা মাত্র শ্রীপদ কমল।।
প্রভু বলে শুনিবেও যদি মোরে গৃহ পাও
তাহ'লে ত কোন দুঃখ নাই।
যাদবের পুত্র আমি আমার জননী তুমি
নাহি মোর সহোদর ভাই।।
যাহা হয় করিবারে তাই কর বসি ঘরে
আর ক'র সুধা সেবা কাম।
মেয়ের ঝিয়ে এক হ'য়েওড়াকাঁদী পানে চেয়ে
দিবানিশি কর হরিনাম।।
দেবকীরে রক্ষিবারে যাহা হয় করিবারে
সে কারণ রহিয়াছি আমি ;
ম'তো প্রতি যত্ন ক'র হবে সব দুঃখ দুর
প্রহরী স্বরূপ মাত্র তুমি।।
এইমত বলি প্রভু গুরুচাঁদ বিশ্ববিভু
মধুমাখা প্রবোধ দানিল
কে বোঝে প্রভুর লীলা কখনে কি খেলে খেলা
প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর লোহারগাতী গমন

এইমত প্রবোধিয়ে প্রভু দয়াময়।
উঠিলেন তরী পরে আনন্দ হৃদয়।।
দৈবকিনী সহ মিলি বহু রামাগণ।
মনোল্লাসে হুলুধ্বনি করে ঘনে ঘন।।
মতুয়ার গণ সবে দিয়ে হরিধ্বনি।
আনন্দে বাহিয়া দিল প্রভুর তরণী।।
হেনকালে এক ধনী বলে প্রভু প্রতি।
মম গৃহে যেতে হবে অগতির গতি।।
উত্তমা নামিনী হল ভক্তা তারকের।
তারকে করিয়া গুরু কাটে কর্ম ফের।।
রসনা ক'রেছে কৃপা তাঁহার উপর।
ঠাকুরাণী ব'লে ডাকে যত শিষ্য তার।।
সেই ধনী প্রভু পাশে ক'রেছে বিনয়।
আঁখিজলে বাহি তাঁর বক্ষঃ ভেসে যায়।।
ভক্তিবাধ্য গুরুচাঁদ দয়া প্রকাশিল।
কৃপা করি উত্তমার গৃহেতে চলিল।।
কিছুক্ষণ থাকি পুনঃ উঠেন নৌকায়।
উত্তমা বিপুল ভক্তি করে প্রভু পায়।।
সাধ্যমত করে দান ভক্তি সহকারে।
উঠিলেন মহাপ্রভু স্বীয় তরী পরে।।
হুলুধ্বনি মুহুর্মূহু করে রামাগণে।
হরিধ্বনি করে যত মুয়ার গণে।।
তরণী চালায় সবে পুলকিত কায়।
কেহ গুণ গুণ স্বরে হরিগুণ গায়।।
অবিলম্বে উপনীত সে লোহারগাতী।
নদী তীরে দিল জয় যতেক যুবতি।।
যাদব ঘরণী শান্তি, ধান্য দুর্ব্বা নিয়ে।
পূজিল প্রভুর তরী ভকতি করিয়ে।।
মতুার গণ সবে বলে হরি হরি।
আনন্দেতে হরিধ্বনি করে যত নারী।।
শ্রীযাদব ঢালী কহে কৃতাঞ্জলি পুটে।
তীরেতে চলুন প্রভু আসিয়াছি ঘটে।।
এই শ্রীযাদব হয় সদজ্ঞানী সুমতি।
বহু পুরুষ এদেশে ক'রেছে বসতি।।
ইহার যে বংশধর যত যত জন।
সকলেই বিশ্বমাঝে হরি পরায়ণ।।
এ বংশের গুণপনা সর্বত্র ব্যপিয়ে।
দেশবাসী গাহে গুণ হরষিত হ'য়ে।।
পর উপকারে ব্যস্ত যাদব সদজ্ঞানী।
বড় কর্ত্তা বলি লোকে বলেন কাহিনী।
সেই সে যাদব গৃহে প্রভু দয়াময়।
উপনীত হ'ন এসে হরিষ হৃদয়।।
যাদবের গৃহে চলে সঙ্গে ম'তো গণ।
নৌকাতে রহিল মাত্র ভক্ত পঞ্চজন।।
দৌড়ে গিয়ে শ্রীযাদব পাতিল আসন।
তথা গিয়ে বসিলেন ভকত রঞ্জন।।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়ার গণ।
কিবা মধুময় শোভা হ'য়েছে দর্শন।
দেবতা বেষ্টিত যথা শোভিত দেবেন্দ্র।
তদধিক শোভিয়াছে প্রভু গুরুচন্দ্র।।
বহুলোক সমাগম হইল তথায়।
অনিমিষ নেত্রে সবে প্রভু পানে চায়।।
জ্যোতির্ময় হ'ল পুরী প্রভু আগমনে।
রামাগণে হুলুধ্বনি দিতেছে সঘনে।।
আসিয়াছে বহুলোক প্রভু হেরিতে।
পালটিতে নারে আঁখি রহিল এমতো।।
কাগজে সজ্জিল পুরী করে ঝলমল।
তাঁর মাঝে মহাপ্রভু ভকত বৎসল।।

প্রতিবাসী গ্রামবাসী যতেক আইল।
প্রভুকে হেরিয়ে সবে বিস্মিত হইল।।
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি হ'তেছে দ্বারেতে।
এমত করয় সবে প্রভুকে হেরিতে।।
অন্ধকারে কেহ যদি জ্বালায় অগিনী।
দ্রুতবেগে আসে ধেয়ে যত পতঙ্গিণী।।
ঝাঁপিয়ে পড়য় সেই অনল মাঝারে।
মরিবার শংকা কিছু না থাকে অন্তরে।।
সেই মতে হেরে যত গ্রাম বাসী লোক।
বহু কষ্ট পায় তবু অন্তরে পুলক।।
ওষ্ঠাগতময় প্রাণ প্রভুকে হেরিতে।
তবু করে ঠেলাঠেঠি থাকিয়া দ্বারেতে।।
বহুক্ষণ এইমত করি ঠেলাঠেলি।
অপরে বসিল সবে গুরুচাঁদ বলি।।
কেহ বা বাহিরে গিয়ে বলে অন্যজনে।
হেন প্রেমময় ছবি না দেখি নয়নে।।
সোনার বরণ যেন নদীয়ার চাঁদ।
মিলন করিল অঙ্গ যথা গুরুচাঁদ।।
চাঁদে চাঁদে ঘেরা চাঁদ তাহে হেন শোভা।
অঙ্গ হতে বাহিরায় যেন কালো আভা।।
রামকৃষ্ণ গৌর রূপ একর মাঝ।
স্বরূপ ধারী যেন গুরুচাঁদ রাজ।।
অন্যজনে মনে মনে বলি নানা কথা।
আপনার মনো মধ্যে পাইয়াছে ব্যথা।।
এ যাদব হয় সত্য ম'তো যোগ্য বটে।
নহিলে কি হেন দিন তাঁর ভাগ্যে ঘটে।।
এতবধি মোর প্রাণে ছিল নানা সন্দ।
ম'তোদের প্রতি কত বলিয়াছি মন্দ।।
ভেবেছি ইহারা হয় নির্বোধের গণ।
হৈ হৈ ক'রে তাই ভ্রমে অনুক্ষণ।।
কিসে হয় ওড়াকাঁদী পূর্ণ অবতার।
যত মূর্খ সেই সব ক'রেছে প্রচার।।
অদ্য তাঁর স্বপ্রমাণ হেরিলাম চোখে।
সব সন্ধ দূরে গেল গুরুচাঁদে দেখে।।
সত্য সত্য ওড়াকাঁদী ক্ষীরোদের হরি।
পূর্ণ ভাবে হেরিলাম রূপের মাধুরী।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কিম্বা হরিচাঁদ।
সর্ব রূপ ধারী ইনি প্রভু গুরুচাঁদ।।
হেন ধনে ম'তোগণে লভিয়ে সবায়।
হরিচাঁদ বলি তাই কাঁদে উভরায়।।

ধন্য মতুয়ার গণ এ মহি মণ্ডলে।
ভক্তিতে ক'রেছে বাধ্য ভকত বৎসলে।।
এমন বলিয়ে সে কাঁদিতে লাগিল।
নয়ন জলেতে তাঁর বসন তিতিল।।
পুন বলে জীব হিতে এল এই ধন।
বিনামূল্যে প্রেমধন করে বিতরণ।।
হয় নাই ভবে কভু হেন অবতার।
যাচিয়ে করেন কৃপা কৃপার সাগর।।
কাঙ্গালের বন্ধু হয় প্রভু গুরুচন্দ্র।
কাঙ্গালে করিতে ধনী এল হেন চন্দ্র।।
হবে না জগতে কভু হেন অবতার।
ওড়াকাঁদী পূর্ণ লীলা হ'য়েছে এবার।।
এমত বলিয়ে পুনঃ কাঁদিতে লাগিল।
কেহ বা হইয়ে ব্যস্ত কাহাকে ধরিল।।
এইভাবে বহুলোক হ'য়ে দ্রবময়।
প্রভুকে হেরিয়ে ভাসে প্রেমের গোলায়।।
অপরে আইল যত কুলের কামিনী।
অনিমিষ নেত্রে সবে হেরে গুণমণি।।
আঁখিজল অনুক্ষণ বহে সবাকারে।
অনর্গল ভাবে শুধু করে দরদর।।
এইমত ভাবে সবে করে দরশন।
নারীগণে হেরে রূপ ভুবন মোহন।।
সোনার বরণ তনু কিবা মনোহর।
চন্দ্র দীপ্ত যিনি আভা সুন্দর অধর।।
মৃদু মৃদু হাস্য তাহে অতি সুমধুর।
সুশোভিত মস্তকেতে চাচর চিকুর।।
গৃহে না যাইতে পারি কুলবালা গণ।
রূপেতে হরিল প্রাণ অচল চরণ।।
প্রাণ ভরি রূপ সুধা করে সবে প্রাণ।
যত পিয়ে তত হয় পিপাসিত প্রাণ।।
কেহ বলে ওগো দিদি কি দেখহ আর।
কিবা মনো মুগ্ধকর ছবি চমৎকার।।
মনে হয় ছবিখানি রাখি হৃদে পুরী।
চরণ পূজিব দিদি দিবস শর্বরী।।
সে ধনী শুনিয়ে কহে কি আর বলিস।
এ বড় প্রেমের ছবি অন্তরে জানিস।।
শুনিয়াছি পূজে ছিল দেবী শ্রীজানকী।
হরিচাঁদ ছবিখানি হৃদি মাঝে আঁকি।।
ছবি যার তিনি থাকে শ্রীধাম ওড়াকাঁদী।
জানকী সাজায় ছবি থেকে মোল্লাকাঁদী।।

কে পারিবি হেনভাবে এ ছবি সাজাতে।
মিছে গল্প আর কেন করিব মুখেতে।।
এত শুনি পূর্ব ধনী ক'রেছে রোদন।
কৃপা করি প্রভু মোরে দেহ ভক্তিধন।।
এইভাবে রামাগণ কাঁদিল বিস্তর।
অপরে বাহিরে এল ব্যাকুল অন্তর।।
বাহিরে মতুয়াগণ ক'রেছে কীর্ত্তন।
করতালী দেয় কেহ প্রেমেতে মগন।।
হাসে কান্দে নাচে গায় পুলকিত কায়।
হরি গুরুচাঁদ ব'লে ধুলায় লোটায়।।
লম্ফ ঝম্ফ গাত্র কম্প হয়েছে কাহার।
কাহার বা হয় অষ্ট স্বাত্বিক বিকার।।
কেহ বলে জয় হরি মনের পুলকে।
স্থির নেত্র করি কেহ ছুটে চারিদিকে।।
হরিগুরুচাঁদ বলি কেহ ছাড়ে ডাক।
দ্রুতবেগে ছোটে যথা বান বেড়া পাক।
কেহ বাহু উর্ধ্ব করি বলে হরিবল।
প্রেমে তনু ডগমগ আঁখি ছল ছল।।
কেহবা ব্যাকুল চিতে ক'রেছে রোদন।
নয়ন জলেতে সিক্ত হইল বসন।।
এইমত নাম করে মতুয়ার গণ।
নরনারী সবে মিলি জুড়েছে ক্রন্দন।।
উঠিল রোদন ধনী নামে প্রেমে মেতে।
বহিল প্রেমের বন্যা খরতর স্রোতে।।
টলমল হ'ল শ্রীযাদবের ধাম।
নরনারী এক সনে করে হরিনাম।।
কেহ বা পীড়ায় পরে কেহ বারেন্দায়।
যুবতী রমণী কাঁদে ঘরের কোনায়।।
এইমত প্রেমবন্যা বাড়িতে লাগিল।
মুহুর্মুহু রামাগণে হুলুধ্বনি দিল।।
ক্ষণে দিল হুলুধ্বনি ক্ষণে বলে হরি।
দুনয়নে অবিরত বহে প্রেমবারি।।
শ্রীযাদব চন্দ্র ঢালী প্রেমেতে মগন।
সহোদর শ্রীযোগেন্দ্র তিনিও তেমন।।
মধ্যম ভ্রাতার পুত্র নামেতে চুবন।
বালকের সনে খেলে প্রেমের তুফান।।
যাদবের দুই পুত্র কার্ত্তিক গণপতি।
অনুক্ষণ নামে মত্ত দুই মহামতি।।
বাটীস্থ বালক যত নাম লব কত।
বাবুরাম দ্বিজবর আদি করি যত।।
সকলেই সম ভাব প্রেমেতে মগন।
সবাকার প্রেমধারা হ'তেছে পতন।।
বড়ই অমূল্য ভাব যাদবের গৃহে।
সবাকার হৃদি যেন প্রেমানলে দহে।।
পরিবার বর্গ এক ভাবেতে আপ্লুত।
হেরিয়ে মতুয়াগণ সবে দ্রবীভূত।।
হয় না হবার নাই যেন মহাভাব।
হয় নাই কোন দেশের এমত উৎসব।।
এদিকেতে মাধবেন্দ্র করে ছুটাছুটি।
বুঝিয়াছে অন্য যাহা হবে এই বাটী।।
প্রেমের পাথারে মগ্ন হবে পুরী শুদ্ধ।
প্রভু কৃপা সলিলেতে সবে হবে স্নিগ্ধ।।
তাই বুঝে খাটিতেছে বন্ধন লাগিয়া।
ধন্য ধন্য মাধবেন্দ্র ধৈর্য্যবন্ত হিয়া।।
প্রেমের তরঙ্গ রাখে হৃদয়েতে পুরী।
অন্তরে বহেছে সদা প্রেমের লহরী।।
বাহিরেতে কেহ তার ভাব নহে জানে।
যে খেলায় সে না জানে জানে জানে ২।।
সে তরঙ্গ মাধবেন্দ্র রেখেছে চাপিয়ে।
কর্ম্মে ব্যস্ত আছে তাই গিয়েছে ঘামিয়ে।।
অনেকেরে কার্য্য রত করে মাধবেন্দ্র।
হেরিয়ে আনন্দে ভাসে শ্রীযাদব চন্দ্র।।
রন্ধনাদি ব'লে আর কার মনে নাই।
নাম রসে মগ্ন হ'য়ে র'য়েছে সবাই।।
প্রভু মোর কৃপা যোগে সকলই দানিল।
মাধবেন্দ্র দেহে তাঁর বিকাশ হইল।।
তাহাতেই মাধবেন্দ্র বুঝিতে পারিল।
সর্ব্ব কর্ম্ম অবগত তাহাতেই হইল।
মাধবেন্দ্র পাশে গিয়ে শ্রীযাদব ঢালী।
সুমধুর ভাসে বলে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।।
শুন শুন মাধবেন্দ্র শুন মোর ভাই।
বাড়ী ঘর তোমাদের জানত সবাই।।
যাহাতে হইতে ভাল দেখিয়া লইবে।
অনুক্ষণ সর্ব্বদিকে নজর রাখিবে।।
মাধবেন্দ্র বলে তাহা বলিতে হবে না।
সে বিষয় আপনার নাহিক ভাবনা।।
এত শুনি চলি যায় মাধবেন্দ্র পাশে।
ক্ষণে ক্ষণে রহে গিয়ে মতুয়া সকাশে।।
কীর্ত্তনেতে গিয়ে ক্ষণে গড়াগড়ি দিয়ে।
ক্ষণেক ভাসায় বক্ষ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।

নানাভাবে করিতেছে বাহ্য স্মৃতি হারি।
ক্ষণে ক্ষণে করে নৃত্য উর্দ্ধ বাহু করি।।
অন্তঃপুরে রামাগণে হুলুধ্বনি দিয়ে।
রন্ধন আরম্ভ কর ভক্তি যুক্ত হিয়ে।।
মাধবেন্দ্র বলে সবে সামাল সামাল।
সদা যেন সবাকার বহে আঁখিজল।।
জগন্নাথ ভোগ হবে হরিদাস ঘরে।
তাই জেনে কর রান্না ভকতি অন্তরে।।
মাধবেন্দ্র বাক্য শুনি যত রামাগণে।
হরিগুরুচাঁদ বলি ডাকে সরোদনে।।
কেঁদে কেঁদে বলে কোথা মাগো অন্নপূর্ণা।
জগন্নাথ ভোগ হবে এসে কর রান্না।
এইমত বলিবারে বহে আঁখিজল।
জয় দিয়ে উনানেতে চাপাইল জ্বাল।।
অনুক্ষণ জাগে হৃদে এস অন্নপূর্ণা।
তুমি বিনে এ রন্ধন রন্ধন হবে না।।
এইমত অনুক্ষণ ডাকে সব মেয়ে।
বসন হইল আদ্র আঁখিজল বে'য়ে।।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু করুণা সাগর।
ভক্তিহীনা দাসী তব হ'য়েছে বিভোর।।
অন্নপূর্ণা মাতা এসে করুক রন্ধন।
রাঙ্গাপদে অবলার এই আকিঞ্চিন।।
এতক বলিয়ে ধনী কাঁদিতে কাঁদিতে।
আরম্ভিল রান্না কার্য্য ভক্তি যুত চিতে।।
দু'নয়নে বারি ধারা বহে অনুক্ষণ।
অন্নপূর্ণা মাতা এসে করেন রন্ধন।।
উত্তম উত্তম দ্রব্য হইল রন্ধন।
চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্য অগণন।।
বহুভাবে বহু দ্রব্য করিল রন্ধন।
রাখিয়াছে সারি সারি করিয়ে যতন।।
এ হেন সময় হ'ল প্রহর রজনী।
বহুলোক হয়েছে তথা আমদানী।।
মত্ত আছে সর্ব্বজনা নাম প্রেমরসে।
আঁখিজলে সবাকার বক্ষঃ যায় ভেসে।।
হেনকালে মাধবেন্দ্র প্রভুর সকাশে।
বলিলেন মৃদুস্বরে সকরুণ ভাসে।।
রান্না কার্য্য হইয়াছে ওহে দয়াময়।
অধিক হ'য়েছে নিশি ভোজ নিতে হয়।।
প্রভু বলে কি আপত্তি ওহে বাছাধন।
রান্না যদি হ'য়ে থাকে করিব ভোজন।
এতেক শুনিয়ে ঠাঁই করিল সত্বর।
ভোজনেতে বসিলেন ব্রহ্ম পরাৎপর।।
যাদবের নারী অতি ভকতি হৃদয়।
প্রভুর সেবায় দ্রব্য আনন্দে যোগায়।।
রন্ধনীর দ্রব্য সব করেন ভোজন।
দধি দুগ্ধ এনে দিল করিয়ে যতন।।
মহাপ্রভু ভোজনান্তে বৈসেন শয্যায়।
ভোজনে বসিল যত মতুয়া নিচয়।।
কেহ আনে জল পাত কেহ অন্ন আনি।
সবাকারে প্রাণ বহে প্রেম-তরঙ্গিনী।।
হরিধ্বনি করি' সবে বসিল ভোজনে।
হুলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণে।।
খাও খাও লও লও হইয়াছে রোল।
কেহ কেহ ভীর দিল ব'লে হরিবোল।।
নানা মতে ভীর দিল করিল ভোজন।
ভোজনান্তে বসিলেন মতুয়ার গণ।।
চারিদিক হ'তে বহু ভক্ত এসেছিল।
প্রভুকে লইতে সবে বাসনা করিল।।
প্রত্যেকেই নিবেদন চরণে জানায়।
মম গৃহে যেতে হবে ওহে দয়াময়।।
প্রভু বলে শুন সবে আমার বচন।
প্রতি গৃহে যাইবারে আছয় মনন।।
এক কালে সব গৃহে যাওয়া নাহি যায়।
ক্রমে ক্রমে যাব আমি সবার আলয়।।
প্রভুর সংহতি ছিল মতুয়া যাহারা।
একে একে সবাকারে ব'লেছে তাহারা।।
গোলযোগ না করিও শুন সর্বজন।
পরামর্শ করি সবে করহ ভ্রমণ।।
হইল বিরাট সভা যাদবের গৃহে।
প্রত্যেকেই নিতে চায় পরম উৎসাহে।।
শ্রীযুধিষ্ঠির বিশ্বাস আইচ পাড়ায়।
রজনী বিশ্বাস হয় তাঁর তনয়।।
প্রভুর সকাশে বলে করিয়ে বিনয়।
কৃপা করি' যেতে হবে আইচ পাড়ায়।।
মম বাটী যেতে হবে করুণা করিয়া।
নিদয় হইও না প্রভু অধম বলিয়া।।
এইমত বলে বহু বিনয় বচন।
শুনিয়ে সন্তোষ হয় ভকত রঞ্জন।।
তথা হ'তে কোন স্থানে যাবে দয়াময়।
ম'তোগণে ধার্য্য করে বসিয়ে তথায়।।

একে একে ধার্য্য করে মতুয়ার গণ।
সেই অনুক্রমে প্রভু করিবে ভ্রমণ।।
খামার নিবাসী হয় নামে বনমালী।
রায় বংশে জন্মে সেই জানেন সকলি।।
শ্রীউমাচরণ হয় মহা ধনবান।
সর্দ্দার উপাধি তাঁর আছে বর্ত্তমান।।
কেহ বা বিশ্বাস কেহ বলেন সর্দ্দার।
এই বংশে জন্মিয়াছে এহেন কুমার।।
অভয় চরণ রায় জনক তাঁহার।
পৃথকান্ন ভাবে সেই চালায় সংসার।।
মাতা হয় ষষ্ঠি দেবী সরল হৃদয়।
বহুদিন ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত হয়।।
সেই গর্ভে জন্মিয়াছে নামে বনমালী।
অনুক্ষণ ঝরে আখি গুরুচাঁদ বলি।।
সেই জন উপস্থিত ছিল এ সভায়।
কেঁদে কেঁদে জানাইল মহাপ্রভু পায়।।
ক্ষণে ম'তোদের পদে করেছে কাকুতি।
মম গৃহে নিতে চাই আগতির গতি।।
মম প্রতি অনুকূল হ'য়ে একবার।
মহাপ্রভু সকাশেতে কর দরবার।।
বহুক্ষণ এই কথা আন্দোলন হয়।
বিফল হইল চেষ্টা করে হায় হায়।।
কোন মতে স্বীকৃত না হ'ন দয়াময়।
প্রভু বলে না যাইব তোমার আলয়।।
এত শুনি বনমালী কাঁদিল বিস্তর।
আমি হই ভক্তিহীন অতি দুরাচার।।
সে কারণ প্রভু নহে যেতে চান তথা।
একাকী রোদন করে বলি নানা কথা।
বিচরণ পাগলেরে দেখিল তথায়।
কেঁদে গিয়ে ধরিলেক পাগলের পায়।।
প্রভুকে লইতে ছিল বাসনা অন্তরে।
প্রভু নহে যেতে চান আমাদের ঘরে।।
একবার চেষ্টা করি দেখহ পাগল।
তবে দয়া করিবেন ভকত বৎসল।।
তব চেষ্টা কোন মতে বিফল না হবে।
তব কৃপা হ'লে কৃপা প্রভুও করিবে।।
এত বলি কাঁদে বহু বিচরণ ঠাই।
পাগল ব'লেছে তুই শান্ত হরে ভাই।।
তোর জন্য সবে মোরা চেষ্টা করিয়াছি।
না পারিয়ে সবে মোরা নিরস্ত হ'য়েছি।।
এবে গিয়ে শান্ত হ'য়ে থাক বনমালী।
কল্য প্রাতেঃ চেষ্টা করি নিব তোরে বলি।।
বনমালী শুনে এই আশ্বাস বচন।
একাকী বসিয়া তথা করেন রোদন।।
এদিকেতে পরামর্শ ধার্য্য হ'ল পরে।
আইচপাড়া যেতে হবে ম'তো সমিভ্যারে।।
এইমত পরামর্শ যাদবের ঘরে।
হেরিয়ে যাদব ভাসে প্রেমের সাগরে।।
এই বাটী করে প্রভু মন্ত্রণা আগার।
মন্ত্রণা হইল ধার্য্য প্রাণে যেবা যার।।
এ বড় আশ্চর্য্য খেলা খেলে দয়াময়।
কি দিয়ে কি করে প্রভু বোঝা বড় দায়।।
শ্রীধাম ওড়াকাঁদী হয় নিজ বাসস্থান।
মন্ত্রণা আগার হ'ল এই গৃহ খান।।
তথা সুরক্ষক এই শ্রীযাদব ঢালী।
তারক রসনা যার হৃদে করে কেলী।।
অনুক্ষণ ভাবে হৃদে প্রভুর মুরতি।
সদ্‌জ্ঞানী সুসন্ধানী সরল প্রকৃতি।।
হরি লীলামৃত গ্রন্থ রচিল তারক।
শ্রীযাদবে রেখেছিল তাহাকে লেখক।
বড়ই সুন্দর হয় এই করাঙ্কিত।
লেখা হেরি ছাপা আ'লা হ'য়েছে বিস্মিত।।
বড় সুলেখক হন সর্বলোকে কয়।
নির্দ্দশন বহু হয় কালীয়া থানায়।।
দলিল লিখিত এই মহামতি মান।
সবরেজেষ্টার বহু করিত সম্মান।।
সেই যাদবের গৃহ মন্ত্রণা আলয়।
আনন্দের সভা করে প্রভু দয়াময়।।
পুনরায় শ্রীরজনী বিশ্বাস সদজ্ঞানী।
যাদবের ঠাই কহে সুমধুর বাণী।
প্রভুকে লইয়ে চল আমার ভবন।
সংহতি করিয়ে যত মতুয়ার গণ।।
শুনিয়ে যাদব কহে মনের হরিষে।
প্রভুকে লইয়ে যেও প্রাতঃকালে এসে।।
পুনঃ বলে শ্রীযাদব মহাপ্রভুর পাশে।
অতি সুমধুর বাণী বলে মৃদু ভাষে।।
বিশ্বাস শ্রীরজনীকান্ত আইচপাড়ায়।
আপনাকে গৃহে নিয়ে ক'রেছে আশায়।।
মহাপভু বলে যদি বাসনা তাঁহার।
অবশ্য যাইবে সবে তাহাদের ঘর।।

রজনী বিশ্বাসে ব'লে দেহ সমাচার।
প্রাতঃকালে তাঁর বাটী করিব আহার।।
রজনী বিশ্বাস শুনি প্রভুর ভারতী।
শ্রীযাদব নিমন্ত্রিল মতুয়া সংহতি।।
মম গৃহে যেতে হবে ম'তোগণ মিলি।
কৃতার্থ করিও মোরে দিয়ে পদ ধূলি।।
এভাবে বিনয় করি মতুয়ার গণে।
সমাচার কহে গিয়ে নিজ পুত্রগণে।।
মম গৃহে আসিবেন প্রভু গুরুচাঁদ।
প্রভুর সংহতি আছে বহু পরিষদ।।
এদিকেতে সবে মিলি আনন্দিত মনে।
রহিয়াছে সবে মিলি যাদব ভবনে।।
ওই বাটী করে বাস্ রামবিষ্ণু ঢালী।
ভকতি না আইসে কভু ওড়াকাঁদী বলি।।
বিতশ্রদ্ধা করিতেন ম'তোগণ প্রতি।
অযুক্তি ভাবেতে কত বলিত ভারতী।।
অদ্য যেন কিবা ভাব হইল দেহেতে।
প্রাণে বড় ইচ্ছা হয় প্রভুকে লইতে।।
এদিকেও বিচরণ কহে প্রভু পাশ।
অতি মৃদু ভাষে বলে মনেতে উল্লাস।
ওহে প্রভু এই বাটী আছে কোঠা ঘর।
বিচরণে কহে প্রভু মধুর উত্তর।।
চল মোরা সেই গৃহে যাইব সকলে।
কেহ নাহি অগ্রভাবে আমাকে বলিলে।।
এইমত ব'লে প্রভু বিচরণ প্রতি।
উঠিয়া দাঁড়ায় প্রভু অগতির গতি।।
প্রভুর স্বরূপ মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে।
আত্ম শ্লাঘা রামবিষ্ণু করে মনে মনে।
আরো দেখে মহাভাব করে মতুয়ারা।
দেখে শুনে এই কাণ্ড হ'ল জ্ঞানহারা।।
হৃদিমাঝে খেলিতেছে প্রেমের তুফান।
নিজ গৃহে নিতে সাধ প্রভু ভগবান।।
প্রভুরও বাসনা হ'ল সে গৃহে যাইতে।
চলিলেন মহাপ্রভু ভক্তগণ সাথে।।
যাইবে ব'লেছে তবে চল মহাশয়।
পশ্চিম প্রাঙ্গণে মোরা যাইব সবায়।।
কোঠা আছে সেথা আমি যাইব নিশ্চয়।
বসিব কোঠায় মাঝে আনন্দ হৃদয়।।
যাদব ঠেকিল দায় প্রভুর বাক্যেতে।
কি করা উচিত তাহা না পায় বুঝিতে।।

অগ্রভাগে মহাপ্রভু করেন গমন।
পিছে পিছে চলিলেন মতুয়ার গণ।।
যাদব চলিল পিছে মৌন ভাব ধরে।
নয়নের জল কিন্তু ঠেকাইতে নারে।।
বহু দিনবধি করে বিদ্বেষ ধারণা।
ম'তো দিগে কোন দিন দেখিতে পারে না।
সেই ভাব হ'ল নষ্ট এতদিন পরে।
জানিয়ে শ্রীঅন্তর্য্যামী বলে যাদবেরে।।
ওরে বাপ বিবাদেতে নাহি প্রয়োজন।
বিবাদে নাহিক হয় শুভের সাধন।।
অনুক্ষণ জাগে চিন্তা কুকাজ সাধনে।
হিংসানল জ্বেলে দগ্ধ হ'তে হয় প্রাণে।।
এইসব করিলে হয় অজ্ঞানের কর্ম।
জীবনেতে নাহি হয় কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম।।
এমত বলিতে প্রভু ভক্তগণ সনে।
উপনীত রামবিষ্ণু ঢালীর ভবনে।।
যখনেতে মহাপ্রভু হ'লেন উদয়।
সে গৃহের রামাগণে করে জয় জয়।।
রামবিষ্ণু কেঁদে কেঁদে পাতিল আসন।
তথা গিয়ে বসিলেন ভকতরঞ্জন।।
কোটা মাঝে বসিলেন প্রভু দয়াময়।
ম'তোগণে বৈসে তথা আনন্দ হৃদয়।।
রামবিষ্ণু পড়িলেন প্রভু পদতলে।
বক্ষঃস্থল ভাসে তাঁর নয়নের জলে।
প্রেমে গদগদ হয় সেই মহাপমি।
মতুয়াগণের পদে করিল ভকতি।।
বহু ভক্তি দেখাইল রামবিষ্ণু ঢালী।
হেরিয়ে মতুয়াবৃন্দ সবে কুতূহলী।।
অন্তঃপুরে রামবিষ্ণু করিয়ে গমন।
রামাগণ প্রতি বলে করিতে রন্ধন।।
কোন বামা ব্যস্ত চিতে করে আয়োজন।
কোন নারী ভক্তি ভরে করেন রোদন।।
চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়ঃ মনোনীত।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি দ্রব্য অগণিত।।
সব ধনী এই মত আয়োজন ক'রে।
যতন করিয়া দ্রব্য রাখে ভারে ভারে।।
এইমত রান্না-কার্য্য হ'ল সমাপন।
এদিকেতে প্রেম মগ্ন মতুয়ার গণ।।
হরিকথা প্রসঙ্গেতে প্রভু দয়াময়।
ম'তোগণে ভাসায়েছে প্রেমের গোলায়।।

শুনিয়ে শ্রীমুখ বাক্য রামবিষ্ণু ঢালী।
আকুল হইয়া কাঁদে গুরুচাঁদ বলি'।।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমধার।
কেঁদে বলে আহা মোর করুণা-সাগর।।
কৃপানিধি গুরুচাঁদ এবে বুঝিলাম।
ম'তোগণে ভাগবত জানিতে পেলাম।।
সবাকার আছে শক্তি ব্রহ্মাণ্ড তারিতে।
পরিচয় হ'ল তাহা অদ্য আমা হ'তে।।
বহুদিনের যে আশা আজি পূর্ণ হ'ল।
পর দুঃখে দুঃখী ম'তো তাহা জানা গেল।।
ধন্য ধন্য প্রভু মোর ধন্য গুরুচাঁদ।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভুর যত পরিষদ।।
ধন্য ধন্য ওড়াকাঁদী ধন্য অবতার।
নিজ গুণে করে কৃপা কৃপার আধার।।
এমত বলিতে মুখে নাহি সরে বাণী।
নয়নে বহিছে ধারা যথা তরঙ্গিণী।।
বহুক্ষণ এইভাবে অতীত হইল।
রন্ধন হ'য়েছে শেষ প্রভুকে বলিল।।
রামবিষ্ণু সুস্থ হ'য়ে বলে প্রভু ঠাঁই।
ভোজন করুণ প্রভু গোলোক গোঁসাই।।
ম'তোগণ বলে ভাই ক'রে দেহ ঠাঁই।
জগন্নাথ ভোগ হবে ঘুচিল বালাই।।
প্রেমে গদগদ হ'য়ে ঠাঁই ক'রে দিল।
হরিষ হইয়ে প্রভু ভোজনে বসিল।।
হুলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণ।
আনন্দে ভোজন করে ভকত রঞ্জন।।
তা' পরে মতুয়াবৃন্দ দিয়ে নাম ভীর।
আনন্দে ভোজন করে ভকত সুধীর।।
রামবিষ্ণু করযোড়ে রহে প্রভুস্থানে।
আনন্দ-সাগর ভাসে মতুয়ার গণে।।
এইমত সেই গৃহে ভোজ সমাধিল।
চিত্ত সন্ধ তমঃরাশি সব ঘুচে গেল।।
কেহ কেহ সেই গৃহে করিল শয়ন।
বিশ্রাম লভিল কেহ যাদব ভবন।।
রামবিষ্ণু সেই হ'তে মতুয়া হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর আইচপাড়া গমন

শ্রীযুষ্ঠির বিশ্বাস আইচ পাড়ায়।
সদাচারী ছিল তিনি সাধু অতিশয়।।
চারি পুত্র জন্মে তাঁর অতি সুলক্ষণ।
জ্ঞানবন্ত বিদ্যাবন্ত ভাই চারিজন।।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরজনী বিশ্বাস সুমতি।
মধ্যম বিজয়চন্দ্র সরল প্রকৃতি।।
তৃতীয় নন্দন হয় গজেন্দ্র সুজন।
সবার কনিষ্ঠ হয় নগেন্দ্র যে জন।।
বিশ্বাস উপাধি ভেবে এ সবার হয়।
কর্ত্তা ব'লে সর্ব্বলোকে সবাকে সুধায়।।
রাঙ্গা কর্ত্তা বলি ডাকে রজনী বিশ্বাসে।
তিনি গিয়ে বলিলেন পুত্রগণ পাশে।।
আসিবেন মহাপ্রভু ভক্তগণ সনে।
আয়োজন কর সবে অতীব যতনে।।
বিশ্বাসেই তিন পুত্র শুনে সমাচার।
সবাকার হৃদে হয় আনন্দ অপার।।
বিজয়ের দুই পুত্র পাইল আনন্দ।
জ্যেষ্ঠ শ্রীঅন্নদা চরণ কণিষ্ঠ গিরীন্দ্র।।
প্রেমানন্দ চিত্তে সবে করে আয়োজন।
ব্যস্ত হ'য়ে চারিদিকে ধায় সর্বজন।।
কেহ গিয়ে মৎস্য আদি আনে চেষ্টা করি।
কেহ কেহ আনিলেন ডা'ল তরকারী।।
কেহ কেহ ঘর দ্বার করে পরিস্কার।
কেহ কেহ অতি ব্যস্তে ধাইল সত্ত্বর।।
কেহ বা কাগজ এনে গৃহ সাজ করে।
নানাবিধ কারুকার্য্য করে সিংহদ্বারে।।
প্রদীপ ধরিয়া কেহ সাজাইল গৃহ।
সবাকার হৃদিমাঝে পরম উৎসাহ।।
এইমত করে সবে সারানিশি ভরি।
আনন্দে প্রভাত হ'ল সুখের শর্ব্বরী।।
সবে বলে হ'ল অদ্য বড় সুপ্রভাত।
পূর্ণ হবে মনস্কাম এলে জগন্নাথ।।
এইমত বলি সবে করে ছুটাছুটি।
সযতনে সাজাইল শর্য্যা পরিপাটি।।
এদিকে মতুয়াগণ নাম কীর্ত্তনেতে।
সারানিশি কাটাইল অতি আনন্দেতে।।
নিদ্রিত ছিলেন কেহ কেহ জাগরণে।
এইমত বঞ্চে কেহ আনন্দিত মনে।।
প্রাতঃকালে এল সবে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
প্রণমিল প্রভুপদে এক এক করি।।
প্রভু বলিলেন শুন বাপরে যাদব।
আইচ পাড়াতে হবে অদ্য মহোৎসব।।

যাদব ব'লেছে প্রভু আছে নিবেদন।
লোহার গাতীতে হবে করিতে ভ্রমণ।।
গদাধর সরকার করে আকিঞ্চন।
কৃপা করি যেতে হবে তাহার ভবন।।
তথা হ'তে আইচপাড়া করিব গমন।
আর নানা গৃহ হবে করিতে ভ্রমণ।
কেহ বলে এ সময় কই মমাশয়।
বিশ্বাসের কেহ কি হে এসেছে হেথায়।।
পুনঃ কেহ না আসিলে যাব না কখন।
সরকারের গৃহে এবে করহ ভ্রমণ।।
এত বলি সবে মিলি প্রভুকে লইয়ে।
ভ্রমণ করেন তথা হরিষ হইয়ে।।
পরে সবে চলি যায় গঙ্গাধর গৃহে।
প্রভুকে করিয়া সঙ্গে পরম উৎসাহে।।
গৃহ মাঝে বসিলেন প্রভু দয়াময়।
অপরে বসিল যত মতুয়া নিচয়।।
এইভাবে কিছুক্ষণ বসিয়ে তথায়।
উপযোগী হইল পরে প্রভু দয়াময়।।
হেনকালে গঙ্গাধর অতি হৃষ্ট মনে।
মুদ্রা কিছু দানিলেন প্রভুর চরণে।
অতীব ভকতি করে মহাপ্রভু পায়।
হেরিয়ে মতুয়াগণ প্রফুল্ল হৃদয়।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করেন গমন।
পার হ'তে তরী পরে করে আরোহণ।।
মাথাভাঙ্গা হাট পরে নামিল তখন।
পাল্কীতে তুলিতে নিল যত রক্তগণ।।
বহুলোক সমাগত হইল তথায়।
সবাকার মুখে শুধু জয় জয় জয়।।
হুলুধ্বনি করে যত রমণীরগণ।
পুরুষেরা হরিধ্বনি করে ঘনে ঘন।।
প্রাতঃকালে শ্রীরজনী পাঠায় নন্দন।
সবার কনিষ্ঠ নাম শ্রীমধু সূদন।।
তিনি এসে বলেছিল যাদবের ঠাঁই।
যাদব লইয়া চলে মতুয়া সবাই।।
সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে চলে পুরুষ রমণী।
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে দিল হরিধ্বনি।।
মেয়েগণে হুলুধ্বনি করে ঘন ঘন।
উপনীত হ'ন প্রভু বিশ্বাস ভবন।।
পাল্কী হ'তে নামিলেন প্রভু দয়াময়।
রজনী বিশ্বাস এসে প্রণমিল পায়।।
অপরে প্রণাম করে পুরীশুদ্ধ লোকে।
মতুয়াগণের ভক্তি করিল পুলকে।।
রজনী বিশ্বাস নারী ভক্তিযুক্তা চিতে।
পাদ্য অর্ঘ্য অর্পিলেন প্রভুর পদেতে।।
ভক্তি করি পাতিয়েছে উত্তম আসন।
তথা নিয়ে সবাইল ভকত রঞ্জন।।
অপরে বসিল যত মতুয়ারগণ।
কেহ বসে প্রভু ঠাঁই হরষিত মন।।
কেহবা পীড়ায় পরে কেহ নিম্নে রয়।
কেহ গিয়ে বসিলেন অন্য বারান্দায়।।
এইমত ম'তোগণে সবাই বসিল।
গ্রামবাসী প্রতিবাসী ধাইয়া আসিল।।
বালা যুদ্ধ নরনারী এল এক সনে।
প্রভুকে হেরিতে এল উৎসুক পরাণে।।
হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি করিয়া প্রত্যেকে।
উপনীত দ্বারদেশে মনের পুলকে।।
ঠেলাঠেলী করি সবে নেহারে প্রভুকে।
বহুক্ষণ এইমত করে সব লোকে।।
অপরে নিরস্ত হ'ল গ্রাম্য লোক যত।
কেহ বা প্রফুল্ল চিতে হ'ল পদানত।।
কেহ অনিমিষ নেত্রে চাহে প্রভুপানে।
রূপ সুধা করে পান প্রেমানন্দ মনে।।
মরি মরি কি মোহন রক্তিম বরণ।
হেন রূপ ধরা মাঝে না হেরি কখন।।
আহা কিবা শোভিয়েছে ভ্রুযুগ শ্যামল।
অতীব সুন্দর রূপে মিশ্রিত কজ্জ্বল।।
চারুপদ কোকোনদ কিবা শোভা তায়।
শত কোটি চন্দ্র যেন শোভে রাঙ্গা পায়।।
আজানুলম্বিত হয় দু'টি কর পদ্ম।
করতলে শোভা যেন করে রক্ত পদ্ম।।
খগ চক্ষু যিনি নাশা অতীব সুন্দর।
শ্রীচন্দ্র বদন শোভে যিনি শশধর।।
চৌরাশ ললাট মাঝে অর্দ্ধচন্দ্র রেখা।
রামধনু আকারেতে যেন যায় দেখা।
শাস্ত্র অনুযায়ী চিহ্ন সকলই হয়।
ক্রমে তাহা সর্ব্ব অঙ্গে সুন্দর দেখায়।।
কেবা এ মানুষ তাহা ভাবিয়ে না পাই।
অনুমানী হবে সেই গোলকের গোঁসাই।।
কিম্বা সেই ভোলানাথ হইবে নিশ্চয়।
এই ভাবি চমকিত হইল সেবায়।।

ভাবিয়ে না পায় হৃদে কেবা এ মানুষ।
শ্রীরূপ নেহারী সবে হ'য়েছে বিহুষ।।
অপরে আইল যত রমণী সকলে।
প্রভুকে নেহারে সবে অতি কুতূহলে।।
কেহ বলে ওগো দিদি দেখগো নয়নে।
ঝলমল করে পুরী রূপের কিরণে।।
এহেন মুরতিখানি নাহি হেরি কভু।
মনে অনুমানী হবে ত্রিজগত বিভু।।
কোন ভাগ্যবতী গর্ভে জন্মেছি এ নিধি।
নিশ্চয় হইবে ইতি অনাদির আদি।।
কেহ বলে শুন দিদি আমার বচন।
কোন দেশে জন্মিয়াছে এহেন রতন।।
আহা মরি কিবা হয় এ রূপের জ্যোতি।
কোটি চন্দ্রাকাশে নখে কি উজ্জ্বল ভাতি।
ধন্য ধন্য সেই নারী গর্ভে যে ধ'রেছে।
তাঁহার জনম ধন্য এ যাত্রা হ'য়েছে।।
এইমত রামাগণে করে কানাকানি।
যার যাহা মুখে আইসে সে বলে বাণী।।
ইতি পূর্ব্বে কেহ অতি করিয়ে যতন।
গেথেছে ফুলের হার মনের মতন।।
সেই হার অর্পিলেন প্রভুর গলায়।
পুলকিত চিতে সবে করে জয় জয়।।
অতি আনন্দিত হ'ল ভকত মণ্ডলী।
প্রেমানন্দে করে ধ্বনি গুরুচাঁদ বলি।।
রামাগণে পুনঃ পুনঃ করে হুলুধ্বনি।
সবাকার মুখে মাত্র জয় রব শুনি।।
মনে মনে কোন ধনী ক'রেছে কামনা।
অবলা বলিয়ে প্রভু পদেতে ঠেলনা।।
অল্পবুদ্ধি হই মোরা ভক্তিহীনা তায়।
কৃপা করি ওহে প্রভু রেখ রাঙ্গা পায়।।
শুনিয়াছি তুমি প্রভু অগতির গতির।
তুমি বিনে অবলার নাহি যে মুকুতি।।
পতি-পুত্র যেন মোর চিরজীবি হয়।
তাহাদের মতি যেন তব পদে রয়।।
আর ধনী মনে মনে ক'রেছে স্তবন।
তুমি হে বিপদহন্তা শ্রীমধুসূদন।।
তুমি হে অনাদি নাথ জগতের বন্ধু।
অবলা বলিয়ে দান কর কৃপাসিন্ধু।।
শ্রীচরণে এই ভিক্ষা ওহে দয়াময়।
ভক্তিহীনা দাসী ব'লে হইও না নিদয়।।

এত বলি সেই ধনী ভাসে আঁখিজলে।
হৃদিমাঝে ভক্তিস্রোত উঠেছে উথলে।।
হেনকালে প্রভু বলে খেতে দাও মোরে।
ম'তোগণে দেহ তৈল স্নান করিবারে।।
এত শুনি ব্যস্ত হয়ে বিশ্বাস জননী।
ধাইয়া চলিল যথা আপন রমণী।।
গিয়ে দেখে পাকশালে হ'য়েছে রন্ধন।
বহুভাবে বহু দ্রব্য হ'ল আয়োজন।।
হেরিয়ে বিশ্বাস কহে রমণীর পাশ।
আমার প্রাণেতে কিন্তু বাড়ায় হুতাশ।।
বিশ্বাসের নারী কহে কোন চিন্তা নাই।
যাহা করে গুরুচাঁদ ঘটিবেক তাই।।
ম'তোগণে বল গিয়ে স্নান করিবারে।
প্রভুর করা'ব স্নান বাটীর উপরে।।
শুনিয়ে বিশ্বাস এসে মহাপ্রভু পাশে।
বলিতেছে মৃদু ভাসে সুমধুর ভাষে।।
রন্ধন হ'য়েছে শেষ ওহে দয়াময়।
স্নানকার্য্য সমাধিলে যেন ভাল হয়।।
প্রভু বলে হয় হয় তৈল দেহ মোরে।
স্নান কার্য্য সমাধিয়ে বসিব আহারে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করি করিত আহার।
আমার করিতে হয় সে মত আচার।।
স্নান করা প্রাতঃকালে সেও মন্দ নয়।
সারাদিন সুস্থ দেহে কর্ম্ম করা যায়।।
দেহ মন থাকে ভাল শৌচ আচমনে।
তাই যেন অদ্য মোর ভাল লাগে প্রাণে।।
যাও সব ম'তোগণে স্নান করি এস।
আহার করিতে সবে এক ঠাঁই ব'স।।
প্রভুর আশ্চার্য্য কর্ম্ম কে পায়ে বুঝিতে।
বাসনা পূরণ করে যেবা যার চিতে।।
কোন কোন মতুয়ারা বুঝিল ব্যাপার।
স্নান সমাধিয়ে হবে করিতে আহার।।
এতেক বুঝিয়ে সবে তৈল দিয়ে গায়।
নদী জলে স্নান করে হরিষ হৃদয়।।
এদিকে প্রভুর লাগি কতেক যুবতী।
নদী হ'তে আনে বারি অতি দ্রুতগতি।।
শ্রীনীলরতন তৈল মাখে প্রভু অঙ্গে।
অনুক্ষণ ভাসে নীল প্রেমের তরঙ্গে।।
রামাগণ এসে বারি মনের পুলকে।
হুলুধ্বনি করি স্নান করায় প্রভুকে।

হরষিত চিত্তে প্রভু স্নান সমাধিল।
স্নান করি ম'তোগণে সত্বরে আইল।।
বসিলেন মহাপ্রভু সেবা করিবারে।
বিশ্বাস ঘরণী দ্রব্য যোগায় সাদরে।।
রন্ধনীর দ্রব্য যত যোগায়ে ত্বরিতে।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আনে আনন্দেতে।।
একে একে যোগাইল প্রভুর সেবায়।
মহাপ্রভু করে ভোজ আনন্দ হৃদয়।।
অপরে মতুয়াগণ করিল ভোজন।
পুলকে দিতেছে জয় সবে ঘনে ঘন।।
মহাপ্রভু ভোজনান্তে বসিয়ে শয্যায়।
আনন্দেতে মহাপ্রভু বিশ্রাম করয়।।
মতুয়ার গণ বৈসে যার যেবা মন।
নানা ঠাঁই বৈসে সবে বিশ্রাম কারণ।।
ক্ষণকাল সবে মিলি বিশ্রাম করিয়ে।
প্রভুর সকাশে এল সকলে মিলিয়ে।।
হরি কথা আরম্ভিল প্রভু দয়াময়।
তাহাতে হইল কত মহা ভাবোদয়।।
শুনিয়ে সে কথামৃত মতুয়ার গণ।
প্রেমের পাথার মাঝে হইল পতন।।
বরিষয় অশ্রুধারা বক্ষে সবাকার।
অবিরত বহিতেছে যেন সুধা ধার।।
গ্রামবাসী বহুলোক আইল তথায়।
শুনিয়ে মধুর বাণী হ'ল দ্রবময়।।
কেহ বলে আহা কিবা সুমধুর বাণী।
স্বরেতে নিঃসরে কত অমৃতের খনি।।
এতে সুধা ক্ষরে এই সুন্দর অধরে।
সর্ব্বলোক হ'ল মুগ্ধ প্রেম সুধা ধারে।।
আহা মরি কিবা এই বচন বিন্যাস।
প্রতিবাক্যে হয় কত মধুর উচ্ছ্বাস।।
কোন দিন নাহি শুনি এমন মধুর।
মধুর হইতে বাণী অতি সুমধুর।।
এইমত গ্রাম্য লোকে বলে বারে বার।
কা'রো চক্ষে প্রেম ধারা করে দর দর।।
প্রেম রসে ডগমগ সবাকার মন।
বাক্যেল প্রসঙ্গে কেহ ধরিল কীর্ত্তন।।
বহুক্ষণ প্রেমাবেশে রহিল সবাই।
হরিগুরুচাঁদ বলি সবে ছাড়ে হাই।।
এইমত প্রেমকেলী বিশ্বাসের বাসে।
রজনী বিশ্বাস সদা প্রেমনীরে ভাসে।।

অধিক সময় গত এইভাবে করি।
সুস্থির হইলে সবে বলে হরি হরি।।
হেনকালে কাঁন্দরী নিবাসী একজন।
যাদবের ভগ্নিপতি শ্রীশশীভূষণ।।
প্রভুর সকাশে বলে করিয়ে বিনয়।
কৃপা করি যেতে হবে আমার আলয়।।
শ্রীযাদব ঢালী করে সাহায্য তাহাতে।
তাহাতে স্বীকৃত হ'ন জগতের পিতে।।
শ্রীশশীর আঁখিজল করে ছল ছল।
ভক্তসনে চলিলেন ভকত বৎসল।।
শশীর গৃহেতে গিয়ে হইতে উদিত।
আসন গ্রহণ করে জগতের পিত।।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়ার গণ।
শশী এসে করিলেন চরণ বন্দন।।
অপরে প্রণাম করে পুরবাসীগণ।
ভক্তি ভবে বন্দে সবে মতুয়া চরণ।।
বহুলোক সমুদিত হইল তথায়।
শশীর গৃহেতে লোক সমাধা না হয়।।
দ্বারদেশে বহুলোক করে ঠেলাঠেলি।
প্রভুকে নেহারে সবে হ'য়ে কুতূহলী।।
ওই গ্রামে ছিল বাস ঘরামী মোহন।
শিরীষ নামেতে হয় তাহার নন্দন।।
পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম বালক তখন।
উপনীত হ'ল সেই শশীর ভবন।।
একমাত্র পিসিমাতা পালনের কর্ত্তা।
পিতামাতা নাই তার নাহি ভগ্নী ভ্রাতা।।
অনাথ বালক সেই শিরীষ কুমার।
কৃপা করিলেন তাকে কৃপার সাগর।।
ম'তোসনে মহাপ্রভু শ্রীশশীর ঘরে।
বসিয়া আছে প্রভু হরিষ অন্তরে।।
শিরীষ যাইতে চাহে প্রভুর নিকট।
লোক ঠেলে যেতে নারে বড়ই সঙ্কট।।
বহুলোক দ্বাদেশে কি করে যাইবে।
বালক সুমতি কিছু নাহি পায় ভেবে।।
বারেন্দার পর উঠে বালক সুমতি।
উৎসাহে ব'লেছে কথা সুমধুর অতি।।
একবার দাও পদ ঘরেতে যাইব।
কেমনে ঠাকুর আমি নয়নে দেখিব।।
পুনঃ পুনঃ সবারে সে বালক বলে।
ঠাকুর দেখিতে নারি এত লোক ঠেলে।।

কেমন ঠাকুর আমি কেমনে দেখিব।
এত লোক অতিক্রমি কেমনে যাইব।।
কাতর কণ্ঠেতে এবে ব'লেছে বচন।
মহাপ্রভু সে ধ্বনি করেন শ্রবণ।।
সবাপ্রতি মহাপ্রভু বলেন বচন।
কেবা বলে হেন ভাষ কাহার নন্দন।।
দ্বার ছেড়ে দাও সবে নিকটে আসুক।
ওর মনোমত দেখা দেখিয়ে লউক।।
এত শুনি সর্বলোকে দ্বার ছেড়ে দিল।
নিঃসংকোচে সে বালক প্রভু ঠাঁই এল।।
প্রভু পদে প্রণমিল বালক সুমতি।
নিকটে ডাকিল তাকে অগতির গতি।।
হস্ত ধরি বসাইল আপনার পাশে।
জিজ্ঞাসা করেন প্রভু যাদব সকাশে।।
কহ দেখি কেবা এই কাহার নন্দন।
কোন ঠাঁই হয় এর বসতি ভবন।।
যাদব বলেছে এই গ্রামেতে বসতি।
শিশুকালে পিতা-মাতা ত্যজিয়াছে ক্ষিতি।।
পিসিমাতা করে ওর লালন পালন।
বহু কষ্টে কালক্ষয় হ'তেছে এখন।।
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা সাগর।
শ্রীকর পরশে তার মস্তক উপর।।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ করুণার নিধি।
বালকে করেন কৃপা কৃপার জলধি।।
মহাপ্রভু দয়া করি সবা বিদ্যমান।
বালকেরে এক মুদ্রা করিলেক দান।।
পুনরায় ধরি সেই বালকের করে।
শ্রীমুখেতে বলে বাণী অতি ধীরে ধীরে।।
এই টাকা ভেঙ্গে নহে খাস কদাচন।
মুলধন তোকে আমি করিনু অর্পণ।।
এত শুনি সর্বজনে মনের পুলকে।
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করেছে কৌতুকে।।
এমত প্রভুর দয়া হেরিয়ে নয়নে।
গ্রাম্যলোকে ধন্যবাদ ক'রেছে সঘনে।।
কেহ বলে আহা মরি কিবা চমৎকার।
কিবা খেলিলেন প্রভু করুণা সাগর।।
কাঙ্গালের সখা হরি কাঙ্গালের বন্ধু।
কৃপা করি কাঙ্গালের দিল কৃপাবিন্দু।।
নিজগুণে করে দয়া দেখিয়ে অনাথ।
এ কারণ নাম ধরে অনাথের নাথ।।

শ্রীগুরুচাঁদের হয় অপর মহিমা।
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে পারে সীমা।
হেন দয়াময় ভবে কেবা আছে তার।
কোন যুগে হয় নাই হেন অবতার।।
ধন্য কলি পুণ্যবন্ত ধন্য এই যোগ।
অনর্পিত ধন দিয়ে কাটে কর্ম ভোগ।।
ভব রোগারগ্য করে দিয়ে প্রেম ধন।
ধন্য ধন্য প্রভু মোর পতিত পাবন।।
আহা রে প্রভুর কৃপা যাই বলিহারী।
মনে বলে কৃপার বালাই ল'য়ে মরি।।
এইমত বলাবলি করে সবে মিলি।
কেহ কাঁদে দয়াময় গুরুচাঁদ বলি।।
কাহার হৃদয় মাঝে খেলে মহাভাব।
সদয় হইলে প্রভু না থাকে অভাব।।
হেন কৃপা করে প্রভু দেখিয়ে কাঙ্গাল।
গুরুচাঁদ বিনে হেন কে আছে দয়াল।।
হেন দয়াময় বল কে হইবে ভাই।
ভজহ যুগল পদে না রবে বালাই।।
স্মরিয়ে প্রভুর কৃপা মতুয়ার গণে।
বালকে আশিষ দানে পুলকিত মনে।।
তথা হতে পুনরায় বিশ্বাস বাটীতে।
যাইতে উদ্যোগ করে মতুয়া সহিতে।।
হেনকালে এল তথা শ্রীশশীভূষণ।
সংহতি করিয়ে তিনি আপন নন্দন।।
শ্রীরসিক লাল নাম ধরে মহামতি।
মোক্তার হ'য়েছে জেনে গুরুচাঁদ পতি।।
তিনি এসে পিতৃসম প্রভুর প্রণামে।
প্রতি মতুয়ারা ভক্তি করে ক্রমে ক্রমে।।
অর্থ কিছু দানিলেন মনের আনন্দে।
ম'তো করে হরিধ্বনি শশী প্রেমানন্দে।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করেন গমন।
পুনরায় উপনীত বিশ্বাস ভবন।।
পুনরায় হ'ল তথা তথা পরম উৎসব।
নাম আরম্ভিল ক্রমে মহতেরা সব।।
পুনঃ করে আয়োজন রান্না করিবারে।
বহু দ্রব্য আয়োজন করে ভারে ভারে।
ঘৃত পক্ব ডাল ডাল্না বিবিধ ব্যঞ্জন।
নানাবিধ মৎস্য ঝোল হইল রন্ধন।।
স্বর ভাজা ক্ষীর ভাজা ক্ষীরের লড্ডুক।
পায়স পিষ্টক আদি ভোজনে কৌতুক।।

নাম রসে মগ্ন যত মতুয়ার গণ।
নরনারী গণ সবে প্রেমেতে মগন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকে পূর্ণিত।
তাহে হ'ল মহাধ্বনি বিশ্ব বিকম্পিত।।
এইমত হ'ল নাম বহুক্ষণ ধরি।
রান্না শেষ করিয়াছে বিশ্বাসের নারী।।
অপরে জানাইল বিশ্বাসের পাশে।
রান্না কার্য্য হ'ল শেষ রন্ধন আবাসে।।
রজনী বিশ্বাস গিয়ে প্রভুর সকাশে।
বলিলেন করপুটে সুমধুর ভাষে।।
রন্ধন হ'য়েছে প্রভু করুণ ভোজন।
প্রভু বলে বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।।
অপরেতে মহাপ্রভু ভোজন করিল।
মতুয়াগণ পরে প্রসাদ লভিল।
এইমত হ'ল ভোজ বিশ্বাসের গৃহে।
হরিধ্বনি করে সবে পরম উৎসাহে।।
পুনরায় আরম্ভিল নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমেতে হইল মত্ত মতুয়ার গণ।।
সারানিশি করে নাম মেতে প্রেম রসে।
নরনারী ভাসে সবে প্রেমের উচ্ছাসে।।
কীর্ত্তন হইল ক্ষান্ত প্রভাত কালেতে।
পুনরায় বনমালী লাগিল কাঁদিতে।।
ম'তোদের সঙ্গে করে কাকুতি মিনতি।
মম গৃহে নিতে হবে আগতির গতি।।
এইমত বনমালী কাঁদিল বিস্তর।
ম'তোগণ বলিলেক প্রভুর গোচর।।
বহু কথা অন্তে প্রভু সম্মত করিল।
বনমালী শুনে অতি আনন্দ লভিল।
এদিকেতে ম'তোগণ প্রাতঃক্রিয়া সেরে।
একে একে এল সবে প্রভুর গোচরে।।
খামার যাইতে সবে প্রস্তুত হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর খামার যাত্রা

শ্রীউমাচরণ রায় খামারেতে ঘর।
ধনবান জ্ঞানবান হয় গাতিদার।।
তাঁহার তনয় হয় শ্রীগোপী মোহন।
সসুখ স্বচ্ছন্দে কাল করেন যাপন।।
তস্য ভ্রাতিপুত্র এই নামে বনমালী।
অনুক্ষণ প্রাণ কাঁদে গুরুচাঁদ বলি।।
সেজন কাঁদিল আদি দুই দিনাবধি।
পরে কৃপা করিলেব গুরুচাঁদ নিধি।।
বিচরণ প্রতি বলে প্রভু দয়াময়।
কত মুদ্রা বনমালী দিবে বা আমায়।।
এত শুনি বনমালী ব'লেছে বচন।
যাহা আছে সব আমি করিব অর্পণ।।
বিচরণ বলে তবে চলি যাহ ঘরে।
গৃহে গিয়ে আয়োজন করহ সত্বরে।।
এত শুনি বনমালী চলিলেক ধেয়ে।
নিজ গৃহে অবিলম্বে উপনীত গিয়ে।।
মাতা তাঁর ষষ্ঠি দেবী ব'লেছে বচন।
কিবা শুনি এলি বাপ বলত এখন।।
আসিবে কিনা আসিবে দয়াময়।
কি কহিল প্রভু মোর বলহে ত্বরায়।।
বনমালী বলে মাতা শুভ সে সংবাদ।
আসিতেছে কৃপা করি প্রভু গুরুচাঁদ।
শুনিয়ে মাতার প্রাণ আনন্দে ভরিল।
নয়নেতে প্রেমবারি বহিতে লাগিল।।
ভক্তি চিত্তে সবে মিলি করে আয়োজন।
চারিদিকে ছুটাছুটি করি কোন জন।।
রামলাল নাম ধারী বড়লেডাঙ্গা ঘর।
ছুটাছুটি করে বহু ভকতি অন্তর।
প্রাণপণে খাটিতেছে আঁখিজল ঝুরে।
শকতি নাহিক তাঁর নিতে নিজ ঘরে।।
বনমালী প্রতি তাঁর বড়ই আগ্রহ।
অধিক সময় ফেরে বনমালী সহ।।
এদিকেতে ম'তোগণে করে আনাগোনা।
খামারেতে সোমবার যাওয়া ত হবে না।।
প্রভুকে লইয়ে মোরা অন্য গৃহে যাব।
এইমত আলোচনা করে ম'তো সব।।
বিচরণ বলিতেছে প্রভুর সকাশে।
ওহে প্রভু যেতে হয় বনমালী বাসে।।
আপনাকে বলিবার সাহস না পেয়ে।
ম'তোগণ প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
অবশেষে আমি তাঁকে দিয়েছি আশ্বাস।
কৃপা করি যেতে হয় বনমালী বাস।।
এই কর্ম্ম করিয়াছি করিয়ে ভরসা।
পুরাইতে হবে প্রভু সে জনার আশা।।
প্রভু বলে ম'তোগণে বলে কি ইহার।
বিচরণ বলিলেন সমস্ত ব্যাপার।।

কেহ বলে যাওয়া নহে হবে কোন মতে।
কেহ বলে হয় তাতা অবশ্য যাইতে।।
কেহ বলে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়।
সে ইচ্ছা পূরণ কর ওহে ইচ্ছাময়।।
বিচরন বলে প্রভু যেবা লয় চিতে।
করিয়াছি এই কর্ম ভরসা পদেতে।।
প্রভু বলিলেন চল সকলে যাইব।
বিলম্ব না করি তথা সত্বরে ফিরিব।।
বিচরণ বলে প্রভু তাতে নাহি দায়।
বারেকের তরে প্রভু গেলে মাত্র হয়।।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ দয়া প্রকাশিল।
অবিলম্বে সবে মিলি পাল্কী চালাইল।।
এদিকেতে বনমালী ভক্তি যুত চিতে।
ক্ষণেক করেছে কর্ম্ম ক্ষণে আসে পথে।।
নয়নেতে অবিরত বহে প্রেমধার।
কতক্ষণে আসিবেন দয়ার আধার।।
আশাপথ পাণে চেয়ে ঝরে দুটো আঁখি।
পুলকিত হ'ল অঙ্গ ম'তোগণে দেখি।।
আসিতেছে মহাপ্রভু পাল্কীতে চড়িয়ে।
সুবেষ্টিত ম'তোগণ আসিতেছে ধেয়ে।।
নেহারিয়ে বনমালী ক'রেছে রোদন।
কি দিয়ে পূজিব আমি প্রভুর চরণ।।
ভক্তি ধন কিছু মাত্র না আছে আমার।
ভজন বিহীন আমি অতি দুরাচার।।
আকুল হইয়া কাঁদে দাঁড়াইয়া পথে।
নয়নেতে বহে বারি অজস্র ভাবেতে।।
এদিকেতে মহাপ্রভু পাল্কী তেয়াগিয়ে।
নৌকা পথে চলিলেন ভক্তগণ নিয়ে।।
উপনীত খামারেতে প্রভু দয়াময়।
সহতি করিয়া যত ভকত নিচয়।।
আনন্দে পূর্ণিত হ'ল বাটিস্থ সকলে।
কাছারীতে সবে মিলি আসন পাতিলে।।
বনমালী বলে ইহা না হয় কখন।
মণ্ডবেতে করা আছে প্রভুর আসন।।
সে আসনে দেবী পূজা হয় চিরকাল।
সে আসনে বসিলেন ভকত ভৎসল।।
তাহাই হইল ধার্য্য প্রভুর কৃপায়।
মস্তকেতে বসিলেন প্রভু দয়াময়।।
কেহ কেহ বসিলেন প্রভুর নিকটে।
কাছারিতে কেহ কেহ বসিলেন বটে।।

এইমত বৈসে যত মতুয়ার গণ।
হুলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণ।।
বনমালী মাতা সহ করেন ভকতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজে অখিলেন পতি।।
অপরেতে মাতা পুত্রে মনের আনন্দে।
ভকতি অন্তরে পূজে মতুয়ার বৃন্দে।।
হরষিত চিত্তে বৈসে প্রভু দয়াময়।
তদধিক পেল শান্তি মতুয়া নিচয়।।
গ্রাম্য লোক বহু তথা করে আগমন।
ভক্তি ভরে বন্দে সবে প্রভুর চরণ।।
অনিমিষ নেত্রে রূপ করে দরশন।
আঁখি না ফিরাতে পারে হইল এমন।।
কপোত পড়িল যথা বেহাদের ফাঁদে।
সেইমত হ'ল সবে হেরে গুরুচাঁদে।।
উড়ুউড়ু করে প্রাণ উড়িতে না পারে।
আর্ত্তনাদ করে শুধু পড়িয়ে ফাঁপরে।।
নরনারী পড়িতেছে এ রূপের ফাঁদে।
ধৈরয ধরিতে নারে হেরে গুরুচাঁদে।।
আঁখি না ফিরাতে পারে ঠেকিয়াছে দায়।
ফাঁদেতে পড়িয়ে সবে কহে হায় হায়।।
এমন মধুর মূর্ত্তি কে আনিল হেথা।
এ অবধি হেন রত্ন বল ছিল কোথা।।
সুবর্ণ জিনিয়া তনু কিবা মনোহর।
শ্রীচন্দ্রবদন হেরে হা'রে শশধর।।
কিবা কমনীয় রূপ অতীব সুন্দর।
শত কোটি শশী জিনি সুন্দর অধর।।
খগপতি জিনি নাশা অতি চমৎকার।
আজানুলম্বিত বাহু জিনি নাগেশ্বর।।
কোকনদ জিনি পদ করিয়াছে শোভা।
নখচন্দ্র চন্দ্রিমার সমুজ্জ্বল প্রভা।।
এইমত আলোচনা করে বহু লোকে।
প্রভুকে নেহারে সবে মনের পুলকে।।
কেহ বলে হবে বুঝি শচীর দুলাল।
কেহ বলে নহে হবে ব্রজের রাখাল।।
যেন সেই নীল কায় নন্দের কুমার।
কেহ বলে সে ধারণা ভুল যে তোমার।।
কেহ বলে হবে সেই অযোধ্যার নাথ।
কেহ বলে চেয়ে দেখ এ যে জগন্নাথ।।
এইরূপে নানা কথা নানা জনে ব'লে।
সকলেই ভাসিতেছে নয়নের জলে।।

নানাভাবে নানারূপ করি দরশন।
রূপের সাগর মাঝে সবে নিগমন।।
নারীগণে হেরে এই রূপের মুরতী।
আড়ালে থাকিয়ে কাঁদে যতেক যুবতী।।
কেহ বলে ওগো দিদি কি হেরিনু চোখে।
জাতি কুল সব গেল গুরুচাঁদে দেখে।।
এমন মুরতিখানি কোন দেশে ছিল।
রূপলোকে মন-প্রাণ হরণ করিল।।
এইমত বলি যত রমণীর গণ।
যার যাহা মনে হল সে বলে তেমন।।
অন্যদিকে ষষ্টিদেবী নিয়ে রামাগণ।
ভকতি হৃদয় হয়ে ক'রেছে রন্ধন।।
যথাসাধ্য দ্রব্য আদি করি আয়োজন।
বহুভাবে দ্রব্য বহু করিল রন্ধন।
সভক্তি অন্তরে করি রান্না সমাপন।
ঠাঁই ঠাঁই রাখিয়াছে করিয়ে যতন।।
এদিকেতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
বলিছেন হরিকথা অতি মনোরঙ্গে।
শ্রীমুখের কথামৃত করিয়া শ্রবণ।
আনন্দ সাগরে ভাসে মতুয়ার গণ।।
হেনকালে বনমালী প্রভুর নিকটে।
গলে বাস দিয়ে কেহ কৃতাঞ্জলীপুটে।।
ওহে মহাপ্রভু পদে করি নিবেদন।
রন্ধন হয়েছে শেষ করুণ ভোজন।।
এত বলি তৈল আনি করিলেন দান।
মহানন্দে প্রভু মোর করিলেন স্নান।।
অপরে মতুয়াগণে স্নান সমাধিল।
গৃহমাঝে মহাপ্রভু ভোজনে বসিল।।
ভক্তি চিত্তে ষষ্টি দেবী প্রভুকে যোগায়।
মহাপ্রভু করে ভোজ আনন্দ হৃদয়।।
বনমালী যোড়হাতে রহে দাঁড়াইয়া।
আঁখিজল পড়ে তাঁর বয়ান বাহিয়া।।
হরষিতে মহাপ্রভু ভোজ সমাধিল।
রামাগণে মুহর্মুহ হুলুধ্বনি দিল।।
অপরে মতুয়াগণ ভোজনে বসিল।
হরিগুরুচাঁদ বলি বহু ভীর দিল।।
এইমত বহু বার দিয়ে নাম ভীর।
ভোজন করিল যত মতুয়া সুধীর।।
এমত ভাবেতে তথা ভোজ ক্রিয়া হ'ল।
বনমালী গলি গলি কাঁদিতে লাগিল।।

আনন্দ লভিল যত মতুয়ার গণ।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি বল মন।।
ভোজনান্তে দয়াময় বনমালী প্রতি কয়,
শুন তুমি হে বাছাধন।
আমাদের ঘর কই, কিছুকাল তথা রই,
অতঃপরে করিব গমন।।
এত শুনি বনমালী, হয়ে অতি কৃতাঞ্জলী
বলে প্রভু কি আছে আমার।
সবই ত আপনার, জমিজমা বাড়ী ঘর,
ধন জন পুত্র পরিবার।।
এত শুনি দয়াময়, বনমালী প্রতি কয়,
ছাড় বাপু বিনয় বচন।
মম গৃহে যাব আমি, দেখাইয়ে দেহ তুমি,
বসিবারে করহ আসন।।
বনমালী কেঁদে কেঁদে, বসাইতে গুরুচাঁদে,
নিজ গৃহে আসন পাতিল।
মহাপ্রভু তাহা দেখে, আপনার মনোসুখে,
গৃহ দিকে গমন করি।।
শ্রীগুরুচাঁদ একাকী, মনে মনে হ'য়ে সুখী,
বসিলেন বনমালী গৃহে।
বলে মোর কয় ভ্রাতা, সত্বরে আনহ হেথা,
সবাকারে দেখিব উৎসাহে।।
দুটি পুত্র এ সময়, শ্রীবনমালীর হয়,
প্রভু ঠাঁই দোহাকে আনিল।
মহাপ্রভু কৃপাকরি, দু'ভাইয়ের শিরোপরি
পদ্ম হস্ত অর্পিত কহিল।।
চিরজীবি হ'য়ে থাক, পিতা মাতার নাম রাখ,
লেখাপড়া শিখিও যতেন।
শ্রীমুখের বাণী শুনে বনমালী মাতৃসনে,
কাঁদিতেছে অঝোর নয়নে।।
মহাপ্রভু দয়াময়, বনমালী প্রতি কয়,
শুন তুমি ওহে বাছাদন।
বলিবার কিবা আছে, বল তাহা মম কাছে,
এবে আমি করিব গমন।।
শুনিয়ে সে বনমালী, হ'য়ে অতি কৃতাঞ্জলী,
করপুটে ব'লেছে কাঁদিয়ে।
কি বলিতে জানি আমি, বলহে জগৎ স্বামী,
কি বলিব না পাই ভাবিয়ে।।
তবে বলি ওহে, প্রভু, আপনি যে বিশ্ববিভু,
এ ধারণা যেন রয় প্রাণে।।

যেন ব'লে ওড়াকাঁদী অনুক্ষণ কাঁদি কাঁদি
বহে ধারা আমার নয়নে।
হরিচাঁদ নাম গান গাহে যেন মোর প্রাণ
পাই যেন ম'তোদের সঙ্গ।
ভজন বিহীন ব'লে রেখে রাঙ্গা পদ তলে
নাশিবেন অজ্ঞান মাতঙ্গ।।
এইমত বলিবারে দুনয়নে বারি ঝরে
ভাবে মত্ত হ'ল বনমালী।
নেহারিয়ে ম'তোগণে সবে আনন্দিত প্রাণে
ধ্বনি দিল গুরুচাঁদ বলি।।
প্রভু বলে বনমালী শুন আমি যাহা বলি
কোন ভয় নাহিক তোমার।
বাসনা ক'রেছ যাহা অবশ্য ফলিবে তাহা
নাম ব্রহ্ম কর মাত্র সার।।
হরিনামে মোক্ষ ফলে বেদাদি পুরাণে বলে
কত তাহা হৃদে জপ মালা।
কোন দুঃখ নাহি পাবে সদাকাল সুখে রবে
দূরে যাবে শমনের জ্বালা।।
এমত শুনিয়ে বুলি শান্ত হ'ল বনমালী
অপরেতে গৃহে প্রবেশিল।
পুনঃ হ'য়ে কৃতাঞ্জলী হৃদি মাঝে কুতূহলী
পঞ্চবিংশ মুদ্রা সমর্পিল।।
দিয়ে দুই পুত্র হাতে বনমালী ভক্তি চিতে
প্রভু পদে অর্পণ করিল।
মতুয়ার গণ সবে প্রেমানন্দ উৎসবে
গুরুচাঁদ নাম ধ্বনি দিল।।
অপরেতে গুরুচাঁদ নিয়ে নিজ পরিষদ
সবা ঠাঁই মাগিল মেলানী।
যতেক রমনীগণে আসিয়ে প্রভুর স্থানে
প্রেমস্বরে দিল হরিধ্বনি।।
এমত প্রভুর লীলা অতীব আশ্চর্য্য খেলা
বুঝিবার কি আছে শকতি।
হরি হরি বল ভাই এমত হবার নাই
গুরুচাঁদ অগতির গতি।।

মহাপ্রভুর কালিয়া গমন

কালিয়া গ্রামেতে হয় নামেতে গমন।
ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত সেই মহাত্মন।।
গুরুচাঁদ চিন্তামণি উপাস্য তাহার।
গুরুচাঁদ বিনে নাহি অন্যে জানে আর।।
সেই বাটী বিচরণ করে যাতায়াত।
শ্রীগগন বিচরণে ভাবে গুরুবৎ।।
এইমত ব্যবহার ক'রে শ্রীগগন।
গুরুচাঁদ রূপ চিন্তা করে অনুক্ষণ।।
যেদিন লোহার গাতী প্রভু দয়াময়।
তথা বসি সেই দিন কথা-বার্ত্তা হয়।।
যাদব ঢালীর ভ্রাতা কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র।
বড় ভালবাসে তাঁকে প্রভু গুরুচন্দ্র।।
শ্রীযোগেন্দ্র নিকটেতে আসিয়া গগন।
নম্রভাবে বলিতেছে বিনয় বচন।।
প্রভুকে লইতে আমি করেছি মনন।
মম তরে প্রভু ঠাঁই বলুন বচন।।
শ্রীযোগেন্দ্র নিকটেতে হয়ে আগুসার।
প্রভুর সকাশে তিনি করে দরবার।।
ওহে প্রভু শ্রীচরণে মম নিবেদন।
কালীয়া নিবাসী হয় নাম শ্রীগগন।।
আপনাকে গৃহে নিতে ক'রেছে বাসনা।
বলিতে আপনার ঠাঁই সাহসে পারে না।।
অতএব সেই বাটী হইবে যাইতে।
বিচরণ অনুক্ষণ যায় সে বাটীতে।।
এ গগন সবা ঠাঁই ক'রেছে কাকুতি।
বিনয় বচনে বলে সবাকার প্রতি।।
ভজন বিহীন আমি নাহি ভক্তি বল।
বলিতে বলিতে করে আঁখি ছল ছল।।
মাধবেন্দ্র ছিল তথা প্রভুর সকাশে।
গগনের প্রতি বলে সুমধুর ভাষে।।
তোমার পাগল দেখ র'য়েছে নৌকায়।
প্রভুর সকাশে তাঁকে আনহ ত্বরায়।।
সেই জন হইতে তব পূর্ণ হবে আশ।
অতএব চলি যাহ পাগলের পাশ।।
এত শুনি শ্রীগগন ধাইয়া চলিল।
পাগলের পদে গিয়ে প্রণাম করিল।।
বিনয় পূর্ব্বক বলে কাতর বচন।
প্রভুকে লইতে হবে কালীয়া ভবন।।
বিচরণ বলে তাতে কি চিন্তা তোমার।
তব গৃহে নিতে মনে বাসনা আমার।।
সুনির্ম্মল চিত্তখানি নির্ভয় শরীর।
দাঁড়াইল প্রভু ঠাঁই হইয়ে সুস্থির।।
প্রভু বলে বিচরণ শুন বাছাধনে।
আমাকে লইতে চাহে তোমার গগন।।

কত মুদ্রা দিবে তাহা বল মহাশয়।
প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ আমায়।।
বিচরণ বলে তাহা শুন দয়াময়।
যত লাগে তত দিব পশিলে তথায়।।
সর্বজনে শুনে বাণী আশ্চর্য্য মানিল।
গগনের প্রতি বহু ধন্যবাদ দিল।।
গগনের ভ্রাতুষ্পুত্র এসেছে তথায়।
প্রণাম করিল এসে মহাপ্রভু পায়।।
মহাপ্রভু কহে কথা হরিষ হৃদয়।
প্রাতঃকালে যাব মোরা তোমার আলয়।।
এবে তুমি নিজ গৃহে করহ গমন।
এত শুনি শ্রীযোগেন্দ্র ব'লেছে বচন।।
সত্বরেতে গৃহে যাও ওহে মহাশয়।
তব প্রতি দয়া করিয়াছে দয়াময়।।
এত শুনি শ্রীগগন প্রণমি প্রভুকে।
চলিলেন নিজবাসে মনের পুলকে।।
গৃহে গিয়ে শ্রীগগন বলে সর্বজনে।
প্রাতে প্রভু আসিবেন ভক্তগণে সনে।।
শুনে সবাকার হৃদি আনন্দে ভরিল।
গৃহসাজে করিবারে উদ্যোগী হইল।।
নানাভাবে গৃহ সাজ করিল রচন।
ঝলমল করে পুরী অতি সুশোভন।।
নানারূপ কারুকার্য্যে ক'রেছে সাজন।
মনে আশা করিবেন প্রভু আগমন।।
গৃহ সাঝ করি সবে পথ পানে চায়।
কতক্ষণে আসিবেন প্রভু দয়াময়।।
রজনী প্রভাত হ'ল চেয়ে পথ পানে।
প্রভাতেতে ছুটাছুটি করে সর্বজনে।।
কেহ কেহ দৌড়ে যায় করিতে বাজার।
নানাবিধ দ্রব্য আনে হরিষ অন্তর।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি সন্দেশ মিছরী।
মণ্ডা ক্ষীর আনে কত ভাণ্ড পূর্ণ করি।।
কেহ কেহ আনে মৎস্য অতি সযতনে।
ভুঞ্জিবে এই মৎস্য পতিত পাবনে।।
কিন্তু হেথা প্রাতঃকালে নাহি গেল প্রভু।
আইচ পাড়ায় চলে ত্রিজগত বিভু।।
তথা হ'তে প্রভু মোর চলিল খামার।
গগন ভাবিল মনে কি হ'ল আমার।।
এদিকে যখনে প্রভু খামারের গায়।
আর এক খেলা তথা খেলে দয়াময়।।

তেরখাদা নিবাসিনী মালঞ্চ নামিনী।
প্রকৃতই হরিভক্ত যাহার নন্দিনী।।
খামারেতে প্রভু সনে হয় দরশন।
ভক্তিভরে বন্দিলেন প্রভুর চরণ।।
কেঁদে কেঁদে বলে ধনী মহাপ্রভু পায়।
কৃপা করে যেতে হবে তেরখাদা গায়।।
মহাপ্রভু মাতা বলে করে সম্বোধন।
কেন আর মিছামিছি কর গো রোদন।।
মুসলমান মধ্যে মোরে কেন নিতে চাও।
তুমি ত আমার জ্ঞানবতী মাতা হও।
তবু বলে সে মালঞ্চ শুন বিশ্বপিতা।
নিশ্চয় বলিনু আমি যেতে হবে তথা।।
মহাপ্রভু মালঞ্চকে করিল বিদায়।
পরে ভক্তগণ সনে উঠেন নৌকায়।।
এদিকেতে শ্রীগগন আকুল অন্তরে।
প্রভুর বিলম্ব হেরি কাঁদে সকাতরে।।
কেন নাহি এল প্রভু আমার আবাসে।
পেয়ে ধন হারাইনু নিজ কর্ম দোষে।।
আমি হই বিশ্বমাঝে অতি দুরাচার।
মম গৃহে নাহি এল ব্রহ্ম পরা+পর।।
এইমত কাঁদে বহু বিলাপ করিয়া।
প্রভুর বিলম্ব হেরে ফেটে যায় হিয়া।।
কেঁদে কেঁদে বলে বাণী ভ্রাতুষ্পুত্রকে।
তুমি গিয়ে সত্বরেতে আনহ প্রভুকে।।
নহে মোর এ জীবন নিশ্চয় ত্যজিব।
ভক্তিহীন দেহ আর কভু না রাখিব।।
এত শুনি পিতৃব্যের করুণ বচন।
ব্যস্ত হয়ে সে মহান করিল গমন।।
খামার আসিয়ে তিনি বলে বিচরণে।
নিবেদন হে পাগল তোমার চরণে।।
প্রভুর বিলম্ব হেরি পিতৃব্য আমার।
কেঁদে কেঁদে অনুক্ষণ করে হাহাকার।।
অতএব চল ত্বরা প্রভুকে লইয়ে।
বাল্য বৃদ্ধ সবে আছে পথপানে চেয়ে।।
এত শুনি মাধবেন্দ্র ব'লেছে প্রভুকে।
গগনের ভ্রাতুষ্পুত্র ব'লেছে আমাকে।
আসিয়াছে আপনাকে লইতে প্রভাতে।
এবে প্রভু যেতে হয় তাদের গৃহেতে।।
বিলম্ব দেখিয়ে বড় হ'য়েছে কাতর।
তথা গেলে ভাল হয় অতীব সত্বর।।

প্রভু বলে বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
চল সবে কালীয়াতে করিব গমন।।
এত বলি মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
পাল্কীতে চড়িয়া চলে অতি মনোরঙ্গে।।
কালীয়ার অভিমুখে করিল গমন।
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ভক্ত আগণন।।
মুহুর্মুহু ম'তোগণে করি হরিধ্বনি।
প্রতি গৃহে রামাগণ করে হুলুদ্বনি।।
এইভাবে মহাপ্রভু গমন করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।
এই মতে মহাপ্রভু চলিলেন বিশ্ব-বিভু
হ'য়ে অতি আনন্দ হৃদয়।
নৃঝাপুরে হয় ঘর নামে সাধু জলধর
উপনীত তাঁহার আলয়।।
বিশ্বপিতা উপনীত সবে হয় হরষিত
জয় দিল যতেক যুবতী।
জলধর ভক্তিপ্রাণে প্রভুকে অতি যতনে
করিলেক বিপুল ভকতি।।
পাল্কী হ'তে নামাইতে বহু চেষ্টা করে তা'তে
তাতে প্রভু বলে জলধারে।
শুন ওহে জলধর আমার বচন ধর
নামাইতে নাহি চাহে মোরে।।
আমি যাই যার ঘরে শমন তাঁহাকে ডরে
আর তাঁর পুরে নমস্কাম।
আমি যাকে বলি যাহাসে যদি করে গো তাহা
অন্তকালে পায় মোক্ষধাম।।
বাড়ী ঘর সবামার বলিতে হবে না আর
ইচ্ছামত আমি করি কর্ম্ম।
যত কর ঠেলাঠেলি কিংবা যত বলাবলি
সে কেবল আতিথ্যের ধর্ম্ম।।
সে নহে ম'তোর ধর্ম্ম ভাব-না জানিয়ে কর্ম্ম
করে কেহ আপনার সুখে।
যাকে রাখে সে না রয় বসে বসে কষ্ট পায়
চিরকাল যার তার দুঃখে।।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর শুন ওহে জলধর
কোন মতে রব হেথায়।
শুনিয়ে সে জলধর বিলম্ব না করি আর
মুদ্রা কিছু দানিল ত্বরা।।
কেন্দে লে প্রভু ঠাঁই সাধন ভজন নাই
নাহি বুধি আপনার লীলা।
আমি অতি দুরাচার শক্তি নাই বুঝিবার
ডুবিয়াছি ল'য়ে মায়া খেলা।।
এমত বলিতে কত ধারা বহে অবিরত
পড়িতেছে বয়ান বাহিয়া।
প্রভু অতি মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়ে তাঁকে
উঠিলেন ভকত লইয়া।।
এইমত গুরুচাঁদ লয়ে নিজ পরিষদ
চলিলেন পরম উল্লাসে।
মতো করে হরিধ্বনি বামাকরে হুলুধ্বনি
সবে মিলি প্রেমানন্দে ভাষে।।
যবে মোর মহাপ্রভু গগনের গৃহে।
ভক্ত মনে উপনীত পরম উৎসাহে।।
নেহারিয়ে শ্রীগগন ভাসে আঁখিজলে।
প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে ভাসে প্রেমের সলিলে।।
পুলকাশ্রু নয়নেতে ঝরে দর দর।
হারানিধি পেল সেই গগন সুন্দর।।
রামাগণে প্রেমস্বরে দিল হুলুধ্বনি।
মতুয়াগণ সবে করে হরিধ্বনি।।
বসিতে আসন দিল গৃহের মাঝারে।
ম'তোগণে বসিলেন চারিদিক ঘিরে।।
প্রভুপদে শ্রীগগন লোটায়ে পড়িল।
আঁখিজলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইল।
অপরে মতুয়াগণে করিল ভকতি।
হেনকালে ডেকে বলে অখিলের পতি।
শুন বাঁধন তুমি আমার বচন।
বিলম্ব নহেক বাপু করিব কখন।।
গগন ব'লেছে প্রভু কি বলিব আমি।
জানিয়ে করুন কর্ম হে অন্তর্য্যামী।।
প্রভু বলে খেতে দাও বাছারে আমার।
সত্বরে ফিরিব মোরা শুন সমাচার।।
শ্রীগগন পূর্ব হ'ত করা'য়ে রন্ধন।
উত্তম উত্তম অতি দ্রব্য অগণন।।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্য নানাবিধ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি নাহিক অবধি।।
গগনের চক্ষে যাহা ভাল লাগিয়াছে।
প্রভুর সেবার তবে যতনে এনেছে।।
অতি সযতনে করি রেখেছে গুছিয়া।
বলা মাত্র করে ঠাঁই প্রভুর লাগিয়া।।
আনন্দেতে শ্রীগগন বলে প্রভু প্রতি।
ভোজনের ঠাঁই হ'ল ওহে বিশ্বপতি।।

এত শুনি মহাপ্রভু বৈসেন ভোজনে।
গগনের নারী দ্রব্য যোগায় যতনে।।
ভক্তিপূর্ণ হৃদি ধনি প্রভুকে সেবয়।
মহাপ্রভু করে ভোজ আনন্দ হৃদয়।।
সর্বলোক হেরে তাহা হইল অবাক।
কোনকালে কোনভাবে করিয়াছে পাক।
বলামাত্র আয়োজন করিল সেবার।
গগনের প্রতি সবে লাগে চমৎকার।।
বহু দ্রব্য যোগাইল প্রভুর সেবায়।
বড়ই আশ্চার্য্য মোর হইনু সেবায়।।
কেমনে বুঝিব মোরা প্রভুর এ লীলা।
কাহার এ হৃদয় পশি খেলে কিবা খেলা।।
কাকে দিয়ে কেবা করে বোঝা বড় দায়।
এত ভাবি ম'তোগণে হইল বিস্ময়।।
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ কথার প্রসঙ্গে।
ভোজ শেষ করিলেন অতি মনোরঙ্গে।।
নানাবিধ দ্রব্য প্রভু করেন ভোজন।
প্রেমে মেতে হরিধ্বনী করে শ্রীগগন।।
দু'নয়নে জলধারা বহে অবিরত।
আত্মহারা হ'য়ে ক্ষণে হ'য়েছে বিস্মৃত।।
ভোজনান্তে বৈসে সবে প্রভুর গোচরে।
বলিতেছে মহাপ্রভু অতি ধীরে ধীরে।।
এখনই সব মোরা করিব গমন।
বিদায় করহ এবে শুনহে গগন।।
হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে সবে শুনিতে লাগিল।
বিচরণ পানে সেই গগন চাহিল।।
ইঙ্গিত করিয়া বলে ভক্ত বিচরণ।
সত্বরে আনহ মুদ্রা শুনহ গগন।।
আত্মহারা সে গগন বিহ্বল হ'য়েছে।
কি করা কর্তব্য তাহা ভুলিয়ে গিয়েছে।।
ইঙ্গিত বুঝিতে পেল মুদ্রা দিতে হয়।
গৃহমাঝে প্রবেশিল অতীব ত্বরায়।।
অতি ত্রস্ত চিতে বাক্‌স খুলিল তখন।
দু'টি তোড়া ছিল তথা নির্দিষ্ট গগন।।
একটিতে সোয়া শত অন্য পাঁচশত।
গগন ধরিল যেটা ছিল পাঁচ শত।।
প্রেমে মত্ত হ'য়ে দিল মহাপ্রভু ঠাঁই।
প্রভু বলে টাকা তোরে আমি নাহি চাই।।
এনে দিলি পাঁচ শত কিসের কারণ।
এতো টাকা কেন দিস্ বাছা রে গগন।।
গগন ব'লেছে প্রভু তাহা নাহি জানি।
যার ধন দিব তারে একমাত্র গণি।।
প্রভু বলে অতিরিক্ত আমি না লইব।
এত টাকা তুলে নিয়ে গৃহে রাখ তব।।
গগন ব'লেছে প্রভু ভাণ্ডিও না মোরে।
পুনরায় এই টাকা না লইব ঘরে।।
এই মুদ্রা ফিরে আর নিব না কখন।
আপনাকে অর্পিয়েছি আপনার ধন।।
মহাপ্রভু বলে তবে শুন বাছাধন।
আমাকে ক'রেছ দান আমার এ ধন।।
ধন যদি মোর হয় বাড়ী ঘর কা'র।
গগন ব'লেছে প্রভু সব আপনার।
প্রভু বলে তুমি এবে রাখ মোর ঘরে।
প্রয়োজন হ'লে আমি বুঝি ল'ব পরে।।
তথা হ'তে রাখিলেন মাত্র সোয়া শত।
ফিরিয়া দিলেন মুদ্রা অবশিষ্ট যত।।
প্রভু আজ্ঞা মত তাহা করিল গগন।
নয়নেতে প্রেমধারা সদা বরিষণ।।
সবে বলে অদ্য লীলা বড়ই অদ্ভুত।
প্রেমরসে শ্রীগগন আছে দ্রবীভূত।।
তথা হ'তে পুনরায় পাল্কী আরোহণে।
চলিলেন মহাপ্রভু আনন্দিত মনে।।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি পড়েছে সঘনে।
অগণিত লোক চলে প্রভুর পিছনে।।
মৃঝপুরে যবে পাল্কী উদয় হইল।
বৃদ্ধা সে রমণী এসে পাল্কী ধ'রে নিল।।
বড়ই সরল অতি সেই সে রমণী।
মহানন্দ এ মেয়েকে বলিল জননী।।
স্বামী তার নাম হয় অভয় চরণ।
সেই গৃহে মহাপ্রভু করেন গমন।।
কেঁদে কেঁদে সেই ধনি পাল্কী টানি লয়।
ম'তোগণে প্রেমভরে নাচিল সবায়।।
ধরাধরি করি পাল্কী নামায় প্রাঙ্গণে।
হুলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণে।।
পাল্কীর মাঝেতে রহে প্রভু দয়াময়।
বাহ্যহারা হয়ে বুড়ি কাঁদিয়ে বেড়ায়।।
কেঁদে কেঁদে প্রভু পদে মুদ্রা এনে দিল।
বাবা বাবা ব'লে ধনী ধুলাতে লুটিল।।
মহাপ্রভু মিষ্ট বাক্যে বুড়িকে সান্তয়।
শুন বলি ওগো মাতা নাহি তব ভয়।।

জনমে জনমে তুমি মম ভক্তা হও।
কেন মাগো মিছে আর ধুলায় লোটাও।।
এত বলি পুনরায় পাল্কী চালাইল।
পিছে পিছে সেই বুড়ি কাঁদিতে লাগিল।।
ওই বাটী পূর্ব্ব পার্শ্বে আর নারী হয়।
অতুরের নারী ধনী হরিভক্তা হয়।।
গোস্বামী তারকচাঁদে ভকতি করিত।
রসনাও সে নারীকে মা বলে ডাকিত।।
যখনেতে মহাপ্রভু করেন গমন।
সে ধনীও প্রভু পাল্কী করিল ধারণ।।
প্রভু বলে ছেড়ে দাও বিলম্ব না সয়।
মানহানী হবে তব জানিও নিশ্চয়।।
সে ধনী ব'লেছে কুলমান গেছে ধুয়ে।
তারক রসনা পদে দিয়েছি ছাড়িয়ে।।
সে মম পুত্র রত্ন আমি তার মাতা।
তুমি হও ত্রিসংসারে সবাকার পিতা।।
আভিজাত্য কুলশীল ক'রেছ হরণ।
এখন সে কথা বলা সব অকারণ।।
যদি কিছু থাকে তাহা যাক একেবারে।
পাই যেন তোমা ধনে যে কোন প্রকারে।।
অকুলের কূল দাতা তুমি দয়াময়।
কুলমান দিয়ে তোমা রাখিব হিয়ায়।।
পাই যদি তোমাধনে কুলে কিবা কাজ।
কুলের মাথেতে আমি মারিয়াছি বাজ।।
এমত শুনিয়ে প্রভু আনন্দ লভিল।
মতুয়ারগণ সবে হরিধ্বনি দিল।
নেহারিয়ে সে ধনীর নির্ম্মল ভকতি।
মতুয়ারগণ সবে আনন্দিত অতি।।
কৃপা করি' সেই গৃহে চলে দয়াময়।
ধরা ধরি করি' সবে পাল্কীটি নামায়।।
সে ধনীর হয় কত প্রেমের উচ্ছাস।
অন্তরেতে সদা যেন ভাবের আভাস।।
হাসে কাঁদে কথা কয় বড়ই মধুর।
বেঁচে নেই তাঁর স্বামী নামেতে অতুর।।
মহাপ্রভু বলে তুমি কি দিবে এখন।
অগ্রেতে সর্বজ্ঞ মোরে ক'রেছ অর্পণ।।
দেওয়া হয় পুনরায় কেমনে লইব।
যাহা কিছু এই ঘরে আমারই ত' সব।।
মহাপ্রভু ডেকে তারে করিল সান্ত্বনা।
এমন মধুর ভাব আর ত' হবে না।।

ভাবের তরঙ্গ মাঝে হাবু ডুবু খায়।
কেহ বা আকুল হ'য়ে কাঁদে উভরায়।।
প্রেমের অতল তলে যেন সবে গেল।
হাঁ হাঁ হুঁ হুঁ কোন শব্দ কিছু না করিল।।
নীরব নিস্তব্ধ যেন সবে জ্ঞানহারা।
সবাকার চক্ষে শুধু বহে প্রেমধারা।।
ক্রমে রোদনের ধ্বনী প্রকাশ হইল।
গগন ভেদিয়ে যেন উর্দ্ধেতে চলিল।
বহিরঙ্গ লোকে তার না জানি কারণ।
বলে এরা কি লাগিয়ে ক'রেছে রোদন।।
না করিল হরিনাম না করে কীর্ত্তন।
ফুলে ফুলে কেন শুধু কাঁদে সর্বজন।।
প্রেমের হাটুরে বিনে নাহি জানে কেহ।
বরিঙ্গ লোক শুধু গণিছে সন্দেহ।।
প্রেমের পশরী পাশে প্রেম মহাজন।
বিকি কিনি করিতেছে যার যেবা মন।।
বহুক্ষণ চলি চলি' যায় এমত ভাবেতে।
সে ধনীও ভাসে সেই প্রেমের স্রোতেতে।।
প্রভু বলে সুস্থ হও মতুয়ার গণ।
শ্রীতারক মহানন্দ ক'রেছে এমন।।
এত শুনি পুনরায় বাড়িল তরঙ্গ।
বেগে ধায় প্রেমবন্যা নাহি দেয় ভঙ্গ।।
ক্রমে ক্রমে সে তরঙ্গ থামিতে লাগিল।
সুস্থির হইতে তথা বহুক্ষণ গেল।
ক্রমে বসে সুস্থ হ'য়ে পাল্কী চালাইল।
ছোট কালীয়ার দিকে সকলে চলিল।
সে গ্রামেতে মহাদেব নামে একজন।
তাহার গৃহেতে চলে ভকত রঞ্জন।।
পিছে পিছে অগণিত ভক্তে বলে হরি।
প্রতি গৃহে হুলুধ্বনি করে যত নারী।।
বাল-বৃদ্ধ ধায় সবে পরম আনন্দে।
কোন যুবতী রমণী আড়ালেতে কাঁদে।।
কি যেন ভাবের স্রোত বহে মহাবেগে।
কোন ভক্ত অগ্রে ধায় মহা অনুরাগে।।
এইভাবে বহু গৃহ করিয়ে ভ্রমণ।
ভক্ত বাঞ্ছা করে পূর্ণ ভকত রঞ্জন।।
পিছে পিছে সংকীর্ত্তন করে মতুয়ারা।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমধারা।।
ক্রমে এসে উপনীত জয়পুর গ্রাম।
শ্রীনাথ বিশ্বাস নামে তথা হয় ধাম।।

দ্বিতীয় হৃদকমল তৃতীয়ে গঙ্গাধর।
ভীম নাম ধারী হয় কনিষ্ঠ সবার।।
সেই গৃহে উপনীত প্রভু দয়াময়।
মতুয়ারগণ সবে প্রেমবিষ্ঠ কায়।।
বসিলেন মহাপ্রভু তাহাদের ঘরে।
ম'তোগণে বৈসে সবে ঘরের বাহিরে।।
এভাবে সবাই মিলে তথায় বসিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

অন্যান্য গৃহভ্রমণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চণ্ডনগর যাত্রা

সেই গৃহস্বামী যারা করিয়ে ভকতি।
গৃহেতে লইল অদ্য অখিলেন পতি।।
চারি ভাই হয় অতি সদজ্ঞানী সুমতি।
গৃহে নিয়ে বসাইল অখিলেন পতি।।
চারি ভাই ম'তোগণে করিয়ে যতন।
বসাইল সবে দিয়ে উত্তম আসন।।
অপরেতে চারি ভাই প্রণামি প্রভুকে।
ম'তো প্রতি করে ভক্তি পরম পুলকে।।
রামাগণে মুহুর্মুহু করি হুলুধবনী।
অপরে প্রভুকে হেরে আসি সব ধনী।।
বাল বৃদ্ধ সবে এসে প্রণমিল পায়।
সবাকার হৃদি মাঝে আনন্দ খেলায়।।
বহু লোক সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছে প্রভুর।
বড় আনন্দে শোভা অতীব মধুর।।
মতুয়ার গণ সবে উঠিবারে চায়।
ফলাহার করিবার যোগার করয়।।
অতঃপর মহাপ্রভু করে ফলাহার।
ম'তোগণ ফলাহার করে তারপর।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করিল মেলানী।
পাল্কী পরে চড়িলেন গুরুচাঁদ মণি।।
কালীচরণ বিশ্বাস ছিল ওই গ্রামে।
উপনীত হন প্রভু তাঁহার আশ্রমে।।
ক্ষণকাল মহাপ্রভু থেকে সেই গৃহে।
পুনরায় উঠিলেন পরম উৎসাহে।।
জয়পুর অতিক্রম করি প্রভু দয়াময়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল চালনার গায়।।
চালনা নিবাসী হয় রাজেন্দ্র বিশ্বাস।
প্রভুকে লইল গৃহে পরম উল্লাস।

প্রভুকে লইল অতি করি সমাদর।
বসিলেন তাঁর গৃহে করুণা-সাগর।।
তৎপরে মতুয়ারগণ বসিল তথায়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।
কিছুক্ষণ বসি তথা হরি কথা বলি।
উঠিতে চাহিল সবে হ'য়ে কুতুহলী।।
রাজেন্দ্র বিশ্বাস হয় অতি বুদ্ধিমান।।
প্রতি জনে করিয়াছে বিপুল সম্মান।।
অতঃপর মুদ্রা কিছু দানিল প্রভুকে।
প্রণাম করিল পদে মনের পুলকে।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করেন গমন।
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করে সর্বজন।।
অপরেতে চলি যায় মথুরের গৃহে।
শ্রীমতুর গাছি ভাসে আনন্দ প্রবাহে।।
অতীব যতন করি করিয়ে আসন।
প্রভুকে বসায় তথা ভক্তিযুক্ত মন।।
মহানন্দে বসিলেক মতুয়ার গণ।
শ্রীমধুর গাছি করে চরণ বন্দন।।
পুরবাসী নরনারী প্রভুকে প্রণমে।
মুদ্রা কিছু দানিলেক অতি স্বসম্ভ্রমে।।
ওই গ্রামবাসী হয় নামেতে তারক।
প্রভুকে লইতে তাঁর অন্তরে পুলক।।
সবাকার ঠাঁই বহু করিয়ে বিনয়।
গৃহেতে লইতে সাধ প্রভু দয়াময়।।
অতএব শ্রীযাদব বলিল প্রভুকে।
কৃপা করিবারে হবে এই শ্রীতারকে।।
প্রভু বলিলেন তবে চল মহাশয়।
কেন বা বিলম্ব আর করিব তেথায়।।
উঠ উঠ বলি ওঠে মতুয়ার গণ।
তারকের গৃহে প্রভু করেন গমন।।
তারকের আঁখি ঝরে দর দর।
নিজ গৃহে উপনীত হইল মথুর।।
গৃহমাঝে পাতিলেন উত্তম আসন।
তথা গিয়ে বসিলেন ভকত রঞ্জন।।
চারিদিকে রহিয়াছে মতুয়া নিচয়।
নরনারী সবে করে জয় জয় জয়।।
ভাসিল চালনা গ্রাম প্রেমের হিল্লোলে।
চারিদিকে যেন সদা আনন্দ উথলে।।
ঝলমল করিতেছে অনুক্ষণ তায়।
হাসির প্রকাশ প্রতি বৃক্ষ লতিকায়।।

তৃণ আদি সবে যেন আনন্দ প্রকাশে।
সবে যেন অনুক্ষণ আনন্দনীরে ভাসে।।
তাঁর মাঝে বহিতেছে ধীর সমীরণ।
অপরূপ মহাভাব হয় নিদর্শন।।
বিকশিত কত ফুল প্রভু আগমনে।
অপরূপ ভাবময় হেরে অনুক্ষণে।।
অপরেতে কিছুক্ষণ থেকে গুরুচাঁদ।
উঠিলেন সঙ্গে করি নিজ পরিষদ।।
শক্তি অনুযায়ী মুদ্রা যেবা যাহা দানে।
মহাপ্রভু নিল তাহা পরম যতনে।।
হেনকালে কহে কথা শ্রীফটিক রায়।
প্রভু ঠাঁই বলিলেন কাতর হৃদয়।।
কৃপা করে যেতে হবে অধীনের ঘরে।
বলিতে বলিতে কথা ভাসে আঁখিনীরে।।
ফটিকেরে করে কৃপা ভকত বৎসল।
চলিলেন মহাপ্রভু নিয়ে নিজ দল।।
শূণ্য পথে পিকগণ কুহু কুহু তানে।
চলিলেন হর্ষচিতে ম'তোদের সনে।।
ফটিকের ঘরে গিয়ে বৈসে দয়াময়।
আনন্দে বসিল যত মতুয়া নিচয়।।
সবে বসি পিকগণ কলরব করি।
ক'রেছে প্রভুর নাম আহা মরি মরি।।
কার্ত্তিকের পুরোবাসী ছিল যতজন।
ভক্তি ভরে বন্দে সবে প্রভুর চরণ।।
তথা বিলম্ব করি প্রভুর ক্ষণকার।
ভক্তসনে প্রদানিল প্রেমের হিল্লোল।।
অপরেতে এসে তথা শ্রীশ্রীরাধানাথ।
ভক্তি ভরে প্রভুপদে করে দণ্ডবত।।
শীলবংশে জন্ম ধরে এই মহাশয়।
ভক্তি ভরে বন্দে যত মতুয়া নিচয়।।
প্রভুকে লইতে সাধ বাসনা তাঁহার।
প্রভুপদে ভক্তি ভরে মাগে পরিহার।।
ধনবান জ্ঞানবান উভয়ে সমান।
রাধানাথ বাস ভাল যত জ্ঞানবান।।
বিপুল ভকতি করে মহাপ্রভু পায়।
আঁখিজল ছল ছল অনুক্ষণ তায়।।
সাজায়েছে মতিমান আপনার ঘর।
নানাবিধ কারুকার্য্য মরি কি বাহার।।
শ্বেত পীত নীল রঙ্গে কাগজ কাটিয়ে।
সাজিয়েছে নিজ গহ যতন করিয়ে।।
ম'তোগণ ঠাঁই করি কাকুতি মিনতি।
আপনার গৃহে নিল অগতির গতি।।
বসিতে আসন দিল উত্তম আসনে।
ম'তোগণে বসাইল অতি সযতনে।।
মহাপ্রভু অনুক্ষণ বলি হরি কথা।
বিদুরিত করে সদা ভক্তমন ব্যথা।।
রাধানাথ প্রভুপদে করে মুদ্রা দান।
ম'তোগণ সবাকার আনন্দিত প্রাণ।।
তাঁহার পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীফুল মোহন।
হরিগুরুচাঁদ পদ চিত্তে করে অনুক্ষণ।।
পিতা হয় গোরাচাঁদ সরল হৃদয়।
একুল মোহন হয় তাঁহার তনয়।।
ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত সেই মতিমান।
গুরুচাঁদ রূপ সাধু সদা করে ধ্যান।।
গুরুচাঁদ বিনে নহে জানে এ জীবনে।
বড়ই আনন্দ লভে পেলে ম'তোগণে।।
গুরুচাঁদ ধ্যান জ্ঞান করে নিশি দিনে।
অধিক সময় মগ্ন থাকে গুণগানে।।
সাজায়েছে গৃহখানি অতীব সুন্দর।
চারিদিকে ঝলমল মকরি কি বাহার।।
নানা বর্ণে কাগজেতে করিয়ে সাজন।
গৃহখানি করিয়েছে অতি সুশোভন।।
হরিগুরুচাঁদ নাম করিয়া অঙ্কিত।
দরজা সম্মুখে রাখে করিয়া গ্রন্থিত।।
মনে মনে ফলাহার বিপুল ভাবেতে।
রাখিয়াছে সযতনে আপন গৃহেতে।
অনুক্ষণ হৃদিমাঝে প্রেমের হিল্লোল।
বহিতেছে দু'নয়নে প্রেম আঁখিজল।।
অপরেতে প্রভু পার্শ্বে করিয়ে গমন।
সঙ্গে সঙ্গে বহু গৃহ ক'রেছে ভ্রমণ।।
যখনেতে প্রভু এল পূর্ব্বের প্রাঙ্গণে।
ত্রস্ত চিতে একবার আইল ভবনে।।
গৃহে এসে সযতনে পাতিল আসন।
দর দর প্রেমবারি ঝরে অনুক্ষণ।।
অপরেতে প্রভু ঠাঁই করিয়ে গমন।
বলিতেছে নম্র ভাবে বিনয় বচন।।
আপনার এক গৃহে হ'য়েছে আসন।
করিয়ে করুণা তথা করুণ গমন।।
সবে বলে চল তবে প্রভুকে লইয়া।
অধিক বিলম্ব করি কিসের লাগিয়া।।

এত বলি সর্ব্বজনে আনন্দিত মনে।
প্রভুর সংহতি চলে তাঁহার ভবনে।।
মহাপ্রভু বসিলেন গৃহের মাঝারে।
ম'তোগণ বৈসে তথা হরিষ অন্তরে।।
শ্রীফুল মোহন অতি ভকতি অন্তর।
গৃহে গিয়ে আয়োজন করে ফলাহার।।
প্রভু ঠাঁই নিয়ে তাহা অতীব যতনে।
ভক্তি ভরে অর্পিলেন সজল নয়নে।।
অতি সুমধুর হয় এই ফলাহার।
সেবিলেন মহাপ্রভু সর্ব্ব সারাৎসার।।
অপরে মতুয়াগণে আনন্দ অন্তরে।
হরিধ্বনি করি লিপ্ত হয় ফলাহারে।।
অকাতরে দধি দুগ্ধ চিনি সন্দেশাদি।
প্রদানিল ম'তোগণে প্রেমানন্দ হৃদি।।
এইভাবে সেই স্থানে হয় ফলাহার।
সবাকার হৃদি মাঝে আনন্দ অপার।।
রামাগণে মুহুর্মুহু করে হুলুধ্বনি।
মতুয়ার গণ সবে করে হরিধ্বনি।।
শ্রীফুলমোহন অতি আনন্দিত হৃদে।
মুদ্রা এনে অর্পিলেন মহাপ্রভু পদে।।
বড়ই আনন্দ দান করিল সবায়।
তথা হ'তে চলিলেন প্রভু দয়াময়।।
বসুদেব সরকার ওই গ্রাম বাসী।
তথায় মতুয়া সনে র'য়েছিল বসি।।
প্রভুকে লইয়ে তার বাসনা মনেতে।
বিপুল বিনয় করে মতুয়া পদেতে।।
শ্রীযাদব ঢালী পার্শ্বে করিয়ে মিনতি।
কেন্দে কেন্দে বলিলেন মধুর ভারতী।।
প্রভুরে লইতে ছিল আমার বাসনা।
মম বাসে যান যদি করিয়ে করুণা।।
আপনার কৃপা হ'লে পূর্ণ হবে আশ।
এত বলি করে ভক্তি পূর্ণ ভাষ।।
অপরেতে সবে মিলি দয়া প্রকাশিল।
সবুদেব সরকারে পদ প্রদানিল।।
প্রভুকে লইতে তথা করিল গমন।
অবিলম্বে তাঁর বাঞ্ছা করিল পূরণ।।
তথা হ'তে চলিলেন হরিষ পুরেতে।
উপনীত শ্রীরাজেন্দ্র বাড়ৈর গৃহেতে।।
কিছুক্ষণ তথা কাল থাকে বিশ্বপতি।
হুলুধ্বনি করিলেন যতেক যুবতী।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করেন গমন।
উপনীত হইলেন মজুমদার গণ।।
ভকতি করিল অতি প্রভুর পদেতে।
প্রভুকে লইল গৃহে ভক্তগণ সাথে।।
আনন্দা নামিনী বুড়ি প্রভুর যে ভক্তা।
হরিগুরুচাঁদ নামে বড় অনুরক্তা।।
মজুমদার বংশেতে জনম তাঁহার।
হরিগুরুচাঁদ নাম করিয়াছে সার।।
বিধবা হইয়ে ধনী রহে পিতৃ গৃহে।
হৃদিখানি দহে সদা প্রেমের বিরহে।।
ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিতা হইয়াছে ধনী।
প্রভুর কৃপায় হ'ল মহা তেজস্বিনী।।
মহাশক্তি সুসম্পন্না হ'ল সেই বুড়ি।
মধুমতী নদী জলে ব'সে দেয় পাড়ী।।
যোগাসন করি বৈসে জলের উপর।
হরিগুরুচাঁদ রূপ হৃদে করি সার।।
নয়নেতে দর দর ঝরে আঁখিজল।
ওপার পারেতে উঠি বলে হরিবল।।
এইমত তেজস্বিনী হ'ল সেই ধনী।
হৃদি মাঝে আছে আঁকা গুরুরূপখানি।।
শ্রীমদন মজুমদার সহোদর হয়।
বিপুল ভক্তি তাঁর আছে প্রভু পায়।।
সেই গৃহে এল মোর প্রভু দয়াময়।
ধাইয়ে আইল বুড়ি ভকতি হৃদয়।।
সবা ঠাঁই বলিতেছে মধুর বচন।
পাল্কী রাখ পাল্কী রাখ শুন ভ্রাতাগণ।।
পিতার লাগিয়া আমি খুদ রান্ধিয়াছি।
পিতা যদি করে সেবা জীবনেতে বাঁচি।।
এতেক বলিয়ে বুড়ি পাল্কীটি ধরিল।
প্রভু ঠাঁই সবিনয়ে কান্দিতে লাগিল।।
ওহে প্রভু জগদ্বন্ধু দুঃখীনীর ধন।
কৃপা করি দুঃখীনীর দেহ শ্রীচরণ।।
খুদ রান্ধিয়াছি প্রভু আপনার তরে।
তুমি বিনে কে সেবিবে বলত আমারে।।
ভক্তিহীনা ব'লে যদি দয়া না করিবে।
দয়াময় নামে তবে কলঙ্ক রটিবে।।
এমত ব'লেছে ধনী কান্দিয়ে কান্দিয়ে।
প্রেমধারা বহে তাঁর বয়ান বাহিয়ে।।
প্রেম বেগে নাহি পারে বলিতে বচন।
শুধুমাত্র প্রভু স্থানে করেন রোদন।।

হেরিয়ে মতুয়াগণ হইল স্তম্ভিত।
কেহ বলে বুড়ি বুঝি হারায় সম্বিত।।
এইমত করে যদি আনন্দা নামিনী।
কৃপা করি বলিলেন হৃদয়ের বণি।।
যাও মাতা গৃহে গিয়ে পাতহ আসন।
তবহ খুব সবে মিলি করিব ভোজন।।
এত শুনি সেই বুড়ি কান্দিতে কান্দিতে।
আসন করিল গৃহে অতীব ভক্তিতে।।
পরে মোর মহাপ্রভু বসিলেন গিয়া।
হেরি যত পুরোবাসী প্রেম পূর্ণ হিয়া।।
সবে এসে প্রভু পদে প্রণাম করিল।
ম'তোগণ পদে কত ভকতি দানিল।।
প্রভু বলে আন খুদ করিব ভোজন।
বিলম্বেতে নাহি মাতা কোন প্রয়োজন।।
এত শুনি সেই বুড়ি অতীব ত্বরায়।
ভক্তির সহিত খুদ প্রভুকে যোগায়।।
সযতনে এনে শাক প্রভুকে অর্পিল।
মহানন্দে প্রভু মোর ভোজন করিল।।
সেই প্রসাদান্ন পরে নিল ম'তোগণে।
হরিগুরুচাঁদ ধ্বনি করিয়ে সঘনে।।
এইভাবে সেই স্থানে সেবা সমাধিল।
প্রভু স্থানে এসে বুড়ী কান্দিতে লাগিল।।
ওহ প্রভু দীনবন্ধু দয়ার সাগর।
মম সম ভক্তিহীনা কেহ নাহি আর।।
তুমি হে পারের বন্ধু ভব কর্ণধার।
ক'রে দিও দুঃখীনিকে ভব নদী পার।।
সম্বল বিহীন ব'লে হইও না নিদয়।
কৃপা করি ক'র পার এই অবলায়।।
এমত বিনয় করি কান্দিল বিস্তর।
মহাপ্রভু বলে মাতা কিসে তব ভয়।।
পাইবা পারের তরী পারের সময়।
হরিগুরুচাঁদ ব'লে ডাকিও সদায়।।
এমত প্রবোধ বাক্য অনেক বলিল।
শুনিয়ে শ্রীমুখ বাক্য সুস্থির হইল।।
হেনকালে এল তথা ভক্ত একজন।
বড়নাড়ে করে বাস সেই সে সুজন।।
শ্রীজলধর মল্লিক নামটি তাহার।
প্রভুকে লইতে গৃহে বাসনা সবার।।
রসনা শ্রীতারকের শিষ্য হয় তিনি।
তারকের করে চিন্তা দিবস যামিনী।।
অনুক্ষণ ভাবে হৃদে কোথা হে তার।
তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু ভব বিস্তারক।।
শ্রীতারকচন্দ্র হয় উপাস্য তাঁহার।
শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ সব সারৎসার।।
প্রভুর সকাশে এসে সেই জলধর।
দুনয়নে বহে তার প্রেম জলধার।।
যেতে হবে মম বাসে ওহে দয়াময়।
ভজন বিহীন বলি হইও না নিদয়।।
প্রভু বলে তব গৃহে যাওয়া ত উচিত।
শ্রীযাদব মোর সেবা করয় বিহিত।।
শুনিয়ে যাদব ঢালী ব'লেছে বচন।
কৃপা করি যেতে হয় মল্লিক ভবন।।
জয়পুরের কর্ত্তা করেছেন এ ঘর।
সেই গৃহে যেতে হয় ওহে সারাৎসার।।
প্রভু বলে চল তবে সবে চল তথা।
ইহাতে আমার বাপ নাহিক অন্যথা।।
এত শুনি শ্রীযাদব বলে জলধরে।
নিজ গৃহে যাহ এবে অতীব সত্বরে।।
এত শুনি ধেয়ে চলে ভক্ত জলধর।
গৃহে গিয়ে বলিলেন শুভ সমাচার।।
পুরবাসী শুনে সবে হ'ল প্রফুল্লিত।
ঘর দ্বার করিলেন অতি সুশোভিত।।
উপরে চাঁদোয়া টানি গৃহের মাঝারে।
উত্তম আসন করি তাঁর নিম্ন তরে।।
রাখিয়াছে নানা পুষ্প কাগজে নির্ম্মিত।
চাঁদোয়ায় চারিধারে করি সুশোভিত।।
এমত করিল সজ্জা আনন্দিত মনে।
প্রতীক্ষায় থাকে চেয়ে মিলি সর্বজনে।।
এদিকেতে মহাপ্রভু বুড়ীকে বলিয়ে।
উঠিলেন পাল্কী পরে হরিষ হইয়ে।।
ম'তোগণে বহে পাল্কী বলে হরি হরি।
হুলুধ্বনি করি যত কুলবতী নারী।।
পিছে পিছে বহু লোক ছুটিয়ে চলিল।
আনন্দা নামিনী বুড়ী সঙ্গেতে ছুটিল।।
চলিল প্রভুর পাল্কী বড় নাল দিকে।
হরিধ্বনি করে পথে মনের পুলকে।।
সেই ধ্বনি যতদুরে শুনিতে পাইল।
নরনারী সবে মিলি ধাইয়ে আইল।।
হিন্দু কি যবন চলে বলে হরি হরি।
বর্হিবাটী এল ধেয়ে যবনের নারী।।

প্রভুর পশ্চাতে চলে চরম উৎসাহে।
উপনীত হইলেন জলধর গৃহে।।
ধাইয়ে আইল যত মল্লিকের গণ।
সবে মিলি হরিধ্বনি করে ঘন ঘন।।
আগু হ'য়ে দেখাইল সম্মান লক্ষণ।
আপ্যাইত হ'ল যত মতুয়ার গণ।।
অতি ভক্তি সহকারে প্রবুকে লইল।
জলধর বাটী পরে পাল্কী নামাইল।।
পাল্কী হ'তে গৃহমাঝে চলে দয়াময়।
রামাগণ বামাস্বরে করে জয় জয়।।
বসিলেন মহাপ্রভু গৃহের মাঝোরে।
ম'তোগণে বসিলেক চারিদিকে ঘিরে।।
প্রতিবাসী গ্রামবাসী এল বহুজন।
আর কত এসেছিল পার্শ্বস্থ যবন।।
ঠেলাঠেলি করে সবে প্রভুকে নেহারে।
এইরূপে বহুলোক হইলেক দ্বারে।
হেরিয়ে শ্রীজলধর হইয়ে উন্মত্ত।
কাটিল ঘরের বেড়া পাগলের মত।।
ধরাধরি করি তাহা দুরেতে রাখিল।
প্রভুকে হেরিতে কোন বিঘ্ন না রহিল।
নরনারী বহুজনা দূরেতে থাকিয়ে।
প্রভুকে নেহারে সবে পুলকে মাতিয়ে।।
বাল বৃদ্ধ প্রৌঢ়াবস্থা যত নরনারী।
দূরে থেকে নেহারিছে রূপের মাধুরী।।
শূদ্র কি যবন বিপ্র ঋষি ব্রহ্মচারী।
বিমুগ্ধ হইল সবে শ্রীরূপ নেহারী।
আনন্দেতে মেতে করে রূপ দরশন।
রূপেতে মোহিত করে সবাকার মন।।
শ্রীরূপ হেরিয়ে সবে করে কানাকানি।
এহেন মধুর রূপ না হেরি না শুনি।।
সুবর্ণ জিনিয়া তনু করে ঝলমল।
কিবা মধুময় রূপ রসে ঢলমল।
ফুটন্ত কমল জিনি শ্রীচন্দ্র বদন।
কোটি শশী যিনি হয় শ্রীঅঙ্গ শোভন।।
বৃদ্ধাবস্থা হয় তবু কি সুন্দর জ্যোতি।
শত কোটি চন্দ্রিমার সুনির্ম্মল ভাতি।।
হেন অপরূপ রূপ না হেরি নয়নে।
এমত বর্ণনা করে বহু বহু জনে।।
গ্রামবাসী যবনের বলেছে বচন।
এই কি সেই গুরুচাঁদ পতিত পাবন।।
মাতিয়াছে বিশ্ববাসী যাহার প্রেমেতে।
সাহা কি যবন মালো চলে এক মতে।।
কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র কি পুরুষ নারী।
গৃহী কি বৈরাগী ন্যাসী সন্যাসী ফকিরী।।
এক যোগে চলে সবে এক মত ধরি।
সবে মিলি এক সনে বলে হরি হরি।।
এমত বলিয়ে যত যবনের গণ।
মোদের সেলাম লও জীবের জীবন।।
এইমত বসি সব যবনের গণ।
আসনে বসিল সবে হরষিত মন।।
আসন গ্রহণ করি অতি আনন্দেতে।
অনিমিষে চেয়ে আছে প্রভুর পানেতে।।
মহাপ্রভু বলে কথা যবনের সনে।
তাহাতে আনন্দে মগ্ন সবাকার মনে।।
শুনিয়ে যবন গণ হইল স্তম্ভিত।
প্রেমিক ভকত গণ হইল মোহিত।।
বড়ই আনন্দ পেল মহাপ্রভু পাশ।
সব মিঞাদের হ'ল পরম উল্লাস।।
মিঞাগণ বলে মোরা বুঝিনু এখন।
তোমাতে খোঁদাতে ভেদ নাহিক কখন।।
মনে বলে তুমি হরি আল্লা হক্ খোদা। মোদের
অন্তর মাঝে জেগেছে সর্ব্বদা।।
নহিলে এমন ভাবে মাতিত না ধরা।
নিশ্চয় অধর বান্দা এসে দিলে ধরা।।
এইমত বলে যত যবনের গণ।
শুনিয়ে আনন্দে ভাসে মতুয়ার গণ।।
প্রেমানন্দ করে সবে সেই কথা ধরি।
সবাকার মহাভাবে বহে প্রেমবারি।।
ওদিকেতে জলধর বহু চেষ্টা করি।
রান্না করাইল ত্বরা দিয়ে এক নারী।।
শাক শুক্তা ডা'ল ডালনা বিবিধ ব্যঞ্জন।
অম্বলাদি মিষ্ট অন্ন ক'রেছে রন্ধন।।
প্রভু বলে জলধরে শুনহ বচন।
লোহার গাড়ীতে আমি করিব গমন।।
জলধর বলিলেন কাতর বচন।
অদ্যকার নিশি হেথা করুন বঞ্চন।।
প্রভু বলে না করিব বিলম্ব হেথায়।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভু ওহে দয়াময়।।
মহাপ্রভু বলে শুন ওহে জলধর।
রাখিবার চেষ্টা কেন কর বারবার।।

থাকিলে পাইবে যাহা তাহাই পেয়েছ।
এলে মাত্র ফলে তাহা তাহা কি বুঝেছ।।
কেঁদে বলে জলধর মহাপ্রভু ঠাঁই।
আপনাকে রাখিবার মম শক্তি নাই।।
ভজন বিহীন আমি অতি দুরাচার।
শাকান্ন প্রস্তুত প্রভু করুন আহার।।
মহাপ্রভু বলে তবে দেহ ত সত্বরে।
ম'তোগণে এক সঙ্গে দেহ সবাকরে।।
এত শুনি সবে মিলি করিয়া উদ্যোগ।
সবে দরশন করে জগন্নাথ ভোগ।।
গলে বাস দিয়ে সেই ভক্ত জলধর।
ভোগ দরশন করে যুড়ি দুই কার।।
চাক্ষুষ ভোজন করে প্রভু দয়াময়।
বর্ত্তমানে হেরে যত মতুয়া নিচয়।।
ভক্তি রসে ডগমগ হ'ল জলধর।
দুনয়নে প্রেমধারা করে দরদর।।
এইভাবে মহাপ্রভু ভোজ সমাধিল।
রামাগণে মুহুর্মুহু হুলুধ্বনি দিল।।
ম'তোগণে হরিধ্বনি করিয়া সাদরে।
ভোজ শেষ করে সবে হরিষ অন্তরে।।
এ সময়ে দিনমণি চলে অস্তাচলে।
ভোজ কার্য্য হ'ল শেষ হরি হরি ব'লে।।
প্রভু বলে চল সব মতুয়ার গণ।
প্রণমিয়ে জলধর ব'লেছে বচন।।
আমাদের প্রতি গৃহে করি পদার্পন।
সবাকারে কৃপা কণা করুন অর্পণ।।
প্রভু বলে চল তবে করিব ভ্রমণ।
অগ্রভাগে তুমি বাপ কর হে গমন।।
এত বলি দুই চারি গৃহেতে ভ্রমিয়া।
ত্রয়োদশ মুদ্রা দিল সকলে মিলিয়া।।
একে একে সবে আসি প্রণাম করিল।
হরষিত চিত্তে প্রভু বিদায় লইল।।
পাল্কী পরে মহাপ্রভু কৈল আরোহণ।
হুলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণ।।
লোহার গাতীর দিকে পাল্কী চালাইল।
পিছে পিছে বহু লোক ধাইয়ে চলিল।।
অভিলম্বে চলে ধাইয়া মতুয়ার গণ।
বহু দূরবর্ত্তি এল যবনের গণ।।
নানাভাবে নানা কথা কহে তাঁরা সবে।
এ হেন ঠাকুর বুঝি আর না মিলিবে।।
সমভাবে সবাকারে করে দরশন।
সন্তোষ করেন বলি মধুর বচন।।
এ হেন মানব আর কভু নহে হেরি।
আহা কিবা রূপ ধরে যাই বলিহারী।।
এইমত যবনের বলিলেক কত।
ক্রমে ক্রমে সবে তাঁরা হইল বিরত।।
পাল্কী গিয়ে উপনীত সে লোহার গাতী।
হরিগুরুচাঁদ বল যুবক যুবতী।।

পুনরায় মহাপ্রভুর লোহারগাতী গমন

মতুয়ার গণ সব করিয়া সংহতি।
উপনীত মহাপ্রভু সে লোহার গাতী।।
অস্ত চলে দিনমণি গিয়াছে চলিয়া।
চারিদিকে অন্ধকারে গিয়াছে ঘিরিয়া।।
হেনকালে উপনীত হয় গুরুচন্দ্র।
অন্ধকার গেল দূরে হ'ল পূর্ণানন্দ।।
আলোকিত হ'ল মহাপ্রভু আগমনে।
তিমির হইল নাশ কিবা শান্তি প্রাণে।
প্রতি ঘরে জ্বলে বাতি করে ঝলমল।
বসিলেন গৃহমাঝে ভকত বৎসল।।
অপরে বসিলে যত মতুয়ার বৃন্দ।
সবার হৃদয় বড় হইল আনন্দ।।
আনন্দের ধারা যেন উথলে উঠিল।
সে আনন্দ সবাকার হৃদয় পশিল।।
পথশ্রান্ত হ'ল বহু করিয়া ভ্রমণ।
কেহ কেহ কোন স্থানে করিল শয়ন।।
মহাপ্রভু যাদবের কহিতে লাগিল।
দক্ষিণ দেশেতে যেতে কি উপায় বল।।
ভবানী পুরেতে হয় নামে গিরিধর।
বাগঝা উপাধি তাঁর সর্ব্বত্র প্রচার।।
রণ বিদ্যা সুশিক্ষিত অতি সুসন্ধানী।
প্রধান সেনা নায়ক গুণে মহাগুণি।।
একা পারে পরাজিতে বহু বহু লোক।
সমরে পশিতে তাঁর বাড়য় পুলক।।
যুদ্ধে অতি বিচক্ষণ বলে মহাবল।
পিছু দিকে ছুটে গিয়ে ধরিত শৃগাল।।
সেই মহামতি এসে মহাপ্রভু পাশ।
প্রভুকে লইতে তাঁর হৃদে বড় আশ।।
বহু অভ্যর্থনা করে প্রভুকে লইতে।
মহাপ্রভু সম্মত না হ'ন কোন মতে।।

তবু বলে যেতে হবে ভবানী পুরেতে।
নিশ্চয় লইব আমি পারি যেই মতে।।
কান্নাকাটি আমি নহে জানি কোন দিন।
ভক্তি শুণ্য হৃদি মম বড় সুকঠিন।।
প্রভু বলে এবে বাপ শুনহ বচন।
আমি কষ্ট পেলে তুমি পাও কি বেদন।।
গিরিধর বলে শুন ওহে দয়াময়।
নিশ্চয় যাইতে হবে আমার আলয়।।
কেমনে যাইবে তরী কোন পথ দিয়ে।
টানিয়ে রাখিব তরী বল প্রকাশিয়ে।।
এই স্থানে রহিলাম লইতে আশায়।
পারি কিনা পারি নিতে আমার আলয়।।
মহাপ্রভু পুনরায় বলিতে লাগিল।
তাহা তুমি পার বাপ আছে তব বল।।
অতএব শুন বাপ আমার বচন।
কোন ঠাঁই গেলে যদি পাইহে বেদন।।
বৃদ্ধাবস্থা আমার যে হয়েছে এখন।
তাহে দেহে দুর্বলতা আসে অনুক্ষণ।।
আমি কষ্ট পেলে কি অন্তরে পাও সুখ।
তা হ'লে আমার প্রাণে নাহি কোন দুঃখ।।
এত বলি বলিলেন প্রভু দয়াময়।
ভুলিল সে গিরিধর প্রভুর মায়ায়।।
চক্রধারী চক্রচ্ছেদ কে পারে করিতে।
জগত বিমুগ্ধ আছে যাহার মায়াতে।।
ভুলাইল গিরিধরে করিয়ে ছলনা।
অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে বুঝিতে পারে না।।
যার ইচ্ছা অনুক্রমে এ বিশ্ব চালিত।
যার কৃপা সুদৃষ্টিতে এ বিশ্ব পালিত।।
সৃষ্টিরথে নিয়মাশ্ব যাহার কৃপায়।
চন্দ্র সূর্য্য উদায়াস্ত যাহার ইচ্ছায়।।
তাঁহার ছলনা জাল কে পারে ছেদিতে।
কেবা হেন শক্তিবন্ত আছে গো ধরাতে।।
গিরিধরে ভুলাইল করিয়ে ছলনা।
গিরির অন্তর মাঝে হইল ধারণা।।
কেন আমি দিব প্রভু তোমাকে বেদনা।
ভবানীপুরেতে নিতে আমি ত চাই না।।
আমি যদি মনে করি দেখিতে তোমায়।
দেখিতে পারি যে আমি মম মনে লয়।।
দিন মধ্যে পঞ্চবার ওড়াকাঁদী গিয়ে।
এখনও সে শক্তিবন্ত এ গিরির গিয়ে।।
তবে আর আপনাকে লইতে চাহি না।
পূর্ণ হ'ক আছে যাহা মনের বাসনা।।
এইভাবে গিরিধর বিরত হইল।
কিন্তু তবু মনে তাঁর ধারণা রহিল।।
যাহা বলিলেন প্রভু করিনু স্বীকার।
তবু আমি গৃহে নিব তোমাকে এবার।।
এইমত বলি গিরি রহিল তথায়।
শয়ন করিল তথা অতীব নিদ্যায়।।
মহাপ্রভু রহিয়াছে খট্টাঙ্গ উপর।
তাঁর নিম্নে শুইলেন সেই গিরিধর।।
অন্তরে তাঁহার এক র'য়েছে ধারণা।
কোন মতে মহাপ্রভু যাইতে চাহে না।।
যবে এরা সবে মিলি হইলে নিদ্রিত।
প্রভুকে ধরিয়ে শিরে ছুটিব ত্বরিত।।
খট্টাঙ্গ সহিত নিব সাধনের ধন।
কেমনে রাখিতে পারে মতুয়ার গণ।।
এত ভাবি মনে মনে হরিষ হইয়ে।
প্রভুর খট্টাঙ্গ নিম্নে রহিল ঘুমিয়ে।
অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিল অন্তরে।
নিদ্রা হ'তে জাগাইল সেই গিরিধরে।।
মনে মনে গিরিধর ভেবেছে তখন।
ধীবর গণের পার্শ্বে করিব গমন।
পূর্ব্বদিকে খাল মাঝে ধীবরের গণ।
মৎস্য ধরা যন্ত্র পেতে আছে অনুক্ষণ।।
তথা হ'তে মৎস্য কিছু লইতে হইবে।
পরে যাহা হয় আমি করিব হে ভেবে।।
এত ভাবি গিরিধর করিল গমন।
উপনীত হয় যথা ধীবরের গন।।
তথা হ'তে এসে পুনঃ করিল শয়ন।
নিদ্রার আবেশে তথা হ'ল অচেতন।।
এইমতে গিরিধর ঘুমিয়ে রহিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মালঞ্চ ও তেকড়ির পরামর্শ

ওদিকে ভক্তা মালঞ্চ খামার হইতে।
প্রভুকে প্রণামি চলে আপন গৃহেতে।।
তথা রহিয়াছে সেই তেকড়ি ঠাকুর।
যাহার মহিমা হয় শুনিতে মধুর।।
তেকড়ি ঠাকুর হয় যবন নন্দন।
কেহ তিনকড়ি ব'লে করে সম্বোধন।।

নিজ ধর্ম্ম পরিহার জনমের মত।
মতুয়া হয়েছে এবে প্রভু পদাশ্রিত।।
গুরুচাঁদ পদ চিন্তা করে অনুক্ষণ।
নিজ ধর্ম ত্যাগী বলে যবনের গণ।।
গুরুচাঁদ পদ সার হৃদি মাঝে ক'রে।
ওড়াকাঁদী ভাবাশ্রিত ম'তো নাম ধরে।।
হরিগুরুচাঁদ নাম করে দিবানিশি।
মতুয়ার সনে চলে যেন দাস-দাসী।।
নিজ জাতি ঠাঁই বহু পাইয়ে দুর্গতি।
তবু নাহি করে ত্যাগ গুরুচাঁদ পতি।।
গুরুচাঁদ গতি মোর বলে সব ঠাঁই।
হক্ আল্লাহ মাহম্মদ গুরুচাঁদ সাই।।
বহু সহ্য করে তিনি মেতে হরিনামে।
মালঞ্চ সহিত হয় বড় আর্ত্তি প্রেমে।।
মালঞ্চ সাহার কন্যা তেকড়ি যবন।
কেবা ক'রে দেহ হেন মধুর মিল।।
দোঁহার প্রাণেতে সদা চাহে গুরুচাঁদে।
ওড়াকাঁদী বসি দোহে দিবানিশি কাঁদে।।
এক প্রাণ এক আত্মা হয় দোহাকার।
নাম ব্রহ্ম জপি দোহে কাঁদে অনিবার।।
ইসলাম ধর্মে আর নাহি লয় মন।
নামাজ ক'রেছে ত্যাগ জন্মের মতন।।
মালঞ্চে করিয়ে সঙ্গিনী আসে ওড়াকাঁদী।
প্রভু ঠাঁই দোহে কথা বলে কাঁদি কাঁদি।।
প্রভু মোর বলিতেন কোন ভয় নাই।
প্রভুর কৃপায় হ'ল তেকড়ি গোঁসাই।।
সাহা আদি মাতা হয়েছে আর ঝালোমালো।
হরিনামে মত্ত সদা তেজস্বী পাগলে।।
প্রভু আগমন বার্ত্তা শুনিয়ে ভ্রমণে।
মালঞ্চকে পাঠাইল প্রভুর সদনে।।
প্রভুকে লইতে সেই তেরখাদা গাঁয়।
দোহে মিলি এ ধারণা ক'রেছে হৃদয়।।
প্রভু ঠাঁই সে মালঞ্চ করিয়ে গমন।
প্রভুর সকাশে সব করিল জ্ঞাপন।।
প্রভুর আশ্বাস বাণী করিয়ে শ্রবণ।
নিজ গৃহে এসে যবে দিল দরশন।।
মালঞ্চের ঠাঁই কহে তেকড়ি ঠাকুর।
কতক্ষণে নেহারিব চরণ প্রভুর।।
সমাচার কহ দেখি ওহে সুবদনী।
কতক্ষণে আসিবেন হৃদয়ের মণি।।

কিবা ব'লেছেন মোর গুরুচাঁদ নিধি।
সত্বরে বলহ নইলে ফেটে যায় হৃদি।।
কেন বা বিমর্শ ভাব করি দরশন।
ত্বরায় বলহ ধনী তাঁহার কারণ।।
মালঞ্চ ব'লেছে অতি সকরুন স্বরে।
আসে কিনা আসে তাই ভেবেছি অন্তরে।।
এইমত বাণী যদি মালঞ্চ বলিল।
শুনিয়ে তেকড়ি বড় ব্যথিত হইল।।
হাহা প্রবু দয়াময় বলিতে বলিতে।
অতীব ব্যাকুল হৃদি হ'ল তখনেতে।।
যেইমত কৃষ্ণশোকে নন্দ যশোমতি।
কংস যজ্ঞ অবসানে ঘটিল দুর্গতি।।
তেমনি হইল দশা মালঞ্চ ভবনে।
মনোদুঃখে কাঁদে দোহে আকুল পরাণে।।
কাঁদিয়ে মালঞ্চ বলে তেকড়ির পাশে।
প্রভু বুঝি আসিবে না আমাদের বাসে।।
তেকড়ি ব'লেছে বাণী আকুল হৃদয়।
কি লাগি বাঁচিয়া রব বল এ ধরায়।।
এমত বিলাপ করি কাঁদিল বিস্তর।
সান্ত্বনা হইল দোহে কিছুক্ষণ পর।।
মালঞ্চ বলেছে সেই তেকড়ির প্রতি।
আমার অন্তরে এক জেগেছে যুকতি।।
এই নদী দিয়ে যাবে প্রভুর তরণী।
সেইকালে লব ধরি হৃদয়ের মণি।।
তেকড়ি ব'লেছে তাহা কেমনে হইবে।
কোন কালে যাবে প্রভু কেমনে জানিবে।।
মালঞ্চ ব'লেছে এক আছে গো উপায়।
শিষ্যগণে সংবাদিয়ে আনহ ত্বরায়।।
ঝালোমালো রাজবংশী যে আছে আমার।
প্রত্যেক আনহ হেথা অতীব সত্বর।।
এত শুনি সংবাদিয়ে আনি সবাকারে।
বলিতেছে সে মালঞ্চ অতি ধীরে ধীরে।।
প্রভু মোর এই পথে যাবেন চলিয়ে।
তোমাদের দিতে হবে সে নৌকা ধরিয়ে।।
শুনিয়ে এতেক সবে হয় পুলকিত।
সবে বলে মাতা তুমি না হও চিন্তিত।।
তেকড়ি ব'লেছে শুন আমার বচন।
যতনে ধরিয়ে দিবে সাধনের ধন।।
নিশিযোগে যাবে অদ্য ঠাকুরের তরী।
নদীকূলে সবে মিলি থাকিবে প্রহরী।।

দুইকূলে রাখ সবে রজ্জু টানাইয়।
জাগিয়া রহিবে সবে প্রদীপ জ্বালিয়া।।
এইভাবে নদীর তীরে রহে সাবধান।
ধরিতে নারিলে কিন্তু হারাইব প্রাণ।।
এই বাণী বলে দোহে শিষ্যদের প্রতি।
স্বীকৃত হইল সবে করিয়া ভকতি।।
আদেশানুক্রমে সবে তাহাই করিল।
দুই তীরে রজ্জু এক টানিয়া রাখিল।।
বড় বড় বাশ রাখে জলে ভাসাইয়া।
জানিতে পারিবে যবে যাইবে বাহিয়া।।
এইমত সুসন্ধান পাতিয়া সবাই।
ছল করে ধরিবারে ত্রিদেশের সাই।।
হাসি পায় নেহারিয়ে এই সুসন্ধান।
রজ্জু দিয়ে ধরিবারে চাহে ভগবান।।
তুচ্ছ রজু দিয়ে কেবা পারিল বাঁধিতে।
বাঁধিলে বাঁধিতে হয় দিয়ে ভক্তি সূতে।।
ভক্তি সূতে দিয়ে বাঁধ হরিচাঁদ সুত।
নহেত যাবে না ধরা দিয়ে অন্য সূত।।
যাহার ইচ্ছায় ইঙ্গিতে চলে এ ব্রহ্মাণ্ড।
তাঁকে ধরিবার আসে করে এই কাণ্ড।।
ভক্তি রজ্জু বিনে নহে তাঁকে বাঁধা যায়।
তুচ্ছ রজ্জু দিয়ে ধরবে অধর ধরায়।।
কেবা পারে বিশ্ব মাঝে করিতে বন্ধন।
চলি যাবে তুচ্ছ বাঁধ করিয়ে লঙ্ঘন।।
কতবার কত জনা ক'রেছে কৌশল।
কে করে বেঁধেছে বল করিয়ে ছল।।
যারা হয় হচ্ছে ক'রে মায়াতে বন্ধন।
নাহি পারে কোনক্রমে করিতে লঙ্ঘন।।
তারা অদ্য আহা কিবা পেতেছে কৌশল।
ধন্য ধন্য তেকড়ির এ মহা কৌশল।।
প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁরা থাকিয়ে প্রহরী।
ধরি ল'বে জোর করি ঠাকুরের তরী।।
ধন্য ধন্য মানবের প্রাণের কি বল।
কাঁকে ধরিবার তবে করে কিবা ছল।।
যুগ যুগান্তর করি কঠোর সাধন।
তবু নাহি পায় জীবে যার দরশন।।
তাঁকে অদ্য ল'বে ধরি তেকড়ি ঠাকুর।
ধন্য ধন্য কিবা ভাব মধুর মধুর।।
নবলক্ষ ধেনু রজ্জু দিয়ে নন্দরাণী।
তথাপি বাঁধিতে নারে শিশু নীলমণি।।

ভক্তি সূত বিনে নহে কভু যায় বাঁধা।
এখানে আমার বড় থেকে গেল ধাঁধা।।
ভক্তি ধন বিনে ভবে না মিলে সে ধন।
ভক্তি বাঁধা ভগবান বলে সর্ব্বজন।।
ভক্তি সূত রেখে দিয়ে তুচ্ছ রজ্জু ধরি।
তেকড়ি ধরিয়া লবে গুরুচাঁদ হরি।।
এইমত তুচ্ছ ফাঁদ পাতিল তথায়।
অন্তরে জানিল তাহা প্রভু দয়াময়।।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি অতিক্রম হয়।
যাদবেরে ডাকিলেন প্রভু দয়াময়।।
মাধবেন্দ্র শ্রীনকুল ভক্ত তিন জন।
প্রভুর সকাশে করে কথোপকথন।।
কি করা উচিত এবে আমাদের হয়।
পরামর্শ করি তাহা দেখহ সবায়।।
কোন মতে না যাইব তেরখাদা গায়।
কি ভাবে যাইতে হবে ল বলহ ত্বরায়।।
রজনী থাকিবে তথা পশ্চাৎ করিয়ে।
যেতে হবে সাবধানে তরণী বাহিয়ে।।
যবন প্রাধান্য দেশ সেই স্থান হয়।
অনেকের প্রাণে হয় আশঙ্কা উদয়।।
এক দিকে গিরিধর সাজিয়ে র'য়েছে।
দুর্দ্দান্ত মানুষ শেষে কি ঘটায় পিছে।।
মালঞ্চ র'য়েছে চেয়ে আশা পথপানে।
থামাতে নারিবে তরী কিছুতে সেখানে।।
এইরূপ ভাবে কত বলাবলি হয়।
কি দিয়ে কি করে হরি বোঝা বড় দায়।।
কাকে দিয়ে কি বা করে কিসের লাগিয়ে।
কেবা হেন শক্তি ধরে লইবে বুঝিয়ে।।
মাধবেন্দ্র হৃদে প্রভু দানিয়ে শকতি।
তাঁকে দিয়ে জাগাইল উত্তম যুকতি।।
নানাভাবে নানা কথা বলে মতে মনে।
নির্দ্ধার্য্য যুকতি নাহি জাগে কা'র প্রাণে।।
হেনকালে মাধবেন্দ্র ব'লেছে বচন।
এবে গিয়ে সবে মিলি করহ শয়ন।।
প্রভাতে যাইব মোরা শুনহ সকলে।
সবাকারে ডাকি ল'ব যাইবার কালে।।
এত শুনি সবে দিয়ে বিশ্রাম লভিল।
এ বাড়ী সে বাড়ী গিয়ে নিদ্রিত হইল।
শ্রীযাদব আছে আর নকুল সমুতি।
তিন জনে প্রভু সনে ক'রেছে যুকতি।।

যখনেতে সবে মিলি নিদ্রিত হইবে।
নিশ্চিন্তে ঘুমিবে সবে কহে না জাগিবে।।
রজনী প্রভাত কাল থাকিতে থাকিতে।
সেইকালে আপনাকে তুলিব নৌকাতে।।
তেরখাদা হব পার থাকিতে যামিনী।
নিশ্চিন্তে থাকুন এবে ওহে গুণমণি।।
যুকতি শুনিয়ে প্রভু সন্তোষ হইল।
শয্যাপরে নিদ্রাবেশে বিশ্রাম লভিল।।
এইমত রহে সবে নিশ্চিন্ত হৃদয়।
কেহ বা বাটীর পরে কেহ বা নৌকায়।।
যথাকালে মাধবেন্দ্র আসিয়ে তীরেতে।
যাদবে নকুলে বলে জাগহ ত্বরিতে।।
তথা হতে চলি যায় গৃহের মাঝারে।
যাদবের রমণীকে জাগায় সত্বরে।।
মাধবেন্দ্র বলে দাও প্রভুকে সেবিতে।
এখনই সবে মোরা যাইব নৌকাতে।।
এত শুনি ব্যস্ত হ'য়ে যাদবের নারী।
শয্যা ত্যাগিলেন ধনী অতি ত্বরাকরি।।
প্রদীপ জ্বালিয়ে ধনী ভুঞ্জায় প্রভুকে।
মহাপ্রভু বলে ভাষ পরম পুলকে।
এখনই তরী পরে করিব গমন।
আমার বচন মাতা করহ শ্রবণ।।
যাত্রাকালে হুলুধ্বনি দিওনা জননী।
ম'তোগণে কেহ না করিও হরিধ্বনি।
সব দিকে আছে জেগে যেভাবে সকল।
জানিতে পারিলে পিছে ঘটিবে ভঞ্জাল।।
নীরবে থাকিয়ে সবে বেয়ে যাবে তরী।
যাত্রাকালে মনে মনে সবে ব'ল হরি।।
এমত বলিয়ে প্রভু তরী আরোহিল।
নীরবেতে মতোগণে তরীতে উঠিল।।
কেহ না জানিল তারা ঘুমিয়েছে সবে।
সবে জানে প্রাতঃকালে যাইতে হইবে।।
কিন্তু তাঁর বিপরীত হইল এখন।
সবে মাত্র রহিয়াছে ঘুমে অচেতন।।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ করিয়া সংহতি।
নিশিযোগে চলি যান অখিলের পতি।।
মাধবেন্দ্র শ্যামচাঁদ আর বিচরণ।
তিন জনে বাহে তরী প্রফুল্লিত মন।।
নিরাপদ যায় বেয়ে তরণী বাহিয়া।
ভবানীপুরের ঘাটি লঙ্ঘন করিয়া।।

এদিকে লোহার গাতী ছিল যত জন।
ক্রমে নিদ্রা ভঙ্গে কেহ জাগিল তখন।।
জেগে দেখে মহাপ্রভু গিয়অছেন চলি।
শুনিয়ে সেজন করে আকুলি ব্যাকুলি।।
মুহুর্মুহু সবাকারে ব'লেছে ডাকিয়া।
জেগে দেখ মহাপ্রভু গিয়াছে চলিয়া।।
জাগ জাগ ম'তোগণ কি লাগিয়া থাক।
চলিয়া গেলেন প্রভু নিদ্রা ত্যজি দেখ।।
এতেক শুনিয়ে পেয়ে সাধু নিবারণ।
উন্মত্ত আকারে এল ছাড়িয়ে বসন।।
ঘাটে গিয়ে দেখিলেন তরী নাই তথা।
ডেকে বলে ছুটে আয় কে আছিস কোথা।।
এত শুনি এল ধেয়ে শ্রীচন্দ্র বিশ্বাস।
মথুরানাথের পুত্র হরিদহ বাস।।
নিবারণ সঙ্গে তথা করে আগমন।
তাহাদের গুরু হয় এই নিবারণ।।
সত্বরেতে নিজ তরী করি আরোহণ।
নিজ সঙ্গী সঙ্গে তার ছিল যত জন।।
উর্ধ্বশ্বাসে তরী বেয়ে চলিল তখন।
মসিন্দা আসিয়া তরী পেল দরশন।।
দুই তরী এক সনে অতি বেগে ধায়।
ক্রমে তেরখাদা গিয়ে হইল উদয়।।
তেরখাদা ঘাটে যারা আছিল প্রহরী।
জাগ্রত হইয়া সবে থাকে নিশি ভরি।।
যখনে প্রভুর তরী হইবে উদয়।
তৎপূর্বে নিদ্রাদেবী ক'রেছে আশ্রয়।।
শোনা যায় ধুমধাম মালঞ্চের ঘরে।
হরিনাম করিতেছে সবে উচ্চৈঃস্বরে।।
নামে প্রেমে মগ্ন আছে সবাকার মন।
হেনকালে তরী বেয়ে ক'রেছে গমন।।
বাঁশের উপর দিয়ে ঘর ঘর করি।
মহা বেগে চলি যায় ঠাকুরের তরী।।
হেনকালে সংজ্ঞাপ্রাপ্তি পেয়ে একজন।
চেয়ে দেখে সেই তরী ক'রেছে গমন।।
লঙ্ঘন করিয়া ঘাট অতি বেগে ধায়।
চিৎকার করিয়া পরে সবাকে জানায়।।
আয় আয় সবে তোরা দ্রুতবেগে আয়।
ধর ধর ওই সেই তরী বেয়ে যায়।।
মাধবেন্দ্র বলে আর কি চাস এখন।
সজোরে বাহরে তরী ওহে বিচরণ।।

শ্যাম আর বিচরণ দাঁড়ে দোহে মিলি।
মাধবেন্দ্র বাহে হ'ল ভক্তি বল শালী।।
চলেছে প্রভুর তরী পবন গতিতে।
চিৎকার পশিল গিয়ে কীর্ত্তন মাঝেতে।।
ওই ওই যায় চলি ঠাকুরের তরী।
আশু হ'য়ে চল ত্বরা ধরিতে ও তরী।।
শ্রুতমাত্র তিনকড়ি ধাইয়ে চলিল।
কই কই ধর ধর কত দূরে গেল।।
ধর ধর বলি সবে ধায় উভয়রায়।
বিপথে পড়িয়ে কেহ করে হায় হায়।।
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় কেহ আকুল অন্তরে।
দিশেহারা হ'য়ে পড়ে নদীর মাঝারে।।
হ্যারিকেন হাতে করি কেহ বা ছুটেছে।
বৃক্ষের আঘাত লেগে কলটি ভেঙ্গেছে।।
এইরূপে হুড়াহুড়ি করি সর্বজন।
কোন ক্রমে না হইল স্বকার্য্য সাধন।।
গৃহে গিয়ে বলে কেহ মালঞ্চের পাশে।
রাখিয়ে নারিনু মোরা প্রভু পরমেশে।।
শ্রুতমাত্র সে মালঞ্চ ঢলিয়ে পড়িল।
হা হা গুরুচাঁদ বলি কাঁদিতে লাগিল।।
বড় উৎসাহিত প্রাণ নিরুৎসাহ হ'ল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

তেকড়ি ও মালঞ্চের খেদ

ধরিতে নারিয়ে তরী মনে অতি খেদ করি
কাঁদে দোহে আকুল হৃদয়।
হাহা প্রভু কৃপাসিন্ধু নাহি দিলে কৃপাবিন্দু
কেন প্রভু হইলে নিদয়।।
কাঁদিয়ে তেকড়ি ব'লে অস্পৃশ্য যবন ব'লে
তাহে প্রভু এমত করিলে।
মনে যদি ছিল সাধ ঘটাইবে পরমাদ
তবে কেন পূর্বে না সাধিলে।।
তা হ'লে হইত ভাল এবে মোর কি ঘটিল
জাতি মান পানে নাহি চাই।
অগ্রে করি কৃতদাস শেষে কর সর্বনাশ
একি খেলা খেলিলে গোঁসাই।।
ত্যাজিয়ে জাতির ধর্ম্ম সার করি হিন্দুধর্ম
তাহে কর এরূপ ছলনা।
ডুবির নদীর জলে কিম্বা মরি বিষাণলে
না পারিব সহিতে যাতনা।।
শুনেছি তোমার ঠাঁই জাতি ভেদ কিছু নাই
তাই জেনে করিনু আশ্রয়।
নিতে হ'ল বিপরীত কর্ম্মটি 'হল গর্হিত
আমি বড় ক'রেছি অন্যায়।।
তুমি নহে জাতিশ্বর শুধু নমঃকুলেশ্বর
তাই অদ্য এমত করিলে।
নহ তুমি বিশ্ব পিতা নহে বিধাতার ধাতা
ভালভাবে আমাকে জানা'লে।।
এত বড় নির্ম্মল ভক্তি তিন কড়ি করে উক্তি
বয়ান বাহিয়ে পড়ে জল।
শুদ্ধ রাগাত্মিকা প্রেমে বলে হেন প্রেম বেঁধে
মহাভাব অতি সুনির্মল।।
এমত বলিয়ে ক্ষণে কেঁদেছে আকুল প্রাণে
তাহে চক্ষু হ'ল রক্তবর্ণ।
ক্ষণে পড়ে ভূমিতলে হা হা গুরুচাঁদ ব'লে
কেঁদে কেঁদে হইল বিবর্ণ।
মালঞ্চের ওই গতি দোহাকার একমতি
গতি মতি সর্বাসার প্রভু।
দোহে মহা ভাবোময় পড়ি রহে মৃত্তিকায়
হৃদে ভাবে গুরুচাঁদ বিভু।।
প্রভু মোর দ্বৈতরূপে আসিয়ে দোহা সমীপে
দাঁড়িয়েছে ত্রিভঙ্গিম ঠামে।
এল অকলঙ্ক শশী মুখেতে মধুর হাসি
সত্যভামা মাতা রহে বামে।।
ঢালি কত সুধারাশি বলিতেছে হাসি হাসি
শুন তুমি ওহে বাছাধন।
তুমি ভক্ত শিরোমণি প্রেমভক্তি রস খানি
কেবা বল তুমি হে যবন।।
তুমি ছিলে ব্রহ্মপুরে হবিউল্লা কাজী ঘরে
তাতে তোমা না করিনু বাদ।
মাতাতে যবন বংশ তাহে তুমি অবতংশ
এবে কেন ভাব পরমাদ।।
যথা তুমি তথা আমি নিশ্চয় জানিও তুমি
নহে মম কপট বচন।
এবে শোক পরিহর আমার বচন ধর
মহোৎসব কর সমাপন।।
যা এনেছ আমাতরে এবে তাহা দেও মোরে
প্রেমানন্দে করিব ভোজন।
ত্বরাকরি গৃহে যাও সত্বরে আনিয়ে দাও
পুনরায় করিব গমন।।

দেখে ইহা অকস্মাৎ তিনকড়ি তৎক্ষণাৎ
মালঞ্চের প্রতি ডেকে কয়।
দ্রব্য করি আয়োজন ভোগ কর সমাপন
শুভ যোগ এবে বয়ে যায়।।
মালঞ্চ ব'লেছে তায় নাহি তব কোন ভয়
ভোগ সিদ্ধি হ'য়েছে তোমার।
হেরি হরি মন্দিরেতে পিতা মাতা একত্রেতে
প্রেমানন্দে ক'রেছে আহার।।
শুনিয়ে মধুর বাণী তিনকড়ি গুণমণি
চাহে হরি মন্দির পানেতে।
পুরাইতে ভক্ত সাধ কল্পতরু গুরুচাঁদ
মাতা পিতা ভুজে এক সাথে।।
হেরে এই মহাভাব হৃদে হ'ল মহাভাব
ভূমে পড়ে হ'য়ে অচেতন।
মালঞ্চের সেই ভাব ভাবের উপরে ভাব
সেও হয় ধূলায় পতন।।
আহা প্রভু দয়াময় কা'কে দিয়ে কি খেলায়
বুঝিবার সাধ্য আছে কার।
কি ভাবিতে কি করিল ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইল
এই লীলা বড় চমৎকার।
ভকত হৃদি রঞ্জন ভকতের প্রাণধন
তেকড়ির বাঞ্ছা পুরাইল।
ভক্তিসূত্রে টানাটানি অন্তরেতে জানাজানি
কৃপা করি ভক্তে দেখা দিল।।
হরি হরি বল ভাই এমত হবার নাই
ধন্য লীলা সুপ্রকাশ এবে।
হীর রূপ তেয়াগিয়ে গুরুচাঁদ রূপ হ'য়ে
নিস্তারিল এই কলিজীবে।।
কে বুঝিবে তাঁর তত্ত্ব কে জানে তাঁর মাহাত্ম্য
কিবা খেলা খেলে চিন্তামণি।
ভজ তাঁকে ওরে মন পাইবে অমূল্য ধন
গুরুচাঁদ হৃদয়ের মণি।।

মহাপ্রভুর হাড়িদাহ গমন

এদিকে প্রভুর তরী অতি বেগে ধায়।
আঠার বাহিনী মধ্যে হলেন উদয়।।
এহেন সময় হয় রজনী প্রভাত।
নিদ্রার আবেশে আছে প্রভু জগন্নাথ।।
পূর্ব্বাকাশে দিনমণি হ'য়েছে উদয়।
হরিধবনি করে সবে প্রফুল্ল হৃদয়।।
সেই ধবনি শুনিলেন হাড়ীখালী বাসী।
নদীরে তীরে সবে মিলি উপজিল আসি।।
আঠার বাহিনী তটে সেই গ্রামখানি।
মুখরিত হ'ল যেন শুনে হরিধবনি।।
হাড়ীখালী বাসী হয় শ্রীচন্দ্র বিশ্বাস।
যাঁহার জনক হয় মথুর বিশ্বাস।।
প্রভুর সংহতি ছিল নিজের নৌকায়।
প্রভুরাগ্রে নিজ ঘাটে আসিয়ে পৌঁায়।।
মনেতে প্রফুল্ল অতি তাঁহার হ'য়েছে।
মনোল্লাসে কহে বার্ত্তা প্রভু আসিয়াছে।।
হেরিয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র ক্রোধিত হইল।
চেয়ে দেখ চন্দ্র এবে অন্যায় করিল।।
প্রভুকে পশ্চাতে করি চলি যায় গৃহে।
হেরিয়ে আমার হৃদি অনুক্ষণ দহে।।
বুঝে ল'ব কত ভক্তি ধরে চন্দ্রকান্ত।
গুরুসনে চলি যায় ত্যজি প্রাণকান্ত।।
কাথলী নিবাসী হয় সাধু নিবারণ।
কি ভেবে সে অগ্রভাগে করিল গমন।।
বুঝে সব তাঁর ভক্তি হয় কতদূর।
নহে যাব হাড়ীখালী লইয়ে ঠাকুর।।
ভাল মতে বুঝে ল'বে মনেতে ভাবিয়ে।
বাহিয়ে চলিল তরী পর পার দিয়ে।।
হাড়ীখালী গ্রামখানি পিছু দিকে রেখে।
তরণী বাহিয়া চলে মনের পুলকে।।
এভাবে হেরিয়ে যত হাড়ীখালী বাসী।
লোকারণ্য হ'ল ক্রমে নদী তীরে আসি।।
শ্রীচন্দ্রকান্তের নারী তরণী বরিতে।
বরণের ডালা হস্তে আইল তরীতে।।
বিমুখ দেখিয়ে তরী করে হায় হায়।
না আসিয়ে প্রভু বুঝি ওই চ'লে যায়।।
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।
বসন রাখিয়া গলে বিহ্বল হইল।।
নরনারী কাঁপে সবে আকুল হইয়া।
নিবারণ সাধুজির ফেটে যায় হিয়া।।
শিষ্যগণ সহ কাঁদে নদী তীরে বসি।
নয়নের জলে তাঁর বক্ষ যায় ভাসি।।
ঘোর রবে উঠিল ক্রন্দনের ধবনি।
সবার হৃদয় যেন দহিছে অগিনী।।
আছড়ী পাছড়ি খায় নদী কূলেতে।
বহুক্ষণ এইভাবে লেগেছে কাঁদিতে।।

শ্রীচন্দ্রমোহন পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।
প্রাণহীন দেহ সম রহিল পড়িয়া।।
সবাকার মধ্যে তথা কাঁদে এক বুড়া।
শ্রীচন্দ্রমোহনের হ'ন তিনি খুড়া।।
বিশ্বাস শ্রীপঞ্চরাম নামটি তাঁহার।
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে বুড়া করে হাহাকার।।
আহারে অদৃষ্ট মোর এবা কি ঘটিল।
হেনভাবে প্রভু কেন নিদয় হইল।।
বহু অপরাধী আমি হ'য়েছি চরণে।
দেখা দিয়ে যান চলি এই যে কারণে।।
প্রভু যদি যান চলি কি কাজ জীবনে।।
জবিন জ্যজিব অদ্য জীবন জীবনে।।
জীবনে জবিন ত্যজি শীতল হইব।
এছার পরাণ আর-কি লাগি রাখিব।।
এত বলি পঞ্চরাম আকুল হইয়া।
ঝাপিল নদীর মাঝে ত্যজিব রে হিয়া।।
কেহ গিয়ে ধরাধরি করিয়া আনিল।
কেহ কেহ অতি দ্রুত নৌকা আরোহিল।।
নৌকায় চড়িয়ে সবে কাঁদিতে কাঁদিতে।
প্রভুর তরণী দিকে লাগিল বাহিতে।।
সবাকার একদশা যখনে হইল।
মাধবেন্দ্র তখনেতে তরী ফিরাইল।।
হরিষে বিষাদ ঘটে কে বুঝিবে তত্ত্ব।
কে জানিবে মধুময় লীলার মাহাত্ম্য।।
অতঃপর দেখে সবে ফিরেছে তরণী।
পঞ্চরাম ডেকে বলে পুরুষ রমণী।।
ধরাধরি করি বলে আনিল তীরেতে।
বলে ওই চেয়ে দেখ হবে না মরিতে।।
ওই দেখ আসিতেছে তব মহাপ্রভু।
ইহার তাৎপর্য্য মোরা না বুঝিনু কভু।।
কেঁদে কেঁদে পঞ্চরাম বলে সবাকারে।
আর কিহে মহাপ্রভু আসিবেন ফিরে।।
এমত বলিতে পুন ভূমেতে লোটায়।
কাঁদি কাঁদি ভাষে বলে কোথা দয়াময়।।
হেনকালে প্রভু তরী ঘাটেতে উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।
ম'তোগণে উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি হরি।
জয় গুরুচাঁদ বলি লাগাইল তরী।।
বিষাদে হরিষ পুনঃ সবার হৃদয়।
অঝোরে নয়ন বারী ধারা ব'য়ে যায়।।

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ঠারী চন্দ্রের রমণী।
ধান্য দুর্বা দিয়ে পূজে প্রভুর তরণী।।
বিশ্বাস শ্রীপঞ্চরাম কাঁদিতে কাঁদিতে।
তরীপরে আরোহিল প্রভুর সাক্ষাতে।।
পিতা পিতা বলি পদে পড়িলেক কেঁদে।
করিতে না পেরে কিছু মনের বিচ্ছেদে।।
প্রভু বলে শান্ত হও ওহে বাছাধন।
যাহা কিছু হয় সব মঙ্গল কারণ।।
সুস্থ হ'য়ে গৃহে গিয়ে পাতহ আসন।
সমাদর করি লহ মতুয়ার গণ।।
অতি নম্র ভাবে গিয়ে ম'তোদের ঠাঁই।
বলে এই অধীনের গৃহে চল যাই।।
চন্দ্রকান্ত সচেতন হইয়ে তখন।
মহাপ্রভু তরী পার্শ্বে করয় রোদন।।
এইমত সবে মিলি কাঁদিতে লাগিল।
ভকত বৎসল প্রভু দয়া প্রকাশিল।।
ভক্তগণ সঙ্গে করি নামিল তীরেতে।
হুলুধ্বনি দিল যত রমণী বৃন্দেতে।।
দক্ষিণ দুয়ারী ঘর উত্তর পোতায়।
সেই গৃহে বসিলেন প্রভু দয়াময়।।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়ারগণ।
বারেন্দাতে বৈসে কেহ আনন্দিত মন।।
শ্রীচন্দ্রকান্ত বিশ্বাস কাঁদে অবিরত।
খুল্লতাত পঞ্চরাম কান্দে সেই মত।।
পঞ্চরাম বিশ্বাসের ধৈরয না মানে।
সুরধনী সম ধারা বহেছে নয়নে।।
নিবারণ সাধু যিনি কাথলী নিবাসী।
কর্ম্ম দোষে মাখিয়াছে নিজ মুখ মসি।।
নিরানন্দ ভাব সদা হয় নিদর্শন।
অনুক্ষণ দেখা যায় বিমর্ষ বদন।।
না বুঝে ক'রেছে কর্ম্ম সাধু মহাশয়।
মনে মনে অসন্তোষ মতুয়া নিচয়।।
উরু ভঙ্গ কুরুবর সম রহে বসি।
মুখেতে নাহিক আর পূর্ববৎ হাসি।।
বাহিরে প্রকাশ ক্ষণে হয় উল্লাসিত।
অনুক্ষণ হৃদি মাঝে আছে বড় ভীত।।
অন্তপুরে গিয়ে কহে বামাগণ প্রতি।
পাক আয়োজন সবে কর দ্রুতগতি।।
পুনঃ যদি হয় হেথা পাকের বিলম্ব।
উঠিবেক ক্রোধ চিত্তে না হইবে সাম্য।।

অতএব সত্বরেতে কর সবে তাই।
বিলম্বেতে হবে নষ্ট শুন যত মাই।।
এত শুনি ত্রাস্ত চিত্তে যত রামাগণ।
অতীব সত্বরে কর পাক আয়োজন।।
কেহ কেহ কুম্ভ পুরী আনিলেক বারী।
কেহ ঝাল বাটে কেহ কাটে তরকারী।।
এইমত করি সবে যতেক রমণী।
উনানে জ্বালিল অগ্নি দিয়ে হুলুধ্বনি।।
উত্তম উত্তম দ্রব্য করি আয়োজন।
বহু ভাবে বহু দ্রব্য হইল রন্ধন।
এদিকেতে দ্বারদেশে বহু লোক হয়।
অনিমিষ নেত্রে সবে হেরে দয়াময়।।
ঠেলাঠেলি হেলো বহু প্রভুকে হেরিতে।
লোকারণ্যময় হ'ল দ্বার সম্মুখেতে।।
কেহ বলে দূরে গিয়ে কর অবস্থান।
দেখনা যে ঘামিয়েছে শ্রীচন্দ্র বয়ান।।
ভয়ে ভীতে সব লোক দূরে গিয়ে রয়।
দূরবর্ত্তী হয়ে সবে প্রভুকে হেরয়।।
হরিষে বিষাদে কেহ হ'য়ে প্রেমাকুল।
মালা গেথে আনিলেন নিয়ে নানা ফুল।।
ভক্তি ভরে পরাইল প্রভুর গলায়।
ঝমকা আকার মালা শোভিত মাথায়।।
কিবা মনোহর শোভা হ'তেছে শোভিত।
রূপ যেন কোটি সূর্য্য করে বিনিন্দিত।।
একেত প্রভুর হয় রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
তাহে এই ফুলহার কিবা শোভা পায়।।
ঝলমল করে রূপ বিদ্যুৎ সমান।
কোটিচন্দ্র প্রভা যিনি রূপ বর্ত্তমান।।
ভক্ত মাঝে শোভে তথা প্রেমময় ছবি।
উদ্ভাসিত হাড়িখালী নিখুঁৎ এ রবি।।
নির্ম্মল কিরণ তাহে চৌদিকে প্রকাশ।
তাপত্রয় গেল দূরে তিমির বিনাশ।।
এইভাবে মহাপ্রভু উদয় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

প্রভু কর্তৃক সমাজের বিবাদ মীমাংসা

শ্রীচন্দ্রকান্তের পিতা মথুর বিশ্বাস।
গুরুচাঁদ পদে ছিল একান্ত বিশ্বাস।।
এ জীবনে না মানিত গুরুচাঁদ বিনে।
গুরুচাঁদ ধ্যান জ্ঞান শয়নে স্বপনে।।
জীবিত থাকিতে তাঁর প্রাণে ছিল সাধ।
নিজ গৃহে আসিবেন প্রভু গুরুচাঁদ।।
বহুদিনাবধি কত চেষ্টাও করেছে।
কার্য্যকরী না হইয়ে সব হ'ল মিছে।।
প্রবল আকাঙ্খা নিয়ে ত্যজিল জীবন।
মৃত দেহ পুত্রে নাহি করিল দাহন।।
কনিষ্ঠ আঙ্গুলী মাত্র করিয়ে কর্ত্তন।
প্রোথিত করিল দেহ করিয়ে সযতন।।
তথায় করিল এক মন্দির স্থাপন।
অঙ্গুরী লইয়া করে শ্রীধামে গমন।।
পুস্করিণী মধ্যে তাহা নিক্ষেপ ক'রেছে।
তাহাতেই চন্দ্র দোষী সমাজের কাছে।।
প্রভু আগমনে এসে সমাজের লোক।
এক ঠাঁই বৈসে সবে হইয়ে পুলক।।
শুনে সবে প্রভু ঠাঁই কারণ ইহার।
চন্দ্রকান্ত করে কেন এমত ব্যাপার।।
এইমত ভেবে হৃদে সবাই এসেছে।
দূরে থেকে প্রভু রূপ দর্শন ক'রেছে।।
রূপে মুগ্ধ হ'য়ে করে রূপে বর্ণনা।
কে গঠিল হেন রূপ যিনি কাঁচা সোনা।
কোথা বা ছিল এ চাঁদ কেইবা আনিল।
কিবা গুণ দিয়ে জগমন বেধে নিল।।
কেহ বলে তা হ'তে ও অধিক হ'তেছে।
মৃত অস্থি ওড়াকান্দী পুকুরে দিতেছে।।
গয়া গঙ্গা বারানসী তীর্থ যত হয়।
প্রভু আগমনে সব উদিত তথায়।।
সর্ব্বতীর্থ সেই স্থানে হ'ল বর্ত্তমান।
ম'তোদের মুখে শুনি এইমত গান।।
প্রত্যক্ষেতে তাহা যেন দৃশ্যমান হয়।
সমাজে হইল মন্দ চন্দ্র মহাশয়।।
হেন ধন প্রাপ্ত যদি হয় কোন মতে।
তুচ্ছ হতে তুচ্ছাদপি হয় সমাজিতে।।
কেহ কেহ এইমত বঁলেছে বচন।
তাহাতে সন্তোষ নহে অনেকের মন।।
কেহ কেহ নাহি মানে তোমার বচন।
সাক্ষাতে শুনিব অদ্য ঠাকুর সদন।।
এত বলি প্রভু ঠাঁই ক'রেছে জিজ্ঞাসা।
নম্রভাবে বলি অতি সুমধুর ভাষা।
নিবেদন শ্রীপদেতে ওহে দয়াময়।
কৃপা করি ঘুচাবেন মনের সংশয়।।

মথুরানাথ বিশ্বাস ছিল মহামতি।
চন্দ্রকান্ত হয়ে প্রভু তাঁহার সন্ততি।।
কি করিল তার দেহ সৎ ব্যবহার।
মৃত দেহ রাখে পুঁতে না করি সৎকার।।
অস্থিখানি ওড়াকাঁদি রেখে এল তাঁর।
শুনিবাপরে চাই প্রভু একি ব্যবহার।।
বেদ ছাড়া কর্ম করে এ আর কেমন।
তাহে বড় সঙ্কিগ্ধীয় আমানে মন।।
ইহাতে কি হইয়াছে পিতার সদগতি।
কৃপা করি বলিবেন সে সব পদ্ধতি।।
মহাপ্রভু বলে তবে শুন সর্বজন।
বেদ বিধি নাহি মানে মতুয়ার গণ।।
আত্মসমর্পণ করা দেহ সবাকার।
জীবিত থাকিতে দেহে নাই অধিকার।।
ভগবান যা করান করে মাত্র তাই।
দোষগুণে নাহি দেখে মতুয়া গোসাই।।
মনে ভাবে মৃতদেহ কিবা স্বজীবিত।
সবই ত প্রভুপদে র'য়েছে অর্পিত।।
এই দেহ প্রেমাগুণে হ'ল জ্বর জ্বর।
পোড়া দেহ কেন করি বহে ছারখার।।
পোড়া দেহ পোড়ইয়া কি ফল পাইব।
জল মধ্যে কভু দেহ ভাসিয়ে না দিব।।
মাটির নির্ম্মিত দেহ মাটিতেই রাখি।
অনিত্য বিচার করে ফল বা হবে কি।।
পিতার মৃত্যুর পর অস্থি রাখে সুতে।
গঙ্গার নিক্ষেপি অস্থি শান্তি হয় চিতে।।
গঙ্গাহীন বারি ভবে কোথাও কি আছে।
গঙ্গাদেবী জল মধ্যে সর্বত্র র'য়েছে।।
মনের বিশ্বাসে তাহা কভু না কুলায়।
কলিকাতা গিয়ে শেষে গঙ্গায় ফেলায়।।
সেখানেও আছে গঙ্গা এইখানেও আছে।
মনের বিশ্বাস বিনে সব হয় মিছে।।
ম'তোগণে ভাবে হ'লো হরি অবতার।
গঙ্গা ত উদ্ভব হয় চরণে তাহার।।
নাম নিলে হয় তথা হরির আগমন।
নামের সহিত হরি আছে সর্ব্বক্ষণ।।
তাঁহার প্রণাম কহি শুন সর্ব্বজন।
এত বলি বলে প্রভু মধুর বচন।।

(ভগবান নিজ মুখে ব'লেছেন)

বৈকুণ্ঠে তীষ্ঠামি নচঃ যোগীগণ হৃদয় নচঃ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি হে নারদ।।
শুনহে আমার বাণী হে তপোধন।
কোথায় থাকিতে ভাল বাসে মম মন।।
বৈকুণ্ঠেতে নহে কিম্বা গোপীগণ হৃদে।
অনুক্ষণ থাকি আমি নাম সিন্ধু হ্রদে।।
যথা মম ভক্তগণ করে নাম গান।
অনুক্ষণ সেই স্থানে মম অধিষ্ঠান।।
এ শ্লোকের মর্ম্ম অর্থ জানে যারা যারা।
বেদ বিধি উর্দ্ধে হয় তাহাদের ধারা।
ইহারা ভেবেছে মনের হরি বর্ত্তমান।
যথা হরি তথা আছে গঙ্গা অধিষ্ঠান।।
নাম সনে হরি তথা তথাইত গঙ্গা।
ইহা ভাবি ম'তোগণে তেজে করে দাঙ্গা।।
অবিশ্বাসী রূপ শত্রু করিয়ে দলন।
বেদ ছাড়া কর্ম করে মতুয়ার গণ।।
যথা তিনি বর্ত্তমান তথাই ত সব।
ম'তোদের প্রাণে সদা খেলেছে উৎসব।।
গঙ্গা গৌরী আদি করি আছে সেই স্থান।
সর্ব্বতীর্থ ওড়াকাঁদী করিয়াছে জ্ঞান।।
তীর্থরাজ বলি কেহ ডাকিছে সঘনে।
না শুনিলে না জানিলে সে ডাকিবে কেনে।।
তাই শুনে অনেকেই ক'রেছে বিশ্বাস।
তীর্থরাজ ওড়াকাঁদী যথা হরি বাস।।
এমত চিত্তের গতি যেন জনার হয়।
সে পারে করিতে হেন মম মনে লয়।।
বিশ্বাসেনাহিক যার বিন্দুমাত্র আস্তা।
সে কি বুঝিবে ব'ল ম'তোর ব্যবস্থা।।
বর্ত্তমান পে'লে কেবা মানে অনুমান।
যাঁরা দেখে সম্মুখেতে হরি বিদ্যমান।।
যথা হরি তথা হয় তীর্থ আগমন।
তীর্থে চাহে অনুক্ষণ সাধু সম্মিলন।।
এ হতে ও উচ্চ কথা বলিলেন প্রভু।
শিরোন্নত করিবার শক্তি নাই কভু।।
হেনভাবে প্রভু মোর করেন মীমাংসা।
সামাজিক লোকে শুনে পূর্ণ করে আশা।।
কেঁদে কেঁদে কেহ কত করে স্তুতি বাদ;
ওহে প্রভু আমাদের ঘুচিল বিষাদ।।

jjj

এতদিন নাহি জানি কারণ ইহার।
এ কারণ সন্দেহ যে ছিল সবাকার।।
অদ্য তাহা ঘুচে গেল আপনার হেতু।
কৃপা করি পেতেছেন হেন মহাসেতু।।
সর্ব্বজীর্থ ফল পাব ওড়াকাঁদী গেলে।
করিব অবগাহন গিয়ে সে সলিলে।।
সর্ব পাপ হ'তে ত্রাণ হইবে এবার।
অনায়াসে যাব চলি ভব সিন্ধু পার।।
কেহ বলে ওহে প্রভু পতিত পাবন।
এতদিন পরে মোরা বুঝিনু কারণ।।
আপনি হে বিশ্ব পিতা ভকত রঞ্জন।
বিশ্বের কল্যাণ দাতা বিভু নিরঞ্জন।।
ভ্রম নিশা নাশিবারে হ'লেন উদয়।
অজ্ঞানে দানিয়ে জ্ঞান করেন জ্ঞানময়।।
অন্ধজনে চক্ষুদান পাইল এবার।
ধন্য ধন্য ওড়াকাঁদী পূর্ণ অবতার।।
এমত নিদান বন্ধু আর না মিলিবে।
কাঙ্গালে ভাসালো প্রভু সূক্ষ্ম প্রেমার্ণবে।।
কাঙ্গাল হইল ধনী পেয়ে প্রেমধন।
হয় নাই কিম্বা কভু না হবে এমন।।
পুনঃ পুনঃ কহে কেঁদে বিষাদ ঘুচিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর সেবা অন্তে সভা

এমত ভাবেতে সবে নিস্তব্ধ হইল।
অন্তপুরে রামাগণ রান্না সমাধিল।।
চন্দ্রকান্ত এসে বলে ম'তোদের ঠাঁই।
রান্না শেষ হইয়াছে সবাকে জানাই।
প্রভুর সকাশে ভাই বল সমাচার।
কৃপা করি মহাপ্রভু করেন আহার।
সেজন ব'লেছে তুমি যোগাড় করহ।
সেবিবেন মহাপ্রভু নাহিক সন্দেহ।।
শুনিয়ে শ্রীচন্দ্রকান্ত আয়োজন করে।
সেজিন কহিল গিয়ে প্রভুর গোচরে।।
রন্ধন হ'য়েছে শেষ ওহে দয়াময়।
যোগাড় ক'রেছে তাঁরা কি আদেশ হয়।।
মহাপ্রভু বলিলেন ভালই হ'য়েছে।
বোধ হয় সবাকার ক্ষুধাও পেয়েছে।।
তবে আর বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
এতকালে বসি সবে করহ ভোজন।।

এত শুনি শশব্যস্তে মতুয়ার গণে।
বাহিরেতে গিয়ে সবে বসিল প্রাঙ্গণে।।
প্রভুর সেবার লাগি চন্দ্রের ঘরণী।
ভকতি অন্তরে অন্ন আনে সুবদনী।।
অগ্রভাগে প্রণমিয়ে প্রভুর চরণে।
অন্ন থালা দিলধনী ভক্তি যুক্ত মনে।।
সমাদার করি দ্রব্য প্রভুকে যোগায়।
মহাপ্রভু করে ভোজ আনন্দ হৃদয়।।
রন্ধনীয় দ্রব্য শেষে দধি দুগ্ধ এনে।
যোগাইল মহাদেবী অতীব যতনে।।
পায়স পিষ্টক আদি করিয়ে ভোজন।
শয্যাপরে বসিলেন ভকত রঞ্জন।।
অপরে মতুয়াগণে করিল ভোজন।
হরিচাঁদ হরি ধ্বনি করি ঘনে ঘন।।
গ্রামবাসী হৃষ্ট চিত্ত হ'য়ে সর্ব্বজন।।
ম'তোদের সনে কেহ করিল ভোজন।।
পরেতে করিল সবে সভা আয়োজন।
নানাবিধ ভাবে সভা হইল রচন।।
কদলীর বৃক্ষরোপী রাখে সারি সারি।
চাঁদোয়া টানিয়া রাখে তাঁহার উপরি।।
শয্যাদি পাতিয়া দিল তাঁহার নিম্নেতে।
উত্তম আসন করে প্রভুর জন্যেতে।।
তদুপরি মহাপ্রভু বৈসেন হরিষে।
মতুয়ার গণ তথা বৈসে চারিপাশে।।
অপরে বসিল যত সামাজিক লোকে।
বসিয়াছে সবে মিলি মনের পুলকে।।
বহুলোক সমাগম হইল তথায়।
বসিলেন সভা মাঝে হরিষ হৃদয়।।
মনেতে ভাবিল শুনি লব'ব প্রভু ঠাঁই।
পিতার সৎকার চন্দ্র কেন করে নাই।।
যবন আচার করে নমঃশূদ্র হ'য়ে।
কোথা পেল এই ধর্ম্ম লইব শুনিয়ে।।
এইমত সবে মিলি করে আনাগোনা।
কেহ বলে সেই কথা হইয়াছে শুনা।
শুনিয়ে তাঁহারা বলে তোমাকে না চাই।
আমরা শুনিয়ে ল'ব ঠাকুরের ঠাঁই।।
এত বলি পুনরায় জিজ্ঞাসে ঠাকুরে।
আপনার চন্দ্র কেন এই কর্ম করে।।
পিতৃদেহ অগ্নিদা না করি কখন।
প্রোথিত করিয়ে রাখে কিসের কারণ।।

মোরা সবে সেই কথা শুনিবারে চাই।
কৃপা করি বলিবেন আমা সবা ঠাঁই।।
প্রভু বলে শুন সবে যত মহাশয়।
সামাজিক নিয়মেতে এ কার্য অন্যায়।।
মৃতদেহ দাহ করা হিন্দুদের ধর্ম।
বেদাতীত কর্ম্ম হয় ম'তোদের কর্ম্ম।।
তবুও রাখিতে হবে সমাজের মান।
নহিলে সমাজ ঠাঁই হবে হতমান।।
কিন্তু যার সেই ভাব না থাকে হৃদয়।
তাঁর কর্ম্মে দোষ ধরা সুকঠিন হয়।।
সামাজিক লোকে শুনি প্রভুর বচন।
বিনয় বচনে বলে প্রভুর সদন।।
আমাদের সমাজেতে যে আছে নিয়ম।
দোষী করি যদি কেন করে ব্যতিক্রম।।
বেদ বিধি অতিক্রম ক'রেছে যে জন।
বাস্তবিক সেইজন হয় মহাজন।।
পূর্ব্বের ভকত যত ছিল আপনার।
অনেকেই বেদ বিধি হইয়াছে পার।।
তাহাদের দোষ গুণ বিচার কে করে।
উন্মাদ আকার ধরি ভ্রমে ধরাপরে।।
তাহাদের নাহি ছিল জাতির বিচার।
বিশ্ব শুদ্ধ ভাবিতেন সব আপনার।।
সেই জ্ঞান আমাদের দেহে বর্ত্তে নাই।
সে কারণ আপনার চরণে জানাই।।
যেদিন বুঝিব মোরা সব আপনার।
সেই দিনে মোরা নাহি চাহিব বিচার।।
আমাদের নিয়ে প্রভু খেলিবেন যাহা।
সুসম্পন্ন সর্বক্ষণ হইবেক তাহা।।
কিন্তু মোরা বর্ত্তমান দেখি অবিচার।
আজ্ঞা হয় করিবারে এই সুবিচার।।
প্রভু বলে সুবিচার ক'রেছ আপনে।
বেদ বিধি নাহি মানে মোর ভক্তগণে।।
লোকেরে দেখায় বটে বেদ মধ্যে থাকি।
ম'তো ঠাঁই বেদ বিধি নিজে হয় লুকি।।
নিজেই ব'লেছ ম'তে বেদ বিধি পারে।
কি দোষ হ'য়েছে তবে বুঝহ বিচারে।।
বেদ মাঝে আছে বটে সবে দেখ তাই।
বেদ ছাড়া কর্ম্ম করে বুঝে দেখ নাই।।
বেদের উপরে গিয়ে দেক একবার।
উঁচু নীচু ভেদ নাই সব একাকার।।
বেদ মধ্যে উঁচু নীচু জাতির বিচার।
বেদাতীত কর্ম্ম দেখে মাগো চমৎকার।।
কিন্তুদেখ এই বেদ যে করে উদ্ধার।
তাঁকে যদি পায় কেহ সম্মুখে এবার।।
তা হ'লে কি বেদ বিধি কিছু মানে ভাই।
তাঁরা ভাবে উদ্ধারের কর্ত্তাকে চাই।।
বর্ত্তমানে ম'তোগণে পেয়েছে তাহারে।
সে কারণ ম'তোগণে যায় বেদবিধি পারে।।
যতটুকু ম'তোগণ বেদকে দেখায়।
তাতেই সন্তোষ থাকে বেদ চতুষ্টয়।।
বেদেতে শয়ন মাগে মতোদের ঠাঁই।
পুনঃ পুনঃ কহে মতোর সঙ্গে যেন পাই।।
বেদগমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু মহতেরা।
গার্হস্থ্য মাজিল তবু প্রেমে মাতোয়ারা।।
বহু পূর্ব্বে মান্য পায় বেদের সদন।
বেদ করে মতুয়ার চরণ বন্দন।।
তবে বল সমাজের প্রথা হিসাবেতে।
সমাজের ঠাঁই চন্দ্র দোষী হয় তাঁতে।।
এমত আমার প্রাণে জাগে সুবিচার।
বলিবার থাকে পার তাহা বলিবার।।
কি যেন হইল সবে শুনিয়ে বচন।
কেন যেন ছল ছল করে দু'নয়ন।।
কেবা যেন বাক্য রোধ করিল আসিয়া।
বলিতে নাহিক পারে কি যেন ভাবিয়া।।
সভা শুদ্ধ টলমল হইল সহসা।
ওকি অপরূপ কাণ্ড কি হ'ল তামাসা।
নীরব হইল কেন এ সভা মণ্ডল।
বাল্য বৃদ্ধ কা'র মুখে নাহি কোন রোল।।
কি যেন কি হইল এই সভার ভিতর।
কেন যেন সবাকার বহে জলধার।।
এইমতে বহুক্ষণ নীরবে থাকিল।
নৌকা হতে মাধবেন্দ্র তীরেতে আসিল।।
মনে ভাবে কেন নাহি শুনি কোন বাণী।
কি ভাবে আছেন মোর প্রভু চিন্তামণি।।
এত শুনি মাধবেন্দ্র বিপিনে বসিল।
একবার দু'জনাতে তীরপরে চল।।
দোঁহে গিয়ে সভাস্থল করে নিরক্ষণ।
স্পন্দহীন ভাবে যেন আছে সর্ব্বজন।।
সবে যেন ডুবিয়াছে প্রেমের সাগরে।
কা'রো কা'রো প্রেমধারা ব'য়েছে অঝারে।।

রামাগণে ডাকিলেন অতীব সত্বরে।
কেন আর ব'সে থাক হেন ভাব হেরে।।
সবে মিলি সমস্বরে কর জয়ধ্বনি।
রামাগণ শ্রুত মাত্র দিল হুলুধ্বনি।।
দোহে মিলে প্রেম ভরে ক'রে হুলুধ্বনি।
সে ধ্বনীতে হয় যেন কম্পিতা ধরণী।।
চমকিত ভাবে সবে মেলিল নয়ন।
পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করে দুইজন।।
সমাজের লোক যত বলিল বচন।
আমাদের হ'ল প্রভু সন্দেহ মোচন।।
সমাজ হিসাবে দোষী আমাদের ঠাঁই।
আপনার আগমনে ঘুচিল বালাই।।
ভাল কর্ম্ম করিয়েছে বুঝিলাম তাই।
কোন দোষ নাহি আর সমাজের ঠাঁই।।
এমত বলিয়ে সেই সমাজের লোকে।
হরিধ্বনি করিলেক মনের পুলকে।।
এমত ভাবেতে তথা বন্যা উথলিল।
প্রেম সাগরের মাঝে সকলে ডুবিল।।
কেহ কেহ প্রভু প্রতি ক'রেছে স্তবন।
তুমি প্রভু সারাৎসার পতিত পাবন।।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি সর্বাকার।
তুমি হে বিপদ হন্তা ব্রহ্ম পরাৎপর।।
এ ভাবেতে সর্ববিঘ্ন খণ্ডন হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর অন্যান্য গৃহে ভ্রমণ

অপরেতে ভোগক্রিয়া, পুনরায় সমপিয়া,
বসিলেন নিশ্চিত হ'য়ে।
কেহ থাকে জাগরণে, কেহ বা থাকে শয়নে,
কেহ বসি হরি কথা কয়।।
ওই গামে ভক্ত অতি, শ্রীরতিকান্ত গাঙ্গুলী,
প্রভু পদে ক'রেছে বিনয়
আমি অতি হীনমতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
যেতে হবে আমার আলয়।।
আঁখিজল ছল ছল, করিতেছে অপর্ণল,
হেরে প্রভু দয়া প্রকাশিল।
সঙ্গে করি ভক্তগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,
রতিকান্তের গৃহেতে চলি।।
রতিকান্ত গৃহে গিয়ে, বৈসে আনন্দিত হ'য়ে
মহাপ্রভু গুরুচাঁদ নিধি।
অপরেতে সবে মিলি, হ'য়ে অতি কুতূহলী,
বসিলেন ভক্তবৃন্দ আদি।।
কিছুক্ষণ থাকি তথা, বসিলেন হেরি কথা,
শুনে সবে পাইল আনন্দ।
তথা হতে নানা গৃহে, ভ্রমিলেন উৎসাহে,
পিছে পিছে ধায় নারীবৃন্দ।।
পুনঃ এসে পূর্ব্ব স্থানে, বৈসেন আনন্দ মনে,
ম'তোগণে ক'রেছে কীর্ত্তন।
নামে প্রেমে মত্ত হ'য়ে,প্রেম বন্যা চলে ধেয়ে,
মুগ্ধ হ'ল নরনারীগণ।।
হয় ধ্বনি হুলুধ্বনি, করিতেছে সব ধনী,
প্রেমরসে ডগমগ হ'য়ে।
আঁখি জল ছল ছল, ভাবে হ'ল ঢল ঢল,
প্রেমবারি ঝরে আঁখি দিয়ে।।
কেহ করে লম্ফ ঝম্ফ, কা'র হয় গাত্র কম্প,
কারো অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
এইমত সারা নিশি, প্রেমেতে হারিয়ে দিশি,
করে কত প্রেমের ঝঙ্কার।।
শেষ নিশিকালে সবে, রহে বসি নানা ভাবে,
হেনকালে বলে দয়াময়।
সবে মিলি হও শান্ত, নাম গান কর ক্ষান্ত,
তরী পরে উঠহ সকলয়।।
এত শুনি ভক্তগণে, ক্ষান্ত দিল নাম গানে,
সবে মিলি সুস্থির হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে, যতেক মতুয়ারবৃন্দে,
প্রেমভরে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর শিয়ালী গমন

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু উঠিল নৌকায়।
মতুয়ারগণ সবে উঠিল ত্বরায়।।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়ারগণ।
তরী পরে এসে সবে হইল মিলন।।
হেনকালে পঞ্চরাম গল লগ্ন বাসে।
বিনয় বচনে বলে প্রভুর সকাশে।।
কাঁদি কাঁদি বলে কত সকরুণ বাণী।
এই দেখ শেষ দেখা ওহে চিন্তামণি।।
পাব কি না জানি না হে ওহে মহাপ্রভু।
অন্তিমেতে দিও দেখা অন্তিমের বিভু।।
কর্ম্মগুণে যথা হয় জনম গ্রহণ।
পুনরায় এসে যেন পাই দরশন।।

বলিতে না পারে বুড়ো অতি খেদমতি।
কাঁদিয়ে অধীর হ'ল সেই মহামতি।।
ভাই মোর গেল চলি আমাকে রাখিয়ে।
কত আশা ছিল তাঁর না পাই ভাবিয়ে।।
আপনাকে গৃহে এনে পুরাইবে সাধ।
কেন বা তাহাতে বিধি সাধিলেন বাদ।।
এমত বলিয়ে বুড়ো কাঁদিতে লাগিল।
মহাপ্রভু মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিল।।
সবাকে করিল শান্ত প্রভু দয়াময়।
হরিচাঁদ নাম ধ্বনি করে মতুয়ায়।।
চালাইয়া দিল তরী অতীব যতনে।
মুহুর্মুহু করে ধনি যত বামাগণে।
যদাবধি প্রভু তরী হয় দরশন।
তদাবধি চেয়ে আছে নরনারীগণ।।
অপরে প্রবুর তরী অদৃশ্য হইল।
যার যার আবাসেতে গমন করিল।।
এদিকে প্রভুর তরী শিয়ালী উদয়।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়া নিচয়।।
শিয়ালী গ্রামেতে ভক্ত নামে শিরমণি।
গুরুচাঁদ রূপ চিন্তা দিবস যামিনী।।
এক ভক্ত ছিল আর নামে ভাষারাম।
দোঁহে মিলি অনুক্ষণ করে হরিনাম।।
দোঁহার হৃদয় হয় অতি সুনির্মল।
নাম নিতে দোহাকার ঝরে আঁখিজল।।
দোঁহে মিলি ভক্তিভরে এল প্রভু পাশ।
দাঁড়াইল দোঁহে মিলি গলে দিয়ে বাস।।
অন্যান্য অনেক ভক্ত হইল উদয়।
প্রভুকে হেরিতে হয় আনন্দ হৃদয়।।
রামাগণে এসে তরী বরণ করিল।
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে লাগিল।।
ঈশান নামেতে হয় ভক্ত একজন।
প্রভুকে লইতে গৃহে ক'রেছে মনন।।
তাঁর মাঝে শিরমণি ক'রেছে বিনয়।
মম গৃহে নিতে চাই প্রভু দয়াময়।।
বিনয় বচনে বহু ক'রেছে মিনতি।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে করে ভকতি উকতি।।
বাসনা ক'রেছি প্রভু নিতে আপনাকে।
কৃপা করি' চরিতার্থ করুন আমাকে।।
এইমত শিরোমণি বলে বারে বার।
নয়নে বহিছে যেন সুরধনী ধার।।
তাই বলি' বিচরণ বলেছে ঈশানে।
নিতে চায় শিরোমণি বাদ সাধ কেনে।।
আপনার সকলে হই আপন আপন।
অন্য কেহ নিতে যদি চাহে গো কখন।।
তবে কেন তাহে তুমি কর প্রতিবাদ।
পূর্ণ কর সবে অদ্য শিরোমণি সাধ।।
এতেক শুনিয়ে বাণী ঈশান সুমতি।
পাগলের মিষ্ট বাক্যে করিল সম্মতি।।
গললগ্নি কৃতবাসে বলে শিরোমণি।
পুরাইতে হবে সাধ ওহে গুণমণি।।
ভজন বিহীন আমি অতি দীনহীন।
অধমে করুন কৃপা ওহে ভক্তাধীন।।
অগতির গতি প্রভু পতিত পাবন।
অধীনে করুন ধন্য দিয়ে শ্রীচরণ।।
এমত বলিতে করে আঁখি ছল ছল।
কৃপা করিলেন তাঁকে ভকত বৎসল।।
অপরেতে চলিলেন শিরোমণি গৃহে।
ম'তোদের নিয়ে প্রভু পরম উৎসাহে।
বসিলেন মহাপ্রভু গৃহের মাঝারে।
ম'তোগণে বৈসে তথা চারিদিকে ঘিরে।।
বহু লোক সমারোহ হইল তথায়।
চুটাছুটি করে অতি আনন্দ হৃদয়।।
ঠেলাঠেলি করে বসে এসে দ্বারদেশে।।
প্রভুকে নেহারে সবে পরম উল্লাসে।।
প্রভুকে নেহারে সবে পুলকিত চিতে।
কেহ আনে ফুল হার গেঁথে বিনা সূতে।।
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে প্রভুকে পরায়।
কণ্ঠ প'রে দোলাইল কি বা শোভা তায়।।
আকর্ণ বেষ্টিত হারে মস্তক উপরে।
আহা মনির কিবা শোভা ঝুমকা আকারে।।
অতীব মধুর শোভা শোভিয়াছে তায়।
শত কোটি চন্দ্রসভা উদ্ভাসিত হয়।।
ঝলমল করে অঙ্গ দেখিতে সুন্দর।
হেন শোভা তুল্য নাই ধরণী মাঝার।।
অপরূপ ভাবে শোভে প্রভু গুরুচাঁদ।
নক্ষত্র বেষ্টিত যথা অকলঙ্ক চন্দ্র।।
আলোকিত করিয়াছে সমগ্র ধরণী।
হেন মতে করে শোভা গুরুচাঁদ মণি।।
হেরিয়ে সে রূপচ্ছটা নরনারী যত।
যেন কত সৌদামিনী হ'ল প্রস্ফুটিত।।

প্রফুল্ল হৃদি কানন হ'ল সবাকার।
ফুটিল ভক্তি কৌমুদী মরি কি বাহার।।
প্রেম মধু পান আশে কত মধুকর।
গুরুচাঁদ পাদমূলে রহে অনিবার।।
ভাব সাগরের মাঝে হাবুডুবু খায়।
ভাসিতেছে কেহ প্রেম তরঙ্গ গোলায়।।
প্রেম সমিরণে কারো কম্পিত শরীর।
বয়ান বাহিরে পড়ে বিন্দু বিন্দু নীর।।
অনিমেষ নেত্রে সবে করি দরশন।
কেহ কেহ করিতেছে রূপের বর্ণন।।
হেন অপরূপ রূপ নাহি হেরি কভু।
আহা মরি কিবা রূপে শোভিয়াছে প্রভু।।
কে গঠিত হেন রূপ আহা মরি মরি।
ধন্য ধন্য করিকর যাই বলিহারী।।
এ হেন রূপের ছবি কে আনিল ভবে।
কোন ভাগ্যবতী সতী ধরেছে গরভে।।
ধন্য মাতা সেই সতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
নারীকুলে ধন্যা সেই রত্নগর্ভা ধনি।।
আহারে সোনার ছবি প্রভু গুরুচন্দ্র।
এমত বলিয়ে কাঁদে যত নারীবৃন্দ।।
আঁখিজল ছল ছল করে সবাকার।
বক্ষোপরে বহে ধারা করি, দর দর।।
পুরুষ রমণী সবে রূপে মুগ্ধ হয়ে।
জ্ঞানশূণ্য অবস্থায় র'য়েছে দাঁড়িয়ে।।
পালটিতে নারে আঁখি হেরে গুণমণি।
ম'তোগণে প্রেমানন্দে করে হরিধ্বনি।।
আরম্ভিল নাম পদ সুমধুর তানে।
ভাসিলেক সবে মিলি প্রেমের তুফানে।।
গুরুচাঁদ হেন চাঁদ কে আনিল ভাবে।
ধারা শুদ্ধ হ'ল মুগ্ধ যার প্রেমার্ণবে।।
বাল বৃদ্ধ গুণে বাধ্য মা'তে রূপ রসে।
প্রেম-সিন্ধু-নীরে দেখ চলিয়াছে ভেসে।।
এইমত পদ করি মতুয়ারগণ।
প্রেমের পাথারে সবে হ'য়েছে মগন।।
অধীর হ'য়েছে সবে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
নরনারী নাহি হুষ প'ড়েছে ঢলিয়ে।।
পপাতং কদলী বৃক্ষং বাতেন ধরণী যথা।
তদবস্থাং ভূমিস্তৃ তং বাল যুবা স্তথা।।
মহারাতে পড়ে যথা কদলীর বন।
তদরূপে ভূমিস্যাৎ নরনারীগণ।।

নামে প্রেমে মাতোয়ারা আছে সর্ব্বজন।
আঁখিজলে সবাকার ভেসেছে বদন।।
ক্ষুধার সময় হ'ল এহেন কালেতে।
ভুলিয়াছে সব্বজন নামে প্রেমে মেতে।।
হেনকালে কোথা হ'তে এসে এক নারী।
রামাগণ প্রতি কহে অতি ক্রোধ করি।।
কি কারণ এভাবেতে সকলে রয়েছ।
প্রভুর হ'য়েছে ক্ষুধা তাহা কি বুঝেছ।।
এত শুনি সব ধনি হইল বিস্ময়।
কেবা তুমি ওগো মাতা এসেছ হেথায়।।
আমরা পাকের কথা গিয়াছি ভুলিয়া।
প্রভুর ক্ষুধার কথা বুঝিতে নারিয়া।।
এত বলি সব ধনি কাঁদিতে লাগিল।
রন্ধন গৃহেতে গিয়ে উদয় হইল।।
প্রেম ভরে সব ধনী দিয়ে হুলুধ্বনি।
অন্নপূর্ণা মাকে স্মরি জ্বালিল অগিনী।
হেনকালে সেই মাতা সবার সহিতে।
রান্না কার্য্য করিলেন হরষিত চিতে।।
কেহ ঝাল বাটে কেহ কাটে তরকারী।
কেহ কুম্ভ করে করি আনিতেছে বারি।।
কেহ কেহ তারে তারে ধুনেছে ডাউল।
কেহ ত্বরান্বিত হ'য়ে ধুতেছে চাউল।।
কেঁদে কেঁদে সে ধনিকে সব ধনি বলে।
এইখানে থাক মোগো মোদের মিশালে।।
ব'লে ক'য়ে দিও মাগো আমা সবাকারে।
আমরাই রব মাগো উনানের ধারে।।
এইমত বলিয়ে সবে আরম্ভিল রান্না।
ছদ্মবেশে ধরি তথা থাকে অন্নপূর্ণা।।
সবই প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে।
প্রভু লাগি হবে রান্না অন্নপূর্ণা হাতে।।
বিস্তারি লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।
বহু মতে হ'ল রান্না মুখে না যুরায়।।
প্রভু তবে অনপূর্ণা করিয়ে যতন।
নিজ হস্তে সযতনে ক'রেছে রন্ধন।।
ঠাঁই ঠাই রাখিয়াছে যতন করিয়া।
অনুক্ষণ রামাগণ প্রেমপূর্ণ হিয়া।।
নাম রসে মত্ত যত মতুয়ার গণ।
প্রেম সাগরের মাঝে খেলে সন্তরণ।।
রান্না শেষ হইয়াছে সবাকে শুধায়।
নাম ক্ষান্ত করিলেন যত মতুয়ায়।।

কেহ বা ভূমেতে রহে আকুল হৃদয়।
গুরুচাঁদ বলি কেহ কান্দে উভরায়।।
এইভাবে কিছুক্ষণ হইল অতিত।
কেহ কেহ ক্ষণ পরে হইল সম্বিত
প্রেমধারা কা'রো কা'রো হ'তেছে পতন।
কেহ কেহ আছে তথা ধুলায় শয়ন
ক্রমে ক্রমে সবে মিলি হইল সুস্থির।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়া সুধীর।।
প্রভু তরে শিরোমণি করিলেন ঠাঁই।
তথায় বৈসেন মোর শ্রীগুরু গোসাই।।
প্রভু বলিলেন সেই শিরোমণি প্রতি।
এবে শুন বাছাধন আমার ভারতি।।
নৌকা পরে আছে ভক্ত পঞ্চজন।
তথায় লইয়ে যাহ অন্নাদি ব্যঞ্জন।।
তবে ত আমার সেবা হইবেক পরে।
অতএব বাছাধন যাহ ত সত্বরে।।
এত শুনি শিরোমণি শশব্যস্ত হ'য়ে।
রন্ধনাধি দ্রব্য নিল যতন করিয়ে।।
নৌকা পরে উপনীত অতীব ত্বরায়।
হেরে হয় সবাকার আনন্দ হৃদয়।।
তাঁরা সবে জিজ্ঞাসিছে শিরোমনি ঠাঁই।
সেবা কি করেছে প্রভু ত্রিদশের সাই।।
শিরোমণি বলে অতি করিয়ে বিনয়।
সেবায় বসেছে মোর প্রভু দয়াময়।।
পুন বলে ভক্তি করে সাধু শিরোমণি।
আমি অতি হীন মতি বিনয় না জানি।
ম'তোদের সেবা দিতে না জানি কখন।
কি দিয়ে করিবে পূজা নাহি ভক্তি ধন।।
এমত বলিতে করে ছল ছল আঁখি।
ষষ্ঠি বাবু বলিতেছে এইমত দেখি।।
শুন শিরোমণি তুমি আমার বচন।
তোমাকে ক'রেছে কৃপা ভকত রঞ্জন।।
করিল বিপুল চেষ্টা লইতে ঈশান।
তবু নাহি গেল তথা প্রবু ভগবান।।
তোমার গৃহেতে হ'ল জগন্নাথ ভোগ।
বৃথা কেন মহাশয় কর অনুযোগ।।
এবে গিয়ে সবাকারে করাও আহার
অদ্য বড় শুভদিন হয়েছে তোমার।।
এত শুনি শিরোমণি ভক্তি যুক্ত চিহে।
পুনরায় চলিলেন আপন গৃহেতে।
মহাপ্রভু করে সেবা আনন্দ হৃদয়।
গললগ্নি কৃতবাসে শিরোমণি রয়।
প্রভু বলে শিরোমণি বড় ভাল রান্না।
মনে হয় রাধিয়াছে মাতা অন্নপূর্ণা।।
শুনিয়ে শ্রীমুখ বাক্য কাঁদে শিরোমণি।
আহারে দয়াল গুরুচাঁদ গুণমণি।।
প্রকাশি ভক্তের গুণ মহিমা বাড়ায়।
কেবা আছে বিশ্বমাঝে হেন দয়াময়।।
সেবিলেন মহাপ্রভু মনোনীত সেবা।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সুখাদ্যের সেবা।।
অবশেষে সেবিলেন মতুয়ার গণ।
গুরুচাঁদ নাম ধ্বনি করি সর্ব্বজন।।
কেহ কেহ বাহু তুলে দিল নাম ভীর।
প্রেমানন্দে করে ভোজ আনন্দ মনেতে।
শিরোমণি তোষে কত মধুর বাক্যেতে।।
কেন্দে বলে আমি ভবে অতি অভাজন।
রেখ মোরে পদ প্রান্তে এই নিবেদন।।
প্রভুর ভকত সবে পতিত পাবন।
অন্তিমেতে পাই যেন প্রভুর চরণ।।
সবে বলে শিরোমণি সুপ্রসন্ন বিধি।
তেকারণ পাইয়াছে গুরুচাঁদ নিধি।।
এইমত বলাবলি করে সর্ব লোকে।
ভোজ সমাধিল সবে পরম কৌতুকে।।
ভোজান্তে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে হরি হরি বল।

শিয়ালীবাস জনবৃন্দ মহাপ্রভুকে অভিনন্দন প্রদান

তথায় করিল সভা মিলি সর্ব্বজনে।
সবে মিলি থাকিবেক একতা বন্ধনে।।
কিসে হবে উর্দ্ধগতি ম'তো সম্প্রদায়।
সেই কথা আলোচনা হবে ও সভায়।।
জাতির উন্নতি কথা হবে আলোচনা।
এত শুনি আনন্দিত হ'ল সর্ব্বজনা।।
প্রেমানন্দে সভাস্থান নির্ম্মাণ করিল
কাগজ কর্ত্তনে কত বস্তু নির্ম্মাইল।।
উত্তম আসন করে প্রভু লাগিয়া।
পবিত্র বসন রাখে তদুপরি দিয়া।।

চেয়ার টেবিল কত রাখে সারি সরি।
সাজসজ্জা করে কত নানাবিধ করি।।
চারিদিকে রোপিয়াছে কদলীর বৃক্ষ।
সযতনে রাখিয়াছে সারি ক'রে ঐক্য।।
চাঁদোয়া টানিয়ে রাখে তাহার উপর।
নানাবিধ পুষ্প কত ক'রেছে তৈয়ার।।
পুষ্পমালা রাখে কত আসন উপরে।
ঝুলিয়ে রেখেছে তাহা ঝুমিকা আকারে।
হুরাহুরি দৌড়াদৌড়ি করি সর্ব্বজন।
মনোহর রূপে সভা করিল রচন।।
সভার সৌন্দর্য্য হেরি আনন্দিত মন।
প্রভুকে অর্পিবে মনে সে অভিনন্দন।।
মহাপ্রভু সভাপতি হ'ন সে সভায়।
ভুবন মোহন রূপে শোভে দয়াময়।।
অপূর্ব মুরতিখানি কিবা চমৎকার।
হয় নাই কভু হেন রূপের আধার।।
ঝলমল করে রূপ মরি কি বাহার।
মরকত বিনিন্দিত পূর্ণ শশধর।।
কেহ বলে প্রভু রূপ যিনি কাঁচা সোনা।
কেহ বলে না হইল রূপের তুলনা।।
শত শত পূর্ণশশী যিনি অঙ্গ জ্যোতি।
তুলনা বিহীন হয় এহেন মুরতি।।
সর্ব রূপ বিনিন্দিত এরূপ কিরণ।
মনমুগ্ধ কর রূপ রক্তিম বরণ।।
অপরূপ শোভাময় শ্রীঅঙ্গ সুন্দর।
উজ্জ্বল কিরণ রাশী চৌদিকে বিস্তার।।
সভা আলোকিত হ'ল রূপের প্রভায়।
সুর সভা যিনি সভা হ'ল দীপ্তময়।।
এইরূপে বৈসে তথা প্রভু গুরুচাঁদ।
চারিদিকে বৈসে তথা প্রভু পরিষদ।।
হেনকালে শিরমণি হ'য়ে প্রেমাকুল।
মালা গেঁথে আনিয়াছে দিয়ে নানা ফুল।।
ভক্তি ভরে অর্পিলেন প্রভুর গলায়।
মস্তকে অর্পিত মালা পদেত লোটায়।।
শিরমণি হৃদি হয় অতি সুনির্ম্মল।
প্রেমাবেশে মগ্ন দেহ আঁখি ছল ছল।।
বিন্দু বিন্দু ধারা তাহে হ'তেছে পতন।
নেহারিয়ে ম'তোগণ আনন্দে মগন।।
পুনরায় শিরোমণি মালা লয়ে হাতে।
মতোগণে অর্পিলন হরষিত চিতে।।

সভা মাঝে আছে বসি প্রভু গুরুচাঁদ।
সভাস্থলেবাজে কত মঙ্গল নিনাদ।।
হেনকালে শিয়ালীল জন বৃন্দ যত।
সভামাঝে আসিলেন হ'য়ে পুলকিত।।
ধরিয়ে অভিনন্দন রষিত মন।
উল্লসিত ভাবে তাহা ক'রেছে পঠন।।
অতীব মধুর ভাবে পঠিয়ে সভায়।
সম্প্রদান করিবারে উৎসুক হৃদয়।।

অভিনন্দন পাঠ

নমামিতাং হরিচন্দ্রায় নামিতাং গুরুচন্দ্রায়।
নমামিতং জীবিতেশ্বারায় নমামিতাং অবতারয়।।
এস হে দীনেশ! আজি এসহে চিন্ময়–
রাখিতে ভক্তের মান।
তোমার চরণে মোরা দিতে চাই
ভকতি পুষ্পের দান।।
এনেছি মোদের দেহের শকতি–
এনেছি মোদের ভকতি–
এনেছি মোদর ধর্ম্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ।।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ–
তোমাকে করিতে দান।।
বিষয় বৈভব নাহিক মোদের
অন্ন নাহি জুঠে।।
যা আছে মোদের এনেছি সাজিয়ে
তোমার চরণে লুটে।।
সমারোহ বটে হয় প্রয়োজন–
দীনেরা এ পুজা দীন আয়োজন–
চির দরিদ্রতা করিব মোচন–
চরণ ধুলায় লুটে।।
সুরের দুর্ল্লভ তোমায় প্রসাদ–
অমর করিবে ঘটে।।
রাজা নহ তুমি প্রাণের প্রিয় –
তুমি হে নিরঞ্জন।।
সকলই ফেলি আপনাও ভুলি –
আপন করিয়া লয়।।
স্বজাতির তুমি প্রেমের গুরু-গো
স্বজাতির তুমি প্রাণ।।
স্বজাতির তরে কাঁদিয়া ফিরগো
প্রেমের এইত টান।।

স্বজাতি করিতে একতা বদ্ধ
মুর্খে শিক্ষা দান।।
খুলিয়াছ তুমি প্রসিদ্ধ স্কুল
নেহারি বর্ত্তমান।।
শ্রীচরণে করজোরে করি এ মিনতি।
আবার আসিবে ব'লে দেও প্রতিশ্রুতি।।
নাহি মোরা ভক্তবীর হয় উপহাস।
কৃপা করি স্নেহ ভরে কর নিজ দাস।।
দেখরে জগত বাসী দেখরে চাহিয়া।
আসে কিনা আসে আর যায়রে চলিয়া।।
এস এস মহা প্রভু এস তবে গিয়া।
নাম মন্ত্র দিয়ে যাও গাহিব নাচিয়া।।
প্রণম্যহম বিশ্বপিতা চরণে তোমার।
কৃপা করি লও মোদের ক্ষুদ্র উপহার।
এমত করিয়ে করে প্রভুকে অর্পণ।।
নয়নে প্রেমের স্রোত বহে অনুক্ষণ।।
এইভাবে হ'ল মুগ্ধ সবাকার মন।
বিলুণ্ঠিত পাদ মূলে হ'ল সর্ব্বজন।।
ভাবের তরঙ্গে ভাসে সভাসদগণ।
হরিচাঁদ নাম ধ্বনি করে ঘন ঘন।।
পুনরায় করে ভক্তি মতুয়া চরণে।
উঠিয়া দাঁড়ায় গিয়ে সভা বিদ্যমানে।।
উৎসর্গিত যথা প্রভু যুগল চরণ।
এইমতে করে দান এ অভিনন্দন।।
ক্রমেতে আলচ্য তথা হয় বহু কথা।
বিপুল আনন্দ স্রোতে গেল মনোব্যথা।।
জাতীয় উন্নতি কত বর্ণনা হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর পুনঃ হাড়ীখালী ভ্রমণ পূর্ব্বক ভুজনিয়া গমণ ও ভ্রমণ

কাক্‌দি নিবাসী হয় যাদব বিশ্বাস।
প্রভুক লইতে গৃহে হৃদয়ে করে আশ।।
ম'তোদের ঠাঁই কত করিল মিনতি।
সম্মত করেন পরে প্রভু বিশ্বপতি।।
কাক্‌দি যাইতে প্রভু উঠেন নৌকায়।
পথি মধ্যে হাড়িখালী যান পুনরায়।।
হাড়িখালী বাসী শ্রীতুলসীরাম বিশ্বাস।
বিপুল বিনয় করে মহাপ্রভু পাশ।।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কত ক'রেছে বিনয়।
মম গৃহে যেতে হবে ওহে দয়াময়।।
অতঃপর সবে মিলি সম্মত করিল।
পুনরায় হাড়িখালী ঠাকুর চলিল।।
তুলসীর ঘাটে গিয়ে উদয় হইল।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দিল।।
বরণের ডালা হস্তে তুলসীর নারী।
ভক্তি ভরে করিলেন ঠাকুরের তরী।।
আঁখিজল ছল ছল করে সে ধ্বনির।
বয়ান বাহিয়া পড়ে বিন্দু বিন্দু নীর।।
গলে বাস কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দাঁড়াইল।
নেহারিয়ে মহাপ্রভু তীরেতে নামিল।।
মতুয়ারা কেহ কেহ প্রভুর সহিতে।
তীরপরে চলিলেক হরষিত চিতে।।
গৃহের মাঝেতে গিয়ে হেরিয়ে আসন।
মনোসুখে বসিলেন ভকত রঞ্জন।।
মতুয়ারা কেহ গিয়ে তথায় বসিল।
কেহ কেহ বাহিরেতে বসিয়া রহিল।।
তথায় করেন প্রভু জল ফলাহার।
প্রসাদ লভিল পরে ভক্তবৃন্দ আর।।
তুলসী বিশ্বাস অতি মনের আহ্লাদে।
মুদ্রা কিছু অর্পিলেন মহাপ্রভুর পদে।।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কত করিল বিনয়।
তব পদে মতি যেন রহে দয়াময়।।
জনমে জনমে যেন পাই দরশন।
ওহে প্রভু শ্রীচরণে এই নিবেদন।।
সস্ত্রীক রহিয়া করে এমত বিনয়।
আঁখিজলে দাহাকার বক্ষ ভেসে যায়।।
মহাপ্রভু মিষ্টবাক্যে দোহাক সান্ত্বায়।
হরিধ্বনি করিলেন মতুয়া নিচয়।।
অতঃপরে মহাপ্রভু উঠেন নৌকায়।
মতোগণে বাহে তরী আনন্দ হৃদয়।।
ভুজনীয়া গ্রামে গিয়ে দিল দরশন।
তথা এক ভক্ত হয় শ্রীহরমোহন।।
সরকার উপাধ্যেয় সেই সে সুজন।
মহাপ্রভু চলিলেন তাহার ভবন।।
যখনেতে তরীখানি হ'লেন উদয়।
হরমোহনের নারী করে জয় জয়।।
গললগ্নি কৃতবাসা হইয়ে সে ধনি।
তরীপানে চাহে যথা কাতর হরণী।।

পড়িতেছে আঁখিজল বয়ান বাহিয়া।
বসন করিল সিক্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
তাহা হেরি ম'তেগণে হ'ল দ্রবময়।
ম'তোগণ বলে মেয়ে সামান্য ত নয়।।
পরেতে দয়ার নিধি তীরেতে নামিল।
কেঁদে কেঁদে সেই ধনী আসন পাতিল।।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়ারগণ।
হুলুধ্বনি করে তথায় ত রামাগণ।।
মহাপ্রভু বসিলেন গৃহের বাহিরে।
মতুয়ারগণ তথা বৈসে চারিধারে।।
ফলাহার করে তথা ভকত রঞ্জন।
প্রসাদ লভিল পরে মতুয়ারগণ।।
হরমোহন রমণীর হস্তে মুদ্রা দিয়ে।
প্রণমিল প্রভুপদে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
এইমত ভাবে বসি তথা কিছুক্ষণ।।
অন্য গৃহে চলিলেন ভকত রঞ্জন।।
জলধর অধিকারী ওই গ্রামবাসী।
বিনয় করিল বহু প্রভুপদে আসি।।
মমালয়ে যেতে হবে ওহে দয়াময়।
ভজন বিহীন আমি আছি এ ধরায়।
এত শুনি মহাপ্রভু দয়া প্রকাশিল।
তথা হ'তে পদব্রজে হাটিয়া চলিল।।
সঙ্গে চলে কতিপয় মতুয়া সুজন।
বয়ারগাতী নিবাসী শ্রীপূর্ণ চরণ।।
কাথলী নিবাসী হয় সাধু নিবারণ।
বাবুরাম এই সঙ্গে ক'রেছে গমন।।
জলধর অনুক্ষণ রহে প্রভুপাশ।।
চলিলেন প্রভু সনে মনেতে উল্লাস।
অধিকারী গৃহে প্রভু হ'লেন উদয়।
শয্যাপরে বসিলেন প্রভু দয়াময়।।
কিছুক্ষণ থাকি তথা প্রভু ভগবান।
ভোলানাথের গৃহেতে করেন প্রয়াণ।।
সে গৃহ ভ্রমণ হ'লেন উদয়।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু করিয়ে ভ্রমণ।
গোপাল বাওয়ালীর গৃহেতে গমন।।
পরে দুখিরাম নিল প্রভু গুরুচাঁদে।
বিপুল বিনয় করে মহাপ্রভু পদে।।
বসিতে আসন দিল করিয়ে ভকতি।
তথা বসিলেন প্রভু অগতির গতি।।

কেঁদে কেঁদে দুখীরাম দিল ফলাহার।
মহাপ্রভু প্রেমানন্দে করেন আহার।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু কিরয়া ভ্রমণ।
নৌকাপরে চলিলেন ভকত রঞ্জন।।
হরিধ্বনি করি সবে তরণী বাহিল।
বহু রামাগণ তথা হুলুধ্বনি দিল।।
মতুয়ার গণ সবে তরী চালাইল।
তীর দিয়ে বহু লোক ছুটিয়ে চলিল।।
এইরূপে ভুঞ্জনীয়া করেন ভ্রমণ।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরিবল মন।।

মহাপ্রভুর কাক্‌দি গমন

কাক্‌দি নিবাসী হয় যাদব বিশ্বাস।
অনুক্ষণ কান্দে বসি মহাপ্রভু পাশ।।
সঙ্গেতে বিশ্বাস মালু বুদ্ধে বিচক্ষণ।
কতভাবে বলে তিনি প্রভুর সদন।।
মতুয়ারগণ সবে বলিয়ে প্রভুকে।
সম্মতি করায় সবে পরম পুলকে।।
মহাপ্রভু চলিলেন ল'য়ে ভক্তগণ।
কাক্‌দি গ্রামেতে চলে ভকত রঞ্জন।।
যখনেতে মহাপ্রভু ঘাটেতে উদয়।
রামাগণে মুহুর্মুহু করে জয় জয়।।
যাদব রমণী হয় পতিব্রতা সতী।
বরণের ডালা নিয়ে এল ভাগ্যবতী।।
ভকতি করিয়া তরা বরণ করিল।
নারীগণে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি দিল।।
আঁখিজল ছল ছল করে সে ধনীর।
বয়ান বাহিয়া পড়ে বিন্দু বিন্দু নীর।।
যাদব বিশ্বাস এসে তরী সন্নিকটে।
গললগ্নি কৃতবাসে রহে করপুটে।।
নরনারী সবে এসে একত্র হইয়া।
কাঁদিছে তরণী পাশে ব্যাকুলিত হিয়া।।
এত হেরি মতুয়ারা বিস্মিত হৃদয়।
তীর পরে চলিলেন প্রভু দয়াময়।।
উত্তম আসন কৈল যাদব সুমতি।
তথা বসিলেন মোর অগতির গতি।।
ঘরেতে প্রদীপ জ্বলে করে ঝলমল।
মণ্ডপেতে বসিলেন ভকত বৎসল।।
সবে এসে প্রভুপদে প্রণাম করিল।
মতুয়ার গণ সবে সানন্দে বসিল।।

গ্রাম্যলোক এসে তথা পরম পুলকে।
ভক্তিযুক্ত হয়ে সব প্রণামে প্রভুকে।।
বসিলেন সবে মিলি আনন্দ হৃদয়।
নরনারীগণ এসে হেরে দয়াময়।।
ভুবন মোহন বেশে বৈসে গুরুচন্দ্র।
কাক্‌দি উদয় হ'ল অকলঙ্ক চন্দ্র।।
আহা মরি কিবা এই রূপের মাধুরী।
দীপ্তময় হ'ল অদ্য কাক্‌দি নগরী।।
নরনারী প্রফুল্লিত রূপের প্রভায়।
শত সৌদামিনী যেন প্রকাশ তথায়।।
মধুর মুরতিখানি কিবা মনোলোভা।
অঙ্গ হতে বাহিরায় জ্যোর্তিময় আভা।।
বিমল কিরণ তাহে হল প্রকাশিত।
কোটি শশী পদতলে হয় বিলুণ্ঠিত।।
নেহারিয়ে সবে এই রূপের মাধুরী।
বিমোহিত হল যত পুরুষ কি নারী।।
কেহ বলে কে গঠিল হেন রূপখানি।
ধন্য ধন্য বিধি তাঁরে সবে ধন্য মানি।।
কোন নারী বলে দিদি কেবা এল বল।
জাতিকুল মনপ্রাণ সব হরে নিল।।
কাহার অঞ্চল নিধি প্রভু গুরুচন্দ্র।
মনে হয় হবে বুঝি গোলকের চন্দ্র।।
কিম্বা ক্ষীরোদের হরি হইবে নিশ্চয়।
গুরুচাঁদ রূপে এসে হলেন উদয়।।
আর নারী বলে সেই গোপিকা মোহন।
কালো কালো অঙ্গ আভা হয় নিদর্শন।।
কেহ বলে দেখ ভাই রূপের তরঙ্গ।
মম মনে লয় হবে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।।
ত্যজিয়ে সে ন'দে পুরী এসেছে হেথায়।
ওড়াকাঁদী গুরুচাঁদ বেশেতে উদয়।।
কেহ বলে গুরুচাঁদে হরিচাঁদ আছে।
দুই রূপে মিল হয়ে এরূপ সেজেছে।।
কোন নারী বলে দিদি মম মনে লয়।
গুরুচাঁদ হয় মোর সর্ব্ব রূপ ময়।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ সবে হয় চাঁদ।
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরূপে প্রভু গুরুচাঁদ।।
সে মানুষ এ মানুষে আছে বর্ত্তমান।
মানুষে মানুষে মেশা দেখ বিদ্যমান।।
এইমত বলাবলি করিয়ে সকালে।
ভাসিয়ে চলিল সবে প্রেমের সলিলে।।
অপরেতে মতোগণে নাম আরম্ভিল।
অন্তপুরে রামাগণ রন্ধন করিল।।
কীর্ত্তনান্তে করে ভোজ প্রভু দয়াময়।
অপরে সেবিল যত মতুয়া নিচয়।।
পরেতে হইল সভা বিশ্বাসের গৃহে।
বসিলেন সবে মিলি পরম উৎসাহে।।
জাতির উন্নতি হ'ল আলোচ্য বিষয়।
নিজ মুখে প্রকাশেন প্রভু দয়াময়।।
সুশিক্ষিত হতে হবে একান্ত মোদের।
কলুষিত হবে দূর সব অন্তরের।।
জাগিবে হৃদয় মাঝে জ্ঞানালোকে ভাতি।
অন্ধকার হ'ল দূর প্রকাশিত জ্যোতি।।
পুত্র কন্যা সুশিক্ষিত করিতে হইবে।
জ্ঞানবান হবে সবে বিদ্যার প্রভাবে।।
শুনিয়ে সবার প্রাণে আনন্দ বাড়িল।
আনন্দ সাগরে সভা ভাসমান হল।।
বহু হিত উপদেশ দেন দয়াময়।
অপরেতে বলিলেন দুই মহাশয়।।
হরিবর সরকার দুর্গাপুরে বাস।
উল্লাসিত হয়ে বলে সুমধুর ভাষ।।
শুনিয়ে সভাস্থ সবে মাগে চমৎকার।
অমিয় বচন রাজী মরি কি বাহার।।
পরেতে বলিল কথা শ্রীপূর্ণচরণ।
মহাপ্রভু নিজে তাহা বিস্তারে তখন।।
সরল ভাষায় কহি প্রভু দয়াময়।
বুঝাইল সবাকারে আনন্দ হৃদয়।।
এইভাবে সেইস্থানে সভা ভঙ্গ হল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।
তথা হতে মহাপ্রভু ভক্তগণ নিয়ে।
তরীপরে উপনীত হইলেন গিয়ে।।
সেই গ্রামবাসী হয় শ্রীরাজ কুমার।
মহাপ্রভু পদপ্রান্তে লাগে পরিহার।।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কত করেছে বিনয়।
মম গৃহে যেতে হবে আছে দয়াময়।।
তরঙ্গিণী ধারা সম বহে প্রেমধার।
হেরিয়ে সবার হল আনন্দ অপার।।
চলিলেন মহাপ্রভু তাহার আলয়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।

☆☆☆☆☆

প্রভুর তরণী গিয়ে ঘাটেতে উদিল।
শ্রীরাজকুমার গিয়ে আসন পাতিল।।
রাজকুমারের নারী পুলকিত চিতে।
তরী পার্শ্বে এল বরণের ডালা হাতে।।
তরী অগ্রভাগে কত সিন্দুর অর্পিয়ে।
বরণ করিল তরী কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
আঁখিজল বক্ষঃপরে সম নির্ঝরিণী।
স্বকরুণ ভাষে ধনি দিল হুলুধ্বনি।।
অপরেতে এসে পুনঃ শ্রীরাজকুমার।
চেয়ে আছে তরী পাশে আঁখি দরদর।।
হেনকালে মহাপ্রভু তীরেতে নামিল।
মতুয়ার গণ সবে আনন্দে চলিল।।
বসিলেন গৃহ মাঝে প্রভু দয়াময়।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়া নিচয়।।
অপরূপ শোভা তাহে করেছে ধারণ।
আহা মরি কিবা রূপ তাহে সম্মিলন।।
নরনারী সবে এসে প্রভুকে নেহারে।
নির্ঝরিণী সম ধারা সবাকার ঝরে।।
রূপের সাগরে সবে ভাসিয়ে চলিল।
বহুক্ষণ এইভাবে বিগত হইল।।
পরে করিলেন সবে সেবা সমাপন।
হরিধ্বনি করি যত মতুয়ার গণ।।
অপরেতে মহাপ্রভু উঠিয়ে নৌকায়।
উপনীত হরিবর বিশ্বাস আলয়।।
বিপুল ভকতি করি প্রভুকে লইল।
কেঁদে কেঁদে রূপ রসে সকলে ভাসিল।।
কিছুক্ষণ সেই স্থানে থাকি দয়াময়।
ভাসাইল সবাকারে প্রেমের গোলায়।।
তথা হ'তে পুনঃ প্রভু গমন করিল।
ভরতের গৃহে গিয়ে উদয় হইল।।
সেইস্থানে কিছুক্ষণ থাকি দয়াময়।
পুনরায় উঠিলেন আপন নৌকায়।।
কার্ত্তিক পোদ্দার নামে ভক্ত একজন।
তাঁহার গৃহেতে প্রভু করেন গমন।।
পরে রসিকের গৃহ করিয়ে ভ্রমণ।
যাদবের গৃহে যান পতিত পাবন।।
রামাগণ এসে তরীব বরণ করিল।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি কতই পড়িল।।
অপরেতে নামিলেন প্রভু দয়াময়।
সঙ্গে সঙ্গে চলে যত মতুয়া নিচয়।।

গৃহমাঝে চলিলেন ভকত রঞ্জন।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়ার গণ।।
প্রেমাদেশে মগ্ন যত কাক্‌দি নিবাসী।
সবে মিলি উপনীত হইলেন আসি।।
রূপ রসে মাতোয়ারা সবাকার প্রাণ।
অকাতরে রূপ রসে মগ্ন সর্বজন।।
অমিয় সে মহাভাব হয় সবাকার।
নরনারী সবে মিলি খেলিছে সাঁতার।।
অপরেতে মতোগণে নাম আরম্ভিল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় মতুয়ারগণ।
অন্তপুরে রান্না করে যত রামাগণ।।
শুনিয়ে কীর্ত্তন ধ্বনি আকুল হইল।
আঁখিজলে সবাকার বয়ান বাহিল।।
কেঁদে কেঁদে সব ধনী রন্ধন করিল।
এদিকে মতুয়াগণ নাম ক্ষান্ত দিল।।
পরে মোর মহাপ্রভু করেন ভোজন।
প্রসাদ লভিল যত মতুয়ার গণ।।
ভোজনান্তে মহাপ্রভু ম'তোগণ নিয়ে।
বিষ্ণু বিশ্বাসের গৃহে উদিল আসিয়ে।।
শ্রীবিষ্ণু বিশ্বাস অতি সরল হৃদয়।
বিপুল ভকতি করে মহাপ্রভু পায়।।
ভক্তিপূর্ণ বাণী কহে বিনয় করিয়ে।
আঁখি জলে বক্ষঃস্থল চ'লেছে ভাসিয়ে।।
এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইল।
সন্তোষিয়ে সবাকার নৌকাতে চলিল।।
প্রেম হ্রদে সে কাক্‌দি ভাসমান হ'ল।
নরনারীগণ সবে প্রেমেতে মাতিল।।
পিছে পিছে বহু লোক করিতে ভ্রমণ।
কেহ কেহ ভক্তি করে ক'রেছে রোদন।।
বহুজন বিলাপিয়া করে কত উক্তি।
তাহাতে প্রকাশ পায় সুনির্ম্মল ভক্তি।।
এইভাবে সেই গ্রামে ভ্রমণ করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর অন্যান্য গৃহে ভ্রমণ ও কালীনগর যাত্রা

তথা হ'তে আহু সঙ্গে ভক্ত বহু,
চলিলেন আনন্দেতে।

যত রামাগণে, আনন্দ জীবনে,
জয় দেন ভক্তি চিতে।।
মতুয়া বাহিনী, বাহিনী, বাহিছে তরণী,
হরিধ্বনি করে সুখে।
সবার হৃদয়, অতীব ময়,
নাম করে রূকে রূকে।।
এই মত ক'রে অতীব সত্বরে,
বলরাম পুরে ধায়।
জলধর নামে, ভক্তসেই গ্রামে,
সে ঘাটে হ'ন উদয়।।
আখি ছল ছল, বহে প্রেম জল,
ভক্তি স্রোত বয়ে যায়।।
বরণের ডালা, নিয়ে যত বালা
প্রভুর তরণী বরে।
প্রেমানন্দে সবে, বিপুল উৎসবে,
প্রভুকে লইল ঘরে।।
ব'সায়ে আসনে, ভক্তি যুত মনে,
পদেতে প্রণামে সবে।
নরনারী যত, হ'য়ে একত্রিত,
ভাসিলেন প্রেমার্ণবে।।
জন সেবা তরে, ভকতি অন্তরে,
ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে অতি।
প্রফুল্লিত মনে, অতীব যতনে,
ভুঞ্জাইল বিশ্বপতি।।
লভিল প্রসাদ, যত পরিষদ,
হরিধ্বনি করে সবে।
লইয়ে প্রভুকে, অতীব পুলকে,
তীর পরে ওঠে যবে।।
মিলি রামাগণ, করিয়ে রোদন,
করিলেন হুলুধ্বনি।
ম'তোগণ যত, হয়ে হরষিত,
করিলেন হরিধ্বনি।।
তথা হ'তে চলে, বল হরি বলে,
মদন বিশ্বাস ঘরে!
সে গৃহের নারী, এসে সারি সারি,
তরণী বরণ করে।।
দিন গত হ'ল, রজনী আসিল,
গৃহেতে প্রদীপ জ্বলে।
ভক্ত প্রাণধন, দিল দরশন,
জয় হরি বল ব'লে।।
অকলঙ্ক চন্দ্র, প্রভু গুরুচাঁন্দ্র,
ঘাটেতে উদয় হ'ল।
অন্ধকার যত, হ'ল বিদুরিত।
চারিদিক ঝলমল।।
হ'ল প্রফুল্লিত, ভকতের চিত,
ব'য়েছে আনন্দধার।
বিশ্বাস মদন, ভক্তি যুক্ত মন,
হৃদয় প্রফুল্ল তাঁর।।
গললগ্নি বাসে, প্রভুর সকাশে,
ক'রেছে বিনয় অতি।
কৃপা দান করি, এস তীর পরি,
প্রকাশেন কৃপা জ্যোতি।।
আমি অতি হীন, দীন হ'তে দীন,
আপনি দীনের বন্ধু।
অধম হেরিয়ে, কৃপা বিতারিয়ে,
দানিবেন কৃপাবিন্দু।।
এমত বলিতে, আঁখির জলেতে,
বয়ান ভেসেছে তার।
দয়া প্রকাশিয়ে, ভক্তগণ নিয়ে,
চলিলেন পরাৎপর।।
নিয়ে গৃহ মাঝ, প্রভু তীর্থরাজ,
চৌদিকে ভকতগণ।
বসিয়েছে প্রভু, ত্রিজগত বিভু,
ভক্তের জীবন ধন।।
হরি কথা বলি, হ'য়ে কুতূহলী,
উঠিলেন পুনরায়।
ভক্তগণ সাথে, মথুরা পুরেতে,
চলিলেন দয়াময়।।
তথা করে ঘর, নামে মনোহর,
করিয়ে বিনয় অতি।
মতুয়ার সনে, আপন ভবনে,
গৃহে নিল বিশ্বপতি।।
তথা কিছুক্ষণ, করিয়ে ভ্রমণ,
চলিলেন দয়াময়।
কৈলাস বাওয়ালী, হয়ে কৃতাঞ্জলী,
বলেছে ভক্তি হৃদয়।।
তাঁহার গৃহেতে, ভ্রমি আনন্দেতে,
পরে যান দয়াময়।।

শ্রীষষ্ঠি বাওয়ালী, হ'য়ে কুতূহলী,
পারের কাণ্ডারী লয়।।
উত্তম কীর্ত্তনীয়া, তথায় আসিয়া,
বিনয় করিল কত।
আমার ঘরেতে, হইবে যাইতে,
মতুয়াগণের সাথ।।
এতেক বলিতে, লাগিল কাঁদিতে,
আঁখিজল ছল ছল।
হরি হরি বল, দয়া প্রকাশিল,
প্রভু ভকত-বৎসল।।
চলিলেন পরে, ভক্ত সমিভ্যারে,
উত্তম কীর্ত্তনে ঘরে।
ফলাহার আদি, করি গুণনিধি,
উঠিলেন নৌকাপরে।।
মহিমা চরণ, করে নিবেদন,
যাইতে তাহার গৃহে।
প্রভু গুরুচাঁদ, না করিয়া বাদ,
পরম উৎসাহে।।
করিয়ে ভ্রমণ, ভকত রঞ্জন,
রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে।
কালী নগরেতে, চলে হরষিতে,
জয় হরি বল ব'লে।।
প্রসন্ন কুমার, তথা করে ঘর,
বিশ্বাস উপাধি তাঁর।
গুরুচাঁদ নাম, জপে অবিরাম,
আঁখিজল দর দর।।
প্রভু যবে এল, প্রেমেতে মাতিল,
আনন্দে ভরিল হৃদি।
ভক্তগণ সাথে, জগতের পিতে,
গুরুচাঁদ গুণনিধি।।
রামাগণ যত, হ'য়ে একত্রিত,
হুলুধ্বনি সবে দিল।
ম'তোগণ মিলি, হ'য়ে কুতূহলী,
হরিধ্বনি প্রকাশিল।।
যত রামাগণ, করিয়ে যতন,
তরণী বরণ করে।
পরে দয়াময়, আনন্দ হৃদয়,
চলিলেন তাঁর ঘরে।।
উত্তম দয়াময়, সাধনের ধনে,
বসাইল ভক্তি ভরে।।
পাদ্য অর্ঘ দিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
শ্রীচরণ পূজা করে।।
ধরি ফুলাহার, কণ্ঠের উপর,
দোলাইল ভক্তি করি।
ম'তোগণে সবে, পরম উৎসবে,
বলিতেছে হরি হরি।।
প্রেমেতে মগন, সবাকার মন,
ধ'রেছে মধুর গান।
নাম প্রেম রসে, চলি যায় ভেসে,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ।।
নাচে কাঁদে হাসে, প্রেমে উচ্ছ্বাসে,
নয়নেতে প্রেমধারা।।
নরনারী মিলি, হরি হরি বলি,
নামে প্রেমে মাতোয়ারা।।
বহুক্ষণ সবে, মেতে মহাভাবে,
রয়েছে লুটিয়ে ধরা।
ধৈর্য্য নাহি বাঁধে, হরি ব'লে কাঁদে,
আহা কি প্রেমের ধারা।।
এমত ভাবেতে, নাম রসে মেতে,
র'য়েছে সকলে মিলি।
কেহ প্রেম ভরে, পড়ি ধরা পরে,
অঙ্গেতে মেখেছে ধুলি।।
রামাগণে যত, হ'য়ে পুলকিত,
রন্ধন ক'রেছে বসি।
ব'লে হরি হরি, কাটে তরকারী,
নয়ন নীরেতে ভাসি।।
চক্ষু হ'ল লাল, কেহ বাটে ঝাল,
চাউল ধুতেছে কেহ।
এই মত করি, যত সব নারী,
হৃদয়েতে উৎসাহ।।
রন্ধন সারিল, সকলে বলিল,
জানাইল প্রভু স্থানে।
প্রভু বলে এবে, মতোগণ সবে,
শান্ত হও এ কীর্ত্তনে।।
রান্না হ'ল শেষ, হও সমাবেশ,
ভোজন করিতেএবে।
প্রভুর বচনে, ম'তোগণ ভণে,
সুস্থির হও হে সবে।।
প্রভু ভোজলাগী, হইল উদ্যোগী,
প্রসন্ন বিশ্বাস অতি।।

করে আয়োজন, প্রফুল্লিত মন,
ভুঞ্জাইতে বিশ্বপতি।।
বসিলেন প্রভু, গুরুচাঁদ বিভু,
ভোজন করিতে তরে।
দ্রব্যাদি যতনে, যত রামাগণে,
যোগাইল প্রেম ভরে।।
প্রভু পরমেশ, ভোজ রি শেষ,
বসিলেন শয্যাপরে।
মতুয়ার গণে, বসিলেন ভোজনে,
মুখে বলে হরি হরি।।
দিয়ে নাম ভীর, মতুয়া সুধীর,
ভোজন করিল সায়।
বসিয়ে শয্যায়, তাম্বুল সেবায়,
কেহ মত্ত গানে, কেহ বা শয়নে,
কাটাইল সারা নীশি।
প্রভাত কালেতে, মিলি সকলেতে,
আরতি গাইল বসি।।
পরে সবে মিলি, হ'য়ে কুতূহলী,
প্রভুকে করিয়ে সঙ্গে।
উঠে নৌকাপরে, হরিষ অন্তরে,
সবে মিলি নানা রঙ্গে।।
দিয়ে হরিধ্বনি, বাহিল তরণী,
মতুয়া বাহক যত।
উমেশ বালার, গৃহে অতঃপর,
হইলেন উপনীত।।
তথা হ'তে পরে, অন্য অন্য ঘরে,
ভ্রমণ করিল প্রভু।
শ্রীপুরেতে ধাম, নন্দলাল নাম,
যথা যা'ন বিশ্ব বিভু।।
সবা ঠাঁই মান, পায় মতিমান,
সমাজের কর্ত্তা হয়।
প্রভু সেবা লাগি, না হয় উদ্যোগী,
অন্তরেতে পেয়ে ভয়।।
সবাকে ভুঞ্জাতে, না কুলায় চিতে,
অতীব দরিদ্র হই।
লোক পাঁচ শত, হইবে অন্ততঃ,
কি ভাবেতে হবে সই।।
এমত ভাবিয়ে, কিছু না বলিয়ে,
মনঃক্ষুণ্ন ভাবে রয়।

কে বুঝিবে তত্ত্ব, প্রভুর মাহাত্ম্য,
কিবা করে দয়াময়।।
ম'তোদের হৃদে, পরম আহ্লাদে,
জাগাইল এক ভাব।
বলে নন্দলালে, অতি কুতূহলে,
কেন হেরি ক্ষুণ্ন ভাব।।
কিসের অভাব, কেন তাহা ভাব,
ভুঞ্জাইতে ম'তোগণে।
আমরা পুরা'ব, তোমার অভাব,
থাকহ নিশ্চিন্ত মনে।।
তরণী হইতে, হরষিত চিতে,
যোগাইব দ্রব্য আদি।
পরম উৎসবে, ভুঞ্জাইতে হবে,
গুরুচাঁদ গুণনিধি।।
এতেক শুনিয়ে, আশ্চার্য্য গণিয়ে,
আনন্দে পূর্ণিত কায়।
প্রভু সেবা লাগি, হইল উদ্যোগী,
নন্দলাল মহাশয়।।
ম'তোপানে চেয়ে, ব'লেছে কাঁদিয়ে,
তোমার অনাথ বন্ধু।
অগতির গতি, মতুয়া প্রভৃতি,
তরাও হে ভবসিন্ধু।।
বুঝিলাম সার, তারিতে সংসার,
মতুয়া নামেতে খ্যাত।
দিয়ে কৃপা বারি, লও সবে তরী,
সবাকে করি মহৎ।।
কুমরীয়া ন্যায়, ব্যবহার হয়,
পতঙ্গ লইয়া ধরি।
স্বীয় রূপ দিয়ে, লও হে গড়িয়ে,
কৃপা বিতরণ করি।।
ম'তোগণ হয়, ধন্য এ ধরায়,
পতিত জনার বন্ধু।
অধম বলিয়ে, করুণা করিয়ে,
হৃদে দাও কৃপা বিন্দু।।
ধন্য অবতার, হ'য়েছে এবার,
এমত হবার নয়।
আপনি কাঁদিয়ে, জগৎ কাঁদায়,
জীবগণে প্রেম দেয়।।
ধন্য এ লীলা, বিশ্বে প্রকাশিলা,
গুরুচাঁদ বেশ ধারী।

পারিষদ সনে, প্রেম বিতরণে,
দীনে দেয় ধনী করি।।
আহা মরি মরি, অমিয় মাধুরী,
বুঝিতে শকতি নাই।
ধন্য গুরুচাঁদ, ধন্য পারিষদ,
যত মতুয়া গোঁসাই।।
এইমত ব'লে, ভাসে আঁখি জলে,
প্লাবিত হইল দেহ।
প্রভু সেবা তরে, আপন অন্তরে,
হইলেক নিঃসন্দেহ।।
ক'রে আয়োজন, করিল রন্ধন,
যত রামাগণ মিলি।
হরিধ্বনি দিয়ে, পুলকিত হিয়ে,
কাঁদে গুরুচাঁদ বলি।।
রান্না সমাপন, করি রামাগণ,
জানাইল নন্দলালে।
প্রভু পার্শ্বে গিয়ে, বিনীত হইয়ে,
সুমধুর স্বরে বলে।।
ওহে দয়াময়, রান্না শেষ হয়,
সেবা নিন কৃপা করি।
আমি দীন হীন, ভজন বিহীন,
আছি প্রভু ধরা পরি।।
বহে প্রেমধার, বক্ষের উপর,
নেহারিয়ে দয়াময়।
ম'তোগণ যত, নামে ছিল রত,
সবাকার প্রতি কয়।।
হ'য়েছে রন্ধন, শুন সর্ব্বজন,
স্নান কার্য্য এস সারি।
ভোজন করিয়ে, ত্বরীত হইয়ে,
বেয়ে চল সবে তরী।।
শুনে এই ভাষ, মনে ত উল্লাস,
ধাইল মতুয়া গণে।
স্নান সমাপন, তকরিয়ে খন,
সবাই আনন্দ মনে।।
পরে মোর প্রভু, ত্রিজগত বিভু,
স্নান সমাপন করি।
সবে হৃষ্ট মন, করিল ভোজন,
মুখে বলে হরি হরি।।
পরে ম'তোগণে, হরষিত প্রাণে,
ভোজ কর্ম্ম সমাধিল।
হ'য়ে কুতুহলী, গুরুচাঁদ বলি,
নানা মতে ভীড় দিল।।
এমত করিয়ে, ভোজ সমাপিয়ে,
উঠিল তরণী পর।
গ্রাম্য লোক ছিল, সবে ভোজ নিল,
হরি বলে অতঃপর।।
পাঁচ ছয় শত, হয় সমাবেত,
নরনারী সর্বজনে।
চারিদিকে হ'তে, দ্রব্য আনি সাথে,
আইল আনন্দ মনে।।
কেহ আনে চা'ল, কেহ আন ডা'ল,
কেহ আনে তরকারী।
তেল আনে কেহ, হৃদয় উৎসাহ,
এল সবে সারি সারি।।
বহু দ্রব্য এল, মহোৎসব হ'ল,
অতীত আশ্চর্য্য ভাবে।
শূন্য গৃহে ছিল, পরিপূর্ণ হ'ল,
শুধু কৃপার প্রভাবে।।
কৃপা বিতরিল, তাহে হেন হ'ল,
কে বুঝিবে এই খেলা।
শক্তি আছে কা'র, ইহা বুঝিবার,
প্রভুর অদ্ভুত লীলা।।
গৃহ ছিল শূন্য, হ'ল পরিপূর্ণ,
সেবিল বহুত লোকে।
কেঁদে নন্দলাল, চক্ষু করে লাল,
ভাসিয়ে প্রেমেরি সুখে।।
আহা দয়াময়, কি খেলা খেলায়,
বুঝিতে নাহিক পারি।
কিছু নহে ছিল, পূর্ণিত হ'ল,
শান্তিময় হ'ল পুরী।।
বহুলোক সবে, এই মহোৎসবে,
তবু না বুঝিতে পারে।
মনে মনে গণি, হৈনু মহা ধনী,
মহাপ্রভু কৃপা বরে।।
মোরে করে ধন্য, হেরিয়ে নগণ্য,
আপন করুণা দানে।
কেবা হেন বন্ধু, দানে কৃপা সিন্ধু,
মম সম অভাজনে।।
এমত বলিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।

বলে ওহে প্রভু, তুমি বিশ্ব বিভু,
স্থান দেহ রাঙ্গা পায়।।
এইমত করে, ভাসে আঁখি নীরে,
নন্দলাল মহাশয়।
কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রেমানন্দ চিতে,
লুণ্ঠিত প্রভুর পায়।।
বলে দয়াময়, শুন মহাশয়,
স্থির হও বাছাধন।
হরির দয়াতে, এমত করিতে,
পারে মতুয়ার গণ।।
ম'তোগণ প্রতি, করহ ভকতি,
পরম পিরীত পাবে।
যাবে চিত্ত সন্ধ, বাড়িবে আনন্দ,
ভকতি সঞ্চার হবে।।
শুনিয়া বচন, মতুয়া সদন,
বলিতেছে কাঁদি কাঁদি।
আমি অভাজন, নাহি ভক্তি ধন,
যেতে নারি ওড়াকাঁদী।।
অধম হেরিয়ে, করুণা করিয়ে,
স্থান দিও রাঙ্গা পায়।
এইমত বলে, ভাসে আঁখিজলে,
নন্দলাল মহাশয়।।
কৃপা দান করি, মহোৎসব সারি,
চলিলেন দয়াময়।
দিল হুলুধ্বনি, যতেক রমণী,
পুলকে পূর্ণিত কায়।।
মতুয়া বাহিনী, দিয়ে হরিধ্বনি,
প্রভুর তরণী বাহে।
অতি ত্বরাকরে, দুর্য্যোধন ঘরে,
উপনীত উৎসাহে।।
তথা কিছুক্ষণ, ভকত রঞ্জন,
থাকিলেন মহানন্দে।
উঠে তরী পর, গুরুচাঁদ আমার,
লইয়া মতুয়াবৃন্দে।।
করি হরিধ্বনি, বাহিল তরণী,
যতেক মতুয়া মিলি।
সনাতন ঘরে, উদিত যে পরে,
সবে হ'য়ে কুতূহলী।।
তথায় ভ্রমণ, করি সর্ব্বজন,
প্রেমেতে আনন্দ পেল।
হরিগুরুচাঁদে, ধরি নিজ হৃদে,
হরি হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর গোয়াড়া ভ্রমণ

ভুজনীয়া হ'তে সবে বাহিল তরণী।
মতুয়ারগণ সবে করি হরিধ্বনি।।
মাধবেন্দ্র বাহে হাল দাড়ে বিচরণ।
সঙ্গে সঙ্গে বাহে তরী শ্রীরামাচরণ।।
আঠারোবাকী সেই নদী পূর্ব তীরে।
গোয়াড়ার গ্রাম হয় নদীর কিনারে।।
সেই তীর ধরি চলে তরণী বাহিয়া।
প্রবল গতিতে তরী চ'লেছে ধাইয়া।।
তথায় করেন বাস নামে কৃষ্ণধন।
গুরুচাঁদ পদ চিন্তা করে অনুক্ষণ।।
স্ত্রী পুরুষ এল ধেয়ে নদীর কিনার।
তরী চলি যায় হেরে করে হাহাকার।।
বহুলোক সমাবেত কৃষ্ণধন সনে।
সবে বলে কৃপা কর ওহে দয়াময়।।
বারেক রাখিয়া তরী দেহ শ্রীচরণ।
জীবের জীবন তুমি হৃদয় রতন।।
এইমত কাঁদে যত কুলের কামিনী।
তবু মতুয়ারগণ বাহিছে তরণী।।
কৃষ্ণধন কাঁদে অতি আকুল হৃদয়।
দয়াময় হ'য়ে কেন হও নিরদয়।।
দীন হীনে না ঠেলিও ওহে দীনবন্ধু।
একবার কৃপা করি দেহ কৃপাবিন্দু।।
এইমত কাঁদে কৃষ্ণ মাটিতে লুটিয়ে।
মতুয়ারগণ তবু চ'লেছে বাহিয়ে।।
নেহারিয়ে কৃষ্ণধন রমণীর সনে।
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে আকুল পরাণে।।
যদি নাহি এল ফিরে প্রভুর তরণী।
জলেতে ঝাঁপিয়ে বলে ত্যজিব পরাণী।।
তরী রাখ পদে ধরি ওহে মতোগণ।
নতুবা নদীর জলে ত্যজিব জীবন।।
রমণীর গণ যত আসিয়ে তীরেতে।
কোলের সন্তান ফেলে নামিল জলেতে।।
কেঁদে বলে নাহি যেও বিমুখ করিয়ে।
নারী হত্যা পাপ দিব ওহে দয়াময়।
জীবনে জীবন মোরা ত্যজিব নিশ্চয়।।
নেমেছি জলেতে আর ফিরিব না কভু।
এভাবে নিদয় যদি হ'ল মহাপ্রভু।।

এইমত কাঁদে সবে হইয়ে আকুল।
কান্নার তরঙ্গ উঠে সেই নদী কুল।।
ভীমনাদে কোলাহল হইল তথায়।
কৃষ্ণধন কাঁদে তাহা বলা নাহি যায়।।
রোদন তরঙ্গে গিয়ে তরী ঠেকাইল।
নৌকা হ'তে মহাপ্রভু সবাকে বলিল।।
কেন হেন কোলাহল শুনিবারে পাই।
কিবা ঘটিয়াছে হেথা বল দেখি ভাই।।
সবে বলে নারীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে।
জলেতে নেমেছে সবে তরণী ধরিতে।।
পুরুষের মধ্যে তথা কাঁদে একজন।
মর্ম্মভেদি হয় তাঁর করুণ রোদন।।
প্রভু বলে এইস্থানে রাখহ তরণী।
এভাবে কাঁদিছে কোন পুরুষ রমণী।।
এতেক শুনিয়ে সবে ফিরাইল তরী।
অশান্ত হইল তাঁরা সেই ভাব হেরী।।
কৃষ্ণধন কান্নাবেগ থাকাতে নারিয়ে।
অধৈর্য্য হইয়ে তীরে র'য়েছে লুটিয়ে।।
তীরেতে লাগায় শেষে প্রভুর তরণী।
আনন্দে পূর্ণিতা হ'ল যতেক রমণী।।
কৃষ্ণধন কেঁদে যায় প্রভুর গোচরে।
বিনয় বচনে কত বলে ভক্তি ভরে।।
আমি অতি মূঢ়মতি ভজন বিহীন।
ভক্তিধন নাহি মম দীন হ'তে দীন।।
বারেক করুণ কৃপা ওহে দয়াময়।
অধম হেরিয়ে দিন ও পদে আশ্রয়।।
পর্ণ কুঠিরের মাঝে ল'য়ে ভক্তগণ।
চলুন হে কৃপা করি অধম তারণ।।
অগতির গতি প্রভু বলে সর্ব্বলোকে।
পদধুলি দিয়ে ধন্য করুণ আমাকে।।
বলিতে না পারে কথা আঁখি ছল ছল।
পার্শ্বেতে রমণী তাঁর হইল হিহ্বল।।
স্ত্রী পুরুষে কাঁদে দোহে আকুল হৃদয়।
নেহারিয়ে ম'তোগণ হ'ল দ্রবময়।।
কৃপার সাগর মোর প্রভু দয়াময়।
বলিতেছে ধীরে ধীরে বাক্য মধুময়।।
না কর রোদন আর শুন কৃষ্ণধন।
চল বাপ দেখি গিয়ে তোমার ভবন।।
এত বলি মহাপ্রভু নামিলেন তীরে।
কৃষ্ণের গৃহেতে চলে অতি ধীরে ধীরে।।

সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন মতুয়ারগণ।
পিছে পিছে ধেয়ে চলে নর-নারীগণ।।
গৃহমাঝে না বসিয়ে প্রভু দয়াময়।
প্রাঙ্গণে বসিল সবে পুলকিত কায়।।
হইল বিরাট সভা গোয়াড়া প্রেমেতে।
নরনারীএল বহু প্রভুকে হেরিতে।।
অনুমান তিনশত লোক আমদানী।
প্রভুর চরণ প্রান্তে লোটায় ধরণী।।
কৃষ্ণধন সযতনে প্রভুকে পরায়।।
এক সারি করে শোভ মস্তক উপর।
আকর্ণ বেষ্টিত হয় ঝুমকা আকার।।
আর দুই সারি মালা শোভিত গলায়।
ঝলমল করে তাহা অতি শোভাময়।।
হেরিয়ে সবার প্রাণে আনন্দ উথলে।
ভাসিতেছে সবে মিলি রূপের সলিলে।।
সর্ব্বজন নেহারিছে পরম পুলকে।
নরনারী হ'ল মুগ্ধ রূপের ঝলকে।।
কিছুক্ষণ নাম গান হইল তথায়।
প্রেমেতে বিহ্বল যত মতুয়া নিচয়।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
প্রবল বেগেতে বহে প্রেমের তরঙ্গ।।
এইভাব কাঁদে যত মতুয়ার গণ।
সুস্থির হইয়া পরে বৈসে সর্বজন।।
হেনকালে কৃষ্ণধন অতি মনোখেদে।
বিনয় করিয়ে বলে মহাপ্রভু পদে।।
উন্নতির শ্রেণীভুক্ত নমঃশূদ্র গণ।
আমাদিগে করে তাঁরা নিন্দনর্ভৎসন।।
কি করি উপায় প্রভু প'ড়েছি বিপদে।
নীচ শ্রেণী ব'লে সবে রাখে নীচপদে।।
শুনেছি তুমি হে প্রভু পতিত পাবন।
করুণ মোদের গতি বিপদ ভঞ্জন।।
নহিলে অস্পৃশ্য বলে করিবেক ঘৃণা।
কেমনে সহিব প্রভু ঘৃণিত যন্ত্রণা।।
শুধুমাত্র উপহাস শুনিতে হইবে।
আজীবন ভরি সবে এমত করিবে।।
এ হতে মরণ হয় অতি শ্রেয়ঙ্কর।
কি সুখে রহিব প্রভু এই ধরাপর।।
এমত বলিয়ে কৃষ্ণ করিল রোদন।
প্রভু বলে শান্ত হও ওহে বাছাধন।।

অদ্য হ'তে নাহি ভয় তোমা সবাকার।
গ্রহণ করিনু আমি, তোমরা আমার।।
অদ্য হ'তে বল সবে বাৎস্যাব গোত্রজ।
পরিচিত সবা ঠাঁই ঠাকুর বংশজ।।
উন্নত শ্রেণীর সনে হ'বে অগ্রগণ্য।
করিতে নারিবে কেহ কভু অবগন্য।।
অপার দয়ার নিধি এমত বলিল।
মতুয়ারগণে সবে হরিধ্বনি দিল।।
রামাগণে হুলুধ্বনি করিল সঘনে।
নিম্ন শ্রেণী হ'ল ধন্য প্রভু কৃপাগুণে।।
কেঁদে বলে কৃষ্ণধন প্রভুর গোচর।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু করুণা সাগর।।
তুমি হে অনাথবন্ধু ওহে কৃপাসিন্ধু।
অধমে করিল ধন্য দিয়ে কৃপাবিন্দু।।
পতিত পাবন তুমি সর্ব সারাৎসার।
পতিতে তৃরিতে তব হ'ল অবতার।।
ধন্য ধন্য যশোবন্ত ধন্য হরিচাঁদ।
গুরুচাঁদ বেশ ধারী ক্ষীরোদের চাঁদ।।
মানুষে মানুষ মিলে মানুষ তরাও।
প্রীতিতের ফাঁদ পেতে জগত বাধাও।।
চিত্ত অন্ধকার দূর করিলে এবার।
তোমা সব বন্ধু ভবে কেহ নারি আর।।
এইমত বলে কত বিনয় বচন।
প্রভু বলে শান্ত হও ওহে বাছাধন।।
ঘুচিল তোমার ভয় আর কিবা চাও।
এবে গিয়ে ম'তোগতে ভোজন করাও।।
কৃষ্ণধন নারী হয় সতী পতিব্রতা।
প্রভুর সকাশে বলে বাণী মধুরতা।।
সামান্য ভাবেতে প্রভু হ'য়েছে রন্ধন।
কৃপা করি তাহা কিছু করুন ভোজন।।
মহাপ্রভু বলে মাগে শুনহ বচন।
অগ্রভাগে তরী পরে করহ গমন।।
তাহাদের সেবা অন্তে মম সেবা হবে।
তা নহিলে মম সেবা কিছুতে নহিবে।।
এত শুনি সে রমণী শশব্যস্ত চিতে।
তরী পরে সব দ্রব্য দিলেন তৃরিতে।।
পরেতে করেন সেবা প্রভু দয়াময়।
প্রসাদ লভিল যত মতুয়া নিচয়।।
তীর আরম্ভিল সবে মনের পুলকে।
ভোজন করিল সবে পরম কৌতুকে।।
হরি হরি বরি সবে ভোজন করিল।
হরিগুর প্রমানন্দ হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর হাটবেড়ে গমন

শ্রীহরি বলিয়া যত মতুয়ার গণ।
বাহিল প্রভুর তরী হরিষ মগন।।
দক্ষিণাভিমুখে চলে প্রভুর তরণী।
হাটবেড়ে যেতে হ'লো পথেতে রজনী।।
পথিমধ্যে প্রভু মোর ভকতের সনে।
ব'লেছেন হরিকথা আনন্দিত মনে।।
কথামৃত পান করি মতুয়ার গণ।
প্রেমরসে ডগমগ সবাকার মন।।
রজনী হইল বহু এহেন সময়।
প্রভু তরী হাটবেড়ে হইল উদয়।।
হরিধ্বনি করে যত মতুয়ার গণ।
উঠিলেন সেই ধ্বনি ভেদিয়ে গগন।।
হাটবেড়ে বাসী ভক্ত শ্রীগুরুচরণ।
গোপাল সাধুর শিষ্য হৈ মহাত্মন।।
সাধু প্রতি দৃঢ় রূপে করেন ভকতি।
হরিগুরুচাঁদ নামে আছে বড় আর্ত্তি।।
অনুক্ষণ চিত্তে হৃদে গুরুর মুরতি।
জীবন মরণে আর অন্যে নহে মতি।।
গুরুনামে সুদীক্ষিত শয়নে স্বপনে।
গুরু রূপ ধ্যান জ্ঞান জীবনে মরণে।।
তাঁহার গৃহেতে প্রভু হ'লেন উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।
সুমধুর ধ্বনি দিয়ে গ্রামেতে পশিল।
সর্ব্বলোকে শুনে ধ্বনি চমকে উঠিল।।
গুরুচরণের হয় অর্দ্ধাঙ্গিনী যিনি।
প্রফুল্ল হৃদয়া ধেয়ে এল সেই ধনী।।
বরণের ডালা নিয়ে বরিল তরণী।
সঙ্গে সঙ্গে এল ধেয়ে বহুত রমণী।।
ধেয়ে এল নরনারী সে ধ্বনি শুনিয়ে।
সমবেত হ'ল তথা আনন্দে মাতিয়ে।।
দেখিলেন মহাপ্রভু এসেছে তথায়।
হরিধ্বনি হুলুধ্বনি সঘনে করয়।।
শ্রীগুরুচরণ গিয়ে তরীর নিকটে।
গলে বাস দিয়ে রহে কৃতাঞ্জলি পুটে।।
কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের চরণে জানায়।
দিতে হবে দীন হীনে ওপদে আশ্রয়।।

ভজন বিহীন আমি অতি দুরাচার।
আমার বলিতে প্রভু কেহ নাহি আর।।
আপনার শ্রীগোপাল ক'রেছে এ ঘর।
চলুন হে মহাপ্রভু তথা একবার।।
এমত বলিত করে আঁখি ছল ছল।
কৃপা করিলেন তাঁকে ভকত বৎসল।।
গুরুচরণের নারী কাঁদে অনিবার।
নয়নেতে প্রেমধারা করে দর দর।।
কেঁদে বলে তীরে এস সাধনের ধন।
জীবন সর্বস্ব তুমি হৃদয় রতন।
তুমি বিনে দীন হীনে কে তারিবে প্রভু।
অধম তারণ তুমি ত্রিজগত বিভু।
এইমত কাঁদে ধনি দাঁড়িয়ে কুলেতে।।
প্রভু বল চল সবে নামহ তীরেতে।
এত বলি মহাপ্রভু অগতির গতি।
তীর পরে নামিলেন ভকত সংহতি।।
গুরুচরণের গৃহ হ'লেন উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে করেন জয় জয়।।
বসিলেন মহাপ্রভু গৃহের মাঝারে।
মতুয়ার গণ সবে বৈসে চারিধারে।।
ঘরেতে প্রদীপ জ্বলে করে ঝলমল।
জ্যোতির্ম্ময় রূপে তথা ভকত বৎসল।।
সাজিয়েছে গৃহখানি অতি চমৎকার।
নানাবিধ কারুকার্য্য মরি কি বাহার।।
হরিগুরুচাঁদ নাম লিখে সযতনে।
মুকাতা গাথনি সম শোভিত আঙ্গিণে।।
তাহাতে স্বাক্ষর হয় গোপালের নাম।
মাঝে মাঝে লিখিয়াছে ওড়াকাঁদী ধাম।।
বর্ত্তমান সেই ধন হ'য়েছে উদয়।
আহা মরি কিবা শোভা শোভিয়াছে তায়।।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ মধ্যে গুরুচন্দ্র।
গুরুচরণের গৃহে অকলঙ্ক চন্দ্র।।
চারিদিকে প্রকাশেন সৌন্দর্য্য কিরণ।
বহুলোক এসে রূপ করে দরশন।।
সবে বলে কে আনিল অকলঙ্ক শশী।
রূপের প্রভায় দুরে যায় তমঃ রাশি।।
কোন বিধি গড়ে দিল এ উজ্জ্বল মনি।
ভুবন মোহন রূপ তপ্ত স্বর্ণ খনি।।
এইমত সর্ব্বলোকে করে কানাকানি।
অনিমিষ নেত্রে রূপ হেরে সব ধনি।।

এক ধনি বলিতেছে সব ধনি প্রতি।
কেবা এ রতন বল মোহন মুরতি।।
সে ধনি বলিছে আর কি বলিব তাই।
অগতির গতি ইনি ক্ষীরোদের সাই।।
জগত জীবের গতি প্রভু গুরুচন্দ্র।
শ্রীধামে উদিত এই অকলঙ্ক চন্দ্র।।
হরিগুরুচাঁদ নামে তথা অবতীর্ণ।
ক্ষীরোদর হরি এল জগজীব জন্য।।
এমত বলিয়ে ধনি পড়েছে ঢলিয়া।
বক্ষঃপরে আখিজল চলেছে বাহিয়া।।
ক্রমেতে কাঁদিল সব রমণীর গণ।
এদিকেতে মতুয়াগণ ধরেছে কীর্ত্তন।।
উঠিল প্রেমের বন্যা প্রবল বেগেতে।
নিমগণ হ'ল সবে প্রেম সাগরেতে।।
সিংহ ধ্বনি সম কেহ ক'রেছে গর্জ্জন।
কেহ বা ভুলতে পড়ে হ'য়ে অচেতন।।
কেহ জয় হরি বলে ধরেছে কীর্ত্তন।
হুঙ্কারিছে মুহুর্মুহু সিংহের গর্জ্জন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কেহ মারে লম্ফ।
মনে হয় অদ্য যেন যায় ভূমিকম্প।।
প্রবল বেগেতে বন্যা ওঠে উথলিয়া।
নরনারী সবে মিলি প'ড়েছে ঢলিয়ায়।।
বহুক্ষণ হেনমতে হইল কীর্ত্তন।
অন্তঃপুরে করে সবে পাক আয়োজন।।
ঘৃতপক্ক ডা'ল ডাল্না শাক শুক্তা আদি।
এইমত রান্না হ'ল দ্রব্য নানাবিধি।।
ভাজা বড়াবড়ি কত ক'রেছে তেয়ার।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কিবা চমৎসকার।।
এদিকেতে নামে মগ্ন মতুয়ারগণ।
বহু নরনারী এসে দিল দরশন।।
নাম ক্ষান্ত করিবারে বলেছে তখন।
শুনিয়ে কীর্ত্তন ভঙ্গ ক'রেছে কীর্ত্তন।।
গান ক্ষান্ত করি সবে পুলক হৃদয়।
ভোজন করেন তথা প্রভু দয়াময়।
অপরে মতুয়াগণ করিল ভোজন।
নৌকা মাঝে সব দ্রব্য পাঠায় তখন।।
ভোজন করিল তাঁরা আনন্দ হৃদয়।
বিশ্রাম লভিল সবে সুস্থির কথায়।।
অপরেতে সবে মিলি উদ্যোগী হইল।
শ্রীগুরুচরণ মুদ্রা প্রভুকে অর্পিল।।

সস্ত্রীক হইয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে।
প্রণাম করিল পরে প্রভুর পদেতে।।
সকরুণ স্বরে কত ক'রেছে বিনয়।
মহাপ্রভু মিষ্ট বাক্যে সবাকে সান্ত্বায়।।
অপরেতে মহাপ্রভু নৌকাতে চলিল।
রামাগণ বামাস্বরে হুলুধ্বনি দিল।।
মতুয়ারগণ সবে বলে হরি হরি।
মনোল্লাসে সবে মিলি উঠে নৌকাপরি।।
এমত ভাবের খেলা তথায় খেলিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর খলসিয়া গমন

মতোগণ মনোৎসাহে, প্রভুর তরণী বাহে,
মনে কত আনন্দ উচ্ছাস।
হরি হরি হরি ব'লে, কেহ দাঁড়ে কেহ হ'লে,
করে কত ভাবের উল্লাস।।
স্বীয় ভকতের সঙ্গে, হরিকথা রসরঙ্গে,
মত্ত মোর প্রভু গুরুচন্দ্র।
শুনি হরি কথামৃত, ক্রমে হ'ল দ্রবীভুত,
মাতোয়ারা সব মতোবৃন্দ।
শুনি হরি কথামৃত, ক্রমে হ'ল দ্রবীভুত,
মাতোয়ারা সব মতোবৃন্দ।।
এমত মতুয়া সবে, মগ্ন হরি প্রেমার্ণবে,
আখিঁজলে বক্ষ ভেসে যায়।
এহেন সময় কালে, পিকগণ কুতুহলে,
কুহুতানে হরিগুণ গায়।।
দলবদ্ধ পিকগণে, উড়িয়া আনন্দ মনে,
নৌকাপরে বিমানেতে রয়।
নেহার মতুয়াগণে, আকুল হইয়া প্রানে,
কেহ ঢলি পড়ে কারো গায়।।
এইমত হ'ল লীলা, পিকগণে করে খেলা,
কিবা এই লীলা মধুময়।
মুখে বলে হরি হরি, বেগ ভরে বাহে তরী,
খলসিয়া হইল উদয়।।
খলসিয়া হয় ধাম, বিশ্বাস শ্রীপুটিরাম,
গৃহখানি করেছে সাজন।
প্রভু আগমন শুনে, প্রতিজন সযতনে,
নানাভাবে করেছে রচন।।
আনিয়ে কদলী বৃক্ষ, প্রতি সারি করে ঐক্য,
রোপিয়েছে গৃহের সম্মুখে।
কাগজে বেষ্টীত করি, রাখে তাহা সারি সারি,
হরি বলি পরম পুলকে।।

পশু পক্ষী রচিয়েছে, স্থানে স্থানে রাখিয়াছে,
আর কত রচে নানা ফুল।
হরিগুরুচাঁদ নাম, লিখেতাহা গুণধাম,
নেহারিলে হয় প্রাণাকুল।।
করিয়াছে সিংহদ্বার, আহা কিবা মনোহর,
করে কত সিংহর মুরতি।
অশ্ব পৃষ্ঠে আসোয়ার, পদাতিক সৈন্য আর,
আর কত মদমত্ত হাতী।।
রচি কত ফুল বৃক্ষ, পত্র করি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম,
শ্বেত পীত নানা বর্ণ করি।
প্রাঙ্গণের সম্মুখেতে, প্রবেশের দ্বার পথে,
এইভাবে সাজাইল পুরী।।
এহেন গৃহেতে প্রভু, উদিলেন বিশ্ব বিভু,
ম'তোগণে দিল হরিধ্বনি।
শুনে সবে সেই ধ্বনি, প্রভু আগমন জানি,
ধেয়ে এল পুরুষ রমণী।।
মুহুর্মূহ হুলুধ্বনি, করিতেছে সব ধনী,
পুরুষেরা করে জয় জয়।
এইমত করে সবে, প্রেমানন্দ উৎসবে,
গুরুচন্দ্র হয়েছে উদয়।।
ঘুচিল চিত্তের সন্ধ, দূরে গেল কর্ম্মবন্ধ,
একেবারে গেল যমভয়।
চারিদিকে প্রভাময়, যেন কোটি চন্দ্রোদয়,
ঝলমল করে জ্যোতির্ম্ময়।।
পুটিরামের গৃহিণী, বরিতে তরণীখানি,
আনিয়াছে বরণের ডালা।
ধান্য দুর্ব্বা আদি করি, আনিয়াছে ডালাপুরী,
আরো আনে কত ফুলমালা।।
পুটিরাম প্রভু পাশে, গললগ্নি কৃতবাসে,
বলিতেছে করিয়া বিনয়।
একবার কৃপা করি, চলুন হে তীরপরি,
ভকত বৎসল দয়াময়।।
আপনি জীবের গতি, বিনে নাইঅন্যগতি,
আপনি যে সর্ব সারাৎসার।
দয়া প্রকাশিয়ে এবে, লইয়া মতুয়া সবে,
মম গৃহে চলুন এবার।।
এই রূপেকরে উক্তি, করিয়ে বিনয় ভক্তি,
আঁখিজল করে ছল ছল।
এ বড় মধুর আশা, ঘটেছে প্রেমের দশা,
বাঞ্ছা তাই শ্রীপদ কমল।।

শুনে যত মতুয়ারা, হইলেক মাতোয়ারা,
রহে সবে মুখাপেক্ষী হ'য়ে।
প্রভু বলে চল এবে, যতেক মতুয়া সবে,
কি করিবে নৌকাতে বসিয়ে?
এমত করিয়ে দয়া, দানিলেক পদছায়া,
প্রভু মোর নামিলেন তীরে।
ম'তোগণ সমিভ্যারে, চলিলেন ধীরে ধীরে
বৈসে গিয়ে গৃহের মাঝারে।।
চারিদিকে মতোবৃন্দ, মধ্যস্থিত গুরুচন্দ্র,
আহা কিবা শোভিয়াছে তায়।।
যথা দেবগণ মাঝে, বসিয়ে দেবরাজে
তা হ'তে অধিক শোভা হয়।
আমা মরি কিবা শোভা, দেবগণ-মনোলোভা,
শোভা হ'ল পুঁটিরাম গৃহে।
এসে যত নরনারী, দাঁড়িয়েছে সারি সারি,
রূপ হেরে পরম উৎসাহে।।
কেহ বলে আহা মরি, কিবা এ রূপ-মাধুরী,
কভু নাহি হেরিয়াছে চক্ষে।
কোথা ছিল কে আনিল, মন প্রাণ হ'রেনিল,
কি হইতে কি হইনু দেখে।।
মজিয়াছে সর্বলোকে, যেবা নেহারিল চক্ষে,
ত্যজিয়ে সে জাতি-কুল-মান।
মনে হয় রূপ হেরে ধৈরজ ধরিতে নারে,
উড়ুউড়ু করে মনে-প্রাণ।।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা যত, সবে হ'ল মুগ্ধচিত,
কাঁদিতেছে রূপেতে মজিয়ে।
আঁখি সদা ছল ছল, বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
সবাকার বয়ান বাহিয়ে।।
কেহ হেরে কৃষ্ণরূপ, কেহ হেরে রামরূপ,
কেহ হেরে যেন শচী সুত।
কেহ হেরে হরিরূপ, কিবা হরিগুরু-রূপ,
মতুয়াগণের মনোপুত।।
এইমতে সর্ব্বজন, করে রূপ নিরীক্ষণ,
অপরেতে শুন সর্বজন।
হেরিয়ে মতুয়া সবে, প্রেমানন্দ-উৎসবে,
ধরিলেন মধুর কীর্ত্তন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায়, হ'ল পুলকিত কায়,
প্রেমরসে ডগমগ চিত।
কেহ বলে হায়, ঢলে পড়ে মৃত্তিকায়,
অবশেষে হারায় সম্বিত।।

নামে প্রেমে মাতোয়ারা, হইলেক মুতয়ারা,
ডুবে সবে প্রেমের পাথারে।
সিংহনাদ করি কেহ, গর্জ্জিতেছে অহরত,
ভ্রমিতেছে সদা চক্রাকারে।।
কেহ করে বীর দর্প, গর্জ্জে যথা কাল সর্প,
তেনভাবে ক'রেছে কীর্ত্তন।
কেহ হরি হরি বলি, নাচে দুই বাহুতুলি,
ভক্তি ভরে ক'রেছে রোদন।।
এইমত নামোৎসব, ক'রেছে মতুয়া সব,
কেহ কেহ করে হরিধ্বনি।
যত রামাগণ তথা, হ'য়ে অতি প্রফুল্লিতা,
সকুরুণে করে হুলুধ্বনি।।
ম'তোগণে করে নাম, পড়িতেছে ভূমিতলে,
ক্ষণে ক্ষণে করে হাহাকার।।
ক্ষণে বলে গুরুচাঁদ, এস হৃদয়ের চাঁদ,
হৃদাসনে রাখিব তোমায়।
জগত-জীবের প্রাণ, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান,
সর্ব্বদেব আদি হও প্রভু।
তুমি হে জগতপিতা, তুমি বিধাতার ধাতা,
তুমি হও ত্রিজগত বিভু।।
তুমি অনাদির আদি, গুরুচাঁদ গুণনিধি,
ব্রহ্মময় পুরুষ উত্তম।
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত তুমি, স্থাবর জঙ্গম ভূমি,
সর্বস্থায়ী তুমি নরোত্তম।।
কে বুঝে তোমার তত্ত্ব, আশ্চর্য্য লীলা-মাহাত্ম্য,
দেবগণ নাহি পায় অন্ত।
তব তত্ত্ব বুঝিবারে, শক্তি নাহি নরাধারে,
পরাজয় মাগিল অনন্ত।।
আমি অতি হীনমতি, ওহে অগতির গতি,
নাহি মোর ভজন-পূজন।
নাহি মোর কোন ভক্তি, চরণ পূজিতে শক্তি,
নিজগুণে দেহ শ্রীচরণ।।
এইমত অবিরাম, স্তব করে পুঁটিরাম,
অপরেতে শুন সর্বজন।
যতেক রমণীগণে, আকুল হইয়া প্রাণে,
করিতেছে পাক-আয়োজন।।

উত্তম দ্রব্যাদি যত, সুখাদ্যের মনোনীত,
বহুভাবে হইল রন্ধন।
মিষ্টান্ন ক'রেছে পাক, নানাবিধ সুপিষ্টক,
তৈয়ার করেছে রামাগণ।।
অন্নপূর্ণা মাতা আসি, রামাগণ সনে মিশি,
রন্ধনাদি করে সমাধান।
রান্নাকার্য্য হ'ল সারা, ঠিক যেন ক্ষীরাকারা,
মাতা মোর হ'ল অন্তর্দ্ধান।।
অপরেতে সবে মিলি, মনে হ'য়ে কুতূহলী,
জানাইল মহাপ্রভু ঠাঁই।
রন্ধনাদি হ'ল শেষ, সেবা নিল পরমেশ,
স্বয়ং প্রভু ত্রিদশর সাই।।
প্রভু বলে কিবা চাও, আয়োজন করিদাও,
বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
নৌকাতে র'য়েছে যারা, অগ্রে ভোজ নিবে তাঁরা,
পরে হবে আমার ভোজন।।
সবে বলে তাই হবে, আপনি বসুন এবে,
কেহ যায় দ্রব্যাদি লইয়ে।
এখনি যাইবে সেথা, নৌকাপরে আছে যথা,
ফিরিব সে সেবা সমাধিয়ে।।
এতেক শুনিয়ে বাণী, গুরুচাঁদ গুণমণি,
বসিলেন করিতে ভোজন।
হয়ে অতি ভক্তি চিত, যোগাইল দ্রব্য যত,
পুটিরাম-ঘরণী যে জন।।
চর্ব্ব্য চোষ্যহেল্য পেয়, দ্রব্য যত সুখাদ্যেয়,
প্রভুকে যোগায় হরষিতে।
মহাপ্রভু হৃষ্টচিত, সেবিলেন দ্রব্য কত,
পায়স পিষ্টক মনোনীতে।।
পুটিরাম দ্বারদেশে, গললগ্নীকৃত বাসে,
নম্রভাবে র'য়েছে দাঁড়িয়ে।
আঁখি করে ছল ছল, বিন্দু বিন্দু বহে জল,
অকাতরে বায়ান বাহিয়ে।।
রামাগণে মুহুর্মুহু, হুলুধ্বনি করে বহু,
হ'য়ে প্রফুল্লিত অতিশয়।
এ ভাবেতে পরমেশ, ভোজ কর্ম্ম করে শেষ,
পুটিরাম প্রণমিল তায়।।
অপার মতুয়াগণ, হ'য়ে অতি হৃষ্টমন,
বসিলেন ভোজ সমাধিতে।
জল পাত দিয়ে পরে, অন্ন এনে ভক্তিভরে,
যোগাইল ম'তোগণ ভিতে।।
দিয়ে সবে নাম ভীর, যত মতুয়া সুধীর,
আনন্দেতে করিল ভোজন।
কেহ বলে লও লও, কেহ বলে ক্ষমা হও,
খেয়ে আর পারিনা এখন।।
এইমত ম'তোগণে, সবে আনন্দিত প্রাণে,
ভোজ কর্ম্ম করে সমাপন।
আচমন করি সবে, প্রেমানন্দ উৎবে,
করিলেন তাম্বুল চর্ব্বণ।।
নৌকা মাঝে ছিল যারা, ভোজন করিল তারা,
সবে মিলি আনন্দ লভিল।
যতেক মতুয়া সবে, প্রেমানন্দ উৎসবে,
প্রেমভরে হরি হরি বল।।

সভা-আয়োজন

ভোজনান্তে দয়াময় বিশ্রাম লভিল।
মতুয়ার গণ সবে সুস্থির হইল।।
অপরেতে করে সবে সভা আয়োজন।
নানা ভাবে সভাস্থল করিল সাজন।।
সভায় বেষ্টিত করি কদলীর বৃক্ষ।
সারি সারি রোপিয়াছে ক'রে তাহা ঐক্য।।
কাগজে মণ্ডিত করি রেখেছে যতনে।
আম্রসারে লতা করি রেখেছে বেষ্টনে।।
রচিয়াছে সিংহদ্বার সভার সম্মুখে।
হরিগুরুচাঁদ নাম লিখিছে পুলকে।।
অপরে পাতিল সজ্জা পরম যতনে।
চেয়ার টেবিল কত রাখে সভা স্থানে।
প্রভুর লাগিয়ে করে উত্তম আসন।
ফরাস চাদর তাহে ক'রেছে শোভন।।
ফুলহার রাখে কত আসন উপরে
যতন করিয়ে রাখে অতি ভক্তি ভরে।।
এইমত করিয়াছে সে সভার স্থিতি।
সভা আলোকিত কর অগতির গতি।।
বহু লোকে সযতনে প্রভুকে সাজায়।
ফুলহারা শোভা করে প্রভুর গলায়।।
বহুলোক সমাগত হ'ল সে সভায়।
অনিমিষ নেত্রে সবে হেরে রসময়।।
পুটিরাম সভাস্থলে আসিয়া পুলকে।
ভক্তিভরে পূজিলেন পরম কৌতুকে।।
সভাস্থলে বসিয়াছে মতুয়া গণ।
আনন্দে পূর্ণিত হ'য়ে আছে সর্বজন।।

তথা এসেছিল শ্রীরাসবিহারী রায়।
'পণ্ডিত' উপাধি বাস তারাইল গায়।।
নমঃশুদ্র-দ্বিজ দর্পণ তাঁহার রচিত।
বিদ্যাবলে হইয়াছেন্মানস পণ্ডিত।।
জনক তাঁহার হয় মদন মোহন।
ভাগ্যক্রমে লভিয়াছে সুযোগ্য নন্দন।।
শ্রীউমেশচন্দ্র রায় হ'য়েছে উদয়।
জনক মথুরানাথ অতি সদাশয়।।
দেলুটি গ্রামেতে হয় তাঁর বাসস্থান।
বিদ্যাবন্ত জ্ঞাণাবন্ত মহা মান্যবান।।
পূর্ণচন্দ্র বাবু এল সভা বিদ্যমান।
শ্রীঅতুলচন্দ্র বাবু তথা অধিষ্ঠান।।
যাহার জননী হয় রত্নগর্ভা সতী।
রাজস্থানে লভিয়াছে এহেন সুখ্যাতি।।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রত্ন এই বিশ্বধামে।
পরিচিত সর্বঠাঁই নিজেদের নামে।।
এহেন মহান এসে সভাতে উদয়।
ভক্তি ভরে প্রণমিল মহাপ্রভুপায়।।
বহু ভদ্র নমঃশূদ্র এমত আইল।
সভা আলোকিত করি সভায় বসিল।।
অপরেতে আরম্ভিল সভার বক্তব্য।।
হেনকালে হরিবর সরকার যিনি।
প্রভুর আদেশ নিয়ে দাঁড়াইল তিনি।।
প্রভুর সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিল।
শতধারে আঁখিজল পতন হইল।।
কেঁদে কেঁদে বলিতেছে সভা বিদ্যমান।
মোদের কুলেতে এল পূর্ণ ভগবান।।
ক্ষীরোদবিহারী হরি যিনি ব্রহ্ম সনাতন।
দিবানিশি লক্ষ্মী যার সেবিত চরণ।।
সেই হরি হ'ল যশোবন্তের নন্দন।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদ অমূল্য রতন।।
যেই পদ মুনিঋষি ধ্যানেতে না পায়।
হেন প্রভু নমঃকুলে হ'লেন উদয়।।
এই ধন পেয়ে যদি করি অনাদর।
চিরকাল দুঃখে মোরা হইব কাতর।।
লঙ্ঘিতে নারিব সেই ভব-পারাবার।
গুরুচাঁদ বিনে নাহি পারে কর্ণধার।।
জাতির দুর্গতি দূর কৃপাতে যাহার।
তাহার সমান বন্ধু কেবাক আছে আর।।
এইমত বলে কত প্রেমমাখা বাণী।
দুনয়নে বহে ধারা যথা তরঙ্গিনী।।
সভাস্থ সকলে হ'ল ভাবে ঢল ঢল।
প্রেমের বন্যায় সভা করে টলমল।।
সভাস্থলে বয়ে যায় প্রেমের লহরী।
প্রেমোন্মত্তা সর্বলোকে বলে হরি হরি।।
শ্রীরাজবিহারী প্রেমে হইয়ে মগন।
হরিবরে করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।।
নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার।
কেঁদে বলে তুমি মম জ্যেষ্ঠ সহোদর।।
ধন্য ধন্য ভাই তুমি সাধু শিরোমণি।
কৃপা করি দেহ ভাই চরণ দুখানি।।
দীন হীন এবে দেহ এই আশীর্বাদ।
মম হৃদে রহে যেন প্রভু গুরুচাঁদ।।
অমূল্য রতন গুরুচাঁদ দয়াময়।
নাম উচ্চারণ যেন করে রসনায়।।
অনাদি ঈশ্বর যেন জাগে মম প্রাণে।
হৃদিমাঝে হেরি যেন শয়নে স্বপনে।।
এইমত প্রেমবন্যা বহে অনুক্ষণ।
বিমুগ্ধ হইল যত সভাসদ গণ।।
সভাস্থল হ'তে উঠে সুমধুর বাণী।
সবে বলে সর্ব্বসার গুরুচাঁদ মণি।।
গুরুচাঁদ নামধ্বনি ওঠে সভা হতে।
গুরুচাঁদ নামময় হইল সভাতে।।
এইভাবে বহুক্ষণ কেটে যায় কাল।
ধীরে ধীরে বলিলেন ভকত-বৎসল।।
শ্রীমুখের বাক্য হয় অতি মধুময়।
শত ধারে ক্ষীরধারাসভাতে বিলায়।।
বিলাত-বারতা কহে প্রভু দয়াময়।
শুনিয়ে সকলে ভাসে আনন্দ-সলিলে।।
কেহ বলে মহাপ্রভু করুণা নিধান।
নিজ গুণে করিলেন জাতির বিধান।।
এহেন বান্ধব ভবে কেবা আছে আর।
কেবা আর হেনভাবে করিবে উদ্ধার।।
অন্যান্য জাতির ঘরে জন্মি বারংবার।
জীবহিতে করিলেন নানা অবতার।
হেন অবতার ভবে করে নাই কভু।
নিজ গুণে কৃপা কৈল গুরুচাঁদ প্রভু।।

অনর্পিত যেই ধন ছিল গোপনেতে।
অকাতারে করে দান জীবের করেতে।।
এই যুগে কোন জাতি না রাখিবেক বাকী।
সবা ঠাঁই করে দান প্রেম অহৈতুকী।।
সরল ভাবেতে যেবা সেবিবে চরণ।
অবিলম্বে তাঁর বাঞ্ছা হইবে পূরণ।।
মাধুর্য্য নির্লিপ্ত রাখ হৃদয় মাঝেতে।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ সদা কর বাহিরেতে।।
গৃহধর্ম্ম রক্ষা কর সাজিয়ে গার্হস্থ্য।
সূক্ষ্ম সনাতন এই ধর্মই প্রশস্ত।।
না যাইবি তীর্থধামে অযথা ভ্রমণে।
সর্ব তীর্থ আছে গুরুচাঁদের চরণে।।
তীর্থরাজ গুরুচাঁদ ভকত-কথিত।
স্পষ্ট ভাবে পুরানেতে আছয় বিদিত।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যে জন।
তাঁর দরশনে হয় তীর্থ দরশন।।
যাহার ভক্তের সঙ্গ মাগে তীর্থগণ।
বর্ত্তমানে সবে মোরা পেয়েছি সে ধন।।
তবে আর কেন মোরা অনর্থ ভ্রমিব।
ওড়াকাঁদী গেলে মাত্র সব তীর্থ পাব।।
তীর্থরাজে দরশন পেয়েছি এবার।
কভু না করিব আর বৃথা শ্রম সার।।
সর্ব্ব তীর্থ বাঞ্ছে যার যুগলচরণ।
সেই ধনে বর্ত্তমানে পেনু দরশন।।
এমত বলিতে কেহ ভাসে আঁখিজলে।
মতুয়ার গণ ভাসে প্রেমের হিল্লোলে।।
অপরে হইল কথা জাতীর উন্নতি।
শুনিয়ে আনন্দে ভাসে অগতির গতি।।
বহুকষণ হেনরূপে হ'ল আলাপন।
পুনরায় তথা হয় পাক-আয়োজন।।
নানাভাবে নানা দ্রব্য ক'রেছে তৈয়ার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি আনে ভারে ভার।।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নাম লব কত।
পুটিরাম হৃদিমাঝে সদা প্রফুল্লিত।।
জগন্নাথ ভোগ তথা হ'ল বিধি মতে।
প্রসাদ লভিল সবে অতি আনন্দেতে
সবে মিলি মহাশান্তি তথায় লভিল।
চরণে প্রণামি সবে বিদায় মাগিল
এইমত খেলা তথা খেলে গুরুচন্দ্র।
একেবারে বিদূরিত তমঃ রাশিবৃন্দ।।
হয় নাই হবে নাকো হেন অবতার।
ধন্য ধন্য ওড়াকান্দী মানুষাবতার।।
জগজীব তরে প্রভু জগতে আইল।
হরিগুরু-প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

মহাপ্রভুর পারশলুয়া হরি বিশ্বাসের গৃহে গমন

তথা হতে মহাপ্রভু উঠেন নৌকায়।
প্রেমানন্দে উঠে যত মতুয়া নিচয়।।
মাধবেন্দ্র বাহে হা'ল দাঁড়ে বিচরণ।
ক্ষণেক বেয়েছে দাঁড় পূর্ণ শ্রীচরণ।
প্রেমোল্লাসে সবে মিলি তরণী চালায়।
হরিকথা বলিতেছে প্রভু রসময়।।
শুনিয়ে মতুয়াগণ ভাসে আঁখিজলে।
সবার হৃদয় মাঝে তরঙ্গ উথলে।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত কায়।
প্রেমে মেতে মাধবেন্দ্র তরণী চালায়
উল্লসিত হ'য়ে বলে বিচরণ প্রতি।
পারশুলা যাব মোরা অতি দ্রুত গতি।।
স্বজোরে বাহরে দাঁড় ওহে বিচরণ।
এমন সুদিন আর হবে না কখন।।
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে তরণী চালায়।
উদিত হইল গিয়া পারশুলা গায়।।
ঘাটেতে উদিত হ'ল মহাপ্রভু তরী।
মাধবেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি হরি।।
সে ধ্বনি পশিল গিয়ে গ্রামের মাঝারে।
নরনারী এল ধেকে নদীর কিনারে।।
প্রভুর তরণী হেরে যতেক রমণী।
পুলকিত চিতে সবে করে হুলুধ্বনি।
শ্রীহরি বিশ্বাস হ'ল আত্ম স্মৃতিহারা।
অনুক্ষণ দু'নয়নে বহে প্রেমধারা।।
আসিয়াছে মহাপ্রভু আপনার ঘাটে
শ্রীহরি বিশ্বাস তাহে কাঁদে করপুটে।।
পুরীশুদ্ধ লোকে এসে কাঁদিতে লাগিল।
নেহারিয়ে ম'তোগণে আনন্দ লভিল।।
বহিতেছে প্রেমধারা সবার নয়নে।
প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে ব্যাকুলিত প্রাণে।।
বরণের ডালা আনি কোন কোন ধনী।
হুলুধ্বনি দিয়ে বরে প্রভুর তরণী।।

শ্রীহরি বিশ্বাস এসে তরীর নিকটে।
গদগদ চিত্তে রহে কৃতাঞ্জলি পুটে।।
আঁখিজল শতধারে ব'য়েছে নয়নে
নেহারি হরিষ যত মতুয়ার গণে।।
কেহ গিয়ে দ্রুত পদে পাতিল আসন
তীর পরি চলিলেন ভকত রঞ্জন।।
আসনেতে বসিলেন হরিষ হৃদয়।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয় নিচয়।।
সাজায়েছে গৃহখানি অতি চমৎকার।
সিংহদ্বার করিয়াছে অতি মনোহর।।
নানামত পুষ্প কত কাগজে রচিয়ে।
ঠাঁই ঠাঁই রাখিয়াছে যতন করিয়ে।।
হরিগুরুচাঁদ নাম করিয়ে অঙ্কিত।
রাখিয়াছে সযতনে করিয়ে শোভিত।।
ঝলমল করিতেছে হরির বাসর।
সেই গৃহে উপনীত কৃপার সাগর।।
বহুনরনারী এসে প্রভুকে নেহারে।
নিমগ্ন হইল সবে রূপের সাগরে।
প্রণাম করিল সবে মনের পুলকে।
সবে মিলি ভাসিতেছে অতি প্রেমসুখে।।
আহা কিবা কমনীয় রূপের মুরতি।
কভু না নেহারি হেন মধুর আকৃতি।
নরমাঝে নাহি হেন রূপের মাধুরী।
কেবা এর রতন বল আহা মরি মরি।
নয়নে না ধরে রূপ হায় কি হইল
কেন নহে বিধি মোরে শত চক্ষু দিল।।
তা হ'লে কিঞ্চিত রূপ ত নিরীক্ষণ।
রূপের মাধুরী কিবা ভুমনমোহন।।
না জানি কত নির্জ্জনে গঠিয়াছে বিধি।
সুবর্ণ প্রতিমা গুরুচাঁদ গুণনিধি।।
আহা মরি কিবা রূপ নয়নে না ধরে।
সুধাসম শোভে হাসি সুন্দর অধরে।।
শ্রীমুখ হেরিয়ে কভু পাশরিতে নারি।
মনে হয় রূপের বালাই লয়ে মরি।।
এইমত করে সবে রূপের বর্ণনা।
নরনারী অনেকেই হলি উন্মনা।।
কেহ কেহ কাঁদিতেছে ভূতলেতে বসি।
কে বা নির্বাক্যে রহে হেরে রূপরাশি।।
এই মতে থাকে সবে আকুল হৃদয়।
প্রভুর সৌন্দর্য্য হেরে হ'ল দ্রবময়।।
অপরেতে কেহ কেহ হ'য়ে প্রেমাকুল।
মালা গেথে আনিলেন দিয়ে নানা ফুল।।
আঁখি করে ছল ছল পুলকিত কায়।
ভক্তি চিতে ফুলহার প্রভুকে যোগায়
দুই সারি মালা শোভে মস্তকে সুন্দর।
আর দুই সারি শোভে বক্ষের উপর।।
ঝুমকা আকরে শোভে আকর্ণ বেষ্টীত।
ঝলমল করিতেছে অতি সুশোভিত।।
শ্রীহরি বিশ্বাস হ'ল আত্মস্মৃতি হারা।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমধারা।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে হ'য়ে মাতোয়ারা।
পলকবিহীন তাঁর দু'নয়ন-তারা।।
আহা গুরুচাঁদ বলে ভাসে আঁখিজলে।
হৃদি মাঝে প্রেমার্ণব দ্বিগুণ উথলে।।
ক্ষণে গিয়ে রমণীকে ব'লেছে বচন।
ফলাহার আয়োজন করহ এখন।।
অতীব সত্বরে দাও করিয়ে যোগাড়।
বিলম্ব নাহিক কর আনো ফলাহার।।
হরির রমণী অতি ভকতি অন্তরে।
ত্রস্ত চিতে সব দ্রব্য আয়োজন করে।
পরে বলিলেন গিয়ে হরিবর ঠাঁই।।
ফলাহার আয়োজন করে সব মাই।।
হরিবর সবে তবে আনহ সত্বর।
পরে বলিলেন তিনি প্রভুর গোচর।।
প্রভু বলে আনো তবে ওহে হরিবর।
হেথায় বসিয়ে হ'ক জল-ফলাহার।।
আনিয়ে মিছরী মণ্ডা লুচী পুরি কত।
লালমোহন পানিতোয়া দ্রব্য মনোনীত।।
অপরে প্রসাদ নিল মতুয়ার গণ।
পরেতে লভিল যত পুরবাসী জন।
নৌকা মাঝে ছিল যারা তারাও পাইল।
এইরূপে ফলাহার সকলে করিল।
শ্রীহরি বিশ্বাস অতি করিয়ে বিনয়।
সবা ঠাঁই ভক্তিভরে কেন্দে কেন্দে কয়।
আমি অতি অভাজন ভকতি-বিহীন।
পদপ্রান্তে রেখ প্রভু দেখে দীনহীন।
গুরুচাঁদ-রূপ যেন জাগে মম হৃদে।
এতেক বলিয়ে ভাসে প্রেমপূর্ণ হৃদে।।
অপরেতে আরম্ভিল মধুর কীর্ত্তন।
প্রেমে মগ্ন হ'ল যত মতুয়ার গণ।।

উঠিল প্রেমের ঢেউ কীর্ত্তন মাঝারে।
নরনারী গণ ভাসে প্রেমের পাথারে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
প্রবল বেগেতে বহে প্রেমের তরঙ্গ।।
কেহ বা আকুল চিত্তে ক'রেছে রোদন।
বীর বেশে মত্ত হ'য়ে মারে উল্লম্ফন।।
কেহ করে সিংহরব মেতে হরি প্রেমে।
বেড়াপাক বাণ মম কেহ কেহ ভ্রমে।।
কেহ বা রোদন করে গুরুচাঁদ বলি।
ভূমিতে পড়িয়ে কেহ গায় মাখে ধুলি।।
কারো বা হ'য়েছে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু কাপে কলেবর।।
এইমত ঘোর রবে হ'তেছে কীর্ত্তন।
বিমুগ্ধ হ'য়েছে যত নরনারী গণ।।
প্রেমস্বরে রামাগণে দিল হুলুধ্বনি।
এহেন ভাবেতে হ'ল সুমধুর ধ্বনি।।
রামাগণে কেহ কেহ ক'রেছে রোদন।
অবিরত বারি ধারা হ'তেছে পতন।।
কীর্ত্তনের এই ধ্বনি যখনে শুনিল।
একে একে সব ধনী তথায় চলিল।।
বিমুগ্ধ হইল সবে কীর্ত্তন শুনিয়ে।
রন্ধনের কথা তাঁরা গিয়েছে ভুলিয়ে।
রামাগণে তথা বসি ক'রেছে রোদন।
এদিকেতে অন্নপূর্ণা করেন রন্ধন।।
নানাবিধ দ্রব্য কত না হয় বর্ণন।
উত্তম উত্তম দ্রব্য হইল রন্ধন।।
পায়স পিষ্টক আদি দ্রব্যাদি বহুত।
ভারে ভারে বহু দ্রব্য ক'রেছে মজুত।।
এইরূপে রন্ধনাদি করি সমাধান।
অন্নপূর্ণা মাতা মোর হ'ল অন্তর্দ্ধান।।
বহুক্ষণ সব ধনী তথায় র'য়েছে।
হেনকালে এক মেয়ে সবাকে ব'লেছে।।
রান্না কথা ভুলে গিয়ে কি কর বসিয়ে।
এবে কিবা হইয়াছে দেখ সবে গিয়ে।।
এত শুনি সব ধনি ব্যাকুলিত চিতে।।
রান্না স্থানে উপনীত সবে ভয় ভীতে।।
গিয়ে দেখে সব দ্রব্য হ'য়েছে রন্ধন।
আশ্চর্য্য গনিয়ে সবে ভাবে মনে মন।।
এক ধনী বলিতেছে অন্য ধনী কাছে।
কে বল রন্ধন করি এভাবে রেখেছে।।
কোথা বল সেই ধনী করিল গমন।
এবে তাঁকে নাহি দেখি কিসের কারণ।।
সবে ভাবে এবে বড় অপূর্ব্ব কাহিনী।
এভাবে রন্ধন মোরা কভু নাহি শুনি।।
মোরা কেহ যদি ইহা না করি রন্ধন।
কেমনে হইল এই রান্না সমাপন।।
এমত ভাবের রান্না মোরা নহে জানি।
এহেন সুন্দর রান্না করে কোন ধনী।।
মেয়ে গণে ক'রে কত আকুলি ব্যাকুলী।
এক মেয়ে এল তথা হরি হরি বলি।।
বালিকার বেশ ধরি আইল তথায়।
সব মেয়েদেরে প্রতি হেসে হেসে কয়।।
আমি করিয়াছি রান্না শুন সব মাতা।
ভোজ করিবে অদ্য জগতের পিতা।।
এত বলি সে বালিকা অন্তহৃতা হ'ল
সব মেয়েগণ তাহে আশ্চর্য মানিল।
কোথা হ'তে এল পুনঃ লুকালে কোথায়।
ইতি উতি সন্ধানিয়া খুজিয়া না পায়।।
এইমত খেলে প্রভু কে বুঝিবে তত্ত্ব।
প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা কে বুঝে মাহাত্ম্য।।
কা'কে দিয়ে কিবা খেলা খেলে দয়াময়
সেই তত্ত্ব বুঝিবার কে আছে ধরায়।।
অন্নপূর্ণা করে পাক মহাপ্রভু তরে।
নহে সব হ'ত মন্দ যেন অতঃপরে।।
প্রকাশ করিয়া তাহা না লিখিব কভু।
সবার অন্তর বার্ত্তা জানে মহাপ্রভু।।
তে কারণ হেন লীলা করে গুরুচাঁদ।
ইহা না হইলে হ'ত মহোৎসব বাদ।।
ভকতে করিতে রক্ষা ভকত রঞ্জন।
এহেন অদ্ভুত কর্ম্ম করেন সাধন।।
সে কারণ অন্নপূর্ণ রন্ধন করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর ভোজ ক্রিয়া সমাপন

পরেতে হরি বিশ্বাস, গিয়ে মহাপ্রভু পাশে,
গলালগ্নি কৃতবাসে বলে।
রান্না কর্ম্ম হ'ল শেষ, ভোজ নিন পরমেশ,
সেবা নিতে হয় এইকালে
প্রভু বলে কর ঠাঁই, বিলম্বেতে কাজ নাই,
ম'তোগণে বলহ সবায়।

রান্না দ্রব্য যাহা যাহা,   অগ্রভাগে নিয়ে তাহা,
ত্বরা করি পাঠাও নৌকায় ।।
তাঁরা মোর বাক্য ল'য়ে, থাকে আমাপানে চেয়ে
অগ্রে হবে তাঁদের ভোজন।
পরেতে আমার হবে,   মতোগণে শেষে পাবে,
আর আর আছে যত জন ।।
এইমত বলে প্রভু,   ভকত রঞ্জন বিভু,
ভকত হৃদি রঞ্জন পতি।
ভকতের প্রাণ ধন,   তুষিতে ভক্তের মান,
করে ইহা অগতির গতি ।।
কৃপা করি নিজ গুণে,   চাহে নিজ ভক্ত পানে,
কৃপার সাগর গুননিধি।
অতুল্য তুলনাময়   না হইবে এ ধরায়,
ভক্তে দেন কৃপার বারিধি ।।
প্রভুর মিষ্ট বচনে,   আশ্চর্য্য গণিয়ে মনে,
কেহ ধায় অতি ত্বরা করি ।।
পাক-দ্রব্য যাহা যাহা   এক ঠাঁই করি তাহা
চলি যায় নৌকার উপরি ।।
সব দ্রব্যরাখি তথা,   সবিনয় কহে কথা,
সেবা কর তোমরা সবাই।
তোমাদের সেবা অন্তে,   সেবিবেন প্রাণকান্তে,
আদেশ ক'রেছে প্রভু তাই।
শুনে সবে হেন ভাষ,   করি কত ভাবোল্লাস,
সবিনয় ক'রেছে রোদন।
আহা প্রভু দয়ানিধি,   গুরুচাঁদ গুণনিধি,
আহা প্রভু ভকত-রঞ্জন ।।
তোমা সব কেবা হবে,   মুখপানে কে চাহিবে
হেনভাবে ওহে দয়াময়।
ভক্ত তরে সব দিয়ে,   থাক ভক্ত পানে চেয়ে,
এত দয়া রাখিব কোথায় ।।
তুমি আদি তুমি অন্ত,   ভকতের প্রাণকান্ত,
কিবা প্রভু বলিব তোমায়।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর,   তুমি প্রভু সর্ব্বসার,
তব বাঞ্ছা যেন পুর্ণ হয় ।।
এইমত সর্বজন,   কাঁদিতেছে অনুক্ষণ,
পরে সবে সুস্থির হইল।
যে আইল নৌকাপরে,   মিষ্টবাক্যবলি তারে,
নিজ গৃহে প্রেরণ করিল।
প্রভু গুরুচাঁদ রাজে,   বসেছেকি সেবা কাজে,
সত্বরেতে দেখ গিয়ে তাই।
তবেত মোদের হবে,   নিশ্চয় জানিও এবে,
তাই মোরা যতনে সুধাই ।।
হেনকালে শুন তথা,   আসি কে বৃদ্ধ মাতা,
বলিলেন সবাকার স্থানে।
সেবিতেছে মহাপ্রভু,   গুরুচাঁদ বিশ্ববিভু,
দেখে এনু আপন নয়নে ।।
বৃদ্ধের বচন শুনে,   আনন্দিত সর্ব্বজনে,
প্রসদান্ন করিল গ্রহণ।
জয় গুরুচাঁদ ব'লে,   সবে ভাসে আঁখিজলে,
ভোজকর্ম্ম কৈল সমাপন ।।
এদিকেতে দয়াময়,   ভোজ কর্ম করি সায়,
বসিলেন শয্যার উপর।
অপরে মুতয়াগণ,   সবে আনন্দিত-মন,
হরিবলে করিল আহার ।।
কেহ গুরুচাঁদ বলি,   মনে হ'য়ে কুতুহলী,
বিপুল ভাবেতে দিল ভীর।
ভোজ কর্ম করি সায়,   বৈসে সবে সুস্থ কায়,
যত যত মতুয়া সুধীর ।।
তাম্বুল চর্ব্বণ করে,   বসিয়ে হরিষান্তরে,
অপরেতে বিশ্রাম লভিল।
এইমত হ'ল কান্ড,   মাতিল বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড,
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল ।।

শ্রীহরি বিশ্বাসের বাটী সভা

অপরেতে করে সবে সভা আয়োজন।
চৌদিকে কদলী বৃক্ষ কারিল রোপণ।
শ্বেত পীত নীল বর্ণ কাগজ আনিয়ে।
রাখিয়াছে সযতনে মন্ডিত করিয়ে ।।
আম্র সার দিয়ে করে লতার সৃজন।
সভা চারিদিকে তাহা ক'রেছে গ্রন্থন ।।
কাগজে নির্ম্মিত মাল্য শিকল -আমার।
রাখিয়াছে চারিদিকে কিবা মনোহর
চেয়ার টেবিল কত রেখেছে সভায়।
খাট পাট রাখে কত প্রফুল্ল হৃদয়।
তাঁহার উপর পাতি ফরাস চাদর।
নানা বর্ণ ফুল রাখে করি সমাদার ।।
তথায় বৈসেন মোর প্রভু দয়াময়।
অপরে বসিল যত মতুয়া নিচয়।
বহু ভদ্র নমঃশুদ্র তথায় আসিয়ে।
প্রভুকে প্রণাম করে হরিষ হৃদয়ে ।।

এইমতে বৈসে যত সভাসদ গণ।
অতি অপরূপ শোভা হইল স্থাপন।।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দে মধ্যে গুরুচন্দ্র।
শোভাময় হ'ল তথা যেন কোটি চন্দ্র।
দেবগণ মধ্যে যথা শোভে দেবরাজ।
ততধিক করে শোভা গুরুচাঁদ রাজ।
সৌদামিনী শোভে যথা জলদেব কোলে।
পূর্ণ চন্দ্র শোভে যথা গগন মন্ডলে।।
হেনভাবে প্রভু মোর ভক্তগণ মাঝ।
আহা মরি কিভা শোভা শোভিয়াছে আজ।
জয় জয় আরম্ভিল চারিদিক হ'তে।
গুরুচাঁদ জয়ধ্বনি সবার মুখেতে।।
আরো গৃহে জয় জয় ওড়াকাঁদী জয়।
জয় হরিবংশধরগণ জয় জয়।।
জয় জয় আর যত হয় ম'তোগণ।
দর্শনে ধরিয়া তৃণ বন্দি শ্রীচরণ।।
এইমত জয়নাদ করিয়ে সকলে।
ফুলহার অর্পিলেন ঠাকুরের গলে।।
দুই সারি শোভিয়াছে মস্ত উপর।
আকর্ণ বেষ্টিত হ'য়ে ঝুমকা আকার।।
আরো দুই সারি নাভী পর্য্যন্ত ঝুলান।
এমত সাজায় সবে প্রভু ভগবান।।
বড় আনন্দের সভা তথায় হইল
দুর হ'তে রামাগণে হুলুধ্বনি দিল।।
ম'তোগণে মুহুর্মুহু দিল হরিধ্বনি।
সে ধ্বনিতে হইলেক কম্পিতা ধরণী।।
অপরে প্রভুর পদ করিয়ে বন্দন।
বক্তৃতা ক'রেছে যত মতুয়ার গণ।
জাতির উন্নকি কথা হইল বর্ণন
যেভাবে বেষ্টিত হয় উচ্চতরাসন।।
বহুক্ষণ হইলেক সে সব বক্তৃতা।
নিজ মুখে বলে প্রভু বিলাতের কথা।।
জাতির উন্নতি পারে হইল কথন।
শিক্ষার সোপান পেল নমঃশুদ্র গণ।।
শুনিয়ে সবার চিত্ত হ'ল দ্রবময়।।
আঁখিজলে সবাকার বক্ষঃ ভেসে যায়।
সবে বলে কি শুনিনু মধুর কাহিনী।
এমত মধুর ভাষ কভু নহে শুনি।।
সুশীতল হ'ল প্রাণ শুনিয়ে ভারতী।
কত মধু নিস্বলি জগতের পতি।।

এইমত বলে কত সভাসদ গণ।
পান করি কথামৃত জুড়ায় জীবন।।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ বলে হরি।
কেহ কেহ বলে সদা আহা মরি মরি।।
বহুক্ষণ এইমত বক্তৃতা হইল।
মহা এক ভাব তাহে প্রকাশ পাইল।।
যে শুনিলে কিম্বা যে গাহিলে একবার।
অবিরত দু'নয়নে বহে প্রেমধার।।
বর্ত্তমানে পেয়েছি রে সে আরাধ্য নিধি।
সবাকার সম্মুখেতে কৃপার জলধি।।
পিপাসা মিটাও সবে নেহারি রতন।
ডুবে থাক প্রেমানন্দে যত বন্ধুগণ।।
বাল্য বৃদ্ধ হ'ল মুগ্ধ সে রূপ নেহারি।
রূপরসে মেতে তাঁরা বলে হরি হরি।।
নাহি জানি হেন নিধি কে আনিল ভবে।
কোন গুণ দিয়ে বাধ্য কৈল বিশ্বজীবে।।
এমত বলিতে বাসে প্রেম সিন্ধুনীরে।
দু'নয়নে বারিধারা বহে শতধারে।।
বহুলোক হেনভাবে করে বলাবলি।
লভিল বিপুল শান্তি প্রাণ কুতুহলী।।
এইরূপে সেই সভা হইল পুরণ।
প্রেম-সাগরেতে সবে খেলে সন্তরণ।
গ্রামবাসী বহু লোকে করে জয় জয়।
সবাকার হইয়াছে ভাবের উদয়।।
আঁখিজলে সবারার ভাসে বক্ষঃস্থল।
ক্ষণে ক্ষণে থেকে থেকে বলে হরিবল।।
এইভাবে প্রেমে মগ্ন হইয়ে সবাই।
গুরুচাঁদ বলি কেঁদে সবে ছাড়ে হাই।
প্রেমানন্দে সেই সভা পুর্ণিত হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর চালনা গমন

পরে চলিলেন প্রভু ভক্তগণ নিয়ে।
হরিকথা প্রসঙ্গেতে হরিষ হৃদয়ে।।
হুকড়া নিবাসী রয় রমণী গোঁসাই।
বিশেষ প্রতাপশালী কোন ভয় নাই।
গুরুচাঁদ বিনে আন নাহি মানে কা'রে
গুরুচাঁদ রূপছবি সর্ব্বদা নেহারে।।
তাহার যে শিষ্য খুলনায় ঘর।
হরষিত মন্ডল যে নামটি তাঁহার।।

নারীসহ প্রভু ঠাই ক'রেছে কাকুতি।
শিষ্য গৃহে যাইবারে অগতির গতি।।
বহু কথাবার্ত্তা অন্তে স্বীকৃত হইল।
সেইদিনে মাধবেন্দ্র তরণী বাহিল।।
হরষিত গুরুসনে ছিলেক তথায়।
অন্যভাবে পাঠাইল অতীব ত্বরায়।।
অবিলম্বে নিজ গৃহে উদয় হইল।
প্রভু আগমন বার্ত্তা সবাকে বলিল।।
শুনিয়ে বারতা সবে আনন্দে মগন।
হরিষে করেন সবে গৃহের সাজন।।
হরিগুরুচাঁদ নাম যতনে চিন্তিয়ে।
গৃহের প্রবেশ পথে রেখেছে সাজিয়ে।।
বাটা হ'তে নামিয়েছে সুনির্ম্মল পথ।
তাহার দুভিতে শোভে দেবদারু পাত।।
লতার আকার করি করিয়ে গ্রন্থন।
রেখেছে কদলী বৃক্ষ করিয়ে বেষ্টন।।
এইমত হ'ল সেই গৃহের সাজন।
হেন গৃহে উঠিলেন ভকত রঞ্জন।।
প্রভুর তরণী যবে ঘাটেতে উদয়।
প্রেমানন্দে ম'তোগণ করে জয় জয়।।
রামাগণে তীরে থেকে হুলুধ্বনি দিল।
রমণী প্রভুর ঠাই বলিতে লাগিল।।
কৃপাকরি ওহে প্রভু চলুন তীরেতে।
উপনীত হইয়াছি চালনা ঘাটেতে।।
গোস্বামী রমণী করে বিপুল বিনয়।
কৃপা করিলেন পরে প্রভু দয়াময়।।
ভক্তগণে ল'য়ে প্রভু তীরেতে নামিল।
হরষিতে মহাপ্রভু আসন লভিল।।
মতুয়াগণের স্থান প্রভুর চৌকিকে।
সবে মিলি বসিলেন পরশ কৌতুকে।।
অপরূপ ভাবোদয় হইয়াছে শোভা।
আহা করি কি মাধুরী অতি মনোলোভে।।
বহুলোক এসেধেয়ে প্রভু আগমনে।
বিমুগ্ধ হ'য়েছে সবে রূপ দরশনে।।
পুরুষ রমণী আসি বাল্য বৃদ্ধ কত।
প্রভুকে নেহারী সবে হ'ন দ্রবীভূত।।
পলক বিহীন হ'য়ে নেহারে প্রভুকে।
দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করে বহুলোকে।।
এইমত প্রেমে মগ্ন হ'য়ে সর্ব্বজন।
করিতেছে অনিমেষে রূপ দরশন।।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইল।
মহাপ্রভু হরিকথা কহিতে লাগিল।।
শুনিয়ে মধুর ভাষ মতুয়াব গণ।
প্রেম সাগরের মাঝে হইল মগন।।
উথলিল প্রেম সিন্ধু প্রভুর কথায়।
গলাগলি ঢলাঢলি অনেকে করয়।।
এইমত প্রেমে মগ্ন মতুয়ারগণ।
বাক্যের প্রসঙ্গে তারা ধরিল কীর্ত্তন।।
অশ্বিনী গোসাই যিনি প্রেম শিরোমণি।
তাহার রচিত পদ মধুর কাহিনী।।
নমঃ গুরুচন্দ্র নমঃ তমঃ বিমোহন।
ত্রিলোক পালক প্রভু নিত্য নিরঞ্জন।।
তুমি অগতির গতি বিপদ ভঞ্জন।
তুমি প্রভু সর্বসার ভকত রঞ্জন।।
এইমত পদ করি ক'রেছে কীর্ত্তন।
ভাবে অনু ডগমগ প্রেমাকৃষ্ট মন।।
হাসে কাঁদে নাচে যায় পুলকিত অঙ্গ।
প্রবল বেগেতে বহু প্রেমের তরঙ্গ।।
প্রেমভরে জড়াজড়ি ঢলাঢলি করে।
প্রেমকেলি করে সবে পুলক অন্তরে।।
এমত মাতিয়ে সবে ক'রেছে কীর্ত্তন।
ওদিকেতে রামাগণে করয় রন্ধন।।
নৌকা হ'তে ফলাহার আনিয়ে কুলেতে।
তাহা সাজাইয়া দেন প্রভুকে সেবিতে।
এইভাবে সেই দিন হ'ল ফলাহার।
পরেতে প্রসাদ পেল ম'তোগণে আর।।
রামাগণে রন্ধনাদি করে নানা মতে।
উত্তম উত্তম দ্রব্য যাহা মাগে চিত্তে।
এইমত রান্না করি যত রামাগণ।।
সাজিয়ে রেখেছে তাহা করিয়ে যতন।।
মহাপ্রভু ঠাই এসে ব'সেছে রমণী।
ভোজন করুন এবে হৃদয়ের মণি।
এত বলি সেবা তরে আয়োজন কৈল।
মহাপ্রভু প্রেমানন্দে সেবা সমাধিল।
পরেতে সেবিল যত মতুয়ার গণ।
গুরুচাঁদ নাম ধ্বনি করি ঘনে ঘন।।
পরেতে সকলে মিলি বিশ্রাম লভিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

****

ভোজনান্তে সভা ও আলোচনা

ভোজনান্তে সভা করি মতুয়াগণ।
সভাপতি বেশে তথা ভকত রঞ্জন।।
জাতির উন্নতি হ'ল আলোচ্য বিষয়।
নিজ মুখে প্রকাশেন প্রভু দয়াময়।।
অন্যান্য অনেক লোক সভায় আসিল।
প্রভুর বচন শুনি আশ্চার্য্য গাণল।।
কোন যুগে হেনভাবে জীবের লাগিয়ে।
সরল ভাষাতে কেহ না দেন বুঝিয়ে।।
নিজ মুখে অদ্য তাই বুঝায় সবাকে।
বিস্ময় মানিল সবে সভাস্থ প্রত্যেকে।।
কেহ বলে হায় কে হেন দয়াল।
নিজ গুণে করে কৃপা হেরিয়ে বাঙ্গাল।।
কেবা হেন বিশ্ব ধামে অগতির গতি।
হেনভাবে কে কোথায় জাগাইবে জাতি।।
ধরা ধামে না মিলিবে এহেন বান্ধব।
তাই বুঝি ধরে নাম ভবাব্ধি বান্ধব।।
এইভাবে করে সবে বক্তৃতা সভায়।
সত্য শুদ্ধ লোক যত হ'ল দ্রবময়।।
প্রেমের সাগরে সবে হইল মগন।
মতুয়ায় গণ সবে ধরিল কীর্ত্তন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রেমেতে মাতিয়ে।
কেহ বা কাঁদিয়ে তথা আকুল হইয়ে।।
এইমত সবে মিলি পোহায় যামিনী।
রামাগণে মুহূর্মূহু করে হুলুধ্বনি।।
সুমধুর রবে সবে গাহিছে প্রভাতী।
ধাইয়ে আইল যত পুরুষ প্রকৃতি।।
হেনকালে এল তথা নামে দুর্য্যোধন।
বৈরাগী উপাধি তার ঘোষে সর্ব্বজন।।
প্রভুর সকাশে এসে ক'রেছে বিনয়।
একবার কৃপা কর ওহে দয়াময়।।
অধীনের গৃহে প্রভু চলুন এবার।।
এমত বলিয়ে পদে মাগে পরিহার।।
দুর্য্যোধন গৃহে প্রভু চলুন দয়াময়।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে যাব তোমার আলয়।।
এমত বলিয়ে তাঁকে বিদায় করিল।
এদিকেতে পুনরায় নাম আরম্ভিল।।
এইভাবে হ'ল বেলা দ্বিপ্রহর অধিক।
ক্ষুধায় পীড়িত যত মতুয়া নৈষ্টিক।।
তবু ফলাহার তরে না করে যোগাড়।
বহু ম'তোগণ তাহে দুঃখিত অন্তর।।
ক্রমে ক্রমে হ'ল বেলা অধিক গগনে।
প্রভুর সেবার কথা নাহি করে মনে।।
বহুভাবে বহু কথা করে আলাপন।
আত্মস্বার্থ পুরাইতে যার যেবা মন।।
শ্রীগোপাল সাধু আর গোসাই রমণী।
নাহি বুঝে ক্ষুধা পায় প্রভু গুণমণি।।
নৌকাতে রয়েছে ভক্ত মাত্র পঞ্চজন।
প্রভুর লাগিয়ে তাঁরা ভাবে মনে মন।।
গগনে অধিক বেলা একি ব্যবহার।
প্রভুকে নাহিক বুঝি দিল ফলাহার।।
প্রভু যদি ফলাহার নিশ্চয় করিত।
অবশ্যই সে প্রসাদ নৌকায় আসিত।।
মোদের লাগিয়ে প্রভু ভাবে অনুক্ষণ।
আপনারভোজ অগ্রে মোদের ভোজন।।
অদ্য কিন্তু নাহি দেখি তাঁহার লক্ষণ।
এইমত করে সবে কথোপকথন।।
শ্রীকেদারী মিস্ত্রি কজে শুনহে বিপিন।
নিশ্চয় অভুক্তা আছে ভক্তের অধীন।।
একবার সেই বাটী করহ গমন।
দেখ গিয়ে কিবা করে হৃদয় রতন।।
যদি ইহা সত্য হয় শুনহ বচন।
নৌকাতে আসিও ল'য়ে হৃদয়ের ধন।।
এহেন দেশেতে মোরা কভু না রহিব
লইয়ে সময় নিধি নিজ দেশে যাব।।
প্রভু মুখ পানে নাহি এরা কেহ চায়।
মরিতেছে শুধু আত্ম সুখের জালায়।।
অতএব হে বিপিন যাহ ত সত্বর।
প্রভুকে লইয়ে তুমি এস নৌকাপর।।
অতঃপর চলিলেন বালা শ্রীবিপিন।
যেথায় রয়েছে মোর ভক্তের অধীন।।
নৌকা হ'তে যে ধারণা ক'রেছে সবাই।
ঘটনা চক্রেতে তাহা ঘটিয়াছে তাই।।
বিপিন বলেছে অতি কাতর হৃদয়।
নৌকাতে যাইতে হবে ওহে দয়াময়।।
এতেক বলিল যদি সেই মহাশয়।
চল ব'লে মহাপ্রভু উঠিয়ে দাঁড়ায়।।
সর্ব্বলোক নেহারিয়ে বিস্ময় মানিল।
কিবা এ ব্যাপার কেহ বুঝিতে নারিল।।

কেঁদে কেঁদে বলে সবে একি হ'ল ভাই।
ইহার কারণ কিছু বুঝিয়ে না পাই।।
এত বলি প্রভুপদে মাগে পরিহার।
অপরাধ ক্ষমা প্রভু আমা সবাকার।।
ক্রোধচিতে মহাপ্রভু বলেছে বচন।
এই বেশে আমি নহে রব কদাচন।।
আমার চালক যাঁরা তাঁরা যদি যায়।
কোন সুখে রব আমি তোদের আলয়।।
ইহাদের বাক্য আমি না পারি লঙিঘতে।
মম উঠা বসা হয় উহাদের হাতে।।
এত বলি মহাপ্রভু করেন গমন।
পিছে পিছে চলিলেন মতুয়ার গণ।।
অবিলম্বে মহাপ্রভু উঠেন্ নৌকায়।
হায় হায় করি সবে পিছে পিছে ধায়।।
নৌকা পরে মহাপ্রভু বৈসনে যখন।
তীরেতে থাকিবে সবে করেছে রোদন।।
নৌকা পরে ম'তোগণ আইল তখন।
সবাকার হল হেন বিষাদিত মন।।
প্রধান প্রধান ভক্ত না চাহে নামিতে।
তা সবাকে বলে সবে নামিতে তীরেতে।।
না হয় নামহ সবে আপন নৌকায়।
কোন মতে পারিব না থাকিতে হেথায়।।
কি ভেবেছে সাধুগণ মনেতে সবার।
সস্তা এ ঠাকুর বুঝি পেয়েছ এবার।।
না চাহিয়ে প্রভুপানে আত্মস্বার্থ চাও।
হেন স্বার্থ স্বীয় গৃহে যাইয়ে পুরাও।।
এতেক বলিয়ে সবে তরী চালাইল।
ক্রন্দনের মহাধ্বনি উথলে উঠিল।
আছাড়ী পাছাড়ী খায় নদীতীরে বসি।
নর-নারী সবে মিলি হারাইল দিশি।।
বহুলোকে পিছে পিছে বাহিল তরণী।
সবে মিলি হইয়াছে ব্যাকুলিত প্রাণী।।
বিনয় করিয়ে কত কান্দিছে সকলে।
রাখিতে নারি হে আর ভকত-বৎসলে।।
শ্রীগোপাল সাধু বলে দেহ পদধূলী।
একবার কৃপা করি চল লক্ষীখালী।।
সম্মত নাহিক প্রভু হইল তাহাতে।
সবে বলে তাহা নাহি হবে কোনমতে।।
কেন যাব তব দেশে গেলে কি হইবে।
ঠাকুর লইয়া যাব নিজ দেশে এবে।
কোন মতে এদেশেতে না রব কখন।
নিশ্চয় জানিও হয় স্বরূপ বচন।।
লক্ষীখালী নহে যাব হুড়কাও তাই।
দক্ষিণ দেশেতে থেকে প্রয়োজন নাই।।
একারণ তরী হতে নেমে যাও সবে।
তবু থাক নৌকাপরে মনেতে কি ভেবে।।
ঠাকুরের নিজ সঙ্গী ছিল যত জন।
বার বার বলে তাঁরা এহেন বচন।।
গোপাল সাধুজি কেঁদে প্রভুপানে চায়।
নিরুত্তর থাকিলেন প্রভু দয়াময়।।
তাহা হেরী কাঁদে সাধু আকুল হইয়া।
মহাপ্রভু বলে বাণী গোপালে চাহিয়া।।
কি করিব হে গোপাল যাও নিজদেশে।
থাকিতে চাহে না কেহ এইলোণা দেশে।।
অতএব যাহ বাপু নিজ তরী পর।
ইহা ভিন্ন নাহি কিছু বলিতে আমার।।
প্রভু যবে বলিলেন এ নিষ্ঠুর বাণী।
গোপালের শিরে যেন পড়িল অশনি।।
মর্মাহত হ'ল সাধু কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
স্বীয় তরী পরে চলে আকুল হইয়ে।।
মহাবেগে প্রভু তরী ধাইয়ে চলিল।
পিছে পিছে বহু তরী বাহিতে লাগিল।।
কাঁদিতে কাঁদিতে সাধু প্রণামি প্রভুকে।
আপন তরীতে চলে অতি মনোদুঃখে।।
হেনকালে দুর্য্যোধন এল প্রভু ঠাঁই।
সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলিহারী যাই।
বিনয় বচনে বলে মহাপ্রভু পাশে।
কৃপা করি চল প্রভু অধীনের বাসে।।
স্বীকার হ'ল না কেহ যাইতে তথায়।
ম'তোগণে মহাবেগে বাহে পুনরায়।।
লবণ গোলাতে হয় বিহারী সরকার।
সবিনয় প্রভুপদে মাগে পরিহার।।
শ্রীকেদারী মিস্ত্রী তাঁকে বলেছে বচন।
কত মুদ্রা দিবে তুমি কহ বাছাধন।।
কিন্তু মোরা বিলম্ব না করিতে পারিব।
যাওয়া মাত্র দিবে মুদ্রা লইয়া ফিরিব।।
শ্রীবিহারী সবিনয় বলেছে বচন।
শুধুমাত্র প্রভু করিবেন পদার্পণ।।
পদধুলী পেলে আমি চরিতার্থ হই।
কৃপা করিবে কি প্রভু ভক্তযোগ্য নই।।

এমত ভাবের বাণী ব'লেছে বিহারী।
দর দর করি চক্ষে বহে প্রেমবারী।।
শ্রীকেদারী পুনরায় ব'লেছে বচন।
সত্বরে পশিয়ে গৃহে করহ আসন।।
প্রভুকে লইয়ে আমি যাব তব গৃহে।
নিজ গৃহে যাও চলি পরম উৎসাহে।।
এত শুনি শ্রীবিহারী নিজ গৃহে গিয়ে।
নিজ গৃহে যাও চলি পরম উৎসাহে।।
এত শুনি শ্রীবেহারী নিজ গৃহে গিয়ে।
আসন পাতিল গৃহে প্রভুর লাগিয়ে।।
অতঃপর সেই ঘাটে তরী ধরা হ'ল।
প্রভু বলে কেন হেথা তরণী থামিল।।
প্রভুকে বলিল বাণী মিস্ত্রী সুজন।
কিছু অর্থ দিতে চাহে হেথা একজন।।
যাওয়া মাত্র দিবে মুদ্রা কেন ফেলে যাব।
বিলম্ব হইলে মোরা তরী বেয়ে দিব।।
প্রভু বলে তা হ'লে কি যেতে হবে তথা।
চল তবে অল্প লোকে ঘুরে আসি সেথা।।
কেদারী ব'লেছে মাত্র যাবেন দু'জন।
আপনি ও সঙ্গে নিন ভক্তে একজন।।
অতএব প্রভু সনে শ্রীনীলরতন।
মহানন্দে সেই গৃহে করেন গমন।।
বেহারীর গৃহে প্রভু হলেন উদয়।
রামাগণে সবে মিলি করে জয় জয়।।
ধেয়ে এল প্রতিবাসী নরনারী যত।
বিমুগ্ধ হইল সবে হ'য়ে রূপাশ্রিত।।
মানুষেতে হেন রূপ না সম্ভবে কভু।
নিশ্চয় হইবে বুঝি ত্রিজগত-বিভু।।
এমত ভাবেতে করে রূপের বর্ণনা।
বলিতে বলিতে সবে হইল উন্মনা।।
প্রভুর চরণপ্রান্তে বেহারী সরকার।
স্ত্রী পুরুষে ভক্তিভরে মাগে পরিহার।।
কেঁদে বলে প্রভু পদে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
যেন কাঁদে মম প্রাণ হরিচাঁদ বলি।।
ওহে পদে আমারেদ মতি যেন রয়।
এই বাঞ্ছা শ্রীপদেতে ওহে দয়াময়।।
এমত বিনয় করি কান্দে দুইজন।
সান্তাইতে বলে প্রভু অমিয় বচন।।
অপরে বেহারী কিছু মাদ্রা ল'য়ে করে।
মহাপ্রভু পদ প্রান্তে রাখে ভক্তিভরে।।
মহাপ্রভু বলে শুন বেহারী সরকার।
সন্তোষ হইনু আমি তোমার উপর।।
ওড়াকান্দি যাতায়াত কর সর্বক্ষণ।
সাধু সঙ্গে যেতে ক'র নাম-সংকীর্ত্তণ।
এমত বলিয়ে প্রভু নৌকাতে চলিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর আমতলাডাঙ্গা ভ্রমণ

তথা হ'তে ভক্তগণ বাহিল তরণী।
মহাবেগে ধায় তরী অপূর্ব কাহিনী।।
দুই কুল দিয়ে ধায় বহু নরনারী।
আকুল হইয়ে সবে চলে সারি সারি।।
কেহ বলে তরী রাখ হেরিব ঠাকুরে।
কৃপা করি রাখ মাত্র ক্ষণেকের তরে।।
নাহি শুনি কা'রো কথা চ'লেছে বাহিয়ে।
আমতলা ডাঙ্গা উপনীত হয় গিয়ে।।
ঘেণ্যা নামিনী তথায় বিধবা রমণী।
আকুল হইয়া তীরে কাঁদে সেই ধনী।।
সবিনয় কহে কত কাতর বচন।
তবু নাহি রাখে তরী মতুয়ারগণ।।
হেরিয়ে প্রেমিক ভক্তা করে গালাগালি।
ভক্তিভরে পাড়ে গালী নানা কথা বলি।।
আহারে শালার বেটা প্রভু গুরুচাঁদ।
বঞ্চিত করিলি কেন দিতে রাঙ্গাপদ।।
খুদরান্ন রান্ধিয়াছি যতন করিয়া।
কোথা যাও হারে যাদু তাহা না খাইযা।।
প্রধান ভকতে তোরে নানা উপচারে।
যতন করিয়ে তাঁরা তোর সেবা তরে।।
ভক্তিধন দিয়ে তোর পূজে শ্রীচরণ।
আমার দেহেতে যাদু নাহি সেই ধন।।
তাই জেনে বুঝি তুই না খেয়ে চলিলি।
এহেন নিব্বুদ্ধি ভাব কোথায় শিখিলি'।।
এমত বলিয়ে কেঁদে হইল আকুল।
নয়নেতে জলে তাঁর ভাসিল দুকুল।।
ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি প্রভু দয়াময়।
তরী রাখ কেবা কান্দে বল মতুয়ায়।।
ম'তোগণে বলে প্রভু একটি রমণী।
কান্দিতেছে হ'য়ে অতি আকুল পরাণী।।
প্রভু বলে যেতে হয় এ মেয়ের ঘরে।
সত্বরে মতুয়াগণ তরী রাখ তীরে।।

এত শুনি ম'তোগণে তরণী রাখিল।
ভকত বৎসল প্রভু তীরেতে নামিল।।
ধীরে ধীরে চলিলেন ঘেন্নার কুটিরে।
আসনে বৈসেন প্রভু হরিষ অন্তরে।।
ঘেন্না এসে প্রভুপদে প্রণাম করি।
বিন্দু বিন্দু বারিধারা চরণে পড়িল।।
পরেতে খুদের অন্ন প্রভুকে দানিল।
মহাপ্রভু খুদ-অন্ন যতনে সেবিল।।
সে ধনীর ভক্তি হেরি মতুয়ারগণ।
সবাকার প্রেমধারা হয়েছে পতন।।
আহা কি মধুর ভাব এই ধনী কৈল।
ভকত বৎসলে ভক্তিডোরে বেন্ধে নিল।।
এইমতে মতুয়ারা বলে বারে বার।
অবিরত সবাকার বহে প্রেমধার।।
ভোজনান্তে প্রভু তাঁরে দিয়ে শ্রীচরণ।
চলিলেন সঙ্গে করি মতুয়ার গণ।।
সেই গ্রামবাসী হয় মান্দার বিশ্বাস।
সবিনয় বলিতেছে মহাপ্রভু পাশ।।
আমার বাসেতে প্রভু চল কৃপা করি।
অধীনের গৃহমাঝে দেহ পদতরি।।
ভজনবিহীন আমি এই ধরাধামে।
মানব আকারে মাত্র আছি এই গ্রামে।।
এত বলি সে মান্দার আকুল হইল।
আঁখিজলে বক্ষঃস্থল প-াবিত করিল।।
স্বীকার হইল প্রভু যেতে তাঁর বাসে।
সবে মিলি চলিলেন পরম উল-াসে।।
উপনীত হন গিয়ে মান্দারের গৃহে।
বসিলেন মহাপ্রভু পরম উৎসাহে।।
পুরাবাসীগণে এসে প্রণাম করিল।।
বহুলোখ সমারোহ তথায় হইল।
প্রভুকে হেরিয়ে সবে হইল বিস্ময়।
কেবা এ মানুষ বল আইল হেথায়।।
মন-প্রাণ হরে নিল রূপের ঝলকে।
এমত ব'লেছে সবে মনের পুলকে।।
বহুক্ষণ এইমতে অতীত হইল।
অপরেতে মহাপ্রভু নৌকায় চলিল।
রামাগণে বামাস্বরে করে হুলুধ্বনি।
মতুয়ার গণ সবে করে হরিধ্বনি।।
এইভাবে সেইস্থানে ভ্রমণ করিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর মাছালে ভ্রমণ

মাছালে নিবাসী হয় নামে নিবারণ।
প্রভুর সকাশে বলে বিনয় বচন।।
প্রভুকে লইতে গৃহে করে সানুনয়।
তাহাতে স্বীকার নহে হ'ন দয়াময়।।
বিপুল ভাবেতে কত ক'রেছে রোদন।
সম্মতি নাহিক হন ভকত-রঞ্জন।।
মনোদুঃখে কাঁদে কত বলা নাহি যায়।
গুণের বেরুয়া তথা দেখিবার পায়।।
কেঁদে বলে প্রভু যদি হইল নিদয়।
কি লাগি বাঁচিয়ে আর রহিব ধরায়।।
এতেক বলিয়ে সে বেরুয়া ধরি হাতে।
বিষয় প্রহার মারে আপনার মাথে।।
এতেক হেরিয়ে যত মতুয়ার গণ।
ধরাধরি করি তাঁকে রাখে সর্বজন।।
প্রভুর সকাশে কেহ বলেছে তখন।
বেরুয়ার বাড়ী লয় মাথে নিবারণ।।
প্রভু বলে শান্ত কর তাহাকে ধরিয়া।
অতঃপর চল তথা তরণী বাহিয়া।।
এত শুনি সবে মিলি সান্ত্বনা করিল।
অপরেতে তরী বেয়ে সকলে চলিল।।
নিবারণ কেঁদে কেঁদে গৃহেতে পৌছিল।
ভক্তিভরে গৃহমাঝে আসন পাতিল।।
মহাপ্রভু বসিলেন আসন উপরে।
মতুয়ার গণ তথা বৈসে চারিধারে।।
পুরবাসীগণ এসে প্রণাম করিল।
বহুলোক সমারোহ তথায় হইল।।
প্রভুকে নেহারে সবে পরম পুলকে।
সবে মিলি ভাসিতেছে রূপের ঝলকে।।
সবে বলে আহা মরি কি মোহন রূপ।।
আহা মরি কিবা রূপ রূপের স্বরূপ।
মানুষেতে নাহি মিলে এমন লক্ষণ।
মনে হয় হবে বুঝি সাধনের ধন।।
কেহ বলে শ্রীগৌরাঙ্গ এল পুনরায়।
গুরুচাঁদ বেশে এই ওড়াকান্দি গাঁয়।।
কেহ বলে সেই কৃষ্ণ হবে এ মানুষ।
কালো আভা নেহারিয়ে হইনু বিহুষ।।
কেহ বলে এই সেই অযোধ্যার নাথ।
আজানু-লম্বিত দেখ শোভে দুই হাত।।

নিশ্চয় হইবে সেই রাম রঘুবর।
গুরুচাঁদ বেশে তাই এ রূপ সুন্দর।।
কেহ বলে মম মনে এই ভাব হয়।
সর্বরূপ করিয়াছে এ রূপ আশ্রয়।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কিংবা হরিচাঁদ।
সর্ব্বরূপ সামঞ্জস্য প্রভু গুরুচাঁদ।।
পঞ্চরূপ একত্রিত হয়েছে এবার।
পঞ্চতত্ব পূর্ণভাবে ভক্তের গোচর।।
হয় নাই হবে নাকো হেন অবতার।
রক্তিম বরণ হের শোভে কলেবর।।
র শব্দে আকার সহ ধা রাখিয়ে লুপ্ত।
ভক্তি শব্দের শেষাক্ষর করিয়া সংযুক্ত।।
প্রেম শব্দের শেষাক্ষর ম-কার আনিয়ে।
ভক্তির দক্ষিণ দিকে রেখেছে সাজিয়ে।
প্রেম-ভক্তি রসাশ্রয় যত ইতি হয়।
রূপের সহিত মিশ্র একাধারে রয়।।
প্রভুকে পাবার পন্থা সহজ করিতে।
সর্ব্বশক্তি নিয়ে দেখা দিলেন মহীতে।।
সবাকার মহাজন এ মানুষ হয়।
সর্ব্বরূপ নিয়ে করে এ রূপ আশ্রয়।।
রামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীহরিচাঁদ।
পঞ্চরূপে রূপাশ্রিত প্রভু গুরুচাঁদ।।
'গু' বলিতে চিত্তগুহা অন্ধকার ময়।
'রু' বলিতে হয় তথা রবির উদয়।।
অন্ধকার দূরে গেল হ'য়ে প্রকাশিত।
তাহে কোটি চন্দ্রপ্রভা হ'ল উদ্ভাসিত।।
গুরুচাঁদ নামে নামে পাপ-অন্ধকার।
হরিচাঁদ সন্নিহিত হৃদয় যাহার।।
হেন পূর্ণ অবতার না হইবে কভু।
ধন্য কলিযুগে যাহা প্রকাশেন প্রভু।।
অবতীর্ণ পূর্ণচন্দ্র ক্ষীরোদের হরি।
বর্ত্তমান হের গুরুচাঁদ বেশধারী।।
অবতার উত্তীর্ণ যে করিয়ে এবার।
অবতীর্ণ হইলেন এই ধরাপর।।
এইমত বলাবলি করিয়া সকলে।
ভেসে যায় প্রেমভরে প্রেমের সলিলে।।
বহুক্ষণ হেনভাবে অতীত যে হয়।
বিস্তারি লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।।
পরেতে সকলে মিলি সুস্থির হইল।
প্রভুর প্রসাদ পেয়ে আনন্দ বাড়িল।।
এইভাবে সেই স্থানে খেলা সাঙ্গ হ'ল।
হরিগুরু-প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর আমতলাডাঙ্গা ভ্রমণ

জড়ভাঙ্গা বাসী হয় শ্রীগোপাল ঢালী।
অনুক্ষণ কাঁদে প্রাণ গুরুচাঁদ বলি।।
জীবনে মরণে হয় গুরুচাঁদ গতি।
গুরুচাঁদ বিনে নাহি কভু অন্যে মতি।।
অতীব বিনয় করি গলেদিয়ে বাস।
শ্রীনকুল সাধু বলে মহাপ্রভু পাশ।।
জড়ভাঙ্গা যেতে হবে ওহে দয়াময়।
শ্রীগোপাল ঢালী নামে বাস তথা হয়।।
ওড়াকান্দি ব'লে তাঁর একান্ত বিশ্বাস।
মতুয়ার সনে ধামে যায় বারমাস।।
যেতে হবে তাঁর গৃহে ওহে দয়াময়।
বড়ই বাসনা প্রভু তাঁহার হৃদয়।।
অতএব সেই গৃহে হইবে যাইতে।
কৃপা করিবেন প্রভু মতুয়া সহিতে।।
এমত ভাবের বাণী নকুল বলিল।
মহাপ্রভু কৃপা করি সম্মত করিল।।
এ সংবাদ গোপালের গৃহেতে পশিল।
শুনিয়ে গোপাল বড় বিস্ময় মানিল।।
মনে ভাবে নহে ইহা সম্ভব হইবে।
ভজন হীনের গৃহে কভু না আসিবে।।
অসম্ভব এ সংবাদ মম প্রতি হয়।
আসিবার যোগ্য স্থান এই গৃহ নয়।।
একজন বলিতেছে গোপালের পাশে।
বাজার না করি কেন কি ভাবিছ ব'সে।।
মহাপ্রভু আসিতেছে তোমার গৃহেতে।
আয়োজন না করিয়ে থাক কোন মতে।।
গোপাল ব'লেছে ইহা সম্ভব না হয়।
প্রভু কেন আসিবেন আমার আলয়।।
যোগ্য স্থান হয় নাই প্রভু না আসিবে।
আয়োজন করি বল কি ফল হইবে।।
এমত বলিতে হয় প্রেমপূর্ণ আঁখি।
আঁখিজল বহে তাঁর হ'য়ে শতমুখী।।
কেঁদে বলে প্রভু যদি করে আগমন।
হেন স্থান যোগ্য কোথা পাতিব আসন।।
এইভাবে বলে কত প্রেমপূর্ণ বাণী।
অন্তর্য্যামী জানিলেন মধুর কাহিনী।।

নিজ ভক্তগণ সহ হ'লেন উদয়
ম'তোগণে হরিধ্বনি পুলকে করয় ।।
গ্রাম্য মাঝে সেই তরী পশিল ত্বরিতে।
শ্রীগোপাল ঢালী এল অতি ব্যগ্র চিতে ।।
নয়নে না ধরে বারি ঝরে দর দর।
অবিরত বহে ধারা বক্ষের উপর ।।
সস্ত্রীকে হইয়া কাঁদে নৌকার নিকটে।
গললগ্নী কৃতবাসে রহে করপুটে ।।
নেহারিয়ে ম'তোগণে ভাবে ঢল ঢল।
তরণী বরিল ধনী দিয়ে দুর্বাদল ।।
গোপাল আকুল চিত কাঁদিতে কাঁদিতে
প্রণাম করিল গিয়ে প্রভুর পদেতে ।।
কেঁদে বলে ওহে প্রভু করুণা-বারিধি।
সর্বান্তর্যামিন তুমি অনাদির আদি ।।
কৃপা করি যদি প্রভু দিলে দরশন।
একবার অধমেরে দেহ শ্রীচরণ ।।
গৃহমাঝে গিয়ে প্রভু দেহ পদধুলি।
অধমে করুন ধন্য এই মাত্র বলি ।।
এইভাবে শ্রীগোপাল ব'লেছে কাঁদিয়ে।
আঁখিজল পড়ে তাঁর বয়ান বাহিয়ে ।।
মহাপ্রভু বলে বাপ সুস্থ কর মন।
গৃহে গিয়ে অবিলম্বে করহ আসন ।।
এত শুনি শ্রীগোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে।
আসন করিল গিয়ে গৃহের মাঝেতে ।।
এদিকেতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চলিলেন ধীরে ধীরে অতি মনোরঙ্গে ।।
গোপালের গৃহমাঝে বৈসে দয়াময়।
চারিদিকে বৈসে যত মতুয়া নিচয় ।।
অপরূপ হ'ল শোভা গোপালের ঘরে।
গ্রাম্য লোক উপানীত হইলেক দ্বারে ।।
ঠেলাঠেলি করি সবে নেহারে প্রভুকে।
সবে মিলি ভাসিতেছে রূপের ঝলকে ।।
রূপ হেরি সর্ব লোক বিমুগ্ধ হইল।
নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল।
অন্তঃপুরে সবে করে পাক-আয়োজন।
প্রেমানন্দে হুলুধ্বনি করি রামাগণ।
দ্রব্যের যোগাড় কিছু না ছিল গৃহেতে।
কেহ নহে জানে দ্রব্য আসে কোথা হ'তে ।।
কেহ আনে চাল ডাল ঝাল আনে কেহ।
এইভাবে দ্রব্য এসে পূর্ণ হ'ল গৃহ ।।
বহু দ্রব্য আমদানী প্রভুর কৃপায়।
শ্রীগোপাল নেহারিয়ে মানিল বিস্ময় ।।
কোথা হ'তে এই সব করে আগমন।
বুঝিতে না পারি কিছু তাহার কারণ ।।
এ ভাবেতে সব দ্রব্য হ'ল আয়োজন।
নানা মতে বহু দ্রব্য হইল রন্ধন ।।
উত্তম শালান্ন আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
পায়স-পিষ্টক বহু হইল রন্ধন ।।
সেই গৃহে করে ভোজ প্রভু দয়াময়।
প্রসাদ লভিল যত মতুয়া নিচয় ।।
ভোজনান্তে সবে মিলি বিশ্রাম লভিল।
ক্ষণেক থাকিয়ে প্রভু গোপাল বলিল ।।
তবে আমি নৌকা পরে করিব গমন।
ইচ্ছা যদি হয় তবে চল বাছাধন ।।
এতেক শুনিয়ে বাণী শ্রীগোপাল ঢালী।
প্রভুকে দানিয়ে মুদ্রা গায়ে মাখে ধুলি ।।
সস্ত্রীক হইয়া কত ক'রেছে বিনয়।
আঁখিজলে দোহাকার বক্ষ ভেসে যায়।
প্রভু বলে শান্ত হও শুনহ বচন।
ওড়াকান্দি যাতায়াত কর অনুক্ষণ ।।
বাসনা হইবে পূর্ণ শুন মাতা পিতা।
মতোগণ সহ মিশি বল হরিকথা ।।
ম'তো পেলে ভক্তি ভরে করাইও সেবা।
নিশাকালে মতোগণে যতনে রাখিবা ।।
এমত বলিয়ে প্রভু বিদায় হইল।
হরিগুরু-প্রেমানন্দে হরি হরি বল ।।

মহাপ্রভুর লক্ষ্মীকাটি গমন

তথা হ'তে মতোগণে বাহিল তরণী।
তীরে থেকে রামাগণ করে হুলুধ্বনি ।।
মতুয়ার গণ সবে বলে হরি হরি।
মহাবেগে চালাইল ঠাকুরের তরী ।।
দুই কূলে ধেয়ে চলে পুরুষ রমণী।
কেহ বলে তরী রাখ হেরি গুণমনি ।।
কে কার নিষেধ মানে চলেছে তরণী।
তীরে থেকে কাঁদে যত পুরুষ রমণী ।।
ক্রমে গিয়ে লক্ষীকাটি হ'লেন উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয় ।।
বহু লোক তীরে এসে হইল উদয়।
দাঁড়িয়ে রয়েছে সবে প্রভু প্রতীক্ষায় ।।

নকুলের পরোবাসী সকলে আসিয়া।
কাঁদিতেছে প্রভু লাগি তীরেতে বসিয়া।।
অন্তরে বারিধারা হতেছে পতন।
ভগ্নী কৃতবাসে আছে সর্ব্বজন।।
মাতা সহ কাঁদে পুত্র আর কাঁদে কন্যে।
এমত ভাবেতে কাঁদে মাত্র মহাপ্রভুর জন্যে।
সবে মিলি কাঁদে ভাই ভগ্নী মায়।
নেহারিয়ে ম'তোগণে হ'ল দ্রবময়।।
শাশুড়ী কেঁদেছে পুত্রবধুর সংহতি।
তরী পরে এস প্রভু অখিলের পতি।।
সাধন-ভজন মোরা কিছুই না জানি।
ভক্তি হীন হই মোরা অবলা রমণী।।
মনে ভাবে প্রভু নাহি নামিবে কুলেতে।
সে কারণ সবে মিলি কাঁদে হেন মতে।।
নকুলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আকুল হৃদয়।
কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষণে ভুমেতে পড়য়।।
এইমত কাঁদে সবে আকুল হইয়ে।
ম'তোগণ দ্রবীভূত সে ভাব হেরিয়ে।
সবে বলে নামাইব প্রভু গুরুচাঁদে।
সুস্থির হও গো সবে হিয়ে ধৈর্য্য বেধে।।
বহুক্ষণ এইভাবে অতীত হইল।
ক্ষণপরে মহাপ্রভু দয়া প্রকাশিল।।
তীর পরে নামিলেন প্রভু দয়াময়।
হরিষতে ম'তোগণ পিছু পিছু ধায়।।
নৌকা পরে থাকিলেন ভক্ত পঞ্চজন।
অনুক্ষণ করে চিন্তা প্রভুর চরণ।।
মহাপ্রভু বসিলেন পরম উৎসবে।
চারিদিকে বৈসে ক্রমে মোতগণ সবে।।
সাজিয়েছে গৃহখানি অতি চমৎকার।
পশু পক্ষী আঁখিয়েছে অতীব সুন্দর।।
কাগজে রচিত মাল্য ঝুমুকা আকারে।
ন্তন করিয়া রাখিয়াছে থরে থরে।।
বাটী হ'তে নদী তীরে যত দূর হয়।
কদলীর বৃক্ষ রোপে অতি শোভাময়।।
কাগজে বেষ্টিত করি রাখিয়াছে তাহা।
মনোমুগ্ধকর বেশ কিবা মরি আহা।।
হরিগুরুচাঁদ নাম যতনে লিখিয়ে।
রাখিয়াছে দ্বারদেশে তৃপ্তিত হইয়ে।।
অপরূপ করে শোভা নকুলের গৃহে।
তথা আছে মহাপ্রভু পরম উৎসাহে।

সেই স্থানে রাখিয়াছে দ্বিতীয় আসন।
ধান্য দূর্ব্বা পুষ্পমাল্য করিয়ে সাজন।।
মনে হয় সে আসনে আছে একজন।
বিদ্যুৎসদৃশ্য যেন ছুটেছে কিরণ।।
কিরণ মিশেছে যেন গুরুচাঁদ অঙ্গে।
ঝলক দিতেছে তায় রক্তিম তরঙ্গে।।
ঝলমল করে গৃহ রূপের কিরণে।
দ্রবীভূত হ'ল যত মতুয়ার গণে।।
বহু লোক সমাগম হ'য়েছে তথায়।
প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী যে ছিল যেথায়।।
অগণিত লোক এসে প্রভুকে নেহারে।
ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিতেছে দ্বারে।।
হেন রূপে করে সবে প্রভুকে দর্শন।
অপরূপ রূপ হেরে ভাবে মনে মন।।
এহেন মুরতি কভু না হেরি নয়নে।
কে আনিল হেন রূপ এ বিশ্ব ভুবনে।।
চন্দ্রপ্রভা জিনি অঙ্গ অতীব মধুর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভিত যে চন্দ্র শ্রীপ্রভুর।।
কেবা এ মানুষ বল কোথা হ'তে এল।
কোন দেশে করে বাস এ মানুষ বল।।
কেহ বলে শ্রীধামেতে করেন বসতি।
গুরুচাঁদ নামধারী অগতির গতি।।
শ্রীহরিচাঁদের পুত্র প্রভু গুরুচাঁদ।
বিমোহিত করে বিশ্ব পেতে প্রেমফাঁদ।।
জগজীব-বন্ধু ইনি পতিত পাবন।
অধম জনার বন্ধু ভকত-রঞ্জন।।
এইমত বলাবলি করি বহুজন।
আকুল হইয়া সবে ক'রেছে রোদন।।
অতঃপর শ্রীনকুল হ'য়ে প্রেমাকুল।
মালা গেথে আনিলেক নিয়ে নানাফুল।।
প্রেমভরে রাখিলেক আসন উপরে।
পুনরায় ধরে মালা হরিষ অন্তরে।
প্রভুর গলেতে মালা পরায় যতনে।
দু'নয়নে বারিধারা বহিছে সঘনে।।
আর মালা পরাইল গোস্বামীর মায়।।
বক্ষপরে করে শোভা অতি মধুময়।।
দুই সারি পরাইল মস্তক উপরে।
আকর্ণ বেষ্টিত শোভে ঝুমকা আকারে।।
ম'তোদের গলে দিল হ'য়ে প্রেমাকুল।
প্রেমভরে মাতিয়াছে শ্রীমৎ নকুল।।

মহাবেগে প্রেমবন্যা উথলে উঠিল।
মতুয়ার গণ সবে আনন্দে মাতিল।।
অপরেতে আরম্ভিল মধুর কীর্ত্তন।
প্রেমে দ্রবীভূত হ'য়ে মতুয়ার গণ।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
প্রবল বেগেতে বহে প্রেমের তরঙ্গ।।
লম্ফ ঝম্ফ গাত্র কম্প করে অনুক্ষণ।
ভাবে অঙ্গ ডগমগ প্রেমেতে মগন।।
বীর রসে মেতে কেহ করে বীর দাপ।
কেহবা কীর্ত্তনে মেতে ব'কেছে প্রলাপ।।
নকুল কেঁদেছে অতি আকুল হৃদয়।
মগন রয়েছে সাধু প্রেমের গোলায়।।
মাঝে মাঝে শ্রীনকুল করে সিংহরব।
শুনিয়ে স্তম্ভিত হয় পুরবাসী সব।।
দ্বিগন্ত ব্যপিত করি চলে সেই ধনী।
ঢলিয়া পড়িল যত পুরুষ রমণী।।
নকুলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'য়ে জ্ঞান হারা।
দর দর ঝরিতেছে প্রেমপূর্ণ ধারা।।
বহুলোক হেন ভাব করে দরশন।
গুরুচাঁদ বলে কেঁদে হ'ল অচেতন।।
কেঁদে কেঁদে করে কত কাকুতি মিনতি।
আরও বলে তুমি হও অগতির গতি।।
তুমি যে জগত পিতা প্রভু গুরুচাঁদ।
অধমে করিল ধন্য দিয়ে রাঙ্গা পদ।।
নিজগুণে মো সবাকে কৃপা না করিলে।
কেবা আছে তুমি বিনে বন্ধু ধরাতলে।।
পতিতের বন্ধু তুমি কাঙ্গালের সখা।
জনমে জনমে যেন পাই তব দেখা।।
এইমত প্রেমকেলী তথায় হইল।
প্রেমের সাগর মাঝে ভাসিয়ে চলিল।
অপরেতে নাম ক্ষান্ত করিয়ে সকলে।
প্রেমাবেশে নামিলেন গিয়ে নদীজলে।।
পতিব্রতা সতী সেই নকুল ঘরণী।
প্রভুকে করায় স্নান স্নান্ধি বারী আনি।।
অপরেতে মহাপ্রভু বৈসেন ভোজনে।
দ্রব্যাদি যোগায় ধনী অতীব যতনে।।
উত্তম উত্তম দ্রব্য রন্ধনীয় যত।
ক্রমে এনে যোগাইল হ'য়ে ভক্তিচিত।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি পায়সা লড্ডুক।।
তথা আছে শ্রীনকুল গলে দিয়ে বাস।
হইতেছে সুনির্ম্মল ভক্তির প্রকাশ।।
অপরে মতুয়াগণ ভোজনে বসিল।।
প্রসাদান্ন লভিলেক নৌকাতে যাহারা।
প্রেমানন্দ চিত্তে ভোজ করিল তাঁহারা।।
হরিগুরুচাঁদ নামে ভীর দিয়ে সবে।
ভোজ সমাধিল সবে পরম উৎসবে।।
মহাপ্রভু বসিয়াছে শয্যার উপর।
বিশ্রাম করেন প্রভু হরিব অন্তর।।
হেনকালে এল তথা বারুজীবি গণ।
ভক্তিভরে বন্দিলেন প্রভুর চরণ।।
প্রণমিয়ে প্রভু পদে বলে সকাতরে।
আমাদের নিবেদন ও পদ নখরে।।
মোরা হই বারুজীবি ওহে দয়াময়।
বরজ মরিল মম কি হবে উপায়।।
কোন ক্রমে বাঁচাইতে নাহি পারি মোরা।
পান বৃক্ষ একেবারে হ'য়ে গিছে সারা।।
কি রূপেতে বাঁচাইব ওহে দয়াময়।
বলে দিন এই ভিক্ষা মাগি রাঙ্গা পায়।।
পান বৃক্ষ যদি নাকি বাঁচানো না যায়।
বারুজীবি গণের যে হবে নিরুপায়।।
এমত বিনয় করে বারুজীবি গণ।
মহাপ্রভু বলে সবে শুনহ বচন।।
কৃষি ভুতত্ত্ব পণ্ডিত আন একবার।
পরীক্ষা করিয়া দেখ কিবা হয় তার ।।
কি কারণ মরে পান করুক বিচার।
তা হইলে তোমাদের ঘুচিবে বিকার।।
বারুজীবি গণ বলে ওহে দয়াময়।
আপনি বলুন এবে কি হবে উপায়।।
অন্য ঠাঁই মোরা কভু যাইতে নারিব।
আপনার ঠাঁই মোরা শুনিয়া লইব।।
প্রভু বলে শুন তবে আমার বচন।
সত্য ভাষ কহি আমি করহ ধারণ।।
পান রূপে লক্ষ্মী হয় এ বিশ্ব সংসারে।
বহুদিন রহিয়াছে তোমাদের ঘরে।।
বহু অর্থশালী সবে তোমরা হয়েছ।।
পান বেচে বহু জনা সমৃদ্ধিদ ক'রেছে।।
এবে হের যত যত ধনহীন আছে।
লক্ষ্মীমাতা যেতে চাহে তা সবার
কাছে।।

নমঃশূদ্র গণ এবে বরজ করিবে।
দৈন্য দশা তাহাদের বরজে ঘুচিতে।।
এমত বলিল প্রভু বারুজীবি গণে।
বারুজীবি গণ হ'ল বিষাদিত মনে।।
কেহ কিছু না বলিয়ে নীরবে রহিল।
এদিকে মতুয়াগণে নাম ক্ষান্ত কৈল।।
সুস্থির হইয়ে সবে মৃত্তিকায় বৈসে।
হরিচাঁদ নাম ধ্বনি করিল হরিষে।।

নকুলের গৃহে সভা

অতঃপরে করে সবে সভা আয়োজন।
নানা বর্ণে সভাস্থলে ক'রেছে সাজন।।
সুচিত্র বিচিত্র ছবি করিয়া রচন।
ঠাঁই ঠাঁই রাখিয়াছে অতি সুশোভন।।
কদলীর বৃক্ষ রোপে করিয়ে যতন।
নানা বর্ণ কাগজতে করেছে বেষ্টন।।
কাগজে রচিত মাল্য অতি মনোহর।
থরে থরে রাখিয়াছে মরি কি বাহার।।
প্রভুর আসন করে খট্টার উপর।
যতনে পাতিল তথা ফরাস চাদর।।
খট্টার চৌদিকে রাখে ফুলহার করি।
ফুল সজ্জা সম যেন চক্ষেতে নেহারি।।
এহেন আসন পরে প্রভু গুরুচন্দ্র।
চারিদিকে বসিয়াছে মতুয়ার বৃন্দ।।
ঝলমল করিতেছে সেই সভাস্থল।
অপরূপ অঙ্গচ্ছটা যিনি আখণ্ডল।।
অন্যান্য যতেক লোক বৈসে সারি সারি।
আহা কিবা শোভিয়াছে মধুর মাধুরী।।
দেবগণ মধ্যে যথা শোভে শ্রীদেবেন্দ্র।
তদধিক করে শোভা প্রভু গুরুচন্দ্র।।
সুশোভিত হ'ল অতি সে সভা মন্ডল।
ম'তোগণে করে ধ্বনি বলে হরিবোল।।
আনন্দেতে মগ্ন হ'য়ে করে আলোচনা।
নমঃশূদ্র জাতি মাঝে একত্র যোজনা।।
সবে মিলি হল তথা একতা বন্ধন।
বড়ই আনন্দ পেল সভাসদ গণ।।
সভা সাঙ্গ করে সবে বলে হরি হরি।
কবি কহে গুরুচাঁদ পারের কাণ্ডারী।।

মহাপ্রভুর রাধামাধবপুর গমন

শ্রীরাধা মাধবপুরে নামে শুকচাঁদ।
অনুক্ষণ ভাবে হৃদে কোথা গুরুচাঁদ।।
নকুলের গৃহে তথা আসেছিল তিনি।
মনে ভাবে গৃহে নিব সাধনের মণি।।
এত ভাবি প্রভুপদে মাগে পরিহার।
একখানি গৃহে প্রভু আছে আপনার।।
প্রভু বলে বাপু কহ কোথা তব ধাম।
কোন বংশে জন্ম তব কিবা হয় নাম।।
গললগ্নী কৃত বাসে ভক্ত শুকচাঁদ।
আত্ম পরিচয় কহে যথা গুরুচাঁদ।।
শ্রীরাধা মাধবপুরে বসতি আমার।
মম নাম হয় শুকচাঁদ হালদার।।
কৃপা করি যেতে হবে ওহে কৃপাময়।
দিতে হবে অধীনের ওপদ আশ্রয়।।
এমত বিনয় বাক্য বলে ভক্তি ভরে।
প্রভু বলে যাব আমি তোমাদের ঘরে।।
চলিলেন মহাপ্রভু ভক্তগণ সাথে।
উপনীত হ'ন রাধা মাধব পুরেতে।।
মহাপ্রভু যখনেতে হ'লেন উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে দিল জয় জয়।।
হরিধ্বনি জয়ধ্বনি পড়ে অনিবার।
গুরুচাঁদের নয়নে বহে অশ্রুধার।।
অতুল সম্পত্তিশালী হয় সেইজন।
মনোহর ভাবে হয় পুরীর সাজন।।
হরিগুচাঁদ নাম লিখিয়ে যতনে।
সিংহদ্বারে রাখিয়েছ ভক্তিযুত মনে।।
ধেয়ে গিয়ে সব লোক তীরেতে উদয়।
অনিমিষ নেত্রে সবে হেরে দয়াময়।।
পতিব্রতা সতী সেই শুকচাঁদ মাতা।
প্রভুকে হেরিয়ে বৃদ্ধা হ'ন আনন্দিতা।।
কেঁদে কেঁদে বলিতেছে সকরুণ স্বরে।
কৃপাময় কৃপা কর এ সতীর পরে।।
নয়নেতে প্রেমবারী ঝরে অবিরাম।
কৃপা দানে ওহে প্রভু না হইও বাম।।
কেঁদে কেঁদে শুকচাঁদ প্রভু পানে চায়।
কৃপা করি নামিলেন প্রভু কৃপাময়।।
শুকচাঁদ অর্দ্ধাঙ্গিন হ'য়ে প্রেমাকুল।
মালা গাঁথি রাখিয়েছে দিয়ে নানা ফুল।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অগ্রে পুজিল চরণ।।
কণ্ঠোপরে ফুলহার করিল অর্পণ।।
সাষ্টাঙ্গে প্রভুর পদে প্রণাম করিল।
আঁখিজলে পদপ্রান্ত প-াবিত হইল।।

পুরবাসী সবে আসি প্রণমিল পদে।
দরশন করে সবে মনের আহ্লাদে।।
প্রভু আগমন শুনে অনেকে ধাইল।
প্রভু পদে ভক্তি ভরে প্রণাম করিল।।
এইভাবে বহুলোক হইল আমদানী।
গৃহ শূণ্য করি এল পুরুষ রমণী।।
অনিমিষে করে সবে রূপ দরশন।
ভুবন মোহনরূপে দ্রবীভূত মন।।
আঁখি ফিরাইতে নারে রূপ নেহারিয়ে।
প্রভুপানে চেয়ে থাকে তৃষিত হইয়ে।।
নরনারী এক দশা করেছে ধারণ।
রূপের সাগর মাঝে হ'য়েছে মগণ।।
প্রলাপ স্বরূপ বাণী কহে কোন নারী।
চেয়ে দেখ দিদি কিবা রূপের মাধুরী।।
ভুবন মোহন বেশে শোভে এ ঠাকুর।
হাসি হাসি মুখশশী আহা কি মধুর।।
এহেন মুরতি খানি গড়ে কোন বিধি।
অপরূপময় এই গুরুচাঁদ নিধি।।
কোন ভাগ্যবতী গর্ভে জন্মে এই ধন।
ধন্য মাতা সেই সতী এ তিন ভুবন।।
এইমত রামাগণ বলিতে বলিতে।
অবিশ্রান্ত ভাবে ধারা বহিছে চ'খেতে।।
বহুক্ষণ হেনভাবে অতীত হইল।
অপরে মতুয়াগণ নাম আরম্ভিল।।
এদিকেতে রামাগণ অতীব সত্বর।
প্রভু লাগি আয়োজন করে ফলাহার।।
দুই প্রভু মহানন্দে করে ফলাহার।
প্রসাদ লভিল সবে আনন্দ অপার।।
অতীব আনন্দ রসে ভাসে সর্ব্বজন।
পুনরায় করে সবে নাম সংকীর্ত্তন।।
উঠিল প্রেমের বন্যা প্রবল বেগেতে।
কেহ করে বীর দাপ বীর রসে মেতে।।
কেহ বা আকুল হ'য়ে করেছে রোদন।
প্রেম রসে ডগমগ মতুয়া সুজন।।
বহুক্ষণ হেনভাবে নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তঃপুরে করিতেছে পাক আয়োজন।।
উত্তম সামগ্রী যত কে করে বর্ণন।
চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ ব্যঞ্জন।।
প্রভুর সকাশে গিয়ে কহে সমাচার।
রন্ধন হ'য়েছে প্রভু করুন আহার।।

অতঃপরে মহাপ্রভু ভোজন করিল।
মতুয়ার গণ সবে ভোজ সমাধিল।।
বিশ্রামান্তে গান করে বলে হরি হরি।
হেনভাবে কাটাইল সুখের শর্ব্বরী।।
প্রভু পার্শ্বে এল যত রমণীরগণ।
প্রভু স্থানে হরিকথা করিতে শ্রবণ।।
উত্তম সুশিক্ষা প্রভু দিলেন সবাকে।
শুনিতেছে রামাগণ মনের পুলকে।।
এইভাবে সেই নিশি প্রায় গত হ'ল।
থাকিতে অল্প যামিনী পাক আরম্ভিল।।
এদিকেতে ম'তোগণে জাগিয়ে তখন।
প্রেমানন্দ ভরে করে প্রভাতী কীর্ত্তন।।
পূর্ব্বাকাশে দিনমণি হইল উদয়।
প্রভু বলে শুন যত মতুয়া নিচয়।।
বাল্য ভোজে করি সবে উঠহ নৌকায়।
অন্য ভক্ত গৃহে যেতে হইবে নিশ্চয়।।
শ্রুতমাত্র বাল্য ভোজ সকলে করিল।
নৌকায় উঠিতে সবে উদ্যোগী হইল।।
গুরুচাঁদ মাতা এল প্রভুর সকাশে।
একশত মুদ্রা দিল পরম হরিষে।।
প্রেমের উল-াসে বুড়ী ক'রেছে রোদন।
হেনকালে এল তথা পুত্রবধূগণ।।
এক সঙ্গে প্রণমিল মুদ্রা দিয়ে হাতে।
একশত মুদ্রা তাহে হ'ল গণনাতে।।
গুরুচাঁদ একশত করিলেন দান।
মতুয়ারগণ করে আশীষ কল্যাণ।।
বিদায় লইয়ে পরে নৌকায় উঠিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

প্রহাপ্রভুর পাটগাতী ভ্রমণ

পাটগাতী গ্রামে ভক্ত রাজেন্দ্র বৈরাগী।
সরল স্বভাব হরি প্রেম অনুরাগী।।
প্রভু ঠাঁই কাঁদে অতি করিয়া বিনয়।।
কৃপা করে যেতে হবে আমার আলয়।।
এইভাবে কাঁদিলেন দুই দিনাবধি।
কৃপা করিলেন পরে কৃপার জলধি।।
প্রভু প্রদে প্রণমিয়ে গিয়ে নিজ ঘরে।
প্রভু আগমন বার্ত্তা কহে সবাকারে।।
মনোহর বেশে সাজাইল পুরিখান।
অতীব সুদৃশ সেই পুরীর বাখান।।

হরিগুরুচাঁদ নাম লিখেছে দ্বারেতে।
স্তরে স্তরে রাখিয়েছে অতি যতনেতে।।
সেই গৃহে প্রভু যবে হলেন উদয়।
রামাগণে দিয়ে জয় তরণী বরয়।।
কাতলি নামেতে হয় রাজেন্দ্র ধরণী।
ভক্তিভরে পুজিলেন প্রভুর তরণী।।
মতুয়ার গণ সবে করে হরিধ্বনি।
রামাগণে বামাস্বরে দিল জয়ধ্বনি।।
প্রেমাবেশে শ্রীরাজেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল।
নয়ন জলেতে বক্ষ প-াবিত হইল।।
এভাব হেরিয়ে যত মতুয়ার গণ।
আনন্দিত হ'য়ে তীরে নামিল তখন।।
মহাপ্রভু চলিলেন হরিষ হৃদয়।
শ্রীপতি ঠাকুর চলে প্রফুলি-ত কায়।।
দুই প্রভু বসিলেন হরষিত চিতে।
মতুয়াগণ বৈসে অতি আনন্দেতে।।
সস্ত্রীক রাজেন্দ্রনাথ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে।
প্রভুর চরণ পূজে প্রেমেতে মাতিয়ে।।
অপরেতে ভক্তিভবে গাথি ফুলহার।
দুই প্রভুর গলেতে দিল অতঃফর।।
প্রেমানন্দে মাতাইল মতুয়ার গণে।
এইরূপ করে পূজা নরনারী গণে।।
বহুলোক সমাগন হইল তথায়।
আনন্দেতে প্রভু রূপ নেহারে সদায়।।
কেহ বলে হেনরূপ না দেখি নয়নে।
মনমুগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ হইল কিরণে।।
ভুবনমোহন রূপে দিলে দরর্শন।
মন প্রাণ আমাদের করিল পূরণ।।
মানষাবতার হ'ল মানুষের তরে।
নাহি জানি কত গুণে আছে এ আধারে।।
এমত ভাবিয়ে সবে হ'ল দ্রবময়।
যেন রূপ তেন গুণ হেন মনে লয়।।
এদিকেতে রামাগণে পাক আরম্ভিল।
নানাবিধ ভাবে কত আয়োজন কৈল।।
মতুয়ার গণ হেথা করে হরিনাম।
প্রবল বেগেতে বন্যা বহে অবিরাম।।
নরনারীগণ যত তথা এসেছিল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
কুলমান ভাসাইয়া নিল প্রেমস্রোতে।
আকুল হইয়া কাঁদে পড়িয়া ভুমেতে।।

বাল বৃদ্ধ সব্যকার হ'ল এক ভাব।
প্রেমসাগরেতে ভাসে তৃণ বৎ সব।।
হেন মতে বহুক্ষণ হইল কীর্ত্তন।
ক্রমে শান্ত হ'ল যত মতুয়ারগণ।।
প্রভুর হইল সেবা আনন্দ অন্তরে।
রামাগণে মূহুর্মূহু হুলুধ্বনি করে।।
পরেতে করিল সেবা মতুয়ার গণ।
গুরুচাঁদ নাম ধ্বনি করি মনে মন।।
নৌকায় উঠিতে প্রভু উদ্যোগ করিল।
শ্রীরাম প্রসাদ নামে প্রভু ঠাঁই এল।।
চরণে প্রণাম করিকরে নিবেদন।
কৃপা করি যেতে হবে মোদের ভবন।।
প্রভু বলে কেবা তুমি কোথা তব ধাম।
বল দেখি মহাশয় কিবা তব নাম।।
শ্রীরাম প্রসাদ কহে করিয়া বিনয়।
এই গ্রামে একখানি কুড়ে ঘর হয়।।
শ্রীরাম প্রসাদ নাম পিতা মাতা রাখে।
প্রসাদ বলিয়ে মোরে সর্ব্বলোকে ডাকে।।
অতি দীনহীন আমি অতি অভাজন।
কৃপা করি যেতে হবে আমার ভবন।।
এইমত বহুক্ষণ করিল বিনয়।
সম্মত হইল পরে প্রভু দয়াময়।।
তথা হতে মহাপ্রভু সে গৃহে চলিল।
সাধ্যমত শ্রীরাজেন্দ্র সম্মান রাখিল।।
নৌকাপথে যাত্রা করি অপরাহ্ন কালে।
প্রসাদের ভবনেতে উদয় হইলে।।
গৃহমাঝে বসিলেন প্রভু গুরুচাঁদ।
গৃহে কি বাহিরে বৈসে যত পারিষদ।।
প্রসাদের নারী এসে মালা দিয়ে গলে।
প্রণাম করিল ধনী প্রভু পদতলে।।
তোগণে প্রণমিল চক্ষে বহে জল।
হেরিয়ে মতুয়াগণ প্রেমেতে বিহ্বল।।
প্রেমাবেশে কেহ কেহ ধরেছে কীর্ত্তন।
কোথা ছিল কে আনিল এহেন রতন।।
হরিচাঁদ চাঁদকে এ ভবেতে আনিল।
প্রেমরসে জগমন বাঁধিয়া লইল।।
এইমত পদ করি ধ'রেয়ে কীর্ত্তণ।
প্রেমরসে ডগমগ সবাকার মন।
লম্ফ ঝম্ফ গাত্র কম্প ক'রেছে পুলকে।
কেহ প্রেমভরে নাম করে রুখে রুখে।।

এইমত বহুক্ষণ হইল কীর্ত্তণ।
অপরেতে ভোজ কর্ম্ম হ'ল সমাপন।।
ভোজনান্তে করে সবে সভা আয়োজন।
চৌদিকেতে নানাবিধ করিল সাজন।।
সভামাঝে বসিলেন প্রভু দয়াময়।
অপরে বসিল সবে হরিষ হৃদয়।।
বহু ভদ্র নমঃশূদ্র তথায় আইল।
অন্য শ্রেণী নামঃ কত উপস্থিত হ'ল।।
এইমত বৈসে যত মনের পুলকে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সবে সেবিল প্রভুকে।।
প্রণমিয়ে প্রভু পদে সকলে বসিল।
হরিগুরুচাঁদ নামে হরিধ্বনি দিল।।
অপরেতে আরম্ভিল আলোচ্য বিষয়।
বর্ষ অগ্রে প্রভুগুণ বর্ণনা যে হয়।।
দ্বিতীয় জাতি উন্নতি হইল আলোচ্য।
কেমনে হইব মোরা উচ্চপদবাচ্য।।
বিদ্যায় সোপনে হব উন্নত সবাই।
সবে মিলি আলোচনা করিলেক তাই।।
প্রভুর একান্ত ইচ্ছা একতা বন্ধনে।
বিপুল আগ্রহে প্রভু বলে সভাস্থানে।।
নমঃশূদ্র জন যত আছে ভুমন্ডলে।
একতা বন্ধনে এবে থাকহ সকলে।।
আমার আগ্রহ বাণী শুনহ সবাই।
সর্বশ্রেণী একযোগে হও ভাই ভাই।।
অষ্টম শ্রেণীতে ভুক্ত নমঃশূদ্র জাতি।
পৃথক হইয়ে কেন কর হে বসতি।।
এক যোগ প্রভু প্রাণ একতা বন্ধন।
বিভাগ ত্যজহ সবে আমার বচন।।
এইমত আলোচনা হ'ল বহুক্ষণ।
একতা বন্ধনের এই মঙ্গলাচরণ।।
অপরেতে নানা কথা বলিয়ে কহিয়ে।
সভা সাঙ্গ করে সবে হরিষ হইয়ে।।
হেনকালে ভক্তি চিতে সাধু রাধানাথ।
মহাপ্রভু পদে এসে করে দন্ডবৎ।।
কামার গ্রামেতে হয় বসতি তাহার।
বাসনা গৃহেতে নিবে করুণারাধার।।
প্রভু ঠাঁই মনভাব প্রকাশ করি।
মহাপ্রভু সে কথায় উত্তর না দিল।।
প্রভু পাশে কাঁদে সাধু আকুল হৃদয়।
হেনকালে বলিলেন প্রভু দয়াময়।।
সময় মতন যাব সে কামার গায়।
এবে বাপু সুস্থ্য হ'য়ে যাও নিজালয়।।
এমত বলিয়ে তাঁকে বিদায় করিল।
নৌকায় উঠিতে প্রভু উদ্যোগী হইল।
সম্মান-সূচক মুদ্রা প্রভুকে অর্পিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরিধ্বনি বল।।

মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তাশ্রমে গমন

মাঝির গাতি নিবাসীপ্রভুর সকাশে আসি
উদিলেন দুই মহাশয়।
শ্রীশরৎমাদৰর শ্রীদয়াল মাঝি আর
রাজবংশি বংশোদ্ভব হয়।।
ভক্তি চিতে দোহি মিলি হইয়ে কৃতাঞ্জলি
বলিতেছে বচন বিনয়।
ওহে প্রভু বিশ্বপতি চলুন মাঝির গাঁতি
ভক্তিহীন আমরা ধরায়।।
অনভিজ্ঞ মূঢ়মতিনা জানি ভক্তি স্তুতি
কিবা দিয়ে পুজিব চরণ।
নিজ গুণে কৃপা করি গুহে গুরুচাঁদ হরি
চলিবেন ল'য়ে ভক্তগণ।।
বহু অভ্যর্থনা করে দু'নয়নে বারি ঝরে
প্রভু তাহে স্বীকার করিল।
একজন গৃহে গিয়ে অতি আনন্দিত হ'য়ে
সাজসজ্জা অনেক যে হ'ল।।
এদিকেতে মহাপ্রভু সঙ্গে ভক্তগণ বহু
উপনীত সে মাঝির গাতি।
মাঝিদের মেয়ে ছেলে সব এসে নদীকুলে
জয় দিল প্রেমানন্দে মাতি।।
মাঝি বংশ ছিল যত ধেয়ে এল অতি দ্রুত
হেরিবারে গুরু গুণমনি।
শ্রীদয়াল মাতোয়ারা দু'নয়নে বহে ধারা
প্রেমানন্দে করে হরিধ্বনি।
অভ্যর্থনা করি বহু গৃহে নিল মহাপ্রভু
বসাইল উত্তম আসনে।
যত ছিল পুরবাসী একে একে সবে আসি
প্রণমিল প্রভুর চরণে।।
কিছুক্ষণ থাকি তথা গুরুচাঁদ বিশ্বপিতা
চলিলেন শরতের ঘরে।
বাল বৃদ্ধ যত জন বন্দে প্রভুর চরণ
মতোগণে বন্দে অতঃপরে।।

করি তথা ফলাহার চলিলেন নৌকাপর
ম'তোগণে তরণী বাহিল
গুরুচাঁদ প্রেমানন্দে হ'লি ভক্তবৃন্দে
প্রেমভরে জয় জয় দিল।।

আড়োঁগ্রামে প্রভুর আগমন

এহেন সময় কালে হইল রজনী।
কৈলাশের ঘাটে গিয়ে করে হরিধ্বনি।।
প্রভু প্রতীক্ষায় সবে দেউটি জ্বালিয়ে।
জাগরিত থেকে তাঁরা র'য়েছে বসিয়ে।।
হেনকালে মহাপ্রভু হইল উদয়।
ধেয়ে এল সর্ব্বজন হরিষ হৃদয়।।
খট্টার উপর পাতি ফরাস চাদর।
প্রভুকে বসায় তথা করি সমাদর।।
আনন্দেতে বৈসে তথা মিলি সর্ব্বজন।
সবে আসি বন্দিলেক প্রভুর চরণ।।
চারিদিকে ম'তোগণ করে নিরীক্ষণ।
লোকারণ্য ময় দেখে তাহার ভবন।।
কেহ বা পীড়ির পরে কেহ বারান্দায়।
বহুলোক প্রাঙ্গণেতে পুলকিত কায়।।
আরো দেখে গৃহখানা করে ঝলমল।
চৌদিকে বেষ্টিত কত কাগজের মাল।।
স্তরে স্তরে রহিয়াছে ঝুমকা আকারে।
মনোহর বেশে তথা রাখিয়াছে ঘিরে।।
হেন গৃহ মাঝে বসে প্রভু গুরুচন্দ্র।
চৌদিকে বেষ্টিত যত মতুয়ার বৃন্দ।।
নক্ষত্র বেষ্টিত তথা শোভে পূর্ণচাঁদ।
সেই মত শোভা করে প্রভু গুরুচাঁদ।
বড়ই সৌন্দর্য্য হ'ল অত্যাশ্চর্য্য ময়।
কৈলাসের হ'ল অদ্য শুভ ভাগ্যোদয়।।
অকলঙ্ক চন্দ্র আসি উদিত হ'য়েছে।।
জ্যোস্নায় আলোকিত চৌদিকে ক'রেছে।।
আহা মরি কিবা শোভা শোভিয়াছে তায়।
নেহারিয়া সর্ব্বলোক হ'ল দ্রবময়।।
কৈলাসের নারী ধনী ফুলহার গাথি।
সযতনে রেখেছিল পতিব্রতা সতী।।
প্রভুর গলেতে হার যতনে পরায়।
সাষ্টাঙ্গেতে প্রণমিল মহাপ্রভু পায়।।
প্রভুর সঙ্গেতে ছিল যত পারিষদ।
সবারে পরাইল অন্তরে আহ্লাদ।।

অপরে প্রণাম করি মতুয়াগণেরে।
আনন্দে পূর্ণিতা হ'য়ে হরিধ্বনি করে।।
এ আনন্দে কিছুক্ষণ বিগত হইল।
মতুয়ার গণ সবে নাম আরম্ভিল।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত অঙ্গ।
প্রবল বেগেতে বহে প্রেম তরঙ্গ।।
মহানাদে উঠে সেই কীর্ত্তনের রোল।
সবাকার মুখে শুধু হরি হরি বোল।।
শূণ্যমার্গে শুনা যায় হরিনাম ধ্বনি।
হরি হরি জয় জয় চারিদিকে শুনি।।
গৃহে কি বাহিরে হরি শুন্যমার্গে হরি।
প্রেমাবেশে হুলুধ্বনি করে যত নারী।
স্মৃতিহারা ম'তোগণ পড়িল ধরায়।
উর্দ্ধমুখে চেয়ে কেহ বলে আয় আয়।।
নেহারিয়ে মহাভাব নারী কি পুরুষ।
অনেকেই প্রেমে মেতে হ'য়েছে বেহুষ।।
বহুক্ষণ হেন ভাব হইল কীর্ত্তন।
নাতীকালে করে সবে পাক আয়োজন।।
অতঃপরে রান্না করে যত রামাগণ।
প্রেমের পাথারে সবে হ'য়েছে মগন।।
দেহ মাত্র আছে তথা রান্না করিবারে।
মন প্রাণ আসিয়েছে কীর্ত্তণ মাঝারে।।
নয়নেরে ধারা যথা স্রোতস্বতী নদী।
পর্ব্বত ঘামিয়ে তথা কহিছে বারিধি।।
সেই মত বারিধারা সবার চক্ষেতে।
মহাভাব উথলিল রামাগণ চিতে।।
মহাভাবে মত্ত হ'য়ে সমাপিল রান্না।
মনে হয় রান্না করে ঘরে অন্নপূর্ণা।।
এদিকেতে ম'তোগণ নাম ক্ষান্ত দিল।
সুস্থির হইল সবে তরঙ্গ থামিল।।
ওদিকিতে এক নারী বলিল অন্যেরে।
ওগো দিদি সব দ্রব্য যোগাইলে কারে।।
রন্ধন করিয়ে তিনি লুকা'ল কোথায়।
এত শুনি সব ধনী হইল বিস্ময়।।
এইমত সেই স্থানে হইল রন্ধন।
অপরেতে মহাপ্রভু করেন ভোজন।।
অগ্রভাগে নৌকাপরে পাঠাইল অন্ন।
তাহারা প্রসাদ লভি হইল প্রসন্ন।।
মতুয়ার গণ সবে করিল ভোজন।
আনন্দেতে হরিধ্বনি করে ঘনে ঘন।।

অপরেতে প্রভু বলে শুন মোর বাণী।
সকলে উদ্যোগী হও যাইব এখনি।।
কৈলাস ব'লেছে প্রভু নিবেদি চরণে।
মনের মানস দ্রব্য আছে তব স্থানে।।
প্রভু বলে সে কি কথা বল রে কৈলাশ।
কেমনেতে সেই দ্রব্য আছে মন পাশ।।
কৈলাশ ব'লেছে প্রভু করি নিবেদন।
মনের বাসনা কিছু করিতে অর্পন।।
আসনের নিম্নভা-গ আ-ছ যেই ধন।
আসন নাড়িতে প্রভু নারিব এখন।।
ভকত-বৎসল প্রভু আসন উপরে।
ভকতের মন বুঝে বলিলেন পরে।।
বুঝিয়েছি যেতে নহে দিলে তুমি এবে।
ম'তো সনে জাগ নিশি পরম উৎসবে।।
শুনিয়ে প্রভুর বাণী মতুয়ার গণ।
প্রেমানন্দে মেতে করে মধুর কীর্ত্তন।।
সারা নিশি বঞ্চে তথা মাতিয়ে প্রেমেতে।
উদ্যোগী হইল প্রভু প্রভাত কালেতে।।
কৈলাসের প্রতি বলে ভকত রঞ্জন।
এখনে করিব যাত্রা ওহে বাছাধন।।
আসন তাজিয়ে প্রভু বাহিরে আইল।
চৌকিপরে হৃষচিতে তথায় বসিল।।
কৈলাশ ব'লেছে প্রভু সভা দিতে হবে।
বহু লোক বহু কথা জ্ঞাপন করিবে।।
প্রভু বলে বুঝিয়েছি তোমার ধারণা।
সেবা না করিয়ে মরে যাইতে দিবে না।।
সভা করিবারে যদি থাকে তব চিতে।
আয়োজন কর তবে অতীব ত্বরিতে।।
এত শুনি করে সবে সভা আয়োজন।
চৌকিকে কদলী বৃক্ষ করিল রোপন।।
মনোরম্যভাবে সভা ক'রেছে সাজন।
তথা বসিলেন প্রভু ভকত রঞ্জন।।
প্রভুর কণ্ঠের পরে দিল ফুলহার।
শিরোপরি এক সারি শোভে মনোহর।
মন্দ মন্দ বহিতেছে দক্ষিণে বাতাস।
ফুল হ'তে বাহিরায় অপর্যাপ্ত বাস।।
এতেক প্রভুর অঙ্গ করে ঝলমল।
তাহে শোভা করে এই শুভ্র ফুলমাল।।
প্রভাত কালেতে হ'ল সূর্য্যের প্রকাশ।
নানা স্থানে নানা বর্ণ ফুলের বিকাশ।।
উর্দ্ধে ফুল নিয়ে ফুল চারিদিকে ফুল।
দূর হ'তে এল ধেয়ে যত অলিকুল।।
ফুলতরু তলে তথা ফুলের বাসর।
নিকুঞ্জ কানন মাঝে যথা মনচোর।।
হেনভাবে বসিয়েছে ভকত রঞ্জন।
দ্রবীভূত হ'ল যত মতুয়া সুজন।।
প্রেমানন্দে সবে হেরে প্রভু রূপরাশি।
প্রেমের পাথারে সবে চলিয়েছে ভাসি।।
মনে ভাবে আহা মরি কিবা অপরূপ।
কভু না হেরি হেন রূপের স্বরূপ।।
এইমত আলোচনা অনেক করিল।
স্মৃতিহারা সম যেন সভায় বসিল।।
ছোট বড় বহুলোক সভায় বসিল।
অপরে অনেক কথা সকলে বলিল।।
যত নমঃশূদ্র এক যোগেতে রহিবে।
আদান প্রদান এক সঙ্গেতে করিবে।।
হিংসা দ্বেষ না করিব কভু কা'র সনে।
সম্বন্ধাদি ভোজনাদি হবে একস্থানে।।
আনন্দে মাতিয়ে সবে এমত বলিল।
মতুয়ার গণ সবে হরিধ্বনি দিল।।
এভাবে একতাবদ্ধ তথায় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

আনন্দ উৎসব

এমত তথায়, খেলি দয়াময়,
ভকতরঞ্জনকারী।
স্নান সমাপিয়ে, ল'য়ে ম'তোগণ,
বসিলেন শর্য্যাপরি।।
করিল ভোজন, ল'য়ে ম'তোগণ,
হরিষ হ'য়ে প্রাণে।
কৈলাসের প্রতি, অগতির গতি
বলিতেছে সযতনে।।
বাপুহে কৈলাশ, শুন মম ভাষ,
গমন করিব এবে।
করা যাহা হয়, বিলম্ব না সয়,
উদ্যোগী হ'য়েছে সবে।।
শ্রীমুখের ভাষ, শুনিয়ে কৈলাশ,
অতীব ত্বরিত চিতে।
চৌকি নিম্ন হতে, রমণীর সাথে,
মুদ্রা দিল প্রভু হাতে।

প্রণমিয়ে পায়, করে সানুনয়,
আঁখি দু'টি ছল ছল।
বয়ান বাহিল, বসন তিতিল,
প্রেম রসে ঢল ঢল।।
হরিচাঁদসুত, ভক্তমন পুত,
ভকত রঞ্জনকারী।
মধুর বচনে, সান্ত্বায় দু'জনে,
অমিয় বচন ধারী।।
গুরুচাঁদ বলি, দু'টি বাহু তুলি,
বাঁধহে পারের ভেলা।।
হেনকালে শুন, যত ম'তোগণ
শ্রীযাদব চন্দ্র ঢালী।
পৌত্র জন্মিয়েছে, সংবাদ পেয়েছে,
হইয়েছে কুতুহলী।।
ভাবে মনে মন, কি করি এখন,
শুনিলাম সুসংবাদ।।
সকলে শুনিবে, আনন্দ পাইবে,
হইবে পরমাহ্লাদ।।
সকলের ঠাঁই কি দিয়ে জানাই,
এ শুভ সংবাদ শুনে।
ইতি উতি চিন্তে, আপনার চিত্তে,
কি যেন কি ভাবে মনে।।
প্রভুর যে খেলা, অত্যাশ্চর্য্য লীলা,
বোঝে হেন সাধ্য কার।
কোথা হ'তে আসি, এসেন্স এক শিশি,
পড়িল বসন পর।।
যাবদব ভাবিল, এবা কি হইল,
কোথা হ'তে ইহা এল।
আর কি করিব, ইহাই দানিব,
অগত্যা হইবে ভাল।।
এতেক ভাবিয়ে, হরিষ হইয়ে,
সেই সে যাবদ ঢালী।
প্রভু উপাধান, করিয়ে যতন,
কাড়াকাড়ি করিলয়;
যাদবের পৌত্র, অত্যানন্দ অত্র,
সদাই আনন্দময়।।
পাগলা বিচরণ প্রফুলি-ত মন,
আনন্দেতে নৃত্য করে।
গিয়াছে বালাই, আসিয়াছে ভাই,
আজ কি আনন্দ ধরে।।
এইমতভাবে, পরম উৎসবে,
আনন্দ ক'রেছে অতি।
ম'তোগণ সুখে, দিল নাকে মুখে,
গাহিয়ে সংবাদ গীতি।।
অগাতির গতি, বলেছে সম্প্রতি,
যাদব ঢালীর পাশ।
পৌত্র লভিয়েছ, সংবাদ পেয়েছ,
করিতেছ প্রেমোল-াস।।
মোরে নাহি ব'লে করিছ সকলে,
তাতেই হয়েছ ভাল।
আমারও ত হয়, আনন্দ উদয়,
কার্ত্তিক নন্দন পেল।।
শ্রীযাদব ঢালী, হ'য়ে কুতুহলী,
জানাইল প্রভু স্থানে।
প্রভু হর্ষান্তরে, কহে যাদবেরে,
অতি মধুর বচনে।।
শুন বাছাধন, স্বরূপ বচন,
যেমতি করম হ'ল।
দেহ ইলিস মাছ, আর কাতোল মাছ,
তবে ত হইবে ভাল।।
কৃতাঞ্জলী হ'য়ে, বিনয় করিয়ে,
যাদব বলেছে বাণী।
চেষ্টাও করিন, মিলাতে নারিনু,
সময় মত দিব আনি।।
প্রভু বলে শুন, আমার বচন,
যতেক মতুয়াগণ।
হুমাউনের ন্যায়, যাদব করয়,
হ'য়ে আহ্লাদিত মন।।
হুমাউন নামে, সেই দিল-ী ধামে,
করে বাস হর্ষচিতে।
জন্মে পুত্রবর, নামে আকবর,
শুনে দুরদেশ হ'তে।।
সংবাদ বাহক, হইলে পুলক,
বলে হুমাউন স্থানে।
শুনহে রাজন, সংবাদ বচন,
জন্মিল তব সন্তান।।

শুনিয়ে সংবাদ, পরম আহ্লাদ,
হুমাউন হয় অতি।
বলে কি শুনালি, কৃতার্থ করিলি,
কিবা দিব হে সম্প্রতি।।
ইতি উতি চায়, নাহি কিছু পায়,
কি করিবে হে প্রদান।
মৃগানাভী কস্তরী, দুই হাতে ধরি,
তাহাকে করিল দান।।
মম কথা লও, এই বর দাও,
কস্তরীর সম প্রাণ।
যেন পুত্রবর, লভে অতঃপর,
করহে আশীষ দান।।
এমত বলিয়ে, হরিষ হইয়ে,
দূতেরে বিদায় কৈল।
অদ্য সেই উৎসব, করিল যাদব,
তাহাই পরিণত হৈল।।
এমত বচন, বলিল যখন,
মোর প্রভু দয়াময়।
যাবদ ব 'লেছে, বিনয় উচ্ছ্বাসে,
প্রভু আমি তাহা নয়।।
এমত বচন, বলিল তখন,
সবাই সন্তুষ্ট হ'ল।
প্রভু বলে যাহা, বর প্রাপ্ত তাহা,
হরি হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর নানাস্থানে ভ্রমণ

এহেন সময় এল আমতলাবসী।
সেই গৃহে মহাপ্রভু করেন গমন।
অত্যানন্দে ভাসিলেন নরনারীগণ।।
এহেন সময় কালে শিশু একজন।
দৌড়ে এসে প্রভুহস্ত করিল ধারণ।।
মহাপ্রভু চলিলেন বালকের সনে।
অন্তরঙ্গ ভক্ত হেরে তৃষিত নয়নে।।
হেনকালে একজন আসিয়ে তথায়।
মহাপ্রভুর হস্তখানি ধরিবারে চায়।।
প্রভু বলে মোর হস্ত ধ'র না কখন।
বালকের সনে আমি করিব গমন।।
যাহা বলে এ বালক তাহাই শুনিব।
যেখানে লইয়া যাবে সেখানেই যাব।।
অতি আনন্দিত হ'য়ে চলে সে বালক।
প্রভুও চলেন হৃদে হইয়ে পুলক।।
ব্যাভোলের পুত্র এই বালক সুমতি।
তিন বৎসর বয়ঃক্রম অতি শান্ত অতি।।
গৃহে নিয়ে বসাইল উত্তম আসনে।
নির্ভর হৃদয় বৈসে প্রভু সন্নিধানে।।
বারে বারে প্রভু অঙ্গ নেহার করয়।
ম'তোগণ তাহা দেখি হইল বিস্ময়।
বহুক্ষণ হেনভাবে সময় কাটিল।
তথা হৈতে মহাপ্রভু গমন করিল।।
গঙ্গাধর পণ্ডিতের গৃহেতে উদয়।
বহুক্ষণ সেই গৃহে আনন্দ যে হয়।।
তথা হ'তে নিল গৃহে পারশ সর্দ্দার।
তার গৃহে বসিলেন দয়ার আধার।।
মতুয়ারগণ করে নাম সংকীর্ত্তন।
তাহাতে হইল শান্তি সবাকার মন।।
সেই গৃহে সেবাকার্য্য হইল তখন।
আনন্দেতে হরিধ্বনি করে সর্বজন।।
অপরেতে মহাপ্রভু উঠিল নৌকায়।
হরি বলে বাহে তরী যত মতুয়ায়।।
কমতলা নিবাসী উমেশ ঠাকুর।
প্রভুপদে সবিনয় করিল প্রচুর।।
কি করে যে মহাপ্রভু নিজ ঘরে নিবে।
আত্মহারা হ'য়ে কিছু নাহি পায় ভেবে।।
সম্বল তাহার মাত্র নয়নের জল।
কৃপা করিলেন তারে ভকত-বৎসল।।
প্রভুর চরণ পূজে দিয়ে দুর্বাদল।
অবিরত দু'নয়নে বহিতেছে জল।।
অপরে আনিল গেঁথে ফুলের পাপড়ি।
চন্দনে চর্চ্চিত করি দিল বক্ষোপরি।।
আরো এক সারি দিল মস্তক উপরে।
আকর্ণ বেষ্টিত রহে ঝুমুকা আকারে।।
হেনভাবে করে ভক্তি উমেশ ঠাকুর।
ভক্তিমাখা ভাবখানি অতীব মধুর।।
তথা এল শ্রীবিপিন চৌধুরী সুজন।
নকুলের বংশে করে জনম ধারণা।।
বিপুল বিনয় করি লইল প্রভুকে।
শর্য্যা পরে বসাইল অতি মনসুখে।।
কিছুক্ষণ সেই গৃহে বিশ্রাম করিল।
মতির গৃহেতে পরে সকলে চলিল।।

বসিলেন মহাপ্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
সবে আসি প্রভু রূপ করে দরশন।।
পরেতে চলিল প্রভু ভক্তগণ সনে।
সবে আসি প্রণমিল প্রভুর চরণে।।
যখনেতে তরী পরে করিল গমন।
হলুধ্বনি করিলেন যত রামাগণ।।
প্রভুর তরণী যবে চালাইয়া দিল।
দুই কুল দিয়ে লোক ধাইয়া চলিল।।
কাঁদিতে কাঁদিতে কেহ ধুলায় লোটায়।
কেহ গুরুচাঁদ বলি করে হায় হায়।।
এহেন প্রেমের খেলা তথায় চলিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর ইদাগ্রামে গমন

ম'তোগণে ব'লে হরি, চালাইল প্রভুর তরী,
পশ্চিম দিকেতে চলে বেয়ে।
সেই দিনে মহামেলা, মিলিয়েছে ফুলতলা,
তথা যায় হরিধ্বনি দিয়ে।।
নদী পূর্ব্ব পার দিয়ে, চ'লেছে উজান বেয়ে,
হাটরিয়া লোকে শুন তাই।
হাটরিয়া লোক যত, হ'য়ে সবে পুলকিত,
বলে তরী রেখে দাও ভাই।।
এইমত সর্ব্বজনে, ডাকিছে আকুল প্রাণে,
হাটে ঘাটে যেখানে যে ছিল।
দোকানী পশারীকত, ধেয়ে এল অতি দ্রুত,
নদী তীরে মজুত হইল।।
অতঃপর প্রভু বলে, সুমধুর বাক্য ছলে,
কেন হেথা কোলাহল শুনি।
বল আসিয়াছি কোথা,হাট কি মিলেছে হেথা,
শোণা যায় সেই মত ধ্বনি।।
কেহ বলে বহু লোকে, ডাকিছে মনের সুখে,
হাট ভেঙ্গে নদী তীরে এল।
ডাকিতেছে বারে বারে, সবে অতি সকাতরে,
তাইশুনা যায় কোলাহল।।
প্রভু বলে রাখ তরী, ওপারের বরাবরি,
সবে তারা করুক দর্শণ।
এত শুনি ম'তোগণে, হরিষ হইয়া প্রাণে,
তরণী রাখিল ততক্ষণ।।
হাটরিয়া লোকযত, সবে হ'য়ে দ্রবীভূত,
তরী পাশে হইল উদয়।
দু'হাজার অনুমানী, হবে লোক আমদানী,
করিলেন বহু সানুনয়।।
একাবর কৃপা করে, আসুন প্রভু বাহিরে,
নেহারিব ও রূপ মাধুরী।
নাম মাত্র শুনিয়েছি, কভু নহে দেখিয়েছি,
অদ্য মোরা স্বচক্ষে নেহারী।।
যদি নিজ কৃপাগুণে, এসেছেন ভক্ত সনে,
ভাগ্য গুণে মিলায়েছে বিধি।
বাসনা পুরাতে হবে, হেরিব আমরা সবে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর গুণনিধি।।
প্রভু বলে নামিব না, শুণ এবে সর্ব জনা,
এবে মোরা যাইব ইদায়।
শ্রীপ্রসন্ন গাতিদার, যাব মোরা তার ঘর,
এই দেখা হ'লে ভাল হয়।।
এত বলি সর্ব্বজনে, সুমধুর বাক্য দানে,
সবা স্থানে বিদায় মাগিল।
অপরে সকলে মিলি, মন হ'য়ে কুতুহলী,
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি দিল।।
ইদাগ্রাম অভিমুখে, বাহিল মনের সুখে,
অতি বেগে প্রভুর তরণী।
ইদাগ্রাম মাঝে গিয়ে, আনন্দে পুর্ণিত হ'য়ে
সবে মিলি দিল হরিধ্বনি।।
সেই গ্রামে করে ঘর, শ্রীপ্রসন্ন গাতিদার,
নিজ গৃহে লোক পাঠাইল।
অতি মনোরাম্য সাজে,রচি ফুল নানা সাজে,
গৃহ সজ্জা করিয়ে রাখিল।।
ঘর দ্বার পরিষ্কার, শোভা করে চমৎকার,
করিছে মনোনীত করি।
নির্ম্মায়েছে সিংহদ্বার, হেরিতে সুদৃশ্য তাঁর,
নানা বর্ণে ক'রে কারি কুরি।।
এইমত সাজি সবে, মহানন্দ উৎসবে,
রহিয়েছে প্রভু প্রতিক্ষায়।
মহাপ্রভু গুরুচন্দ্র, লইয়ে ভকত বৃন্দ,
ঘাটে এসে হলেন উদয়।।
মতুয়ার গণ সবে, প্রেমানন্দ উৎসবে,
সবে মিলি দিল হরিধ্বনি।
সে ধ্বনি শ্রবণ করি, ধেয়ে এল নরনারী,
অগ্নি হেরে যথা পতঙ্গিনী।।
রামাগণে বামাস্বরে, সবে হুলুধ্বনি করে,
আরো করে তরণী বরণ।

প্রেমে গদ গদ হ'য়ে অনিমেষে আছে চেয়ে,
প্রেমবারি হতেছে পতন।।
অবিশ্রান্ত বহে ধারা, যেন সুরধুনী ধারা,
তরী বেগে অনুক্ষণ ধায়।
সেই মত সর্ব্বজনা, প্রেমেতে হয়ে উন্মনা,
তীর পরে দাঁড়াইয়া রয়।।
মহাশয় গাতিদার, করি বহু সমাদার,
গৃহে নিল সাধনের ধনে।
অভ্যর্থনা না করে অতি, মতুয়া গণের প্রতি,
নামাইল অতি সযতনে।।
উত্তম আসন পরে, কতই না সমাদরে,
বসিলেন ভকত রঞ্জন।
মতোগণে হর্ষচিতে, বসিলেন চারিভিতে,
তাহে হ'ল অতি সুশোভন।।
যথা দেবগণ মাঝে, সুসজ্জিত দেবরাজে,
তদ অধিক শোভে গুরুচন্দ্র।
আনন্দে পূর্ণিত হিয়ে, নক্ষত্র সদৃশ হ'য়ে,
বৈসে যত ভকতের বৃন্দ।।
হেন মতে এল সাজ, গাতিদার গৃহমাঝ,
এ সমাজে তুল্য দিতে নাই।
ঘরেতে জ্বলেছে বাতি,প্রকাশে আলোক ভাতি,
মহাজ্যোতি প্রকাশে সদাই।।
দ্বারদেশে বহুলোকে, নেহারিছে শ্রীপ্রভুকে,
হৃদিমাঝে হ'ল পুর্ণানন্দ।
কেহ কেহ ওহে ভাই, হেন রূপ দেখি নাই,
কেবা এই অকলঙ্ক চন্দ্র।।
আহা কি মোহন রূপ, যেন কত সুধা কূপ,
আছে মিশি সুন্দর অধর।
শ্রীবদন হাসি হাসি; যেন পুর্ণিমার শশী,
ক'রে শোভে কিবা এ অম্বর।।
এইমত বলাবলি, করিছে সবে মিলি,
হ'য়ে বড় আনন্দিত মন।
অপরেতে ম'তোগণে, অতি আনন্দিত মনে,
আরম্ভিল মধুর কীর্ত্তন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায়, পুলকিত হ'য়ে কায়,
প্রেম রসে ডগমগ দেহ।
হরি হরি হরি বলি, মনে হ'য়ে কুতুহলী
উর্দ্ধবাহু করি নাচে কেহ।।
কেহ বা মেরেছে লম্ফ, কেহ মারে উলম্ফ,
কেহ ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
কাঁদিতেছে আকুল প্রাণে, ধারা বহে দুনয়নে,
ক্ষণে পড়ে আছাড়ি পাছাড়ি।।
কেহ কেহ বীর দাপে, হুঙ্কারে মহাপ্রতাপে,
কবি কত বীর অবতার।
কেহ কাঁদে অনিবার, তাহার মাঝাতে কা'র,
হয় অষ্টাস্বাত্তিক বিকার।।
এইমত বহুক্ষণ, করে নাম সংকীর্ত্তন,
প্রেমসিন্ধু উথলে উঠিল।
নরনারী ছিল যত, নামে প্রেমে হয়ে মত্ত,
কেহ ভূমিতলে, লোটাইল।।
ক্ষণে পরে সেই তরঙ্গ,সবে মিলি করি, সাঙ্গ,
ভোজ নিতে আদেশ সবার।
মহাপ্রভু হর্ষচিতে, ভোজ করি আনন্দেতে,
বসিলেন শয্যার উপর।।
অপরে মতুয়া গণে, আনন্দিত সর্বজনে,
ভোজ কর্ম্ম সমাধা করিল।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতে, হরি বল আনন্দেতে,
সভা দিতে আদেশ হইল।।

প্রভুর ইদা ইছামতি ভ্রমণ পূর্ব্বক
দেশাভিমুখে যাত্রা

ওই গ্রামবাসী হয় নেপাল বিশ্বাস।
মহন্ত উপাদি তার এল প্রভু পাশ।।
বিপুল বিনয় করি প্রভুকে লইল।
সঙ্গে বহু বক্তবৃন্দ তথায় পৌছিল।।
প্রভুর তরণী যবে ঘাটেতে উদয়।
রামাগণে বামাস্বরে দিল জয় জয়।।
ধান্য দূর্বা দিয়ে তরী করিল বরণ।।
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করে ম'তোগণ।।
বসিলেন মহাপ্রভু গৃহের মাঝারে।
চারিদিকে ভক্তগণ বসিয়াছে ঘরে।।
এইমত বহুক্ষণ হ'ল ঠেলাঠেলি।
কিছু দূরে বৈসে পরে হ'য়ে কুতুহলী।
অপরেতে শ্রীনেপাল দিয়ে নানা ফুল।।
মালা গেঁথে আনিলেন হ'য়ে প্রেমাকুল।
আনন্দেতে প্রভু গলে করিয়ে অর্পণ।।
প্রভুর চরণ প্রান্তে হইল পতন।।
অতঃপর বাল্য সেবা হইল তথায়।
সেবা অন্তে মহাপ্রভু উঠিবারে চায়।।

হেনকালে এল তথা একটি রমণী।
হিমান্ত নামিনী ধনি অতি সুভাষিণী।।
মহাপ্রভু পদপ্রান্তে পতিত হইয়ে।
বলিতেছে প্রভুপদে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
অভাগিনী কন্যা তব আছি আপনার।
কৃপা ক'রে যেতে হবে আমার আগার।।
অতি দীনহীনা পিত ভজন না জানি।
কৃপা করে দিতে হবে চরণ তরণী।।
এমত বলিয়ে ধনি কাঁদিতে লাগিল।
মিষ্ট বাক্যে প্রভু তাকে সাত্বনা করি।।
অতঃপর সবে মিলি করিল গমন।
প্রভু সনে উপনীত হিমান্ত ভবন।।
হৃষ্ট চিত্তে বৈসে তাহা সভ্যভামা কান্ত।
আনন্দেতে আত্মহারা হইল হিমান্ত।।
ফলাহার সাধামত ক'রেছে যোগাড়।
সেবিলেন মহাপ্রভু হরিষ অন্তর।।
তথা হতে মহাপ্রভু করেন গমন।
অন্যান্য অনেক গৃহ করেন ভ্রমণ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বেলা হ'ল দ্বিপ্রহর।
মাধ্যাহ্নিক ভোজ হ'ল লক্ষণের ঘর।।
তথা হ'তে পূর্বদিকে করেন গমন।
পেড়ালির খাল দিয়ে বাহে ম'তোগণ।।
বিপুল সম্পত্তিশালী শ্রীফজেল মোল্যা।
উচ্চঃস্বরে ডাকে মিঞা বলে হক্
আল-া।।
আরো একজন হয় শুন সর্ব্বজন।
সিঙ্গবাসী বাবুদের গোমস্তা সেজন।।
দুইজনে একসনে সেই ত সময়।
তরী রাখ তরী বলে উভরায়।।
আরো বলে দোহে মিলি পরম আদরে।
যত টাকা চাহে মোরা লইব ঠাকুরে।।
প্রভু বলে মিষ্ট বাক্যে দোহাকার প্রতি।
আপনাদের সম্মান লভিলাম প্রীতি।।
এবে আমি পারিব না যাইতে সংহতি।
ঝুঙ্গসিয়া যেতে হবে শুনুন ভারতি।।
এতেক বলিয়ে প্রভু দোহাকে সাত্ত্বায়।
ম'তোগণে বলে তরী চালাও ত্বরায়।।
ঝুঙ্গসিয়া গ্রামে হয় শ্রীবিষ্ণু চরণ।।
উপনীত হন গিয়ে তাহার ভবন।।
রামাগণে বামাস্বরে করে জয় জয়।।
হরিধ্বনি করে কেহ আনন্দ হৃদয়।।
বসিলেন গৃহ মাঝে ভকত বৎসল।
প্রণমিল ভক্তি আঁখি ছল ছল।।
মতোগণে করিলেন ভক্তি প্রদর্শন।
কেহ কেহ করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।।

মহাপ্রভুর অন্যান্য গৃহে ভ্রমন

গ্রামবাসী বহুলোক আইল তথায়।
ভক্তিভরে প্রণমিল মহাপ্রভু পায়।।
ম'তোগণ আরম্ভিল মধুর কীর্ত্তণ।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলকিত মন।।
বহিছে প্রবল বন্যা খরতর স্রোতে।
বাল বৃদ্ধ সবে মত্ত হইল প্রেমেতে।।
নরনারী এক সঙ্গে ক'রেছে শ্রবণ।
সবাকার প্রেমধারা বহে অনুক্ষণ।।
বহুক্ষণ হেনভাবে কীর্ত্তন হইল।
অন্তঃপুরে রামাগণে রান্না সমাপিরল।।
ভোজন করেন প্রভু হ'য়ে আনন্দিত।
পরেতে সেবিল ম'তোগণে হরষিত।
ভোজনান্তে শর্য্যাপরে লভিল বিশ্রাম।
কেহ কেহ করিতেছে মুখে হরিনাম।।
কেহ বা শয়নে কেহ নিশি জাগরণে।
এভাবে কাটায় নিশি মতুয়ায় গণে।।
প্রাতঃকালে এক ঠাই হইল সকলে।
এবে এসে প্রণমিল প্রভু পদতলে।
এইভাবে সর্ব্বজন একত্র হইল।
হরিগুচাঁদ বলি নাম ধ্বনি দিল।।

মহাপ্রভুর ঝুঙ্গসিয়া গ্রামে ভ্রমণ

ঝুঙ্গসিয়া করে বাস, শ্রীঅনন্ত বিশ্বাস,
ভাগ্যক্রমে মতুয়া হইল।
প্রভুর সঙ্গেতে ছিল,আখি করে ছল ছল,
যোড় হস্তে তখনে বলিল।।
আমি কর একবার, চল প্রভু মম ঘর,
তোমা বিনে আর কেহ নাই।
কৃপা কর একবার, চল প্রভু মম ঘর,
তোমা বিনে আর কেহ নাই।
করিয়ে বিপুল ভক্তি,মৃদুস্বরে করে উক্তি,
আঁখি জল করে ছল ছল।।
হেরিয়ে তাহার ভাব,উদ্যোগী হইল সব,
কৃপা কৈল ভকত বৎসল।।

নৌকাতে উঠিল পরে, ভক্তগণ সমিভ্যারে,
চলি যায় আনন্দ অন্তরে।
সেই গ্রামে হয় ঘর, পাগলী বুড়ি নাম তার,
আছে বুড়ি আপনার ঘরে।।
যখন ত্বরিত তরী, আনে বেয়ে দ্রুত করি,
সে বুড়ির বাড়ীর নিকটে।
বুড়ী বলে অনন্তেরে, এদিকে আন বাবারে,
এত বলি দণ্ডাইল তটে।।
অনন্ত নাহি শোনে, চলেছে আনন্দ মনে,
হয়ে বুড়ী আকুল চিত্তেতে।
ধরিয়ে প্রভুর তরী,
হেন আশা মনে করি।
ত্রস্ত হ'য়ে নামিল জলেতে।।
বুড়ি বলে রে আনন্ত, শোন রে বলি একান্ত,
ঠাকুর শুধু তোর ভক্ত নয়।
তাহা না ভাবিল মনে, রে আনন্ত কোন দিনে,
ও ঠাকুর মম ভক্ত হয়।।
এমত বলিল যবে, অবাক হইল সবে,
শুনে প্রভু কহে অনন্তেরে।
এইখানে তরী রাখ, যতনে বুড়ীরে ডাক,
অগ্রে যাব এ বুড়ীর ঘরে।।
যত ভক্ত গৃহে যাই, হেনভাবে ডাকে নেই,
তাই ডাকে প্রাণ দিয়ে বুড়ী।
বুড়ীর গৃহেতে যাব, কা'র কথা না শুনিব,
হেন ভক্তি কভু নহে হেরি।।
এত শুনি সবে মিলি, মনে হয়ে কুতুহলী,
চলিলেন বুড়ীর বাসর।
বুড়ীর গৃহেতে গিয়ে, আনন্দে পুর্ণিত হ'য়ে,
বসিলেন দয়ার সাগর।।
প্রভুর চরণ তলে, ভাসে বুড়ী আঁখিজলে,
আর কত করিছে বিনয়।
নেহারিয়ে ম'তোগণে হবে আনন্দিত মনে,
ভাবাবেশে হ'ল দ্রবময়।।
বুড়ী হয়ে ভক্তি চিত, ফলাহার অতি দ্রুত,
আনিলেক করি আয়োজন।
রাখি প্রভু সমিভ্যারে, ব'লেছে বিনয় ভরে,
বাবা কিছু কর গো ভোজন।।
এইমত বলে বুড়ী, প্রাণ কাঁদে ধরফড়ি,
আঁখিজল বারে অনিবার।
পরে মোর গুরুচন্দ্র, লইয়ে ভক্ত বৃন্দ,
মাননন্দে করে ফলাহার।।

পরে অনন্তের গৃহে, চলিলেন উৎসাহে,
বৈসে গিয়ে গৃহের মাঝারে।
নরনারী পতি তথা, হেরিবারে বিশ্বপিতা,
বহুলোক সমারোহ দ্বারে।।
শ্রীকানাই সাধু যিনি, কি যেন কি মনে গণি
নিজে আনে গেঁথে ফুলহার।
বক্ষ ভাসে আখিজলে, দোলাইল প্রভু গলে,
পদেতে লোটায় কলেবর।।
কাঁদিছে কানাই সাধু,
পান করে প্রেম মধু,
পরে হ'ল স্না-নর সময়।
রান্না কার্য্য হ'ল শেষ, গ-নি করি পরমেশ,
ভোজ কর্ম্ম সমাধা করয়।।
অন্ত নাই লীলা হার, শক্তি বুজিবারে কার,
কিভাবে কি খেলে গুরুচাঁদ।
হরি হরি বল ভাই, এমত হবার নাই,
মিলিয়াছে অকলঙ্ক চাঁদ।।

মহাপ্রভুর বাবুপুর গমন

বাবু সব সৃষ্টিধর সাধু মহাশয়।
ওড়াকান্দি ভাবাশ্রিত ম'তো সম্প্রদায়।।
সেই গৃহে মহাপ্রভু করিয়ে ভ্রমণ।
পুনরায় নৌকা পরে করেন গমন।।
নানা স্থান ভ্রমণ করিয়ে মহাপ্রভু।
স্বদেশেতে চলিলেন না থামেন কভু।।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করি ভকত বৎসল।
নিজ গৃহে চলিলেন বলে হরি বল।।
হরি কথা রসরঙ্গে থাকে অনুক্ষণ।
প্রেমের পাথারে ভাসে মতুয়ারগণ।।
কভু না মিলিবে ভবে হেন দয়াময়।
অকামনা প্রেমধন জীবেরে বিলায়।।
ভাসিতে ভাসিতে চলে জয় হরি বলে।
বট দিয়া উপনীত হ'ল হেনকালে।।
তথা হতে বেয়ে চলে মতুয়ারগণ।
ভাবাবেশে বাহে তরী চলে মতুয়ারগণ।।
ভাবাবেশে বাহে তরী ঝরে দুনয়ন।
এইমত ভাবে সব তরণী বাহিল।।
অবিলম্বে শ্রীধামেতে উদয় হইল।
তীরেতে নামিল সবে মতুয়ারগণ।
বালক অনন্ত আসি দিল দরশন।।
প্রভু বলে ও অনন্ত ঠাকুর আমার।
শুধু নহে এক ভক্ত হয় হে তোমার।।

অনন্ত বুঝিতে নারে কি বলে ঠাকুর। পরেতে শুনিল সেই বুড়ীর আখ্যান।
কিবা তাহে হ'ল ভাব মধুর মধুর।। কেঁদে কেঁদে অনন্তের ব্যাকুলিত প্রাণ।
এইভাবে ভ্রমণাদি করিয়ে আইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

❖ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রী হরিচাঁদের দ্বাদশ আজ্ঞা

১। সদা সত্য কথা কহিবে।
২। পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করিবে।
৩। মাতা পিতার প্রতি ভক্তি কর।
৪। জগৎকে প্রেম কর।
৫। পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ করিও না।
৬। কাহারও ধর্ম্ম নিন্দা করিও না।
৭। বাহ্য অঙ্গ সাধু সাজ ত্যাগ কর।
৮। শ্রীশ্রী হরি মন্দির প্রতিষ্ঠীত কর।
৯। ষড় রিপুর নিকট হইতে সাবধান থাকিবে।
১০। হাতে কাম মুখে নাম করিবে।
১১। দৈনিক প্রার্থনা কর।
১২। ঈশ্বরে আত্মদান কর।

শান্তি-গীতি

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরীদাস।।
জয় শ্রীস্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলে অবতার।।
জয় শ্রীগুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন।।
জয় জয় দশারথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়।।

শ্রীশ্রীসুধন্য ঠাকুরের রমণীর বিয়োগ

পরে শুন সমাচার যত ভক্তগণ।
বহুদিন কেটে যায় থাকিয়ে ভবন।।
প্রভুর মধ্যম পুত্র সুধন্য কুমার।
যশঃ কীর্ত্তি মাখা যার এ বিশ্ব সংসার।।
জন্মবধি শ্রীসুধন্য বড়ই পবিত্র।
সরল সুবুদ্ধিমন্ত সুন্দর চরিত্র।।
মুক্তকেশী নামিনী সে মেজে ঠাকুরাণী।
সতী সাধ্বী প্রতিব্রতা মধুর ভাষিণী।।
কমলা বরণী মাতা সর্ব্ব সুলক্ষণা।
পতি পদ সেবে সদা আনন্দিত মনা।।
ম'তোগণ প্রতি মাতা করিত যতন।
স্নেহ করিতেন যথা আপন মাতৃজ্ঞান।
মাতাও ভাবিত হবে আপন সন্তান।।
অন্নদান করিতেন অতি স্নেহ ভরে।।
ম'তোগণে তোষিবেন কত না আদরে।।
যবে মতুয়ারগণ ভোজন করিত।
কত না আনন্দ মাতা তখনে পাইত।।
ধন্য এই মাতৃ স্নেহ বলিহারী যাই।
এস মোরা ল'য়ে মরি মায়ের বালাই।।
পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে গুরুচাঁদকে ভাবিত।
ক্ষণে করি পুত্রজ্ঞান সস্নেহ দেখাত।।
এইরূপ ভক্তি চিতে প্রভুকে সেবয়।
স্বামী পদ প্রান্তে মাতা নিশি জেগে রয়।।
স্বামী অঙ্গে গ্রীষ্মকালে বাতাস করিত।
স্বামী পদ বক্ষে ধরে নিশি পোহাইত।।
কেহ না জানিত তাহা করিত গোপনে।
প্রেমাবেশে বহে ধারা যুগল নয়নে।
দুই পুত্র এক কণ্যা করিয়ে অর্পণ।
মাতা মোর চলিলেন অমর ভুবন।।
ভগবতী জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠ শ্রীপতি।
মাতার বিয়োগে কাঁদে অতি দুঃখ মতি।।
সত্যভামা মাতৃস্থানে কাঁদে দুই ভাই।
বল হে ঠাকুর মাতা মাকে কোথা পাই।।
এত বলি দুই ভাই কাঁদে উভরায়।
মিষ্টবাক্যে সত্যভামা দোঁহাকে সান্ত্বায়।।
আকুল হইয়া কাঁদে ভাই দুইজন।
তথাপি না করে মাতা বিচলিত মন।।
অটল হৃদয় মাতা সান্ত্বায় দোঁহাকে।

এমত ভাবেতে সেই শোকের সাগরে।
অটল হইয়ে মাতা রহে ধৈর্য্য ধরে।।
একাদশ দিন পরে বেদক্রিয়া সারি।
ক্রমে শান্ত হয় সবে শোক পরিহারি।।
এত শোক পেয়ে তবু নাহি টলে মায়।
অনুক্ষণ থাকে মাতা দয়াদ্র হৃদয়।।
এইমত শোক সিন্ধু সবে উতরিল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীশ্রীসুধন্য কুমার ঠাকুরের বিয়োগ

মাতৃহারা দুটি ভাই করি বিদ্যাভ্যাস।
কেহ এল-এ কেহ বি-এ,করিলেন,পাশ।।
আর হয় পিতৃহারা ভাই দুইজন।
একসনে বিদ্যাভ্যাস করে চারিজন।।
শ্রীপতি প্রসন্ন বাবু কলিকাতা গিয়ে।
গৃহেতে এলেন পুনঃ ডাক্তারী পড়িয়ে।।
মন্মথ রঞ্জন করে ওকালতী পাশ।
গৃহেতে এলেন তিনি পরম উল-াস।।
অতঃপর ভগবতী প্রথম রঞ্জন।
বিলাতে করিল যাত্রা ভাই দুইজন।।
এদিকেতে শ্রীধামের শুন বিবরণ।
যিনি হ'ন ঠাকুরের মধ্যম নন্দন।।
বর্ণনা অতীত হয় তাহার কাহিনী।
বড়ই মধুর তার চরিত্র বাখানী।।
অতীব স্বভাব নম্র করিয়ে ধারণ।
করিলেন আজীবন জীবন যাপন।।
তৃণাদপী শে-াক মর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে।
প্রতি ফলিত করেন এ বিশ্ব সংসারে।।
রাজতুল্য এষ্টেটেতে জনম লভিয়ে।
অতি নম্রভাবে দেন জগতে বিলিয়ে।।
ধরাধামে করে বাস যত যত জন।
অগ্রে কেহ প্রণামিতে পারে না কখন।।
সংসারীর বেশে থাকে এহেন রতন।
ব্রহ্মচারী বেশে যেন করেন ধারণ।।
স্বীয় এষ্টেটের যত আয় ব্যয় স্থিতি।
স্বীয় হস্তে নিকাশাদি করে দিবারাতি।।
ব্রতী থাকিতেন সদা বশি চালনায়।
তার মধ্যে যেই টুকু পাইত সময়।।
অনুক্ষণ করে চিন্তা প্রভুর চরণ।
হরিচাঁদ ধ্যান জ্ঞান জীবন যৌবন।।
কর্ম্মে লিপ্ত থাকি সদা জীবন কাটায়।
তুলনা অতীত ছিল সরল হৃদয়।।
শত্রু মিত্র যদি কেহ নিকটে আসিত।
সুমধুর বক্যে তা'কে সান্তনা করিত।।
কুভাবেতে পরামর্শ কুলোকে চাহিত।
সৎ বুদ্ধি দানেতে কু-ভাব দুরে যেত।।
এমনই সৎ বুদ্ধি করিতেন দান।
শীতল হইত তার পাপমতি প্রাণ।।
আপনি করিয়ে কর্ম্ম জগতে শিক্ষায়।
হেন কৃপাবান বল কেবা এ ধরায়।।
সদ্বাক্য সংগ্রহ গ্রন্থ করিয়া রচিত।
জীব হিতে করিলেন তাহা সংগৃহীত।।
স্বার্থ ত্যাগী ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে জীবগণে।
পরে তিনি চলেন অমর ভুবনে।।
তেরশ আটত্রিশ সালে রথযাত্রা দিনে।
যাত্রা করে পুষ্পরথে দিন শুভক্ষণে।।
গজবন্ধু রথ যবে হইলেক টান।
সেই সঙ্গে নিত্যাধামে করেন প্রয়ান।।
বাহির বাটীতে যত মতুয়ার গণে।
সকলেই মত্ত তারা হরিগুণ গানে।।
মহামেলা মিলিয়াছে বাহির বাটীতে।
বহুলোক সমাগম সে মেলা দেখিতে।।
প্রেমানন্দে মেতে সবে বলে হরি হরি।
ভুতলে পড়িয়ে কেহ যায় গড়াগড়ি।।
হেনকালে শুনে সবে দারুণ সংবাদ।
সবাকার হৃদে হয় হরিষে বিষাদ।।
কীর্ত্তনের প্রেমানন্দ আর্ত্তনাদ হ'ল।
হরিনাম ছলা করি কাঁদিতে লাগিল।।
অনন্ত নামেতে এক বালক যে ছিল।
অতি শৈশবেতে শ্রীধামে এসেছিল।।
মেজবাবু বড় ভাল বাসিত তাহারে।
অনন্তও থাকে সদা পিতৃজ্ঞান ক'রে।।
অনুক্ষণ মুখাপেক্ষী থাকিতেন অনন্ত।
অন্তরেতে করে সদা ভকতি একান্ত।।
মেজবাবু দেহত্যাগ করিল যখন।
অনন্ত আকুল স্বরে করিছে রোদন।।
আছাড়ি পাছাড়ি খায় ভুমের উপর।
উভরায় কাঁদে সদা করি হাহাকার।।
ধৈরয ধরিতে নারে হ'য়েছে এমন।
ক্ষণে ক্ষণে ভূমিতলে হ'তেছে পতন।।

অন্যান্য লোকেতে তারে সান্ত্বনা করিল।
তবু সেই কান্না বেগ থামা'তে নারিল।।
শ্রীপতি ঠাকুর কাঁদে করিয়া বিনয়।
ভ্রাতৃ বিচ্ছেদেতে দগ্ধ হইতেছে কায়।।
পিতা মাতা সব শূণ্য হইল এখন।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দূর দেশে ক'রেছে গমন।।
বিপুল বিনয় করি করে হাহাকার।
পূরবাসীগণ কাঁদে আকুল অন্তর।।
ম'তোগণে কাঁদে সব বিনয় করিয়া।
মেজবাবু গুণ স্মরি ফেটে যায় হিয়া।।
আত্মহারা হ'য়ে সবে করে হায় হায়।
হিস্মত হইয়া কেহ ধুলায় লোটায়।।
এমত ভাবেতে সবে শোকের সাগরে।
ম'তোগণে ভাসিতেছে অতি দুঃখনীরে।।
পরে সব ম'তোগণ হ'য়ে একত্তর।
স্নেহ ভরে সঙ্গে লয়ে শ্রীপতি সুন্দর।।
প্রেমভরে করি সবে হরিগুণ গান।
সুপবিত্র দেহ করে সৎকার বিধান।।
নামে প্রেমে মত্ত হ'য়ে দাহকার্য্য করি।
অবগাহন ক'রে সবে বলে হরি হরি।।
হেনকালে একজন বলে প্রভুপাশ।
ধীরে ধীরে করিতেছে বচন বিন্যাস।।
অধীর হইলে প্রভু কিবা হবে ফল।
গত প্রাণী প্রতি শোক করাই বিফল।।
প্রভু বলে শুণ তুমি ওহে মহাশয়।
আমাকে বুঝাতে চাও কি ক'ব তোমায়।।
এবে তোমা বলি আমি শুনহ বচন।
কেবা কার পিতা মাতা কে কার নন্দন।।

গৌরাঙ্গ উক্তি

শ্লোক

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদর।
কায়া প্রাণ ন সম্বন্ধ কা কস্য পরিবেদন।।
এ শোলাকের মর্ম্মার্থ কি জান মহাশয়।
কেবা কার পিতা মাতা ভাই ভগ্নি হয়।।
কর্ম্ম অনুসারে জীব আসে আর যায়।
যাতায়াত হয় শুধু পথে পরিচয়।।
মোহতন্দ্রা ঘোরে জীব আছে নিদ্রাবশে।
ভ্রম মসিময় পদে নিমজ্জিত শেষে।।

না চিনিয়ে আপনাকে পড়ে মায়া কাঁদে
খেলিয়ে মায়ার খেলা ভোলে হরিচাঁদে।।
আত্ম তত্ত্ব না বুঝিয়ে ভ্রমে অনুক্ষণ।
সুখ দুঃখ নিয়ে কাল করয় যাপন।।
আর এক কথা বলি শুন মহাশয়।
গত প্রাণী জন্যে শোক কভু ভাল নয়।।
পঞ্চভূতে এই দেহ হয় সুগঠিত।
ঈশ্বরীয় শক্তি তাহে র'য়েছে নিহিত।।
যবে জীব মৃত্যুমুখে পতিত যে হয়।
পঞ্চে পঞ্চ মিলনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।।
যার যেই স্থানে চলে পরম হরিষে।
কেহ তাই সাধে বাদ থেকে মায়া বশে।।
পরমাত্মা রূপে যিনি আছে ভগবান।
দেহ ছাড়ে নিত্যধামে করেন প্রয়াণ।।
তার গতি রোধ করে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
পৌছায় সে পরমাত্মা বহু কষ্ট পেয়ে।।
কেঁদে কেঁদে গতিবোধ চাহে করিবারে।
বল দেখি নিরাপদে পৌছে কি প্রকারে।।
সাধুদের জন্ম মৃত্যু একই সমান।
অনুক্ষণ তার সনে থাকে ভগবান।।
মৃত্যু বা কাহাকে ব'লে কা'কে বলে জন্ম।
বুঝিতে পায় কি কেহ তাঁর তারতম্য।।
পুরাতন বস্ত্র যথা তাজি কোনজন।
নব বস্ত্র পুনরায় করেন ধারণ।।
সবান্ধবে যদি কেহ করে তা বারণ।
তখনে তাহার প্রাণে বাড়ে কি বেদন।।
বল দেখি সে কেমন সবান্ধব হয়।
বস্ত্র পরিধের ব্যক্তি কত কষ্ট পায়।।
সেই মত হয় এই জীবন মরণ।
মৃতপ্রাণী প্রতি শোক করা সে কেমন?
এইভাবে বহু কথা বলে দয়াময়।
শুনে সবাকার চিত্ত হ'ল দ্রবময়।।
প্রভু বাক্যে কেহ কেহ বুঝিল তখন।
মৃতপ্রাণী প্রতি শোক করা অকারণ।।
এমত কথা প্রসঙ্গে অতীত হইল।
বিষয় বদনে কেহ গৃহেতে চলিল।
কেহ বা প্রভুর বাক্যে চক্ষুদান পেয়ে।
প্রেমানন্দে গৃহে চলে বিদায় লইয়ে।।
কেহ থাকি প্রভু পাশ ক'রেছে কীর্ত্তন।
অবিরত প্রেমধারা হ'তেছে পতন।।

হেন নিদারুণ শোকে না হ'য়ে অধীর।
অনুক্ষণ থাকে প্রভু হইয়ে সুস্থির।।
মাতাও অচল ভাবে বলে হরিবল।
কখনও বা একবিন্দু ফেলে এ ধরায়।
শোকে দ্রবীভুত নহে দোহার হৃদয়।।
ইহা দেখি মোর প্রাণে হ'তেছে ধারণা।
সত্য মিথ্যা তাহা কিছু বুঝিতে পারিনা।।
মনে হয় এই শিক্ষা জগতে দেখাতে।
উদয় হ'লেন প্রভু এসে শ্রীধামেতে।।
সংসারী সাজিয়ে হয় সংসার বিরাগী।
দৃঢ়রূপে হ'য়ে হরি প্রেম অনুরাগী।।
অন্তরে মধুর ভাব গোপনে রাখিয়ে।
সংসার বিরাগী হয় সংসারী সাজিয়ে।।
পুত্র কন্যা লভে জীবে যাহার কৃপায়।
আপনি করিয়া কর্ম্ম জগতে দেখায়।।
এহেন কর্ম্ম করে জীবগণ হিতে।
অটল হইয়া রহে এহেন শোকেতে।।
লোকে না জানিতে পারে শোকের আভাস।
সবাকার মনে বলে সুমধুর ভাষ।।
বহুদিন কেটে যায় এহেন ভাবেতে।
ক্রমেই উন্মাদ ভাব মাতার হৃদেতে।।
সত্যভামা মা আমার কি যেন ভাবিয়ে।
বলে মর্ম্মান্তিক বাণী ভকতে হেরিয়ে।।
মস্তকে আঘাত কর ওহে বাপধন।
নাহি সহে আর এই অসহ্য যাতন।।
এমত ভাবেতে মাতা বলে বার বার।
কেহ না বুজিতে পারে কারণ তাহার।।
সবে ভাবে একি ভাব হইল মাতার।
কেহ বা শুনিয়ে তাহা হ'ত চমৎকার।।
কেহ মনে মনে সন্দিগ্ধ হইত।
ইতি উতি চিন্তে কেহ বুঝিতে নারিত।।
মর্মান্তিক বাণী শুনি কোন মহাত্মন।
মনে মনে নানা কথা করিত চিন্তন।।
ক্ষণে ক্ষণে অন্তরেতে হইত দুঃখিত।।
মর্মান্তিক বাণী শুনে হইল ভাবিত।।
যখনেতে পুত্রহারা হইল জননী।
তখনেতে নাহি মাতা বলে হেন বাণী।।
এবে কেন এই মত করে নিশিদিনে।
কেহ না বুঝিতে কভু পারে কোন জনে।।
অবশ্য ইহার মাঝে আছয় কারণ।
নহে মাতা কেন বলে এহেন বচন।।
নিজপুত্র বিয়োগেতে থাকিল অচলা।
সেই মাতা আজ কেন হইল চঞ্চলা।।
বড় মর্ম্মান্তিক হয় কারণ ইহার।
কে বুঝিয়ে এই তত্ত্ব কত সূক্ষ্ম সার।।
সর্ব্বজীবগণ তরে ক'রেছে এমন।
দুর্নিবার দুঃখ পাবে যত জীবগণ।।
অতীব নীরয় পথে ছুটে জীব যত।
তাই হেরী মাতা মোর হ'ল মর্ম্মাহত।।
জীবের দুগতি মাতা হেরে অনিবার।
তাই মাতা হেনভাবে করে হাহাকার।।
সর্বজীবে সম দয়া বিশ্ব প্রসবিণী।
সবার জন্যেতে এত আকুল পরাণী।
কলি ঘোর মায়াজালে বদ্ধ জীবগণ।
পরিণাম চিন্তি মাতা ক'রেছে এমন।।
আত্ম সুখী কর্ম করে হরি প্রেমে বাম।
পর সুখী করে কর্ম্ম ধরে প্রেম নাম।।
কলিজিব আত্মসুখী হরি প্রেমে বাম।
দিনান্তে না লয় মুখে শ্রীগুরুর নাম।।
যদি কেহ কোন ভাবে ডাকে গো তাহারে।
পূর্ণ মাত্রা আত্মসুখ তাহার মাঝারে।।
নিস্বার্থ ভাবেতে কেহ ডাকে না ঠাকুরে।
সে দুঃখে দুখিত মাতা সতত অন্তরে।।
অধিকাংশ জীবগণ পিতৃধর্ম্ম ত্যাজি।
অনুক্ষণ মদগর্ব্বে আছে সবে মজি।।
অধিকাংশ লোকে করে অধর্ম আচার।
সম্মানী ব্যাক্তির পরে করে ব্যভিচার।।
অনাচার ব্যভিচার কর্মে রত হয়।
তাই হেরে মাতা মোর করে হায় হায়।।
কেহ বা আকুল হয়ে বলে হরি হরি।
সেই ভাব নষ্ট করে তার নিজ নারী।।
সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিত নিজ পুত্র সম।
অনেকেই করে কর্ম্ম ধর্ম্ম ব্যাতিক্রম।।
কেহ নাহি বিশ্বধর্ম করয় রক্ষণ।।
হইয়ে বিপদ পন্থী চলে অনুক্ষণ।
কেহ নাহি করে চিন্তা নিজ পরিনাম।।
নিস্বার্থ ভাবেতে কেহ না এল শ্রীধাম।।
না চিনিল বিশ্ব পিতা গুরুচাঁদ নিধি।
হেরিয়ে বিশ্বমাতার ফেটে যায় হৃদি।।

তাই মাতা পেয়ে সেই অসহ্য যাতন।
বলিতেছে বারে বারে এহেন বচন।।
এই কর্ম্ম অনুযোগে দুর্দ্দশা হ'য়েছে।
নদীতে না রহে বারি ফল নাই গাছে।।
অফলা হইল ধরা কলি ব্যবহারে।
দুঃখ নিশি সুপ্রভাত না হ'ল এবারে।।
দুঃখ বিনাশিতে এসে তাহা না পুরিল।
দুঃখের অনলে দেশ দগ্ধিভূত হ'ল।।
বিলাইল অকাতরে প্রেম মহাধন।
লভিয়ে সবাই হ'ল প্রফুলি-ত মন।।
কেহ পেয়ে সেই ধন যত্ন না করিয়ে।
পরের রমণী হস্তে দিল গো বিলিয়ে।।
কেহ বা বিধবা হস্তে করিল অর্পণ।
মহাপ্রেমধন পেয়ে না হ'ল যতন।।
ভস্ম মধ্যে যথা করে মাণিক্য ক্ষেপণ।
সুনির্ম্মল প্রেম কেহ করিল তেমন।।
কি যে অমূল্য রতন পৃথিবীতে এনে।
যতন করিয়া দিল কলিজীব গণে।।
যে ধন নাহিক পেল যোগী ঋষিগণ।
যাগযজ্ঞ করি প্রাপ্ত নহে এই ধন।।
একবিন্দু পেয়ে ভোলা হইল সন্যাসী।
শ্মশানে করিল বাস তাজে স্বর্ণ কাশী।।
আর কিছু পেয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি অধিকারী।
চতুর্ম্মুখে অনুক্ষণ বলে হরি হরি ।।
ধন পেয়ে হীরামন গোলোকে পাগল।
অনুক্ষণ মুখে বলে জয় হরিবোল।।
গৃহী হয়ে গৃহ করি হরিব গৃহেতে।
হরিচাঁদ মুর্ত্তি রাখে তাহার মাঝেতে।।
বিমান আরোহী হ'ল এধন পাইয়া।
রূপ নেহারিয়ে থাকে প্রমত্ত হইয়া।।
ধন প্রতি যত্ন করি হ'ল লক্ষ্য জয়ী।
হীরামন শ্রীগোলোকে ভুবন বিজয়ী।।
অষ্টাদশ জন ছিল সে কালে মানুষ।
ধনেতে হইয়ে মত্ত থাকিত বিহুষ।।
সেই ধন পেয়ে এবে বিশ্বাবাসী সবে।
যত্ন না করিল শুধু মজিয়ে গৌরবে।
সবে হৃদি প্রাণ দিয়ে করিত যতন।
শস্যহীনা বসুন্ধরা হ'ত না কখন।।
ধনের অযত্ন হেরী ধনেশ্বরী মাতা।
সন্তান মঙ্গল তরে হেন ব্যাকুলিতা।।

যদি কেহ ধনবান হয় বিশ্ব মাঝে।
বহু ভ্রাতা সংসারেতে সতত বিরাজে।।
মাতাই প্রকৃত লক্ষ্মী হয় ধনেশ্বরী।
পিতা হয় সদা বটে ধন অধিকারী।।
বহুক্ষণ থাকে দোহে নামে প্রেমে রত।
দিবানিশি করে পান হরিনামামৃত।।
তাদের সন্তান যদি বিপথেতে যায়।
কত বড় দুঃখ বল তাদের হৃদয়।।
পুত্রগণে এনে দেয় পরের দুহিতা।
তাই পেয়ে যদি তারা ভোলে পিতামাতা।।
যদি তারা নারী বলে কাটায় জীবন।
পিতামাতা প্রতি লক্ষ্য বা করে কখন।।
সেই দোষে যদি তারা অধঃপথে ধায়।
অন্নাভাবে সদা যদি করে হায় হায়।।
পুনঃ পুনঃ পিতামাতা ধন দান করি।
পুত্রপ্রাণ রক্ষা করে দিবস শর্ব্বরী।।
তবু সেই ধন যদি অপরে বিলায়।
কিম্বা কোন মন্দ কর্মে তাহা করে ব্যয়।।
তা হ'লে সেই পিতামাতা কত কষ্ট পায়।
পুত্রের মঙ্গল তরে করে হায় হায়।।
ক্রমে ক্রমে হয় যদি অসহ্য যাতনা।
শেষে কিন্তু মাতা আর সহিতে পারে না।।
পরিণাম জেনে মাতা করেন রোদন।
পুত্র প্রতি বলে শেষে এরূপট বচন।।
তোদের লাগিয়ে আমি কাঁদি নিরবধি।
তোরা তাহা না বুঝিয়ে দুঃখ দিস যদি।।
তবে আর কেন মোরে রাখিস ধরায়।
প্রহার করিয়ে শিরে করে দে বিদায়।।
অসহ্য যাতনা আর পারিনা সহিতে।
আর কেন বেচে বল থাকিব জগতে।।
দুঃখের আবেগে বলে এসব বচন।
তাই সত্যভামা মাতা বলে অনুক্ষণ।।
কেহ না বুঝিলে কভু কারণ ইহার।
কেন মাতা হেনভাবে করে হাহাকার।।
এইমত বলে মাতা দিবস যামিনী।
তার মাঝে আছে এক অপূর্ব্ব কাহিনী।।
গর্ভজ সন্তান তবে মাতা না কাঁদিল।
বিশ্ববাসী পুত্রগণে কোলে তুলে নিল।।
পুত্রশোক পাশরিল পেয়ে ম'তোগণে।
পুত্রস্নেহ করে সবে কত না যতনে।।

বাৎসল্যের বিমল ধারা করে বরিষণ।
নিজ হস্তে অন্ন দিয়ে করেছে পালন।
দোহে মিলি সকরুণে ডাকে সবাকারে।
বিপথ হইতে তোরা সবে আয় ফিরে।।
কোলে নিব সযতনে আয় বাছাধন।
সহিব তোদের সব প্রেমজ্বালাতন।।
তাতে বরং হৃদি মাঝে পাব প্রেম সুখ।
সর্ব্বাশোক পাশরিব জুড়াইব বুক।।
চেয়ে দেখ নাথ পানে কি দশা তাহার।
তোদের লাগিয়ে শুধু করে হাহাকার।।
চর্ম্ম চক্ষু হারিয়েছে শুধু কাঁদি কাঁদি।
ডেকে বলে ছুটে আয় সবে ওড়াকান্দি।।
বহুদিন এসেছিল সবাই বিদেশে।
ভুলেছিস মুল তত্ত্ব কামিনীর বশে।।
আয় আয় ছুটে আয় ওরে পুত্রগণ।
জনক জননী মোরা এসেছি দুজন।।
ওড়াকান্দি হইয়েছি মানুষ অবতার।
আয় পুত্র কন্যাগণ করে দিব পার।।
অকুল বারিধি পারে এসেছিল তোরা।
তোদের কারণে এই দেশে এনু মোরা।।
পারে নিতে আনিয়েছি নামের তরণী।
রেশম রক্তিম বর্ণের ছইখানি।।
নাম সুধা খেতে দিব ভব ক্ষুধা যাবে।
দেশের সকল কথা মনেতে পড়িবে।।
সাজিতে হবে না আর বিদেশীর সাজ।
খেয়ে দেখ কত মধু আছে মম মাঝ।।
যত খাবি তত পাবি বিমল আনন্দ।
হৃদয় প্রফুল- হবে যাবে নিরানন্দ।।
বিন্দুমাত্র খেয়ে দেখ নারিবি ভুলিতে।
দুর্ব্বলের বল হয় শ্রীহরি নামেতে।।
অন্য আশা না জাগিবে হরিনাম বিনে।
প্রবল হইবে ক্ষুধা নিশি কিম্বা দিনে।।
এনেছি গোলোক হ'তে এই মহা-সুধা।
খেয়ে দেখ এক বিন্দু যাবে সব ক্ষুধা।।
মায়া ফাঁস কেটে যাবে বল হরি বল।
আর কেন বৎসগণ ভুঞ্জে হলাহল।।
এমত ভাবেতে প্রভু ডাকে অনিবার।
তবু নাহি শুনে কর্ণে করি ব্যভিচার।।
এ কারণ জগতমাতা এমত করিল।
কবি কহে দিন গেল হরি হরি বল।।

মহাপ্রভুর পুনরায় আমড়িয়া গমন

যেইদিন মোল-াকাঁদি যান দয়াময়।
রাজেন্দ্র বিশ্বাস ঘরে হলেন উদয়।।
কথা ছিল আমড়িয়া করিবে গমন।
সেই কথা নীলরত্ন করে উত্থাপন।।
ওহে প্রভু কিবা হ'বে তাহাদের গতি।
আপনি বিহনে আর নাহিক নিস্কৃতি।।
আপনার তত্ত্ব কভু তারা নহে জানে।
যদি কোন ভাব জাগে তাহাদের মনে।।
কিম্বা যদি আপনার প্রতি হয় কষ্ট।
আজীবন ভরি তারা পাবে বহু কষ্ট।।
তাহাদের ঘটিবেক সদা অমঙ্গল।
আপনি করুণ প্রভু সবার মঙ্গল।।
এইমত বলি কাঁদে শ্রীনীলরতন।
আরো তাহে বলে কত মধুর বচন।।
বংশ উদ্ধারিল ভগীরথ গঙ্গা এনে।
আমার বাসনা তাই ছিল প্রভু মনে।।
সেই পদ হ'তে উচ্চ আপনার পদ।
সবংশে উদ্ধার হবে ঘুচিবে বিষাদ।।
আমা হ'তে না হইল বংশের উদ্ধার।
শুধু আমি করিলাম সবাকে সংহার।।
এমত আবেগ ভরে ক'রেছে রোদন।
দুখানলে হৃদিখানি দহে অনুক্ষণ।।
এদেশে না রব আমি পশিব কাননে।
পর্ব্বত কান্তারে গিয়ে মরিব জীবনে।।
কাঁদিতে কাঁদিতে হ'ল শ্রীধামে উদয়।
এ সংবাদ আমড়িয়া ক্রমেতে পৌছায়।।
হরিনাথ রায় শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।
রতিকান্ত হরবিলাস প্রেমানন্দ রায়।।
শ্রীরাসবিহারী কোটিশ্বর শ্রীমনীন্দ্র।
শ্রীরাইচরণ-সৃষ্টিধর আদি বৃন্দ।।
সবে মাত্র উঠিলেন এক নৌকা পরে।
কেঁদে কেঁদে বাহে তরী অতি বেগ ভরে।।
মল-াবিলে এসে কহে শ্রীশরৎ রায়।
শুন হে ভাই মম হরিনাথ রায়।।
মহাপ্রভু ঠাঁই গিয়ে কি বলিব মোরা।
এতেক বলিয়ে পুনঃ হয় আত্মহারা।।
এইভাবে মত্ত হ'য়ে শ্রীধামে উদিল।
নীলরতনের প্রতি বলিতে লাগিল।।

প্রভুকে লইয়ে কেন গৃহে নাহি গেলি।
কেন মোরে হেনভাবে নাকাল করিল।।
হৃদি দহে দুঃখানলে কটু ওর বাণী।
নীল রতনের হৃদে বহে তরঙ্গিণী।।
তাহা হেরি সবাকার চক্ষে বহে বারি।
নীলরত্ন কেঁদে বলে কি দিয়ে নিবারি।।
তথা ছিল রাধানাথ মৃধা মহাশয়।
তিনি গিয়ে সেই কথা প্রভুকে জানায়।।
অষ্টাদশ জন লোক কাঁদিতে কাঁদিতে।
আসিয়েছে ওহে প্রভু আমড়িয়া হ'তে।।
প্রভু বলে সত্য নাকি ওহে বাছাধন।
যাও বাপ তা সবাকে করহ যতন।।
খেতে দাও সবাকারে অতীব ত্বরায়।
একজন যেন কভু বাকী নাহি রয়।।
নীলরত্ন তৎপূর্বে গিয়ে মাতৃ পাশে।
খাওয়াইল সবাকারে পরশ হরিশে।।
সেবা অন্তে সর্বজন বিশ্রাম করয়।
হইল অদ্ভুত সেবা প্রভুর কৃপায়।।
বাটীস্থ সবার ভোজ হ'য়ে গেছে শেষ।
কিছু নাই সব দ্রব্য হ'ল অবশেষ।।
নীলরত্ন যবে যায় মায়ের নিকটে।
বিনয় বচনে বার্তা বহে করপুটে।।
মাতা বলে কিবা আছে দেখি একবার।
কোন মাতা বলে মাগো কিছু নাই আর।।
সবার ভোজন এবে হইয়াছে শেষ।
অনুকণা নাহি আর সব অবশেষ।।
শুনে মাতা সত্যভামা অন্নপূর্ণা বেশে।
ধীরে ধীরে গিয়ে রান্না ঘরেতে প্রবেশে।।
শুভ দৃষ্টি করে মাতা শূণ্য হাড়ি পরে।
হাড়ি দুখ উঘাড়িয়ে নয়নে নেহারে।।
অন্নপূর্ণা হাড়ি সেই ধুম্র বাহিরায়।
নীল রতনেরে ডেকে বলিলেন মায়।।
ডেকে আন সবাকারে কারও ভোজন।
পূর্ণ এক হাড়ি অন্ন আছে বাছাধন।
সেই অন্নে সবাকার হইল ভোজন।
এহেন অপূর্ব্ব লীলা না হয় কখন।।
শূণ্য হাড়ি পূর্ণ করে মাতা সত্যভামা।
অন্নপূর্ণ জগদ্ধাত্রী গুরুচাঁদ বামা।।
বর্ণিতে শকতি নাই মায়ের কাহিনী।
ওড়াকাঁদী আছে মাতা গণেশ জননী।

এইভাবে সর্ব্বজনে অন্নদান করি।
তোষিল ভকতগণে নিজে কৃপা করি।।
অপরেতে মহাপ্রভু বলে তা সবারে।
অদ্য সবে যাহ চলি আপন বাসরে।।
ভাদ্র মাসে শেষ দিনে যাইব নিশ্চয়।
অন্যথা হবে না শুন হরিনাথ রায়।।
প্রভুর প্রবোধ বাক্যে সবে শান্ত হৈল।
বিদায় লইয়ে সবে গৃহেতে চলিল।
নির্দ্ধারিত দিন যবে হইল উদয়।
ভক্তগণে ডেকে বলে প্রভু দয়াময়।।
আমড়িয়া যেতে হবে সাজহ ত্বরিতে।
সবে মিলি এক ঠাঁই হও হে বাটীতে।।
মহাপ্রভু সনে চলে আদিত্য ঠাকুর।
কিবা যেন খেলে প্রভু অতীব মধুর।।
শ্রীগঙ্গাধর পণ্ডিত শ্রীশশী পণ্ডিত।
বিদ্যাবলে হইয়াছে মানস মন্ডিত।।
শ্রীকেদারী মিস্ত্রি আর অভিমন্যু।
লেংটা শ্রীনাথ চলে মেঘ বর্ণ তনু।।
দীননাথ কুঞ্জ মৃধা আর সিদ্বেশ্বর।
মধুসুদন বিশ্বাস রাইচরণ আর।।
গোসাই নেপাল চলে মনের আনন্দে।
হরিধ্বনি করি চলে মতুয়ার বৃন্দে।।
খাগাইল গ্রাম মধ্যে যখনে উদয়।
প্রভু তরী ঠেকাইল ভোলানাথ রায়।।
গৃহে নিয়ে ভক্তিভরে পুজিল চরণ।
দুগ্ধ সেবা করাইল করিয়ে যতন।।
তথা হতে আমড়িয়া করিল গমন।
হরি ব'লে বাহে তরী মতুয়ার গণ।।
উদয় হলেনযবে রায়দের ঘরে।
হুলুধ্বনি মুহুর্মুহু পড়ে চারি ধারে।
হরিনাথ আশাপথ পানে চেয়ে ছিল।
ঘন ঘন বারি যথা চকরে পাইল।।
সেইভাবে পেল অদ্য হরিনাথ রায়।।
বয়ান বাহিয়া তার অশ্রুধারা বয়।
নবঘন বারিপেয়ে আঁখি ছল ছল।
প্রেমানন্দে নেচে বলে বল হরি বল।।
প্রভু তরে করিয়েছে উত্তম আসন।
তদুপরি বৈসে অদ্য ভকত রঞ্জন।।
নীলরত্ন শ্রীপ্রভুর শ্রীপদ ধোযায়।
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে পদোদক খায়।।

প্রভু অঙ্গে মাখিলেন অগুরু চন্দন।
ফুলহার প্রভু কণ্ঠে করিল অর্পণ।।
হরিকথা আলাপন হইল তথায়।
শুনিয়ে সবার চিত্ত হ'ল দ্রবময়।।
পরে মোর মহাপ্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
যোড়াদাড় চলিলেন হরষিত মন।।
সেই গ্রামে ভক্ত মহাদেব নামে।
প্রমত্ত হয়েছে হরি গুরুচাঁদ প্রেমে।।
পথপানে চেয়ে আছে যেমন চাতক।
হেরিয়ে প্রভুর তরী পরম পুলক।।
মতুয়ার গণ সবে বলে হরি হরি।
মহাদেব ঘাটে গিয়ে লাগাইল তরী।।
গললগ্নি কৃতবাসে আসিয়ে দাঁড়ায়।
শতধারে প্রেমধারা বক্ষ পরে রয়।।
তার গৃহে বসিলেন ভক্তগণ সনে।
কেহ কেহ হরিনাম করিছে প্রাঙ্গণে।।
বহুলোক উপনীত হইল দ্বারেতে।
ঠেলাঠেলি করে সবে প্রভুকে হেরিতে।।
অন্তর্য্যামী প্রভু মোর অন্তরে জানিল।
বাহিরে বসিব বলে সবারে বলিল।
এত শুনি স্বস্বব্যস্তে মতুয়ার গণ।
শ্রীহরি মন্দির স্থানে পাতিল আসন।।
তথা গিয়ে বসিলেন প্রভু দয়াময়।
প্রেমানন্দে সর্ব্বজনে দর্শন করয়।।
বহুক্ষণ হ'ল তথা নাম সংকীর্ত্তন।
অপরেতে প্রেমভরে করেন ভোজন।।
মহাদেব বালা হয় প্রেমেতে মগন।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে হ'য়েছে এমন।।
তথা হ'তে মহাপ্রভু উঠিল নৌকায়।
আদিত্য ডাক্তার এসে প্রণমিল পায়।।
বলে প্রভু মম গৃহে চলুন এখন।
এই গ্রাম মাঝে হয় বসতি ভবন।।
প্রভু বলে শুধু মাত্র ঘাটেতে লাগাব।
পুনরায় আমড়িয়া সত্বরে পৌছিব।।
তাহাতে স্বীকৃত হ'ল আদিত্য ডাক্তার।
প্রভুকে লইয়ে চলে আপনার ঘর।।
ঘাটেতে লাগায় তরী বলে হরি হরি।
হুলুধ্বনি করে যত পুরবাসী নারী।
সুসম্মান রক্ষা করে অতি সমাদরে।
তথা হ'তে প্রভু মোর চলে অন্য ঘরে।।
আমড়িয়া এসে প্রভু দিল দরশন।
নাম কীর্ত্তনেতে পুনঃ সবাই মগন।।
পুনরায় আমড়িয়া তরঙ্গ বাড়িল।
প্রেমের পাথারে সবে ভাসিয়ে চলিল।।
মহাপ্রভু ঠাঁই এসে বাটীস্থ সকলে।
প্রকৃত গৃহে ভ্রমিবারে বলে কুতুহলে।।
প্রহাপ্রভু করিবারে ভকত রঞ্জন।
প্রতি গৃহে ভ্রমিলেন ল'য়ে ভক্ত গণ।।
সবাকার মনোস্তুষ্টি করি দয়াময়।
পূর্ব্বস্থানে আইলেন আনন্দ হৃদয়।।
প্রেমভরে ভোজ ক্রিয়া সমাধা হইল।
শয্যাপরে প্রভু মোর বিশ্রাম লভিল।।
হরি বলি ভীর দিয়ে মতুয়া সকল।
ভোজন করিল সবে ব'লে হরি বল।।
নীলরতনের আর আনন্দ ধরে না।
পূরণ হইল তাঁর মনের বাসনা।।
হরিনাথ অত্যানন্দ পাইল হৃদয়।
ভক্তিভরে পদপ্রান্তে ধরণী লোটায়।।
আমড়িয়া সাবিগণ হ'ল ধন্য ধন্য।
শুধুমাত্র হয় নীল রত্নের সৌজন্য।।
এইভাবে আমড়িয়া মহানন্দ হ'ল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শ্রীধাম ওড়াকান্দি রাসলীলার বিবরণ

শুন শুন ভক্তগণ অপূর্ব্ব কাহিনী
কিবা খেলে প্রভু গুরুচাঁদ চিন্তামণি।।
শ্রীধামেতে রাসলীলা করে কি কারণ।
বলিতে বাসনাচিতে সেই বিবরণ।।
প্রভু কেন করে রাস স্বয়ং হইয়ে।
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব না পাই ভাবিয়ে।।
একদিন শুনিলাম প্রভুর শ্রীমুখে।
বলিলেন ভক্ত ঠাঁই পরম কৌতুকে।।
দেবগণ শ্রীধামেতে হইয়ে উদয়।
ঠাকুরের ঠাঁই কহে করিয়া বিনয়।।
ওহে শ্রীঠাকুর মোরা করি নিবেদন।
এ বাটীতে স্থান মোর মাগী সর্বজন।।
আমাদের বড় বাঞ্ছা এ বাড়ী থাকিতে।
বাঞ্ছাপূর্ণ কর প্রভু এ বাসনা চিতে।।
আপনি থাকেন হেথা ভক্তগণ সনে।
হরিনাম গুণ গান করে ভক্তগণে।।

অনুক্ষণ ভাসিছেন প্রেমের তুফানে।
সে প্রেমে বঞ্চিত প্রভু মোরা রব কেনে।।
স্থান মাগী সে কারণ ওহে দয়াময়।
কৃপা করি এ বাটীতে দিবেন আশ্রয়।।
প্রভু গুরুচাঁদ তাহে হ'লেন স্বীকার।
সেই হ'তে হ'ল এই রাসের প্রচার।।
আর এক ভাব তাহে শুন সাধুগণ।
লক্ষ্মী নারায়ণ মুর্ত্তি রাসে কি কারণ।।
বৃন্দাবনে রাসলীলা করে নন্দসূত।
সুমধুর রাসলীলা বড়ই অদ্ভুত।।
শ্রীরাসবিহারী সনে শ্রীরাই কিশোরী।
মহানন্দে করে রাস ল'য়ে গোপনারী।।
রাধাকৃষ্ণ রাস করে জানে সর্বলোকে।
বৃন্দবন লীলা গ্রন্থে কবিগণ লিখে।।
ওড়াকান্দি রাসলীলা না হয় তেমন।
মুর্ত্তি হেরে মনে হয় লক্ষ্মী নারায়ণ।।
না দেখি শ্রীকৃষ্ণ মুর্ত্তি না দেখি শ্রীরাধা।
তাহাতে অন্তরে মোর হ'ল বড় ধাধা।।
বহুভাবে মনে মনে করিল ভাবনা।
মুল তত্ত্ব জানিবারে হইল ধারণা।।
কিন্তু তাহা নাহি পাই করিয়ে সন্ধান।
তাহাতে হইল মম আকুল পরাণ।।
শেষে এক মহাজন করিল প্রকাশ।
শ্রবণে হৃদয় তাহে বাড়িল উল-াস।।
কিন্তু এর মর্ম অর্থ আমি নহে জানি।
শুধুই ভরসা সেই মহাত্মার বাণী।।
শুনিলাম এই রাস হয় কি কারণ।
সত্যহ রাসের মুর্ত্তি লক্ষ্মী নারায়ণ।।
প্রভুর মনের ভাব কেহ নহে জানে।
এই মুর্ত্তি শ্রীমুর্ত্তির সঙ্গে সম্মিলনে।।
তার অনুগত কর্ম্ম কর সর্ব্বজন।
যেই গৃহে যত যত আছে রামাগণ।।
প্রতি গৃহে নিয়ে এই রাসের করণ।
পতি সনে থাক সদা হরষিত মন।।
কায়মন বাক্যে সবে ভজ নিজ পতি।
পতি হয় একমাত্র রমণীয় গতি।।
পতিপদে ভজ সদা নিজে থেকে সতী।
তাহাতে সন্তোষ হবে অগতির গতি।।

শ্লোক

গুরুরাগ্নি দ্বিজাতিনং ব্রাহ্মণ বর্ণনাং গুরু।
পতিরেক গুরুস্ত্রীনাং সর্বসভ্যাগত গুরু।।

ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু জানে সর্বজন।
নারীর প্রকৃত গুরু স্বামী সেই জন।।
পতিই পরম গুরু শাস্ত্রেতে বাখানী।
পতিকে যে হীন ভাবে ভ্রষ্টা সে রমণী।।
পতি তুষ্ট হ'লে হন নারায়ণ তুষ্ট।
পতিকে বেদনা দিলে প্রভু হন রুষ্ট।।
মৌখিকে কথিত আছে জানে বহুজন।
অনেকেই সেই কথা করে উত্থাপন।।
সতী রমণীর পতি পর্বতের চুড়া।
অসতী নারীর পতি ভগ্ন তরী গুরা।।
প্রকৃত ভাবেতে সত্য জানিও নিশ্চয়।
এই বাক্য মাতৃগণ রাখিত হৃদয়।।
পতি সম গুরু নাই ত্রৈলোক্য মাঝারে।
বহু গ্রন্থে কবিগণ লিখেছে সাদরে।।
লস্মী এবে সীতা রূপে জনকের ঘরে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক রামে পতি পেল পরে।।
রামায়ণে ব্যক্ত আছে সীতার কাহিনী।
বনে গিয়ে কত দুঃখ পেয়েছিল ধনী।।
রাবণে হরিয়ে নিয়ে লঙ্কার মাঝারে।
ছলিবারে কত কথা বলিল সীতারে।।
সে কথায় কর্ণপাত না করি কখন।
একমাত্র গতি সেই রাজীব লোচন।।
বহু দুঃখ পেয়ে তবু নাহি ত্যজে পতি।
সতীর মাহাত্ম্য দেখাইল সীতা সতী।।
আর এক কথা মম জাগিল হৃদয়।
সে সব লিখিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়।।
মহাভারতের মাঝে লিখে ব্যাস মুনি।
সাবিত্রী সত্যবানের অপূর্ব কাহিনী।।
পতি সনে গিয়েছিলেন গহন কাননে।
দৈবেতে মরিল সত্যবান সেই বনে।।
যমেরে সন্তুষ্ট করি পেল পতি প্রাণ।
সতীত্বের গুণে মৃত পতি প্রাণ দান।।
বাচাইল মৃত পতি সতীত্বের গুণে।
বুদ্ধিবলে সুকৌশলে জিনিল শমনে।।
সেইমত হও সবে যত মাতৃগণ।
অকালেতে না হইবে পতির মরণ।।
নারায়ণ স্বরূপেতে ভজ নিজ পতি।
ইহকালে পরকালে না হবে দুর্গতি।।
হৃদয় মাঝারে সবে ভজ পতি পদ।
ধনে বংশে লক্ষ্মী বৃদ্ধি বাড়িবে সম্পদ।।

অবশ্য করিবে কৃপা গোলোকের পতি।
সাধুগণ বলে এই মধুর ভারতী।।
পবিত্র থাকিবে সদা কর গৃহ কর্ম্ম।
এসব আচার দেখ এই গৃহ ধর্ম।।
যদিও পতির মৃত্যু অগ্রভাগে হয়।
সে সতীরে রক্ষা করে প্রভু দয়াময়।।
সেই নারী চিন্তে সদা পতির চরণ।
সতীর মাহাত্ম্য গীত গাহে সর্ব্বজন।।
পুরুষেরা সাবধান হও এইবার।
মেয়েদের প্রতি নাহি কর অত্যাচার।।
এক নারী ব্রহ্মচারী প্রভু মুখ বাক্য।
দৃঢ় করি সেই বাণী হৃদে কর ঐক্য।।
হাতে কর গৃহ কর্ম্ম মুখে বল হরি।
মাতৃতুল্য জ্ঞান সদা কর পর নারী।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হও সর্ব্বজন।
কল্যান করিনে প্রভু সত্য এ বচন।।
তাহার প্রমাণ এবে শুন সাধুগণে।
শ্রীতুলসী দাস ভাই ভনে সযতনে।।
তুলসীদাস উবাচ ঃ
সত্যবাদীয় ধিত্রস্তং পরীস্ত্রীকা নৈরাশ।
এসকেয়া করকে হরি না মিলকত
জামিল তুলসী দাস।।
পবিত্র স্বভাব হ'য়ে কহ সত্যভাষ।
কভু না করিও সতীর সর্বনাশ।।
স্বামী স্ত্রী যদ্যপি এক হইবারে পার।
অনায়াসে হ'য়ে যবে ভবসিন্ধু পার।।
রুচি রেখ অনুক্ষণ শুধু হরি নামে।
অভাব নাহিক রবে এই ধরাধামে।।
প্রতি গৃহে রাস কর স্বামী স্ত্রী মিলিয়ে।
লক্ষ্মী নারায়ণ তথা উদিবে আসিয়ে।।
লক্ষ্মী নারায়ণ দৃষ্টি যার প্রতি করে।
তার সম ভাগ্যবান কেবা ধরাপরে।।
তাই শিক্ষা দিতে প্রভু এই রাস করে।
এই রাস নিয়ে যাও প্রতি ঘরে ঘরে।।
এক নারী এক স্বামী দুই হ'য়ে এক।।
কিবা হয় প্রেমানন্দ এক হ'য়ে দেখ।
কোন যুগে হেন রাস না হ'য়েছে কভু।
মধুময় রাসলীলা করিলেন প্রভু।।
প্রভুর মনের ভাব পতিত তারিতে।
আপনি করিয়ে কর্ম্ম দেখান জগতে।।
এহেন দয়াল ভবে না মিলিবে আর।
হাতে ধরি পায় ধরি করেন উদ্ধার।।
আপনি করিয়ে কর্ম মরম বুঝায়।
প্রতি জীবে করে দেন সহজ উপায়।।
ভুলিয়ে গিয়েছি মোরা স্বীয় পিতৃ ধর্ম।
কৃপা করি গুরুচাঁদ জানাইল মর্ম।।
লিখে কিবা জানাইব প্রভুর মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নারে সীমা।।
এসব আচরি প্রভু জীবেরে শিক্ষায়।
কে বুঝিবে এই লীলা কত মধুময়।।
প্রতি মানবের করিবারে সুপবিত্র।
ওড়াকান্দি করিলেন লীলার শ্রীক্ষেত্র।।
ক্ষীরোদ বিহারী হরিচাঁদ দয়াময়।
হরিহর পূর্ণ মূর্ত্তি তাহার তনয়।।
গুরুচাঁদ রূপে হরি করে মহারাস।
কলিযুগে ভবরোগ করিতে বিনাশ।।
বড়ই সুযোগ হ'ল পুষ্পবন্ত যুগে।
শুভদিন সমাগত কলিজীব ভাগ্যে।।
আর কিছু বলিবার মনে হ'ল আশা।
শ্রীগুরুচাঁদের পদ করিয়ে ভরসা।।
মল-কাঁদি ছিল ভক্ত নাম মৃত্যুঞ্জয়।
জননী সুভদ্রা কাশীশ্বরী ভার্য্যা হয়।।
জানকী নামিনী হয় তাহার ভগিনী।
আরোপে সাজিয়ে ছিল হরি চিন্তামণি।।
মৃত্যুঞ্জয় গিয়েছিল আনিবারে হরি।
আশা পথ পানে চেয়ে ছিল তার নারী।।
আরোপে দেখিল প্রভু তালতলা এল।
তখন জানকী প্রতি কহিতে লাগিল।।
আর কেন ননদিনী আরোপে থাকিবা।
অনুমান ছেড়ে কর বর্ত্তমান সেবা।।
আর কেহে ননদীকে মধুর বচনে।
পদ্ম দিয়ে পাদপদ্ম সাজিলি না কেনে।।
আরোপে হেরিল ধনি প্রভুর এ সাজ।
হরিলীলামৃত গ্রন্থে লিখে রসরাজ।।
বুঝে দেখ এই গৃহে সে কেমন রাস।
যেই গৃহে যেতে প্রভু পরম উল-াস।।
একদিন সেই গৃহে যান দয়াময়।
পদ্মবনে ফুল তুলে সাধু মৃত্যুঞ্জয়।।
আরোপে হেরিল তার নারী কাশীশ্বর।
মা বলে ডাকেন তারে আপনি শ্রীহরি।

স্বামী স্ত্রীর এক প্রাণ এক দেহ সম।
ঐক্যতার একতার নহে ব্যতিক্রম।।
প্রতি গৃহে হয় যদি এরূপ লক্ষণ।
অবশ্যই থাকে বশঃ লক্ষ্মী নারায়ণ।।
লক্ষ্মীরূপা নারী হয় পতি অনুগতা।
স্বামীর বচন নাহি যে করে অন্যথা।।
স্বামীকে ভাবয় যদি দেবতা স্বরূপ।
অনায়াসে তরে যায় ভবমায়া কূপ।।
তার বাধ্য নারায়ণ বিনা সাধনাতে।
এমত বচন শুণি সাধুর মুখেতে।।
পুরুষেরা সব গৃহ ভাবয় সমান।
পরনারী করে যদি মাতৃতুল্য জ্ঞান।।
আচারে লক্ষ্মীস্বরূপা বিচারে পণ্ডিত।
অবশ্যই হয় তার মানস মণ্ডিত।।

শে-াক

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি ! পণ্ডিত।।
এই জ্ঞান ভ্রাতাগণ সবে কর লাভ।
প্রভুর হইবে কৃপা ঘুচিবে অভাব।।
পরহিতে থাকি রত জীবন কাটাও।
ভগবান বাধ্য হ'রে মিথ্যা কভু নও।।
এখনও জীবগণ হও হে, চৈতন্য।
আমাদের তরে হরিচাঁদ অবতীর্ণ।।
ধন্য পরিবারে এই কলিজীবে প্রাণ।
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ রূপে বর্ত্তমান।।
শিক্ষা দিল পরমার্থ রাসলীলা করি।
প্রেমানন্দে থেকে সদা বল হরি হরি।।

শ্রীধামে দোলপূজা

শুন শুন সবে এক আশ্চর্য্য কথন।
একদা নিশীতে এল দেবতাগণ।।
দেববালা গণ সবে অন্তরালে রয়।
বড়ই অদ্ভুত কথা অত্যাশ্চর্য্য ময়।।
অস্বাবিক কর্ম্ম শুনিতে চমৎকার।
আনন্দে আইলে সবে ঠাকুর গোচর।।
করিতেছে সবিনয় বলিতেছে বাণী।
আমাদের নিবেদন শুন চিন্তামণি।।
করিতে ব্রজের লীলা মোদের বাসনা।
কৃপা কর যদি প্রভু পূরিবে বাসনা।।
বৃন্দাবনে দোলযাত্রা করে গোপীগণ।
ওড়াকাঁদি সেই লীলা করিব এখন।।
আপনার বহু ভক্ত আসিয়ে সবায়।
নাম গানে মত্ত হবে প্রফুল- হৃদয়।।
বহিবে প্রেমের বন্যা অতি ক্ষরস্রোতে।
আমরাও সেই প্রেমে সবে যাব মেতে।।
আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিব।
স্বর্গ সুখ হ'তে তাহে সুখী যে হইব।।
মতুয়ার সনে মোরাহরিনাম লব।
কেন বল সেই প্রেমে বঞ্চিত বা রব।।
আপনার কাছে পাব প্রেম মকরন্দ।
মতুয়ার দেহে পাব প্রেমের সম্বন্ধ।।
ধন্য লীলা করেছেন এসে এই যোগে।
কভু হেন ঘটে নাই দেবতার ভাগ্যে।।
মধুর প্রেমেতে কেন বঞ্চিত আমরা।
আমরা শিখিব এই মতুয়ার ধারা।।
মতুয়ার বেশ ধরি মতুয়ার সনে।
করিব মধুর দোল প্রেমানন্দ মনে।।
দেবগণ বাক্য শুনি গুরুচাঁদ বলে।
সব হ'তে পারে দেবতার কৃপা হ'লে।।
যথাযোগ্য স্থান নাই এই বাটী পরে।
হেথায় থাকেন যদি সবে কৃপা ক'রে।।
স্বর্গপুরে যাহাদের বসতি আলয়।
দুগ্ধ ফেনিত শয্যা যাহাদের হয়।।
স্বর্গ সুখে যাহাদের সুখী তনু মন।
দুঃখ সহি কেমনেতে রবে সর্বজন।।
বৃন্দবনে যেই দোল করে গোপীগণে।
বলুন হে আমি তাহা করিব কেমনে।
দেবগণ পুন বলে করি নিবেদন।
আমাদের প্রতি কেন বলেন এমন।
স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠতর এই বাটীখানা।
নবদ্বীপ কাশী আদি না হয় তুলনা।।
গঙ্গা বারানসী গয়া তীর্থ কুরুক্ষেত্র।
তা সবার হতে হয় এই বাটী শ্রেষ্ঠ।।
গোলোক বৈকুণ্ঠ যার সমতুল্য নয়।
তাই জেনে এই বাটী মাগি যে আশ্রয়।।
ওড়াকাঁদি করিলেন চাঁদের বাজার।
সেথা এলে জীবে পায় আনন্দ অপার।।
বিশেষ ভাবেতে মোরা জানি সে কারণ।
নিদয় হইয়ে প্রভু কর না বঞ্চন।

এ বাটীতে কোন ঠাঁই পাই যদি স্থান।
তাহাতেই দেবগণ হবে ভাগ্যবান।।
যত যত হরিভক্ত দেখিবার পাই।
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ তা সবার ঠাঁই।।
দেবগণ পরাজয় মাগী সর্ব্বক্ষণ।
মতুয়ার সঙ্গ পেলে সার্থক জীবন।।
অন্যান্য যুগের ভক্ত যত যত ছিল।
তারা সবে এই যুগে একত্র হইল।।
পূর্ব হ'তে এই যুগে অধিক তেজস্বী।
গৃহে থেকে হ'ল সবে সাধু কি সন্ন্যাসী।।
এদের শক্তির সীমা কভু নাহি হয়।
ব্রহ্মাণ্ড তরিতে শক্তি সবার হৃদয়।।
দোল উপলক্ষে তারা আসিবে সবায়।
তাহাদের সঙ্গে হবে আনন্দ উদয়।।
মহাপ্রভু বলে তবে শুনুন সবাই।
দোলপূজা করিবার শক্তি মোর নাই।
তবে যদি নিন সবে করিয়ে যোগার।
তা হ'লে হইতে পারে দোলের প্রচার।।
চিরদিন সবে মিলি থাকিবেন হেথা।
অঙ্গীকার করিলেন যতেক দেবতা।।
দেবগণ বলে ধন্য হইনু এবার।
রহিব রহিব হেথা করি অঙ্গীকার।।
মতুয়ার সনে মিশি হরিগুণ গা'ব।
নিরবধি তব পদ দর্শন করিব।।
ধন্য প্রভু গুরুচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু।
লঘু দান করিলে সে ফল পাবে গুরু।।
এইভাবে দোলপূজা আরম্ভ হইল।
গুরুচাঁদ প্রতিধ্বনি দেবতা করিল।।
একদিন শ্রীশ্রীনাথ পাগল যে জন।
ভক্তিভরে দোল বেদী করিছে লেপন।।
হেনকালে উপনীত নেপল বিশ্বাস।
মহাজ্ঞানী হ'ন তিনি কাথলী নিবাস।।
শ্রীনাথের প্রতি বলে সেই মতিমান।
মহাপ্রভু করে দোল এ কোন বিধান।।
আমি জানি স্বয়ং মানুষ অবতীর্ণ।
নাহি জানি এই সব করেন কি জন্য।।
শ্রীনাথ পাগল বলে যে জন ক'রেছে।
জিজ্ঞাসা করুণ গিয়ে সে জনার কাছে।।
তিনি নহে দিবে বাদ কাহাকে কখন।
দয়াময় পিতা মোর ভকত রঞ্জন।।
এমন দয়াল কেবা আছে বল ভাই।
সমভাবে কৃপা দান করে সবা ঠাঁই।।
তেই তিনি এই সব করেন প্রচার।
সবাকার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে এবার।।
সে কারণ দোল প্রতিষ্টা হইল।
গুরুচাঁদ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

পর্ব্বউপলক্ষে নাম সংকীর্ত্তন

প্রতি পর্ব পূর্ব্বদিনে আসি যত দেবগণে
প্রেমাবেশে করে সংকীর্ত্তন।
নরবালাগণ সনে এসে দেবালাগনে
হ'ল সবে প্রেমাবিষ্ট মন।।
দূর দেশে ভক্ত যত সবে হ'য়ে প্রেমাশ্রিত
আইসেন ওড়াকাঁদী ধাম।
হরি মন্দির সম্মুখে মত্ত হ'য়ে প্রেমসুখে
করে সুধামাখা হরিনাম।।
কেহ বা প্রভুর পাশে নাম করে মনোল-াসে
হাসে কাঁদে গড়াগড়ি যায়।
প্রেমস্রোত বহে বেগে কেহ মত্ত অনুরাগে
ভীমনাদে গর্জ্জন করয়।।
দেবগণ নরগণে মিলিলেক একসনে
দিবানিশি বলে হরি হরি।
দেবে নরে হরি বলে হয় নাই কোন কালে
হেন লীলা মধুর মাধুরী।।
আসে অদি ভক্তগণ শ্রীগোলোক হীরামন
দশরথ আর মৃত্যুঞ্জয়।
শ্রীলোচন মহানন্দ এল শ্রীতারকচন্দ্র
নাটু ব্রজ মঙ্গল যে হয়।।
বিশ্বনাথ দরবেশ সদা যার প্রেমাবেশ
অক্ষয় ঠাকুর গুণধাম।
মিশ্র শ্রীরাম ভরত তুল্যহীন নিষ্ঠা ভক্ত
দেব সনে মত্ত শ্রী শ্রীধাম।।
ভাবাবেশে গর্জ্জে সবে ভাসমান প্রেমার্ণবে
উন্মত্ত মকর শ্রীগোলোক।
আর আর ভক্ত যত প্রেমরসে সদা মত্ত
তারা সবে সিন্ধু ঘোটক।।
উল-ম্ফ প্রলম্ফ করে ধরা কাঁপে হুহুঙ্কারে
সিংহরবে যথা করী ধায়।
নাম গাহে ম'তোগণে প্রেমে মত্ত সর্বজনে
হাসে কাঁদে গড়াগড়ি যায়।।

এইমত প্রতি পর্বে আসিয়া মতুয়া সর্ব্বে
মিশি যায় দেবতার সনে।
সবে করি হরিনাম পূর্ণ ভক্ত মনোস্কাম
নিজ বাঞ্ছা পুরায় যতনে।।
কে বুঝে প্রভুর তত্ত্ব নিগূঢ় এ পরমার্থ
বর্ণিবারে নাহিক শকতি।
শুধুমাত্র জীব হিতে এসে এই শ্রীধামেতে
লীলা করে সত্যভামা পতি।।
হরিহর মুর্ত্তিপূর্ণ শ্রীধামেতে অবতীর্ণ
কলিজীবে করিতে তারণ।
করি গৃহস্থ্যের কর্ম্ম প্রচারিল সুক্ষ্ম ধর্ম
মাধুর্য্য রাখিয়ে সঙ্গোপন।।
এক বাঞ্ছা নাহি হয় প্রভুর মনেতে রয়
লিখে তাহা কতটুকু বলি।
লিখিবার সাধ্য নাই কি বলে কিবা জানাই
ধন্য ধন্য হইল এ কলি।।
মতোগণ নানা দেশেবাস করে নানাবেশে
থাকি সব আপন আলয়।
পূর্বদিন এলে পরে সবাকেই মনে করে
শ্রীধামে বসিয়ে দয়াময়।।
এসে সবে এক ঠাঁই এক প্রাণ ভাই ভাই
করে সবে প্রেম আলিঙ্গন।
আরো করে নাম গান সুনির্ম্মল হয় প্রাণ
প্রেমাবিষ্ট থাকে তনুমন।।
নেহারিয়ে গুরুচাঁদে আনন্দ না ধরে হৃদে
প্রভু সনে হরি কথা কয়।
পেয়ে নিজ ভক্তগণে অতীব আনন্দ মনে
সুধা দান করে দয়াময়।।
হেরি ভকতেরমুখ হৃদে বাড়ে প্রেমসুখ
সারানিশি রহে জাগরণ।
পুত্রাধিক স্নেহ দানে তোষে যত ভক্তগণে
প্রেম সুধা করি বরিষণ।।
শ্রীমুখের মহাবাণী যেন অমৃতের খণি
আরো করে কৃপা বিতরণ।
যতেক মতুয়াগণে তুষ্ট করে বাক্য দানে
হৃদে ভাবি আপনারগণ।।
কহে কত ধর্ম্ম কথা দুরে যায় মনোব্যথা
তুলনা বিহীন সেই বাণী।
অজ্ঞানের জ্ঞানোদয় করিছেন দয়াময়
ভক্তে দেয় শুদ্ধ প্রেমখনি।।

শুনিয়ে মতুয়াগণ প্রেমাবিষ্ট তনুমন
ভাসে সবে আনন্দ সলিলে।
শুনিলে সে কথামৃত দেহ হয় ভাবাশ্রিত
বক্ষঃস্থল ভাসে আঁখিজলে।।
কারো হয় ভাবোদয় ভুমে গড়াগড়ি যায়
কেহ কাঁদে ফুকারি ফুকারি।
এইমত করে খেলা অতীব মধুর লীলা
এ লীলার যাই বলিহারী।।
ভকতের দশা হেরি প্রভু গুরুচাঁদ হরি
হৃদে পায় অতুল আনন্দ।
ভক্তেরে করিতে ধন্য ওড়াকাঁদী অবতীর্ণ
প্রতি জনে দানে মকরন্দ।।
ভক্তমুখ দরশনে অতুল আনন্দ মনে
সে আনন্দ ভাসে ধরাধাম।
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে করে করতালি দিয়ে
মিষ্টস্বরে করে হরিনাম।।
শুধু ভক্তে হেরিবারে এই সব পর্ব করে
তার কাছে আসে দেবগণ।
হরি হরি বল ভাই এমত হ'বার নাই
প্রভুমোর ভকত রঞ্জন।।
শুধুমাত্র জীবহিতে করে লীলা কত মতে
কেবা হেন পরম দয়াল।
কৃপা করি কৃপাসিন্ধু দান করে কৃপাবিন্দু
ধনী হ'ল যতেক কাঙ্গাল।।
পেয়ে সবে প্রেমধন হইলেন মহাজন
আরো পেল ঠাকুর উপাধি।
গুরুচাঁদ বিনে আর কেহ নাই ত্বারিবার
মায়া ঘোর এ ভব জলধি।।
কেহ বা হ'ল গোঁসাই কেহ সাধু কেবা সাই
কেউ হ'ল প্রেমের পাগল।
কেবল প্রভুর দয়া সবে দিয়ে পদছায়া
মন্ত্রদান শুধু হরিবোল।।
মন্ত্রহরিগুরুচাঁদ কাটিবারে মায়াফাঁদ
এই মন্ত্র দেন প্রতি জীবে।
অন্য অন্য অবতারে হেন ভাবে কৃপা ক'রে
প্রেমধন নাহি দেন ভবে।।
ধন্য এই অবতারে সবাকে লইতে পারে
আইলেন পারের কাণ্ডারী।
ধন্য ধন্য যশোমন্ত ধন্য সাধু রামকান্ত
যার বরে মোরা পাই হরি।।

ধন্যা মাতা অন্নপূর্ণা ধন্যা শতবার ধন্যা
ভক্তিভরে বন্দি মাতৃপদে।
যে মায়ের কৃপাবলেআমার হৃদি কমলে
দেখা যেন পাই গুরুচাঁদে।।
প্রভুর চরিত্র খন্ড সুধা হ'তে সুদাভাণ্ড
পান কর আনন্দে মাতিয়া।
হরিগুরুচাঁদ প্রীতিতে হরি বল আনন্দেতে
ভব ব্যাধিযাবে রে ঘুচিয়া।।
মতুয়াগণ সবে হ'য়ে এক মন।
প্রেমানন্দে করে সবে মধুর কীর্ত্তন।।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পুলক শরীর।
হরি বলে পড়ে ঢলি চক্ষে বহে নীর।।
চাঁদের মেলায় যত দোকানী পসারী।
এক ঠাঁই বসি আছে সারি সারি।।
প্রেমিক খরিদ্দার জুটে কত জন।
কত না বিনয় করে দোকানী সদন।।
ভাব হেরে অত্যানন্দ হ'য়েছে কাহার।
কেহ বা হইল পাত্র প্রভুর কৃপায়।।
নেহারি ভক্তির ভাব কেহ কৃপা করে।
বিশুদ্ধ প্রেমের কথা ব'লেছে তাহারে।।
ওড়াকান্দি হরিগুরুচাঁদ অবতার।
অকুলের কুলদাতা দয়ায় আধার।।
কাঙ্গালের সখা এল দিতে প্রেমধন।
আত্ম সমর্পণ কর ওরে বাছাধন।।
পারের কান্ডারী গুরুচাঁদ দয়াময়।
হেন বন্ধু না মিলিবে কভু এ ধরায়।।
এমত বলিতে হয় ভাবের উদয়।
আঁখিজলে সবাকার বক্ষ ভেসে যায়।।
এইমত মহাভাব হয় উদ্দীপন।
কৃপা দান করে তারে কোন মহাজন।।
একদা আইল এক ব্যক্তি ওড়াকান্দি।
পদব্রজে এল এথা তিন দিনাবধি।।
গুরুচাঁদ পদপ্রান্তে প্রণাম করিল।
সঙ্গেতে তাহার এক পুটলী যে ছিল।।
মণ্ডা মিছরী নানা মিষ্টি আনিয়েছে কিছু।
মনব্যথা জানাইয়ে সব দিব কিছু।।
বহির্ব্বাটীতে থেকে সেই মহাশয়।
বসিয়ে রয়েছে সে প্রভুর প্রতীক্ষায়।।
অন্তর্য্যামী গুরুচাঁদ তথায় আসিয়ে।
বসিলেন সেই স্থানে আনন্দিত হিয়ে।।
সমাগত ব্যক্তি গিয়ে বন্দিল চরণ।
অঝোর ভাবেতে ঝো'রে তাহার নয়ন।।
কি করিবে তাহা তার নাহি জাগে মনে।
কিছু কাল থাকে চেয়ে শুধু মুখপানে।।
ব্যস্ত হ'য়ে ত্রস্ত চিত্তে পুটলী খুলিল।
মণ্ডা-মিছরী বের করে পুনঃ সে রাখিল।।
এইমত বার বার করে সেই ব্যক্তি।
তার মনোগত ভাব করে শুধু উক্তি।।
ভাল মন্দ সে বিচার নাহিক তাহার।
যাহা আসে মুখে তাহা বলে অনিবার।।
ভাবের বিকারে যেন প্রলাপ বকেছে।
বিন্দু বিন্দু ধারা তার নয়নে র'য়েছে।।
কি করিবে যেন তাহা ভাবিয়ে না পায়।
নির্ব্বাক হইয়া শুনে প্রভু দয়াময়।।
বড়ই মধুর ভাব বর্ণনা অতীত।
তাহার ভাবেতে প্রভু পায় বড় প্রীত।।
জিজ্ঞাসেন দয়াময় কোথা তব ঘর।
বল দেখি বাছাধন কি নাম তোমার।।
সেই ব্যক্তি বলে মোর নাম পঞ্চানন।
বরিশাল জিলা মাঝে বসতি ভবন।।
তিন দিবাবধি আমি এসেছি হাটিয়া।
আপনারে হেরিবারে বাসনা করিয়া।।
গৃহে থেকে আপনার নাম শুনিয়েছি।
ওড়াকান্দি আসিবারে সঙ্গী না পেয়েছি।।
কত লোকে তোষামোদ করেছি বিস্তর।
কেহ না আনিল মোরে কি কহিব আর।।
আসিতে পারি না বলে কাঁদিলাম কত।
সপ্নাবেশে হেরিলাম আপনার মত।।
মোরে বলে আর তুই না করিস বিলম্ব।
অদ্য হ'তে কর তুই হাটিতে আরম্ভ।।
তিন দিনে যাবি তুই দেখিতে পারিবি।
গুরুচাঁদ নাম নিয়ে পথে হেটে যাবি।।
কেঁদে কেঁদে বলে বাবা এই ত এসেছি।
তোমা তরে এই সব দ্রব্য যে এনেছি।
গরীব মানুষ আমি নাহি কিছু আর।
খেটে খুঁটে খাই সদা এই মাত্র সার।।
জমি জমা অল্প কিছু আছে যে আমার।
জমির ফসলে মোর চলে না আহার।।
এইমত বলে আর চক্ষে বহে জল।
অত্যানন্দ পায় যেন ভকত বৎসল।।

বলে তুই আমা লাগি এনেছি যাহা।
পাইয়েছি সব তুই ফিরিয়ে নে তাহা।।
পুত্র কন্যা যারা আছে তারে নিয়ে দিস।
সে জন ব'লেছে তাহা কেন হবে ইস।।
সে বাক্যেতে গুরুচাঁদ হাসিতে লাগিল।
বিকার বিহীন বাক্য অনেকে বুঝিল।।
মধুময় ভাব তার বাক্যচ্ছটা তাই।
বড়াই মধুর ভাব তুল্য দিতে নাই।।
তখনে সে পুনরায় পুটলী খুলিল।
যাহা যাহা এনেছিল প্রভুকে অর্পিল।।
কিছু কিছু নিল তাহা প্রভু দয়াময়।
প্রসাদ স্বরূপ তারে দিল পুনরায়।।
সে জন বলেছে প্রভু বাক্য এক চাই।
নহে আমি কিবা দেশে চ'লে যাই।।
আত্মহারা হ'য়ে যেন কি বলে কি করে।
অনুক্ষণ বারিধারা বিন্দু বিন্দু ঝরে।।
প্রভু বলে কিবা চা'স কিবা দিব তোরে।
সে ব'লেছে একবাক্য দিতে হবে মোরে।।
আর কিছু নাই ব'লে এক কথা বিনে।
প্রভু বলে তোর বাঞ্ছা পুরাব যতনে।।
এবে তুই এই বাড়ী করগে আহার।
সে ব'লেছে তা হবে না বাক্য চাই আমার।।
এ বাড়ীতে খা'ব কেন পথে গিয়ে খা'ব
সব দ্রব্য আমি শুধু এ বাড়ী যোগাব।।
প্রভু বলে প্রসাদান্য করিলে গ্রহণ।
হইতে পারিবি তুই ভক্তির ভাজন।।
সেজন ব'লেছে ব'লেছে তাহা কভু না পারিব।
প্রসাদ দিলেন যাহা তাই নিয়ে খা'ব।।
প্রভু বলে তবে তুই স্নান করি আয়।
নীলরতন গোস্বামী ছিলেন তথায়।।
গুরুচাঁদ বলে তারে তৈল এনে দাও।
স্নান করিবার স্থানে তুমি নিয়ে যাও।।
তৈল দিল সেও তৈল অঙ্গেতে মাখিল।
তৈল মাখিবার কালে গামছা প'রেছিল।।
নীলরতনের প্রতি ব'লেছে তখন।
আমার কাপড়খানি আন হে এখন।।
উল-াসিত হ'য়ে সাধু তাহাই করিল।
স্নেন অন্তে প্রভুপদে পতিত হইল।।
প্রভু তারে মনমত করুণা দানিল।
তখনই গোঁসাই পদ তাহারে যে দিল।।
গুরুচাঁদ ভক্ত বাঞ্ছা পূরণ করিল।
গুরুচাঁদ প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

মাতা সত্যভামাদেবীর মানবলীলা সম্বরণ

তেরশ উনচলি-শ সাল অগ্রাহায়ণ।
সত্যভামা মাতা করে লীলা সম্বরণ।।
মধ্যাহ্ন কালেতে মাতা ভোজ সাঙ্গ করি।
দালানের মাঝে বৈসে বলিয়ে শ্রীহরি।।
আপনা হইতে হৈল শ্রীঅঙ্গ অবশ।
বুঝিতেছে মাতা বসি দালানের পাশ।।
শ্রীপতি প্রসন্ন তাহা দেখিতে পাইল।
মন্মথ রঞ্জনে ডেকে নিকটে আনিল।।
বলে ভাই ঠাকুরমা কেন হেন করে।
ঢলিয়া পড়িতে চায় মৃত্তিকা উপরে।।
ত্রস্ত্য ব্যস্ত চিত্তে আসি ধরিল তখন।
পারিল না ভুমিতলে হইতে পতন।।
দুই ভাই সমতনে বৈসে কোলে করি।
সামান্য ভাবেতে মাতা উঠিছে শিহরী।।
উচ্চে স্বরে দুই ভাই ডাকিল তখন।
কোন সাড়া নাই মাতা হ'ল অচেতন।।
ব্যস্ত হ'য়ে দুই ভাই ডাকে বারে বার।
প্রাণহীন দেহ বল কে করে উত্তর।।
ডাকাডাকি শুনে এল পুরবাসী গণ।
এসে দেখে দুই ভাই করিছে রোদন।।
মাতা মোর বেচে নাই সবে দেখে তাই।
কেঁদে কেঁদে পুরবাসী সবে ছাড়ে হাই।।
দৈ;বেতে এমন ভাবে কেন মৈল মাতা।
এতেক ভাবিয়ে সবে নাহি সরে কথা।।
শোক সিন্ধু উথলিল পুরীর মাঝারে।
পুরবাসী সবে ভাসে শোক সিন্ধু নীরে।।
অপরেতে দাহ কার্য্য করিতে ভাবিয়ে।
হরি হরি বলি সবে লইল ধরিয়ে।।
প্রতিবেশী নারীগণে দিল হুলুধ্বনি।
চারিদিকে শুনা যায় জয় জয় ধ্বনি।।
শূণ্য মার্গে শুনা যায় ভীম কোলাহল।
তথা আসিয়েছে যেন দেবতা সকল।।
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিছলে বারষে চন্দনা।
দেবতা মন্ডলী সবে পুলকিত মন।।
বহুদিন মাতৃহারা দেবতা নিচয়।
মায়ের চরণে সেবা করিতে না পায়।।

অদ্য তারা আনন্দেতে হ'য়েছে বিহ্বল।
সেবিতে পাইব মাতৃ শ্রীপদ কমল।।
এদিকেতে ভক্তবৃন্দ যারা যারা ছিল।
প্রেমে মেতে মাতৃদেহ সৎকার করিল।।
দাহ কার্য্য শেষ করি মতুয়ার গণ।
বালকের ন্যায় সবে ক'রেছে রোদন।।
কেহ বা আকুল চিত্তে কাঁদে উভরায়।
আর না দেখিতে পাব সত্যভামা মায়।।
কোথা গেল স্নেহময়ী জননী আমার।
কে আর করিবে দান হেন স্নেহ ধার।।
মুখপানে চেয়ে কেবা বুঝিবে বেদন।
কেবা বল সান্ত্বাইবে বলি সুবচন।।
তেন ভাবে কেবা সে স্নেহ দেখাবে।
অন্তর বারতা বল কে আর বুঝিবে।।
কেহ বলে কোথা মোর ব্রহ্মময়ী মাতা।
ভবারাধ্যা সারাৎসারা ত্রিলোক মোহিতা।।
জগধাত্রী জগদম্বা ত্রিলোক পালিকা।
করুণা রূপিণী মাতা স্নেহ প্রদানিকা।।
গুরুচাঁদ অর্দ্ধাঙ্গিনী মহা রাসেশ্বরী।
ভকত রঞ্জিনী মাতা ত্রিভুবনেশ্বরী।।
ভকতের হৃদিমাঝে ভক্তি প্রদায়িনী।
তুমি মাতা সারাৎসারা জগত জননী।।
তোমা বিনে শিশু মোরা কেমনে বাচিব।
তোমার বিরহ মাগো কেমনে সহিব।।
এইমত কাঁদে সবে আকুল হইয়া।
আঁখিজলে সবাকার ভেসে যায় হিয়া।।
কেহ কেহ জানে এই মায়ের মরণ।।
বহুদূর দেশে আছে বহু ভক্তগণ।।
নাহি জানে তারা কভু ছেড়ে গেছে মায়।
সংবাদ পাইয়া সবে করে হায় হায়।।
কেহ এসে শ্রীধামেতে মাকে না হরিয়ে।
শিশুর সদৃশ কাঁদে আকুল হইয়ে।।
এইমত আছে ভক্ত যত যত জন।
ব্যাকুলিত হ'য়ে সবে ক'রেছে রোদন।।
কেহ বা শ্রীধাম হতে নিজ গৃহে গিয়ে।
শ্রীধামের বার্ত্তা কহে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
শুণে যত পুরবাসী কাঁদে মা মা বলি।
ভুমেতে পড়িয়ে কেহ গায় মাখে ধুলি।।
এইমত প্রতি গৃহে কাঁদে সর্বলোকে।
পৃথিবী ব্যাপীয়ে চলে মাতৃ মহা শোকে।।
শোক উথলিয়ে চলে প্রতি ঘরে ঘরে।
ধৈরয ধরিয়ে কেহ থাকিতে না পারে।।
আকুল হইয়া সবে কাঁদে নিরবধি।
হায় কিবা করিলি রে নিদারুণ বিধি।।
বহু তপস্যার ধন পেয়েছিনু মাতা।
হ'রে নিলি হেন মাকে করে নিষ্ঠুরতা।।
আর কি পাইব ভবে এহেন জননী।
বুঝিয়ে মরম দুঃখ কে বলিবে বাণী।।
এমত করিয়ে কাঁদে প্রতি ঘরে ঘরে।
দিবানিশি সবাকার আঁখিজল ঝরে।।
পরেতে শ্রীধামে এল শ্রদ্ধ উপলক্ষে।
বিরলে বিচ্ছেদানল জ্বালাইয়া বক্ষে।।
দশাহা দিনেতে এল বহু মতোগণ।
প্রধান প্রধান ম'তো ছিল যত জন।।
লক্ষ্মীখালী গ্রামবাসী শ্রীগোপাল সাধু।
দিবানিশি করে পান নামামৃত মধু।।
সে জনাও মাতৃ শোকে হয়েছে কাতর।
শ্রীধামেতে আসিয়েছে দুঃখিত অন্তর।।
এসেছে অনেক ভক্ত যেখানে যে ছিল।
প্রত্যেকে মায়ের শোকে কাতর হইল।।
এইভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল।
হেনকালে এক কথা প্রস্তাব করিল।।
আমাদের মাথে আছে অতি দীর্ঘ কেশ।
এবে মোরা রাখিবারে নাহি এই বেশ।।
কেহ ভাল কেহ মন্দ বলিতে লাগিল।
প্রভুর নিকট গিয়ে সবে জানাইল।।
মহাপ্রভু সেই বাক্যে সম্মত হইল।
পুত্রোচিত ব্যবহার সকলে করিল।।
বিধিমতে ক্ষেদক্রিয়া সকলে করিয়ে।
শ্রাদ্ধাদি করিল সবে হরিধ্বনি দিয়ে।।
অতঃপর কার্য্যান্তরে ধায় মতোগণ।
দধি ও ডাউল আনে পাগল বিচরণ।।
শ্রীগোপাল চন্দ্র সাধু বসিয়া শ্রীধাম।
নির্দ্ধার্য্য করিয়ে দেন যার যেবা কাম।।
মাধবেন্দ্র পরিচর্য্যা করে প্রাণপণে।
কেদার নাথ মিস্ত্রি,থাকে তাঁর সনে।।
ষষ্টিবাবু শ্রীবিপিন আর সনাতন।
প্রফুল- হৃদয় সদা রহে সর্ব্বক্ষণ।।
দেবাসুর বাবু বাসী হয় শ্রীকুঞ্জ বিশ্বাস।
বাহিরের কর্ম করে থেকে প্রভু পাশ।।

কেহ বা কদলীপত্র আনিয়ে যতনে।
শ্রীধামে রাখিয়ে সমাতারা প্রফুল্লি-ত মনে।।
দেশে দেশে জানাজানি হল মতোগণে।
সামাজিক লোকে সবে পেল নিমন্ত্রণ।।
নানাবিধ দ্রব্য নিয়ে যত ম'তোগণ।
শ্রীধামেতে এসে সবে দিল দরশন।।
কৃষ্ণপুরবাসী ভক্ত ছিল যত জন।
প্রাণপনে রান্না কার্য্য করে অনুক্ষণ।।
দেশস্থ মতুয়া কেহ মিশি সেই দলে।
যোগায় প্রভুর কর্ম্ম অতি কুতুহলে।।
মহোৎসবে আয়োজন বিপুল ভাবেতে।
কত কি আসিল দ্রব্য কে পারে বর্নিতে।।
দলে দলে আসে লোক কে কর গণন।
অভ্যর্থনা করিতেছে যত মতোগণ।।
প্রভাত হইতে হয় ভোজ আয়োজন।
সারাদিন একভাবে চলিল ভোজন।।
পাক দ্রব্য নানা বাবে হ'ল আমদানী।
ঘৃতপক্ক ডা'ল ডালনা কত বা বাখানি।।
পরিচর্য্যা তরে বিগলিত ধর্ম গায়।
প্রভুর স্বজাতি ম'তোদের সঙ্গে রয়।
দলে দলে লোক বৈসে করিতে ভোজন।
আনন্দে যোগায় দ্রব্য ম'তো হত জন।।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গত হ'য়ে যায়।
সমভাবে হ'ল সেই ভোজনের সায়।।
সবে বলে হেন রান্না কভু না খেয়েছি।
বর্ণনা-অতীত স্বাদ অদ্য যে পেয়েছি।।
শ্রীক্ষেত্র হইল অদ্য উড়িয়া নগরী।
ওড়াকাঁদী জগন্নাথ স্বচক্ষে নেহারী।।
লক্ষ্মীকান্ত গৃহে রান্না করে অন্নপূর্ণা।
কভু নাহি খাই মোরা এ সুস্বাদু রান্না।।
এইমত বলি যত সামাজিক লোকে।
চলি যায় নিজ বাসে মনের পুলকে।।
অপরে করিল সেবা মতুয়ারগণ।
ক্রমে সেই সেবাকার্য্য হ'ল সমাপণ।।
স্বদেশী বিদেশী যত মতুয়া আসিল।
পরদিন সব কর্ম গুছিয়া লইল।।
এইভাবে মহোৎসব হ'ল সমাপণ।
চা'ল ব্যয় হলো তাহে তির আশি মণ।।
তার পরে মতুয়াবৃন্দ বিদায় হইল।
হরিগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।।

শান্তি-গীতি